

সূচিপত্র ।



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অঃ। নৈমিষারণ্য-প্রশংসা	১	২৫ অঃ। অর্দ্ধনারায়ণ মহাদেব হইতে	
২ অঃ। শিব-মাহাত্ম্য বর্ণন	৪	গৌরীর পুণ্ড্র শরীর সৃষ্টি কথন	৭৯
৩ অঃ। সূর্য্যের-উপাখ্যান	৯	২৬ অঃ। মরীচ্যাদি সৃষ্টি-কথন প্রস্তাবে	
৪ অঃ। বারাগসৌ-মাহাত্ম্য ও কলিমুগ		দক্ষের কন্তা-সন্ততি কথন	৮১
বর্ণন	১২	২৭ অঃ। উত্তানপাদসন্ততি কথন	৮৪
৫ অঃ। ব্যাসের প্রতি শঙ্করের		২৮ অঃ। সূর্য্যাসুর সৃষ্টি কথন	৮৬
বরদান	১৭	২৯ অঃ। হিরণ্যাক্ষ বধ	৮৯
৬ অঃ। বারাগসৌ-স্থিত বিবিধ লিঙ্গ-		৩০ অঃ। প্রহ্লাদের রাজ্যাধিরোহণ হইতে	
মাহাত্ম্য বর্ণন	১৬	ইক্ষাকুবংশ পর্য্যন্ত বর্ণন	৯৪
৭ অঃ। দক্ষেশ্বর-মাহাত্ম্যাদি কথন	১৯	৩১ অঃ। পুরুবংশ ও যদুবংশ কথন	৯৯
৮ অঃ। ত্রিলোচনমাহাত্ম্যাদি কথন	২৩	৩২ অঃ। শিবি নামক ইন্দ্রচরিত	
৯ অঃ। ব্রহ্মাদি পুরাণলক্ষণ ও		বর্ণন	১০৩
তদানুকূল কথন	২৫	৩৩ অঃ। নিত্য নৈমিত্তিকাদি প্রলয়	
১০ অঃ। দানাই বিপ্র কথন	২৮	কথন	১০৭
১১ অঃ। শিবভক্ত-মহিমাদি বর্ণন	৩২	৩৪ অঃ। তারক বিদ্যাম্বালী প্রভৃতির	
১২ অঃ। যোগের অষ্টবিধ সাধন—যম		তপঃ কথন	১১০
নিয়ম-প্রাণায়ামাদি কৌতুহল	৩৫	৩৫ অঃ। শিবকর্তৃক ত্রিপুরদাহ	১১৫
১৩ অঃ। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় নিবা-		৩৬ অঃ। উপমহুয়া-উপাখ্যান	১১৯
রণোপায় প্রসঙ্গে সাংখ্যিক-রাজন		৩৭ অঃ। জালন্ধর বধ-বৃত্তান্ত	১২২
বিদ্যা কথন	৪০	৩৮ অঃ। শিবমহিমা	১২৪
১৪ অঃ। কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত কথন	৪৩	৩৯ অঃ। কলিপ্রবেশাদি কথন	১৩১
১৫ অঃ। শ্রবণদ্বাদশী ব্রত কথন	৪৬	৪০ অঃ। শিব ও বিষ্ণুর তুল্যত্বে	
১৬ অঃ। অনন্তত্রয়োদশী ব্রত কথন	৪৯	হেতু	১৩৭
১৭ অঃ। বর্ণাশ্রমচার বিধি	৫২	৪১ অঃ। বিষ্ণুর সূদর্শন চক্রে প্রাপ্তি	১৪২
১৮ অঃ। দ্বিজধর্ম্য কথন	৫৬	৪২ অঃ। শিবপূজা বিধি	১৫২
১৯ অঃ। শ্রাদ্ধবিধি	৬১	৪৩ অঃ। উমা-মহেশ্বর ও দূর্ভাগগণতি	
২০ অঃ। বানপ্রস্থাদি ধর্ম্য কথন	৬৩	ব্রত কথন	১৫৫
২১ অঃ। প্রাকৃত সৃষ্টি কথন	৬৫	৪৪ অঃ। শিবালয় নির্মাণ কল	১৫৯
২২ অঃ। বরাহকর্ম্মীয় প্রাকৃতাদি সৃষ্টি		৪৫ অঃ। কৃত্ত-পাণ্ডিত ব্রত কথন	১৬৩
কথন	৬৭	৪৬ অঃ। শিব-মাহাত্ম্য কথন	১৬৮
২৩ অঃ। হরোৎপত্তি বিবরণ	৭১	৪৭ অঃ। অকল্মষী-সাবিত্রী সংবাদ	১৭৪
২৪ অঃ। বিষ্ণুর প্রতি হরের বরদান	৭৪	৪৮ অঃ। সূদেবী-উপাখ্যান	১৮১

বিবরণ	পৃষ্ঠা	১৭৭৪
৪৯ অঃ। রক্তাসুর বধ	১৮৫	৬১ অঃ। দেবগণের পাবকভূতি
৫০ অঃ। পার্শ্বতীর প্রভাব বর্ণন	১৯৫	৬২ অঃ। কার্তিকেয়ের বিনাশ জন্ত
৫১ অঃ। তিথিনির্ণয়াদি কথন	২০২	দ্বিজগণকর্তৃক ইন্দ্রকে উৎসাহিত করণ
৫২ অঃ। প্রায়শ্চিত্ত বিধি	২০৫	৬৩ অঃ। কার্তিকেয়ের দেবসেনা-
৫৩ অঃ। মদন দাহ	২১০	পতিত্ব গ্রহণ
৫৪ অঃ। মদনের প্রতি মহাদেবের		৬৪ অঃ। ব্রহ্মাকর্তৃক নারদের প্রতি
বরদান	২১৫	ভক্তিসংযোগ কথন
৫৫ অঃ। মাহেশ্বর জ্ঞান কথন	২১৭	৬৫ অঃ। শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রভাবাদি
৫৬ অঃ। শিবের বিবাহমণ্ডপ বর্ণন	২১৯	কথন
৫৭ অঃ। কালারিয়র আনয়ন কথন	২২২	৬৬ অঃ। শিবপূজা-মাহাত্ম্যাদি বর্ণন
৫৮ অঃ। শিববিবাহ	২২৭	৬৭ অঃ। মহাকালাদি মাহাত্ম্য কথন
৫৯ অঃ। দেবীর প্রতি মহাদেবের		৬৮ অঃ। তিথি-কৃত্য ব্যবস্থা
শুভমার্গে ভূষণ প্রদান ও ক্রৌড়োদ্যান		৬৯ অঃ। শিবতীর্থ বর্ণন প্রসঙ্গে মূনি-
দর্শন	২৩০	পত্নীমোহন ও পুরাণশ্রবণের কল-
৬০ অঃ। বিবাহান্তে শত্ৰুর ক্রোড়	২৩৫	শ্রুতি

সূচিপত্র সমাপ্ত

সৌরপুরাণম্

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সবস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যজ্ঞাজ্ঞা অগৎস্রষ্টা বিরিকিঃ পালকো হরিঃ ।
সংহর্তা কালকছাথো নমস্তস্মৈ পিনাকিনে ॥ ১
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
মুনীনামাশ্রয়ো নিত্যং নৈমিষারণ্যমুত্তমম্ ॥ ২
শৌনকাদ্যা মহাত্মানঃ শিবভক্তা মহোজস্মাঃ ।
দীর্ঘসজ্জং প্রকুর্ষ্বন্তস্ত্রেণানন্ত তুষ্টয়ে ॥ ৩
তস্মিন্ সজ্জে মহাভাগো মুনীনাম্ ভাগ্যগৌরবাৎ
আজগাম মুনীন্ দ্রষ্টুং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং
সবস্বতীকে প্রণাম করিয়া, জয়কীৰ্ত্তন অর্থাৎ
পুরাণাদি পাঠ করিতে হয় । ঐহার আজ্ঞা
ক্রমে ব্রহ্মা অগতের সৃষ্টি-র্ত্তা, বিষ্ণু
পালনকর্ত্তা এবং কালরজ্জ্ব সংহারকর্ত্তা ;
সেই পিনাকপাণিকে নমস্কার । তীর্থ-
গৃহের মধ্যে উত্তম তীর্থ, ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে
উত্তম ক্ষেত্র এবং মুনীগণের নিত্য আশ্রয়-
স্থল, উত্তম ভূমি নৈমিষারণ্যে মহাত্মা মহা-
ভেজাঃ শৌনকাদী শিবভক্ত মুনীগণ, শিব-
প্রীতি-উদ্দেশ্যে দীর্ঘসজ্জা ব্যাপ্ত আছেন,
এমন সময়ে মুনীগণের বিশেষ ভাগ্যকলে,
শৌরাণিকজ্ঞে মহাভাগ সূত, মুনীগণ-দর্শনা-
ভিত্তিতে সেই দীর্ঘসজ্জা আগমন করিলেন ।

তঃ দৃষ্ট্বা তে মহাত্মনো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।

প্রহৃষ্টাঃ প্রষ্টুমুদ্বীক্কাঃ পত্রচ্চ গোমহর্ষণম্ ॥ ৫

ঋষয় উচুঃ ।

কথং ভগবতা পূজ্যমাদিত্যোনাঙ্করূপিণা ।

পুরাণং কথিতং সৌরং তন্নো বক্তুমহর্হসি ॥ ৬

রুক্মিণ্যপাঠনাৎ সাক্ষাৎ পূৰ্ব্বঃ তি বিদিতং স্বয়া

ব্রহ্মে । নাস্তি পাত্রা বক্তা পুরাণানাং মহাতপঃ

সন্ত্যজ্যে বহবঃ শিষ্যা আপ তত মহাত্মনঃ ।

তথাপি । শিষ্যাবৎসল্যাৎ ত্বং পুরাণেনু যোজিতঃ

যাত্তন্ত নি পুরাণানি ব্রহ্মোক্তানি মহামতে ।

পূৰ্ব্ব হইতেই প্রশ্ন করিবার জন্ত উদ্যোগী

সেই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা সূত যোম-

হর্ষণকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহার

নিকট 'জ্ঞানসা করিলেন,--আমরূপী ভগ-

বান আদিত্য যে সৌরপুরাণ কীৰ্ত্তন করিয়া-

ছেন তাহা কি প্রকার ? আমাদিগকে বলিতে

আজ্ঞা হয় । হে মহাতপঃ! আপনি এ

দমস্ত বিষয় রুক্মিণ্যপাঠনের নিকট পূর্বেই

বিদিত আছেন । আপনি হইতে যে

পুরাণবক্তা আর নাহি । মহাত্মা রুক্মিণ্য-

পাঠনের অন্ত অনেক শিষ্য আছেন বটে ; কিন্তু

বাৎসল্য বিশেষ-প্রযুক্ত আপনাকে পুরাণ-

শাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছেন । ১—৮ । হে মহা-

মতে ! অন্ত যে সকল পুরাণ আপনি পূর্বে

অনং তৈঃ পার্শ্বভীকান্তভক্তৌ ভক্তিযুতত্বদম্
ন যজ্ঞৈর্ন তপোভিবা ন দানৈর্ন ত্রৈস্তথা ।
শিবভক্তিযুতে যস্মান্মুক্তির্নাস্তীতি শুক্রম্ ॥১০
দেবোহয়ং ভগবান্ ভানুরস্বধামী সনাতনঃ ।
যো ক্রতে সর্ববস্তুনাং তস্বং জ্ঞানৈব নাস্তথা ॥
অতঃ শ্রদ্ধা হি মহতী শ্রোতৃং বৃদ্ধদনামৃতম্ ।
অস্মাকং বর্জতে সূত রোমহর্ষণ সূত্রত ॥ ১২
সূত উবাচ ।

নত্মা সূর্য্যঃ পরং ধাম ঋগ্যজুঃসামরূপিণম্ ।
ত্রিসত্যং ত্রিজগদঘোনিং ত্রিমার্গক ত্রিকৃৎসগম্ ॥
পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি সৌরং শিবকথাশ্রয়ম্ ।
যজুঃস্বা মনুজঃ শীত্রং পাপকঙ্ককমুৎসৃজেৎ ॥১৪
শ্লোকদ্বয়ং পঠেদ্যন্ত শ্লোকমেকমথাপি বা ।

কীর্তন করিয়াছেন, তাহাতে প্রয়োজন নাই
(তিনিরাছি); এই সৌরপুরাণ শিবভক্তি-
পূর্ণ, (ইহাই আমাদিগের শ্রোতব্য), কেননা,
শিবভক্তি ব্যতীত যজ্ঞ, তপস্যা দান এবং
ত্রুত কোনপ্রকারেই মুক্তি হয় না। ইহা
শ্রবণ করিয়াছি। এই সনাতন অন্ত-
র্ধামী ভগবান্ সূর্য্যদেবের অজাত-তত্ত্ব
কীর্তন করিতে হয় না, সর্ব বস্তুর তত্ত্ব অব-
গত হইয়াই তিনি বলিয়া থাকেন। হে
সূত্রত সূত রোমহর্ষণ! এই জন্তই আপ-
নার সেই বচনামৃত শ্রবণে বড়ই শ্রদ্ধা জন্মি-
রাছে। সূত বলিলেন,—আমি ঋকৃ-যজুঃ-সাম-
রূপী, ত্রিসত্য * ত্রিজগৎকারণ, ত্রিমার্গ †
ত্রিকৃৎসগ ‡ পরম তেজঃস্বরূপ সূর্য্যকে প্রণাম
করিয়া শিবকথাস্থিত সৌরপুরাণ বলিতেছি,
ইহা শ্রবণমাত্রে মানব পাপকঙ্ক উন্মোচনে
সমর্থ হয়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধাসহকারে
এই পুরাণের শ্লোকদ্বয় বা একটি শ্লোক পাঠ

কৃত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে সত্যস্বরূপ।

† কৃঃ জুঃ এবং সঃ এই লোকত্রয়ের
পথে সঞ্চরণকারী অথবা মার্গত্রয়সেব্য।

‡ আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্বে
অবিভিক্ত।

শ্রদ্ধাবান পাপকঙ্কাপি স গচ্ছেৎ সবিভূঃ পদম্
পৌরাণীং বৃত্তিমাত্রিত্যে যে জীবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
তন্মণ্ডলং বিনির্ভিক্ত তৎসাম্যজ্যং ব্রজন্তি তে ॥
বক্তা যত্র রবিঃ সাক্ষ্যাজ্জ্যোতা যন্ত সূতো মনুঃ
মাহাত্ম্যং কথ্যতে শঙ্কোর্নাস্ত্যস্মাদধিকং দ্বিজাঃ
ইদং পুরাণং বক্তব্যং ধার্ম্মিকায়ানস্ববে ।
দ্বিজায় শ্রদ্ধাধানায় শিবৈকাগিপিতবুদ্ধয়ে ॥ ১৮
অসীমমুহঃ সূর্য্যাসুতো বর্জতে যো মহাতপাঃ ।
স কদাচিৎসহভাগঃ কামিকাথ্যং বনং যযৌ ॥ ১৯
প্রতর্দনস্ত নৃপতের্ধজ্ঞে বিপুলদক্ষিণে ।
তস্বং বিচারয়ামাসুর্নিখো যত্র মহর্ষয়ঃ ॥ ২০
অশক্তান্তে মহাভাগা ভৃগাদ্যাস্তস্ব নর্ণয়ে ॥২১
এবং স্থিতেষু বিপ্রেষু মায়ায়া মোহতাস্মিন্ ।
সংশয়াবিষ্টচিত্তেষু বাগভূদশরীরিণী ॥ ২২
তপঃ কুরুধ্বং বিপ্রেস্তাস্তপো জ্ঞাননিবহণম্ ।

করে, তবে সে সূর্য্যালোকে গমন করিয়া
থাকে। যে সকল দ্বিজাতি এতৎপুরাণবৃত্তি
আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহারা
সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া সূর্য্য-সাম্যজ্য লাভ
করিয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে পুরা-
ণের বক্তা সাক্ষ্যং সূর্য্য, শ্রোতা তাঁহার পুত্র
(বৈবস্বত) মনু এবং শিবমাহাত্ম্য বাহাতে
বর্ণিত; সেই এই সৌরপুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট
আর কিছুই নাই এই পুরাণ, ধার্ম্মিক, অনুয়া-
বজ্জিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শিবৈকতৎপর দ্বিজের
নিকট বক্তব্য ১৯—১৮। সূর্য্যের পুত্র (বৈব-
স্বত নামে বিখ্যাত) এক মনু ছিলেন, বর্জ-
মান সময় সেই মহাতপারই অধিকারভুক্ত
মহাভাগ মনু কোন সময়ে কামিকারণ্যে গমন
করেন। তথায় রাজা প্রতর্দনের প্রচুর-
দাক্ষণ্যসম্পন্ন যজ্ঞ মহর্ষিগণ পরস্পরে তত্ত্ব-
বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু ভৃগু প্রভৃতি
সেই মহাভাগগণ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন
না। ব্রাহ্মণেরা এইরূপ মায়ামোহিত ও
সংশয়াকুল অবস্থায় থাকিলে, দৈববাণী
হইল, “হে ব্রাহ্মণজ্ঞেইগণ! তপস্যা কর;

তপসা প্রাপ্যতে সৰ্বমিতি তে শুক্রবুর্গিরম্ ॥২৩

ঋত্বা তু মুনয়ঃ সৰ্বৈঃ তুষ্ণাত্মা দম্বকিষিবাঃ ।

মহুঃ পুরত্কৃত্য যয়ুঃ ক্ষেত্রং বৈ দ্বাদশাশ্বানঃ ।

বিশ্রুতঃ দ্বাদশাদিত্যমিতি লোকেষু তাদৃজ্ঞাঃ ॥

যত্র সন্নিহিতো নিত্যং ভান্নুগ্নিদম্বপুঞ্জিতঃ ।

তেপুস্তত্র তপো ঘোরং তত্ত্বদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫

গতে বর্ষসহস্রে তু সূর্য্যঃ প্রত্যক্ষতামগাৎ ।

কিমর্থং তপ্যতে বৎস সৰ্বৈশ্চৈতৈর্মহাবিভিঃ ।

তুষ্টোহং তব দাস্তামি যৎ তে মনসি বর্ত্ততে

এতে চ মুনয়ঃ সৰ্বৈঃ তপসা দম্বকিষিবাঃ ।

পশুন্ত মাং পরং দেবং বিশ্বাস্তর্ধামিণং বিভূম্ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি দৃষ্ট্বা রবিং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং পুরতঃ স্থিতম্

মেনে কৃতার্থমাত্মানং মহুর্বৈবস্বতস্তদা ॥ ২৮

আশ্বস্তাত্মানমাধায় সৰ্বভাবোণ সংযমী ।

ভক্তিং চকার স মহুর্মুনিভিঃ সহ সূত্রতঃ ॥ ২৯

তপস্তাই জ্ঞানের সম্পাদক, তপস্তা হইতেই

সকল বস্তু লাভ করা যায়।" এই দৈববাণী

উঁহায়া শ্রবণ করিলেন। তখন সেই ভৃগু

প্রভৃতি নিষ্পাপ মুনিগণ মহুকে অগ্রে করিয়া

আদিত্যক্ষেত্রে গমন করিলেন। হে দ্বিজ-

গণ! সেই ক্ষেত্র দ্বাদশাদিত্য নামে জগতে

খ্যাত। তথায় দেবপুজিত সূর্য্য সতত

সন্নিহিত। মুনিগণ তত্ত্বদর্শনাভিলাষী হইয়া

ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন। সহস্র

বৎসর গতে সূর্য্য মহুয় প্রত্যক্ষীভূত হই-

লেন। (এবং তিনি পুত্র মহুকে বলিলেন,) এই

সকল মহর্ষিগণ কেন তপস্তা করিতে-

ছেন? আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হই-

য়াছি, যাহা তোমার অভিলষিত, তাহা

প্রদান করিব। তপোনির্দ্বন্দ্বকণ্ঠ্য এই সকল

মুনিগণ আমাকে বিশ্বাস্তর্ধামী বিভূ পরমদেব-

রূপে অবলোকন করুন। সূত কহিলেন,—

প্রত্যক্ষতঃ সমুখে অবস্থিত সাক্ষাৎ সূর্য্যকে

এইরূপে দেখিয়া বৈবস্বত মহু আপনাকে

কৃতার্থ বোধ করিলেন। সূত্রত মহু, মুনি-

গণের সহিত আশ্বমেনঃসমাবধানপূর্ব্বক সর্ব-

মহুরুবাচ ।

নমো নমো বরেণ্যায় বরদায়ান্শুমালিনে ।

জ্যোতির্ময় নমস্তাত্মনস্তায়াজিতায় তে ॥ ৩০

ত্রিলোকচক্ষুবে তুভ্যং ত্রিগুণায়াতুর চ ।

নমো ধর্ম্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥ ৩১

নরনারীশরীরায় নমো মীচ ষ্টমায় তে ।

প্রজ্ঞানাদ্যখিলেশায় সপ্তাধায় ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৩২

নমো ব্যাহিতিক্রপায় ত্রিগুণায়ানুগামিনে ।

হর্ষাশ্বায় নমস্তাত্ম্যং নমো হরিতবাহবে ॥ ৩৩

একলক্ষবিলক্ষায় বহুলক্ষায় দণ্ডিনে ।

একসংহস্রিসংহায় বহুসংহায় তে নমঃ ।

শক্তিত্রয়ায় শুক্রায় রবয়ে পরমেষ্ঠিনে ॥ ৩৪

ঐ শিবস্তং হারিদেব তং ব্রহ্মা ঐ দিবস্পতিঃ ।

তমোক্তারো বযট্কারঃ স্বধা বাহা ভূমেব হি ॥ ৩৫

ভাবে সংযত হইয়া সূর্য্যের স্তব করিতে

লাগিলেন ;—হে জ্যোতির্ময়! আপনি

বরেণ্য, বরদ, অংশুমালী, আপনাকে বারং-

বার নমস্কার। আপনি অনন্ত, অজিত,

আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রিলোকচকু,

ত্রিগুণ, অমৃত, ধর্ম্ম, হংস এবং জগজ্জনক,

আপনাকে নমস্কার। আপনি নরনারীকপী,

বর্ষকশ্রেষ্ঠ, সপ্তাধ, ত্রিমূর্ত্তি, প্রজ্ঞানরূপ

এবং অখিলেশ্বর, আপনাকে নমস্কার।

আপনি ব্যাহিতিক্রপ, ত্রিগুণ্য, অনুগামী

আপনাকে নমস্কার। আপনি হর্ষাশ্ব,

আপনাকে নমস্কার; এবং আপনি

হরিতবাহু, আপনাকে নমস্কার। আপনি

একলক্ষ যোজন হইতেও বিশেষরূপে লক্ষ্য*

এবং বহু ব্যক্তির লক্ষ্য; আপনি দণ্ডধারী,

একসংহ, দ্বিসংহ এবং বহুসংহ; আপনি

ত্রিশক্তি সম্পন্ন, শুক্র, রবি এবং পরমেষ্ঠী;

আপনি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; আপনি দিব-

স্পতি, ওক্তার, বযট্কার, স্বধা এবং বাহা।

* “একলক্ষবিলক্ষায় বহুলক্ষায়” এই-

রূপ পাঠ সন্দর্ভভুক্ত।

দ্বায়তে পরমাত্মানং ন তৎ পশ্যামি দৈবতম্ ॥
এতঃ স্বহৃদ মনঃ প্রাণ ভগবন্তঃ ত্রয়োময়ম্ ।
মুনিভিঃ সহ ধৰ্ম্মাশ্চা সমাগমর্শনকাজ্জিভিঃ ॥৩৭
মহুরুবাচ ।

কিং তচ্ছ্রেয়স্করং তব বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
কস্মাদ্বিশ্বমিদং জাতং কস্মিন্ বা লয়মেষ্যতি ॥
কস্মত্রক্ষাদয়ো দেবা বশে তিষ্ঠন্তি সৰ্বদা ।
তদেকমথবানেকমুভয়ং বা বদ প্রভো ॥ ৩৯
কেন বা জায়তে সমাগয়মধু ইতীতিবৎ ।

জ্ঞাতে তস্মিন্স্থ কিংরূপং তন্ত জ্ঞানং কিমাত্মকম্
চরিতং তন্ত কিং ভাত কিং তীঃ তদধিষ্ঠিতম্
কেসামমুগ্রহস্তন্ত তীর্থে নিবসতাং প্রভো ॥৪১
লক্ষণক পুরাণানাং ব্রতানাক্র ক্রমো যথা ।
বর্ণনামাশ্রমাণাক্ষ বর্ণাচারবিধিঃ কথম্ ॥ ৪২
শ্রাক্ষ কথং বা ক্রিয়তে প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ কথম্ ।
এতৎ সৰ্বং হি ভগবন্ পৃষ্টং বকুমিহাহসি ॥৪৩

পরমাত্মস্বরূপী আপন। ব্যতীত আর দেবতা
দেখিতে পাই না ॥৩৯—৩৭ ধৰ্ম্মাশ্চা মনু ত্রয়ো-
ময় ভগবান সূর্য্যকে এইপ্রকার স্তব করিয়া
তব্বর্ণনামূল্যবানী মুনিগণের সহিত জিজ্ঞাসা
করিলেন,—বেদান্তে কোন শ্রেয়স্কর তত্ত্ব প্রতি-
ষ্ঠিত আছে? এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎ-
পন্ন এবং কোথায় বা লয় পাইবে? ব্রহ্মাদি
দেবগণ সৰ্বদা কাহার বশবত্তী? সেই
বস্তু এক বা অনেক, অথবা এক অনেক

? হে প্রভো! ইহা আপনি
বলুন। ‘এই অর্থ’ এইরূপ প্রত্যক্ষীভাবের
স্তায় তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় কিরূপে?
তাঁহাকে জানিতে পারিলে কিরূপ অবস্থা হয়?
এবং তাঁহার জ্ঞানের স্বরূপই বা কি? হে
ভাত! তিনি কীদৃশ চরিতসম্পন্ন? তাঁহার
অধিষ্ঠিত কোন তীর্থ? হে প্রভো! তদীয়
তীর্থবাসী কাহারদ্বারা প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ
হয়? পুরাণলক্ষণ, ব্রতক্রম এবং বর্ণাশ্রমা-
চার কিরূপ? শ্রাক্ষ কিরূপে করা যায়?
প্রায়শ্চিত্তবিধি কি প্রকার? হে ভগবন্!
এক্ষণে এই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর

এবং মনোবর্ষঃ শ্রদ্ধা ভগবান তাস্করো বিজ্ঞাঃ ।
যৎ পৃষ্টং তদশেষেণ বকুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৫
ইতি শ্রীসৌরপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো নৃত-
শৌনকসংবাদে নৈমিষারণ্যপ্রশংসাদি-
কথনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ভাহুরুবাচ ।

শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি তবঃ ব্রত প্রতিষ্ঠিতম্ ।
পুরাণেহস্মিন্ মহাভাগ সৰ্ববেদার্থসংগ্রহে ॥ ১
তৎ তবঃ ব্রতগবতো রূপমীশস্ত শূলিনঃ ।
বিধং তেনাখিলং ব্যাপ্তং নাত্তেনৈত্যবীক্ষুতিঃ
স এবাশ্চা সমস্তানাং ভূতানাং মহুজাধিপ
চৈতন্তরূপো ভগবান্ মহাদেবঃ সহোমরা ॥ ৩
একোহপি বহুধা ভাতি লীলয়া কেবলঃ শিবঃ
ব্রহ্মবিষ্ণুহাদিরূপেণ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥৪

করুন। হে বিজগন্! ভগবান্ তাস্কর,
মহুর এই প্রকার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসিত
বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে উত্তর করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥ ৩৭—৪৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ভাহু বলিলেন,—হে মহাভাগ পুত্র! শ্রবণ
কর । সৰ্ববেদার্থ-সংগ্রহাশ্রয় এই পুরাণে তব্ব
কথা অবধারিত আছে, ইহা শ্রবণ কর ।
ভগবান্ শূলপাণি ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ, তাহাই
তব্ব; সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৎকর্তৃক ব্যাপ্ত,
বিশ্বব্যাপক আর কিছুই নাই, জ্ঞতিতে ইহা
কথিত হইয়াছে। হে মহুজাধিপ! তিনিই
সমস্ত প্রাণীর আত্মা। উমা সহিত ভগবান্
মহাদেব চৈতন্তরূপী। দেবদেব মহেশ্বর
অদ্বিতীয় শিব, একমাত্র হইয়াও লীলাবশে
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি নানারূপে বিরাজ

পৃষ্ঠো ব্রহ্মাদিত্তির্দেবৈঃ কথং দেবেতি শঙ্করঃ ।
 অত্রবীদহমেবৈকো নাত্তঃ কশ্চিদিত্তি ঋতিঃ ॥ ৫
 আত্মত্বং শরীরাদেবান্নীলাবগ্রহরূপাণঃ ।
 আদিসর্গে সমুদ্ভূতো ব্রহ্মবিষ্ণু সুরোত্তমৌ ॥ ৬
 তথৈকঃ পরমাত্মানমানি স্তারমীশ্বরম্ ।
 প্রাহর্বহবিধং ভক্তজ্ঞা ইন্দ্রঃ মিত্র ইতি ঋতিঃ ॥ ৭
 ন তস্মাদধিকঃ কশ্চিন্নীয়া নপি কশ্চন ।
 ভেনৈদমখিলং পূর্ণং শঙ্করেন মহাত্মন ॥ ৮
 মুমুকুভিঃ সদা ধ্যেয়ঃ শিব একো নিরঞ্জনঃ ।
 সর্বমন্তং পরিত্যজ্য মুক্ত এব বিমুচ্যতে ॥ ৯
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রায়শে কারণং পরম্ ।
 শিবভক্তিঃ সদা সত্যং নাত্তং কিকন ভূতলে ॥
 ত্রিলোক্যাং সুখকামো যন্তেন পূজাঃ সদা শিবঃ
 শিবভক্তিযুক্তে সৌখ্যং কুতঃ স্তাং সর্বদেহি-
 নাম্ ॥ ১১
 শিবভক্ত্যা ধনং বিদ্যা যশঃ শত্রুক্য়ন্তথা ।

করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবকে “হে দেব! আপনি কে?” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একমাত্র আমিই বর্ত্তমান, আর কেহ নাই, ইহাই বেদবাক্য। আদি সৃষ্টিতে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ও বিষ্ণু, লীলাদেহধারী আত্মরূপ মহাদেব হইতে উদ্ভূত হন। সেই আদিকর্ত্তা পরমাত্মা অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই তত্ত্ববেত্তৃগণ বহুবিধরূপে নির্দেশ করেন। “ইন্দ্রঃ মিত্র” ইত্যাদি বেদমন্ত্রেও সেই কথা প্রকাশিত আছে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই; তদপেক্ষা অগুতমও কেহ নাই। সেই পরমাত্মা শঙ্করই এই অখিল-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া আছেন। মুমুকু ব্যক্তিগণ আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই একমাত্র নিরঞ্জন শিবকেই সতত ধ্যান করিবে। তাহাতেই জীবমুক্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করিবে। সঙ্গদা শিবভক্তিই জগতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাহ-মোক্ষলাভের পরমকারণ, আর কিছু নহে; ইহা নিশ্চিত। জৈলোক্যে সুখ-কামনা সাধার আছে, সে ব্যক্তি সদা শিব-পূজা করিবে। শিবভক্তি ব্যতীত জীবের

প্রাপ্যতে বিজয়ঃ সর্বঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১২
 যোগক্ষয়ন্তথারোগ্যাং যদ্ব্যক্ মনসচ্ছক্তি ।
 জনন্তং সর্বম প্লে ত বেদন্ত বচনং যথা ॥ ১৩ ॥
 যদা ললাটে ধাত্মা হি লিখিতঃ সৌখ্যমুত্তমম্ ।
 শিবভক্তো তদা বুদ্ধিজায়তে নাত্তথা ক্বচন ॥
 ন তন্ত কৰ্ম্ম কার্য্যং বা বহুমুক্তী মহেশিতুঃ ।
 আনন্দরূপা গোষ্ঠ্যা ক্রৌড়িতম্ব মহেশ্বরঃ ॥ ১৫
 অক্ষরং পরমং ধ্যেয়ম শৈবং জ্যোতিরনাময়ম্
 যন্তন্ন বেদ কিং বেদৈর্ভাষ্যন্ত ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 নাত্তো বেদ্যঃ স্বয়ং জ্যোতী কুত্র একো নির-
 ঞ্জনঃ ॥
 তস্মিন্ জাতোহখিলঃ জাতমিত্যাহর্কোদবাদিনঃ
 অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শত্রুশ্চাত্তে দিবৌকসঃ ।

সুখলাভ কোথা হইতে হইবে? ধন, বিদ্যা, যশ, শত্রুক্য়ঃ এবং জয় সকলই শিবভক্তিবলে লাভ করা যায়, ইহা সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই! যোগক্ষয়, যোগাভাব এবং সাহাই মনের আকাজিক, তৎসমস্তই শিবভক্তিবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ বেদবাক্য আছে। বিধাতা ললাটে যখন সুখলাভ লিখিয়াছেন, তখনই লোকের শিবভক্তিতে বুদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, ইহা নিশ্চিত। ১—১৪। সেই মহেশ্বরের কর্তব্য বা অকর্তব্য নাই, * বস্তু বা মুক্তি নাই; তিনি আনন্দরূপা গোষ্ঠীর সহিত নিত্য নিত্য ক্রীড়া করেন মাত্র। অবিকারী শৈবজ্যোতিঃ অবায়, সর্বোৎকৃষ্ট এবং আকাশবৎ। যে ব্রাহ্মণ তাহা অবগত নহে, বেদ সকল তাহার পক্ষে নিফল। স্বয়ং প্রকাশ নিরঞ্জন একমাত্র কুত্রই জ্ঞেয়, আর কিছুই জ্ঞেয় নাই। বেদবাদিগণ বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সর্ববিষয়ে জ্ঞান হয়। আমি (স্বর্ধ্য), ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং অন্ত দেবতারাও অন্যাপি

* মূলে “ন তন্তাকর্ম্ম কার্য্যং বা” এইরূপ পাঠ হওয়া উচিত। আর যথার্থবিত্ত মূল-পাঠের অন্তর্বাদ—“তাঁহার কর্তব্য কর্ম্ম নাই, বস্তু নাই, মুক্তি নাই।”

অদ্যা পুণ্যার্থে বিবিধৈঃ শস্তোদর্শনকাজিকাঃ
ন দার্শন্যতপোভিরা নাশমেধাদিভির্বৈধৈঃ ।
তজ্জ্যোবানন্তরা রাজন জায়তে ভগবাহ্বিঃ ।
যতো বাচো নিবর্ততে অপ্রাণ্য মনসা সহ ।
তর্গাধিবন্ত ভরণাধিব্যোনে ক্রমাপত্তেঃ ॥ ২০ ॥
তস্ত জ্ঞানময়ী শক্তিরব্যয়া গিরিজা শিবা ।
তয়া সহ মহাদেবঃ স্বজতাবতি হস্তি চ ॥ ২১ ॥
আচক্ষতে তয়োর্ভেদমজ্ঞা ন পরমার্থতঃ ।
অভেদঃ শিবযোগে সিদ্ধো বহুদাহিকয়োঃ শিব ॥
মায়া সা পরমা শক্তিরক্ষরা গিরিজাব্যায়া ।
মায়াবিশ্বাক্ষকো রুদ্রস্তজ্জজ্ঞাত্বা হমুতীভবেৎ ॥
স্বাস্ত্রস্তবাহিতঃ দেবঃ বিশ্বব্যাপিনমৌশরম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন জ্ঞাত্বা পাঠৈবিমুচ্যতে ॥
সকলং তস্মা ভাসৈব ভাতি নাস্তেন শঙ্করঃ ।

বিবিধ উপায়ে শিবদর্শন অভিলাষে কালযাপন করেন। দান, তপস্বী বা অশমেধাদি বহু ঋণ ভগবান্ শিবকে অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু হে রাজন! তদ্রূপভক্তির ফলেই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। যে বিশ্বপালক, বিশ্বকারণ ভগ্ন উদ্যোগিতিকে না পাইয়া বাক্য ও মন প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাঁহারই জ্ঞানময়ী অব্যয়া শক্তি গিরিস্রনন্দিনী শিবা। মহাদেব তাঁহারই সহযোগে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। অজ ব্যক্তিগণ তদ্ব্যক্তির ভেদ কীর্তন করেন, বাস্তব ভেদ কিন্তু নাই। বহি ও দাহিকাশক্তির জ্ঞান, শিব-শিবীর অভেদ প্রসিদ্ধ। সেই অক্ষয়া অব্যয়া পরমা শক্তি গিরিজা মায়া, আর রুদ্র মায়া-বিশ্বশরঙ্গী; ইহা অবগত হইলে মুক্তি লাভ হয়। হে রাজন! স্বাস্ত্রাবাহিত বিশ্বব্যাপী দেব ঈশ্বরকে পরম ভক্তিযোগে অবগত হইলে, বন্ধনমুক্ত হয়। তাঁহার লীলিতেই সকল উদ্দীপ্ত, শিব-ভিন্ন * অস্ত কোন প্রভায়

* মূলে “নাস্তেন শঙ্করঃ” পাঠ আছে। কিন্তু সে পাঠ কষ্টকল্পনা করিয়া রাখিতে হয়, “নাস্তেন শঙ্করাৎ” সঙ্গত পাঠ।

তস্মিন প্রকাশমানে হি নৈব ভাস্ত্যনলাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥
তস্মিন মহেশ্বরে গুণে বিদ্যাবিদ্যে ক্রয়াকরে
বিধাতরি জগন্নাথে বিশ্বং ভাতি ন বস্ততঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মিন মহেশ্বরে বিশ্বমোভপ্রোভঃ ন সংশয়ঃ ।
তস্মিন জ্ঞাতোহখিলৈঃ পাঠৈর্মুচ্যতে মনুজেশ্বর
ব্রহ্মবিষ্ণুদয়ো দেবা মুনয়ো মনবস্তথা ।
সর্বৈ ক্রৌড়নকাস্তস্ত দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ২৮ ॥
স এতৈকো ন চানেকো ন দ্বিরূপঃ কদাচন ।
তস্তাজ্জয়াখিলং বিশ্বং বর্ততে ভিন্নয়িত্তম্ ॥ ২৯ ॥
আদিসর্গে মহাদেবো ব্রাহ্মণমস্বজৎ প্রভুঃ ।
দক্ষিণাঙ্গাধিরূপাক্ষঃ সৃষ্টার্থঃ লীলয়া কিল ॥ ৩০ ॥
তস্মৈ বেদান পুরাণানি দত্তবানগ্রজয়নে ।
বাসুদেবঃ জগদ্যোনিং সর্বোদ্ভিজ্জঃ সনাতনম্
অস্বজৎ পালনার্থক বানভাগায়নেশ্বরঃ ।
হৃদয়াৎ কালকুজাধ্যঃ জগৎসংহারকারকম্ ।
অস্বজদ্যোগিনাঃ ধ্যেয়ো নিগুণস্ত স্বয়ং শিবঃ

তাহা উদ্দীপ্ত, নহে। তাঁহার প্রকাশ (উপলব্ধি) হইলে, অনলাদির প্রভা থাকে না। সেই বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপী, ক্রয় এবং অক্ষরাত্মক, বিধানকর্তা, জগন্নাথ, হৃজের মহেশ্বরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাসিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর সত্তা ব্রহ্মাণ্ডের নাই। এই জগৎ সেই মহেশ্বরেই ওতপ্রোত সন্দেহ নাই। তাঁহাকে জানিতে পারিলে, জ্ঞাতা মানবশ্রেষ্ঠ অখিল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। ১৫—২৭। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ এবং মনুগণ, সকলেই সেই দেবদেব শূলপাণির ক্রৌড়নক মাত্র। তিনি একই, বহু বা দুই কদাচন নহেন; তদীয় নিয়মতন্ত্র এই অখিল বিশ্ব তাঁহার আদেশে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ আছে, প্রভু বিরূপাক্ষ মহাদেব সৃষ্টিপ্রায়ন্তে সৃষ্টির জন্য লীলাবশে দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। শিব, সেই প্রথমোৎপন্ন ব্রহ্মাকে বেদ-পুরাণ জ্ঞান করেন। মহেশ্বর, সম্বৎসর জগৎ-কারণ সনাতন বাসুদেবকে জগৎপালনের জন্য ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। বোগি-

বিষং তস্মাদ্ভি সমুত্তং তস্মিন্জিষ্ঠতি শব্দরে ।
 লয়মেবাতি তজ্জৈব জয়মেতৎ বলীলয়া ॥৩৩
 স এবাস্মা মহাদেবঃ সর্কেষামেব দেহিনাম্ ।
 জ্ঞানেন তজ্জিযুক্তেন জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩৪
 ন পশ্যামি মহাদেবাদধিকং দেবতাস্তরম্ ।
 বেদা অপি তমেবার্থমাহঃ স্বায়ম্ভুবোহন্তরে ॥ ৩৫
 বেদা উচুঃ ।
 যং প্রপশ্যন্তি বিধাংসো যোগিনঃ কপিতাশয়াঃ
 নিয়ম্য কারণগ্রামং স এবাস্মা মহেশ্বরঃ ॥৩৬
 ব্রহ্মবিস্কুলচন্দ্রোচ্ছা যন্ত দেবন্ত কিঙ্করাঃ ।
 যন্ত প্রসাদাজীবন্তি স দেবঃ পার্বতীপতিঃ ॥
 ন জানন্তি পরং ভাবং যন্ত ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
 অদ্যাপি ন বয়ং বিদ্যাঃ স দেবগ্রিপুরাস্তকঃ ॥৩৮
 শৃণুত দেবতাঃ সর্কাঃ সত্যমশ্রবচঃ পরম্ ।
 নাস্তি ক্রদান্নমহাদেবাদধিকং দৈবতং পরম্ ॥৩৯
 ন যথা কুর্শ্বরোমাণি শৃঙ্গং ন শশযন্তকে ।

গণের ধ্যেয় স্বয়ং নিগুণ সদাশিব জগৎ-
 সংহার-কারক কালরুদ্ধকে হৃদয় হইতে সৃষ্টি-
 করিয়াছেন। এই বিষ শিব হইতে সমুৎপন্ন,
 শিবেই স্থিত এবং শিবেই লীন হইবে; এই
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় শিবের লীলাবশেষেই হইয়া
 থাকে। সেই মহাদেবই সর্বপ্রাণীর আত্মা;
 ভক্তিরূক্ত জ্ঞান দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে জ্ঞাত
 হইতে হয়। মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত
 কোন দেবতা দেখি না, স্বায়ম্ভুব মনুষ্যের
 বেদ সকলও এই কথা বলিয়াছেন,—নিরাম
 জ্ঞানী যোগিগণ, ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযমপূর্বক
 ষাঁহাকে অবলোকন করেন, সেই মহেশ্বরই
 আত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবগণ
 ষাঁহার কিঙ্কর, ষাঁহার প্রসাদে সকলে জীবিত
 থাকে, পার্বতীকান্ত সেই দেবতা। ব্রহ্মাদি
 দেবগণ ষাঁহার প্রকৃত ভাব জানিতে অসমর্থ
 এবং অদ্যাপি আমরা ষাঁহাকে জানিতে পারি
 নাই, ত্রিপুরাস্তক সেই দেবতা। সকল
 দেবগণ আমাদেরই এই পরম সত্য বাক্য
 শ্রবণ করুন, মহাদেব রুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ অস্ত
 কোন দেবতা নাই। কুর্শ্বরোম, শশযন্তক

ন যথাস্তি বিয়ংপুঙ্গং তথা নাস্তি হরাং পরম্
 শিবশক্তিযুক্তে যন্ত সুখমাপ্তুমিচ্ছন্তি ।
 অজাগন্তনাদেব স হৃদং পাতুমিচ্ছন্তি ॥৪১
 মহাদেবঃ বিজানীহাদয়মশ্রীতি পণ্ডিতঃ ।
 অস্ত্যং কিমশ্রাদপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং মুক্তিহেতবে ॥
 ব্রাহ্মীং নারায়ণীং রৌদ্রীং পূজয়িত্বা মহেশ্বরীম্ ।
 যৎ প্রপশ্যন্তি যোগীন্দ্রাস্তদ্বিদ্যাচ্ছাত্রং পদম্ ॥
 ক্রমাচ্ছত্রাণি চতুর্ভুজা শঙ্খচামুণ্ডারি হিতম্ ।
 যদাভব্যজাতে জ্যোতিস্তাদ্বিদ্যাচ্ছাত্রং পদম্
 দেবযানপথং ত্রিভূ পিতৃঘাণং তথোত্তরম্ ।
 গগনাদ্যো রবঃ সূর্যঃ শঙ্করস্ত স বাচকঃ ॥ ৪৫
 বিখ্যতচ্ছত্রীশানত্রিশূলী বিশ্বতোমুখঃ ।
 জনকঃ সর্কভূতানামেক এব মহেশ্বরঃ ॥৪৬
 বালাগ্রমাত্রঃ হৃৎপদ্মে স্থিতঃ দেবমুদাপতিম্ ।
 যেহুপশ্যন্তি বিদ্যাংসন্তেষাং শান্তির্হি শাশ্বতী

এবং আকাশকুসুম ঘেমন অলৌক, সেইরূপ
 শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতাও অলৌক।
 যে ব্যক্তি শিবশক্তি (শিবভক্তি ?)
 ব্যতীত সুখলাভ করিতে অভিলাষ করে,
 ছাগ-গলদেশস্থিত স্তনাকার মাংসপিণ্ড
 হইতে দৃষ্টপান করিতেও, সে, অভিলাষ
 করিতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি মহাদেবকে
 ‘এই আদি’ এইরূপ বিচেনা করিবে। মুক্তির
 জন্য আর কি জ্ঞাতব্য আছে? ব্রাহ্মী,
 নারায়ণী, রৌদ্রী এবং মহেশ্বরীকে পূজা
 করিয়া যাহা দর্শন করিতে হয়, তাহাই শিব-
 পদ জানিবে। ক্রমে ক্রমে চক্রে সমুদয়
 উত্তরণের পর শঙ্খিনীর উপরিভাগে যে
 জ্যোতি অভিযুক্ত হয়, তাহাই শৈবপদ।
 দেবযান-পথ অতিক্রম করিয়া এবং পিতৃঘাণ-
 পথ অতিক্রমপূর্বক তদুত্তরে আকাশসমুৎপ
 যের বর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলার মধ্যে সুব্রহ্মা-
 নাভীব্যঞ্জিত অনাহত চক্রেয় যে শব্দ, তাহাই
 শিবের বাচক। ২৮—৪৫। বিখ্যতচ্ছত্রঃ (সর্ক-
 দর্শী) বিখ্যতোমুখ ত্রিশূলী ঈশান একমাত্র
 মহেশ্বরই সর্কভূতের জনক। কেশাগ্রবৎ
 সূর্য পরিমাণে হৃৎপদ্মে অবস্থিত দেব উদা-

পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি বিতুঃ পৃথিবী বেত্তি নৈব তম্
 রূপঞ্চ পৃথিবী যন্ত তন্মৈ কুম্যাস্থনে নমঃ ॥৪৮
 অপুন্সু তিষ্ঠতি নৈবাগন্তঃ বিতুঃ পরমেশ্বরম্ ।
 আপোরূপঞ্চ যন্তৈব নমস্তস্মৈ জলাস্থনে ॥৪৯
 বোহরৌ তিষ্ঠত্যমেয়াস্মা ন তং বেত্তি কদাচন
 অগ্নী রূপং ভবেদ্যন্ত তন্মৈ বহ্যাস্থনে নমঃ ॥
 তিষ্ঠত্যজশ্রং যো বায়ৌ ন বায়ুর্বেত্তি তং পরম্
 বায়ুর্ঘন্ত ভবেজ্রপং তন্মৈ বায়ুস্থানে নমঃ ॥ ৫১
 ব্যোম্য তিষ্ঠতি যো নিত্যং বোম বেত্তি ন তং
 হরম্ ।

ব্যোম যন্ত ভবেজ্রপং তন্মৈ ব্যোমাস্থনে নমঃ
 সূর্যো তিষ্ঠতি যো দেবো ন সূর্যো বেত্তি
 শঙ্করম্ ।

যন্ত সূর্যো ভবেজ্রপং তন্মৈ সূর্যাস্থনে নমঃ ॥
 যশস্রে তিষ্ঠতি বিতুর্ন চন্দ্রো বেত্তি শাশ্বতম্ ।
 চন্দ্রো যন্ত ভবেজ্রপং তন্মৈ চন্দ্রাস্থনে নমঃ ॥৫৪

পাতকে যে জানীয়া অবলোকন করিতে
 পান, তাঁহাদের অক্ষয়শাস্তি লাভ হয়। যে
 প্রভু পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী
 তাঁহাকে অবগত নহে, পৃথিবী বাহ্যর মুক্তি-
 ভেদ, সেই ভূমিরূপী শিবকে প্রণাম। যে
 পরমেশ্বর জলে অবস্থিত, অথচ জল তাঁহাকে
 অবগত নহে, জল বাহ্যর স্বরূপ, সেই জল-
 ময়-শরীরী শিবকে নমস্কার। যে অমে-
 যাস্মা আগ্নেতে অবস্থিত, অথচ অগ্নি তাঁহাকে
 কদাচ জানে না, অগ্নি বাহ্যর স্বরূপ, সেই
 বৈশ্বানরাস্মা শিবকে নমস্কার। যিনি সত্ত
 বাহুতে বিরাজমান, কিন্তু বায়ু তাঁহাকে জানে
 না, বায়ু বাহ্যর স্বরূপ, সেই পরমাস্মা পর-
 মেশ্বরকে নমস্কার। যিনি সর্গদা আকাশ
 স্থিত, কিন্তু আকাশ তাঁহাকে জানিতে পারে
 না, আকাশ বাহ্যর স্বরূপ, সেই আকাশ-
 স্মাকে নমস্কার। যে দেব সূর্য্যে অবস্থিত,
 কিন্তু সূর্য্য তাঁহাকে জানিতে পারেন না,
 সূর্য্য বাহ্যর স্বরূপ, সেই সূর্য্যরূপী শিবকে
 নমস্কার। যে প্রভু শঙ্কর চন্দ্রে অবস্থিত,
 চন্দ্র তাঁহাকে জানিতে পারেন না, চন্দ্র বাহ্যর

যজ্ঞমানে তিষ্ঠতি যো ন তং বেত্তি কদাচন ।
 যজ্ঞমানোহপি যজ্রপং যজ্ঞমানাস্থনে নমঃ ॥৫৫
 ব্রহ্মো বয়ং সমুদ্ভূতাস্থ্যেব বিলয়ন্তথা ।
 প্রমাণপদমারুঢ়াশ্বং প্রসাদাদ্রুবধ্বজ ॥৫৬
 ভানুকবাচ ।

এবং বেদশ্রুতিঃ শ্রুত্যা ভগবান্ গিরিজাপতিঃ ।
 প্রত্যক্ষঃ সমভূৎ তেষাং বেদানাং মনুজাধিপ
 সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশঃ সহস্রাশ্বঃ সহস্রপাং ।
 সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সূর্য্যসোমায়িলোচনঃ ॥৫৮
 স্থলাং স্থলতরঃ স্থলঃ স্থান্যং স্থান্যতরঃ পরঃ ।
 বেদানুবাচ ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯
 ঈশ্বর উবাচ ।

মৎপ্রসাদান্তবিষয়ধ্বং হে বেদা লোকপুজিতাঃ ।
 যুমানাশ্রিত্য বিপ্রেন্দ্রাঃ কর্ম কুর্য্যন্তি নান্তথা ॥৬০
 যে যুমান্ সমতিক্রম্য যৎকিঞ্চৎ কর্ম কুর্য্যন্তে
 নিফলং তন্তবেৎ কর্ম তেষাং যুগ্মবজ্রয়া ॥৬১

রূপবিশেষ, সেই চন্দ্রাস্মা শঙ্করকে নমস্কার ।
 যিনি যজ্ঞমানে অবস্থিত, অথচ যজ্ঞমান
 কখনই তাঁহাকে জানে না, যজ্ঞমান বাহ্যর
 স্বরূপ, সেই যজ্ঞমানমুখী শিবকে নমস্কার ।
 হে ব্রুবধ্বজ ! আমরা আপনা হইতে উদ্ধৃত
 হইয়া আপনার প্রসাদে 'প্রমাণ' পদ প্রাপ্ত
 হইরাছি এবং পরিণামে আপনাতেই বিলীন
 হইয়া থাকিব। ৪৬—৫৬। সূর্য্য বলিলেন,—
 হে মনুজাধিপতে ! বেদগণের এই স্তব শ্রবণ
 করিয়া ভগবান্ পার্শ্বতীকান্ত তাঁহাদের
 প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। কোটিসূর্য্যসঙ্কাশ,
 সহস্রচক্ষুঃ সহস্রচরণ, সহস্রমস্তক, সোমসূর্য্য-
 বাহুনেত্র, স্থল হইতে স্থলতর, স্থান্য হইতে
 স্থান্যতর, স্থল-স্থান্য, দেব-দেব মহেশ্বর
 বেদগণকে বলিলেন, হে বেদ সকল ! আমার
 প্রসাদে তোমরা সর্গলোক-পুজিত হইবে।
 ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়াই
 কর্ম করিবেন, অন্য প্রকারে তাঁহাদের কর্ম
 হইবে না। বাহ্যরা তোমাদিগকে অভিজ্ঞন
 করিয়া যে কোন কর্ম করিবে, তোমাদিগকে
 অবজ্ঞা করিতে তাহাদের লে সব কর্ম নিফল

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চান্ত্রয়োক্ষসান্বনম্
বুদ্ধ্যচো নান্তদিতি মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৬২

যে বৈ বুদ্ধ্যননাদত্য শাস্ত্রং কুর্ত্তি মানবাঃ ।

নিরয়ে তে বিপত্যস্তে যাবদিশ্রাণ্ডতুর্দিশ ॥৬৩

শ্রেয়সে জয় লোকেষু ন বেদাদধিকং পরম্ ।

বিদ্যাতে নাত্র সন্দেহ ইতি দত্তো বরো মঃ ॥৬৪

বুদ্ধ্যকৃতং পরং স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্ত বৈ দ্বিজাঃ

তেষামধ্যয়নং পুণ্যং মৎপ্রসাদাভিব্য্যতি ॥৬৫

ভাস্করবাচ ।

এবংদ্বা বরানদেবো বেদেভ্যো গিরিজাপতিঃ

পশ্চতামেব বেদানাং ক্ষণাদন্তহিতোহভবৎ ॥৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরোহৃত-

শৌনকসংবাদে শিবমহিমাবর্ণনং নাম

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ভাস্করবাচ ।

যদেতদৈশ্বর্যং তেজঃ সৰ্ব্বং ভাতি কেবলম্ ।

তদেব শরণং গচ্ছ যদীচ্ছসি পৰং পদম্ ॥ ১

তদেব সৰ্ব্বভূতস্বং চিন্মাত্রং তমসঃ পরম্ ।

অক্ষয়ং নির্ভয়ং শুদ্ধমানন্দং পরমব্যয়ম্ ॥ ২

প্রত্যক্ষং সৰ্ব্বভূতানামজ্ঞানং তদ্বিশ্বধারঃ ॥ ৩

বিশ্বমায়াবিধাতারং দ্বিরষ্টাদশরূপণম্ ।

ভক্তিগ্রাহ্যং মহাদেবং জানীহ্যত্বান সংস্থিতম্

আত্মভূতে মহাদেবে যোগাধ্যোয়ে সনাতনে ।

ভক্তিমায়ায় পরমাং পরং নিক্ষিপমাগ্নুহি ॥ ৫

তীর্থযাত্রা বহুবিধা যজ্ঞাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বর্ঘ্য বলিলেন,—এই যে সৰ্ব্বজগৎ, এক-
মাত্র ঐশ্বর্য তেজ প্রতিভাত হইতেছে,
যদি পরমপদ ইচ্ছা কর ত তাহারই শরণা-
গত হও । তাহাই তমোত্তীত, চিন্মাত্র এবং
সৰ্ব্বভূতস্ব, তাহাই অক্ষয়, অব্যয়, নির্ভয়,
শুদ্ধ পরম আনন্দ স্বরূপ । তাহা সৰ্ব্বভূতেরই
প্রত্যক্ষগোচর । বিশ্বমায়া-বিধাতা, বহু-
জিংশং * প্রকারে অবস্থিত, ভক্তিগ্রাহ্য,
মহাদেব, আত্মভূতেই বর্তমান জানিবে ।
যোগাধ্যোয় আত্মভূত সনাতন মহাদেবের
প্রতি পরমভক্তি স্থাপন করিয়া পরম নিক্ষিপ
প্রাপ্ত হও । যাহারা বহু সহস্র জন্মে
বহুবিধ তীর্থযাত্রা এবং বিবিধ যজ্ঞানু-
ষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগেরই শিবভক্তি
হয় । শিব-ভক্তি-লেশমাত্রের অক্ষয় পরম
ধর্ম হয়,—তাহা একরূপ পরমধর্ম যে, তদ-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই, বেদবাদিগণ
ইহা বলেন । যজ্ঞ, তীর্থ, জপ এবং দান

হইবে । নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম,
তথা মুক্তির উপযোগী যে কিছু আছে, সম-
স্তই তোমাদিগের বাক্য—এইরূপ বিবেচক
ধীরঃসম্পন্ন হইত হন না । যে সব মানব,
তোমাদিগকে অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন
করে, তাহারা চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল
ধাবৎ নরকভোগ করে । ত্রৈলোক্যে বেদ
হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই, এ
বিষয়ে সংশয়াভাব, আমি তোমাদিগকে
এই বর দিলাম । যে সকল দ্বিজ, তোমা-
দিগের কৃত এই মনীয় পরম স্তোত্র পাঠ
করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদিগের
বেদাধ্যয়ন-পুণ্য হইবে । দেব পার্বতী-
নাথ, বেদগণকে এই প্রকার বর প্রদান
করিয়া বেদগণের সমক্ষেই অস্তহিত
হইলেন । ৫৭—৬৬ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* চতুর্বিংশতি ভব, জীবাত্মা, পরমাশ্রা,
ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য,
অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য, অভিমান এবং
সংসার ; এই বহুজিংশং প্রকার ।

যেবাঃ জন্মসহশ্রেষু তেবাঃ ভক্তিভবেচ্ছিবে ॥৬
 অক্ষয়ঃ পরমো ধর্মো ভক্তিলেশেন জায়তে ।
 নাস্তি তস্মাৎ পরো ধর্ম ইত্যাহবেদবাদিনঃ ॥৭
 ধর্মো বহুবিধঃ প্রোক্তো মুনিভিস্তদ্বদর্শিতঃ ।
 ভক্তাক্ষয়ঃ পরো ধর্মো শিবধর্মঃ সনাতনঃ ॥৮
 যজ্ঞাৎ তীর্থাঙ্জিপাদানাক্ষয়ঃ স্তাষছসাধনঃ ।
 সাধনপ্রার্থনাক্ষয়ঃ পরসম্প্রতিজ্ঞঃ ধর্মঃ ॥৯
 যঃ পুনঃ শিবধর্ম্যন্ত ন সাধনমুপেক্ষতে ॥ ১০
 সঙ্কিতঃ জন্মসাহস্রৈঃ পাপং মেরুপমং যদি ।
 কয়োতি তস্মাসচ্ছাভিঃ শস্তোরমিততেজসঃ ॥
 কুরুরপি সপা পাপং সক্রদেবার্ষয়েচ্ছিবম্ ।
 লিপ্যতে ন স পাপেন যাতি মাহেশ্বরঃ পুণ্ড্রম্ ॥
 যে স্মরন্তি মহাদেবং যদি পাপরতা অপি ।
 তে বিজ্ঞেয়া মহাত্মান ইতি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥
 নামানি চ মহেশস্ত গুণস্ত্যজ্ঞানতোহপি যে ।
 তেবামপি শিবো মুক্তিং দদাতি কিমন্তঃ পবম্
 অজ্ঞাহং সম্প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশনাম্ ।
 পানকুলসমুদ্ভূতাং ব্রহ্মণা সমুদীরিতাম্ ॥ ১৫
 শ্রদ্ধয়া পরয়া রাজান শৃণু ত্বং গদতো মম ।
 বক্ষ্যেহং তং প্রণয়াদাবৌশং ভুবননায়কম্ ॥

জন্ত যে ধর্ম, তাহার সাধন অনেক, তৎ-
 সমগ্র আয়োজন দুঃসাধ্য। কিন্তু শিবধর্ম
 সাধনাপেক্ষী নহে। বহুসহস্রজন্মাজিত
 মেরুপ্রমাণ পাপ থাকিলেও অমিততেজা
 শিবের প্রতি ভক্তি তৎসমস্তই ভস্মসাৎ
 করিয়া কেলে। সর্বদা পাপাহুষ্ঠান করিলেও
 যে ব্যক্তি একবার মাত্র শিবপূজা করে, সে
 পাপলিপ্ত হয় না—প্রত্যুত শিবপদ লাভ
 করে। পাপরত ব্যক্তিগণও যদি শিব স্মরণ
 করে ত তাহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে,
 ইহা আমি সত্য বলিতেছি। যে ব্যক্তি
 অজ্ঞানবশেও শিবনাম কীর্তন করে, শিব
 তাহাদিগকেও মুক্তিদান করেন, ইহার বাড়ী
 আর কি আছে? এতৎসম্বন্ধে পানবল্ল-
 সমুদ্র, ব্রহ্মকথিত পাপপ্রণাশনী কথা বলি-
 তেছি, হে রাজন্! পরমশ্রদ্ধাসহকারে তুমি
 তাহা শ্রবণ কর; আমি প্রথমে ভুবনেশ্বর

আসীদাঙে কৃতযুগে সপ্তবীশৈকরাডুবলী ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো রাজা পরমধার্মিকঃ ॥১
 তস্ত পুত্রো মহাভাগঃ সুহৃদ্য ইতি বিজ্ঞতঃ ।
 ঐশ্বর্যধারথলৈর্ভাত যথা দিবি শতীপতিঃ ॥১৮
 প্রতিষ্ঠানপূরে রম্যে গঙ্গাতীরে মনোরমে ।
 তত্র স্থিহ্মাখিলাং পৃথ্বীং তস্মিন্ রাজনি শাসতি
 কদাচিৎ তত্র ভগবাঃ স্তববিস্তৃপ্তহামুনিঃ ।
 আজগাম স তং দ্রষ্টুং সুহৃদ্যঃ প্রিয়দর্শনম্ ॥২০
 তমায়াস্তং মুনিং দৃষ্ট্বা রাজা কদার্কচনে রতঃ ।
 উ স্তার্কচাং মহাবাহুরুখায় চ কৃতাজলিঃ ॥২১
 যথাবদভিবাধ্যাথ দদাবাসনমুত্তমম্ ।
 যথাবদ্রথপূর্কাদি তৈশ্চ সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥ ২২
 অজ্ঞ ধন্তঃ কৃতার্থোহস্মৈ সফলং জীবিতং মম ।
 ভগবানাগতো যস্মান্মা দ্রষ্টুং মুনিস্তমঃ ॥২৩
 কিমর্থমাগতো ব্রহ্মন্ কৃতকৃতোহস্মৈ সুব্রত ।
 বিশেষাচ্ছক্রে ভক্তো ন তুর্লভমিহাস্তি তে ॥

শিবকে প্রণাম করিয়া কথারম্ভ করি। ১—১৮।
 আদি সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে সপ্ত-বীশেশ্বর
 পরম ধার্মিক বলবান রাজা ছিলেন। তাঁহার
 পুত্র মহাভাগ সুহৃদ্য, বহু ঐশ্বর্য দ্বারা, স্বর্গে
 ইন্দের স্তায়, মনোহর গঙ্গাতীরে রমণীয়
 প্রতিষ্ঠানপূরে বিরাজিত ছিলেন। সেই
 রাজা তথায় থাকিয়া স্বথন পৃথিবীপালন
 করিতেছেন, সেই সময়ে একদা মহামুনি
 ভগবান তৃণবিন্দু, প্রিয়দর্শন সুহৃদ্যকে দেখি-
 বার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। মহা-
 বাহ রাজা শিবপূজা করিতেছিলেন, সেই
 মুনিকে আসিতে দেখিয়া পূজা সমাধা করিয়া
 (বা প্রতিমা বিসজ্জন করিয়া) কৃতাজলিপুটে
 গাত্রোথান করিলেন এবং যথাবিধি অভি-
 বাদনপূর্বক উত্তম আসন প্রদান করিলেন।
 মধুপূর্কাদি সমস্ত দ্রব্যও যথাবিধি প্রদান করি-
 লেন। আর বলিলেন, অজ্ঞ আমি ধন্ত ও
 কৃতার্থ হইলাম। আমার জীবন সফল হইল,
 যেহেতু ভগবান মুনিশ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে
 দেখিতে আসিয়াছেন। হে সুব্রত ব্রহ্মন্।
 আমি কৃতার্থ হইলাম, কিজন্ত আগমন,

ভানুকুবাচ ।

সুহৃদস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনিরাহ মহামনাঃ ।

শিবভক্ত্যমৃতান্বাদপরানন্দৈকনির্ভরঃ ॥ ২৫

তৃণবিন্দুকুবাচ ।

রাজন্ যত্নতঃ ভবতা তৎ তথৈব ন সংশয়ঃ ।

তথাপি চরিতং শ্রুত্বা তবাহং বিস্ময়াধিতঃ ॥ ২৬

শ্রুত্বা সমাগতো রাজন্ জন্মনস্তব গৌরবম্ ।

কথং মহাবাহো শ্রোতুং কৌতুহলং হি মে ॥ ২৭

সুহৃদম্ উবাচ ।

জন্মজন্মভীতেহস্মিন ব্যাধোহহং গোমতীতটে

দেবতানামহং হেষ্টি সন্নিধাং প্রাণিনামপি ॥ ২৮

সুবাড়িরিতিনামাহং খ্যাতোহহং ব্যাধরাজু-

মুনে ।

ন কশিচ্ছর্য্যলেশোহস্তি পাপকর্য্যমহং রতঃ ॥ ২৯

ময়া যে নিহতা মার্গে তেষাং সংখ্যা ন বিভ্রতে

পরমং যদপহৃতং তৎপাপং পৰ্বতোপমম্ ॥ ৩০

বলিতে আজ্ঞা হয়, এখানে আপনায় দুর্লভ কিছু নাই; (কেননা আপনি অভ্যাগত মুনি) বিশেষতঃ শিবভক্ত। স্বর্ঘ্য বলিলেন,— সুহৃদয়ের কথা শুনিয়া শিবভক্তিরূপ অমৃতের আশ্বাদে পরমানন্দ-মগ্ন মহামনা মুনি তৃণবিন্দু বলিলেন, রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, সংশয় নাই। (কিন্তু অচ্ছ প্রার্থনীয় আমার কিছু নাই।) তথাপি আমি তোমার চরিত্র-শ্রবণে বিস্ময়াধিত হইয়া তোমার জন্ম-গৌরব-শ্রবণাভিলাষে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত আসিয়াছি। হে মহাবাহো! তাহা বল; শুনিতে কুতুহলী হইয়াছি। সুহৃদ বলিলেন,—আমি অতীত-জন্মে গোমতী-তটে দেবতা ও সৰ্ব্বপ্রাণিগণের ঘেষক সুবাড়ি নামে ব্যাধ ছিলাম। হে মুনে! ব্যাধগণের উপর আমার আধিপত্য ছিল। আমার লেশমাত্র ধর্ম্ম ছিল না, কেবল পাপকর্ম্ম করিতাম। আমি পথে অসংখ্য লোকের বিনাশ করিয়াছি। আমি পরম অপহরণ এত করিয়াছিলাম যে, সে পাপ পক্ষতোপম হইয়াছিল। এইরূপে

এবং বহুতিথে কালে গতেহহং পঞ্চতাং গতঃ

ধর্ম্মরাজস্য পুরতো নীতোহহং যমকিঙ্করেঃ ॥

মাং দৃষ্ট্বাখ্যত্রবীকর্য্যশ্চিহ্নশ্চ গুপ্তং বিচারকম্ ।

কিমনেন কৃতো ধর্ম্মলেশোহস্তি বদ সুব্রত ॥ ৩১

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

অনেন যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে

জানাতি ভগবানেকো বিশ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥ ৩২

ইদং পুণ্যমিতি জ্ঞাত্ব কৃতং নানেন যদ্যপি ।

আহর প্রহরেত্যাদি নামসঙ্কীর্ণনঞ্চ যৎ ॥ ৩৩

করোতি তেন পুণ্যেন দ্রুততঃ ভস্মসাৎ কৃতম্ ।

পাপলেশোহপি নাস্ত্যাস্ত ইতি মে নিশ্চিতা

মতিঃ ॥ ৩৪

সুহৃদম্ উবাচ ।

তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা চিত্রগুপ্তস্য ধীমতঃ ।

সুবাড়িং পূজয়ামাস যথাবর্ষিধপূরকম্ ॥ ৩৫

এতস্মিন্নস্তরে তত্র বিমানং সার্বকামিকম্ ।

স্বধ্যাযুতপ্রতীকাশং দিব্যদ্বীভিবিরাজিতম্ ॥ ৩৬

দেবদুতৈঃ সমানীতমাক্রহ মুনিপুঙ্গব ।

বহুকাল অতীত হইলে, আমার মৃত্যু হইল।

কিঙ্করেরা আমাকে যমপুরে লইয়া গেল।

ধর্ম্মরাজ আমাকে দেখিয়া বিচারক চিত্র-

গুপ্তকে বলিলেন, হে সুব্রত! বল, এ ব্যক্তি

লেশমাত্রও কি ধর্ম্ম করিয়াছে? ১৭—৩২।

চিত্রগুপ্ত বলিলেন, এ ব্যক্তি যত পুণ্য করি-

য়াছে, তাহা বলিতেও আমি অসমর্থ, এক-

মাত্র বিশ্বব্যাপী মহেশ্বর তাহা জানেন।

যদি চ ‘আমি পুণ্যকর্ম্ম করিতেছি’ ইহা

জানিয়া এ ব্যক্তি পুণ্য করে নাই, তথাপি

‘আহর’ (আহরণ কর) ‘প্রহর’ (প্রহার

কর) ইত্যাদিরূপে ‘হর’ ইত্যাকার শিবনাম

সঙ্কীর্ণনের পুণ্যকালে সকল পাপ ভস্মীভূত

হইয়াছে। ইহার লেশমাত্রও পাপ নাই,

ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। সুহৃদ বলিলেন,—

ধর্ম্মরাজ ধীমান্ চিত্রগুপ্তের এই কথা শুনিয়া

বিধিপূরক সুবাড়িকে পূজা করিলেন।

এমন সময়ে অগুপ্ত-স্বর্ঘ্যসঙ্কশ, দিব্যদ্বী-

বিরাজিত? সর্বকামনা-পূরক বিমান, দেব-

ধর্মরাজমহাজ্ঞাপ্য গতোহমমরাবতীম্ ॥ ৩৮
 তত্র ভূক্কা মহাভোগান যুগানামযুতং ততঃ ।
 গতোহস্মি ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মণাং প্রপূজিতঃ ॥ ৩৯
 তত্রাজ্ঞঃ কল্পপর্যন্তং ভোগান ভূক্কা যথোপ্ততান
 ততস্ত কৰ্ম্মণঃ শেষঃ ভোক্তুমত্র মহীতলে ।
 ইন্দ্রহ্যস্ত রাজর্ষেঃ কুলে জাতোহস্মি সূত্রত
 স্মরামি পুৰ্ব্বিকাং জাতিং প্রসাদাচ্ছুলিনো মূনে
 দৈবরে সহস্রা ভক্তির্মম ত্রিদশপূজিতে ॥ ৪১
 জানাতি কো মহেশস্ত মাংসাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।
 যন্ত নামঃ কলমিদমস্ত্রানোচ্চারণাদপি ॥ ৪২
 জাত্বা যঃ কীৰ্ত্তয়েচ্ছস্তোত্রানামাত্মমিতভৈসতঃ ।
 মুক্তিঃ কয়তলে তন্ত স্থিতেতি মুনয়ো জগুঃ ॥
 ভানুরুবাচ ।
 ইতি সৰ্ব্বমশেষেণ চরিতং তন্ত ধীমতঃ ।
 সূত্রহ্যস্ত মুনিঃ শ্রুত্বা বিস্মিতোহভূৎ পুনঃপুনঃ
 সমালিঙ্গ্য মহাত্মানং সূত্রহ্যং রাজপুঙ্গবম্ ।

দুভেরা তথায় আনয়ন করিলেন। হে মুনি-
 পুঙ্গব! আমি ধর্মরাজার নিকট বিদায়
 লইয়া তাহাতে আগ্রহণ করিয়া অমরা
 বতীতে গমন করিলাম। তথায় অযুতযুগ
 মহাভোগ্য ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন
 করিলাম, ব্রহ্মা আমার পূজা করিলেন।
 তথায় আমি এক বঙ্গ যথাভিলষিত ভোগ
 করিয়া কৰ্ম্মশেষ ভোগের জন্য তথা হইতে
 আসিয়া এই কুমণ্ডলে রাজর্ষি ইন্দ্রহ্যয়ের
 বংশে জন্মিয়াছি। হে মুনে! শিবপ্রসাদে
 আমি পূর্বজন্মাববরণ বিস্মৃত হই নাই।
 তাহাতেই আমার ত্রিদশপূজিত শিবের
 প্রতি ভক্তি হইয়াছে। পরমাত্মা মহেশ্বরের
 মাংসাত্ম্য কে জানে? ঋত্বাহার নাম অন্তানতঃ
 উচ্চারণ করিয়াও এই ফল লাভ হইয়াছে।
 যে ব্যক্তি অমিত-ভোজী শিবের নাম জ্ঞান-
 পূর্বক উচ্চারণ করে, মুক্তি তাহার কর-
 তলস্থ, মুনিগণ ইহা বলিয়াছেন। সূত্র্য বলি-
 লেন,—মুনি তৃণবিন্দু ধীমান্ সূত্রহ্যের এই
 সমগ্র পুণ্যচরিত সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া অতি
 বিস্মিত হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজপুঙ্গব

রাজন্ অমাত্মমদং যামীভূক্কা জগাম সঃ ॥ ৪৫
 এতৎ তে চরিতং রাজন্ সূত্রহ্যস্ত মহাত্মনঃ ।
 কথিতং যঃ পরৈর্ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণেশপুুরাণে শ্রীসৌরে ভানু-
 মনুসংবাদে সূত্রহ্যাত্মানং নাম
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মনুরুবাচ ।

রাজঃ সকাশাৎ স মুনির্গত্বা কিং কৃতবান পুনঃ
 তস্তাশ্রমস্ত কিং নাম ভগবন্ জাহ মে প্রভো
 ভানুরুবাচ ।
 রেবাতীরে মহৎ পুণ্যং জালেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ।
 আশ্রমং তৃণবিন্দোচ্ছ মুনিসিদ্ধানবেষিতম্ ॥ ২
 গত্বা তত্র মুনশ্চেষ্টো ভবভাবসমাধিতঃ ।
 শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তীর্থযাত্রাং চকার সঃ ॥ ৩
 মনুরুবাচ ।
 কানি তীর্থানি শুধানি যেসু সন্নিহিতঃ শিবঃ ।
 সূত্রহ্যকে আলিঙ্গন করিয়া “রাজন্! আমি
 স্বীয় আশ্রমে গমন কর” এই কথা বলিয়া
 গমন করিলেন। হে রাজন্ মনে! মহাত্মা
 সূত্রহ্যের চরিত এই তোমাকে বলিলাম।
 যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা পাঠ করে,
 তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ৩৩—৪৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

মনু বলিলেন,—মুনি তৃণবিন্দু রাজার
 নিকট হইতে গিয়া কি করিলেন এবং তাঁহার
 আশ্রমের নামই বা কি? হে প্রভো ভগবন্!
 তাহা বলুন। সূত্র্য বলিলেন,—নন্দাদিত্যরহ
 মুনিসিদ্ধ সেবিত তৃণবিন্দু-আশ্রম জালেশ্বর
 নামে বিখ্যাত। শিবভক্তি-সমাধিত মুনি-
 শ্চেষ্ট তথায় গিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক
 তীর্থযাত্রা করিলেন। মনু বলিলেন,—

ক্রহি মে তানি ভগবদ্রত্নানি চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪

ভাস্করবচ ।

তীর্থানামৃতমং তীর্থং ক্ষেত্রাণং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।

বারাণসীতি নগরী প্রিয়! দেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৫

যত্র বিবেশ্বরো দেবঃ সর্বেষামিহ দেহিনাম্ ।

দদাতি তারকং জ্ঞানং সংসারমোচকং পরম্ ॥ ৬

গঙ্গা ব্রহ্মময়ী যত্র মূর্তিশ্চোত্তরবাহিনী ।

সংহতী সৰ্পপাপাণাং দৃষ্ট পুষ্টিং নমস্কৃত্য ॥ ৭

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ ।

তত্রাপি মণিকর্ণ্যাপাং তীর্থং বিশেষতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৮

তাম্র-স্তীর্ণে নরঃ স্নাত্ব পাতকী বাপ্যপাতকী

দৃষ্ট বিবেশ্বরং দেবঃ মুক্তিভাগ্জায়তে নরঃ ॥ ৯

বিবেশ্বরস্ত মহাস্ব্যং যত্নতঃ ব্রহ্মসুখম্ ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি ব্যাসায়ামিত্তেজসে ॥ ১০

ঘোরং কলিযুগং প্রাপ্য কৃষ্ণদৈপায়নঃ প্রভুঃ ।

কি তচ্ছ্রদ্ধাধারমাত হৃদয়ং কৃত্য জগাম সঃ ॥ ১১

নন্দীশ্বরস্ত বঃ শিষ্যো যোগিনামগ্রীণঃ স্বয়ম্ ।

সনৎকুমারো ভগবান্ যত্রাস্তে হমবদগুরো ॥

নানা দেবগণাকীর্ণে যক্ষগন্ধর্বসেবিতৈ ।

সিন্ধুচারণকুম্ভাণ্ডৈশ্চ অঙ্গরোভিষক্ত সঙ্কুলে ॥ ১৩

গঙ্গা মন্দাকিনী যত্র রাজতে ত্রুৎখারিণী ।

শোভিতা মেঘমণৈঃ পুষ্পপারশ্বৈর্বনোহরৈঃ ॥

তস্তাশ্রমমহুপ্রাপ্য পরাশর্যো মহামুনিঃ ।

অভিবাঙ্গা যথাশয়ং তস্তাগ্র উপবন্ত চ ।

কৃতাজ্জলিপুটে ভূহ বাক মে তদ্বাচ হ ॥ ১৫

ব্যাস উবাচ ।

প্রাশং গলিযুগং ঘোরং পুণ্যমার্গবাহিকৃতম্ ।

পাশুণ্ডারনরং স্নেহজ্জলন-গঙ্কুলম্ ॥ ১৬

অধার্মিকঃ ক্রুরনৃশা হুংচারাম্মেধনঃ ।

তাম্রনুযুগে ভাবযান্তি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজকঃ ॥

স্নানং দেবার্চনং দানং হোমক পিতৃতর্পণম্ ।

স্বাধ্যায়ং ন কারয়ান্তি ব্রাহ্মণ হি কশো যুগে ॥

ন পঠান্ত তথা বেদানু শ্রেয়সে ব্রাহ্মণধম্যঃ ।

প্রাতিহাৰ্য্যং বেদাংচ পঠিষ্যন্তি কলো যুগে ॥

পুত্রবোন্তমমাত্রাশবা ন্দারতা দ্বিজাঃ ।

কলৌ যুগে ভাবযান্তি তেষাং ত্রাতান মাধবঃ ॥

কোন কোন গুপ্ততীর্থে শিব সন্নিহিত

আছেন, হে ভগবন! সেই সব তীর্থ ও

তীর্থস্থানের তত্ত্ব আমাকে বলুন। পুণ্য

বলিলেন,—তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম তীর্থ

ও ক্ষেত্র সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র বারা-

ণসী শিবের প্রিয়নগরী; যথায় দেব বিবেশ্বর

সর্ব প্রাণিকেই সংসারমোচক তারকজ্ঞান

প্রদান করিতেছেন; যথায় দর্শন, স্পর্শন

ও নমস্কারে সৰ্পপাপহতী ব্রহ্মময়ী গঙ্গামূর্তি

উত্তরবাহিনী। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই,

বিশেষতঃ কালীর গঙ্গার। তন্মধ্যেও

আবার মণিকর্ণকাতীর্থ বিবেশ্বরের প্রিয়।

সেই তীর্থে স্নান করিয়া বিবেশ্বর দর্শন

করিলে, মানব পাতকী হউক, বা অপাতকী

হউক, মুক্তিলাভ করিবেই। ব্রহ্মনন্দন

সনৎকুমার অমিততেজা ব্যাসের নিকট

বিবেশ্বরের যেমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন,

তাহা আমি বলিতেছি। নন্দীশ্বরের শিষ্য

যোগিগণের অগ্রগণ্য স্বয়ং ভগবান্ সনৎ-

কুমার হিমালয়পর্বতে যথায় অবস্থিত,

নানা দেবগণাকীর্ণ, যক্ষ-গন্ধর্ব-সেবিত, সিন্ধু-

চারণ-কুম্ভাণ্ড এবং অঙ্গরোগণ-পারবৃত্ত সেই

স্থানে পুণ্যবনম্ভ এবং অস্তাবধ মনোহর পুষ্প-

শোভিত ত্রুৎখারী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজ-

মান। ১—১৪। মহামুনি পরাশর-নন্দন, প্রভু

কৃষ্ণদৈপায়ন "ঘোর কলিযুগে শ্রেয়স্কর কি"

জানিবার জন্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া

তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাঙ্গন এবং তৎসমীপে

উপবেশনপূর্বক কৃতাজ্জলপুটে এই কথা

বলিলেন,—পুণ্যমার্গবাহিকৃত, পাশুণ্ডারনরত,

স্নেহ এবং আজ্জলনপূর্ণ ঘোর কলিযুগে

উপস্থিত। এই যুগে লোক অধার্মিক,

ক্রুরচিত্ত, অনাচার, অল্পমেধা এবং ব্রাহ্মণেরা

শূদ্রযাজক হইবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা

স্নান, দান, দেবপূজা, হোম, পিতৃতর্পণ এবং

স্বাধ্যায় পালন করিবে না। কলিযুগে

ব্রাহ্মণধর্মেরা পুণ্যবৎ ধর্মের জন্ত বেদপাঠ

করিবে না; বেদপাঠ করিবে প্রতিগ্রহের

স্বাং স্বাং বৃত্তিঃ পরিত্যজ্য পরবৃত্ত্যুপজীবকাঃ ।
 ব্রাহ্মণাদ্যা ভবিষ্যন্তি সস্ত্রাণ্ডে তু কলৌ যুগে
 এতান্ পাণরতান্ দৃষ্ট্বা রাজ্ঞানশ্চাভিচারকাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে বৃথা জাত্যাভিমানিনঃ
 উচ্চাসনগতাঃ শূদ্রা দৃষ্ট্বা চ ব্রাহ্মণাস্তদা ।
 ন চলন্ত্যন্নমতয়ঃ সস্ত্রাণ্ডে তু কলৌ যুগে ॥২৩
 কাষাঘিংশ নিগ্রহা নগ্নাঃ কাপালিকাস্থা
 বৌদ্ধা বৈশেষিকা জৈনা ভবিষ্যন্তি কলৌ
 যুগে ॥ ২৪

তপোয়জ্ঞকলানাস্ত বিক্রেতারো দ্বিজাধমাঃ ।
 যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ২৫
 বিনিন্দন্তি মহাদেবং সংসারামোচকং পরম্ ।
 ততজ্ঞাংশ্চ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাংশ্চ কলৌ যুগে ॥
 তাড়য়ন্তি দুরাত্মানো ব্রাহ্মণান্ রাজসেবকাঃ ।
 ন নিবারয়তে রাজা তান্ দৃষ্ট্বাপি কলৌ যুগে
 এবং ষোরে কলিযুগে কিং তচ্ছ্রয়স্করঃ দ্বিজ ।

জ্ঞত । কলিযুগে দ্বিজেরা পুরুষোত্তমকে
 আশ্রয় করিয়া শিব-নিন্দাপরায়ণ হইবে ;
 মাধব কিন্তু তাহাদের জ্ঞাতা নহেন । কলি-
 যুগের সম্পূর্ণ অধিকারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্গই
 স্ব স্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরবৃত্তি দ্বারা
 জীবিকা নির্বাহ করিবে । কলিযুগে ইহা-
 দিগকে পাণিষ্ঠ দেখিয়া রাজারাও অবি-
 চারক, বৃথা জাত্যাভিমानी হইবে । কলিযুগে
 সস্ত্রাণ্ড হইলে ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়াও উচ্চা-
 সনস্থ অন্নবুদ্ধি শূদ্রগণ, চলিত হইবে না ।
 কলিযুগে কাষাঘী, নিগ্রহ, নগ্ন, কাপালিক,
 বৌদ্ধ, বৈশেষিক এবং জৈন-সস্ত্রাণ্ডায় হইবে ।
 দ্বিজাধমেরা, তপস্তা এবং যজ্ঞের ফল বিক্রয়
 করিবে, শত শত সহস্র সহস্র 'যতি' হইবে ।
 সংসার-মোচক পরমদেব-মহাদেবকে এবং
 শিবভক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে কলিযুগে নিন্দা
 করিবে । দুরাত্মা রাজ-ভৃত্যেরা ব্রাহ্মণ-
 তাড়ন করিবে । কলিযুগে রাজা তাহা-
 দিগকে দেখিয়াও নিবারণ করিবে না । হে
 দ্বিজ ! ষোরে কলিযুগে এমন ঋয়স্কর কণ্ঠ

ক্রহি তন্তগবন যমঃ সংসারামোচকং পরম্ ॥২৬
 ইতি ক্রীত্বকপুরাণোপপুরাণে ক্রীসৌরে ভানু-
 মন্থসংবাদে বারাগসৌমহিম-কলিযুগবর্ণনং
 নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ ।

গচ্ছ বারাগসৌ ব্যাস যজ্ঞ বিশেষঃ শিবঃ ।
 ন তত্র যুগধর্মোহস্তি নৈব লয়া বনুস্করা ॥ ১
 বিশেষঃ স্ত যজ্ঞিঃ জ্যোতির্লিঙ্গং তদ্ব্যচ্যতে ।
 যন্মিন্ দৃষ্টে কণাজ্জন্তুঃ সংসারং ন পুনবিশেৎ
 গতা পশু পরং লিঙ্গং তত্র সত্যবতীশুত
 প্রাপ্যাসে পরমং মুক্তিং দেবৈরপি সুদুর্লভাম্
 স্নাত্বা গঙ্গাজলে পূণো পশু বিশেষঃ পরম্ ।
 স দাস্ততি পরং জ্ঞানং যেন মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪

কি আছে, যাহা হইতে সংসারমুক্ত হওয়া
 যায়,—হে ভগবন ! আমাকে তাহা
 বলুন । ১৫—২৯ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে ব্যাস !
 বারাগসৌতে গমন কর ; তথায় বিশেষ শিব
 বিরাজমান, তথায় যুগধর্ম নাই এবং পৃথিবী-
 সম্পর্ক নাই । বিশেষের যে লিঙ্গ, তাহার
 নাম জ্যোতির্লিঙ্গ । তাহা দর্শন করিলে
 জীবকে আর সংসার-প্রবিষ্ট হইতে হয় না ।
 হে সত্যবতীনন্দন ! তথায় গিয়া পরম লিঙ্গ
 দর্শন কর, দেবদুর্লভ পরম মোক্ষ প্রাপ্ত
 হইবে । পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান দান করিয়া,
 পরাংপর বিশেষ দর্শন কর । তিনি
 তোমাকে জ্ঞান দান করিবেন, বাহাতে মুক্ত
 হইতে পারিবে । বিশেষ দেবকে দর্শন
 করিয়া অবস্থিত হইলে, সকল মনিরাই

দৃষ্টা বিশেষণং দেবং যাবৎ তিষ্ঠতি তৎক্ষণাৎ
আগমিব্যাপ্তি মুনয়স্তাং দ্রষ্টুং সৰ্ব্ব এব তে ॥ ৫ ॥
বিশেষণস্ত মাহাশ্রাং প্রক্ষ্যন্তি তং মহামুনে ।
ক্রহি মঘচনাৎ তেষাং জ্ঞানং মাহেশ্বরং পরম্ ॥ ৬ ॥
এবং সত্যবতীহুন্তুমাহাশ্রায়মশেষতঃ ।
সনৎকুমারাৎ স্বগুরোঃ শ্রদ্ধা মাহেশ্বরপ্রাপ্তিঃ ॥ ৭ ॥
প্রণিপত্য গুরুং ভক্ত্যা কৃত্রং ব্রহ্মাদিসেবিতম্ ।
দশি য্যঃ প্রযযৌ নীত্ৰং ব্যাসো বারাণসীং প্রতি
মহুরুবাচ ।
গত্বা বারাণসীং ব্যাসঃ সিদ্ধিমুনিসেবিতাম্ ।
অকরোৎ কিং তদাৎকু ভগবন্ বিশ্বপুজিত ॥ ৯ ॥
ভামুরুবাচ ।
সম্প্রাপ্য কাশীং ধৰ্ম্মশ্রা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।
স্নাত্বা যথাবজ্জাহব্যাং তর্পয়িত্বা সুরান্ পিতৃন
যযৌ বিশেষণং দ্রষ্টুং জ্যোতির্লিঙ্গমনাময়ম্
সম্পূজ্য সৰ্ব্বভাবেন দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ১১ ॥
দেবস্ত দক্ষিণামূর্ত্যবুপবিষ্টা মহামুনিঃ

পশুন্ বিশেষণং লিঙ্গং জপন্ বৈ শতকৃত্রিয়ম্ ॥
ক্ষণাল্লিঙ্গাৎ পরং জ্যোতির্যবির্ভূতং নিরঞ্জনম্
স্বক্ষাৎ স্বক্ষক পরমানন্দং তমসঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥
আদমধ্যান্তরহিতং সূর্য্যাকোটিসমপ্রভম্ ।
যন্তুমাহেশ্বরং জ্যোতির্বোদাস্তেযু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪ ॥
দর্শনাৎ তন্তু চ মুনেঃ পারাশর্য্যাস্ত ধামতঃ ।
দিব্যং মাহেশ্বরং জ্ঞানমুদ্ভূতং কেবলং শিবম্ ॥
মেনে কৃতার্থমাত্মনং দুঃখত্রয়ববর্জিতম্ ।
অদ্বয়ং নির্গুণং শাস্তং জীবমুক্তস্তদা মুনিঃ ॥ ১৬ ॥
অহো বিশেষণো দেবঃ কথং কৈবা ন সেব্যাতো
যস্মিন্ দৃষ্টৌ ক্ষণজ্ঞানমুদিতং মম নির্মলম্ ॥
নমো ভগবতে তূভ্যং বিশ্বনাথায় শূলিনে ।
পিনাকিনে জগৎকল্রে বিশ্বমায়্যপ্রবর্তিনে ॥ ১৮ ॥
হর্ষিজ্যোত্স্রমেয়ায় পরমানন্দরূপিণে ।
ভক্তিপ্রিয়ায় স্বক্ষায় পার্শ্বভীশায় তে নমঃ ॥ ১৯ ॥
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগজ্জননহেতবে ।
সংহল্রে ঋগ্জজুঃসামমূর্তয়ে তৎপ্রবর্তিনে ॥ ২০ ॥

তোমাকে দেখিবার জন্য আসিবেন । হে
মহামুনে ! সকলেই তোমাকে বিশেষণের
মাহাশ্রা জিজ্ঞাসা করিবেন । আমার
আদেশে তুমি তাঁহাদিগকে পরম শৈবজ্ঞান
উপদেশ দিবে । শৈবশ্রেষ্ঠ সত্যবতীনন্দন
ব্যাস, এইরূপ নিজ গুরু সনৎকুমারের নিকট
অশেষরূপে বিশেষণ-মাহাশ্রা শ্রবণপূর্বক
গুরু এবং ব্রহ্মাদি-সেবিত কৃত্রকে প্রণাম
করিয়া, শিষ্য-সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রা
করিলেন । মন্থ বলিলেন,—ব্যাস, সিদ্ধ-
ঋষি-মুনিজন-সেবিত বারাণসীতে উপস্থিত
হইয়া কি করিলেন, হে ভগবন্ বিশ্বপুজিত !
তাহা আমাকে বলুন । সূর্য্য বলিলেন,—
ধৰ্ম্মশ্রা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি, কাশীতে উপস্থিত
হইয়া, যথাবিধি গজ্ঞান এবং দেব-পিতৃ-
তর্পণ-পুরঃসর অনাময় জ্যোতির্লিঙ্গ বিশেষণ
দেখিবার জন্য গমন করিলেন । অনন্তর মহা-
মুনি ব্যাস, তাঁহাকে সর্বতোভাবে পূজা এবং
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, তাঁহার দক্ষিণদিকে

উপবেশন করত বিশেষণ দর্শন ও শতকৃত্রিয়
জপ করিতে লাগিলেন ; ক্ষণমধ্যে লিঙ্গ
হইতে নিরঞ্জন পরমজ্যোতি আবির্ভূত হইল ।
স্বক্ষ হইতে স্বক্ষ, পরমানন্দ স্বরূপ, আদি-
মধ্যান্ত-বিরহিত, কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ, তমো-
হতীত, বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত যে মাহেশ্বর জ্যোতিঃ
তদর্শনে ধীমান্ পরাশরনন্দনের কেবল শিব-
স্বরূপ মাহেশ্বর জ্ঞান উদ্ভূত হইল । তখন মুনি
অদ্বয় নির্গুণ শাস্ত দুঃখত্রয়-ববর্জিত হইয়া
জীবমুক্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ বোধ
করিলেন । ১—১৬। “অহো ! এই বিশেষণ
দেবকে কেন লোকে সেবা না করে ? ইহাকে
দেখিলামাত্র আমার নির্মল জ্ঞান উদিত
হইল । হে ভগবন্ ! আপনি বিশ্বনাথ,
শূলী, পিনাকী, জগৎকর্তা একং বিশ্বমায়্য-
প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার । হর্ষিজ্যোত্স্র,
অশ্রমেয়, পরমানন্দরূপী, ভক্তিপ্রিয়, স্বক্ষ
পার্শ্বভীপতিকে নমস্কার । জগতের সৃষ্টি-
স্থিতি-সংহারকারী, ঋগ্-যজুঃ-সামমূর্তি এবং

জানতি কৰ্ণাঃ বিবেশ তত্ত্বতো মাদৃশো জনঃ
বেদা অপি ন জানন্তি সাক্ষোপনিষদক্রমঃ ॥২১

ভাস্করবাচ ।

অসং তস্মিন্ যদ্যদবে পরংজ্যোতিষি চিৎকৃত্ত্ব
শূন্যপাণ্ডরমেঘায়া প্রাচবাসীদ্রবক্ষকঃ ॥ ২২
তত্ত্বমন্ত্রবীদ্যাকাং কারুণ্যচ্ছু ভয়া গিরা ।
বরং বরয় দাস্তামি যৎ তে মনসি রে চতে ॥২৩

ব্যাস উবাচ ।

ভগবন কৃতকৃত্যোহস্মি দর্শনাৎ তব শঙ্কর ।
জাতং হৃদিবৎ জ্ঞানং দেবানামপি দুর্লভম ॥২৪
ভক্তিং পরে ভগবতি তয়োবাব্যভিচারিনীম্ ।
দেহি মে দেবদেবেশ নাত্তদন্তঃ বরং মম ॥২৫
ভাস্করবাচ ।

এবমবস্থিতি দেবেশে। ব্যাসায়ামিততেজসে।
বরঃ দত্ত্বা মুনাশ্রায় ক্ষণাদক্ষহিচৌহভবৎ ॥২৬
তদ্যাম্বায়াসং পরো নাত্তঃ শিবভক্তো জগৎপ্রেম
কক্ষে। বা দেবকৌস্মুরজ্জুনো বা মহামাতঃ ॥২৭

সেই বেদত্রয়-প্রবর্তক আপনাকে নমস্কার।
হে বিবেশ্বর! মাদৃশ কোন ব্যক্তি আপ-
নাকে বথার্থরূপে জানিতে পারে! অজ্ঞ-
উপনিষদ-সহিত বেদ সকলও আপনাকে
তত্ত্ব জানিতে পারেন না।” স্বর্য বলিলেন,
—অনন্তর মহাদেবাত্মক সেই পরজ্যোতির
মধ্যে অশ্রমেয়াত্মা শূন্যপাণ্ডরবক্ষজ প্রাচুর্ভূত
হইলেন। অনন্তর দয়া করিয়া শুভ-বাক্যে
বেদব্যাসকে বলিলেন,—যে বরে ক্রটি হয়
তাহা প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব।
বেদব্যাস বলিলেন,—ভগবন! আপনার
দর্শন মাছেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; ভব-
বিষয় জ্ঞান দেব দুর্লভ, তাহা আমার হই-
য়াছে। পরাৎপর ভগবান আপনি, আপনার
প্রতি আমার অবিচলিত ভক্তি প্রদান করুন,
আর কিছু অভিলষিত বর আমার নাই।
স্বর্য বলিলেন,—দেবদেব, অমিততেজা মুনি-
শ্রেষ্ঠ বেদব্যাসকে ‘তথাত্ত’ বলিয়া বর দিয়া
ক্ষণমধ্যে অস্তিত্বিত হইলেন। ত্রিজগতে
সেই বেদব্যাস অপেক্ষা অধিক শিবভক্ত

এবং হরাল্লকবরঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
তত্র যানি চ লিঙ্গানি তানি দ্রষ্টুং যথৌ মুনিঃ ॥
ইতি শ্রীবক্ষপুরাণোপপুরাণে শ্রীমোহর ভাস্ক-
মহুসংবাদে মহাদেববত পদানং নাম
পঞ্চমোহাধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কানি দিব্যানি লিঙ্গানি যানি দ্রষ্টুং যথৌ মুনিঃ।
আচক্ষু তানিনঃ সূত মাগ্নায়াঞ্চাপি কৃৎসনশঃ ॥
সূত উবাচ ।

যদুক্তং ভাস্কুনা পূর্বে মনবে মুনিসন্তমঃ।
তদেব কথয়িষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ২
আগ্নেয়ামবিমুক্তস্ত বাপ্তী ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতা।
যত্র সন্নিহতো দেবো নিত্যং বিবেশ্বরঃ শিবঃ
যত্র জ্ঞানং বিজ্ঞশ্রেষ্ঠা দেবানামপি দুর্লভম্।

আর কেহই নহেন, এমন কি, দেবকৌন্দীন
শ্রীকৃষ্ণ বা মহামতি অর্জুনও নহেন। প্রভু
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি এইরূপে শিবের নিকট
বর প্রাপ্ত হইয়া বারাগনীস্থিত লিঙ্গ সকল
দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। ১৭—২৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—মুনি বেদব্যাস, কোন
কোন দিব্যলিঙ্গ দর্শন করিতে গমন করিলেন,
হে সূত! সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বগাণ্ডায়া বর্ণন-
পুঙ্খক তৎসমুদয় আত্মাদিগের নিকট বলুন।
সূত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পূর্বে
স্বর্য মহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন! অবিমুক্ত-
শবরের অগ্রিকোণে ত্রৈলোক্যবিখ্যাত বাপ্তী;
তথায় বিবেশ্বর শিব নিত্য সন্নিহিত। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তথায় জ্ঞান, দেবগণেরও

ভক্ত্যা যৈস্তজ্জলং পীতং তে কজ্জা এব ভূতলে
 তেষাং লিপ্সানি জায়ন্তে হৃদয়ে ত্রীণি সূত্রতঃ
 দুর্লভঃ তজ্জলং তস্মাৎ তিষ্ঠতোব হি মুদ্রিতম্
 তঃ সত্যবতীসূত্রঃ স্নাত্ব ১৫ব যথাবিশি ।
 অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা লাক্ষণীশং কতো যযৌ ॥
 তত্রাদিগো দেবঃ সেবন্তে শূন্যপাণিনম্ ।
 তস্ত দর্শনমারেণ জ্ঞানং পাশুপতং ভবৎ ॥ ৭
 জগাম স মুনিঃ পশ্চাদ্ দ্রষ্টুং বৈ তাকেশ্বরম্
 ব্রহ্মাস্তকালে ভগবান জ্ঞানং তৎ সম্প্রদচ্ছতি ॥
 যজ্ঞেবানেন দেবস্তা স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
 যস্ত দর্শনমারেণ ব্রহ্মহত্যং ব্যাপোহত ॥ ৯
 তদৃষ্ট্বা পরমং লিঙ্গং ব্যাঃ সত্যবতীসূত্রঃ ।
 যযৌ শুক্রেস্বরং দ্রষ্টুং সর্গসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১০
 আরাধ্য মুনিনা যত্র শুক্রেণামিততেজসা ।
 প্রাপ্তা সজীবনী বিদ্যা সুরাণামপি দুর্লভা ॥ ১১
 দেবস্তা বহিদিগ্ভাগে কুপান্তিষ্ঠতি শোভনঃ ।

দুর্লভঃ ; ভক্তিসহকারে ঐহারা সেই বাপ্পীর
 জলপান করেন, তাঁহারা ভূতলে সাক্ষাৎ
 শিব। হে সূত্রতগণ! তাঁহাদিগের হৃদয়ে
 লিঙ্গত্রয়ের আবির্ভাব হয়; অতএব সেই জল
 দুর্লভ এবং মুদ্রিত অবস্থায় বর্তমান। সত্য-
 বতানন্দন সেই বাপ্পীতে যথাবিশি স্নান করিয়া
 অবিমুক্তেশ্বর দর্শনপুঙ্খক তথা হইতে লাক্ষ-
 ণীশ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায়
 ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবসেবা করিয়া থাকেন।
 তাঁহার দর্শনমাত্রেরই পাশুপত জ্ঞান হইয়া
 থাকে। অনন্তর মুনি তারকেশ্বর দর্শনের
 জন্ত গমন করিলেন, যথায় অন্তকালে ভগ-
 বান্ শিব তারক জ্ঞান প্রদান করেন। বেদ-
 ব্যাস সেই স্থানে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করেন।
 ঐহার দর্শনমাত্রেরই ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়,
 সেই পরম লিঙ্গ দর্শন করিয়া সত্যবতানন্দন
 বেদব্যাস সর্গসিদ্ধি প্রদায়ক শুক্রেস্বর-দর্শনের
 জন্ত গমন করিলেন। অমিততেজা শুক্রে-
 সুনী তথায় শিবের আরাধনা করিয়া দেব-
 দুর্লভ সজীবনী বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।
 শুক্রেস্বর শিবের অগ্রিকোণে শোভন কুপ

স্নানং তত্রার্ষমেধস্ত কলং যচ্ছতি শোভনম্ ॥
 তস্মিন কূপে মুনিঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শুক্রেস্বরং শিবম্
 ব্রহ্মেশ্বরং যযৌ দ্রষ্টুং তত্র ব্রহ্মা বির্যাই স্বয়ম্ ॥
 তপস্তপ্তা মগধোরং ত্রীশ্চৈ পাশুপতপতেঃ ।
 ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তুশান ব্রহ্মা যোগকালে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩
 দর্শনাৎ তস্ত লিঙ্গস্তা সর্গযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ১৫
 পূর্জগাম ভগবানোক্তারেণংমব্যয়ম্ ।
 অরণ্যদ্বয় লিঙ্গস্তা মুচ্যতে সর্গপা কঠৈঃ ॥ ১৬
 যত্র সাক্ষাচ্ছবঃশূন্যো নিত্যান্তর্গতঃ বৈ দ্বিজাঃ
 অনুগ্রহায় লোকানাং পশুপাশবিমোচকঃ ॥ ১৭
 যত্র পাশুপতাঃ সিদ্ধা ওক্তারেশ্বরমীশ্বরম্ ।
 সম্পূজ্য পরমং সিদ্ধং প্রাপ্তবন্তো দ্বিজোত্তমাঃ
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতঃ তাম্রলিঙ্গ উপোষিতঃ ।
 যদি জাগরণং কুর্ধ্যাৎ পরাং সিদ্ধিমবাশুয়াৎ ॥
 ততঃ সত্যবতীসূত্রঃ কুন্তিবাসেশ্বরং যযৌ ।

আছে, তথায় স্নান করিলে অশমেধ
 যজ্ঞের শুভ ফল লাভ হয়। মুনি সেই
 কূপে স্নান এবং শুক্রেস্বর শিব দর্শন করিয়া
 ব্রহ্মেশ্বর-দর্শনার্থ গমন করিলেন; তথায়
 স্বয়ং বির্যাই ব্রহ্মা, পার্বতীপতির ত্রীতি-
 উদ্দেশে ঘোরতর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মপদ
 প্রাপ্ত হন এবং অত্যন্ত মহর্ষিগণ যোগ-
 সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ দর্শনে
 সর্গ বজ্রফল লাভ হয়। ভগবান্ ব্যাস,
 অনন্তর অব্যয় ওক্তারেশ্বর ক্ষেত্রে গমন
 করিলে; ওক্তারেশ্বর লিঙ্গের অরণ্যমাত্রেরই
 সর্গপাশ হইতে মুক্তি লাভ হয়। ১—১৬। হে
 দ্বিজগণ! তথায় পশুপাশবিমোচক শূন্য-
 রূপী সাক্ষাৎ মহেশ্বর লোকানুগ্রহের জন্ত
 অবস্থিত। হে দ্বিজোত্তমগণ! তথায় সিদ্ধ
 পাশুপতগণ ওক্তারেশ্বর শিবপূজা করিয়াই
 পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-
 সমীপে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাসী
 থাকিয়া যদি ত্র্যজি জাগরণ করে ত তাহার
 পরম সিদ্ধি লাভ হয়। অনন্তর সত্যবতী-
 নন্দন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং শংসিতায়া কজ্জ-
 জপনিরত মুনিগণ তথায় মহাদেবের উপাসনা

উপাসতে মহাদেবং যত্র ব্রহ্মাদিভ্যঃ সুরাঃ ॥ ২১
 মুনয়ঃ শাসিতাঙ্কানো ক্রজ্জাপ্যপরায়ণাঃ ।
 কৃতিবাসেশ্বরে লিঙ্গে লীলাশ্চ বহবো দ্বিজাঃ ॥
 দেবস্ত পূৰ্ব্বাদিগুণভাগে হংসতীৰ্থং মহৎ সরঃ ।
 স্নাত্বা তত্র মহাদেবঃ কৃতিবাসেশ্বরং শিবম্ ।
 যে ব্রহ্মকৃতি মহাত্মানস্তে বৈ ব্রহ্মাদিবন্দিতাঃ ॥
 সৰ্ব্বং পশ্যাত যো ভক্ত্য কৃতিবাসেশ্বরং বিভূষ
 ন পতন্ত্যেব সংসারে ক্রজ্জ এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
 হংসতীৰ্থে ততঃ স্নাত্বা কৃতিবাসেশ্বরং বিভূষ ।
 সম্পূজ্য পরম্য তত্র্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ॥ ২৪
 যযৌ রত্নেশ্বরং দ্রষ্টুং মোক্ষো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 দৰ্শনাৎ তস্ত লিঙ্গস্ত কলং বক্তুং ন শক্যতে ॥
 সৰ্ব্বস্বাদিধিকো যোগো বেদবিভক্তির্নৈষেব্যতে ।
 যোহয়ং পাণ্ডপতো যোগঃ পশুপাশবিমোচকঃ
 বর্ধেদ্বাদশভিঃ সম্যক্ কৃতে পাণ্ডপতে দ্বিজাঃ
 রত্নেশ্বরে তদা জ্যোতির্দর্শনায়ুজ্যোক্তমঃ ॥ ২৭

করেন, সেই কৃতিবাসেশ্বর-ক্ষেত্রে গমন
 করিলেন। কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গে বহু দ্বিজ
 লীন * হইয়াছেন। সে শিবলিঙ্গের
 পূৰ্ব্বদিকে হংসতীৰ্থ নামে মহাসরোবর
 আছে ; তথায় স্নান করিয়া যে সব মহাত্মা
 কৃতিবাসেশ্বর শিব দর্শন করিবেন, তাহার।
 ব্রহ্মাদিদেবগণকর্তৃক বন্দিত হইবেন। যে
 ব্যক্তি প্রভু কৃতিবাসেশ্বর শিবলিঙ্গ ভক্তি-
 পূৰ্ব্বক একবার দর্শন করে, তাহাকে আর
 সংসারে পতিত হইতে হয় না, সে ব্যক্তি
 নিশ্চয়ই ক্রজ্জ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি হংসতীৰ্থে
 স্নান করিয়া পরম ভক্তিসহকারে প্রভু কৃতি-
 বাসেশ্বর শিবের পূজা করিয়া, রত্নেশ্বরলিঙ্গ-
 দর্শনার্থ মুক্তিস্থান রত্নেশ্বরক্ষেত্রে গমন করি-
 লেন। সেই লিঙ্গদর্শনের কল বলা যায়
 না। বেদবেত্তাগণ, যে যোগকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ
 বলিয়া দেবা করেন, ছাদশবর্ষ সেই পশুপাশ-
 বিমোচক পাণ্ডপত যোগ সম্পূর্ণরূপে করিলে,

রত্নেশ্বরস্ত সম্পূজ্য পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ।
 দ্রষ্টুং দেবাধিদেবেশঃ বুদ্ধকালেশ্বরং যযৌ ॥ ২৮
 তস্মিঞ্জিঙ্গে মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠাত লীলয়া ।
 অনুরূপায় লোকানামুময়া সহ বিবৰ্ভুক্ ॥ ২৯
 পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি সান্তি দিব্যানি বৈ
 দ্বিজাঃ ।
 বুদ্ধকালেশ্বরে দৃষ্টে দৃষ্টান্তেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
 দেবস্ত পূৰ্ব্বাদিগুণভাগে কৃপো মুনির্নিবেষিতঃ ।
 পূরিতঃ পুণ্যসলিলৈর্দেবদেবেন শব্দুনা ॥ ৩১
 যৈঃ পীতং তস্ত সলিলং প্রাকৃতৈশ্চলুকজয়ম্ ।
 প্রকৃতিমুচ্যতে তেভ্যো মুক্তাঙ্কানো ভবন্তি তে
 তত্র দ্বৈপায়নো বিপ্রাঃ স্নানং কৃত্বা সমাহিতাঃ ।
 বুদ্ধকালেশ্বরং লিঙ্গং সম্পূজ্য চ ততো যযৌ ॥
 মন্দাকিনীতটে রম্যে মুনিসিদ্ধির্নৈষেবিতৈ ।
 মধ্যমেশ্বরনামানং মোক্ষলঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৩৪

অথবা রত্নেশ্বরক্ষেত্রে অর্থাৎ রত্নেশ্বরস্থানে
 জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে, মানব শ্রেষ্ঠতা লাভ
 হইয়া থাকে। মহামুনি পরাশর-নন্দন,
 রত্নেশ্বরের পূজা করিয়া, দেবাধিদেব বুদ্ধ-
 কালেশ্বর দর্শন করিবার জন্ত গমন
 করিলেন। বিশ্বপালক মহাদেব, লোকান্ত-
 গ্রহার্থে লীলাবশে সেই লিঙ্গে উমা সহ
 সতত বিরাজ করেন। হে দ্বিজগণ! পৃথি-
 বাতে যত দিব্য লিঙ্গ আছেন, বুদ্ধ-কালেশ্বর
 লিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল লিঙ্গ দর্শনের কল
 হয়, সংশয় নাই। বুদ্ধকালেশ্বরের পূৰ্ব্বদিকে
 মুনিজন-সেবিত এক কূপ আছে ; দেবদেব
 শব্দ পবিত্র জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।
 যে সকল সংসারী তাহা হইতে চুলুকজয় জল
 পান করিবে, তাহাদিগের প্রকৃতিপাশ
 বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাহার। মুক্তাঙ্ক হইয়া
 থাকে। ১৭—৩২। হে বিপ্রগণ! দ্বৈপায়ন সমা-
 হিতভাবে তথায় স্নান ও বুদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ
 পূজা করিয়া তথা হইতে মুনিসিদ্ধির্নৈষেবিত
 রমণীয় মন্দাকিনীতীরে শিবদর্শনাভিলাষী
 ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সনকাদি মুনিগণ কর্তৃক
 উপাস্তমান মধ্যমেশ্বর নামক অত্যুত্তম

* মূলে 'লীলা' আছে, কিন্তু 'লীন'
 হইবে।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ।

উপাসতে পরং লিঙ্গং শিবদর্শনকাজ্জিগঃ ॥৩৫॥

মন্দাকিনীয়াঃ মুনিঃ শ্রাব্য দৃষ্টা বৈ মধ্যমেশ্বরম্

ঘণ্টাকর্ণহৃদে শ্রাব্য লিঙ্গং তদ্বিমলং শিবম্ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য মুনিশ্রেষ্ঠা লব্ধবান্ জ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩৬॥

ঘণ্টাকর্ণহৃদে তত্র দৃষ্টা ব্যাসেশ্বরং শিবম্ ।

যত্র যত্র মূর্তো বাপি বারাগন্তাঃ মূর্তো ভবেৎ ॥

ততঃ সত্যবতীসুহুঃ কপদীশ্বরমীশ্বরম্ ।

দ্রষ্টুং জগাম বিপ্রেন্দ্রা লিঙ্গং তৎ পারমেশ্বরম্

পিষাচমোচনং নাম তত্র তীর্থমুত্তমম্ ।

রুদ্রলোকস্ত সোপানমিতি প্রাহ মহামুনিঃ ॥৩৭॥

যে ব্রহ্ম্যন্তি কপদীশং কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ।

মাহুযীঃ তন্মহাশ্রত্য রুদ্রা এব ন সংশয়ঃ ॥৩৮॥

তদ্বিশ্রুতীর্থৈ মুনিঃ শ্রাব্য সন্তর্প্য চ সুরান

পিতৃন ।

কপদীশ্বরমীশানং সম্পূজ্য প্রযযৌ মুনিঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে হৃত-

শৌনকসংবাদে বারাগসীলিঙ্গমহিমবর্ণনঃ

নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধায়ঃ ।

হৃত উবাচ

পুনর্জগাম ভগবান্ কৃষ্ণবৈশ্যনঃ প্রভুঃ ।

দ্রষ্টুং দক্ষেশ্বরং দেবং ভক্তানাম্ সিদ্ধিদায়কম্ ॥১॥

যচ্ছিবাবজ্রয়া পাপং জাতং দক্ষপ্রজাপতেঃ ।

তস্ত পাপস্ত মোক্ষায় তদ্বিশ্রুত্নিঙ্গে দ্বিজোত্তমঃ

আরাধ্য দেবদেবেশং বহুত্বদণতানি বৈ ।

তস্ত প্রসন্নো ভগবান্ দেবদেবঃ সহোময়া ॥৩॥

দদৌ মাহেশ্বরং যোগং তদ্বৈশ্ব দক্ষায় ধীমতে ।

লব্ধা তং পরমং যোগং তদ্বিশ্রুত্নিঙ্গে লয়ং গতঃ

ততঃ প্রতুতি তল্লিঙ্গং যোগিগীতঃ সেব্যতে

দ্বিজাঃ ।

যোগং দদাতি সর্বেষাং দেবো দক্ষেশ্বরঃ শিবঃ

গঙ্গায়াং প্রযতঃ শ্রাব্য দৃষ্টা দক্ষেশ্বরং শিবম্ ।

পিতৃতর্পণ করিয়া কপদীশ্বর-লিঙ্গ-পূজা

সমাপনপূর্বক (তথা হইতে) গমন করি-

লেন । ৩৩-৪১ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

মোক্ষলিঙ্গের সমীপে গমন করিলেন । মুনি

মন্দাকিনীতে স্নান এবং মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ

দর্শনপূর্বক ঘণ্টাকর্ণহৃদে স্নান করিয়া তথায়

নির্ম্মল শিব-প্রতিষ্ঠা করিলেন, অনন্তর মুনি-

বরের উত্তম জ্ঞানলাভ হইল । ঘণ্টাকর্ণ-

হৃদ-সমীপে ব্যাসেশ্বর শিব দর্শন করিয়া

যে কোন স্থানে মরিলেও কালীমৃত্যুর সমান

কল হয় । হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! অনন্তর সত্য-

বতীনন্দন কপদীশ্বরনামক পারমেশ্বর-লিঙ্গ-

দর্শনার্থ গমন করিলেন । তথায় পিষাচ-

মোচন নামক অত্যুৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, তাহা

রুদ্রলোকের সোপান, মহামুনি এই কথা

বলিয়াছেন । ঐহারা কপদীশ দর্শন করিয়া-

ছেন, নিশ্চয়ই ঐহারা কৃতার্থ হইয়াছেন ;

(অধিক কি) ঐহারা মহুয্যদেহাশ্রিত

সাক্ষ্য রুদ্রই ; ইহাতে সংশয় নাই । মুনি,

সেই পিষাচমোচন তীর্থে স্নান এবং দেব-

সপ্তম অধ্যায়

হৃত বলিলেন,—(গমন করিলেন

কোথায় ?) প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণবৈশ্যন,

ভক্তসিদ্ধিদাতা দক্ষেশ্বরলিঙ্গ-দর্শনের জন্ত

গমন করিলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ ! শিবকে

অবজ্ঞা করাতে দক্ষপ্রজাপতির যে পাপ

হয়, তাহার মোচনের জন্ত দক্ষ বহুত্ব

বৎসর সেই লিঙ্গে শিবারাধনা করেন,

তাছাতে ভগবান্ দেবদেব উমা সহ প্রগল্ভ

হইয়া, বুদ্ধিমান দক্ষকে মাহেশ্বর যোগ

প্রদান করেন । সেই পরমযোগ-লাভের

পর, দক্ষ সেই লিঙ্গেই লীন হন । হে

দ্বিজগণ ! তদবধি যোগীগণ সেই লিঙ্গের

সেবা করিয়া আসিতেছেন । কথর পি

সকলকে যোগ প্রদান করেন । পবিত্রভাবে

গঙ্গাস্নান করিয়া, দক্ষেশ্বর

প্রাপ্তোত্ত পরমং যোগাশ্রিতং ত্রৈলোক্যমুদ্রবৎ ।
স্বাভা সত্যবতীসুহৃৎস্বয়ং প্রযতো দ্বিজাঃ ।
দৃষ্ট্বা দক্ষেশ্বরং দেবঃ যযৌ পশ্যাৎ ত্রিলোচনম্
ঋষয় উচুঃ ।

হেতুনা কেন দক্ষশ্চ নিন্দাভ্রুক্ষাকরী পুরা ।
কারণং বদ তৎ সূত শ্রোতুং বাহ্য প্রবর্ততে ॥৮
সূত উবাচ ।

আসীদব্রহ্মসুতো দক্ষঃ পুনঃ প্রাচেতসোহভবৎ
শেষো দেবেন কজ্রেণ ক্রোধাজ্জন্তোরবজ্রা ॥৯
বৈয়ং নিধায় মনসি শক্তানা সহ সুরভতাঃ ।
দক্ষঃ প্রাচেতসো যজ্ঞমকরোজ্জাহুবীতটে ॥১০
তস্মিন যজ্ঞে সমাহুতা ইন্দ্রাদ্যা দেবতাগণাঃ ।
ঋষো মুনয়ঃ সিংহা রাজানঃ প্রাথিতোজসঃ ॥১১
ব্রহ্মা চ বিষ্ণুনা সার্কিমাহুতস্তেন ধীমতা ।
দেবান্ সৰ্বাশ্চ ভাগার্থমাহুতান্ পদ্মসম্ভবঃ ॥১২
দৃষ্ট্বা শিবেন রহিতান্ দক্ষঃ প্রত্যোবমব্রবীৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ ।

অহো দক্ষ মহামুঢ় ত্বৰ্ক্য ক্ব কিং কৃতং ত্বয়া ।

কারণে, পরমযোগপ্রাপ্তি হয়, ত্রৈলোক্য ইহা
বলিয়াছেন । হে দ্বিজগণ ! সত্যবতীনন্দন,
বিভিন্নভাবে গঙ্গানান করিয়া দক্ষেশ্বর-গণস
দর্শনান্তে ত্রিলোচনক্ষেত্রে গমন করিলেন ।
ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! দক্ষ পূর্বে
কি কারণে শিবনিন্দা করিয়াছিলেন ? তাহা
বলুন, অবশ্যে অভিলাষী হইয়াছি । সূত
বলিলেন,—দক্ষ, ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন; শিবকে
অবজ্ঞা করাতে তাঁহার অভিশাপে পরে
তিনি প্রাচেতোগণের পুত্র হন । হে সুরভত-
গণ ! প্রাচেতস দক্ষ, শিবের সহিত পূর্ক-
বৈয় স্মরণ করিয়া গঙ্গাতীরে এক যজ্ঞ করি-
লেন । ধীমান দক্ষ, সেই যজ্ঞে ইন্দ্রাদি
দেবগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, প্রাথিতোজা রাজ-
গণ এবং বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মাকে আহ্বান
করিলেন (শিবকে আহ্বান করিলেন না) ।
কমলযোনি ব্রহ্মা, শিব ভিন্ন সকল দেবতা
ভাগগ্রহণার্থ আমন্ত্রিত হইয়াছেন দেখিয়া
দক্ষকে বলিলেন, ত্বৰ্ক্য মহামুঢ় দক্ষ ! ও :

দেবঃ সৰ্বে সমাহুতাঃ শক্তরেণ বন্য কথম্ ॥
অন্তর্ধামৌ স বিবেশঃ সৰ্ব্বমামেব দেহিনাম্ ।
ভোক্তা স সৰ্ব্বযজ্ঞানাং শক্তরঃ পরমার্থতঃ ॥
এতে চ মুনয়ঃ সৰ্বে তব সাহায্যকারিণঃ ।
ন জানন্তি পরং ভাবং মহাদেবশ্চ শূলিনঃ ॥১৬
এতে চ দেবঃ শক্রাদ্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ
তন্মায়ামোহতাঃ সৰ্কে ন জানান্ত পিনাকিনম্
যশ্চ পাদরজঃস্পর্শাদব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবানহম্ ।
শার্ঙ্গপাণ সদ মুক্ধা ধায্যতে কঃ শিবায় পরঃ
যশ্চ বামাদ্রকো বিষ্ণুদীক্ষণাদ্ভবামাহম্ ।
যশ্চাজ্জয়াখণ্ডং বিধঃ সূর্যো ভ্রামাত সৰল ॥১৭
চন্দ্রশ্চ তারকশ্চৈব গ্রহাশ্চ ভুবনান চ ।
ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থা চ বর্ণাশ্রমভ্রামাণ চ ॥ ২০
তিষ্ঠাশ্চ শাসনাৎ তস্মৈ দেবদেবশ্চ শূলিনঃ ॥২১
স চ শক্তিঃ পরা গৌরী স্বচ্ছায়াং চারণী ।
তব পুত্রাত ত্বৰ্ক্যে মন্ত্রসে তমসাবৃতঃ ॥ ২২
কস্তাং জানাত বিবেশীমাস্বরাক্ষশরীরীম্ ।

করিয়াছ কি ? সকল দেবতার আহ্বান
করিয়াছ, কিন্তু শক্তরের আহ্বান কর নাই
কেন ? তিনি বিবেশ্বর, সর্বপ্রাণীরই অন্ত-
র্ধামী ; বস্তুতঃ সেই শিবই সর্বযজ্ঞের
ভোক্তা ১৬—১৮ । তোমার সাহায্যকারী এই
যে সব মুনি, ইহারা শূলপাণ মহাদেবের
প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন । এই যে ইন্দ্রাদি
দেবগণ যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছেন, ইহারাও
শিবমায়ার মোহিত বলিয়া, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে
জানেন না । ইহাদের চরণের স্পর্শে আমি
ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি, বিষ্ণুও ইহাদের পদ-
মূল মন্ত্রকে গ্রহণ করেন, সেই শিব হইতে
শ্রেষ্ঠ আর কে হইতে পারে ? বিষ্ণু ইহাদের
বামাদ্রসমুত্ত, আমি যাহার দক্ষিণাঙ্গসমুত্ত,
ইহাদের আদেশে সূর্য, চন্দ্র, তারকামণ্ডল
এবং গ্রহগণ অখিল বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতে-
ছেন, তাঁহাদেরই শাসনে ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থা,
বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, এমন কি, সমগ্র জগৎ
তাঁহাদেরই শাসনে অবস্থিত । স্বচ্ছাক্রমে
শরীর-ধারণী গৌরী তাঁহাদেরই পরমা শক্তি ।

অহং নাস্তাশি জানামি চক্রী শক্রস্ত কা কথা ॥
 যেচ্ছাবিগ্রহরূপিতা গোষ্ঠা সহ পিনাকধ্বক্ ।
 ভ্রাময়ত্যাখিলং বিশ্বমিতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥২৪
 স এব বধ্ৰাতি পশুনাম্ভাদানৌ মহেশ্বরঃ ।
 স এব যোচকো দেবঃ পশুনাং ন ইতি জ্ঞাতিঃ ॥
 নামসঙ্কীর্ণানাম্ভ্যস্ত ভিদ্যতে পাপপঙ্কজম্ ।
 কথং ন পূজ্যতে দেবস্তয়া দক্ষ সূতহৃদয়ে ॥ ২৬
 শক্তোরবজ্ঞা যজ্ঞান্তে স্বাতবাং নৈব স্থ্যতিঃ ।
 ইত্থাক্ষা প্রযযৌ ব্রহ্মা স্তুষ্যমানে মহাবীৰ্য্যতঃ ॥২৭
 সূত উবাচ ।

গতে চতুর্থুধে দেবে সৰ্বলোকপিতামহে ।
 দধীচিরব্রবীদক্ষঃ মুনীনাংগ্রণীঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮
 দধীচিরুবাচ ।
 কথং দেবাধিদেবেণঃ কৰ্ম্মসাক্ষী সনাতনঃ ।
 বিশেষণে মহাদেবস্তয়া দক্ষ ন পূজ্যতে ॥ ২৯

দুঃস্বপ্নে ! অজ্ঞান-প্রযুক্ত ভাঁহাকেই তোমার
 কস্তা বলিয়া মনে করিতেছ । ঈশ্বর-
 শরীরাক্রুপা সেই বিশেষরীকে কে জানিতে
 পারে ? আমি এবং বিষ্ণুও অদ্যাপি ভাঁহার
 ভব অবগত নহি, ইজের ত কথাই নাই ।
 যেচ্ছাক্রমে শরীরধারণী গোষ্ঠীর সহিত
 পিনাকপাশি, অখিল বিশ্বক্ষেত্রে ঘুরাইতেছেন
 ইহা সত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই । সেই
 মহাদেবই অস্মাদি পণ্ডগণকে বন্ধ করিয়া
 থাকেন, আবার সেই দেবই পণ্ডস্বরূপ আমা-
 দিগের যোচনকর্তা, ইহা বেদে কথিত
 আছে । রে সূতহৃদয়ে দক্ষ ! ষাঁহার নাম-
 সঙ্কীর্ণনে পাপপঙ্কজ ভগ্ন হয়, সেই দেবতাকে
 পূজা না করিতেহিস কেন ? শিবের অবজ্ঞা
 যেখানে হয়, পণ্ডিতগণ তথায় অবস্থান
 করিবেন না ; এই বলিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর
 স্তবজ্ঞতি করিতে লাগিলে (ও) চলিয়া
 গেলেন । সূত বলিলেন,—সৰ্বলোকপিতা-
 মহ প্রভু চতুর্থুধে প্রস্থান করিলে, মুনীগণাগ্র-
 গণ্য দধীচি, স্বয়ং দক্ষকে বলিতে লাগি-
 লেন,—ও দক্ষ ! দেবাধিদেবের কৰ্ম্মসাক্ষী
 সনাতন বিশেষর মহাদেবের পূজা না কর-

বাচকঃ প্রণবো যন্ত জ্ঞানমূর্ত্তেকমাপত্তেঃ ।
 অন্নগ্রহং বিনা তন্ত কথং জানাতি মূলনম্ ॥৩০
 এক এবতি যো রুদ্রঃ সৰ্ববেদেষু গীধতে ।
 তন্ত প্রসাদলেশেন মুক্তির্ভবতি কিঙ্করী ॥ ৩১
 প্রসঙ্গাৎ কৌতুকান্নোভাভ্যাদজ্ঞানতোহপি বা
 হর ইত্যাচরন মৰ্ত্ত্যঃ সৰ্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩২
 অহো দক্ষ তবাজ্ঞানং তব নাশস্ত কারণম্ ।
 কেনাপি হেতুনা জাতমিতি যে ভাতি নিশ্চয়ম্
 এবং দধীচের্চেনং জ্ঞাত্বা দক্ষো বিচক্ষণঃ ।
 দধীমিব্রবীদ্বপ্রাঃ শক্রাদানাক সন্নিধৌ ॥ ৩৪
 দক্ষ উবাচ ।

নাহং নারায়ণাদেবাং পশ্চাম্যন্তঃ দ্বিজোত্তম ।
 কারণঃ সৰ্ববস্তুনাং নাস্ত্যাস্যেব স্থানশ্চিৎতম্ ॥
 দধীচিরুবাচ ।

উময়া সহ যো দেবঃ সোম ইত্যাচ্যতে বুধেঃ ।
 স এব কারণং নাস্ত্যো বিষ্ণোরাপি হি বৈ জ্ঞাতি

তেহ কেন ? প্রণব—যে জ্ঞানবিগ্রহ উমা-
 পতির বাচক, ভাঁহার অন্নগ্রহ ব্যতীত
 ভাঁহাকে জানিবে কিরূপে ? যে রুদ্র ‘এক-
 মাত্র’ বলিয়া সৰ্ববেদে কথিত, ভাঁহার প্রসাদ-
 লেশে মুক্তি দানী হইয়া থাকে । প্রসঙ্গ-
 ক্রমে, কৌতুকবশে, লোভে, ভয়ে বা
 অজ্ঞানে—মানব যে কোন প্রকারে ‘হর’ এই
 বর্ণনায় উচ্চারণ করিলে, সৰ্ববিধ পাপ
 হইতে মুক্তি লাভ করে । ওঃ দক্ষ !
 তোমার অজ্ঞানই কোন কারণে নাশহেতু
 হইয়া উঠিল । ইহা আমার নিশ্চয় মনে লই-
 তেছে । ১৫—৩০ হে বিশ্রগণ ! বিচক্ষণ দক্ষ,
 দধীচির এই কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্রাদি-
 সন্নিধানে দধীচিকে বলিতে লাগিলেন,—হে
 দ্বিজোত্তম ! নারায়ণ দেবতা ভিন্ন আমি
 জ্ঞান কাহাকেও সৰ্ব বস্তুর কারণ মনে করি
 না । (মনে করি না কেন ?) আর কোন
 কারণ নাই—ই, ইহাই নিশ্চয় । দধীচি
 বলিলেন,—যে দেবতা উমার সহিত বর্তমান
 বলিয়া জ্ঞানগণ কর্তৃক সোম নামে অভিহিত
 হন, তিনি বিষ্ণুরও কারণ, অল্প কেষ

তস্মাদযঃ সৰ্বদেবানামধিকশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
 ইজ্যতে সৰ্বযজ্ঞেযু কথং দক্ষ ন পূজ্যতে ॥৩৭
 বজ্রস্ত পালকো বিষ্ণুরিতি যস্মিন্চিত্তং ত্বয়া ।
 তবিত্যতাস্তথৈবাণ্ড পশ্চাতঃ কমলাপতেঃ ॥ ৩৮
 এতে চ ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বৈঃ যৈঃ দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্ ।
 তবন্ত বেদবাহাস্তে তমোপহতচেতসঃ ॥ ৩৯
 পাবণ্ডাচারনিরতাঃ সৰ্বৈঃ নিরয়গামিণঃ ।
 কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দরিদ্রাঃ শূদ্রযাজকাঃ
 সৰ্বস্মাদধিকো রুদ্রঃ পশুপাশবিমোচকঃ ।
 পরামুখস্ত যুযাকং মা ভূদ্বিজ্যাকরী গতিঃ ॥৪১
 ইতি শপ্তা যযৌ বিপ্রো দধীচির্মুনিপুঙ্গবঃ ।
 আশ্রমং মুনিভিজুষ্টিমোদ্ধারঃ নশ্বদাতটে ॥ ৪২
 এতস্মিন্নস্তরে গৌরী পরব্যোমাত্মকা শিবা ।
 দক্ষযজ্ঞস্ত বৃত্তান্তঃ শ্রদ্ধা দেবখ্যেয়ুর্গাং ॥ ৪৩
 প্রাহ বিধাধিকঃ রুদ্রঃ প্রপরাণ্ডি প্রভঞ্জনম্ ।
 নিরীক্ষমাণঃ দেবেশী পরানন্দৈকবিগ্রহম্ ॥ ৪৪

পার্বত্যাচ ।

যেহয়ঃ প্রাচেতসো দক্ষঃ পিতা মে পূৰ্বজয়নি
 আবামবজ্রায় কথং যজ্ঞঃ কর্তুং প্রচক্রেমে ॥৪৫
 দেবাঃ সৰ্বৈঃ সমাহুতা বিমুনা সহ শঙ্কর ।
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদগণাঃ
 ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা দৈতৈয়া দানবাস্তথৈ ॥ ৪৬
 রাজানশ্চ মহাভাগা গন্ধৰ্বাঃ কিররাস্তথা ॥ ৪৭
 অবজ্ঞাকারণস্তস্ত যজ্ঞঃ শীত্রঃ বিনাশয় ।
 তেন মে জায়তে জীতরতুল ভক্তবৎসল ॥৪৮
 এবঃ দেব্যা বচঃ শ্রদ্ধা দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
 অস্থজৎ তৎক্ষণাচ্ছত্ববীরভদ্রং মহাবলম্ ॥৪৯
 সহস্রাংগবদনং প্রণয়া রসমপ্রভম্ ।
 সহস্রবাহুং জটিলং দৃষ্টানাক ভয়ঙ্করম্ ॥ ৫০
 ভক্তানাং বরদং দেবং সূৰ্য্যসোমায়লোচনম্ ॥
 উমাকোপোদ্ভবা দেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ।
 অস্তাশ্চ দেব্যাঃ রুদ্রাশ্চ শতশো যোমসন্তবাঃ

নহে—একপ উক্তি শ্রুতিতে আছে । অত-
 এব যে চন্দ্রশেখর সৰ্ব দেবতার অধিক
 এবং সৰ্বযজ্ঞে অর্চিত হন, হে দক্ষ ! তুমি
 তাঁহাকে পূজা না করিতেছ কেন ? বিষ্ণু
 বজ্রপালক এই যে তুমি নিশ্চয় করিয়া
 রাখিয়াছ, বিষ্ণুর সমক্ষে লীল্যই তাহা অন্তথা
 হইবে। এই যে সব ব্রাহ্মণ শিবদেষ
 করিতেছে, তাহারা তমোপহত-চেতা ; ইহারা
 বেদবহিষ্কৃত হউক । ইহারা কলিযুগে
 পাবণ্ডাচার-রত, দরিদ্র এবং শূদ্রযাজক
 হইয়া নরকগামী হইবে। রুদ্র সৰ্বদেবশ্রেষ্ঠ
 এবং পশুপাশ-বিমোচক, তিনি যখন বিমুখ,
 তখন তোমাদিগের যাজক গতিপ্রাপ্তি
 হইবে না। মুনিপুঙ্গব দধীচি এই অভিশাপ
 দিয়া, নশ্বদাতীরস্থ, ওদ্ধার/লঙ্গবিয়াজিত
 মুনিগণসেবিত বীর আশ্রমে গমন করিলেন।
 এমন সময়ে মহাকাশবৎ সূক্ষ্ম নির্দোষ ও
 সৰ্বজ্ঞ দেবেশী গৌরী শিবা দেবযির মুখে
 দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শরণাভ-
 ন্তক বিব্রঞ্চে পরমানন্দরূপী রুদ্রের দিকে

দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—পূৰ্বজন্মে যিনি
 আমার পিতা ছিলেন, এজন্মে যিনি প্রচেতঃ-
 পুত্র, সেই এই দক্ষ আমাদিগকে অবজ্ঞা
 করিয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন ?
 হে শঙ্কর ! বিষ্ণুর সহিত সকল দেবগণ,
 আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ,
 মরুদগণ, মুনি-ঋষগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্য-
 দানবগণ, গন্ধৰ্ব-কিন্নরগণ এবং মহাভাগ
 রাজগণ, সকলেই আহুত হইয়াছেন। (যা
 হউক) সেই অবজ্ঞাকর্তার যজ্ঞ শীত্র বিনিষ্ট
 করুন। হে ভক্তবৎসল। তদ্বারা আমার
 অতুলনীয় জীতি হইবে। ৩৪—৪৮। দেবদেব,
 পিনাক-পাণ শঙ্কর, দেবীর এই প্রকার কথা
 শুনিয়া সহস্র সিংহের স্তায় ভীষণাস্ত,
 প্রলয়ানলস্নিগ্ধ, সহস্রবাহু, জটিল, দৃষ্টগণের
 ভয়াবহ, ভক্তগণের বরদাতা, সূৰ্য্য-চন্দ্র-
 অনলায়ক লোচন-জয়-সম্পন্ন, মহাবল
 বীরভদ্রকে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি করিলেন।
 ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, দাক্ষায়ণীর ক্রোধ
 হইতে উদ্ভূত হইলেন। অস্তাশ্চ শত শত

ভদ্রকাল্য সহ ভদ্রা বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
 প্রহিতো দেবদেবেন দক্ষযজ্ঞজিহ্বাসমঃ ॥ ৫০
 গচ্ছা স যজ্ঞঃ দক্ষস্ত ভস্মসাদকরোদ্ধিহ্নাঃ ॥ ৫৪
 দক্ষস্তদভুতঃ কৰ্ম্ম দৃষ্টাথ ভয়াবহঃ ।
 গতস্তচ্ছরণঃ শীঘ্রং বীরভদ্রস্ত শূলিনঃ ॥ ৫৫
 উবাচ বীরভদ্রস্তঃ দক্ষঃ প্রাচেতসঃ হিজ্ঞাঃ ।
 তস্ত পাপবিমোক্ষায় কারুণ্যামৃতবারিধিঃ ॥ ৫৬
 বীরভদ্র উবাচ ।

গচ্ছ বারাগসীঃ দক্ষ সন্নপাপপ্রণাশনৌম্ ।
 অমুগ্রহাৰ্থং লোকানাং যত্র তিষ্ঠাত শঙ্করঃ ॥ ৫৭
 অমুগ্রহাস্তগবতো দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 অনেনৈব শরীরেণ তত্র মোক্ষঃ গমিষ্যসি ॥ ৫৮
 সূত উবাচ ।
 বীরভদ্রস্ত বচনঃ শ্রুত্বা দক্ষো মহামতিঃ ।
 গচ্ছা বারাগসীঃ শীঘ্রং সৰ্ব্বদক্ষবিবৰ্জিতঃ ॥ ৫৯
 প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং গঙ্গাতীরে মনোরমে ।
 আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ

কুদ্ৰ ও দেবী সকল (দেবদেবীর) রোম
 হইতে উৎপন্ন হইলেন । দেবদেব শিব
 দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসভিলাষে ভদ্রকালার সহিত
 মহাবল বীরভদ্রকে প্রেরণ করিলেন । হে
 হিজ্ঞগণ ! তিনি গিয়া দক্ষযজ্ঞ ভস্মসাৎ
 করিলেন । অনন্তর দক্ষ বীরভদ্রের অদ্ভুত
 কৰ্ম্ম অবলোকনে ভয়বিহ্বল হইয়া শূলধারী
 বীরভদ্রের শরণাপন্ন হইলেন । হে হিজ্ঞগণ !
 তখন দয়ামৃত-সাগর বীরভদ্র পাপমোচনার্থ
 প্রাচেতস দক্ষকে বলিলেন,—দক্ষ ! শঙ্কর
 লোকামুগ্রহের জন্ত যথায় অবস্থিত, সেই
 সৰ্ব্বপাপনাশনী বারাগসীতে গমন কর ।
 ভগবান্ দেবদেব শূলপাণির অমুগ্রহে, সে
 স্থানে এই শরীরেই মুক্তিলাভ করিতে
 পারিবে । মহামতি দক্ষ, বীরভদ্রের কথা
 শ্রবণে সৰ্ব্বদক্ষ-বিবৰ্জিত হইয়া শীঘ্র বারা-
 গসীতে গমন করিলেন । অনন্তর মনোরম
 গঙ্গাতীরে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তি-
 সহকারে তাঁহার আরাধনা করিতে সেই

দক্ষেশ্বরস্ত মাহাত্ম্যং কথিতং মুনিপুংসবাঃ ।
 ত্রিলোচনস্ত মাহাত্ম্যং সাম্প্রতং বর্ণ্যতে ময়া ॥
 ইতি ক্রীতক্ষপুরাণোপপুরাণে ক্রীপোরে সূত-
 শৌনকসংবাদে দক্ষেশ্বর-মাহাত্ম্যাদিকথনং
 নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ত্রিলোচনাৎ পরং লিঙ্গং বারাগস্তাং ন দৃষ্টতে
 সদা সন্নিহিতো নিত্যং যস্মিন্ লিঙ্গে শিবঃ স্থিতঃ
 যানি স্থিতানি লিঙ্গানি বারাগস্তাং হিজ্ঞোক্তমাঃ
 দৃষ্টান্তেব ভবন্ত্যেব দৃষ্টে লিঙ্গে ত্রিলোচনে ॥ ২
 অসংখ্যাতানি পাপানি জ্ঞানতোহজ্ঞানতো-
 হপি বা !
 রুতানি নাশয়তোব দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৩
 মায়াপাশেন বন্ধানাং সর্বেষাং প্রাণিনামপি ।
 মুক্তিং দদাতি পরমাং দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪

লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 দক্ষেশ্বরের মাহাত্ম্য কৌতুহল করিলাম,
 সম্প্রতি ত্রিলোচনের মাহাত্ম্য বর্ণন
 করিতেছি । ৩৯—৬১ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ত্রিলোচন অপেক্ষা
 উৎকৃষ্ট শিবলিঙ্গ বারাগসীতে দেখা যায় না,
 সেই লিঙ্গে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সতত সন্নিহিত ।
 হে হিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! বারাগসীতে যত লিঙ্গ
 অবস্থিত, এক ত্রিলোচন দর্শন করিলে, সেই
 সকল লিঙ্গ-দর্শনের ফল হয় । দেবদেব
 ত্রিলোচন (দৃষ্ট হইবামাত্র) জ্ঞানাজ্ঞানকৃত
 অসংখ্য পাপ বিনষ্ট করেন । দেবদেব ত্রিলো-
 চন, মায়াপাশবদ্ধ সৰ্ব্বপ্রাণীকেই পরমা মুক্তি
 প্রদান করেন । ত্রিলোচনলিঙ্গ পশ্চিমাভি-

পশ্চিমাভিমুখং লিঙ্গং সৰ্পমেখলমণ্ডিতম্ ।
 তন্ত দৰ্শনমাত্রেণ কোটিলিঙ্গার্চনং কলম্ ॥ ৫
 ত্রিলোচনং সূসম্পূজ্য কৃষ্ণবৈপায়নো মুনিঃ ।
 যযৌ কামেশ্বরং ভ্রষ্টঃ সিংলিঙ্গমমুত্তমম্ ॥ ৬
 দদৌ হুঘাসসে যত্র দেবদেবো যতেশ্বরঃ ।
 প্রসন্নো বাবধাঃ সিদ্ধৌ সশেষো পি তুলভাঃ ॥ ৭
 অন্তঃচাপি বরো দন্তো দেবদেবেন শূলিনা ।
 কৃতান্নাং ক্রিয়মাণানাং সৰ্ষেযাং তপস মপি ।
 ক্রোধো নাশকরঃ প্রাক্তো হস্তদৈব মুনেহস্ত তে
 তন্ত দক্ষিণদিগুভাগে কামকুণ্ড মাত স্মৃতম্ ॥ ৯
 তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা দৃষ্ট্য কামেশ্বরং শিবম্
 ব্রহ্মহত্যাভিহিতৈঃ পাপৈর্মুক্তো যাত শর্যাং গতিম্
 অন্তান্তপি চ লিঙ্গানি বারাগস্তাং স্থিতান্ত পি ।
 সংখ্যামপি ন জানাতি তেষাং দেবস্তুতুখাঃ ॥
 কো বা বদতি মাহাত্ম্যমুতে দেবামহেশ্বরায় ।
 নন্দীশ্বরো বা জানাতি প্রসাদাদ্ভাগ্যরজাপতেঃ
 অথ সত্যবতীহুর্জ্জ্বলঃ দেবীঃ শিবাং পরাম্ ।

মুখে অবস্থিত, সৰ্পমেখলামণ্ডিত; তাঁহার
 দৰ্শনমাত্রে কোটিলিঙ্গপূজাফল হইয়া থাকে ।
 মুনী কৃষ্ণবৈপায়ন, উত্তমরূপে ত্রিলোচনের
 পূজা করিয়া কামেশ্বর নামক অত্যাৎকষ্ট
 সিদ্ধলিঙ্গ-দৰ্শনের জন্য গমন করিলেন, যথায়
 দেবদেব শূলপাণি মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া,
 সৰ্ব্ব-দুর্লভ বাবধ সিদ্ধ প্রদান করেন এবং
 “ক্রোধ অহুষ্ঠিত এবং অহুগ্নীয়মান সর্ববিধ
 উপত্যার নাশকর, কিন্তু হে মুন! তোমার
 তাহা হইবে না” এই প্রকার বরও তাঁহাকে
 দেন । কামেশ্বরলিঙ্গের দাক্ষিণ্যে কামকূপ;
 মানব, তথায় স্নান করিয়া কামেশ্বর শিব
 দৰ্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্ত হইয়া
 পরমগতি লাভ করে । বারাগসীতে অন্তান্ত
 বহুতর লিঙ্গ আছেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মাও তৎ-
 সমুদয়ের সংখ্যা অবগত নহেন । একমাত্র
 দেব মহেশ্বর ব্যতীত সেই সকল লিঙ্গের
 মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতে আর কে সমর্থ?
 তবে, শিব-প্রসাদে নন্দীশ্বরও তাহা অবগত
 আছেন । হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! যথায় তুর্গা

বিশালাক্ষীঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠা যত্র সন্নিহিতা শিবা ॥
 তাং দৃষ্ট্বা বিধিবস্তক্ত্যা সম্পূজ্যা চ মহামুনিঃ ।
 পরানন্দাশ্রমকাং গৌরীং ভক্তিং নন্দা চকার সঃ
 ব্যাস উবাচ ।

বিশালাক্ষি নমস্তুভ্যং পরব্রহ্মাশ্রমকে শিবে ।
 হ্রমেব মাতা সশেষাং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্
 ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্বমেব হি ।
 স্বজী কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মা যোগাসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ১৬
 স্বাহা স্বাহা মহাবল্যা মেধা লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 সতী দাক্ষায়ণী বিদ্যা সৰ্বশক্তিময়া শিবা ॥ ১৭
 অপর্ণা চৈকপর্ণা চ তথা চৈবৈকপাটলা ।
 উমা হৈমবতী চাপি কল্যাণী চৈব মাতৃকা ॥ ১৮
 খ্যাতিঃ প্রজ্ঞা মহাভাগা লোকে গৌরীতি
 বিজ্ঞতা ।

গণাধিকা মহাদেবী নন্দিনী জাতবেদসী ॥ ১৯
 সাবিত্রী বরদা পুণ্যা পাবনী লোকাবজ্ঞতা ।

সত্যত বিরাজমান, অনন্তর সত্যবতীনন্দন,
 পরমা দেবী শিবা বিশালাক্ষীর সেই মূর্তি
 দোখবার জন্য যাইলেন । ১—১৩। মহামুনি,
 যথাবধি ভক্তিসহকারে সেই পরমানন্দরূপিনী
 গৌরীর পূজা করিয়া প্রণামপূরক (‘মহা’
 পাঠে, স্বরূপজ্ঞানপূরক) স্তব করিতে লাগি-
 লেন, হে পরব্রহ্ম-রূপিণি! শিবে! বিশা-
 লাক্ষি! আপনাকে নমস্কার, আপনিই ব্রহ্মাদি
 দেবগণের মাতা । আপনিই ইচ্ছাশক্তি,
 জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি; আপনি সরলা,
 আপনিই কুণ্ডলিনী, আপনিই সূক্ষ্মা এবং
 যোগ-সিদ্ধিপ্রদায়িনী; আপনি স্বাহা স্বাহা মহা-
 বিজ্ঞা; আপনি মেধা লক্ষ্মী সরস্বতী; আপনি-
 সতী বিজ্ঞা দাক্ষায়ণী; আপনি শিবা সৰ্ব-
 শক্তিময়া । আপনি অপর্ণা, একপর্ণা, এক-
 পাটলা এবং অষ্টিতীয়া; আপনি উমা,
 হৈমবতী, কল্যাণী এবং মাতৃকা । আপনি
 মহাভাগা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা; আপনি জগন্তে
 গৌরী নামে বিখ্যাতা । আপনি গণাধিকা,
 মহাদেবী, নন্দিনী, জাতবেদসী; আপনি
 সাবিত্রী, বরদা, পুণ্যা, পাবনী, লোকবিজ্ঞতা;

আয়তিনিরতী রৌদ্রী দুর্গা ভদ্রা প্রমাথিনী ২০।
কালরাজির্নামায়া রেবতী কৃতনায়িকা ।
গৌতমী কোশিকী চার্ষ্য চণ্ডী কাত্যায়নী সতী
বৃষস্বজা শূলধরা পরমা ব্রহ্মচারিণী ।
মহেন্দ্রোপেন্দ্রমাতা চ পার্বতী সিংহবাহিনী ২২
এবং ভদ্রা বিশালাক্ষীং দিব্যরয়েতৈঃ

সুনামভিঃ ।

কৃতকৃত্যোহুতবধ্যাসো বারাগস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ
বারাগস্তাং বিশালাক্ষী গঙ্গা বিম্বেশ্বরঃ শিবঃ
ভক্তিঃ পশুপতো ভদ্রা দুর্লভং হি চতুষ্টয়ম্ ২৪
বঃ পশুভি বিশালাক্ষীং ভদ্রা গঙ্গাস্তসি দ্বিজাঃ
অশ্বমেধসহস্রা কলমাপোত্যাস্তমম্ ২৫
বারাগস্তাং মাংসাত্ম্যমিতি কিকিময়োদিতম্ ।
বঃ পঠেচ্ছূয়াদ্যপি ধাতি মাংসেশ্বরঃ পদম্ ২৬
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্ত-
শৌনকসংবাদে ত্রিলোচন-মাহাত্ম্যাদি
কথনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ৮ ॥

আপনি আয়তি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা
এবং প্রমাথিনী; আপনি কালরাজি, মহা-
মায়া, রেবতী; কৃতনায়িকা; আপনি গৌতমী,
কোশিকী, আর্ষ্য, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী
(নিত্যা); আপনি বৃষস্বজা, শূলধারিণী,
পরমা ব্রহ্মচারিণী; আপনি মহেন্দ্রমাতা
উপেন্দ্রমাতা, পার্বতী এবং সিংহবাহিনী।
হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্যাস বারাগসীতে এই
সকল দিব্য সুনাম দ্বারা বিশালাক্ষীকে স্তব
করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কালীতে বিশা
লাক্ষী, গঙ্গা, বিম্বেশ্বর শিব এবং শিবভক্তি
এই চারিটী দুর্লভ। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি
গঙ্গাজলে স্নান করিয়া বিশালাক্ষী দর্শন
করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের উৎকৃষ্ট
ফল লাভ হয়। এই কালীমাহাত্ম্য কিকিৎ
আমি কীর্জন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা পাঠ
বা শ্রবণ করে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি
হয়। ১৪—২৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়ঃ উচুঃ ।

কিং লক্ষণং পুরাণানাং তেষাং দানেন কিং
ফলম্ ।

অস্ত্রেষামপি দানানাং ব্রতানাঞ্চ বিশেষতঃ ১১

বর্ণনামাশ্রমাপাঞ্চ তেষাং বৈ লক্ষণং যথা ।

ততঃ শ্রাদ্ধবিধানঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ২২
সর্বমেতদশেষেণ স্মৃত নো বক্রুমহীসি ৩৩

স্মৃত উবাচ ।

যত্বেকং ভাস্বনা পূর্বে পুত্রায় মনবে দ্বিজাঃ ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং গদতো মম ৪৪

সর্গঞ্চ প্রতিসর্গঞ্চ বংশা মনস্তরাণ চ ।

বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ৫

ব্রাহ্মদীনাম পুরাণান্যুক্তমেতত্ত্ব লক্ষণম্ ।

এতচ্চোপপুরাণানাং খিলদ্বালক্ষণং স্মৃতম্ ৬

ব্রাহ্ম পুরাণং তত্রাদ্যং সংহিতায়াং বিদ্যুতম্

শ্লোকানাং দশসাহস্রং নানাপুণ্যকথাযুতম্ ৭

পান্নাং দ্বিতাং কথিতং তৃতীয়ং বৈকুণ্ঠং স্মৃতম্

নবম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে স্মৃত! পুরাণের
লক্ষণ কি? পুরাণদানে ফল কি? অস্ত্র
দান এবং ব্রতের ই বা বিশেষ বিশেষ ফল
কি আছে? বর্ণাশ্রমফল, তাহার লক্ষণ,
শ্রাদ্ধবিধি এবং প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়? এই
সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলিতে
আজ্ঞা হয়। স্মৃত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ!
পূর্বে সূর্য্য ঋষি পুত্র মনুকে (এ বিষয়ে)
যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ কর। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণনা, মনস্তর-
বর্ণনা এবং বংশানুচরিত কার্তন,—পুরাণ
এই পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন। ইহা ব্রাহ্মদি পুরাণের
লক্ষণ; সেই সকল পুরাণের ‘খিল’ (পরিশিষ্ট)
বলিয়া তাহাই উপপুরাণেরও লক্ষণ। ১—৬।
প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ; ইহাতে দশ সহস্র
শ্লোক আছে, নামাবলি পবিত্র কথা আছে
এবং সংহিতার শোভা আছে। দ্বিতীয়

চতুর্থঃ বায়না প্রোক্তঃ বায়বীয়মিতি স্মৃতম্ ॥৮
 ততো ভাগবতঃ প্রোক্তঃ ভাগবয়বিভূষিতম্ ।
 চতুর্ভিঃ পর্কভিঃ প্রোক্তঃ ভবিষ্যং তদনন্তরম্
 নারদীয়ং তথায়েয়ং মার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্ ॥১০
 দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং পরম্ ॥১০
 ভাগবয়েন লৈঙ্গঞ্চ ততো বরাহমুত্তমম্ ।
 সংযুক্তমষ্টভিঃ খণ্ডৈঃ স্বান্দৈকৈবাবিস্তরম্ ॥১১
 ততস্ত বামনঃ কোর্কঃ ভাগবয়বিরাজিতম্ ।
 মাৎস্তঞ্চ গারুড়ঃ প্রোক্তঃ ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্
 ভাগবয়েন কথিতং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ।
 খিলান্ধ্যাপপুরাণানি যানি চোক্তানি স্থরিভিঃ ॥
 ইদং ব্রহ্মপুরাণস্ত খিলং সৌরমমুত্তমম্ ।
 সংহিতাষয়সংযুক্তং পুণ্যং শিবকথাশ্রম্ ॥১৪
 আদ্যা সনৎকুমারোক্তা দ্বিতীয়া সূর্য্যভাষিতা

পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপ্রোক্ত
 বায়বীয় নামে খ্যাত চতুর্থ পুরাণ অর্থাৎ
 চতুর্থ বায়ুপুরাণ, চতুঃপর্কে কথিত ভাগবয়-
 ভূষিত ভাগবত * তৎপরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম
 পুরাণ । ভবিষ্যপুরাণ, তৎপরবর্তী (ষষ্ঠ),
 নারদীয় (৭ম), আয়েয় (৮ম) এবং মার্ক-
 ণ্ডেয় (৯ম), পরপরবর্তী পুরাণ । দশম পুরাণ
 ব্রহ্মবৈবর্ত । লিঙ্গপুরাণ একাদশ । লিঙ্গ-
 পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে । উত্তম
 বরাহপুরাণ তৎপরবর্তী (১২শ), অষ্টখণ্ডে
 বিভক্ত অতি বিস্তৃত স্বন্দপুরাণ (১৩শ),
 অনন্তর বামনপুরাণ (১৪শ), ভাগবয়সম্পন্ন
 কুর্কপুরাণ (১৫শ), অনন্তর মৎস্তপুরাণ,
 গারুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । ব্রহ্মাণ্ড-
 পুরাণ দুই ভাগে কথিত হইয়াছে । উপ-
 পুরাণ সকল 'খিল'† নামে কথিত । এই
 অল্পতম সৌরপুরাণ ব্রহ্মপুরাণের খিল ।
 শিবকথাশ্রিত পবিত্র পুরাণের এই দুই
 সংহিতা আছে । তন্মধ্যে প্রথম সংহিতা

ইয়ং পুণ্যতমা খ্যাতা সংহিতা পাপনাশিনী ॥১৫
 বৈবস্বতায় মনবে কথিতা রবিণা পুরা ।
 দানমস্ত পুরাণস্ত দানানামুত্তমং দ্বিজাঃ ॥১৬
 যো হৃদ্যাচ্ছিবভক্তায় ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ।
 যানি দানানি লোকেষু প্রসিদ্ধানি দ্বিজোক্তয়াঃ
 সর্কেষাং ফলমাপ্নোতি চতুর্দিশাং ন সংশয়ঃ ॥১৭
 ব্রাহ্মণঃ পুরাণং প্রথমং দদাতি ব্রহ্মদায়িতঃ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
 পাদ্মঃ ব্রহ্মাণ্যাদিচ্ছা যো দদাতি তুর্য্যদিনে ।
 দ্বিজায় বেদবিভূষে জ্যোতিষ্টোমফলং লভেৎ
 বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুম্দ্দশ্রু দ্বাদশাং প্রায়তঃ শুচিঃ ।
 অনুগনায় যো দদ্যাৎ বৈকুণ্ঠং পদমাধুযাৎ ॥ ২০
 দদাতি সূর্য্যভক্তায় যন্ত ভাগবতং দ্বিজাঃ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ সর্বরোগবিবর্জিতঃ ।
 জীবের্ষষতং সাগ্রমন্তে বৈবস্বতঃ পদম্ ॥ ২১

সনৎকুমার-কথিত । দ্বিতীয় সংহিতা সূর্য্য-
 কথিত । এই পাপনাশিনী পবিত্র সংহিতা
 পূর্বকালে বৈবস্বত মনুর নিকট সূর্য্যদেব
 কীর্তন করিয়াছেন । হে দ্বিজগণ ! এই
 পুরাণপ্রদান দানসমূহের মধ্যে উত্তম । যে
 ব্যক্তি চতুর্দশী তিথিতে শিবভক্ত তপস্বী
 ব্রাহ্মণকে এই পুরাণ দান করে,—হে দ্বিজো-
 ত্তমগণ ! সেই ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ সর্ববিধ
 দানের ফল প্রাপ্ত হয় । ৭—১৭ । যে ব্যক্তি
 ব্রহ্মসহকারে প্রথম পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ দান
 করে, সর্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সসন্মানে
 বাস তাহার হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি বৃহ-
 স্পতিবারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মার উদ্দেশে
 পদ্মপুরাণ দান করে, তাহার জ্যোতিষ্টোম-
 যজ্ঞ-ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি সংযত ও
 শুচি হইয়া দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে
 বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুপুরাণ দান করে,
 তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় । হে দ্বিজগণ !
 যে ব্যক্তি সূর্য্যভক্তকে ভাগবত দান করে,
 সে সর্বপাপমুক্ত এবং সর্বরোগ-বিবর্জিত
 হইয়া ক্রিয়াকর্ম্মক শত বৎসর জীবিত থাকিবে

* এখানে ভাগবত পদে দেবীভাগবত ।
 কেননা, জীবজগৎবতে পর্ব-বিভাগ নাই ।

† অংশবিশেষ ।

বৈশাখে গুরুপক্ষস্ত তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা ।
 তন্ত্ৰাং তিথৌ সংযতাস্মা ত্রাক্ষণয়াহিতায়গে ॥
 ভবিষ্যাত্ৰাং পুরাণস্ত দদাতি শ্রদ্ধয়াধিতঃ ।
 অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত কলমাপ্রোত্যহুতমম্ ॥ ২৩
 মার্কণ্ডেয়স্ত যো দত্তাৎ সপ্তম্যাং প্রযতাস্থবান্ ।
 স্বর্ধ্যলোকমবাপ্রোতি সর্বপাপবিবর্জিতঃ ॥ ২৪
 আগ্নেয়ং প্রতিপত্তেব প্রদত্তাদাহিতায়গে ।
 রাজস্বয়স্ত যজ্ঞস্ত কলং ভবতি শাশ্বতম্ ॥ ২৫
 দদাতি নারদীয়ং যশচতুর্দশ্যাং সমাহিতঃ ।
 দ্বিজায় শিবভক্তায় শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
 যো দদাদব্রহ্মবৈবর্তং বৈষ্ণবায় সমাহিতঃ ।
 ব্রহ্মলোকমবাপ্রোতি পুনর্যাবুত্বর্জিতম্ ॥ ২৭
 কার্তিকস্ত চতুর্দশ্যাং গুরুপক্ষস্ত সুব্রতঃ ।
 লৈঙ্গং দত্তাদ্বিজেন্দ্রায় শিবার্চনরতায় বৈ ॥ ২৮
 সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ সর্বৈশ্বর্যাসমধিতঃ ।
 হাতি মাহেশ্বরঃ ধাম সর্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥
 দ্বাদশ্যাং সংযতো ভূহা ত্রাক্ষণায় তপ স্তনে ।

অন্তে স্বর্ধ্যলোক প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের গুরুপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে সাগ্নিক ত্রাক্ষণকে ভবিষ্যপুরাণ দান করে, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সপ্তমী তিথিতে পবিত্রচিত্তে মার্কণ্ডেয়-পুরাণ দান করে, সে সর্বপাপবিবর্জিত হইয়া স্বর্ধ্যলোক প্রাপ্ত হয়। প্রতিপদ তিথিতে সাগ্নিক ত্রাক্ষণকে অগ্নিপুরাণ দান করিলে রাজস্বয় যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া চতুর্দশীতিথিতে শিব-ভক্ত ত্রাক্ষণকে নারদীয় পুরাণ দান করে, তাহার শিবলোকে সন্মান্যে বাস হয়। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া বৈষ্ণবকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ দান করে, তাহার প্রত্যাগমনবর্জিত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে সুব্রত ব্যক্তি কার্তিক মাসের গুরুচতুর্দশীতে শিব-পূজা-পরায়ণ ত্রাক্ষণ-শ্রেষ্ঠকে লিঙ্গপুরাণ দান করে, সে ব্যক্তি, সর্বপাপমুক্ত ও সর্ব-ঐশ্বর্যাসম্পন্ন হইয়া সর্বলোকোপরিস্থিত

যো বৈ দদাতি বারাহং বিষ্ণুলোকঃ স গচ্ছতি
 স্বান্দঃ শিবচতুর্দশ্যাং প্রদত্তাচ্ছিবযোগিনে ।
 জানৌ ভবতি বিপ্রেন্দ্রা মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩১
 দ্বাদশ্যাং বা চতুর্দশ্যাং দত্তাদ্বামনমুত্তমম্ ।
 তন্ত্ৰ দেবস্ত তং লোকং প্রাপ্রোত্যক্ষয়মুত্তমম্
 দত্তাৎ কৌশ্মং চতুর্দশ্যাং যোগিনে প্রযতাস্থনে
 সর্বদানস্ত যৎ পুণ্যং সর্বযজ্ঞস্ত যৎ ফলম্ ।
 প্রাপ্রোতি তৎ ফলং বিদ্বানন্তে শৈবং পরং পদম্
 মাৎস্তং দত্তাদ্বিজেন্দ্রায় প্রযতশ্চোত্তরায়ণে ।
 বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥
 গারুড়ং শিবমুদগ্ধং দত্তাচ্ছিবতিথৌ দ্বিজাঃ ।
 বাজপেয়সহস্রস্ত কলমাপ্রোত্যহুতমম্ ॥ ৩৫
 প্রদত্তাচ্ছিবভক্তায় ব্রহ্মাণ্ডমিতি যৎ স্মৃতম্ ।

মহেশ্বরধামে গমন করে। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া দ্বাদশী-তিথিতে তপস্বী ত্রাক্ষণকে বরাহ পুরাণ দান করে, তাহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! শিবচতুর্দশীতে শিবযোগীকে ব্রহ্মপুরাণ প্রদান করিলে, মহাদেবপ্রসাদে জানৌ হইয়া থাকে। দ্বাদশী বা চতুর্দশীতে উত্তম বামনপুরাণ দান করিলে সেই দাতার সেই উত্তম অক্ষয়লোক * প্রাপ্তি হয়। ১৮—৩২। চতুর্দশী তিথিতে প্রযতাস্থা যোগী পুরুষকে কৃষ্ণপুরাণ দান করিলে সর্ব-বিধ দান ও যজ্ঞের যে ফল, তাহা লাভ করা যায় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সেই ব্যক্তি অন্তে শিবের পরমপদ লাভ করিতে পারে। সংযত হইয়া উত্তরায়ণে ত্রাক্ষণশ্রেষ্ঠকে মৎস্ত পুরাণ যে দান করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে আদরের সহিত বাস করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শিবতিথিতে, শিবোদ্দেশে গারুড়পুরাণ দান করিলে, সহস্র বাজপেয়-যজ্ঞের অভূতম ফল লাভ হয়। হে সুব্রত-

* দ্বাদশীতে দান করিলে বিষ্ণুলোক এবং চতুর্দশীতে দান করিলে শিবলোক-প্রাপ্তি হয় অথবা বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এই অর্থ।

শিবস্ত পুরতো ভক্ত্য সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥
 চন্দ্রস্ত গ্রহণে বাধ ভানোরপি চ সুব্রতাঃ ।
 গণাধিপতামাপ্নোতি দেবদেবস্ত শূলনঃ ॥ ৩৭
 এবমুক্তঃ পুরাণাণাং ক্রমো দানেন যৎ ক-ম
 প্রোক্তঃ সমাসতো বিপ্রাঃ সূর্য্যো যৎ স্বয়মব্রবীৎ
 যঃ পর্তেদিমমধ্যায়ঃ মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
 সৰ্ব্বপাপবিনিৰ্মুক্তো বাজপেয়কলং লভেৎ ॥ ৩৯
 ইতি ত্রিৰক্ষপুৰাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে সূত্র
 শৌনকসংবাদে ব্রাহ্মদিপুরাণক্রমদানকল-
 কথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলঞ্চ চতুর্ধিধম ।
 দানং পাত্রে প্রদানং বা নাপাত্রেইপাণ্ডুমাত্রকম
 পাত্রেভূতান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 ভানুনা দেবদেবেন মনবে কথিতাশ্চ যে ॥ ২

গণ! দক্ষিণায়নে চন্দ্রগ্রহণে বা সূর্য্য-
 গ্রহণে শিবসম্মুখে ভক্তিসহকারে শিবভক্ত
 ব্যক্তিকে ব্রাহ্মপুৰাণ দান করিলে, দেব-
 দেব শূলপাণির গণাধিপতিত্ব লাভ হয়। হে
 বিষ্ণুগণ! পুরাণদানে যে ফল হয়, তাহার
 পারিপাট্য, স্বয়ং সূর্য্যের বাক্যানুসারে আমি
 এই সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি
 শিবসন্নিধানে এই অধ্যায় পাঠ করে, সে
 সকল-পাপমুক্ত হইয়া, বাজপেয়-যজ্ঞফল
 প্রাপ্ত হয়। ৩৩—৩৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য
 এবং বিমল এই চারিপ্রকার দান। সং-
 পাত্রে দান করিলে, অপাত্রে অণুমাত্র দান
 করিলে না। হে মুনিস্বেতগণ! দেবদেব সূর্য্য

ন দানাদধিকং কিঞ্চিদ্ধিদ্যাতে ভুবনজয়ে ।
 দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গঃ ত্রীর্দানেনৈব লভ্যাতে
 দানেন প্রাপ্তুয়াৎ সৌধ্যং রূপং কান্তিঃ যশো
 বলম্ ।
 দানেন জয়মাপ্নোতি মুক্তির্দানেন লভ্যাতে ॥ ৪
 দানেন শত্রুজয়তি ব্যাধির্দানেন নশ্ততি ।
 দানেন নভতে বিদ্যাং দানেন যুবতীঃ জনাঃ ॥ ৫
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং সূতম্ ।
 দানমেব ন চৈবাশ্রয়তি দেবোহব্রবীজ্জিবিঃ ॥ ৬
 তন্মাদানায় সংপাত্রং বিচার্য্যৈব প্রযতুতঃ
 দাতব্যমশ্রুত্বা সন্নঃ তন্মনীষ ততঃ ভবেৎ ॥ ৭
 বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞাঃ শাস্ত্রাশ্চৈব জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 শ্রোতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠাঃ সত্যানিষ্ঠাঃ কটুহিনাঃ ॥ ৮
 তপস্বিনস্তীর্থরতাঃ রুতজ্ঞা মিতভাষিণাঃ ।
 গুরুশ্রমণরতা নিত্যং স্বাধ্যায়শীলিনাঃ ॥ ৯
 মহাদেবাকর্চনরতা ভূতিশাসনভূষিতাঃ ।
 বৈকুণ্ঠাঃ সূর্য্যভক্তা বা পাত্রেভূতা দ্বিজোত্তমাঃ ॥

মন্ত্রর নিকট যে সকল সংপাত্রের উল্লেখ
 করিয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে দানের অধিক আর
 কিছু নাই। দান দ্বারা স্বর্গ এবং ঐশ্বর্য্য
 লাভ হয়। দান দ্বারা সুখ, রূপ, কান্তি, যশ
 এবং বল প্রাপ্তি হয়। দান দ্বারা জয়
 এবং মুক্তি লাভ হয়। দান দ্বারা শত্রুজয়,
 দান দ্বারা রোগনাশ, দান দ্বারা বিদ্যালান্ত
 এবং দান দ্বারা তরুণীলাভ হয়। দানই
 ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের পরম সাধন,
 অন্ত কিছু নহে; ইহা সূর্য্যদেব বলিয়াছেন।
 অতএব প্রযত্নসহকারে সংপাত্র নির্ণয়
 করিয়াই দান করা কর্তব্য; নতুবা সমস্তই
 ভ্রমে আহতির স্রাব হয়। বেদবেদান্ত-
 তত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্র, জিতেন্দ্রিয়, শ্রোতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠ,
 সত্যানিষ্ঠ, বহুকটুহসম্পন্ন, তপস্বী, তীর্থনিরত,
 রুতজ্ঞ, মিতভাষী, গুরুশ্রমণরত, স্বাধ্যায়-
 শীল, শিবপুজারত, ভূতিশাসনভূষিত, বৈকুণ্ঠ
 বা, সূর্য্যভক্ত দ্বিজোত্তমগণ সংপাত্র। ১—১০।

এতৎ এব প্রদাতব্যমীহেদানফলং যদি ।
 আপদ্যাপি ন দাতব্যমন্তোভা ইতি নিশ্চিতম্ ॥
 যন্ত মাৎস্রেযো বিপ্রো জাতিমাত্রোহ'প যতাপি
 উত্তমঃ সৰ্পপাত্ৰাণাং তন্মৈ দত্তং তদক্ষয়ম্ ॥১২
 শিবভক্তমতিক্রম্য যচ্চাত্মৈ প্রদীয়তে ।
 নিফলং তত্তবেদানং নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ১৩
 তস্মাৎ পাত্ততমং ভ্রাতৃ শিবভক্তমক্ষয়ম্ ।
 তন্মৈ সৰ্পং প্রদাতব্যমক্ষয়ং কলমিচ্ছতা ॥ ১৪
 দানং কলমহ্নদিগ্ন সৰ্পদা যৎ প্রদীয়তে ।
 তদানং নিত্যমিত্যুক্তং দেবদেবেন ভাষুনা ॥
 দানং পাপনিশ্চক্ষাৎ শ্রদ্ধা যৎ প্রদীয়তে ।
 প্রোক্তং নৈমিত্তিকং দানমুযিভির্বেদবাদিভিঃ ॥
 পুত্রার্থং বা ধনাৰ্থং বা স্বর্গার্থং বাস্ততোহপি বা
 যদানং দীয়তে তদ্ব্য কামামিত্যভিধীয়তে ॥
 হরস্ত প্রীগনার্থং যাচ্ছিবভক্তায় দীয়তে ।
 দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনম্ ।

দানফলে অভিলষ থাকে ত ইহাদিগকেই
 দান করবে। আপৎকালেও অল্প ব্যক্তিকে
 দান করবে না, ইহা নিশ্চয়। (আর সৰ্প-
 গুণ-বর্জিত হইলেও) জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ যদি
 শৈব হন, ত তিনি (পুরুষোক্ত) সৰ্পবিধ সং-
 পাত্ত অপেক্ষা উত্তম পাত্ত। তাঁহাকে দান
 করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি
 শিবভক্তকে অতিক্রম করিয়া অল্প ব্যক্তিকে
 দান করে, তাহার সেই দান নিফল হয় এবং
 তাহার নরবভোগ হয়। অতএব অক্ষয়-
 কলাভিলাষী ব্যক্তি, শিবভক্ত নিম্পাপ
 ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠপাত্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহা-
 কেই সকল দান করবেন। কলৌদ্দেশ না
 করিয়া সৰ্পদা যাহা দান বরা যায়, দেবদেব
 সূর্য্য তাহাকে নিত্যদান বলিয়াছেন। শ্রদ্ধা-
 সহকারে পাপক্ষয়ার্থ যাহা দান বরা যায়,
 বেদবাদী ঋষিগণ তাহাকেই নৈমিত্তিক দান
 বলিয়াছেন। পুত্রের জন্ত, ধনের জন্ত,
 স্বর্গের জন্ত বা অল্প কোন কলের জন্ত
 হস্তি সহকারে যে দান করা যায়, তাহাই
 বাম্য নামে কথিত; শিবপ্রীতি উদ্দেশে

যৎকিকির্দীয়তে দানং দরিদ্রায় বিশেষতঃ ।
 দানং তদধিকং প্রোক্তং শুক্লটুর্ষাবিরোধতঃ ॥১১
 স্বল্পামপি মহৌ যন্ত দদাতি শ্রদ্ধয়াধিতঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং যত্র দেবঃ স্বয়ং বিরাহী ॥২০
 ইক্ষুগোধুমতুবরীয়ৈশ্চ সহিতাঃ মহীম্ ।
 যো দদাতি দরিদ্রায় স যাতি সবিভূঃ পদম্ ॥২১
 অপি গোচর্ম্মাত্রাং যো দদাতি শ্রদ্ধয়াধিতঃ ।
 শিবভক্তায় শান্তায় সৰ্পপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২
 ন ভূমিদানাদধিকং দানমন্তীহ ভূতলে ।
 তদানং হি দরিদ্রায় দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ২৩
 আঢ্যায় নৈব দাতব্যং ভূমিদানং বিশেষতঃ ।
 যো দদাতি ভয়াৎ স্নেহাৎ সোহক্ষয়ং নরকং

ব্রজেন ॥ ২৪

যৈর্দত্তা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ গ্রামাঃ পরমধার্ম্মিকৈঃ ॥

শিবভক্তকে যে দান করা যায়, তাহা বিমল
 নামে অভিহিত; বিমল-দান, কেবল মুক্তির
 সাধন। নিজ পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ-
 ক্রেশ না দিয়া বিশেষ দরিদ্রকে যে দান করা
 যায়, তাহা (পুরুষোক্ত চতুর্ধিধের) অধিক দান
 নামে কথিত। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
 অল্পমাত্র ভূমিও প্রদান করে, স্বয়ং বিরাহী
 যথায় অবস্থিত, সেই ব্রহ্মলোকে তাহার
 গমন হয়। ইক্ষু, গোধূম, অরহর এবং যবের
 সহিত ভূমি, দরিদ্রকে যে ব্যক্তি দান করে,
 তাহার সূর্যালোকপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি
 শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গোচর্ম্মাত্র ভূমিও শান্ত
 শিবভক্ত ব্যক্তিকে দান করে, সকল পাপ
 হইতে তাহার নিমুক্ত হয়। ১১—২২। এই ভূমি-
 ওলে ভূমিদানাদিক দান নাই। দরিদ্রকে ভূমি-
 দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ধনাঢ্য
 ব্যক্তিকে কদাচ (দান) বিশেষতঃ ভূমিদান
 করবে না; ভয় বা স্নেহ বশতঃ যে
 তাহা করবে, তাহার অক্ষয় নরক ভোগ
 হইবে। যে সব পরম ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ-
 গণকে গ্রাম দান করেন, *

* অনন্তর কলবোধক শ্লোকাংশ
 পঠিত হইয়াছে। ইহা বেশ বোধ হয়।

গুরুত্ব যে করিতেষু লোভাচ্ছা: পাপিনো নৃপা:
নরকেষু বিপচ্যন্তে যাবৎ কল্যাণতত্ত্বম্ ॥ ২৬
তদন্তে মক্ষিকা যুকা মৎকুণা মশকান্তথা ।
রুময়ে জালপাদাশ শূকরা: পক্ষিগন্তথা ॥ ২৭
শানো গোধা: শশা: সেধা গর্দভাশ পিপীলিকা:
মূষকা: কুকলাশচ বৃক্ষগুণাদয়ন্তথা ॥ ২৮
ভবন্তি যুগসাহস্রং তদন্তে স্নেচ্ছজাতয়: ।
ন তেবা: নিকৃতিদৃষ্টা প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ২৯
ব্রহ্মা শুদ্ধিমাংগোতি কালেন মুনিপুঙ্গবা: ।
ষিঞ্জগ্রামকরগ্রাহী নৈব শুদ্ধিমবাশুয়াং ॥ ৩০
তস্মাৎ পরিহরেৎ তত্র করং যত্নেন বুদ্ধিমান্ ।
বিপ্রগ্রামকরাদানাদধিকং নান্তি পাতকম্ ॥ ৩১
দানানামুত্তমং দানং বিদ্যা দানং বিহুর্বুধা: ॥ ৩২
তচ্ছ দানং বিনীতায় বর্ণাশ্রমরতায় চ ।
ব্রাহ্মণায়ৈব শান্তায় শুক্রায়ণরতায় চ ।
দত্তং তদব্রহ্মলোকায় বিদ্যা দানং প্রচক্ষতে ॥ ৩৩

প্রদত্ত সেই সব গ্রামের কর যে সকল
লোভাচ্ছ পাপিষ্ঠ রাজারা গ্রহণ করে, তিন
অযুত কল্প তাহারা নরকে পচিয়া থাকে ।
তৎপরে, মক্ষিকা, যুক, মৎকুণ, মশক, রুমি,
জালপাদ জীব, শূকর, পক্ষী, কুকুর, গোধা,
শশক, শলকী, গর্দভ, পিপীলিকা, মূষিক,
কুকলাস, বৃক্ষ এবং গুণা ইত্যাদি জন্ম
সহস্রযুগ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া শেষে স্নেচ্ছ-
যোনি প্রাপ্ত হয়; বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও
তাহাদের নিকৃতি দেখা যায় না। হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মহত্যাকারীও কালক্রমে শুদ্ধ
হয়, কিন্তু বিপ্রলব্ধ গ্রামের যে কর গ্রহণ করে,
তাহার শুদ্ধি হয় না। অতএব, বুদ্ধিমান
রাজা সে গ্রামের কর ত্যাগ করিবে; ব্রাহ্মণ-
গ্রামের কর গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পাতক
আর নাই। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন,
সর্গদান অপেক্ষা বিদ্যা দান উত্তম; কিন্তু
বিনয়ী এবং বর্ণাশ্রমরত শান্ত সেবক
ব্রাহ্মণকে সেই দান করিবে। কথিত

তথাপি মূলপাঠানুসারে সঙ্গতির জন্ত চেষ্টা
করিয়াছি।

অন্নদানং প্রশংসন্তি বিহৃষো বেদবাদিনঃ ।
অন্নমেব যত: প্রাণা: প্রাণদানসমং হি তৎ ॥ ৩৪
তস্মাদহরহর্দয়মন্নমেব বিচক্ষণৈ: ।
অপরীক্ষ্যৈব সর্ষেভ্য ইতি স্বায়ত্বশাসনাং ॥ ৩৫
প্রীতো বিরিকিরন্নেন প্রীতশ্চ কমলাপতি: ।
প্রীতশ্চ ভগবান্ শত্ভুরন্নেব শচীপতি: ।
তস্মাদ্বিশিষ্টং তদানমাহর্ষৈর্দেবিনো বুধা: ॥ ৩৬
আমমন্নং গৃহস্থায় নৈব পকং কদাচন ।
নাঞ্চগায় নিষন্ধং তদিত দেবোহব্রবীজিবি: ॥
জলদানমপি প্রোক্তমন্নদানেন বৈ সমম্ ।
জীবনং সর্ষভূতানাং জলমেব দ্বিজোত্তম্য: ॥ ৩৮
তিলদ: পুত্রমাপ্নোতি বাসোদ: কান্তিমুত্তমাম্ ।
দীপদো নির্মলাং দৃষ্টিং যানদ: শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৩৯
শয্যা প্রদণ্ডাপি তথা ধাত্তদ: সৌখ্যমুত্তমম্ ।
অশ্বিনোর্লোকমাপ্নোতি সৌন্দর্য্যং ঘোটকপ্রদ:
ব্রহ্মদানং মহদানমিতি বেদবিনো বিহু: ॥

আছে, বিদ্যা দানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।
বেদবাদিগণ, অন্নদানের প্রশংসা করেন;
অন্নই প্রাণ কিনা, তাই অন্নদান এবং প্রাণ-
দান সমান। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ
ব্রহ্মার আদেশে পয়স্কা না করিয়া প্রত্যহ
সকলকেই অন্নদান করিবে। অন্ন দ্বারা
ব্রহ্মা, বসু, ভগবান্, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র
সকলেই প্রীত হন। এইজন্ত বেদবিৎ
পণ্ডিতেরা অন্নদানকে বিশিষ্ট দান বলিয়া-
ছেন। গৃহস্থ ব্যক্তিকে আমান্ন দান করা
উচিত, পকান্ন দান কর্তব্য নহে; কিন্তু
পাথককে পকান্ন দান করা নিষিদ্ধ নহে;
স্বর্গ্যদেব ইহা বলিয়াছেন। ২৩—৩৭ চহে
দ্বিজোত্তমগণ! জলদানও অন্নদানের তুল্যা
বলিয়া কথিত হইয়াছে; জলই সর্ষভূতের
জীবন। তিলদান করিলে পুত্র লাভ, বস্ত্র
দান করিলে উত্তম শাস্তি লাভ, দীপদানে
নির্মল দৃষ্টি লাভ, যানদানে উত্তম স্ত্রী লাভ,
শয্যা দান ও ধাত্তদানে উত্তম সুখ লাভ এবং
ঘোটকদানে সৌন্দর্য্য লাভ ও অশ্বিনীকুমার-
লোক প্রাপ্তি হয়। বেদবেদগণ বেদদানকে

তন দানেন মহতা সাধুজ্যং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥৪১

গৃহীত্বা বেতনং বেদং যোহধ্যাপয়তি মুঢ়যীঃ ।

অধীতে যো হি বা দদা তাবুভৌ পাপিনৌ

স্মৃতৌ ॥ ৪২

তয়োৰ্ধ্বগতা বেদা নিন্দিতাঃ সৰ্বকৰ্ম্মসু ।

সুৱাভাগগতঃ তোয়ং যথা ভবতি নিন্দিতম্ ॥

গৰাং গ্রাসপ্রদানেন মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥৪৪

যানি ভোজ্যানি মূলানি ফলানি বিবিধানি চ ।

শাকানি ব্রাহ্মণৈস্ত্যক্ত দদাত্যন্তঃ সুখী ভবেৎ

ইক্ষনানাং প্রদানেন জঠরাগ্নিপ্রদীপনম্ ।

পরলোকগতানাঞ্চ ছত্রদানং সুখপ্রদম্ ॥৪৬

রোগাণে রোগশাস্ত্যর্থমৌষধং যঃ প্রযচ্ছতি ।

রোগহীনঃ স দীর্ঘায়ুঃ সুখী ভবতি সৰ্বদা ॥৪৭

গামলক্ষুত্বং যো দদ্যৎ সৰ্বংসাক্ষং সদক্ষিণাম্ ।

সক্ষীরণীঃ হিজৈস্ত্রয়ঃ শ্রদ্ধয়া হিজপুত্ৰবাঃ ॥৮৮

প্রাপ্নোতি শাশ্বতান্নোক্তানানান্নভোগসম্বিতান

সংখ্যা নৈবান্তি পুণ্যানাং কপিলায়াঃ প্রদানতঃ

কৃষ্ণাজিনঞ্চ মহিষী মেঘা চ দশ ধেনবঃ ।

মহাদান স্থির করিয়াছেন । সেই মহাদানে

ব্রহ্মসাগুজ্য লাভ হয় । যে মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি

বেতন গ্রহণ করিয়া, বেদাধ্যাপন করে এবং

যে ব্যক্তি বেতন দিয়া তাহা অধ্যয়ন করে,

তাহারা উভয়েই পাপী । সুৱাভাগস্থ

জলের ত্রায় সেই দুই জনের মুখোচ্ছারিত

বেদও সৰ্বকাৰ্য্য-নিন্দিত । গোগ্রাসপ্রদান

দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্তি হয় । বিবিধ

ফল, মূল, শাক ইত্যাদি যাহা যাহা ভোজ্য,

তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে অত্যন্ত

সুখ হয় । ইক্ষনদানে জঠরাগ্নিবৃদ্ধি হয় ।

ছত্রদানে মৃত-ব্যক্তিদিগের সুখ হয় ।

যে ব্যক্তি রোগীকে রোগশাস্তির জন্য ঔষধ

প্রদান করে, সে ব্যক্তি যোগহীন ও দীর্ঘায়ু

হয় এবং সৰ্বদা সুখে থাকে । হে হিজজৈষ্ঠ-

গণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে, হৃদয়ভা

সবৎসা গাভী অলক্ষুত করিয়া, দক্ষিণাসহ

সদব্রাহ্মণকে দান করে, নানান্নভোগসম্বিত

অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতুল্যাপুরুষ এব চ ॥ ৫০

যোড়শ ক্রতৰ্বো যে চ দানংতীৰ্থেষু যৎ স্মৃতম্

তদক্ষয়ং ভবেদানং যোগিনে চ বিশেষতঃ ॥

অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসুহৃদ্যমোঃ ।

সংক্রান্ত্যানিষু কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥

শিবমুদ্ভিষ্টা যদন্তং স্বপ্নং বা যদি বা বহ ।

শিবালয়ে বিশেষণ দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥৫৩

বিশাখক্ষেপং সংযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা ভবেৎ ॥

তস্তাং তিথৌ তু সম্পূজ্যাব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা

কৃষ্ণৈরেব তিষ্ঠৈবিশ্বান্ মধুনা বাপ্যপোষিতঃ ।

ধৰ্ম্মরাজো যমঃ সাক্ষাৎ শ্রীয়তামিতি শক্তিতঃ

দদ্যাৎবেদার্থকৃত্যে যদি বা শিবযোগিনে ।

যাবজ্জীবং কৃতেঃ পাপৈঃ কায়িকৈৰ্ব্যম্মনে-

গতেঃ ।

মুচ্যতে তৎক্ষণাদেব ধৰ্ম্মরাজপ্রসাদতঃ ॥ ৫৬

কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃষ্টা হিরণ্যং মধুসপিষী ।

দদাতি যন্ত বিপ্রায় সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৭

কপিলাদানের অসংখ্য পুণ্য । কৃষ্ণসার-

মুগচৰ্ম্ম, মহিষী, মেঘী, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিহেতু

দশধেয়, তুলাপুরুষদান, যোড়শযজ্ঞ এবং

তীৰ্থে দান অক্ষয়-ফলজনক হইয়া থাকে ;

বিশেষতঃ সেই দান যদি যোগীদিগকে করা

যায় ১০৮—এনা চন্দ্রসুহৃদগ্রহণ, অয়নসংক্রান্তি,

বিষুবসংক্রান্তি এবং অপরাপর সংক্রান্তি

প্রভৃতি কালে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় ।

শিবোদ্দেশে যাহা দান করা হয়, তাহা স্নানই

হউক বা অধিকই হউক, তাহাই অক্ষয়,

বিশেষতঃ শিবালয়ে বৈশাখী পূর্ণিমা, যদি

বিশাখানক্ষত্রযুক্ত হয়, ত উপবাসী থাকিয়া,

সেই তিথিতে কৃষ্ণতিল এবং মধু দ্বারা সাত

জন, অভাবে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া

‘সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মরাজ যম শ্রীত হউন’ বলিয়া

বেদার্থজ ব্রাহ্মণ বা শিবযোগীকে যথাশক্তি

দান করিবে । তাহাতে ধৰ্ম্মরাজের প্রসাদে

তৎক্ষণাৎ তাহার যাবজ্জীবনকৃত কায়িক,

বাচিক এবং মানসিক পাপ হইতে মুক্তলাভ

হয় । যে ব্যক্তি কৃষ্ণসার-চৰ্ম্মে তিল দ্বাণিয়া

গামরবুদকৃতক বৈশাখ্যাঃ সম্প্রদকৃতি ।

ঐতরে ধর্ম্মরাজ্য সর্বপাশৈ প্রযুক্ততে ॥ ৫৮

প্রসিদ্ধা যা শিবতিথির্বাধে কৃষ্ণচতুর্দশী
তস্তাঃ তিথৌ নরো ভক্ত্যা দেবমুদ্ভিশ্চ শক্তয়ম্
নদ্যতি হেম বাসো বা কলঃ ধান্তমথাপি বা ।

যৎকিঞ্চিৎবেদাদিতুষে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৬০

অভয়ঃ সপত্নীভ্যো দন্যাদানং পরং স্মৃতম্
ন তন্মাদধিকং দানং বিদ্যাতে চ ধর্ম্মবিনা ॥ ৬১

এবং দানকলঃ প্রোক্তঃ পুরাণেহাস্মিন পৃথক্
পৃথক্ ।

পঠেৎ যঃ শৃণ্বাথাপি গোদানমন্ত কলং লভেৎ

ইতি ত্রীক্ষপুুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্ত-
শোনকসংবাদে দানার্হবিপ্রাদিকথনং

নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তাহা এবং সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ব্রাহ্মণকে
দান করে, তাহার সম-পাপক্ষয় হয়। যে
ব্যক্তি বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্ম্মরাজের জীতি-
উদ্দেশে গো, অন্ন এবং জলপূর্ণ কুন্ত
প্রদান করে, তাহার সর্বপাপক্ষয় হয়।
প্রসিদ্ধ শিবতিথি—মাঘ মাসের কৃষ্ণ-
চতুর্দশীতে যে মানব, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে
ভক্তিসহকারে সুবর্ণ, বসু, কল বা ধাতু
বা কিছু দান শিবোদ্দেশে করিবে, তাহাই
তাহার অক্ষয় হইবে। সর্বভূতের প্রতি
যে অভয়দান, তাহা পরমদান। ধন
ব্যতীত সম্পাদনীয় সেই দান হইতে উৎকৃষ্ট
দান আর নাই। এই পুরাণে এই প্রকার
পৃথক্ পৃথক্ দানকল কীর্তিত হইল, যে
ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহার
গোদান-কল হইবে। ৫২—৬২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অন্তদ্বতর্ম্মদং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং মুনিপুত্রবাহ ।

শিবেন কথিতং সাক্ষাৎ শ্রুয়ং স্বদায় পৃচ্ছতে

স্বন্দ উবাচ

দেবদেব মহাদেব শশাঙ্করুতশেখর ।

ভর্গ বিশেষবরেশান কারুণ্যামৃতবারিধে ॥ ২

কস্ত প্রসীদতি কিপ্রং কেন বা জ্ঞায়তে ভবান্

যোগাঙ্কদ্বয়ঃ কো বা জ্ঞানং স্বাহবয়কাকম্ ॥ ৩

সর্বমেতন্মহাদেব পুত্রেনেহাদ্রবীহ মে ॥ ৪

ঈশ্বর উবাচ ।

মহত্ত্বঃ সর্বদা স্বন্দ মৎপ্রয়ো ন গুণাধিকঃ ।

সর্বাশী সর্বভক্ষা বা সর্বাচারবিলোপকঃ ॥ ৫

মৎপরো বাহ্মনঃকার্টেযুক্ত এবং ন সংশয়ঃ ॥ ৬

নাহং প্রসন্নস্তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

তুষ্টোহহং ভাক্তলেশেন কিপ্রং যচ্চে পরং

পদম্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—হে মুনীশ্রেষ্ঠগণ! অস্ত
তপস্তার বিষয় বলিতোছি, এই ব্রত সাক্ষাৎ
শিব, কার্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়া-
ছিলেন। কার্তিকেয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
হে শশাঙ্কশেখর দেবদেব মহাদেব! হে
দয়ামৃতসাগর ভর্গ ঈশান বিশেষর! আপনি
কাহার প্রতি মীত্র প্রসন্ন হন? আপনাকে
অবগত হইতে পারে কে? স্বাহবয়ক যোগ
এবং জ্ঞান কি প্রকার? হে মহাদেব! পুত্র-
বাৎসল্য বশতঃ আমাকে এই সমস্ত বলুন
(তখন) ঈশ্বর বলিলেন,—হে কার্তিকেয়!
আমার যে সত্যত ভক্ত, সেই আমার প্রিয়;
আমার প্রীতির কারণ গুণাধিকতা নহে।
সর্বপায়ী, সর্বভক্ষী, সর্বাচার-বিলোপী
ব্যক্তিও যদি বাক্য, মন এবং শরীর দ্বারা
মৎপরায়ণ হয় ত তাহারও নিশ্চয় মুক্তি হয়।
আমার সম্ভাষ্য তপস্তা, দান বা বজ্র দ্বারা
। ১০ নং বিদ্যাঃ কৃত্যবিত্তাঃ ধর্ম্মিণি বাবাং হ্যাম্

প্রার্থী সততঃ শান্তো কৃত্যককল্পঃ ।
 ভক্তঃ সত্যসঙ্করো ভক্তঃ সত্যসঙ্করো মম ॥৮॥
 বাবহীন্দ্রভক্তানামুত্তমো বৈকবঃ পরঃ
 কবানং সহস্রেভ্যঃ শিবভক্তো বিশিষ্যতে
 ১ পাপরতঃ ক্রুরঃ স্বাশ্রমাচারবর্জিতঃ ।
 ভক্তো যদি ভবেৎপূজ্যো মাত্তঃ স এব হি
 ২ প দত্তঃ সমাশ্রিতা ভক্তানামুপজীবিকাঃ ।
 দারাদে তেহপি মুচ্যন্তে কিং পুনর্মৎপবা

জনঃ ॥ ১১

জ্ঞানাক্রমোহায়াং কো বা জ্ঞানতি ভক্তঃ
 নেহং স্বক জ্ঞানাদি নন্দী জ্ঞানতি বা গুহ

এই আমি শীঘ্র তাহাকে পরমপদ দান
 র। সতত শান্ত, ত্রিপুরধারী, রুদ্র ক-
 ত্যকরভূষণ, দত্তহীন এবং সত্যসঙ্কর
 পুরুষ, সেই আমার উত্তম ভক্ত । স্খা-
 ন, অগ্নিভক্ত এবং চন্দ্রভক্ত অপেক্ষা
 হৃদভক্ত বিশেষ শ্রেষ্ঠ । সহস্র বৈকব
 তে শিবভক্ত শ্রেষ্ঠ * । পাপনিরত স্বা-
 শ্রমাচার-বিহীন ক্রুর ব্যক্তিও যদি আমার
 ভক্ত হয় ত সেও পূজ্য এবং মাত্ত । যে
 ভক্তি দত্ত বশতঃ ভক্তগণের উপজীবী,
 হারও সংসার হইতে মুক্তি হয়; মৎপর-
 লোক যে মুক্ত হইবে, ইহা আর বক্তব্য
 ? হে কার্তিকেয়! মদীয় ভক্তগণের
 গাথ্য কে বা জানিতে পারে। তবে
 যি জানি, তুমি জান এবং নন্দী জানিতে

* এই সকল কথা হইতে অনভক্ত
 ভক্তিগণের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু
 নৈ বিষ্ণু, তিনিই শিব,—হরিহরে ভেদ
 ই। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। পুরাণে কোন
 ল বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা
 ২ কোন স্থলে শিবের শ্রেষ্ঠতা, শৈবের
 ৩ তা প্রতিপাদিত হওয়াতেই তাহা বুঝা
 ৪ তে হয়। আর পুরাণে নানাভাবে স্পষ্ট
 ৫ প্রমাণ লিখিত আছে;—“ভেদকল্পকং
 ৬ ৩৭ ১”

মার্গহো বাপ্যমার্গহো মূর্খো বা পণ্ডিতোহপি বা
 মম ভক্তো যদি ভবেৎ সঙ্করাদধিকো হি সঃ
 ভক্তঃ প্রয়ো মে সততঃ যথা স্বং ক্রৌঞ্চহৃদন
 তস্মাৎ তৎপূজনাৎস পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ
 মন্তকঃ ছেষ্টি যো মোহাৎ স মাং ছেষ্টি সনাতনম্
 হাং পূজয়তি যো ভক্ত্যা স মাং পূজিতবান্গুহ
 ভক্তিরষ্টবিধা স্বন্দ সঙ্গমাস্ত্রেষু পঠাতে ।
 তামহং কথয়িষ্যামি ভক্তিং ভববিনাশিনীম্ ॥১৩॥
 মন্তকজনবাসল্যং পূজয়াচ্চাক্ষমো নম্ ।
 স্বমভার্চনং ভক্ত্যা মমার্থে চাক্ষবেষ্টিতম্ ॥১৭॥
 মৎকথাশ্রবণে ভক্তিঃ স্বরনেত্রাস্র বক্রিয়া ।

পারেন। ১—১২। সংপথস্থ হটক বা অসং-
 পথস্থ হটক, মূর্খ হটক বা পণ্ডিত হটক,
 আমার ভক্ত হইলেই সে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।
 হে ক্রৌঞ্চনাশন। সতত ভক্ত ব্যক্তি তোমার
 স্তায় মদীয় প্রিয়পাত্র। অতএব হে বৎস।
 মদীয় ভক্তের পূজা করলেই আমার পূজা
 হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি
 আমার ভক্তদেবী, সে সনাতনরূপী আমারই
 বিদেবক। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তাহার
 * (আমার ভক্তের) পূজা করে, আমিই
 তৎকর্তৃক পূজিত হই। হে কার্তিকেয়!
 সঙ্করাদ্বেষ্ট অষ্টাবধ ভক্তি কথিত হইয়াছে;
 সংসারমোচনী সেই অষ্টাবধ ভক্তির বিষয়
 আমি বলিতেছি;—মদীয় ভক্ত ব্যক্তির
 প্রতি বাৎসল্য, মদীয় পূজার অহুমোদন,
 ভক্তিসহকারে স্বয়ং আমার পূজা করা,
 আমার উদ্দেশে প্রদক্ষিণ করা † মদীয়

* মূলে “তং” নাই “স্বাং” আছে।
 মূলের পাঠ মানা যায় ত, “তোমার অর্থাৎ
 কার্তিকেয়ের পূজা করবে” ইত্যাদি অহুবাদ
 হইবে।

† “মমার্থে চাক্ষবেষ্টিতম্” মূলে পাঠ
 আছে; “মমার্থে চাক্ষবেষ্টিতম্” পাঠ কিছু
 ভাল। তাহার অহুবাদ;—“আমার ভক্ত
 আদিক চোটা অর্থাৎ গমন আদান” ইত্যাদি।

অহঙ্কারাবিবেকেন কর্তৃত্বমিতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
 আত্মনো নিত্যমুক্তস্ত নির্বিভাগস্ত যথুখ ।
 নৈবাস্ত কীৰ্ণং কর্তব্যমত্যাছবেদবাদিনঃ ॥ ৩৪ ॥
 কর্তৃত্বং করণশ্চৈব নাশ্বনোহস্তু হি তদ্বতঃ ।
 ন তেন লিপ্যতে হৃদ্যা পূর্ণাপূর্ণাখ্যকর্মণা ॥
 বুদ্ধাদিগো গুণঃ সর্বো হৃদ্ব্যবহরহকৃতিঃ ।
 অহঙ্কারাচ্চ স্বস্মাণ তন্মাত্রাগীস্ত্র্যাণ চ ॥ ৩৫ ॥
 সূক্ষ্মভ্যঃ পঞ্চভূতানি তেভ্যঃ সূক্ষ্মমিদং জগৎ
 চতুর্বিংশকমব্যাক্তং পুরুষঃ পঞ্চাবশকঃ ॥ ৩৬ ॥
 ন তস্ত কার্য্যং করণং ক্রিয়াকরপঞ্চ বিদ্যাতে ।
 স্বাজ্ঞানাৎ কথিতং সর্বমাত্মন্তেবেতি চ জ্ঞাতিঃ
 ইতি মদ্বিষয়ং জ্ঞানং কথিতং তব পুত্রক ॥ ৩৭ ॥
 ইতি ত্রিংশদধ্যায়োপপুরাণে ত্রিংশোরে সূত-
 শোনকসংবাদে শিবভক্তমহিমাদিকথনং
 নামৈকাদশোহাধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অপনোত হয়। আত্মার কখনই কর্তৃত্ব বা
 ভোক্তৃত্ব নাই। অহঙ্কার-জনিত অবিবেকই
 কর্তৃত্বাভিমানের কারণ, ইহা নিশ্চয়। হে
 যড়ানন! নিত্যমুক্ত অথগু আত্মার কর্তব্য
 কিছুই নাই, বেদজগণ ইহা বলেন। কর্তৃত্ব
 অন্তঃকরণেই বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে আত্মার
 কর্তৃত্ব নাই। সেই জন্যই আত্মা পাপ-
 পুণ্যকর্মে লিপ্ত হন না। বুদ্ধাদি সমস্তই
 গুণ (স্ব স্বরূপ ও তমোগুণস্বরূপ)। বুদ্ধি
 হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে স্বপ্ন পঞ্চ
 তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। স্বপ্ন
 পঞ্চ তন্মাত্র হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত। পঞ্চভূত
 হইতেই সূক্ষ্ম জগৎ। অব্যাক্ত অর্থাৎ বুদ্ধির
 বাহ্য উপাদান, তাহা চতুর্বিংশ তত্ত্ব, পুরুষ
 পঞ্চাবশ। কার্য্য, করণ এবং ক্রিয়া, পুরু-
 ষের কিছুই নাই। নিজ অজ্ঞান বশতই
 আত্মাতে এই সমস্তের আস্তিত্ব কৌণ্ডিত
 হয়, ইহাই জ্ঞাততে কথিত হইয়াছে।
 হে পুত্র! মনীয় জ্ঞান এই তোমাকে
 বলিলাম। ২৮—৩৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বাদশোহাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

মথোক্তন্তুতা যোগ ইতি পুংসঃ নিরূপিতম্ ।
 সার্বভৌমত্বা তস্ত প্রবক্ষ্যাম্যধুন শৃণু ॥ ১ ॥
 যমাশ্চ নিয়মান্তাবদাদিনাস্তাপ যথুখ ।
 প্রাণাধামন্তঃ প্রোক্তঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা ।
 ধ্যানং তথা সমাধিঃ যোগাঙ্গানি প্রচক্রেতে ॥ ২ ॥
 অহিংসা সত্যমন্তেষু ব্রহ্মচর্য্যপারগ্রহৌ ।
 যমাঃ সঙ্কল্পেপতঃ প্রোক্তা নিয়মান শৃণু পুত্রক
 তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষঃ শৌচমৌষধিপূজনম্ ।
 নিয়মাঃ কথিতা বৎস যোগাসক্ত প্রদায়িনঃ ॥ ৩ ॥
 সন্তোষামেব ভূতানামক্লেশজননং হি যৎ ।
 অহিংসা কথিতা সাত্ত্বযোগসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৪ ॥
 যথার্থকথনং সত্যমন্তেষু ব্রহ্মন শৃণু ।

বাদশ অধ্যায়ঃ ।*

ঈশ্বর বলিলেন,—আমার প্রতি একাগ্র-
 চিত্ত হই যোগ, ইহা পুংসঃ নিরূপিত হইয়াছে,
 তাহার সাধন অষ্টাবধ; এক্ষণে তাহা বলি-
 তোঁছ, শ্রবণ কর। হে যড়ানন! যম, নিয়ম,
 আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান
 এবং সমাধি—এই আট প্রকার যোগাঙ্গ
 কথিত হইয়াছে, ইহাই অষ্টাবধ সাধন।
 অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং প্রতি-
 গ্রহ-পরাজুগতাই সংক্ষেপতঃ ‘যম’ নামে
 কথিত। হে পুত্র! নিয়ম কি কি? তাহা
 শুন; তপস্বী, স্বাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ
 এবং ঈশ্বরপূজা। ‘নিয়ম’ নামে আখ্যাত;
 হে বৎস! নিয়ম যোগসিদ্ধির হেতু। কোন
 প্রাণীকেই ক্লেশ না দেওয়ার নাম যোগসিদ্ধি-
 দায়িনী ‘অহিংসা’। যথার্থ কথাই সত্য।

* এই অধ্যায়ে যোগপ্রকরণ আছে।
 যোগপ্রকরণ মাত্রই কস্মীর জের; সূক্ষ্ম
 ভাৱপূর্ণ জানিতে হইলে কস্মীয়াগীর শরৎ-
 পত্র হইতে হয়। অনুবাদক।

চৌধোণ বা বলেনাপি পরমহরণঞ্চ যৎ ।
 স্তেয়মিত্যুচ্যতে সন্তিরস্তেয়ং তত্র বৰ্জনম্ ॥ ৬
 সৰ্বত্র মিথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যমভ্যাসতে ॥ ৭
 জ্ঞাপ্যামপ্যনাদানমাপত্যং যথেষ্টম্ ।
 অপরিগ্রহ ইত্যাকো যোগনিবন্ধে সাধনম্ ॥ ৮
 চান্দ্রায়ণাদনা যৎ তু শবীরস্তা চ শোষণম্ ।
 তৎ তপঃ কথিতং পুত্র সাধায়মধুনা শূন্ ॥ ৯
 প্রণবঃ শতরুদ্রীয়ঃ তথাধৰ্ম্মশিরঃশিখা ।
 এতেষাং যো জপঃ পুত্র সাধায় ইতি কীৰ্ত্তিতঃ
 যদুচ্ছালাতসঙ্কটঃ সন্তোষ ইতি পঠ্যতে ॥ ১১
 বাহু চাতান্তরে চাপি শুদ্ধিঃ শৌচং বিধীয়তে
 ভতিম্বরপূজাভির্বাচনঃ কায়কর্ম্মভিঃ ।
 ময়ি ভক্তিদৃঢ়া পুত্র এতদৌধরপূজনম্ ॥ ১২
 যমশ্চ নিয়মঃ প্রোক্তাঃ সংক্ষেপায় তু বিস্তরাৎ
 যমৈশ্চ নিয়মৈর্ঘৃকো যোগী মোক্ষায় সংস্কৃতঃ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসমুতঃ পূৰ্ণমাসনমভ্যাসেৎ ॥ ১৪

অন্তেয় কাহার নাম এক্ষণে শুন ;—চৌধা বা
 বলপূৰ্ব্বক যে পরমহরণ, তাহাই স্তেয় নামে
 কথিত ; স্তেয়বৰ্জনই অন্তেয় । স্বদার পর-
 দারে মৈথুনবৰ্জনই ব্রহ্মচর্য্য নামে কথিত ।
 আশংকালেও যথেষ্টক্রমে (প্রার্থনা করিয়া)
 জ্ঞাপ্যগ্রহণ না করাই ‘অপরিগ্রহ’ নামে
 নির্দিষ্ট । ইহা যোগসংস্কর হেতু । চান্দ্রায়-
 ণাদি দ্বারা যে শবীরশোষণ, তাহা তপস্তা
 নামে কথিত । হে পুত্র ! এক্ষণে সাধায়
 কাহকে বলে, জবণ কর ;—প্রণব, শত-
 রুদ্রায়, অংকুশঃ প্রথা এই সব বেদমন্ত্রের
 যে জপ, তাহাই সাধায় নামে কীৰ্ত্তিত ।
 যদুচ্ছালাতে কৃষ্ণ হওয়াই সন্তোষ । বাহু
 এবং আভ্যন্তরিক যে শুদ্ধি, তাহাই ‘শৌচ’ ।
 হে পুত্র ! স্তব, স্মরণ, পূজা এবং বাহ্যিক
 মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম দ্বারা আমার
 প্রতি দৃঢ় ভক্তিই ‘ঈশ্বরপূজন’ । সংক্ষেপতঃ
 যম-নিয়মের বিষয় কীৰ্ত্তিত হইল, বিকৃত-
 রূপে বলা হইল না । যম নিয়মযুক্ত স্থির-
 বুদ্ধি অসংমুত যোগী মোক্ষের জন্ত উত্তম
 আয়নবদ্ধ অভ্যাস করিবে ।

পদ্মকং স্বস্তিকং পীঠং সৈংহং কৌকুটকৌঞ্জরম্
 কৌশ্মং বজ্রাসনকৈবং বৈয়াক্ষকাক্ষচন্দ্রকম্ ॥ ১৫
 দণ্ডং তাক্ষাসনং শূলং খড়্গং মুদ্রারম্বেন চ ।
 মকরং ত্রিপথং কাঠং স্বাগুর্বা হস্তকর্ণকম্ ॥ ১৬
 ভোমং বোয়ানসনকাপি বরাহচ মৃগবৈণিকম্ ।
 ক্রৌঞ্চক নাালককাপি সৰুতোভদ্রমেব চ ॥ ১৭
 ইত্যোতান্তাসনান্তত্র সপ্তাংশাতিসংখ্যয়া ।
 যোগসংসিদ্ধিহেতোহস্তকথনানি তবানথ ॥ ১৮
 এষামেকতরং বন্ধা গুরুভক্তিপরায়ণঃ
 দ্বন্দ্বাতীতো জয়েৎ প্রাণানভ্যাসক্রমযোগতঃ ॥
 অন্তঃসরাণাং বায়ুনাং বাহ্যভাস্তরয়োধনম্ ।
 প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো দ্বিবিঃ স চ কথ্যতে
 অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ তয়োরাটোহজপঃ স্মৃতঃ ।
 দ্বিতীয়ঃ সজপঃ প্রোক্তো জবং ব্যাহতিমাতৃভিঃ
 রেচকঃ শূন্যকশ্চৈব পুরকঃ কুন্তকস্তথা ।
 এবং চতুর্বিধো ভেদঃ প্রাণায়ামেহতঃ স্থিতিভিঃ
 কৃৎনাং নান্যঃ প্রোক্তা গম্যামলশাসিতাঃ ॥ ২০

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, পীঠাসন (সিংহাসন),
 কুঙ্কটাসন, কুঞ্জরাসন, কুর্মাশন, বজ্রাসন,
 ব্যাক্রাসন, অক্ষিচন্দ্রাসন, দণ্ডাসন, গরুড়াসন,
 শূলাসন, খড়্গাসন, মুদ্রারামন, মকরাসন,
 ত্রিপথাসন, কাঠাসন, স্বাগুর্বা, হস্ত-কর্ণকা-
 সন, ভোমাসন, বোয়ানসন বরাহাসন মৃগবৈণি-
 কাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নাালকাসন এবং সৰুতো-
 ভদ্রাসন, হে অ-ঘ ! এই সপ্তাংশাতি-সংখ্যক
 আসন এস্থলে যোগসংস্কর জন্ত তোমার
 নিকট কথিত হইল । ১—১৮ গুরুভক্তিপরায়ণ
 সাধক এতন্মধ্যে যে কোন আসনবন্ধপূৰ্ব্বক
 শীতোকাদি দ্বন্দ্বাতাত হইয়, অভ্যাসক্রম-
 যোগে প্রাণায়াম করিবে । অন্তঃসর বায়ুর
 বাহ্যভাস্তর রোধই প্রাণায়াম নামে কথিত ।
 প্রাণায়াম দুই প্রকার ;—অগর্ভ এবং সগর্ভ ।
 তন্মধ্যে অগর্ভ প্রাণায়াম জপশূন্য এবং
 ব্যাহতিবর্ণ-জপসহকৃত যে প্রাণায়াম, তাহাই
 সগর্ভ নামে কথিত হইয়াছে । রেচক, শূন্যক,
 পুরক এবং কুন্তক—পাঁচতর প্রাণায়ামের
 এই কয়প্রকার ভেদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

স্টেনাভেচক: প্রোত: শূন্তকথ বধাশ্রিত: ।
 পুরক: পুরণাধায়োত্তরিরোধাক কৃত্তক: ॥ ২৪
 দেহনো দক্ষিণে ভাগে পিজলা নাড়ী স্মৃতা
 পিতৃযোগিরিত খ্যাতা ভাষ্কর্য্যাদিধৈবতম্ ॥
 দক্ষিণে তরগা যা চ ইড়া সা নাড়িকা স্মৃতা ।
 দেবযোনিরিত খ্যাতা চন্দ্রস্ত্রাধিধৈবতম্ ॥ ২৬
 এতযোকভয়োর্মধ্যে সুসূয়া নাম বিজ্ঞতা ।
 পদ্মসূত্রনিভা নাড়ী কার্য্যার্থ্য্যাক্ষদৈবতম্ ॥ ২৭
 তত: শূন্ত নিরালম্ব: মধ্যে স্বাস্থ্যমি যোজয়েৎ
 বাহুস্বাস্থ্যোদন দ্বাযো: শূন্তকথ: বিনিন্দিশেৎ ॥
 চন্দ্রদৈবতয়া ভূয়: পিবেদমৃতমুত্তমম্ ।
 আপ্যায়নং ভবেৎ তেন প্রাবনং কন্যবস্ত্র তু ॥ ২৯
 আপুৰ্য্যোদরসংস্থস্ত উচৈবায়ু: নিরোধয়েৎ ।

প্রাণনাড়ীর তিন স্বাভাবিক অবস্থা—
 নিঃসারণ, প্রবেশ এবং লয় । রেচন অর্থাৎ
 অতিরিক্ত নিঃসারণ হইতে রেচক-প্রাণায়াম
 হয় । প্রাণনাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থা—শূন্তক
 প্রাণায়াম । পুরণ অর্থাৎ অতিরিক্ত বায়ু-
 প্রবেশন হইতে পুরক-প্রাণায়াম হয় । আর
 বায়ুনিরোধ হইতে কৃত্তক প্রাণায়াম হয় ।
 প্রাণীর দক্ষিণভাগে পিজলা-নাড়ী । ইহার
 নাম পিতৃযোগি * এই নাড়ীর অধিদেবতা-
 সূর্য্য । বামভাগস্থ নাড়ীর নাম ইড়া ;
 ইহার নাম দেবযোনি, এই নাড়ীর অধিদেবতা
 চন্দ্র । এতদ্বতয়ের মধ্যে সুসূয়া নামে বিখ্যাত
 নাড়ী । ইহা মণালস্থের স্তায় সূক্ষ্ম, ইহার
 অধিদেবতা ব্রহ্মা । তন্মধ্যেই নিরালম্ব শূন্ত ;
 এই শূন্ত স্থায় আশ্রয় যোজনা করিবে ;
 বাহুস্থ বায়ুরোধন হইতেই শূন্তকথ হইয়া
 থাকে । (এই অবস্থায়) স্রোশ্রত অর্থাৎ
 ইড়ানাড়ী দ্বারা উত্তম অমৃত বহু পান করিয়া,
 তন্ম্বা আপ্যায়ন এবং কন্যাপ্রাবন করিবে ।
 উজ্জ্বলের বায়ুরোধ করিয়া, তাহা উদরে পূর্ণ

* ইতঃপূর্বে যে পিতৃযোগ ও দেবযান
 পদের উল্লেখ আছে, তাহা “পিতৃযোগি”
 এবং “দেবযোনি” হইলে সুসঙ্গত হয় ।

কৃত্তক: কৃত্তবৎ স স্ত্রীম্বেচকো বর্জিতত চ ॥
 উৎকপ্য প্রবতো বহুস্বাস্থ্যদেবতামানয়েৎ ।
 অঙ্গুষ্ঠাগ্রাৎ সমারভ্য ব্রহ্মরজ্জৌ যোজয়েৎ ॥ ৩১
 সঙ্কোচ্য কৃত্তিকাশ্রমূর্ধ্বং নৌষা রসাত্রয়ম্ ।
 সঙ্কোচ্য শাশ্বিনীং সম্যক্ ততো ব্রহ্মজ্ঞানং
 নয়েৎ ॥ ৩২
 অনেন শৌধয়েদ্যাগ্গমৈশ্বর্য: বিমলং মুনি: ॥ ৩৩
 ক্রমেনাভ্যাসযোগেন যোগসংস্কৃতিভাগুভবেৎ
 মুমুক্শাং সদা বৎস যোগাদ্ভ্যং যোগাসিক্ষয়ে ॥ ৩৪
 বিহায় বাক্ষ্মগার্গস্ত অঙ্গুল্যাস্ত শনৈ: শনৈ: ।
 সৌম্যনাকর্ষয়েদ্বায়ুং নাভাবাক্ষ্ম্য ধারয়েৎ ॥ ৩৫
 ধারয়ন্ নিয়তপ্রাণো যোগৈশ্বর্য্যসমধিত: ।
 জায়তে বৎসরাদ্যোগী জয়ামরণবর্জিত: ॥ ৩৬
 বায়ুমাकर्षয়েদ্বায়ুং বাময়া চোদয়ং ভরেৎ ।
 নাভিনাসান্তরা ধারয়ন্তি: প্রাণাংশ্চ জয়েদ্রবম্
 মন:শৈশ্বর্য্যং ভবেদ্বৎস ত্রিষু স্থানেষু ধারণাং ।

করিয়া রাখাই কৃত্তক । কৃত্তের স্তায় হইতে
 হয় বলিয়াই উহার নাম কৃত্তক । স্থাপিত
 বায়ুর রেচক করিতে হয় । সংযত সাধক,
 বায়ুকে উৎকপ্ত কাঃয়া তাহা সুসূয়ানাড়াতে
 আনিবে, পরে অঙ্গুষ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ
 করিয়া, ব্রহ্মরজ্জু পর্যন্ত স্থান দ্বারা বায়ু
 ত্যাগ করিবে । কৃত্তিকাশ্রম সঙ্কোচন,
 রসাত্রয়ের উজ্জ্বাপন এবং শাশ্বিনীসংকো-
 চন সম্পূর্ণরূপে করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মরজ্জু)
 নীত কার্যতে হয় । মুনি এইরূপ ক্রমে
 অভ্যাসযোগে নিম্নলিখিত ঈশ্বরমার্গ শোধিত
 করিবে ; পরে সিদ্ধভাগী হইবে । হে বৎস !
 যোগাদ্ভ্যাসই মুমুক্শুণের যোগাসিক্তির জন্ত ।
 ১১—৩৪ । অঙ্গুলার বাক্ষ্মগার্গ ত্যাগ করিয়া,
 সৌম্যপন্থযোগে বায়ু আকর্ষণ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ
 বায়ু নাভিতে ধারণ করিবে । যোগী প্রাণ-
 যাম-পরায়ণ হইয়া ‘ধারণা’ করিলে, বৎসর
 মধ্যে যোগৈশ্বর্য্য-সমধিত এবং জয়ামরণ-
 বর্জিত হইবে । বাহুবায়ু বামনাসা দ্বারা
 আকর্ষণ করিয়া, উদর পূর্ণ করিবে । বারজয়
 নাভি ও নাসার মধ্যস্থানে প্রাণবায়ুর ধ্যান

অজ্ঞানভিনাসাগ্রে বায়ুঃ যোগী জিতাসনঃ ॥৩৬॥
 অপানঃ কটিদেশে তু পৃষ্ঠতো বৈ বিনিদিশেৎ
 সদা তত্রৈব সঙ্কেয় এষ বায়ুজয়ক্রমঃ ॥ ৩৭
 রেচকঃ পুরকশ্চৈব কুস্তকশ্চ ন বিদ্যতে ।
 নিরালসে মনঃ কৃত্বা কণাৎ প্রাণজিতো ভবেৎ
 ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাঃ বিষয়েষু স্বভাবতঃ ।
 নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে যন্ত প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥
 যদ্যৎ পশ্চতি তৎ সর্গঃ পশ্চোদায়াবদায়ানি ।
 প্রত্যাহারঃ স বৈ প্রোক্তো যোগসাধনমুত্তমম্
 কর্মেন্দ্রিয়ানাং পঞ্চানাং পঞ্চমাদ্যোত্তরে জনে ।
 যদি তত্র স্থিরো লোকো মনো যাতি তদা লয়ম
 উচ্ছাতান্ দশ পঞ্চৈব কার্যেদ্ধারণঃ বুধঃ ।
 প্রাণবায়ুঃ নিবোধ্যৈব মনঃ সূধ্যেহস্তরে ক্রিপেৎ

করিয়া, প্রাণজয় করিবে। বৎস! অজ্ঞান, নাভি এবং নাসাগ্র এই তিন স্থানে ধারণ করিলে মনঃস্থেয়া হয়। জিতাসন যোগী কটিদেশ এবং পৃষ্ঠে অবস্থিত অপান-বায়ুর ধ্যান সেই স্থানেই করিবে। বায়ুজয়ের এই হইল ক্রম। রেচক, পুরক এবং কুস্তক কিছুই করিতে হয় না, নিরালসে মন স্থাপন করিলে ক্রমধ্যে প্রাণজয়ী হইবে। স্বভাবতঃ বিষয়-লক্ষ্যারী ইন্দ্রিয়ের যে নিগ্রহ, তাহাই প্রত্যাহার নামে কথিত। যাহা যাহা দৃষ্টিগোচর হয়, আত্মাকেই তৎসমস্তরূপে আত্মাতে অবলোকন করিবে, এই প্রকার দর্শনের নাম প্রত্যাহার, ইহা উত্তম যোগসাধন। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বচন, গ্রহণ, বিচরণ, উৎসর্জন এবং আনন্দ। ইহার মধ্যে পঞ্চম এবং আত্ম বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি লোক স্থির থাকিতে পারে, তাহা হইলে মনোলায় হয়*। দশেন্দ্রিয় এবং (শরীর-রক্তক) পঞ্চভূত হইতে বায়ু উদ্ধে আকর্ষণ করিয়া আত্ম সাধক ধারণা করিবে। (উক্ত-

দেবাশ্চ সিদ্ধান্ গচ্ছক্কাশ্চারণান্ খচরান্ গণান্
 যগ্নাসাত্যাসমোগেন স্তম্ভজ্যোতিঃ প্রপশ্চতি ॥
 দৃষ্টে ন স্তাজ্জয়া মৃত্যুঃ সর্গজ্ঞশ্চ প্রজায়তে ॥৪৬॥
 ফোটাধ্যা নাড়িকা প্রোক্তা কুর্মলোকস্তদন্তরে
 উচ্চাধ্য বিন্দুতত্ত্বস্তস্তান্তে গুণবৎ স্মরেৎ ॥৪৭॥
 ভূতং ভব্যং ভাবিষ্যক্ বর্ত্তমানঞ্চ দূরতঃ ।
 জ্ঞানং যৎ তত্ত্ববৈব্লুৎ ফোটাধ্যৈ

জ্ঞানমভ্যাসেৎ ॥ ৪৮

ললাটে মুর্ধ্নি হৃদয়ে সদা শিবমহু স্মরেৎ ॥ ৪৯
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশ্চ জটাজুটেন্দ্রশেখরম্ ।
 পঞ্চভূজঃ দশভূজঃ সর্পযজ্ঞোপবীতনম্ ॥ ৫০
 ধ্যাটৈবমাত্মনি বিভূঃ ধ্যানং তৎ স্থরয়ো বিহঃ
 ততোন্ননন্তঃ ভবতি ন শৃণোতি ন পশ্চতি ।
 ন জিহ্বতি ন স্পৃশতি ন কিঞ্চিৎ সমাক্ষতে ॥
 গুহ্যোদয়াদিস্থানেষু বায়ুঃ নাসাং বিচিন্তয়েৎ ।
 ঈশোহহমিতি যোগীন্দ্রঃ পরানন্দৈকবিগ্রহঃ ॥৫৩

গত) প্রাণবায়ুকেও নিরোধ করিয়া মন সূধ্যে সংযত করিবে। তাহাতে দেব, সিদ্ধ, গচ্ছক, চারণ, খচর এবং গণ দর্শন হয়, ছয় মাস এই যোগাভ্যাসে স্তম্ভজ্যোতি দর্শন হয়। স্তম্ভজ্যোতি দর্শন হইলে, জরা-মরণ হয় না এবং সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। ফোটা-নাম্না নাড়ীর মধ্যেই কুর্মলোক, বিন্দুতত্ত্ব উচ্চারণ করিয়া সেই নাড়ীর অন্তর্ভাগে সন্তান বিন্দুতত্ত্ব স্মরণ করিবে। ফোট নাড়ীতে জ্ঞানভ্যাস কারণে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং দূরদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। ৩৫—৪৮। ললাট, মস্তক এবং হৃদয়ে শুদ্ধ-ফটিক-সাঁরিত, চন্দ্রশেখর, জটাজুটধারী, দশভূজ, পঞ্চানন সর্পযজ্ঞোপবীত-ধারী সদাশিবকে স্মরণ করিবে। আত্মাতে এই প্রকার রূপসম্পন্ন প্রভুর যে ধ্যান করা যায়, পাণ্ডুগণ তাহাকেই ধ্যান বলিয়া বিবেচনা করেন। সেই ধ্যানপ্রভাবে মনো-লায় হয়; শ্রবণ, দর্শন, ভ্রাণ, স্পর্শ, গুহ্যো-
 ত্তম্যাদি বস্তুসমূহ বর্জন্য বস্তু নাসাগ্র বিদ্য-

* এই প্রকরণে মূলে দুই একটি স্থলের অসঙ্গত পাঠ কোন পুস্তকেই মিলে

জরামরণনির্ধুক্তঃ শিব এব ভবেন্নুনিঃ ॥ ৫৪
গমনাগমনাভ্যাং যো হীনো বৈ বিষয়োজ্জ্বলিতঃ
একান্তযোগ্যশীতাবঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫
ন বৃহদ্বজ্ঞানচিন্তা ন সূক্ষ্মতাপি চিন্তনম্ ।
ন বহির্নিস্তরং পুত্র ব্রহ্মগ্রহবিভেদনম্ ॥ ৫৬
ন স্থূলং ন কৃৎ বাপি ন হৃৎ নাপি লোপিতম্
ন শুক্রং নাপি বা পীতং ন কৃৎ নাপি বর্কুরম্
কৃৎ কৃৎপদ্মনিলয়ে বিশ্বাখাং বিশ্বসম্ভবম্ ।
আত্মানং সর্গভূতানাং পরন্তাৎ তমসঃ স্থিতম্ ॥
সর্গস্তাধারমব্যক্তমানন্দং জ্যোতিরব্যয়ম্ ।
প্রধানপুরুষাতীতমাকাশং দহরং শিবম্ ॥ ৫৯
তদন্তঃ সর্গভূতানামীশ্বরং ব্রহ্মরূপিনম্ ।
ধ্যায়েদনাদিমধ্যান্তমানন্দাদিগুণায়ম্ ।
মহাস্তং পুরুষং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্ ॥ ৬০
ওঙ্কারান্তে তথাত্মানং সংস্থাপ্য পরমাত্মনি ।
আকাশে দেবমৌলানং ধ্যায়ীতাকামধ্যগম্ ॥

কারণং সর্গভাবানামানন্দৈকরসাত্মকম্ ।
পুরাণং পুরুষং শব্দং ধ্যায়েন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
শিবভক্তিং বিনা যন্ত সংসারং তর্জুমিচ্ছতি ।
মুচ্যেত যথা শব্দাত্মলৈঃ সমুদ্রং তর্জুমিচ্ছতি ।
তথা বিনা শব্দসেবাং সংসারতরণং ন হি ॥ ৬৩
সর্গমোখাপ্রদং শব্দুপিত্তা কানচন দেবতা ।
তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন মহাদেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৬৪
যদ্বা শুভায়াং প্রকৃতং জগৎসম্বোধনালয়ে ।
বিচিন্ত্য পরমং বোম সর্গভূতৈককারণম্ ॥ ৬৫
জীবনং সর্গভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।
আনন্দং ব্রহ্মাণং সূক্ষ্মং যৎ পশ্চান্তি মুমুক্শবঃ ॥ ৬৬
তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।
পাতুং তিষ্ঠেৎসংশ্রয়শেণ মোহমুতে যোগমৈশ্বরম্
নৈকলক্ষং দ্বিলক্ষং বা ত্রিলক্ষং ন নবাত্মকম্ ।
সর্বোপাধিনির্ধুক্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬৮
বাহ্যে চাত্যন্তরে পুত্র যত্র যত্র মনঃ ক্রিপেৎ ।

ভেট তাহার চিন্তা থাকে না * । সেই
যোগিষ্ট্রেই আমি পরমানন্দরূপী শিব এই
চিন্তাই করিবে । তাহা হইলে সেই মুনি
জরামরণ-বর্জিত শিবস্বরূপ হইয়া থাকেন ।
গমনাগমনবর্জিত বিষয়-সম্পর্কহীন যে
একাগ্রচিন্ততা, তাহাই সমাধি । হে পুত্র !
বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বস্তুর চিন্তা থাকে না । ব্রহ্ম-
গ্রহবিভেদন—বাহ্য নহে, আন্তর্যও নহে,
তাহা স্থূল, কৃশ, হৃৎ, রক্ত, শুক্র, পীত, কৃৎ
বা বিচিত্রবর্ণ নহে । (তবে কি ?) সর্গ-
ভূতাত্মা, সর্গাধার, অবাক্ত, তমোতীত,
প্রধান পুরুষাতীত, আনন্দ, অব্যয়, জ্যোতিঃ-
স্বরূপ, বিশ্বসম্ভব, বিশ্বাখ্য, আকাশাত্মক দহর
শিবকে হৃৎপদ্যে রাখিয়া তন্মধ্যে আনন্দাদি
গুণাপদ আদি-মধ্যান্ত-বর্জিত ব্রহ্মরূপী সর্গ-
ভূতেশ্বর মহাপুরুষের ধ্যান করিবে এবং
উপায়ে অব্যয় ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রবাস্বরূপ চিন্তা

করিবে । আকাশরূপী পরমাত্মায় আত্ম-
সংস্থাপনপূর্বক সেই আকাশমধ্যে সর্গকারণ,
আনন্দৈকরসাত্মক, পুরাণপুরুষ শব্দকে ধ্যান
করিলে সংসার হইতে মুক্তিলভ হয় । অর্থাৎ
এই ধ্যানই ব্রহ্মগ্রহবিভেদন । কুকুর-লাজুল-
অবলম্বনে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করায়
জাহাজ শিবভক্তি ব্যতীত সংসার পার হইতে
ইচ্ছা মুক্ত ব্যক্তিই করিয়া থাকে । ফলতঃ
শিবসেবা ব্যতীত সংসার পার হওয়া যায়
না ৪৯—৬৩ । শিবই সর্গসুখদাতা, অতঃ
কোন দেবতা সর্গসুখ দান করেন না । অতঃ-
এব সর্গভোভাবে যতপূর্বক শিবপূজা কর্তব্য ।
অথবা যে ব্যক্তি জগৎসম্বোধনস্থান হৃদয়-
শুভায় সর্গভূতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, মুমুক্শ-
দৃষ্ট, পরমব্যোমস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ ধ্যান করিয়া
তন্মধ্যে নিহিত জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম আত্মার জন্ত
শিবরূপে অবস্থান করে, তাহার ঐশ্বর্য যোগ
লাভ হয় । এক দুই বা তদধিক বস্তুলক্ষ্য-
শূন্য, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, অহঙ্কার
ও বুদ্ধি এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়-সম্পর্কহীন,
সর্গ-উপাধিবর্জিত যে জ্ঞানাবস্থা, তাহাই

* “নাসৌ বিচিন্তয়েৎ” পাঠ হইলে
কিছুই আলোচনা করে না, শুদ্ধোদয়াদিস্থানে
বায়ুও ভাবনা করে না ।

তত্র তত্রান্ননো রূপমানন্দমুভূতয়ে ॥ ৬১

সংস্থাপ্য ময়ি চান্নানং পরং জ্যোতিষি নির্গুণে
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠতঃ সাক্ষাৎ তস্ত চান্নভবো ভবেৎ ॥

সর্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ জরামরণবর্জিতঃ ।

মৎপ্রসাদান্তবেদ্যোগী নানুত্থা ক্রৌঞ্চস্থদন ॥ ৭১

তস্মাৎ সর্বঃ পরিত্যজ্য কর্মজাতং সুহৃৎকরম্ ।

মামেকং শরণং গচ্ছেদজ্ঞানং নাশয়ামাহম্ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চান্তে চ সঙ্করাঃ

মন্ত্ৰজ্ঞিতাবনাপুত্ৰা যাস্তি মৎপরমং পদম্ ॥ ৩

জগতঃ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে চ কমলোদ্ভবে ।

মন্ত্ৰজ্ঞানৈব নশ্চাস্তি স্বেচ্ছাংগ্রহধারণঃ ॥ ৭৪

যোগিনাং কর্শ্বণাকৈব ভাপসানান্ যত্নান্ননাম্ ।

অহমেব গতিস্তেষাং নানুদন্ত্যতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭৫

ইতি ক্রীতক্ষুরাণোপপুরাণে ক্রীদৌরে শিব-

স্কন্দসংবাদে যমনিগ্রম প্রাণায়ামাদিকথনং

নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সমাধি। হে পুত্র! সিদ্ধযোগী বাহু বা
আভ্যন্তর যেখানেই মনঃক্ষেপ করিবে, সেই
সেই স্থানেই আস্থার আনন্দরূপ অল্পভূত
হয়। নির্গুণ জ্যোতিঃরূপ আমাতে মুহূর্ত্ত-
কাল আস্থা স্থাপন করিয়া থাকিলে তাহার
সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূতব হয়। হে ক্রৌঞ্চবিনাশন!
আমার প্রসাদে যোগী—সকল, নিম্পুহ এবং
জরামরণ-বর্জিত হয়। অস্ত্র কোনরূপে
তাঁহা হয় না। অতএব সর্বপ্রযত্নে সুহৃৎকর
কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই
শরণাপন্ন হইলে, আমি তাঁহার অজ্ঞান
বিনাশ করি। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ণ, শূদ্র এবং
সঙ্করজাতি সকল আমার ভক্তি-
ভাবনায় পূত হইলে আমার পরম পদ প্রাপ্ত
হয়। জগতের প্রলয় হইলে, এমন কি
ব্রহ্মার প্রলয় হইলেও আমার ভক্তদুন্দ
বিনষ্ট হয় না, কেননা তাঁহার। স্বেচ্ছাশরীর-
ধারী। যোগী, কন্সী এবং সংযতচিত্ত
তপস্বী—সকলেরই গাত আমি; অস্ত্রগতি
নাই, ইহ নিশ্চয়। ৬৪—৭০।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

স্কন্দ উবাচ ।

তু তকার্যমিদং দেহমাপদ্রোগোকুলং পরম্ ।

বিষয়ে: পীড়্যতে দেব সুখদুঃখাশ্রয়কৈঃ সদা ॥ ১

অভিভূতো যদা যোগী দুঃখৈরধ্যাত্মসম্ভবৈঃ ।

কিমুপায়ং তদা তস্ত যদা বৈ ভৌতিকস্ত চ ॥ ২

ক্রহাধিদৈবিকস্তাপি যোগসংস্করে প্রভো ।

যাতনা যোপসর্গাণাং প্রসাদাদ্ যোগিনাং বদ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

সাব্বিকা রাজস্যা বিশ্বাস্তামসাব্বিহ যোগিনাম্ ।

যোগত্রাসকরাঃ সর্ষে ভবন্ত ভবতামপি ॥ ৪

প্রতিভাশ্রবণাবর্ত্তাদর্শনাস্বাদবেদনঃ ।

উপসর্গা ভবন্ত্যেতে সাব্বিকাস্ত যত্বেব হি ॥ ৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কার্ত্তিকেয় বলিলেন,—এই দৃষ্টমান দেহ
পঞ্চভূতের কার্য্য; বিপত্তি ও যোগে
আকুল। হে দেব! সুখদুঃখজনক বিষয়
দ্বারা ইহা সতত পরম পীড়িত হইয়া থাকে।
সুতরাং যোগী যখন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক,
বা আধিভৌতিক * দুঃখে অভিভূত হয়,
হে প্রভো! তখন যোগাসিদ্ধর উপায় কি
বলুন। (সে দুঃখ দূর না হইলে ত যোগ-
সাধন হইতেই পারে না) যোগগণের প্রতি
অল্পগ্রহে কারয়া উপসর্গযাতনা, ঘেরণ হয়,
তাঁহা বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—যোগগণের,
এমন কি ভোমাদিগেরও সাব্বিক, রাজাসক
এবং তামসিক বিষয় হয়। এই বিষয়সমূহ
যোগত্রাসকর। প্রতিভা শ্রবণ, বার্ত্তাজ্ঞান,
দর্শন, আশ্বাদ এবং অল্পভবাবেশের আত-
শ্য এই ষড়্ভাব উপসর্গ সাব্বিক। আমি

* ঈর্ষ্যাবিষাদাদি প্রযুক্ত দুঃখের নাম
আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভূতাবেশাদি বশতঃ যে
দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক। পত-
পকী ও পতনাদি-জনিত দুঃখই আধি-
ভৌতিক।

দরিত্রোহমহাকাটাঃ শুরোহহং হর্ষলস্তথা ।
 মূর্খোহহং সুবিধাংশ্চ সুরপোহমরূপবান্ ॥ ৬
 দাতাহং রূপগচ্ছাহং সুখী ভোগ্যহমেব চ ।
 অকুলীনঃ কুলীনশ্চ কণ্টকঃ কণ্টকোজ্জ্বলিতঃ ॥
 মদীরং সর্বমেতন্নি বিন্ধ্য গ্যাদি প্রজল্পনম্ ।
 অঙ্কারময়ং কিঞ্চিদ যতৎ কুৎসং হি রাজানম্ ।
 অঙ্কহর্ষেব বাধর্ষ্যং পঙ্ক্তং তুষ্টিযোগতা ।
 শিরোরোগো জ্বরঃ শূলযন্ত্রমুচ্ছান্নাদিভ্যঃ ॥ ৯
 রাজসাস্তামসাঃ সর্বো তমোহহঙ্কারসংবৃত্তাঃ ।
 ব্যাধয়ো মিশ্রাণ্যেণ পীড়্যস্তাহ দেহনম্ ॥ ১০
 কেবলং জড়ভাবেন মুতং মোহনং তথা ।
 অজ্ঞানহৃৎ মুক্‌তমতাদাস্তামসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
 শুদ্ধা যাতুধানাশ্চ কল্পরোগরাক্ষসাঃ ।
 দেবদানবরোজাশ্চ দৈত্যাত্তরজা গণাঃ ॥ ১২
 তামসাশ্চ গ্রহা কুত বায়ুভূতা নতং সদা ।
 পীড়য়ন্তীহ বিদ্যা হি যোগাভ্যাসরতং শ্রেষ্ঠে ॥ ১৩
 এতদ্ব্যাপনপার্শ্বাণাং বারণায় চ ধারণায় ।
 বক্ষ্যামি বিবধানং বৎস যোগিনাং সিদ্ধিহেতবে

দরিদ্র, আমি ধনী ; আমি বীর, আমি হর্ষল ;
 আমি মূর্খ, আমি অতি বিদ্বান্ ; আমি সুরূপ,
 আমি কুরূপ ; আমি দাতা, আমি রূপণ ;
 আমি সুখী, আমি ভোগী, আমি কুলীন,
 আমি অকুলীন ; আমি শক্‌রুক, আমার
 শক্‌রু নাই ; এই সকল বস্তু আমার ইত্যাদি
 যে কিছু অঙ্কারময় জল্পন, তৎসমস্তই রাজস
 বিদ্য । অঙ্কতা, বধিরতা, পঙ্ক্ততা, তুষ্টিরোগ,
 শিরোরোগ, জ্বর, শূল, যন্ত্রা, মুচ্ছা এবং
 ভ্রমাদি ব্যাধি অজ্ঞান এবং অঙ্কার-মিশ্রিত ;
 এই সব রাজস-তামস বিদ্য মিশ্রিতভাবে
 দেহকে পীড়িত করে । কেবল জড়তাব-
 প্রযুক্ত মুততা, অজ্ঞতা এবং মুক্‌তা ইত্যাদি
 বিদ্য তামস । যজ্ঞ, যাতুধান (রাক্ষস-
 বিশেষ), কল্পর, সর্প, রাক্ষস, দেব, দানব,
 রুদ্রগণ, দৈত্য, মাতৃগণ, তামস-গ্রহ এবং
 কুতগণ বায়ুরূপ হইয়া যোগাভ্যাসরত
 মানবকে সতত পীড়িত করে । হে বৎস !
 যোগিগণের সিদ্ধির জন্য এই সব উপসর্গ-

স্বর্গাদিসম্প্রদাতৃনামেকীভূতঃ বিচিত্রয়েৎ ।
 প্রণবং কণ্ঠনাসাগ্রে সর্বজং বহ্নিদীপিতম্ ॥ ১৫
 বাক্যেষু চ সর্বেষু উপসর্গেষু যোগবিৎ ।
 এতদেব চরিত্রাভ্যাসপার্শ্বাদয়ো যয়ঃ ॥ ১৬
 পিত্তরোগাভিভূতো বা যোগী যোগপরায়ণঃ ।
 ধ্যানমেতৎ প্রাধ্ব্যস্ত তথাশঙ্কুপু পুত্রক ॥ ১৭
 সুরতকে ডুনাথত চাকর্য তত্র চিন্তয়েৎ ।
 সুধাতলাধঃ ধ্যায়ন্ত স্বস্ত মূর্ধ্ণাশিবাস্তকম্
 প্রাবণ্ড ব্রহ্মরঞ্জন দেহং নিকীর্ণকং স্রবন্ত ॥
 শীতলেন সুগন্ধং হৃদযক্ষাপ তেন বৈ ॥ ১৯
 পৈতৃকশোচাপসর্গাশ্চ ভাষুনা তিমিরং যথা ।
 বিষজ জ্বরজাশ্চ নশ্চুভ্যভ্যাসতো প্রবণ্ড ॥ ২০
 নাশয়েদঙ্কতাং যোগী দিবাদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ২১
 উৎকেশ্যাপানমন্তক চন্দ্রদৈবতায় পিবেৎ ।

বারণের উদ্দেশে বিবিধ ধারণা বলিতেছি ;
 —বর্ষ এবং নাসার অগ্রভাগে সর্বজ বহ্নি-
 দীপিত প্রণব স্বর্গাদি সম্প্রদাতৃর সহিত একী-
 ভূত চিন্তা করবে । যোগজ ব্যক্তি জনীর
 উপসর্গ মাঝেই এই প্রতিক্রিয়া নিত্য করবে ;
 তাহাতে সেই উপসর্গ দূর হইবে ॥ ১৫—১৬ ॥
 হে পুত্রক ! পিত্তরোগাভিভূত যোগপরায়ণ
 যোগী এই প্রকার ধ্যান করবে, শ্রবণ
 কর । স্বীয় মস্তকে সুধাবলসিত, শিবাস্তক,
 সুরত চন্দ্রবীজ ধ্যান করবে ; আর তাহা
 ব্রহ্মরঞ্জ দ্বারা দেহপ্রবিষ্ট হইয়া নিকীর্ণ-
 সম্পাদন করিয়াছে, ইহা স্রবণ করবে *
 এবং সুগন্ধ শীতল সেই বীজের সহিত
 মিলিত হৃদয স্রবণ করবে । সুধা দ্বারা
 যেমন অঙ্কার বিনষ্ট হয়, এই ধ্যানাভ্যাস
 দ্বারা সেইরূপ পৌষক উপসর্গ এবং বিষ-
 জরাদি নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে । যোগী এই
 ধ্যানাভ্যাসে অঙ্কতা নাশ করিতে পারে
 এবং তাহার দিবাদৃষ্টি হয় । অস্ত উপায়
 এই ;—অপান-বায়ু উৎকেশ্য করিয়া ইড়া-

এই অহুবাণের মূল স্থল দৃষ্টিতে
 অস্পষ্ট নহে ।

পীত্বা পার্শ্ববর্তনেন স্তম্ভং বায়োরবিনাশয়েৎ ।
 পৃষ্টিরেবাতুলা তন্ত স্থিরত্বং কজহীনতা ॥ ২২
 হস্তত্বঞ্চ সূপীতাভমমরত্বং তথা স্মরন ।
 শ্রোত্রযাকশবায়োশ্চ অত্রৈকত্বং বিচিন্তয়েৎ ॥
 মোচয়েৎ তং পুনর্বাযুং বধিরত্ববিনাশনম্ ।
 শৃণোতি দূরতঃ সর্বং শ্রুতধারী ভবেৎ সদা ॥
 বিয়ম্নয়োহৃৎ সঞ্চারী সত্যতাভ্যাসযোগতঃ ।
 সরোজং রসনায়াঞ্চ তদ্রুচ্যন্তাং সর্পকিকম্ ॥ ২৫
 স্মৃত্বা মধ্যে পুনর্ধায়েচ্ছুকুবর্ণাং সরস্বতীম্ ।
 জড়ত্বঞ্চ শিরোরোগং মুখরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥
 প্রজ্ঞা চৈব স্মৃতির্বেদা কবিত্বং বুদ্ধিরুত্তমা ।
 স্তম্ভনং হৃষ্টসন্ধানং সর্ববাযুং জয়েৎ সদা ॥ ২৭
 হৃৎসরোজগতং দেবমষ্টাদশভূজৈর্যুতম্ ।
 নীলকণ্ঠং মহাকাযং ত্রিদৃচ্চলজটাধরম্ ॥ ২৮
 সিংহচর্ম্মাদ্বরং ভীমং সর্ভাভরণভূষিতম্ ।
 ভূজঙ্গহার্যভরণং সর্পকঙ্কণনুপুরম্ ॥ ২৯
 জালামালাকুলং দীপ্তং ভাভাসিতদিগাননম্ ।

নাড়ী ছায়া তাহা পান করিবে। তাহা পার্শ্ববর্তন পান করিয়া বায়ুস্তম্ভ দূর করিবে। এইরূপ করিলে অতুল পৃষ্টি, হৈর্য্য এবং আরোগ্য হয়। উত্তম পীতবর্ণ হস্তত্ব এবং অমরত্ব স্মরণ করিয়া শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় চিন্তা করত তাহাতে আকাশ এবং বায়ুর একতা করিবে; পরে বায়ুরেণন করিবে। তাহা হইতেই বধিরত্ব মোচন হয়, আর দূর-শ্রবণশক্তি ও শ্রুতধরত্ব হইয়া থাকে। অনন্তর সত্যত অভ্যাসযোগে আকাশ-স্বরূপ এবং সর্বত্র সঞ্চরণশীল হয়। রসনায় স্তোন-শক্তিসম্পন্ন কর্ণকাসম্বাষিত সরোজ স্মরণ করিয়া ভ্রমধ্যে শুকুবর্ণা সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। তাহাতেই জড়তা, শিরোরোগ এবং মুখরোগ বিনষ্ট হয়। প্রজ্ঞা, স্মৃতি, কবিত্ব-শক্তি এবং উত্তম বুদ্ধি লাভ হয়, হৃষ্টস্তম্ভন এবং সর্বাধ বায়ুজয় তাহার হইয়া থাকে। অষ্টাদশ-ভূজসম্পন্ন, নীল-লোহিত, মহাকায, ত্রিনয়ন, জটাধর, সিংহ-চর্ম্মাধরধারী, সর্ভাভরণভূষিত, ভূজঙ্গহার-

অভেদ্যং বিজয়ং রোজমকোভ্যং ত্রিদশৈশ্বর্য
 কপালমালিনকোত্রং ভীমং দংষ্ট্রাকরালিনম্ ।
 অষ্টৈর্ব্যাগ্রকরং দেবমমোটৈর্ঘর্ষিকারণৈঃ ।
 স্মরণাদ্যজনাটকৈব তৈজসৈবিরয়নাশনম্ ॥ ৩১
 শূলমুদারবজ্রেষু দণ্ডকাষ্মু কশস্ত্যসি ।
 পদ্মাস্তে দক্ষিণে ভাগেহবিনাশং পররেখরম্ ॥
 পরিঘধ্বজখট্টাদৈরক্ষুশঞ্চ ধনুর্গদাং ।
 জ্ঞানিনেন পাপেন বামভাগেহভয়প্রদম্ ॥ ৩৩
 অনেন ধ্যানযোগেন সর্ববিঘ্নান্ নিবারয়েৎ ।
 বশং নয়েজ্জগৎ সর্বমাপদ্যাপ মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪
 সম্যগ্গর্শনশম্পন্নো নাভিভূয়েত কস্মিভিঃ ।
 যোগবিদযোগযুক্তাত্মা পরং নিকাপমুচ্ছাত ॥ ৩৫
 আদিত্যমণ্ডলং পদ্মে সৌম্যং বৈ পাবকং ততঃ
 আত্মনো হৃদগুহ্যবাসং সন্ধিতৈস্ত্যবং মহামুনিঃ ॥
 তত্র দেবং পরং শান্তং ধ্যায়েদোশং সূনির্ম্মলম্
 জগদ্ব্যাপ্য স্থিতং কুৎসং কালাকালবিবর্জিতম্

ভূষিত, সর্পময় কঙ্কণনুপুর-সম্পন্ন, জালামালা-কুল, প্রভোভাসিত-দ্বয়মণ্ডল, দীপ্ত, অভেদ্য, অজয়, অকোভ্য, রোজ, কপালমালী, দংষ্ট্রাকরাল, অনলোপারী অমোঘ অস্ত্রে ভীম-পাণি, স্মরণ ও পূজনমাত্রে বিঘ্নবিনাশন (নয় খানি) দক্ষিণ হস্তে শূল, মুদার, বজ্র, বাণ, দণ্ড, ধনুঃ, শক্তি, খড়্গ এবং পদ্ম, (নয় খানি) বামহস্তে পরিঘ, ধ্বজ, খট্টাক, অক্ষুশ, ধনু, গদা, জালামুখাশ্র, পাশ এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া বিরাজমান, অবিনাশী ভীমদেব স্মরেখর পরমেশ্বরকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিবে। ১৭—৩৩। এই ধ্যানযোগ করিলে সর্ববিঘ্ননিবারণ এবং সর্বলোক-বশীকরণ করিতে সমর্থ হয়। আপদেও তাহার মর্হৈশ্বর্য্য দূর হয় না। সে ব্যক্তি সম্যগ্গৃহণী হয় এবং কস্মি ছায়া অতিভূত হয় না। পুনশ্চ সেই যোগযুক্তচিত্ত যোগবিৎ পরম নিকাপ প্রাপ্ত হয়। মহামুনি, আপনার হৃদয়গুহ্য পদ্মোপার সূর্য্যমণ্ডল বা সৌম্য বহুমণ্ডল চিন্তা করিয়া তথায় পরমশান্ত সূনির্ম্মল জগদ্ব্যাপী কালাকালবিবর্জিত অণ্ড ঈশ্বরকে ভাবনা

বিষদে দেশে হংকুণ্ডে বা যোগী যোগবিদ্যাং বরঃ
ঈশ্বরঃ চিত্তয়েৎ স্বাপ্নুঃ জ্ঞানমানন্দবিগ্রহম্ ।
উভাবপি স্থিরীকৃত্য যোগী মোক্ষায় কল্পতে ॥
বাছে চিত্তং সমারোপ্য বায়োঃ পরমকায়য়ৎ ।
ততো দ্বার্যাণি সংযম্য ব্রহ্মরজে লয়ং গত্যঃ ॥৩৯
লক্ষমাধায় তত্রৈব যোজয়েন্নয়ি যথুথ ॥ ৪০
দ্রুতং দ্রুতেষেব যথা নিযুক্তং
প্রযাতি চৈক্যাদবিশেষভাবম্ ।
তথৈব লীনো ন ভবেৎ স ভূয়ঃ
পরে চতুর্থে অনয়া চ যুক্ত্যা ॥ ৪১

ইতি ক্রীতপুராণোপপুরাণে ক্রীসোরে শিব-
স্কন্দসংবাদে সাত্ত্বিকরাজসবিস্মাদিকথনং
নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করিবে। অথবা যোগবিশেষে যোগী
হংকুণ্ডে বা আকাশমার্গে জ্ঞান আনন্দরূপী
স্বাপ্ন (কুটম্ব) ঈশ্বরকে ভাবনা করিবে।
এতদ্ব্যভিচার করিলে যোগী মুক্তি লাভ
করিবে। হে উত্তম! বায়ুর বর্ধিত
নিরোধ করিয়া, কর্তৃত্বাভিমানের প্রযোজক
যে চিত্ত, তাহাকে ব্রহ্মরজে আরোপণপূর্বক
তথায় লক্ষ্য স্থির করিয়া তদগত হইবে,
হে যথুথ! সেইখানেই আমাতে আত্ম-
যোজনা করিবে। যেমন দ্রুত, দ্রুতে মিশ্রিত
হইলে একাপ্রবৃত্ত তাহার বিশেষ ভাব থাকে
না; সেইরূপ এই যোগ বা যুক্তিবলে, তৃতীয়-
ব্রহ্মে সেই জীব লীন হয়, তাহার আর
পুনর্জন্ম হয় না। ৩৪—৪১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

ব্রতানি সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
তত্র কৃষ্ণাষ্টমী পুণ্যা সর্কপাপপ্রণাশনৌ ॥ ১
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতান্নাদব্রতমস্তি বিভূতিদম্ ।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং কৃষ্ণা ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাপুণ্যং ॥ ২
বিষ্ণুঃ প্রাপ্তবান্ বিষ্ণুঃ সুরেশ্বরঃ শচীপতিঃ
কুবেরো যক্ষরাজশ্চ নিয়ন্তৃশ্চ যমঃ শ্বশ্রুশ্চ ॥ ৩
চন্দ্রশত্ৰুত্বমাপনৌ গণেশশ্চ গণাধিপঃ ।
স্কন্দঃ সেনাপতিশ্চ তথা চান্দ্রে গণেশ্বরঃ ॥ ৪
কৃষ্ণা চৈক্যমাপন্যঃ সৌভাগ্যং দেববল্লভঃ ।
ব্রতন্তাত্ত প্রভাবেণ লক্ষ্ম্যাঃ পতিরত্নকরীঃ ॥ ৫
যযাতিঃ সার্কভৌমশ্চ তথা চান্দ্রে নৃপোত্তমঃ ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধা গন্ধর্বাণাঞ্চ কল্পকাঃ ।
কৃষ্ণা চৈব পরাং সিদ্ধিং প্রাপ্তাশ্চ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
নন্দীশ্বরেণ যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে ।
কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং শ্রেষ্ঠং সর্ককামকলপ্রদম্ ॥ ৭

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

সূত্র বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রত-
সমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। তন্মধ্যে কৃষ্ণা-
ষ্টমী পুণ্যজানিকা এবং সর্কপাপবিনাশিনী।
কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রতের অতিরিক্ত বিভূতিপ্রদ ব্রত
আর নাই। কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত করিয়া কৃষ্ণা
ব্রহ্মপদ, বিষ্ণু বিষ্ণুপদ, ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য,
কুবের যক্ষরাজ্য, যম নিয়ন্তৃ, চন্দ্র চন্দ্রপদ,
গণেশ গণপতি এবং কাঙ্কিতের সেনাপতি
প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতীত গণশ্রেষ্ঠগণ এই
ব্রত করিয়া ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য এবং দেবপ্রিয়
প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রতপ্রভাবে বিষ্ণু
লক্ষ্মীপতি হইয়াছেন, যযাতি সার্কভৌম
প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মুনিবর সকল! অতীত
রাজসুতমগণ, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব্ব-
কল্পাদি এই ব্রত করিয়া পরমসিদ্ধ প্রাপ্ত
হইয়াছেন। ১—৬। এই সর্ককামপ্রদ শ্রেষ্ঠ
কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত, মহাত্মা নারদের নিকট নন্দী-

মেরোবদক্ষিণং শূন্যং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ।

তত্র নন্দীশ্বরং দৃষ্ট্বা সখ্যং শঙ্করভক্তম্ ॥ ৮

উপাস্তমানঃ সুনীতিঃ স্তূয়মানং মরুদগণৈঃ ।

সর্বাঙ্গগ্রহকর্তারং হৃদ্বা তু বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৯

অত্রবোৎ প্রাণপত্যাথ দণ্ডবদারদো মুনিঃ ॥ ১০

নারদ উবাচ ।

ভগবন সর্বভক্ত সন্নিবেশভয়প্রদ ।

কেন ব্রতেন চার্ণেণ তপোবৃতিঃ প্রজায়তে ॥ ১১

সৌভাগ্যং কাঙ্ক্ষিতমেষধঃমপত্যঞ্চ যশস্তথা ।

শাশ্বতাং মুক্তিমন্তে চ পশুপাশবিমোচনৌ ॥ ১২

ভগবন্তদব্রতং ক্রীড়ি কাক্যাদ্ভক্তরপ্রিয়ম্ ॥ ১৩

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং ত্রৈলোক্যং দেবত্বম্ শৃণু ।

গণেশক্ভঃ ময়া লব্ধঃ যেন চার্ণেণ নারদ ॥ ১৪

মাসে মার্গশি্রে প্রাপ্তে কৃষ্ণাষ্টমায়াং জিতেন্দ্রিয়ঃ

অশ্বখদন্তকাঠেন কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্ ॥ ১৫

জ্ঞানং কৃত্বা চ বিধিবৎ তপণকৈব নারদ ।

আগত্য ভবনং পশ্যাৎ পূজয়েচ্ছক্তরং প্রভুম্ ॥

শ্বর বীর্জন করিয়াছিলেন। নারদ মুনি সুরাসুরপূজিত সুরমেক-দক্ষিণশূন্যে সন্নিবেশ, শিবপ্রিয়, মুনিগণোপাস্তমান, দেবগণস্তুয়মান, সর্বাঙ্গগ্রহকর্তা নন্দীশ্বরকে বিবিধ স্তব করিয়া ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে সর্বভক্ত! সর্বাভয়প্রদ ভগবন! কোন ব্রত অমুষ্ঠান করিলে তপোবৃতি হয়। কোন ব্রতে সৌভাগ্য, কাঙ্ক্ষিত, ঐশ্বর্য্য, অপত্য, যশ এবং অন্তে পশুপাশবিমোচনৌ নির্লিপ-মুক্তি লাভ হয়, সেই শিবপ্রিয় ব্রত রূপাপূর্বক আমাকে বলুন। নন্দিকেশ্বর বলিলেন,—হে দেবর্ষে! কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত নামে (এই-রূপ) ত্রৈলোক্য (এক) ব্রত আছে, শ্রবণ কর। হে নারদ! আমি তাহা করিয়া গণেশক্ভ প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রতী—জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে অশ্বখকাঠ দ্বারা দন্তধাবন এবং যথাবিধি জ্ঞানতপণ করিয়া গৃহে আগমনপূর্বক প্রভু শঙ্করের পূজা করিবে অর্থাৎ শঙ্কর নাম

গোমুত্রং প্রাক্ত্ব বিধিবৎপবাসী ভবেদ্রিশি ।

অতিরাজস্ত যজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণং ভবেৎ ॥ ১৭

সর্গিয়ঃ প্রাশনং পৌষে দন্তকাঠক তৎ স্মৃতম্ ।

পূজয়েচ্ছক্তনামানং ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।

বাজপেয়ঃষ্টকফলঃ প্রাপ্নোতি শ্রদ্ধাযুতিঃ ॥ ১৮

মাঘে বটস্ত কথিতং গোক্ষীরং প্রাশনং স্মৃতম্

মহেশ্বরং সূসম্পূজ্য গোমেধস্ফাষ্টকং ফলম্ ॥

ফাল্গুনে চ তদেবোক্তং কাষ্যং বৈ প্রাশনঞ্চ যৎ

সম্পূজয়েৎপাদেবং রাজস্ব্যঃষ্টকং ফলম্ ॥ ২০

কাঠমৌদ্রযরং চৈত্রে প্রাশনে বার্কজা জনাঃ ।

পূজয়েৎ স্বাগুনামানমঃমেধফলং লভেৎ ॥ ২১

শিবং সম্পূজ্য বৈশাখে পীত্বা চৈব কুশোদকম্

উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। আর ব্রাতীতে গোমুত্র মাত্র পান করিয়া নিয়মমত উপবাসী থাকিবে। তাহাতে অতিরাজ-যজ্ঞের অষ্টগুণ ফল লাভ হইবে। পৌষ মাসে দন্তধাবন-কাঠ পূর্ববৎ। স্মৃতমাত্র ভোজন করিয়া উপবাস। আর শঙ্কু নাম উল্লেখপূর্বক ভগবান মহেশ্বরের পূজা করিবে। তাহাতে সেই শ্রদ্ধাযুতি ব্যক্তি অষ্ট বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। মাঘ মাসে বট-কাঠ দ্বারা দন্তধাবন কথিত হইয়াছে; গব্যাহুস্ত্র মাত্র পান করিয়া উপবাস বিহিত হইয়াছে; মহেশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলেই আটটি গোমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। ১৭—১৯। ফাল্গুনে মাসে দন্তধাবন ও পানীয় সেইরূপই। আর মহাদেব নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিলে আটটি রাজস্ব্য-যজ্ঞের ফল হয়। চৈত্র মাসে উদ্রযর-কাঠের দন্ত-ধাবন হইবে, নির্জনে * ভোজন করিবে। স্বাগু নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। হে নারদ! বৈশাখ মাসে কুশোদক মাত্র পান করিয়া থাকিবে; শিব নাম উল্লেখ

* মূলপাঠ-ভজনাই। “বার্কজাঃ জনাঃ”

পাঠ হইলে “জলবার্কজা ভোজন”।

নরমেধাষ্টককলং প্রাপ্তোত্যেব হি নারদ ॥২২॥
জ্যৈষ্ঠে প্রাক্তং ভবেৎ সপ্ত-পুত্রাঃপশুপতিবিভূঃ
গব্যং শৃঙ্গোদকং শ্রাণু স্বপ্নেদেবশ্চ নারদে ।
গব্যং কোটি বদানন্ত যৎ পুণ্যং তদবাপুধ্যৎ ॥
আষাঢ়ে চোগ্রনামানমিষ্টা শ্রাণু ৫ গোময়ম্ ।
সৌদামণ্যম্ যজ্ঞশ্চ দশমষ্টভগং ভবেৎ ॥ ২৪
পাল্যাণং শ্রাবণে শ্রোত্রং শরীরং সম্পূজ্য নারদ
প্রাশয়ত্বর্কশ্রাবণ কল্পং শবপুত্রে বসেৎ ॥২৫
মাসে ভাদ্রপদেদষ্টম্যাং দ্বাদশকং শস্যপূজয়েৎ
প্রাশনং বিশ্বপত্রে সন্নদীক্ষণং ভবেৎ ॥ ২৬
অশ্বিনে জম্বুবৃকশ্চ দন্তদষ্টমুদৌরিতম্ ।
ঈশ্বরং পূজয়েন্ত্যশ্রাণুৎ ততুলোদকম্ ।
পৌণ্ডরীকশ্চ যজ্ঞশ্চ দশমষ্টভগং লভেৎ ॥ ২৭

করিয়া শিবপূজা করিবে। তাহাতে আটটি
নরমেধ-যজ্ঞের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রক-
কঠ দ্বারা দন্তধাবন; পশুপতি নাম উল্লেখ
করিয়া প্রভুশিবের পূজা করিবে। অনন্তর
গোশৃঙ্গ-প্রক্ষালন-জন্য পান করিয়া শিব
সমীপে নিদ্রা যাইবে। তাহাতে কোটি গো-
দানের পুণ্য অর্জন হইবে। আষাঢ়ে উগ্র
নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা করিবে, গোময়
মাত্র ভোজন করিবে; তাহাতে সৌদামণী-
যজ্ঞের অষ্টভুগ ফল পাইবে। হে নারদ!
শ্রাবণ মাসে পল্যাণ-কঠ দ্বারা দন্তধাবন
হইবে, শরীর নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা
করিবে এবং মাত্র অর্ক-(আকন্দ)-পত্র
ভোজন করিয়া থাকিবে, তাহাতে এককল্প
শিবপুরবাস হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসের
অষ্টমীতে ত্র্যম্বক নাম উল্লেখ করিয়া শিবপূজা
করিবে, আর সেদিন বিশ্বপত্র মাত্র ভোজন
করিয়া থাকিবে; তাহাতে সর্ব-দীক্ষাকল-
প্রাপ্তি হয়। অশ্বিন মাসে জম্বুবৃক দ্বারা
দন্তধাবন হইবে, ঈশ্বর নাম উল্লেখ করিয়া
ভক্তিসহকারে শিবপূজা করিবে, আর
ততুলের জলমাত্র আহার করিবে; ইহাতে
পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের অষ্টভুগ ফললাভ হয়।

মাসে তু কার্তিকেইষ্টম্যামৌশানার্থ্যং প্রপুঞ্জয়েৎ
পঞ্চগব্যং সক্রৎ পীত্ব আরষ্টোমকলং লভেৎ ॥
বর্ষাষে ভোজয়েৎ দ্রবান্ শবভক্তিপরায়ণান্ ।
পায়সং মধুসং যুৎ স্নতেন সুপাংগুতম্ ॥ ২৯
শক্যাং হিরণ্যং বাসার্সং ভক্ত্য ভোভো
নিবেদয়েৎ ।

দেবায় দদাদ্যদ্বারং বিকানঞ্চ চামরম্ ॥ ৩০
কুব্জং পয়াস্বনীং গাঞ্চ ঘণ্টাং কঙ্কুবাসনৌ ।
সরস্বত্যাং তাম্রকলসীং গামাকৃত্য নারদ ॥ ৩১
অস্ত্রাং বহুঞ্চ দাক্ষিণ্যঞ্চ শক্তিভিঃ ।
কল্পকোটীশতং সাত্ৰাং শিবলোকে মহীয়তে ॥৩২
কৃষ্ণাষ্টমাত্রতং সম্যক্ প্রাণুং দেবস্বয়ং ময়া ।
যত্নকং দেবদেবদেব দেবৈষ্যে বিশ্বজ্ঞা পুরা ॥৩৩
স্মৃত উবাচ ।

এবং নন্দীশ্বরচ্ছুত্বা নারদে, মুনিপুত্রবাঃ ।
কৃষ্ণাষ্টমাত্রতং পুণ্যং যথৌ বদরিকাক্ষমম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মশাস্ত্র প্রভাবেদ্যঃ পঠেদা শৃণুয়াদপি ।

কার্তিক মাসের অষ্টমীতে ঈশান নাম উল্লেখ
করিয়া শিবপূজা করিবে, একবার পঞ্চগব্য-
মাত্র পান করিয়া থাকিবে; তাহাতে আর্য-
ষ্টোম-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। এক বৎসর
শেষ হইলে শিবভক্তি-পরায়ণ ভ্রাতৃগণকে
স্বতন্ত্রত মধুযুক্ত পায়স ভোজন করাইবে।
যথাশক্তি ভক্তিসহকারে তাহাদিগকে সুবর্ণ
এবং বস্ত্রদান করিবে। হে নারদ! দ্বার, চন্দ্রাতিপ, ধ্বজ, চামর, পরিশ্রমী কৃষ্ণা গো,
ঘণ্টা, কঙ্কুব-বস্ত্র, সৎস্র তাম্রকলসী, অলঙ্কৃত
বৃষ, অলঙ্কার, বস্ত্র, এবং যথাশক্তি দাক্ষিণ্য
শিবোদ্দেশে দিবে। ইহার ফলে কিঞ্চদধিক
শতকোটি বল্প শিবলোকে সাদরে বাস হয়।
হে দেবর্ষে! পূর্বকালে বিশ্বশ্রুতা শিব ভগ-
বতীর নিকট এই কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত বলিয়া-
ছিলেন, আমি তাহা সম্যক অবগত হইয়াছি।
স্মৃত বলিগেন,—হে যু-পুত্রবগণ! নারদ,
নন্দীশ্বরের নিকট এই পুণ্য কৃষ্ণাষ্টমী-ব্রত
শ্রবণ করিয়া বদরিকাক্ষমে গমন করিলেন।

অতিসূত্র যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতাম্ভুতম ॥৩৫

ইতি ত্রীক্ষপুরণোপপুরাণে ত্রীসৌরে সূত্র-

শৌনকসংবাদে কৃষ্ণাষ্টমীত্রতকথনং নাম

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

অস্তদ্ব্রতং পাপহরং দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।

যজ্ঞকং ভানুনা পূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্যায় যোগিনে ॥১

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

জয়া চ বিজয়া চৈব কিংকলা কিংপরায়ণা ।

তস্ত্যাং বিশিষ্টং যৎ পুণ্যং বদ কণ্ঠপনন্দন ॥

সূর্য্য উবাচ ।

দ্বাদশী বিষ্ণুদয়িতা দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ ।

অবধেন মায়ুক্রা কদাচিদ্যদি লভাতে ॥ ৩

শূরুপক্ষে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিজয়া সা প্রকীর্তিতা ।

উপোষ্যা সা প্রযত্নেন সৰূপাপপ্রণাশনৌ ॥ ৪

যে ব্যক্তি এই ব্রতমালায় পাঠ বা অবণ করে, তাহার অতিসূত্র (ব্রত ?) যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় । ২০—৩৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন,—দেবদেব বিষ্ণুর এক পাপনাশক ব্রত আছে, সূর্য্য, যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে কণ্ঠপনন্দন ! জয়া এবং বিজয়া-ব্রতের কি ফল, কি স্বরূপ এবং বিশেষ পুণ্য হয় কিরূপ, তাহা বলুন । সূর্য্য বলিলেন,—হে দ্বিজবর ! দ্বাদশী বিষ্ণুপ্রিয়া ; সেই বৈষ্ণবী দ্বাদশীতিথি শূরুপক্ষে যদি অবধানকৃত্যুক্রা পাণ্ডুরা ধায় ত তাহা বিজয়া নামে কীর্ত্তিতা । যত্নসহকারে তাহাতে উপ-

বা তু পুণ্যেণ সংযুক্তা ফাল্গুনস্ত সিতা তু বৈ ।

সা জয়া দ্বাদশী নাম সৰূপাপক্ষয়করী ॥ ৫

কৃতার্থো জায়তে মর্ত্যস্তামুপোষ্য দ্বিজোত্তম ।

তস্ত্যাং স্নাতঃ সদা স্নাতো ভবেদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ

সম্পূজ্য বস্ত্রপুষ্পাঙ্কৈঃ ফলং সান্নং সমমুতে ।

একং ভুক্ত্বা সহস্রস্ত জলস্নাতাপ্নোতি বৈ কলম্

দানং সহস্রভণিতং তথা বৈ বিপ্রভোজনম্ ।

হোমশ্চৈবোপবাসশ্চ সহস্রস্ত কলপ্রদঃ ॥ ৮

ঋচমেকামধীতে যো বিপ্রঃ শ্রদ্ধাসমধিতঃ ।

ঋগ্বেদস্তা সমগ্রস্ত সদৈব কলমমুতে ॥ ৯

সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্বল্পং বা যদি বা বহু ।

তন্নাসয়তি গোবিন্দস্তাস্মামভার্চ্য যত্নতঃ ॥১০

যশ্চোপবাসং কুরুতে তস্ত্যাং স্নাতো দ্বিজোত্তম

সৰূপাপবিনিষ্টুক্তো বিষ্ণুলোকে মধীয়তে ॥১১

যঃ কৃত্বা দ্বাদশীমিমাং ক্ষপয়েদ্ভক্তিমান নরঃ ।

ব্রহ্মণো দিবসঃ যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মধীয়তে ॥

বাস করিলে সৰূপাপ বিনষ্ট হয় । ফাল্গুন-

মাসে শূরুদ্বাদশী পুণ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে,

তাহা সৰূপ-পাপনাশিনী জয়া-দ্বাদশী নামে

অভিহিত হয় । হে দ্বিজোত্তম ! মানব

সেই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে কৃতার্থ হয় ।

সেই দ্বাদশীতে স্নান করিলে সৰূপ-পুণ্যকালে

স্নান করিবার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়

নাই । বস্ত্র ও পুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুপূজা

করিলে সমগ্র ফললাভ হয় । একবার জপ

করিলে সহস্র জপের ফল হয় । দান, ব্রাহ্মণ-

ভোজন, হোম এবং উপবাস একবার

করিলে সহস্রভণ ফল হয় । যে বিপ্র শ্রদ্ধা-

সহকারে একটীমাত্র ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিলে,

তাহার সমস্ত সমগ্র ঋগ্বেদপাঠের ফল হয় ।

সেই দ্বাদশীতে গোবিন্দপূজা করিলে, সপ্ত-

জন্মার্জিত বহু বা অল্প পাপ বিনষ্ট হয় । 'হে

দ্বিজোত্তম ! যে ব্যক্তি সেই দ্বাদশীতে স্নান

করিয়া উপবাস করে, সে সৰূপাপমুক্ত হইয়া

বিষ্ণুলোকে সাদরে বাস প্রাপ্ত হয় ।—১১।

যে মানব ভক্তিসহকারে এই দ্বাদশীতে লজ্জন

করে, তাহার স্বর্গে ব্রহ্মদিনব্যাপী সাদর বাস

তন্মিন্ দিনে তু সম্প্রাপ্তে যৎ কর্তব্যঃ

ব্রবীম্যহম্ ॥ ১৩,

একাদশ্যাং নিরাহারো দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চয়েৎ ।

গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ বিবিধৈবিধিবস্তরঃ ॥ ১৪

মংস্ত্রায় পাদৌ প্রথমঃ কুষ্ঠায় চ তথা কটিম্ ।

বরাহায়েতি জঠরং নরসিংহায় বা উরঃ ॥ ১৫

বামনায়েতি বৈ কণ্ঠং ভুজং রামদ্বয়েতি চ ।

যজ্ঞোদ্যমেতি চ মুখং প্রহাস্ত্রায়েতি নাসিকাম্ ॥

কৃষ্ণান্ধ্রা চ নেত্রে দ্বৈ বুদ্ধান্ধ্রা তথা শিরঃ ।

কঙ্কিনান্ধ্রা তথা কেশান বামনেতি চ সর্বাঙ্গঃ ॥ ১৭

ভক্ত্যা চারাদ্যা গোবিন্দং গোপালঞ্চ তথা নিশি

ততস্তত্শাগ্রতঃ শুদ্ধং ত্রসেৎ কৃষ্ণাজিনং বৃধঃ ॥

তত্শোপরি তিলানাস্ত কৃষ্ণানামাচকং ত্রসেৎ ।

মধ্যাতঃ প্রস্থমেকস্ত দরিরঃ কুডবং তথা ॥ ১৯

তিললাভে যবঃ কার্ধ্যা গোধূমাস্তদলাভতঃ ।

হয়। সেদিনে যাহা কর্তব্য, তাহা বল-

তেছি ;—মানব, একাদশীতে উপবাসী

ধাকিয়া, দ্বাদশীতে বিবিধ গন্ধ পুষ্প উপহারে

বিষ্ণুপূজা করিবে। পাদদ্বয়, ‘মংস্ত্রায়’ *

মস্ত্রে, কটি ‘কুষ্ঠায়’ মস্ত্রে, উদর ‘বরাহায়’

মস্ত্রে, বক্ষঃস্থল ‘নরসিংহায়’ মস্ত্রে, কণ্ঠ ‘বাম-

নায়’ মস্ত্রে, ভুজদ্বয় রাম ও ভৃগুরাম মস্ত্রে, মুখ

বলরাম মস্ত্রে, নাসিকা ‘প্রহাস্ত্রায়’ মস্ত্রে, নেত্র-

দ্বয় কৃষ্ণ নামে, মস্তক বুদ্ধ নামে, কেশ কঙ্কী

নামে এবং সর্বাঙ্গ বামন নামে পূজা করিবে।

তৎপরে ভক্তিসহকারে বিষ্ণুর গোবিন্দ নামে

ও রজনীতে গোপাল নামে আরাধনা করিয়া,

বিচক্ষণ ব্রতী, পূজিত দেবতার সম্মুখে শুদ্ধ

কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। তত্শোপরি এক

আচক, অথবা মধ্যাবস্থায় একপ্রস্থ এবং

দরিরের পক্ষে এক কুডব তিল স্থাপন

করিতে হয়। তিলের অভাবে যব এবং

যবের অভাবে গোধূম দিতে পারে। হে

* চতুর্গান্ত নামের পর “নমঃ” পদ

এবং পূর্বে প্রণব যোজ্য হওয়া উচিত।

কেবল নামগুলি চতুর্গান্ত, শেষে নমঃ এবং

প্রথমে প্রণব যুক্ত হইবে।

শুধঃ তত্র ফলং ব্রহ্মস্মিতিলৈঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ

সৌবর্ণং রৌপ্যতাম্রং বা পাত্রং কুর্ধ্যাৎ স্বশক্তিতঃ

প্রচ্ছাদ্য পাত্রং বাসোভিরহতৈঃ শূপরীক্ষিতৈঃ

সৌবর্ণং বামনং কুহ্মা সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্ ।

যথাশক্ত্যা কৃতং হ্রস্বং কৃতঘজ্ঞোপবীতনম্ ॥ ২২

এবংরপস্ত তং কুহ্মা বামনং ভক্তিমান নরঃ ।

স্থাপয়েৎ তত্ত্ব পাত্রস্থং ভক্ত্যা সম্যগুপোষিতঃ

পুষ্পৈর্গন্ধৈঃ ফলৈর্ধূপৈঃ কালোথৈরর্চয়েদ্ধ্বিরম্

পুঙ্কোক্তমস্ত্রবিধিনা ভোক্ত্যর্ভোজ্যৈশ্চ ভক্তিতঃ

মংস্ত্রঃ কুষ্ঠো বরাহশ্চ নারসিংহোহং বামনঃ ।

রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কঙ্কী চ তে দশ ॥ ২৫

এতৈর্হর্ষপদৈর্দেবং নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ।

ভক্তস্তত্র বিশেষণ ফলং কোটিগুণোত্তরম্ ॥

ততস্তত্ত্ব সমীপে তু দধিতভক্তং ঘটে ত্রসেৎ ।

কংকং বারিপূর্ণঞ্চ শূগন্ধদ্রব্যাসংযুতম্ ।

ছত্রকৈবাক্ষসূত্রঞ্চ পাত্রকে শুড়িকাং তথা ॥ ২৭

এবং সম্পূজ্য বিধবদেবদেবং জনাৰ্দ্দনম্ ।

ব্রহ্মন! সেই মানব তিলদান-প্রভাবে শূধ-

ফল লাভ করিবে। সৌবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র

বা তাম্রপাত্র যথাশক্তি করিবে; শূপরীক্ষিত

‘আহত’ বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া,

সৌবর্ণময় বামন ‘বিগ্রহ’ করিবে; বিগ্রহ হ্রস্ব,

অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী এবং যজ্ঞোপবীত-

সম্পন্ন হইবে। এইরূপ বামন বিগ্রহ ভক্তিসহ-

কারে স্থাপন করিয়া যথাবিধি উপবাসী ব্রতী,

কালসমুত্ত পুষ্প গন্ধ ফল ধূপ এবং ভক্ত্য-

ভোজ্য দ্বারা সেই পাত্রাবাহিত বামনদেবের

পূজা পুরোক্ত মন্ত্রে করিবে। ১২—২৪। মংস্ত্র,

কুষ্ঠ, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম,

কৃষ্ণ, (রামকৃষ্ণ) বুদ্ধ এবং কঙ্কী এই দশাব-

তার মন্ত্রে নৈবেদ্য দ্বারা (এবং অস্ত্রাঙ্ক

উপচার দ্বারা) নারায়ণপূজা করিবে। বিশেষ

ভক্তের ফল কোটিগুণ অধিক হয়। অন-

ন্তর ভাঁহার সমীপে ঘটে দধিতভক্ত স্থাপন

করিবে। শূগন্ধ দ্রব্যযুক্ত জলপূর্ণ কমণ্ডলু,

ছত্র, অক্ষসূত্র, পাত্রকাণ্ডগল এবং শুড়িকা

দিবে। দেবদেব জনাৰ্দ্দনকে এইরূপ যথা-

জাগরণে ওজ্র কুরীত গীতবাদিজনাগীতৈঃ ॥ ২৮
এবং সর্গরজজন্তে প্রভাতে বিমলে সতি ।
প্রদেয়ঃ শাস্ত্রবিদ্যেবে ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ২৯
বিকৃতভক্তায় শাস্ত্রায় বিশেষণে প্রদীয়তে ।
গুরো চ সতি নাস্ত্যৈ দাতব্যমিতি নিশ্চিতম্
বেদাধ্যোক্তে সমং দানং দ্বিগুণং তদ্বদে তথা ।
আচার্য্যো দানমেতৎক সহস্রগুণতং তথা ॥ ৩০
গুরো সতি ততোহস্তান্ত বতঃ যশ্চ নিরুদয়েৎ
স হুগ্ধতিমবাপ্নোতি দত্তং ভবত নিমিসম্ ॥ ৩১
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনাৰ্দ্দনঃ ।
মার্গস্থো বা বিমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ॥ ৩২
প্রতিপন্নঃ গুরুঃ যশ্চ মোহাশ্চি প্রতিপন্নাতৈ ।
স জন্মকোটিং নরকে পচ্যাতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৩
এবং দশা বিধানেন ব্রাহ্মণায় চ ভক্তিত্তঃ ।
মত্রেণানেন দাতব্যং পুরাণপঠিতেন চ ॥ ৩৪
মত্রেণ প্রতিগৃহীত্বাদ্ ব্রাহ্মণশ্চ দ্বিজোত্তম ॥ ৩৫

বিধি পূজা করিয়া গীত-বাদ্যশব্দে সমস্ত রাজি
জাগরণ করিবে। এইরূপে সমস্ত নিশা
শেষ ও নির্মল প্রভাতে হইলে, শাস্ত্রজ কুটুম্ব-
ভরণাসক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। শাস্ত্র
বিকৃতভক্ত ব্রাহ্মণকে ত বিশেষরূপে দান
করিবে; আচার্য্য থাকিলে, অন্য কাহাকেও
দান করিবার প্রয়োজন নাই। বেদাধ্যায়ী
ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমকল, বেদজ
ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ কল এবং
আচার্য্যকে এক দান সহস্রগুণ ফলজনক হয়।
যে ব্যক্তি গুরু আচার্য্য থাকিলে ব্রহ্মদ্রব্য
অপরকে দান করে, তাহার দুর্গতিলাভ
হয় এবং দানকল হয় না। বিজ্ঞানী হউন
আর বিদ্যাম্পন্ন হউন, গুরুই
জনাৰ্দ্দন। সংপথস্থ হউন আর অসং-
পথস্থ হউন, গুরুই সৰ্বকালীন গতি।
যে পুরুষাধম, সমাগত গুরুর প্রতি
বিকৃত ব্যবহার করে, তাহার কোটি
জন্ম নরক ভোগ হয়। এইরূপে ভক্তিসহ-
কারে বক্ষ্যমাণ পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা
ব্রাহ্মণকে দান করিবে; হে দ্বিজোত্তম!

বামনো বুদ্ধিদো দাতা জবাস্তো বামনঃ স্বয়ম্ ।
বামনোহস্ত প্রদাতা বৈ বামনায় নমো নমঃ ॥

(ইতি দানমন্ত্রঃ ।)

বামনঃ প্রতিগৃহ্যতি বামনো মে দদাতি চ ।
বামনস্তারকো দ্বাভ্যাং বামনায় নমো নমঃ ॥ ৩৬

(ইতি প্রতীগ্রহমন্ত্রঃ ।)

অন্নং প্রজাপ, তবিশুক, দেহশাশিত্যরাঃ ।
অন্নং স্বয়ং যমোহস্তেব পাপং হরতু মে সদা ॥ ৩৭

(ইতি ব্রাহ্মদানমন্ত্রঃ ।)

পৰ্জ্জন্তো বরুণঃ সূর্য্যঃ সালিলং কেশবঃ শিবঃ ।
অষ্টা যমো বৈশ্বনরঃ পাপং হরতু মে সদা ॥ ৩৮
(ইতি সালিলদানমন্ত্রঃ ।)

বিপ্রাণাঃ ভোজনং দদ্যাদ যথাসক্ত্যে দক্ষিণাম্
পুষদাজ্জাঞ্চ সম্প্রাপ্তা পশ্যাদ্ ভুক্তাত বাগ্ধবতঃ
তুগো যথচ্ছয়া রাত্রৌ সন্মত্রেয়সি বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
সমাপাতে ত্রতে তাম্বন ব্রহ্মন শৃণু চ যৎ ফলম্
ব্রহ্মণঃ প্রদয়ং যাবৎ তাবৎ স্বর্গে মধীয়তে ॥ ৪০

অনন্তর ব্রাহ্মণও দাতার নিকট বক্ষ্যমাণ মন্ত্র
উচ্চারণ করত প্রতিগ্রহ করিবে। ২৫—৩৬।
বামন দানবুদ্ধিপ্রদ, স্বয়ং বামনই জবাস্তিত,
বামনই ইহার প্রদাতা; অতএব বামনকে
বারবার নমস্কার (এই দানমন্ত্র)। বামন প্রতি-
গ্রহীতা, বামন দাতা, বামনই উভয়ের নিস্তার-
কর্তা; বামনকে বার বার নমস্কার (এই
প্রতীগ্রহ মন্ত্র)। অন্নই প্রজাপতি, (বিশু,
করু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, আগ্ন, বায়ু এবং
যমঃ অন্ন আমার সর্বপাপ হরণ করুন
(এই অন্নদান-মন্ত্র)। জন্মই পৰ্জ্জন্ত, বরুণ,
সূর্য্য, বিশু, শিব, বিশ্বকর্মা, যম এবং কুবের;
জন্ম আমার সতত পাপ হরণ করুন (এই
জন্ম-দানমন্ত্র)। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে
ভোজন করাইবে, যথাসক্তি দক্ষিণা দিবে,
পরে দ্ব্যর্থাবদু ভোজন কারয়া মৌন হইয়া
ভোজন করিবে; রাজিতে পুনরায় যথচ্ছা
ক্রমে ভোজন করিবে; এই বিধি সর্গজ
জানিবে। হে ব্রহ্মন! ত্রত সমাপ্ত হইলে,
যে কল হয়, তাহা ভবণ কর; সেই ব্যক্তি

ব্রহ্মলোকাদিলোকেষু ভূক। ভোগাননেকশঃ ।
পুনঃ স্বর্গাদ্ ভূং প্রাপ্য জায়তে মহতাং কুলে
সপ্তদ্বীপাধিপত্যঞ্চ প্রাপুয়ামাত্র সংশয়ঃ ।
সর্বান কামানবাপ্রোতি ততো মুক্তিকং গচ্ছতি
ইন্দ্রস্বাবরজো দেবো রমাস্তদয়নন্দনঃ ।
বানর্বন্ধস্য দেব গৃহণার্য স্ত সামন ॥ ৪৬

(ইত্যর্থমঙ্গঃ ।)

ইত্যদং শৃণুয্যতি ত্যঃ পঠেদ্ ব্রহ্মহুতমম ।
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ শ্রবণবাদীশীকণম ॥ ৪৭
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো সৃষ্টি-
যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে শ্রবণবাদীশীকণকথনং
নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

বোড়িশোধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

অস্তদ্বাত্তমিদং বক্ষ্যে শৃণুং মুনিপুংগবাঃ ।
সৌভাগ্যবর্ধনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম ॥ ১

ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্বর্গপুঞ্জিত হয় ।
ব্রহ্মলোকাদি স্থানে বহু ভোগ করিয়া স্বর্গ-
ভোগান্তে পৃথ্বীতে মহৎকূলে তাহার পুন-
র্জন্ম হয় এবং সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ হয়,
ইহাতে সংশয় নাই । সর্ব অন্যন্ত লাভ এবং
মুক্তি লাভও তাহার হয় । হে দেব !
আপনি ইন্দ্রের কন্যাসঙ্গের, লক্ষ্মীর
সুহৃদানন্দনায়। আপনি বলিষ্ঠে বন্ধ করিয়া-
ছেন ; হে বামন ! (বামন প্রদত্ত)
অর্ঘ্য গ্রহণ কর । (এই অর্থানামঙ্গ) । যে
ব্যক্তি এই অষ্টোত্তর যজ্ঞের ১ঠা বা শ্রবণ
করে, সে ব্যক্তি সঙ্গ পাশুরূপ হয় এবং
শ্রবণ-বাদী কল প্রাপ্ত হয় ৩১—৪২ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

বোড়িশ অধ্যায় ।

সুত বলিলেন,—হে মুনিবর গণ !

সৌভাগ্যবর্ধক মহাপাতকনাশক অস্ত্র ব্রত

সর্বহুত্তোপশমনং সর্বৈশ্বর্যপ্রদং শিবম্ ।
যঃ যঃ কাময়তে কাম্যং তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ
পুরা দেবেন কজ্জেন লঙ্কঃ কাম্যে তুরাসদঃ ।
উপোষিতা তিথিস্তেন তেনানন্দজয়োদনী ॥ ৩
শুরুপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মাসি মার্গশ্রে দ্বিজাঃ
অন্যং কৃৎযাং বিধিনা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ
ভক্ত্যা তনুজয়া দেবং পূজয়েচ্ছাশিশেখরম্ ।
পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ কলৈস্তথা ॥ ৫
শঙ্কুনাম্রা তিলৈর্হোমঃ কৃৎযাদষ্টোত্তরং শতম্ ।
অনঙ্গনাম্রা সম্পূজ্য মধু প্রাঞ্জ্য অপোরশি ॥ ৬
দশানাম্রমধোধানাং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭
যোগেশ্বরং সূসম্পূজ্য পৌষে প্রাম্যত চন্দনম্
রাজস্বয়ং যজ্ঞস্য কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
নাটেশ্বরং সূসম্পূজ্য মাঘমাসে জিতে স্রয়ঃ ।
মৌক্তিকং প্রাঞ্জ্য বিপ্রৈস্ত্র্যঃ কলং ওস্ত বদা-
ম্যহম্ ।

বলিতেছি, শ্রবণ করুন । এই মঙ্গলজনক
ব্রত সর্বহুত্তের উপশমকারক এবং সর্বৈশ্বর্য-
প্রদ । মানব যাহা যাহা কামনা করিবে, এই
ব্রতপ্রভাবে তৎসমস্তই পাইবে । পূর্বে
কজ্জদেব, তুরাসদ কাম্যকে এই তিথিতে লঙ্ক
করেন, সেইজন্ত ইহার নাম অনন্দজয়োদনী
এই তিথিতে উপবাস করিতে হয় । হে
দ্বিজগণ ! অগ্রহায়ণ মাসে শুরুপক্ষের ত্রয়ো-
দশীতে বিধিপূর্বক অনান উপবাস করিয়া
যজ্ঞেন্দ্রিয় ইহা নানাবিধ পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য
এবং কল দ্বারা অগাধরূপ ভক্তি সহকারে
দেবদেব চন্দ্রশেখরের পূজা করিবে । শঙ্কু-
নাম দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিলহোম করিবে ।
অনঙ্গ নামে পূজা করিয়া মধুমাত্র আহার
করিয়া ব্রাত্বেতে নিদ্রা যাইবে । ইহাতে মানব
দশ অধমেঘের কল লাভ করিবে । পৌষ
মাসে শিবের যোগেশ্বর নামে পূজা করিয়া
চন্দনমাত্র আহার করিয়া থাকিলে রাজস্ব-
যজ্ঞের কল লাভ হয় । ১—৮। মাঘ মাসে ইন্দ্র-
সংমপূর্বক শিবের নাটেশ্বর নামে পূজা
করিয়া মুক্তচূর্ণমাত্র আহার করিয়া থাকিলে

বহুবর্ণস্ত যজ্ঞস্ত ফলং শতং ৭ং তবেৎ ॥ ৯
সম্পূজ্য কান্তনে বীরং কঙ্কোলং প্রাশয়েন্নশি
গোমেধস্ত ফলং প্রাপ্য মোদতে দেবরাড়িব ॥
সুরূপং নাম দেবেশং চৈত্রে রত্নবিনিশ্চিতম্ ।
কপূরং প্রাশয়েজ্যোজৌ নরমেধফলং লভেৎ ॥ ১১
বৈশাখে চ মহারূপং দেবেশং প্রপূজয়েৎ ।
জাতীকলং সম্প্রাপ্ত্য গোমহেশফলং লভেৎ ॥
জ্যৈষ্ঠে প্রহ্ময়ানমানং লবঙ্গং প্রাশয়েন্নশি ।
বাজপেয়স্ত যজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণোত্তরম্ ॥ ১৩
উমাভর্তেতি নামানমাষাঢ়ে সংপ্রপূজয়েৎ ।
তলোদকস্ত সম্প্রাপ্ত্য পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ১৪
পূজয়েচ্ছ্রাবণে মূলপাণিনং পরমেশ্বরম্ ।
প্রাশয়েদ্ গন্ধভোয়স্ত অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ
মাসে ভাদ্রপদে বিপ্রাঃ সজোজাতং প্রপূজয়েৎ

যে ফল হয়, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহা আমি বলিতেছি; বহু সুর্যযজ্ঞের শতগুণ ফললাভ তাহার হয়। কান্তনে মাসে শিবের বীর নামে পূজা করিয়া রজনীতে কটুকল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সে ব্যক্তি দেবরাজের স্তায় আনন্দ-ভোগ করিয়া থাকে। চৈত্র মাসে রত্ন-নিশ্চিত দেবদেব-প্রতিমার শিবের সুরূপ নামে পূজা করিয়া রজনীতে কপূর মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে নরমেধ-যজ্ঞের ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসে দেবদেবের মহারূপ নামে পূজা করিয়া জাতীকল মাত্র আহার করিয়া থাকিলে গো-সহস্র-দানের ফল হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের প্রহ্ময় নামে পূজা করিয়া রজনীযোগে লবঙ্গ-মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে বাজপেয় যজ্ঞের ষাটগুণ অধিক ফল হয়। আষাঢ় মাসে শিবের উমাভর্তা নামে পূজা করিয়া তিলোদক মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ হয়। শ্রাবণ মাসে পরমেশ্বরকে মূলপাণি নামে পূজা করিয়া গন্ধজল মাত্র পান করিয়া থাকিলে, অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে বিপ্র-

অগুরুঃ প্রাশয়িত্বা তু সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ১৬
মাসে চার্ষযুজে প্রাপ্তে ত্রিদশাধিপতিং যজ্ঞেৎ
স্বর্ণোদকস্ত সম্প্রাপ্ত্য স্বর্ণকোটিকলং লভেৎ ॥ ১৭
বিশেষ্বরং কার্তিক্যাং পূজয়েদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।
মদনস্ত ফলং প্রাপ্ত্য কামবদ্ ভ্রাতৃমান ভবেৎ
প্রতিমাসং প্রবক্ষ্যামি দম্বকাঠানি বৈ দ্বিজাঃ ।
মল্লিকা খাদিরকৈব প্লক্ষপামার্গজং তথা ॥ ১৯
জম্বুত্বহরজাখং মালতীবটজং তথা ।
কাদম্বকং তথা প্লাক্ষদূর্ধ্বা চৈব শিরীষজম্ ॥ ২০
বিপ্রাঃ শূণ্ড পুষ্পানি নৈবেদ্যানি তথৈব চ ।
মালত্যাঃ প্রথমং তাবৎ ততো মকুবকং তথা ॥
করবীরং তথা কুন্দমর্কপত্রাণি সূত্রতাঃ ।
ততো মন্দারপুষ্পাণি মল্লিকাকুসুমানি চ ॥ ২২

গণ! ভাদ্র মাসে শিবকে সদ্যোজাত নামে পূজা করিয়া অগুরু মাত্র ভোজন করিয়া থাকিলে সর্বযজ্ঞ-ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে শিবের ত্রিদশাধিপতি নামে পূজা করিয়া সুবর্ণজল মাত্র পান করিয়া থাকিলে কোটিবর্ষদানের ফললাভ হয়। কার্তিক মাসে ভক্তিসহকারে শিবকে বিশেষ্বর নামে পূজা করিয়া মদনফলমাত্র আহার করিয়া থাকিলে কামের স্তায় ভ্রাতৃসম্পন্ন হয়। ৯—১১। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে প্রতিমাসের দম্বকাঠ কি, তাহা বলিতেছি;—মল্লিকা, খদির, প্লক্ষ, অপামার্গ, জম্বু, উডুঘর, অম্বখ, মালতী, বট, কদম্ব, প্লক্ষ, * দূর্ধ্বা এবং শিরীষের (কাঠ-দ্বারা দম্বধাবন কর্তব্য)। হে বিপ্রগণ! তৎপরে পুষ্প ও নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ করুন;—প্রথম মাসে মালতীপুষ্প, অনন্তর কুবক, করবীর, কুন্দ, অর্কপত্র, মন্দারপুষ্প,

* ‘প্লক্ষ’ নাম দুইবার আছে। আর দূর্ধ্বা দ্বারা দম্বধাবন সুদৃষ্টব্য নহে। অতএব হয় এক প্লক্ষ না হয় দূর্ধ্বা লেখকপ্রমাদে লিখিত। নতুবা জ্যোদিশ প্রকার দম্বকাঠ হয়।

কাদম্বঃ যুথিকাপ্পঃ ধৃত্তয়ং শতপত্রকম্ ।
 দুর্বাঙ্কুরাণি দেয়ানি নৈবেদ্যানি যথাক্রমম্ ॥২৩
 ওদনং কুশরৈকৈব শর্করামৌদকাস্তথা ।
 কংসারং যাবকাস্তত্র ততঃ সোহালিকা ভবেৎ
 পঞ্চ খাণ্ডং পরং প্রোক্তং ঘৃতপুন্নমন্তরম্ ।
 শালিভক্তেন নৈবেদ্যং গুণকাস্তদনন্তরম্ ॥ ২৫
 নানাবিধারং নৈবেদ্যং কার্ত্তিক্যাং পরিকল্পয়েৎ
 পূজানামানি বক্ষ্যামি শৃগুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২৬
 শঙ্করায় নমঃ পাদৌ গোঠৈঃ গুল্ফৈঃ শিবায় চ
 শিবায়ৈ জাহ্নুনী পূজ্য শস্ত্রবায়েস্তবায় চ ॥২৭
 কটিং মন্থনশায় মদনায়ৈ সুরেশ্বরে ।
 নাভিং ভবায় সম্পূজ্য ভবান্তৈ নমঃ ইতুমাম্
 বক্ষ্যে দেবাধিদেবায় অর্পণায়ৈ নমঃ শিগাম্ ।
 স্তনৌ বিশেষরায়ৈতি স্পৃহকাস্তিষ্ঠ্য নমো নমঃ ॥

কদম্বপুষ্প, যুথীপুষ্প, ধৃত্তরপুষ্প, পদ্ম এবং
 দুর্বাঙ্কুর (যথাক্রমে পুষ্প) । ওদন, কুশর,
 শর্করা, মৌদক, কংসার (সংযাব), যাবক,
 সোহালিকা, পঞ্চখাণ্ডা, ঘৃতপুন্ন, শালিভক্ত
 নৈবেদ্য এবং গুণক এষ্টগুলি (একাদশ
 মাসের) ক্রমিক নৈবেদ্য । কার্ত্তিক মাসে
 নানাবিধার-নৈবেদ্য দিবে । এক্ষণে পূজানাম
 কীর্ত্তন করিতেছি । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! শ্রবণ
 কর ;—‘শঙ্করায় নমঃ’ মন্ত্রে পাণ্ডুর-পূজা,
 ‘গোঠৈঃ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘শিবায় নমঃ’
 মন্ত্রে গুল্ফদ্বয়-পূজা, ‘শিবায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে
 দুর্গাপূজা ‘শস্ত্রবায়’ ‘উত্তবায়’ মন্ত্রে জাহ্নুদ্বয়-
 পূজা, ‘শিবায়ৈ * মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘মন্থন-
 শায়’ মন্ত্রে কটিপূজা, ‘মদনায়ৈ’ মন্ত্রে
 সুরেশ্বরীর পূজা, ‘ভবায়’ মন্ত্রে নাভিপূজা,
 ‘ভবান্তৈ’ নমঃ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘দেবাধিদেবায়’
 মন্ত্রে বক্ষঃপূজা, ‘অর্পণায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা,
 ‘বিশেষরায়’ মন্ত্রে দ্বারা স্তনদ্বয়পূজা, ‘সুর-

কণ্ঠং ভৌমোগ্ররূপায় গিরিজায়ৈ নমঃ শিবাম্ ।
 স্বস্ত্বং ত্রিদশবন্দ্যায় ত্রিশূলিন্তৈ নমঃ শিবাম্ ॥
 বাহু ধুর্জটয়েতু্যক্তা ধূসরায়ৈ নমঃ শিবাম্ ।
 হস্তৌ শূলধরায়ৈতি শূলিন্তৈ নম ইতুমাম্ ॥৩২
 মুখং দেবস্ত সম্পূজ্য বামদেবেতি বামতঃ ।
 বামায়ৈ নম ইতু্যক্তা নাসারৈকৈব কপালিনে ॥৩৩
 মূড়ান্তৈ নম ইতু্যক্তা ললাটক্ষেপ্ণুধারিণে ।
 অলকায়ৈ নমঃ পশ্চাৎ ত্রিনেত্রায় নমস্তথা ॥৩৪
 ত্র্যাক্ষ্য সম্পূজয়েদ্ দেবীঃ শিরোগঙ্গাধরায় চ
 কাত্যায়নীং ততঃপূজ্য ব্যোমকেশায় বৈ নমঃ
 কেশান সম্পূজ্যবিধিবৎ কেশিন্তৈ চ নমো নমঃ
 এবং সংবৎসরে পূর্ণে সৌবর্ণং কারয়েচ্ছবম্ ।
 তাত্ত্রপাত্রে তু সংস্থাপ্য কলসোপরি বিস্তৃসেৎ ॥
 শুক্রবস্ত্রেণ সঙ্কাজ্য সম্পূজ্য বিধিবদ্ দ্বিজাঃ ।
 আচাধ্যায়াথ তং দদ্যাদ্ বিস্তৃশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।
 কলসাঃ সৌদকা দেয়া ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদক্ষিণাঃ ।

কার্ত্ত্যৈ নমো নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ভৌমোগ্র-
 রূপায়’ মন্ত্রে কণ্ঠপূজা, ‘গিরিজায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে
 দুর্গাপূজা, ‘ত্রিদশবন্দ্যায়’ মন্ত্রে স্বস্ত্বপূজা,
 ‘ত্রিশূলিন্তৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ধুর্জটয়ে’
 মন্ত্রে বাহুদ্বয়পূজা, ‘ধূসরায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গা-
 পূজা, ‘শূলধরায়’ মন্ত্রে হস্তদ্বয়পূজা, ‘শূলিন্তৈ
 নমঃ’ এই মন্ত্রে দুর্গাপূজা, বামদেব মন্ত্রে
 দেবদেবের মুখপূজা করিয়া তদ্বামভাগে
 ‘বামায়ৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা ‘কপালিনে’
 মন্ত্রে নাসাপূজা, ‘মূড়ান্তৈ নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা,
 ‘ইন্দুধারিণে’ মন্ত্রে ললাটপূজা, ‘অলকায়ৈ নমঃ’
 মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘ত্রিনেত্রায় নমঃ’ মন্ত্রে নেত্রপূজা,
 ‘ত্র্যাক্ষ্য’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা, ‘গঙ্গাধরায়’ মন্ত্রে
 শিরঃপূজা, কাত্যায়নীমন্ত্রে দুর্গাপূজা এবং
 ‘ব্যোমকেশায় নমঃ’ মন্ত্রে যথাবিধি কেশপূজা
 ও ‘কেশিন্তৈ নমো নমঃ’ মন্ত্রে দুর্গাপূজা
 করিবে । এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে,
 সুবর্ণময় শিব নির্মাণ করা হইবে । শুক্রবস্ত্রা-
 চ্ছাদিত কলসোপরি তাত্ত্রপাত্রে স্থাপিত সেই
 সুবর্ণশিব যথাবিধি পূজা করিয়া বিস্তৃশাঠ্য
 পারিত্যাগপূর্বক আচাধ্যাকৈ তাহা দান

* শঙ্করপূজায় অন্ত নামমন্ত্র না থাকায়
 পূর্বানুযুক্তি করতে হইল । মন্ত্রের আদিতে
 প্রণব এবং অন্তে “নমঃ” না থাকিলে “নমঃ”
 যোগ করিতে হইবে ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা শিবভক্তিপরায়ণান্
এবং কৰোতি যো বিপ্রা ভক্ত্যানঙ্গত্রয়োদশীম্
প্রাপ্নোতি রাজ্যং সৌভাগ্যং পুত্রাংশ্চ চির-

জীবনঃ ।

শিবলোকক সম্প্রাপ্য শস্তোঃ প্রিয়তমো ভবেৎ
ইতি শ্রীব্রহ্মপুণ্যোপপুরাণে শ্রীশিবোক্তে সূত
শৌনকসংবাদেহনঙ্গত্রয়োদশীব্রতকথনং
নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

যদুক্তং ভবত্য সূত নৈকং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
কৃতকাঞ্চলমম্ভর্মানসি হৃষিশান নঃ ॥ ১
ভক্তিশ্চ শাস্তে শস্তো জাতাত্মকং হি শাস্ততী
বর্ণাশ্রমাচারবিধি মদানোঃ ক্রিতি তত্ত্বতঃ ॥ ২
সূত উবাচ ।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং বিধং বক্ষ্যামি সূরভাঃ ।

করিবে। ব্রাহ্মণগণকে জলপূর্ণ কুম্ভ দক্ষিণা
সহ প্রদান করবে। শিবভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ-
গণকে ভক্তসহকারে ভোজন করাইবে। হে
বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এইরূপে
অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত করে, সে ব্যক্তি রাজ্য,
সৌভাগ্য, চিরজীবী পুত্র প্রাপ্ত হয়। (অন্তে)
শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া শিবের প্রিয়তম হইয়া
 থাকে। ১১—৩৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত! নৈকল
উত্তম জ্ঞানের কথা আপনি যাহা-বলিয়াছেন,
তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি এবং মন
স্থত হইয়াছে। সনাতন শিবের প্রতি নিত্য-
ভক্তি আমাদিগের জন্মিয়াছে। এক্ষণে বর্ণা-
শ্রমাচার-বিধি যথার্থতঃ বলুন। সূত
বলিলেন,—হে সূরভগণ! পূর্বে পরমেষ্ঠী

যহক্ৰং তানুমান পূর্ষঃ মনবে পরমেষ্ঠিনে ॥ ১
যেন বিশ্বেশ্বরঃ শক্তুঃ কৰ্ম্মযোগরটে : সদা ।
আবাধ্যাক্ৰে ন চান্তেন ইতোষা বৈদিকীক্ৰতিঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্রত্বৈয়া বৈষ্ণবঃ কৃষ্ণঃ শূদ্র উচ্যতে ।
বর্ণাশ্রমচার এবৈতে ত্রয় আদ্যা বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥
গৃহস্তো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থ্য যতিস্তুথা
চত্বারশ্রমাশ্রমাস্তেযাং পঞ্চমো মোপপদ্যতে ॥ ৬
সম্বেষামাশ্রমাণঞ্চ বিহিতং দণ্ডধারণম্ ।
ন দণ্ডেন বিনা কশ্চিদাশ্রমোতি নিগদ্যতে ॥ ৭
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ দণ্ডী কৃষ্ণাজিনধরস্তুথা ।
মেখলী চ তথ মুণ্ডী শিখী বা যদি বা জটী ।
ভিক্ষাহারেণ সততং বর্জ্যং তন্ত সূরভাঃ ॥ ৮
অগ্নিকার্য্যং তথা কুর্য্যাৎ সায়ং প্রাতর্ঘথাবিধি ।
অগ্নিকার্য্যপরিতাগী পাত্ততঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ ৯
স্নাত্ব স্তূর্ণ্য দেবাদান্ দেবভ্যতর্জ্যনং ততঃ

* সূর্য্য মনুকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনু-
সারে চতুর্ধার বসিতোছি। এই আচার
অনুসারে কৰ্ম্মযোগরত হইলে শিবসেবার্থনা
করা যায়, অন্য প্রকারে নহে; এইরূপ
বেদোপদেশ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্রত্বয়, বৈষ্ণ
এবং শূদ্র এই চারি বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম
তিন বর্ণ দ্বিজ। গািহস্থা, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ
এবং সন্ন্যাস (যত্যাশ্রম) দ্বিজগণের এই
চারি আশ্রম, পঞ্চম অর্থাৎ এতদতিরিক্ত
আশ্রম নাই। সকল আশ্রমেই দণ্ডধারণ
বিহিত, দণ্ড না থাকিলে কাহাবেও আশ্রমীই
বলা যায় না। ব্রহ্মচারী দণ্ড, কৃষ্ণাজিন ও
মেখলা ধারণ করিবে, মুণ্ডতমুণ্ড শিখাধারী
অথবা জটিল হইবে। হে সূরভগণ! ভিক্ষা-
হারে জীবিকা নিবাহ তাহার সতত বর্জ্য।
সায়ং কালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিকার্য্য
(হোমাদি) ব্রহ্মচারীর নিত্য বর্জ্য
কার্য্যপরিতাগী ব্রহ্মচারী সর্বকৰ্ম্মে পাত্তত
(অনধিকারী)। ১—৯ স্নান, দেবাদ্যতর্পণ, দেব-

* মূল “পরমেষ্ঠিনা” পাঠ উত্তম। “পর-
মেষ্ঠিনে” পাঠ থাকিলে তাহা মনু প্রশংসার্থ
বিশেষণ।

অভিবাদনশীলঃ স্তাদ্বুদ্ধৈশ্চ যথাক্রমম্ ॥ ১০
কৃত্ত্বাভিবাদনে কুধ্যাত্মৈব প্রকৃতিভিবাদনম্ ।
করোত নাভিবাদোহ্যসৌ যথ শূদ্রস্তথৈব ॥ ১১
আধ্যাত্মিক বৈদিক বা তথা লৌকিকম্ বা
আদর্শীত গুরোর্বিশ্রাম্য তং পূর্যমভিবাদয়েৎ ॥
অসাবর্ণ্যমিহ জ্ঞায়ং প্রত্যাখ্যায় যবায়সঃ ।
নাভিবাদোহ্য বিপ্রৈঃ কাক্যাদ্যঃ কংক্ষম ॥ ১২
শিষ্টানাঞ্চ গৃহান্তিত্যং ভিক্ষামাহৃত্য সুব্রতঃ ।
নিবেদ্য গুরুবেহ্মগীর্ষাঘৃণতস্তদুদ্রয়ঃ ॥ ১৩
ভৈক্ষ্যেণ বর্জনং ন ত্যজেনৈকান্দ্রাদী ব্রতা ভবেৎ
উপবাসসমা ভিক্ষা প্রোক্তা বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
অনারোগ্যমনামুষ্ণামম্বর্গ্যাকাংক্ষিতোজ্ঞম্ ।
অপুণ্যং লোকবিদ্বষ্টং তস্মাৎ তৎ পারবর্জ্যয়েৎ
প্রাণুখোহন্নাদি ভুক্তাত স্ত্রীয়াভিমুখ এব বা ।
নাভ্যাহ্নব্রুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১৭

পূজা এবং উপস্থিত ব্রহ্মচারীরা যথাক্রমে
অভিবাদন ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, অভিবাদন করিলে
যে ব্যক্তি প্রত্যাভিবাদন না করে, তাকে
অভিবাদন করিতে নাই; সে ব্যক্তি শূদ্রবৎ ।
আধ্যাত্মিক, বৈদিক বা লৌকিক জ্ঞান যাহা
হইতে লাভ করা যায়, সেই গুরুকে অগ্রে
অভিবাদন করিবে । উপদেশঃ বয় কনিষ্ঠ
হইলে, (তিনি আসিবামাত্র) প্রত্যাখ্যান করিয়া
'অসাবহম্' (এই আমি) বলিবে । ব্রাহ্মণ
কৃত্রিয়দিগকে কোন প্রকারেই অভিবাদন
করিবে না । ব্রহ্মচর্যপরাধণ ব্যক্তি শিষ্ট-
গণের গৃহ হইতে নিত্য ভিক্ষা আহরণপূর্বক
গুরু নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা-
ক্রমে মৌনবল্বনে ভোজন করিবে । নিত্য
ভিক্ষালব্ধ বস্ত্র দ্বারা জীবিকানির্বাহ ব্রহ্ম-
চারীর কর্তব্য । মাত্র একজনের অন্ন ভোজন
করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য নহে । ব্রহ্মচারী-
দিগের পক্ষে ভিক্ষা উপবাস-তুল্য বলিয়া
কোষিত হইয়াছে । অতিভোজন—রোগকর,
আয়ুর্হানিকর, অম্বর্গ্য, অপুণ্য এবং লোক-
বিদ্বষ্ট; অতএব অতিভোজন পারত্যাগ্য ।
পূর্যমুখ হইয়া বায়ে দিকে স্ত্রী, ভদ্রভিক্ষ

পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবাদ্যমা প্রযতো দ্বিজঃ ।
ভুক্তীত মৌনী সততং স্মরেদ্ দেবং সপাশিবম্
সোপানংকো জলভ্যো বা সোকাযোনাচমেদবুধঃ
ন চৈব বধবারাঃ স্তন্য তিন প্রলম্বন চ ॥ ১৯
প্রাণীনাং ত্রিরসঃ পূর্বং ব্রাহ্মণ প্রযতো দ্বিজঃ
সংবৃণ্তমুনেন মুণ্ডৈকবমুপস্পৃশেৎ ॥ ২০
অঙ্গুষ্ঠানামকাভ্যাক সস্পৃশেন্নয়নদ্বয়ম্ ।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জ্বীভ্যাক সস্পৃশেন্নাসানাপুটে ॥ ২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে যোগে স্পৃশেচ্ছ্রোত্রযুগং দ্বিজঃ ॥ ২২
সমভিরঙ্গুলীভ্যশ্চ হৃদয়ঞ্চ তগেন বা ।
সস্পৃশেৎগৈশ্চ শিরস্তঙ্গুষ্ঠানথব দ্বয়ম্ ॥ ২৩
বিশ্রান্ত দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মস্পৃশমুদায়ুগং ।
দ্বিবাঃ মুহুর্পুণ্যেষ চ শরীর্যাসঃ দক্ষণামুখঃ ॥ ২৪

হইয়া অন্নাদি ভোজন করিতে হয় । উত্তর-
মুখ হইয়া ভোজন কর্তব্য নহে; ইহা নিত্য
নিয়ম । দ্বিজ, পাদপ্রক্ষালন ও যথাবিধি
আচমন করিয়া পাবত্র হইয়া মৌন বল্বন ও
সদাশিব স্মরণ করত ভোজন করিবে । পাছকা
পায়রা, জলে থাকিয়া * বা উকীষ পরয়া
আচমন করিবে না । বৃষ্টিজলেও আচমন
করিবে না । দাড়াইয়া বা কথা কাহতে কাহতে
আচমন করিবে না । পাবত্র দ্বিজ, ব্রাহ্মভীর্যে
তিন বার জলপান করিবে । ১০—১২। সঙ্ক-
চিত্তাঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও
অনামিকা দ্বারা নয়নদ্বয় স্পর্শ করিবে । অঙ্গুষ্ঠ
ও তর্জ্জ্বী দ্বারা নাসাপুট স্পর্শ করিবে । কনিষ্ঠা
ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে ।
সকল অঙ্গুল বা করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ
করিবে, মস্তকও সেইরূপ স্পর্শ করিবে;
অথবা হৃদয় ও মস্তক দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ
করিবে † । দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত দিয়া,

* জলস্বের আচমন নিবেদ স্বলসাধ্য
কর্ম্মক্ষে ।

† শাখাবিশেষে এইরূপ আচমন হইতে
পারে । নতুবা মূলে পাঠের অন্তর্ভুক্ত আছে ।
এতদ্দেশে একপ আচমন বিহিত নহে ।

আচ্ছাদ্য পৰ্ণৈর্বন্থাং তুণৈৰ্বা মোনসংযুতঃ ।
 শিরঃ প্রাবৃত্য বিপ্রেন্দ্রা নান্তথা চ কদাচন ॥ ২৫
 পথি গোষ্ঠে নদীতীরে চ্ছায়ায়াং কুপসন্নিধৌ ।
 তুষাকারকপালেষু ন ক্ষেত্রে ন চতুস্পথে ॥ ২৬
 নোদ্যানেন ন শ্মশানে চ ন পশ্চস্তারকাদিকান
 ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণযোগৈবাম ॥ ২৭
 শৌচং পশ্চাৎ প্রকুবীত গন্ধলেপক্ষয়াবধি ।
 আস্তরং মনসঃ শুদ্ধিৰ্ব্থা ভবতি তদ্ দ্বিজাঃ ॥ ২৮
 জিতেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রাৎ সততং বজ্রাস্ত্রাক্রোধনঃ শুচিঃ ।
 প্রযুক্তীত সদা বাচঃ মধুরাং হিতভাষিনীম্ ॥ ২৯
 পরোপহাভং পৈশুন্ত্যং কামং লোভং তথৈব চ
 দ্যুতং জনপরীবাদং স্ত্রীক্ষেণ্যলস্তুনং তথা ॥ ৩০
 গন্ধমালাং রসং ছত্রং বর্জয়েদ্ দন্তধাবনম্ ।
 সর্ষং পর্ঘ্যবিতং বর্জ্য্যঃ কৃতঞ্চ লবণং তথা ॥ ৩১
 মলাপকর্ষণং স্নানং শূদ্রাদৈরতিভাষণম্ ।
 গুরোরবজ্ঞাং সততং ব্রহ্মচারী বিবর্জয়েৎ ॥ ৩২

দিবসে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে দক্ষিণ
 মুখ হইয়া মলত্যাগ ও প্রস্রাব করিবে । হে
 বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! ভূতল তৃণ বা পত্র দ্বারা আচ্ছা-
 দন, মস্তক আবরণ ও মোনাবলম্বন করিয়া
 (মলত্যাগ প্রস্রাব করিবে ।) অন্তরূপ কদাচ
 কর্তব্য নহে । পথ, গোষ্ঠ, নদীতীর, ছায়া,
 কুপসমীপ, তুষ, অঙ্গার, কপাল, ক্ষেত্র,
 চতুস্পথ, উদ্যান এবং শ্মশানে মলত্যাগ
 প্রস্রাব কর্তব্য নহে । নক্ষত্রাদি দর্শন
 করত, অথবা স্ত্রীলোক, গুরু, ব্রাহ্মণ এবং
 গাভীগণের অভিমুখ হইয়া মলত্যাগ প্রস্রাব
 কর্তব্য নহে । অনন্তর হে বিজগণ ! যাবৎ
 গন্ধলেপ ক্ষয় না হয়, তাবৎ এবং মনঃপূর
 হওয়া পর্য্যন্ত শৌচ (হস্তমুক্তকাদান)
 করিবে । সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ,
 পবিত্র এবং সংযতাত্মা হইবে । সর্বদা মধুর
 হিতবাক্য বলিবে । পরানিন্দ, ত্রুয়তা,
 কাম, লোভ, দ্যুতক্রোধ, জনাপবাদ, স্ত্রী
 বিলাস, তিসা, গন্ধ, মালা, রস, ছত্র, দন্ত-
 ধাবন ব্রহ্মচারীর বর্জ্যনীয় । সর্ষাবধ পর্ঘ্য-
 সিত অন্ন, কৃত্রিম লবণ, মলাপকর্ষণ-স্নান,

উদকস্তুং স্নানমসৌ গোশক্লম্মৃতিকং কুশান্ ।
 গুরুর্থমাহরেন্দ্রিত্যং ভৈক্ষ্যকাহরহশ্চরেৎ ॥ ৩৩
 আচম্য সংযতো নিত্যমধীরীত ছাদমুখঃ ।
 উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বৌক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥
 সর্ষেবামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্ ।
 বেদঃ শ্রেয়স্করঃ পুংসাং নান্ত ইত্যববোধিবঃ ॥ ৩৪
 অনদীত্য দ্বিজো যন্ত শাস্ত্রাণি স্তবহস্তপি ।
 শৃণোতি ব্রাহ্মণো নাসৌ নরকাপি প্রপথ্যতে ॥
 নাদীতবিদ্যো যো বিপ্র আচারেষু প্রবর্ততে ।
 নাচারফলমাপ্নোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৩৫
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চাত্তৎ কৰ্ম্ম বৈদিকম্
 অনধীতস্ত বিপ্রস্ত সর্ষং ভবতি নিফলম্ ॥ ৩৬
 অনধীতস্ত বিপ্রস্ত পুত্রো বাধ্যয়নান্বিতঃ ।
 শূদ্রপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো ন বেদকলমশ্রুতে ॥ ৩৭

শূদ্রাদির সহিত সম্ভাষণ এবং গুরুর অবজ্ঞা
 ব্রহ্মচারীর সতত বর্জ্যনীয় । ব্রহ্মচারী গুরুর
 জন্তু জলপূর্ণ কুন্ত, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও
 কুশ প্রত্যহ আহরণ করিবে । প্রতিদিন
 ভিক্ষাচরণ ও তাহার কর্তব্য । ব্রহ্মচারী
 আচমনপুষ্টক সংযত ও উত্তরমুখ হইয়া নিত্য
 অধ্যয়ন করিবে । অধ্যয়নের পূর্বে গুরু-
 পাদ গ্রহণ করিবে এবং অধ্যয়ন সময়ে গুরুর
 মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে । বেদই সর্ষ-
 ভূতের সনাতন চক্ষুঃ, বেদই পুরুষের শ্রেয়-
 স্কর, অন্য কিছু নহে, সূচ্য ইহা বলিয়াছেন ।
 যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বহু-
 তর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ
 নহে এবং তাহার নরঃপ্রাপ্তি হয় । ২০—৩৬ ।
 যে ব্যক্তি বিদ্যাধ্যয়ন না করিয়া আচারপ্রবৃত্ত
 হয়, তাহার আচারফল লাভ হয় না ; সে
 বিপ্র শূদ্রেই তুল্য । নিত্য, নৈমিত্তিক,
 কাম্য এবং অর যে কিছু (উভয়াশ্রক
 ইত্যাদি) বৈদিক কৰ্ম্ম আছে, অধ্যয়নহীন
 ব্রাহ্মণের সে সমস্তই নিফল হয় । অধ্যয়ন-
 বর্জিত ব্রাহ্মণের পুত্র যদি অধ্যয়নসম্পন্ন হয়
 ত তাহাকেও শূদ্রপুত্র জানিবে, অতএব
 তাহার বেদফলপ্রাপ্তি হয় না । বিজগণ,

বেদংবেদৌ তথা। বেদান্বেদাংশ চতুরো দ্বিজাঃ
অধীত্য গুরবে দক্ষা দক্ষিণাঞ্চ ভবেদ্ গৃহী ॥৪০॥
রূপলক্ষণসংযুক্তাঃ কন্তামুদাহর্যেণ ততঃ ।
অমাতৃগোত্রপ্রভবামসমানাধ্যগোত্রজাম্ ॥৪১॥
মাতৃতঃ পঞ্চমাদুর্দ্ধং পিতৃতঃ সপ্তমাৎ তথা ।
অগোত্রকুলসমুতাং যোগহীনাম্ সুরূপিনীম্ ॥৪২॥
মাতৃতঃ পঞ্চমাদুর্দ্ধং পিতৃতঃ সপ্তমাৎ তথা ।
কন্তাং বিবাহয়েদ্ যন্ত গুরুতল্লী ভবেদ্ধি সঃ ॥
ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন দৈবেনাপি তথৈব চ ।
আৰ্ঘ্যং বৈ কেচিদিচ্ছন্তি ধর্ম্মকারণ্যবু গহিতম্ ॥
ধারয়েদ্বৈগবীং যষ্টীমন্ত্রাসস্তথোত্তরম্ ।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥ ৫
ছত্রঞ্চোক্ষৌষমমলং পাত্ৰকে বাপ্যপানহৌ ।
রৌক্ষে চ কুণ্ডলে নিত্যং কৃত্তকেশনথঃ শুচিঃ ॥
শুক্লাদ্রবধরৌ নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্ বৈ বিভবে সতি ॥৪৭॥

একবেদ, দ্বিবেদ, ত্রিবেদ বা চতুর্বেদ অধ্য-
য়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহী হইবে ।
তখন সেই ব্যক্তি যে কন্তা সগোত্রা, সমান-
প্রবরা এবং মাতামহগোত্রা নহে, তাদৃশ
রূপলক্ষণসম্পন্ন কন্তাকে বিবাহ করিবে ।
মাতৃপক্ষের পঞ্চম এবং পিতৃপক্ষের সপ্তম
পরিত্যাগ করিয়া সংকুল-সমুতা নীরোগা
এবং সুরূপা কন্তা বিবাহা । যে ব্যক্তি মাতৃ-
পক্ষের পঞ্চমের মধ্যে এবং পিতৃপক্ষের
সপ্তমের মধ্যে বিবাহ করে, সে গুরুতল্লগমন-
পাপে পাপী । ব্রাহ্ম বা দেব-বিবাহ কর্তব্য ।
কেহ কেহ আৰ্ঘ্য বিবাহকেও ধর্ম্মকারণ্যগহিত
মনে করেন । গৃহী বেণুঘটি, অন্তর্কাস,
বস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, জলপূর্ণ কম-
ণ্ডলু, ছত্র, নিশ্চল উক্ষৌষ এবং পাত্ৰকাণ্ডগল
অথবা উপানৎ (পাত্ৰকাবিশেষ) আর
সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় নিত্য ধারণ করিবে । ছিন্ন
কেশ, ছিন্ননথ, শুচি, শুক্লাদ্রবধারী, সুগন্ধ
এবং প্রিয়দর্শন হইবে । বিভব থাকিলে,
জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিবে না । ব্রাহ্মণ

ঋতুগামী ভবেদ্ বিপ্রো নিষিক্তিধিবর্জিতঃ ॥
যষ্ট্যষ্টমৌ পঞ্চদশীমবাস্তাং চতুর্দশীম্ ।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং জন্মার্কে চ বিশেষতঃ ॥৪৯॥
আদৌতাবস্থায়াং জুহুয়াজ্জাতবেদসম্ ॥ ৫০
বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্যাদতল্লভতঃ ।
অকুর্ষণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥ ৫১
কুর্যাদ্গৃহ্মাণি কৰ্ম্মাণি সঙ্কোচাপাসনমেব চ ।
সখ্যং সমাধিকৈঃ কুর্যাদ্হোপেয়াদীশ্বরং সদা ॥ ৫২
পাপং ন গৃহয়েদ্বিহ্বান ন ধর্ম্মং ধ্যাপয়েৎ কচিৎ
বয়সং কৰ্ম্মণোহর্থং শ্রু শ্রুতাজ্জনস্ম চ ।
বেষবান বুদ্ধিসাদৃশ্যমাচরন বিচরেৎ সদা ॥ ৫৩
শ্রুতিস্মৃত্যাদিতঃ সম্যক্ সাধুভির্ঘট সেবিতঃ ।
তমোচারণ নিষেবেত সাধুন বক্ষ্যামি সাস্ত্রতম্
গন্ধাযমুনযোর্মধ্যে মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ।
তত্রোৎপন্ন দ্বিজাগ্র্যা বৈ সাধবস্তে প্রকীর্তিতাঃ
যন্তৈরনুষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ সঙ্গতঃ ।

নিষিক্তি তিথি ত্যাগ করিয়া ঋতুকালে (নিজ
পত্নীতে) উপগত হইবে । যষ্টী, অষ্টমী,
পূর্ণিমা, অমাবস্তা ও চতুর্দশীতে বিশেষতঃ
জন্মনক্ষত্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে ।
আবস্থা আয় গ্রহণ করিবে, নিত্য
হোম করিবে এবং বেদোক্ত স্বীয় কর্ম্ম নিত্য
আলম্ভণীয় হইয়া করিবে । না করিলে
অতি ভাবণ নরকে আশু নিপতিত হয় ।
৩৭—৫১ । গৃহকর্ম্ম ও সঙ্কোচাপাসনা করিবে,
তুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সখ্য করিবে;
ধনীকে সর্কদা আশ্রয় করিবে । বিদ্বান্
ব্যক্তি পাপ গোপন বা ধর্ম্ম ধ্যাপন করিবে
না । বয়ঃক্রম, কর্ম্ম, অর্থ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং
বংশের অরূপ বেশযুক্ত হইয়া বুদ্ধিযোগ্য
আচরণ করত সর্কদা বিচরণ করিবে । বাহা
শ্রুতিস্মৃতিসম্মত এবং সাধুজনসেবিত, সেই
আচার পালন করিবে । এক্ষণে সাধু
কাহাকে বলে বহিভোক্তা—গন্ধা এবং যমু-
নার মধ্যবর্তী যে স্থান, তাহা মধ্যদেশ নামে
আত্মহত । তদুৎপন্ন বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ সাধু ।
তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ও শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত যে

সদাচারঃ স বৈ প্রোক্তো দেবদেবেন ভাহুনা
কুরুক্ষেত্রাচ্চ মৎস্তাচ্চ পাকানাঃ শুরসেনজাঃ
এতে দেশাঃ পুণ্যদেশাঃ সর্বৈ চাশ্রিত্য চ

নিদ্ভিতাঃ ॥ ৫৮

দেশেষেভেষু নিবসেন্দ্রাক্ষগৈর্ধর্ম্যকাক্ষজিভিঃ ।
অত্রৈব দৃশ্যতে ধর্মো নাস্তত্রৈতাবদীজাবঃ ॥ ৫৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাচ্চ সৌরাষ্ট্রং গুজরং তথা ।
আভীরং কোঙ্কণকৈব ভ্রাবড়ং দক্ষিণাপদম্ ।
অজ্ঞক মাগধকৈব দেশানেনতাংচ বজ্রয়েৎ ॥ ৬০
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্ত্রীং পঞ্চযজ্ঞপরাধনঃ ।
শান্তো দান্তো জিতক্রোধো লোভমোহাবব-

হ্রিতঃ ॥ ৬১

সাবিত্রীজ্ঞাপ-নিরতঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
শ্রীকুরুদ-নিরতঃ ক্ষমাযুক্তো দয়ালুঃ ॥ ৬২
গৃহস্থঃ সমাধ্যাতো ন গৃহেণ গৃহীতবেৎ ।
ন শরীরং বিনা দেবঃ পূজ্যো গিরিজাপতিঃ
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বান প্রস্থোহথবা যতঃ ।
শিবভাক্তযুক্তং কশ্ম কুরুন মুচ্যতে বন্ধনং ॥ ৬৪
ইতি ত্রিব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রিমৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে বর্ণপ্রজমাচারবিধি-ধনং

নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

আচার, তাহাকেই দেবদেব সূর্য্য সদাচার
বলিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্তা, পাকানা
এবং শুরসেন দেশ পবিত্র; অস্ত্র দেশ সকল
নিদ্ভিত। এই কথদেদেশই বান করা উচিত;
ধর্ম্মাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা এখানেই ধর্ম্মসত্তা
নির্ণয় করিয়াছেন, অস্ত্র নহে; ইহা সূর্য্য
বলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, গুজর,
আভীর গোঙ্কণ, ভ্রাবড়, দক্ষিণাপথ অজ্ঞ
এবং মগধ দেশ বজ্রণীয়। নিত্য স্বাধ্যায়
শীল, পঞ্চযজ্ঞপরাধন, শান্ত, দান্ত, জিত-
ক্রোধ, লোভমোহবর্জিত, গিরিজাপতি-রূপ
শিবভক্তিপরায়ণ, শ্রীকুরুৎ, দানরত, ক্ষমা-
যুক্ত ও দয়ালু যে গৃহস্থ,—তিনিই (প্রকৃত)
গৃহস্থ; কেবল গৃহ দ্বারা গৃহস্থ হওয়া যায়
না। শরীর না থাকিলে পূজা করা যায় না,
এইজন্যই ভগবান্ গিরিজাপতি-রূপ অব-

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বদেদৈবপ্রিয়ং বাক্যং নানুতং ন চ মর্য্যতিৎ ।
ন হিংস্তাৎ সন্ধুতানি ন বেদানাকং হুংসনম্
দৈবরঃ স দত্ততানঃ সাক্ষী যঃ সর্বকর্ম্মণাম্ ।
স্মরণোক্ষদঃ শতুস্ত স নন্দাং বিবর্জয়েৎ ॥ ১
শাস্ত্রেব দৃশ্যতে শুদ্ধকর্ম্মপাতকিনামপি ।
নিদ্ভিকানাং মহেশস্য ভাদ্রর্ম্ম যলু দৃশ্যতে ॥ ৩
জলং তণং বা শাকং বা মুদং বা কাঠমেব বা
পরস্পাপহরন জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪
নিহায়াচনকো ন স্তাদ্ঘাচিতং নৈব যাচয়েৎ ।
গানপহরতোয যাচকস্ত স্ত হুর্ম্মতিঃ ॥ ৫
গ্রীতবানি পুষ্পাণি দেবার্চনবিধৌ হ্রিজৈঃ ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমনহুজায় কেবলম্ ॥ ৬

লহন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ
অথবা যতি (যেই হউক না) শিবভক্তিযুক্ত
কশ্ম করিলেই তাহার বন্ধনমুক্ত লাভ
হয়। ৫২—৬৪।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অপ্রিয়, অনুত বা
মর্য্যভেদী বাক্য বলবে না; প্রার্থিহিংসা
ও বেদ-নন্দা কারবে না। যিনি সন্ধুতের
সদকর্ম্ম সাক্ষী এবং স্মৃতিমায়ে মোক্ষদাতা,
তাই শিবের নিন্দা করবে না। শাস্ত্রে
মহাপাতকীরও প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায়; কিন্তু
শিব-নন্দকের প্রায়শ্চিত্ত দেখা যায় না।
পরের জল, তণ, শাক, মুক্তিকা বা কাঠ
অপহরণ করিলেও মানবের নরকভোগ হয়।
নিতা যাচক হইবে না; পরঘাচিত বস্তু
যাক্রা করবে না, কেননা, এই দুর্ম্মতি যাচ-
ককে দাতার প্রাণপহারী বলা যায়। দেব-
পূজার জন্য কেবল বিনা অহুমতিতেও পুষ্প
চয়ন করিতে পারিবে; কিন্তু নিত্য এক

তুণ্য কাঠঃ কলঃ পুষ্পঃপ্রকাশঃ বৈ হরেন্দ্রবৃধঃ
ধর্মার্থঃ কেবলং বিপ্রো হস্তথা পতিতো ভবেৎ
ভিলমুগমবানীনাং মুষ্টিগ্রাহা যদি স্থিতৈঃ ।
কুর্ধার্ভে নীচাদা বিটপ্রধর্মবিস্তরিত স্থিতিঃ ॥৮
অনুভাৎ পারদার্থ্যাচ্চ তথাভক্ষ্যাস্ত ভক্ষণাৎ ।
অশ্রোতধর্ম্যাচরণাৎ ক্ষিপ্ৰং নশ্রুতি বৈ কুণম্ ॥৯
জানবুদ্ধস্তপোবুদ্ধো বয়োবুদ্ধ ইতি ত্রয়ঃ ।
পূর্ষঃ পুরোহিতবিদ্যাঃ স্তাৎ পূষ্যভাবে পরঃ

পরঃ ॥ ১০

ত্রিপুরধারী সততঃ ব্রাহ্মণঃ সর্বকর্মসু ।
ভস্মনৈবাগ্নিহোত্রস্ত শিবাগ্নিজনিভেন বা ॥ ১১
ন মূর্থেঃ সহ সংবাসঃ পতিতৈর্ন কদাচন ।
বেদনিন্দারতৈর্নৈব ন চাপীশ্বরনিন্দকৈঃ ॥১২
পৈশুন্তঃ শুক্কেবৈরাগি বিবাদং বর্জয়েৎ সদা ।
ধর্মস্তাং গাং পরক্ষেত্রে ন চাচক্ষীত কস্তচিৎ ॥
বহুভিন্ন বিরোধঞ্চ কুর্ধ্যান কৃতিভিস্তথা ।

ব্যক্তির বাড়ীতে ওরূপ পুষ্প লইতে পারিবে
না। বিষয়জ বিপ্র তুণ্য, কাঠ, কল ও পুষ্প
প্রকাণ্ডে হরণ করিতে পারে, কিন্তু কেবল
ধর্মার্থ। অস্তথা পতিত হইবে। ব্রাহ্মণ
কুর্ধার্ভে ধাকিয়া ভিল, মুগা ও যবাদি মুষ্টিমাত্র
গ্রহণ করিতে পারে, অস্ত্র সময়ে ধার্মিক
ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করিবেন না। মিথ্যা
কথা, পরদারগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং
বৈদিক অনশ্রুতান ভেদে শীঘ্র বংশ বিনষ্ট হয়।
জানবুদ্ধ, তপোবুদ্ধ এবং বয়োবুদ্ধ এই তিন
ব্যক্তির মধ্যে পূর্ষ পূর্ষ ব্যক্তি অভবাদন-
যোগ্য; পূর্ষ পুষ্য অভাবে উত্তরোত্তর
অভিবাদনীয় অর্থাৎ সন্ধ্যায়ে জানবুদ্ধ,
তৎপরে তপোবুদ্ধ এবং সর্বশেষে বয়োবুদ্ধ
অভিবাদনযোগ্য ইত্যাদি। আগ্নেয়-ভস্ম
বা শিবাগ্নিজনিত ভস্ম দ্বারা ত্রিপুরধারী
ব্রাহ্মণের সধকাধৌই সতত কর্তব্য। মূর্খ,
পতিত, বেদনিন্দক বা ঈশ্বরনিন্দকের সহ
বাস কদাচ কর্তব্য নহে। ক্রুরতা, শুক্কে
এবং বিবাদ সতত বর্জনীয়; বংশ গোত্র
হন্যপান করিতেছে বা পরক্ষেত্রে গো বিচরণ

তিথিং পক্ষান্ত ন ত্রায়াক্ষত্রাণি ন নির্দিশেৎ ॥
ন পাণাং পানিনাং ত্রয়াং তথাপানমপানিনাম্
সত্যেন তুল্যাদৌষী স্বাদসত্যেন িদৌষভাক্
যানি মিথ্যাভিশস্তানান পতন্ত্যাক্ষণ রোদনাৎ ।
তানি পুত্রান পশুন ব্রাত্ত তেষাং মিথ্যাভি-
শংসিনাম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানঃ স্তেয়ঃ শূর্যদ্রনাগমঃ ।
দুষ্টঃ বিরোধনঃ বুদ্ধৈর্নাস্তি মিথ্যাভিশংসিনি ॥
মানং মদং তথা শোকং ঘেষঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥
রবিবারে ন কুরীত ভূষ্টভৈরবভক্ষণম্ ।
ধনকামো জনঃ সত্যং নাহি কার্য্য বিচারণ ॥১৯
রবিবারে তু লবণং বর্জ্যং ভোজনপাত্রে কৈ ।
তথা তৈলোপমর্দঞ্চ ধনকামেন কৃতলে ॥ ২০
ন কুর্ধ্যাৎ কস্তচিৎ পীড়াং স্তুতঃ শিষ্যঞ্চ
তাভিয়েৎ ।

করিতেছে, নিবারণাভিপ্রায়ে কাহাকেও
তাহা বলিবে না। বহুব্রাহ্মণ সহিত বা
কৃতিগণের সহিত বিরোধ করিবে না। পক্ষ-
তিথি কীর্তন করিবে না। নক্ষত্র নির্দেশ
করিবে না, পানী বা নিম্পান কাহারও পান
কীর্তন করিবে না। সত্য-নিন্দার নিন্দা-
সমান দোষী হয়, অসত্য-নিন্দার হুণ
দোষাধিত হয়। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত ব্যাক্ত-
গণের রোদনজনিত যত অশ্রু নিপাতিত হয়,
তৎসমস্তই মিথ্যা অপবাদকারীদিগের পুত্র
এবং পশুসমূহ বিনষ্ট করে ১১—১৬। ব্রহ্মহত্যা,
সুরাপান, স্তেয় (অশীতিরাস্তকার অন্যান
সুবর্ণচৌর্য্য), গুরুপত্নীগমন (বিমাতৃগমন)
এই সব পাপের বিচার, জানীরা নির্ণয়
করিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা অপবাদকারীর
বিচার নিণীত হয় নাই। অভমান, মদ,
শোক এবং ঘেষ বর্জনীয়। ধনাভিলাষী
ব্যক্তি রবিবারে ভূষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে
না। ইহা সত্য, এ বিষয় বিচার করিতে
হইবে না। ধনাভিলাষী ব্যক্তির রবিবারে
ভোজনপাত্রে লবণ ও তৈলমর্দন পরিত্যজ্য।
কাহাকেও পীড়া দিবে না; পুত্র ও শিষ্যকে

ন নদীষু নদীং ক্রয়াৎ পরীতেষু চ পরীতম্ ॥২১
 প্রবাসে ভোজনে চাপি ন ত্যজ্যেৎ সহযায়িনম্
 শিরোহস্তাঙ্গবশিষ্টৈন তৈলেন স্ৰ' ন লেপয়েৎ
 ন সর্পশব্দেঃ ক্রৌত্তেত খান খানি ন সম্প্ শেৎ
 ন সংহতভায়াং পাণিভায়াং কণ্ঠয়দাশ্রয়ঃ শিরঃ
 ন লৌকিকৈঃ স্তবৈর্দেবাস্তোষেৎ দ্বাহাজৈরপি
 ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎ শ্রুপ্তং ন বোধয়েৎ
 ন বালানুপমাসেবেৎ প্রেত্পূমং বিবর্জয়েৎ ।
 নাশুকোহগ্নিঃ পরিতরেন্ন দেবান কৰ্ত্তয়েদৃশান্
 ন বামহস্তেনেদুভ্য পিবেদ্বাক্রুণ বা জন্ম ।
 কয়েগৈকেন যদ্যপি পীত' তদ্যদ্রাসমম্ ॥২৬
 বিশেষবস্তুমাকান্তং বিশেষত্বম' মন' বিভূম্ ।
 ন ব্রহ্মাদৈঃ সমং ক্রয়াচ্ছক্তিভিন্ চ পার্শ্বতীম্
 ক্রয়াদ্যদি সমং শত্ৰুং ব্রহ্মবিঘ্নাদিভিঃ সূরেঃ ।

তাক্তন করিতে পারিবে। নদীতে নদী
 বলিবে না; পরীতে পরীত বলিবে না;
 প্রবাসে এবং ভোজনে সহযাত্রীকে পরিত্যাগ
 করিবে না। মাথায় তৈল মাখিয়া তদবশিষ্ট
 তৈল অন্ত অঙ্গে মাখিবে না। সর্প বা শত্রু
 দ্বারা (নিপ্ত্রায়োজন) ক্রৌড়া করিবে না।
 স্বীয় ইন্দ্রিয় (অকারণ) স্পর্শ পরিবে না।
 দুই হাত মিলিত করিয়া তদ্বারা শিরঃ-
 কণ্ঠয় করিবে না। লৌকিক বা সাধারণ
 লোকের বিরচিত স্তব দ্বারা দেবতার
 সন্তোষসাধনে উচ্চত হইবে না। দন্ত
 দ্বারা নখরোমচ্ছেদন বা শুল্লপ্রবোধন
 কর্তব্য নহে। নূতন রৌদ্র ও চিতাধূম
 অসেব্য। অশুচি অবস্থায় অগ্নিস্পর্শ বা
 দেবতা ও ঋষিগণের নামোচ্চারণ কর্তব্য
 নহে। বাম হস্তে জলপাত্র উত্তোলন করিয়া
 বা (একেবারে উত্তোলন না করিয়া গোব্রু
 মত) চুমুক দিয়া জল পান করিবে না। এক
 হস্ত দ্বারা উত্তোলিত জলপান মদিরাপান-
 তুল্য। বিশেষত্বধর্মী প্রভু উমাকান্ত বিশে-
 ষরকে ব্রহ্মাদির সমান এবং পার্শ্বতীকে
 অপর শত্রুর সমান বলিবে না। যে কোন
 ব্যক্তি ভ্রমোক্তপাণ্ডিত্য হইয়া শিবকে ব্রহ্ম

যঃ কন্টিৎ তমসাবিষ্টঃ কদাচিত্তৈব তং স্পৃশেৎ
 সর্বস্মাদধিকং ক্রয়াত্তগবস্তমুদ্যাপতিম্ ।

তথা দেবীঞ্চ গিরিজাং দ্বিজৈঃ শ্রেয়োহর্থিভিঃ

সদা ॥ ২৯

পরস্মিৎ ন ভাষেত নাযাজ্যং যাজয়েদ্ দ্বিজাঃ
 ন দেব যতনং গচ্ছেৎ কদাচিচ্চাপ্রদক্ষণম্ ॥৩০
 ন নিন্দেদ্যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা যতীং-

।

ন চাক্রমেদৃগুরোহ্রায়াৎ ন তথাজ্যং শুরোঃ

সদা ॥ ৩১

বক্ষ্যমাণেন বিধিনা স্নানং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥

ভূমিং ব্যাহতিভিঃ স্পৃষ্ট্বা খনমানং দ্বা চাশয়া

উদ্ধৃতাঙ্গীতি সংগৃহ গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্ ॥ ৩৩

অপাত্তমিত্যপ্যামার্গঃ দূরীং সংগৃহ দূরীয়া ।

জলতীরং সমাসাচ্চ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥৩৪

আদিত্যা ইতি সম্প্রোক্ষ্য কুলং তীর্থং সূত্রতঃ

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েৎ

ততঃ ॥ ৩৫

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সমান বলিবে, সে
 অস্পৃশ্য হইবে। অতএব মঙ্গলপ্রার্থী দ্বিজ-
 গণ, ভগবান উমাপতকে এবং পার্শ্বতী
 দেবীকে সতত সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবে। হে
 দ্বিজগণ! পরস্মীর সহিত সন্তাষণ এবং
 অযাজ্যযাজন কর্তব্য নহে। প্রদক্ষিণ না
 করিয়া কদাচ দেবালয় গন্তব্য নহে। যোগী,
 সিদ্ধ, এবং ব্রতী এবং যতিদিগকে কদাচ
 নিন্দা করিবে না। গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা
 কদাচ লঙ্ঘনীয় নহে। ১৭—৩১। বক্ষ্যমাণ বিধি
 অনুসারে প্রত্যহ স্নান করিতে হয়। (প্রথম)
 ব্যাহতিভয় দ্বারা ভূমিস্পর্শ, “দ্বাচাশয়া”
 ইত্যাদি মন্ত্রে খনন, “উদ্ধৃতাঙ্গী” ইত্যাদি
 মন্ত্র দ্বারা যুক্তকাংহরণ, “গন্ধদ্বারা” ইত্যাদি
 মন্ত্রে গোময়গ্রহণ, “অপাত্তং” ইত্যাদি মন্ত্রে
 অপ্যামার্গগ্রহণ এবং দূরীমন্ত্র দ্বারা দূরীগ্রহণ-
 পূর্বক জলের ধারে পবিত্র দেশে আসিয়া
 সমাহতিভিতে “আদিত্যা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা
 তীর্থকুল প্রোক্ষণ করত পবিত্রদেশে সেই

ভাগদ্বয়ং স তাং পশ্চাদেকং দিম্বু বিবর্জ্জয়েৎ
যত ইন্দ্রাদিমন্ত্রে চতুর্ভিষ্ণ যথাক্রমম্ ॥ ৩৬
অবগাঙ্খ জলে পশ্চাৎ তীরে চৈবোপবিশ্চ ৮ ।
অবশিষ্টেন ভাগেন মন্ত্রেণ চালেপয়েৎ ক্রমাৎ ॥
অক্ষিভ্যামিতি মন্ত্রেণ মুখমালেপয়েদ্বুধঃ ।
গ্রীবাভ্যামিতি ৮ গ্রীবাং তল্লিঙ্গেন তথা ভূজৌ
শরীরং যজ্ঞমুক্তাথ হৃদয়ং পরিলেপয়েৎ ।
নাভিমানন্দনন্দেতি শিষ্টং মুর্ধ্নু বিনিক্ষিপেৎ ॥
মূর্দানমিতি মন্ত্রেণ তিলদ্রব্যাঙ্কাদিকম্ ।
হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যুক্ষা তীর্থং সস্তার্থা বুদ্ধমান ॥
জপেক্ষুদ্রমতিঃ পশ্চাৎ সূর্য্যকৈবামঘর্ষণম্ ।
দ্বিপদাঙ্ক জপেদেবীং সর্ষপাপপ্রণাশনৌ ॥ ৪১
ইদন্ত বাকুণঃ স্নানং মন্ত্রস্নানমথোচ্যতে ॥ ৪২
আয়েয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং রজসা গবাম্ ।
দিব্যমাতপবর্ষণে তৎ তু কাধ্যমনস্তরম্ ॥ ৪৩

অঙ্কিত মুণ্ডপিণ্ড দুই ভাগে রাখিয়া গায়ত্রী
দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অনন্তর এক ভাগ
ইন্দ্রাদি মন্ত্ৰচতুষ্টয় দ্বারা চতুর্দিকে যথাক্রমে
ভাগ করিয়া জলে অবগাহনপূর্ব্বক তীরে
বসিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকাবাগ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র-
যোগে ক্রমে আলেপন করিবে। অভিজ
ব্যক্তি “অক্ষিভ্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰ দ্বারা
মুখালেপন, “গ্রীবাভ্যাম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰ দ্বারা
গ্রীবালেপন, “তল্লিঙ্গেন” ইত্যাদি মন্ত্ৰ দ্বারা
ভূজালেপন, “শরীরং যজ্ঞম্” ইত্যাদি মন্ত্ৰ
দ্বারা হৃদয়ালেপন, “আনন্দনন্দ” ইত্যাদি
মন্ত্ৰে নাভি আলেপন এবং “মূর্দানম্” ইত্যাদি
মন্ত্ৰ দ্বারা অবশিষ্ট মৃত্তিকা ও তিল দ্রব্য
অঙ্কত ইত্যাদি মন্ত্ৰকে নিক্ষেপ করিবে।
অনন্তর বুদ্ধমান গৃহী “হিরণ্যশৃঙ্গম্” ইত্যাদি
মন্ত্ৰ দ্বারা তীর্থ-প্রার্থনা করিয়া, শুষ্কচিত্তে
অঘমর্ষণসূক্ত জপ ও সর্ষপাপপ্রণাশনৌ
দ্বিপদা গায়ত্রী জপ করিবে। ইহা বাকুণ-
স্নান এবং মন্ত্রস্নান। আরও কথিত আছে,
ভস্ম দ্বারা যে স্নান, তাহা আয়েয়।
গোধূম্বৈক্লব্ধত ধূলি দ্বারা যে স্নান, তাহা
বায়ব্য। আতপ ও বৃষ্টিযোগে যে স্নান,

আর্দ্রণ বাসসা চান্তস্নানসং শিবচিন্তনম্ ।
স্নানানাকৈব সর্ষেবাং মানসং স্নানযুক্তমম্ ॥ ৪৪
স্নাত্বাখ্যচম্য বিধিবৎ তপয়েচ্চ সুরান পিতৃন ।
পুনরাচম্য বিধিনা মাজ্জনক সমাচরয়েৎ ॥ ৪৫
দগাজ্জলাঞ্জলিং পশ্চাৎ সবিত্রে রুদ্ররূপেণ ।
ততো দর্ভাসনে স্বস্ত্বা গায়ত্রীং প্রজপেদ্বর্জ্জঃ
ত্রৈবর্ষিকানাং সর্ষেবাং গায়ত্রী পরমা গতিঃ ॥ ৪৭
যদ্গায়ত্র্যাঃ পরং তত্ত্বং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।
ইতি জ্ঞাত্বা জপেদ্বিহান গায়ত্র্যাঃ কলমশ্রুতে
যো যন্তথা তু মনুতে গায়ত্রীং শিবরূপিনীম্ ।
পচ্যতে স মহাঘোরে নরকে কলসংখ্যয়া ॥ ৪৯
পাদাচম্যারো গায়ত্র্যা বেদাচম্যার এব তে ।
বিরাটবিষ্ণুরুদ্দেশঃ পাদানং দেবতাঃ ক্রমাৎ
এবং জ্ঞাত্বা বিধানেন গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।
জপেন্নাত্রেস্বরং জ্যোতির্নিত্যমেব প্রকাশতে ॥
উপতিষ্ঠেদখাদিত্যং রুদ্ররূপিমব্যয়ম্

তাহা দিব্য। ইহার পর অন্তবিধ স্নান
আছে। যাহা আর্দ্রবজ্র দ্বারা সম্পাদন
কারিতে হয় শিবচিন্তা মানস-স্নান। সকল
স্নানের মধ্যে মানসস্নানই উত্তম। যথা-
বিধি স্নান, আচমন, দেবপিতৃতর্পণ এবং
পুনরাচমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক মাজ্জন কারিবে।
পরে রুদ্ররূপী সূর্য্যাকে এক অঞ্জলি জল
দিবে। তৎপরে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া,
দ্বিজগায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রীই ত্রিবর্ণের
পরমগতি দেবদেব মহেশ্বরই গায়ত্রীর
পরমতত্ত্ব, ইহা বিবেচনা করিয়া জপ করিলে,
সেই জ্ঞানীর গায়ত্রীকল লাভ হয় ৩২—৪৮।
যে ব্যক্তি শিবরূপী গায়ত্রীকে অন্ত প্রকার
মনে করে, তাহার কলসংখ্যায় নরকভোগ
হয়। গায়ত্রীর পাদচতুষ্টয় চতুর্বেদই; ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর এই পাদচতুষ্টয়ের
যথাক্রমে দেবতা। এইরূপ জানিয়া বিধি-
পূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিলে, নিত্য
শৈবজ্যোতি প্রাতিভাত হয়। বেদ-ইতি-
হাসসম্বৃত ভক্তিহৃৎ ৮ স্তব এবং মন্ত্ৰ দ্বারা
রুদ্ররূপী অব্যয় আদিত্যের উপাসনা করিবে।

ভক্তৈঃ স্তোত্রৈঃ চ মন্ত্রৈঃ বেদেতিহাসসম্ভবৈঃ
পাবমানান সূক্তান ব্রহ্মযজ্ঞ প্রসঙ্গয়ে ।
জপেণ সমাহতো ভূহা ব্রহ্মাষ্টৈশ্চ বিশেষতঃ
মোনেগত্য ভবনঃ পুত্রয়োচ্ছবমব্যয়ম্ ।
যড়ক্ষরেন মন্ত্রেণ মানস্তোত্র্য তথৈব চ ॥ ৫৪
যড়ক্ষরায় পরো মন্ত্ৰো বেদেষু চ চতুৰ্ধাপ ।
নাস্তীত্বাবাচ ভগবান্ দেবদেবঃ স্বয়ং রবিঃ ॥ ৫৫
পঠেৎ পুটৈঃ ফলৈর্বাণ দূষাভকদটৈর্নাপি ।
নাস্পৃশ্য মহাদেবঃ ভূজাত ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণক্ৰান্ত্রাণিবাশং কাশ্মণাং যোগিন্যোপ ।
গতিবিশেষরো দেবো ভবো নান্ত ইতি শ্রুতিঃ
কুর্যাৎ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ গৃহস্থঃ শ্রদ্ধাধিতঃ ।
পঞ্চযজ্ঞপরিত্যাগাদাশ্রমাদবহীয়তে ॥ ৫৮
দেবযজ্ঞে ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথাপরঃ ।
মানুষ্যো ব্রহ্মযজ্ঞে চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকৌৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৯
কর্তব্যো বৈশ্বদেবন্ত দেবযজ্ঞ উদারিতঃ ।
হতশেষেণ ভূতেভ্যো বালং ভূতমথঃ বিহুঃ ॥
বিপ্রন্ত ভোজয়েদেকং পিতৃহৃদশ্চ যত্নতঃ ।

ব্রহ্মযজ্ঞসাক্ষির জন্ত পাবমানসূক্ত জপ, বিশেষ-
যতঃ শতক্ৰিয় জপ সমাহিতচিন্তে করিবে ।
অনন্তর মৌনীয় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক
'মানস্তোত্র' মন্ত্র ও যড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা অব্যয়-
শিবের পূজা করবে । যড়ক্ষর মন্ত্রাণেক
উৎকৃষ্ট মন্ত্র চতুর্দশে নাই, ইহা ভগবান
দেবদেব স্বয়ং বলিয়াছেন । পত্র, পুষ্প,
ফল, দূষা অন্ততঃ জল দ্বারাও শিবপূজা
না করিয়া ব্রাহ্মণ কখন ভোজন করিবে না ।
ব্রাহ্মণ, ক্রান্ত্র, বৈশ্য, বর্শা এবং যোগী,
সকলেরই এমাত্র গতি—ভব দেব বিশেষ-
স্বর, অস্ত্র কেহ নহে; ইহা বেদবাক্য ।
গৃহস্থ শ্রদ্ধাসহকারে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করবে ।
পঞ্চযজ্ঞ পারিত্যাগ করিলে আশ্রমভ্রষ্ট
হয় । দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মানুযযজ্ঞ
এবং ব্রহ্মযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ কর্তব্য । বৈশ্ব-
দেবই দেবযজ্ঞ; বৈশ্বদেববাশিষ্ট বাল
সর্বভূতোদ্যোগে দবে, তাহাই ভূতযজ্ঞ ।
পিতৃগণের উদ্দেশে যত্নসহকারে একটা ব্রাহ্মণ

নিত্যশ্রদ্ধাং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞঃ প্রচক্ষতে ॥ ৬১
যথাসক্তিঃ সূক্ত্য শিবভাবানুধিতঃ ।
সোহ'তথঃ স্বর্গসোপানমিতি দেবোহব্রবীজবিঃ
প্রদ্যাদ্ব্রতকারং বা ভিক্ষাঞ্চ ভবভাবতঃ ।
অক্ষয়ং তৎফলং প্রার্থিতবভাবোহি তুর্লভঃ ॥ ৬৩
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং তদ্বিচাররতো ভবেৎ
ব্রহ্মযজ্ঞঃ সযুদিষ্টো ব্রহ্মলোকফলপ্রদঃ ॥ ৬৪
এতান্ কঠৈব সততঃ ভূজীতাশ্রমধর্মভতঃ ।
অন্তথা যে হি ভূভেজহরঃ প্রেত্য শূকরতাং
ব্রজেৎ ॥ ৬৫
যদি বিশেষরো স্থাপো ভক্তিরেকৈব নিশ্চলা ।
কিং হৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞেরন্তৈর্বা বিবিধৈর্মথৈঃ ॥ ৬৬
ইতি ত্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌর
স্মৃত-শৌনকসংবাদে স্বজগদ্ব্য-কথনঃ
নামাষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ভোজন করাইবে, তাহাই নিত্যশ্রদ্ধা; নিত্য-
শ্রদ্ধাই পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত । যথাসক্তি
অন্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে দিবে । শিবভাবযুক্ত
হইয়া ভক্তিসহকারে অতি এতদ্ব্যক্তি করিবে ।
সেই অতিএই স্বর্গসোপান, স্বর্গদেব ইহা
বলিয়াছেন । শিবভাবাধিত হইয়া ব্রতকর্ম-
হুষ্ঠান বা ভিক্ষাদান করিলে তাহার ফল
অক্ষয় হয় কেননা শিবভাবই তুর্লভ । বেদা-
ভ্যাসরত এবং বেদবিষয়রত হইবে; তাহারই
নাম ব্রহ্মযজ্ঞ । ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে ব্রহ্মলোকফল-
প্রাপ্ত হয় । আশ্রমধর্মানুসারে এই সব
অনুষ্ঠান করিয়া আহার করিতে হয়; ইহা না
করিয়া যে ব্যক্তি অন্নভোজন করে, পর-
লোকে তাহার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু
যদি বিশেষরো প্রতি অচলা ভক্তি থাকে,
তাহা হইলে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা অস্ত্র বিবিধ
যজ্ঞে কোন ফল নাই । ৪৯—৬৬ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রাদ্ধং দর্শেৎ কৰ্ত্তব্যং মহাকাশয়নদয়ে ।
বিষুব চ ব্যতীপাতে তীর্থে চ বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
পরীক্ষা ব্রাহ্মণান্ সমাধেয়ং বেদাঙ্গপারগান্ ।
বিশেষান্ শিবতন্ত্রাংশ্চ ক্রতুজ্ঞাপায়নান্ ॥ ২ ॥
অভাবে শিবতন্ত্রানাং সদাচাররতান্ দ্বিজান্ ।
ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রাদ্ধে শিববুদ্ধ্যা সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥
ব্রতোপবাসনিরতঃ সোমপাঃ সংযতোদ্রিগাঃ ।
অগ্নিহোত্রপর্যঃ শাস্তা বহুচা গুরুপুংসকাঃ ॥ ৪ ॥
ত্রিণাচিকেতাঃ শিষ্যাশ্চ ত্রিমধুত্রিশূপর্ণিকাঃ ।
মন্ত্রব্রাহ্মণবেত্তারঃ পুরাণস্মৃতিপাঠকাঃ ।
অধ্যাপনশাস্ত্রনিরতা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিতপাবনাঃ ॥ ৫ ॥
একং বা ভোজয়েদ্বিধং শিবভক্তিপরায়ণম্ ।
তেন পুত্রা ভবন্ত্যেব যেকচিত্ পণ্ডিতদূষকাঃ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—অমাবস্তা, অষ্টমী, দুই
অয়নসংক্রান্তি, বিষুবসংক্রান্তি এবং ব্যতী-
পাতে, বিশেষতঃ তীর্থে শ্রাদ্ধ কৰ্ত্তব্য ।
পরীক্ষা করিয়া বেদবেদাঙ্গপারগ শিবজ্ঞপ-
নিরত শিবভক্ত বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মণদিগকে, আর
শিবভক্তের অভাবে সদাচাররত ব্রাহ্মণ-
দিগকে শিববোধে সমাহিতাচরণে শ্রদ্ধাসহকারে
ভোজন করাইবে । ব্রতোপবাসরত, সোমপ,
সংযতোদ্রিগ, অগ্নিহোত্রপরায়ণ, শাস্ত্র, বহুচ,
গুরুপুংসক, ত্রিণাচিকেত, শিষ্ট, ত্রিমধু, ত্রিশূপর্ণ
মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণবেত্তাঃ * পুরাণ স্মৃতিপাঠী,
অধ্যাপনশাস্ত্রনিরত ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিতপাবন ।
অথবা শিবভক্ত পরায়ণ একটী ব্রাহ্মণকে
ভোজন করাইবে । পণ্ডিতদূষক ব্রাহ্মণ
থাকিলেও তিন ভাঁহাদিগকে পাবত্র করেন ।

* “ত্রিণাচিকেত” ইত্যাদি পদ, ব্রত-
বিশেষ সহকারে বেদের তত্ত্বদংশ ইহার
পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধক । ব্রাহ্মণ
বেদৈকদেশ ।

বধবন্ধোপজীবী চ বুঘলঃ শূদ্রযাজকাঃ ।

বেদবিক্রাংগশ্চৈব শ্রুতিবিক্রয়শ্চ ॥ ১ ॥
বেদবিক্রাংগশ্চৈব কোপনঃ কুণ্ডগোলকৌ ।
কায়স্থ লঙ্ঘকশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ ॥ ৮ ॥
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষকৃশাস্ত্রোপজীবিনঃ ।
ব্যাদিনঃ কাব্যকর্ত্তারো গায়কশ্চৈব গোত্রিণঃ ॥
বেদনিন্দারতাশ্চৈব কৃতঘ্নাঃ পিশুনাশ্ববাঃ ।
হীনাত্মিরক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি যদি স্ত্রীগমনং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
অধ্বানং কলহং ক্রোধং পুত্রভাৰ্যাদিতাভিনম্ ।
শ্রাদ্ধভোজী ভবেদ যো হি তাদিনে পরিবর্জয়েৎ
প্রক্ষালয়েৎ ততঃ পাদাবর্চিতে মণ্ডলে শুভে
চতুঃস্রং ব্রাহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিকোণকম্ ।
বর্জুলকৈব বৈশ্র্যশ্চ শূদ্রশ্চাত্মাক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
উপবেশ্ত ততো বিপ্রান্ দদ্বা চৈব কুশাসনম্ ।

বধবন্ধোপজীবী, বুঘল, শূদ্রযাজী, বেদবিক্রয়ী,
শ্রুতিবিক্রয়ী, অশ্রু বেদবিক্রয়ী * ক্রোধী,
কুণ্ড, গোলক (অর্থাৎ সর্বপ্রকার দ্বারজ)
কায়স্থবৃত্তোপজীবী, লঙ্ঘক, নিত্য রাজোপ-
সেবী, নক্ষত্রতিথিবক্তা, বৈজ্ঞানিকোপজীবী,
রোগী, কাব্যকর্ত্তা, গায়ক, বেদনিন্দক, কৃতঘ্ন,
ক্রুর, হীনজ্ঞ, অধিকাজ্ঞ ও সগোত্র ব্রাহ্মণেরা
যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে বর্জনীয় । শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধ-
কর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা স্ত্রীগমন করিলে ব্রহ্ম-
হত্যাপাপী হয় । যে বক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন
করবে, সে, (ক্রোশাধিক) অধ্বগমন, কলহ,
ক্রোধ এবং পুত্র-ভাৰ্য্যাদিতাভিন, সে দিনে
করবে না । ১—১২ । ব্রাহ্মণ আসিলে পাদ
প্রক্ষালন করিয়া দিবে (ব্রাহ্মণের চতুঃস্র মণ্ডল,
ক্ষত্রিয়ের ত্রিকোণ মণ্ডল, বৈশ্যের বর্জুল মণ্ডল
ও শূদ্রের আত্মাক্ষণমাত্রই মণ্ডল । সেই শুভ
মণ্ডলে উপবেশন করাইয়া কুশাসন দিয়া পরে

* এস্থলে বেদ শাস্ত্র কৰ্ম্মকাণ্ড বেদ,
শ্রুতি শব্দে উপনিষদ এবং দ্বিতীয় বেদ শব্দে
শাস্ত্রমাত্র ; এইরূপ অর্থ করিয়া পুনরুক্তি
পরিহার্য ।

পশ্চাদ্ভ্রাজন্ত রক্ষার্থং তিলাংশং বিকিরেৎ ততঃ
 বিবেদেবানধাহুয় বিবেদেবাস ইত্যচা।
 শংনোদেব্যা জলং ক্ৰিপ্তা সপবিত্রে তু ভাজনে
 যবান যবোহসীত তথা গন্ধপুষ্পক নিষ্কিপেৎ
 যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেহপার্য্যং বিনিষ্কিপেৎ
 প্রদত্তাদ্গন্ধমালাদি ধূপং বাসাংসি শক্তিতঃ ॥
 অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃনাবাহয়েৎ ততঃ।
 উশন্তস্থেতি চ ঋচা আবাহু তদমুজয়া ॥ ১৮
 জপেদায়ান্ত ন ঋচং তিলোহসীতি তিলাংস্তথা
 ক্ৰিপেদার্য্যং যথাপূর্ব্বং বিপ্রহস্তে সমাহিঃ ॥ ১৯
 সংশ্রব্যংপ্রকিপেৎ পাঠে হ্যাজ্ঞকৈব যথা ভবেৎ
 পিতৃভ্যাঃ স্থানমসীতি ততোহগ্নৌকরণং মতম্
 অগ্নৌ কারিয়া ইত্যুফা কুরুষেত্যভ্যমুজয়া।

শ্রাদ্ধরক্ষার্থং তিল নিষ্কেপ করিবে। ‘বিবেদে-
 বাস’ ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান
 করিয়া পবিত্রযুক্ত পাঠে ‘শংনো দেবী’
 ইত্যাদি মন্ত্রে জলক্ষেপ করিবে। অনন্তর
 ‘যবোহসি’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যবক্ষেপ করিয়া
 গন্ধপুষ্প দিবে। তারপর সেই পবিত্রাদিযুক্ত
 অর্ঘ্যপাত্র ‘যা দিব্যা’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্ব্বক হস্তে লইয়া অর্ঘ্যদান করিবে। তৎ-
 পরে গন্ধ, মালা, ধূপ এবং বস্ত্র যথাশক্তি দান
 করিবে। অনন্তর অপসব্য অর্থাৎ যজ্ঞোপ-
 বীতকে বামাবলম্বী করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া
 ব্রাহ্মণগণের অমুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ‘উশন্তজ্জা’
 ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃগণের আবাহন
 করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ‘আয়াস্ত ন’
 ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া ‘তিলোহসি’ ইত্যাদি
 মন্ত্রে তিলক্ষেপ করিবে। অগ্রমস্ত হইয়া
 পুনর্বার ব্রাহ্মণহস্তে পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্য দিবে।
 পাঠে সংশ্রবজল ক্ষেপ এবং ‘পিতৃভ্যাঃ স্থান-
 মসি’ বলিয়া হ্যাজ্ঞকরণ * ও ‘অগ্নৌ কারিয়ে’
 এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণের ‘কুরুষ’ এইরূপ

* দ্বিতীয় অর্ঘ্যদান অগ্নিহোত্রীর কর্তব্য
 হইতে পারে। নিরগ্নির প্রথম অর্ঘ্যেই
 সংশ্রবজলাদি রক্ষা হয়।

অগ্নঃ স্মৃতপ্লুতং বহ্নৌ জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥২
 অগ্নেরভাবাদ্ বিপ্রস্ত পাণৌ হোমো বিধীয়তে
 মহাদেবস্ত পুরতো গোষ্ঠে বা শ্রদ্ধয়ঃষিতঃ।
 পিণ্ডনির্ধূপণং কৃত্বা ব্রাহ্মণাংশৈব ভোজয়েৎ ॥
 কোচদপ্যেব্যমিচ্ছন্ত নৈব ভানোর্ব্বাঃ দ্বিজাঃ ॥
 বিবিধং পায়সং দদ্যাদ্তক্ষ্যাণি সুবহুতাপি।
 লেহং চোষ্যং তথা কামং পুষ্পমেব ফলং বিনা
 বিবিধাত্তাপি মাংসানি পিতৃণাং ক্রীতিপূর্ব্বকম্।
 দত্তাত্তাপি নিষিক্তানি শ্রাদ্ধং নৈবাঙ্কয়ং ভবেৎ ॥
 নাগ্নীতি যো দ্বিজো মাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি
 স প্রেত্য নরকং য়াতি পশুত্বঞ্চ প্রপণ্ডতে ॥২৭
 ধর্ম্মশাস্ত্রং পুণ্যগণঞ্চ তথাধর্ম্মাশ্রয়স্তথা।
 কৃত্বাংশপৌরুষ সূক্তংব্রাহ্মণান্ শ্রাবয়েৎ ততঃ
 ভুক্তীন্ন ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বৈ বাগ্ধ্বতা স্মৃতভোজনাঃ
 বিকিরং নিষ্কিপেৎ পশ্চাচ্ছৈবমন্নমথাব্রবীৎ ॥২৯

আজ্ঞা লইয়া অগ্নৌকরণ করিবে। স্মৃতপ্লুত
 অন্ন পিতৃযজ্ঞানুসারে অগ্নিতে হোম করিবে।
 অগ্নি না থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম
 করিবে। শিবসমীপে বা গোষ্ঠে পিণ্ডদান
 করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, কাহারও
 কাহারও এরূপ অভ্যর্থনা; কিন্তু হে
 দ্বিজগণ! ইহা সূচ্যসম্মত নহে; অর্থাৎ
 পূর্ব্ব পাঠীয় ব্রাহ্মণ ভোজন, অনন্তর
 পিণ্ডদান করাই সূচ্যের অভ্যর্থনা। ১৩—
 ২৪। আবাবধ পায়স, সুবহুতর তক্ষ্য,
 লেহ, চোষা এবং যাহা হইতে ফল হয় না,
 এইরূপ অভিলষিত পুষ্প, (ব্রাহ্মণদিগকে)
 দিবে। পিতৃলোক-ক্রীতি-উদ্দেশে বিবিধ
 মাংসদানে গ্রাহ্যে অক্ষয়ফলজনক হয়। মাংস
 দান গ্রাহ্যে নিষিদ্ধ নহে। যে দ্বিজ পিতৃ-
 কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মাংসভোজন না করে,
 পরকালে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তৎপরে
 পশুযোনিপ্রাপ্তি হয়। অনন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র,
 পুরাণ, অথর্কশাস্ত্রঃ (বেদের অংশ বিশেষ),
 শতকড় এবং পুরুষসূক্ত ব্রাহ্মণগণকে শুনাইবে।
 স্মৃতভোক্তা ব্রাহ্মণ সকল মৌনী
 হইয়া ভোজন করিবে। ‘শেষমন্নম্’ ইত্যাদি

হস্তপ্রকালনং দত্তা কুৰ্যাদৈব স্বস্তিবাচনম্ ।
দত্তাদৈব দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদীরয়েৎ ॥
দাতারো নোহভিবৰ্দ্ধন্তাং বাজেবাজেতি বৈ
ঋচম্ ।

জপ্ত্বা চ ব্রাহ্মণান্ ভৃগ্বা নমস্কৃত্য বিসৰ্জয়েৎ ॥
ভোক্তা চ ব্রাহ্মদত্তন্তাং রজস্তাংমৈথুনং ত্যজেৎ
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথাধ্বানং প্রযাত্ত্বন বিবৰ্জয়েৎ ॥৩২
অধ্বগো ব্যাসনৌ চৈব বিশেষণ স্তনয়িকঃ
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুৰ্যাদ্ ওৰ্ব্বা ঋ নদৈব হি ॥৩৩
ফলৈরাপ চ মূলৈর্বা কুৰ্যাদ্ভ্রাদ্ধঞ্চ নির্জনং ।
স্নাত্বা তিলোদকৈর্বাপি তর্পয়েদ্ধৃক্কয়া পিতৃন ॥৩৪
ব্রহ্ময়া তু কৃতে ব্রাহ্মে ভগবান্ নীললোহিতঃ
শ্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা বিশেষো হব্যকব্যাভূক্
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো সূত-
শৌনকসংবাদে ব্রাহ্মবিধিকথনং নামৈকোদ-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ ধর্মো বনস্থানামুচ্যতে শৃণুত দ্বিজাঃ ।
শ্রীতো ভবতু বেনাসৌ ভগবান্ ভগনেন্দ্রশ্য ॥১
শরীমাশ্রনো দৃষ্টী পলিতাদৈশ্চ দৃষিতম্ ।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিকপ্য বনঃ গচ্ছেদ্ দ্বিজো-
ত্তমঃ ॥ ২
কলমূলশনো নিত্যং পঞ্চযজ্ঞপরায়ণঃ ।
অতিথিং পূজয়েন্তু ক্রিয়া মত্বা শর ইতি শ্রুতিঃ ।
অস্তৌ গ্রাসা শ্চ ভৃগ্বীত চীরবাসা ভবেজ্জটী ।
ভবেৎ ত্রিষবণস্নায়ী নিত্যং স্বাধ্যায়তৎপরঃ ॥৪
দয়াক্ সর্বভূতেষু ন কুৰ্যাদ্গ্নিশি ভোজনম্ ।
বর্জয়েদ্ গ্রামজাতানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥
যদি গচ্ছেৎ সপত্নীকো ব্রহ্মচার্যো ব সর্বদা ।
যদি গচ্ছেদনৌ ভার্য্যাং প্রায়শ্চিত্তৌ ভবেদ্বিজঃ

বিংশ অধ্যায় ।

পাঠ করিয়া (পিণ্ডাদি দিয়া) বিকির ক্ষেপণ
করিবে । তৎপরে হস্ত প্রকালন, স্বস্তি-
বাচন, যথাশক্তি দক্ষিণান্ত এবং স্বধাবাচন
করিবে । ‘দাতারো নোহভিবৰ্দ্ধন্তাং’ এবং
‘বাজে বাজে’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া
ব্রাহ্মণগণের স্ততিনাত সম্পাদনপুরঃসর
বিদায় দিবে । ব্রাহ্মভোক্তা ও ব্রাহ্মকর্ষী
উভয়েই সেই দিনে মৈথুন ত্যাগ করিবে ।
স্বাধ্যায় এবং অধ্বগমন (ক্রোশাধিক পথ-
গমন) যত্নসহকারে বর্জনীয় । অধ্বগমনে
বিপদঘট্ত হইতে হয়, বিশেষতঃ নিরায়
ব্রাহ্মণ । অসমর্থ ব্রাহ্মণ সর্বদাই আমশ্রাদ্ধ
করিবে । নির্জন ব্রাহ্মণ ফলমূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ
করিবে । তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তি, স্নান
করিয়া সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ
করিবে । ব্রাহ্মণহকার শ্রাদ্ধ কারলে বিশ্বাত্মা
বিশেষ্বর হব্যকব্যাভোজী ভগবান্ নীল-
লোহিত শ্রীত হইয়া থাকেন । ২৪—৩৪ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

সূত বলিলেন,—ভগবান্ রজ যাহাতে
শ্রীত হন, হে দ্বিজগণ ! অনন্তর সেই বান-
প্রস্থধর্ম্য বলিতোছি, শ্রবণ করুন * । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! স্বীয় দেহ পলিতাদি-দৃষত
অবলোকন করিয়া পত্নীকে পুত্রগণের নিকট
কোন্ময়া বনগমন করিবে । কলমূল আহা-
র, নিত্য পঞ্চযজ্ঞ অহুষ্ঠান এবং শিববুদ্ধিতে
ভক্তিপূরক অতিথিপূজন তাঁহার কর্তব্য,
ইহা বেদবাক্য । অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন,
চীর বস্ত্র পরিধান, জটীধারণ, ত্রৈকালিক
স্নান এবং স্বাধ্যায় বানপ্রস্থধর্ম্যের কর্তব্য ।
সর্বভূতে দয়া, ব্রাহ্মযোগে অনাহার এবং
গ্রাম্যকলমূলবর্জন তাঁহার কর্তব্য । ১—৫ ।
পত্নী সমাভিযাণের যদি বানপ্রস্থ গ্রহণ করে,
তাহা হইলে, সর্বদা ব্রহ্মচার্যই থাকিবে ;
বনস্থ দ্বিজ, পত্নী গমন করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ

* “শ্রীতো ভবতি” এই পাঠ মূলে সঙ্গত ।
“ভবতু” পাঠে, “শিব শ্রীত হউন” এইরূপ
অনুবাদে “বেন” পদ শ্রবণের তেতুরূপে
উল্লেখ করিতে হয় ।

যদিগর্তো ভবেৎ তন্তাঃ স চাণ্ডালসমো ভবেৎ ।
 সৰ্বভূতানুৎস্পী স্তাৎ সংবিভাগরতঃ সদা ।
 পরিবাদঃ মুখাবানঃ নিদ্রালস্তঃ বিবৰ্জয়েৎ ॥ ৮
 শীর্ণপাশনো বা স্তাৎ কুচ্ছৈর্বা বর্তয়েৎ সদা ।
 শিবপূজারতো নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৯
 এবং যো বর্ততে নিত্যং বানপ্রস্থশ্রমে দ্বিজঃ ।
 পরাং গতিমবাপ্নোতি দেহান্তে শাস্তং পদন্
 যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সৰ্ব্বং শুভ্ৰ ।
 তদা চ সন্ন্যাসোদ্বিধান্ন নাস্তথা পি তো ভবেৎ
 বেদান্তাভ্যাসনিরতো দাস্তঃ শাস্তো
 জলেশিয়ঃ ।
 নিশ্চয়মো নির্ভয়ো নিত্যং নির্ভয়ো নিম্পরিগ্রহঃ ॥
 জীর্ণকৌশীনবাসাঃ স্তান্মুণ্ডো নগ্নোহথবা ভবেৎ
 ত্রিদণ্ডী বা ভবেদ্বিহীনতোযা বৈদিকী ক্রান্তঃ
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

হয়। আর সেই পত্নীতে গর্ভ উৎপাদন
 করিলে ত চাণ্ডালতুল্য হয় * ॥ বানপ্রস্থ-
 ধর্মী, খাদ্য বর্চন করিয়া সর্বভূতে দয়া
 প্রকাশ করিবে; নিদ্রা, মিথ্যাকথা, নিদ্রা
 এবং আলস্য পরিত্যাগ করিবে। (সমর্থ
 হইলে) গণিত পত্র মাত্র ভোজন করিয়া বা
 প্রাজাপত্যাদিব্রতাবলম্বী হইয়া জীবনরক্ষা
 কর্তব্য। নিত্য শিবপূজারত ও শিবধ্যান-
 পরায়ণ হইবে। যে দ্বিজ, এইরূপে নিত্য
 বানপ্রস্থ-ধর্ম পালন করেন, তিনি পরমগতি
 এবং দেহান্তে নিত্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন
 সর্ববস্তুর প্রতিই মনে মনে বৈরাগ্য জন্মিবে,
 বিজ্ঞবাক্তির তখনই সন্ন্যাসগ্রহণ কর্তব্য,
 নতুবা নহে; বৈরাগ্য না জন্মিতে সন্ন্যাস
 গ্রহণ করিলে পতিত হয়। সন্ন্যাসী বেদান্তা-
 ভ্যাসরত, শাস্ত, দাস্ত, জিতোন্ময়, নিশ্চয়,
 নিত্য নির্ভয়, হৃদ্বাভীত, নিঃসঙ্গ ও যুগুত-
 মুগু এবং জীর্ণকৌশীন-পরিধান বা বিবস্ত্র
 হইবে। (একদণ্ড) বা ত্রিদণ্ড ধারণ

ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ
 একান্নাদী ভবেদম্বুজ কদাচিৎসম্পটো যতিঃ ।
 নিকৃতির্নৈব তস্তাস্ত ধর্মশাস্ত্রে সর্বথা ॥ ১
 ভবেৎ ত্রযবর্ণস্যায়ী ভষ্মাকৃণিতাবগ্রহঃ ।
 প্রণবং প্রজপেন্নিত্যং মোক্ষশাস্ত্র চিন্তকঃ ॥
 বেদান্তাংশ্চ পাঠেন্নিত্যং তেষামর্থ্যাংশ্চ চিন্তয়ে
 আত্মানং চিন্তয়েদবমৌখ্যানং বহুমব্যয়ম্ ।
 অনন্তং নির্গুণং শাস্তং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্
 কারণং সর্বজগতামাধারং সর্বতোমুখম্ ।
 চিত্রপং শব্দং স্তানুমানন্দমজরং বিভূম্ ॥ ১২
 প্রেরকঃ সর্বভূতানামেকং ব্রহ্ম মহেশ্বরম্ ।
 অপ্রমেয়মনাদাস্তং স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
 ত্রিবিম্বস্তন্ময়ং ভূত্বা যোগযুক্তো মহামুনিঃ ।
 অচিরেণৈব কালেন পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৩
 দ্বিজঃ সন্ন্যাসভাদেব পাপেভ্যঃ সম্প্রমুচ্যতে ।
 জ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নোতি বিরহিটপদমথৈব রতঃ ॥

করিবে, ইহা বেদবাক্য। সন্ন্যাসী শত্রুমিত্রে
 সমদর্শী ও মান-গপমানে সমভাবেপন্ন
 হইবে। ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিবে,
 একজনের মাত্র অন্নভোজনে কদাচ নিরত
 হইবে না। যে যাত মাত্র এ জনের অন্নই
 ভোজন করে, অথবা সম্পট, তাঁহার কোন
 কালে নিকৃতি ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় না।
 ত্রিকাল ন্নান করিবে, সর্বদা ভষ্ম মাখিবে,
 নিত্য প্রণব জপ করিবে, মোক্ষশাস্ত্র চিন্তা
 করিবে। নিত্য বেদান্ত পাঠ করিবে, বেদা-
 ন্তার্থ চিন্তা করিবে। আপনাকে অব্যয়,
 বিভূ, দৈশান, অনন্ত, নির্গুণ, শাস্ত, প্রকৃতির
 অনাড়ম্বর সর্বজগতের কারণ, সর্বজগতের
 আধার, সর্বতোমুখ, চিদানন্দস্বরূপ কূটস্থ,
 অজর, সর্বভূতেশ্বরক, অপ্রমেয়, আদ্যন্ত-
 হীন, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন মহেশ্বর ব্রহ্ম-
 রূপ চিন্তা করিবে ১৬-২০। যোগযুক্ত মহ মুনি,
 সেই ব্রহ্মানন্ত ও ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অচির কাল
 মধ্যে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। দ্বিজ, সন্ন্যাস-
 যাজ্ঞেই পাপমুক্ত হয়, বিরহিটপদ-বর্জিত

* বানপ্রস্থধর্মে কোন কোন বিষয়ে
 অধিকারভেদে আচারভেদ আছে।

ইতি সৰ্বমশেষেণ চতুঃস্রাম্যমীরিতম্ ।
যোহুতিষ্ঠেৎ প্রথয়েন তন্ত শত্বঃ প্রসীদতি ।
ইতি জীৱন্তপুৰাণোপপুৰাণে জীসৌয়ে হৃত-
শৌনকসংবাদে বানপ্রস্থাদিধৰ্ম্মকথনং
নাম বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং তগবতা হৃত সৰ্গ উক্তো বিবস্বতা ।
মহন্তর্যাণ বংশাশ্চ তেষাঞ্চ চরিতং তথা ॥ ১
প্রতিসৰ্গঃ পুনশ্চৈব যথা ভবতি কুৎস্বশঃ ।
ক্রহি নঃ হৃত সকলং যথা ব্যাসক্লুতং ত্বমা ॥ ২

হৃত উবাচ ।

পৃথুধনুষয়ঃ সৰ্ষে শ্বেচ্ছালীলাং মহেশিতুঃ ।
মহাদেবাকঃ সৰ্ষঃ দৃষ্টমেতচ্চরিতম্ ॥ ৩
কোভ্যং বিশ্বমিদং তেন কোভাকো ভগ-
বাহ্বিবাঃ ।

ন সঙ্কোচবিকাশাভ্যং প্রধানত্বে ব্যবস্থিতঃ ॥

সেই জ্ঞানী মুক্তি লাভ করে। এই চারি
আশ্রমের সম্পূর্ণ বিধি অশেষ প্রকারে বলি-
লাম। যে ব্যক্তি যতপূৰ্ণক ইহা পালন
করে, শিব তাহার প্রতি অশ্রয় হন ৥২১-২৩ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে হৃত! সূর্য্যদেব
সৃষ্টি, মহন্তর, বংশ এবং বংশচরিত্র কিরূপ
কীর্তন করিয়াছেন, আর সম্পূর্ণরূপে প্রলয়ই
বা হর কেমন করিয়া, তাহা আমাদেরগকে
বলুন; ব্যাসের নিকট আপনি সবই শুনি-
য়াছেন। হৃত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সক-
লেই মহেশ্বরের শ্বেচ্ছালীলা শ্রবণ করুন।
এই চরিত্র সমস্তই মহাদেবস্বরূপ; এই বিশ্ব
বিবৰ্জনীয় এবং ভগবান্ শিব বিবৰ্জনকর্তা।
হে বিজগণ! শিবই প্রকৃতরূপে সঙ্কোচ-

কোভ্যমাণাং প্রধানাক পুংসঃ প্রাহুরক্লুদ্বিহাঃ

যদেতদ্বিকৃতং বোজঃ প্রধানপুরুষাশ্বকম্ ।

মহন্তর্যমিতি প্রোক্তং বুদ্ধিত্বং তদ্ব্যভূতং ॥ ১

বুদ্ধ্যাদয়ো বিশেষান্তা অব্যক্তাদৌষয়েকরা ।

পুরুষাধিষ্ঠিতাদেব জজিরে মূনিপুঙ্গবাসঃ ॥ ২

অহঙ্কারস্ততো জজ্ঞে তন্মাত্রাণি ততো বিজাঃ

ততো ভূতানি জাতানি প্রেরিতানি শিবৈ-

হ্মবা ॥ ৩

মনস্বব্যক্তজং প্রাহঃ প্রোক্তং তক্তোভ্যশ্বকম্

বৈকারিকাদহঙ্কারাং সর্গো বৈকারিকো ভবেৎ

তৈজসানৌল্লিঙ্গাণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দশ ॥ ৪

বৈকারিকৈস্তৈজসচ্ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ।

ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারঃ কথ্যতে তদ্বচিস্তকৈঃ ॥ ১০

ভূতাদেয়ভবং সর্গো ভূততন্মাত্রাসংজিতঃ ॥ ১১

বিকূর্বাণস্ত ভূতাদিঃ শব্দমাত্রং সসর্জকং ।

আকাশো জায়তে তন্মাৎ তন্ত শব্দো

ভূগো মতঃ ॥ ১২

বিকাশশালী; পুরুষরূপী শিবের সংসর্গে

বিবৰ্জ্যমান প্রকৃতি হইতে মহন্তর্যের উৎ-

পত্তি। মহন্তর্য বিকৃত বোজ, উহা প্রকৃতি-

পুরুষাশ্বক। মহন্তর্যের নামান্তর বুদ্ধিত্ব।

হে মূনিপুঙ্গবগণ! বুদ্ধি হইতে স্থলভূত

পর্যন্ত সমস্তই পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে

দৈশ্বরেচ্ছাবশে উৎপন্ন। হে বিজগণ! মহ-

ন্তর্য হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি; অহঙ্কার

হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি; শিবৈচ্ছা-

প্রেরিত পঞ্চ স্থলভূত পঞ্চ তন্মাত্র হইতে

উৎপন্ন। মনও অব্যক্ত অর্থাৎ অহঙ্কার

হইতে সূক্ষ্ম; মন, জ্ঞান কর্তৃ উভয়

ইন্দ্রিয়স্বরূপ। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে সর্ব-

প্রধান দশ দেবতার সৃষ্টি; রাজস অহ-

ঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি হইয়াছে।

অতএব সাত্বিক, রাজসিক এবং তাম-

সিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার, ইহা তদ্ব-

চিস্তকেরা কীর্তন করিয়াছেন ১-১০। তামস

অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি।

বিকৃতপ্রাপ্ত তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সৃষ্টি

ব্যোম চৈব বিকুর্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সমর্জ্জ্ব হ ।
 তন্মাত্রাৎপদ্যতে বায়ুঃ স্পর্শস্তত্ত্বা গুণো ভবেৎ
 পবনস্ত বিকুর্বাণো রূপমাত্রং সমর্জ্জ্ব হ ।
 তেজোচোৎপদ্যতে তন্মাত্রাৎপদ্যং তত্ত্বা গুণঃ বিদুঃ
 তেজোহেব বিকুর্বাণঃ রসমাত্রমভূৎ ততঃ ।
 উৎপত্তস্তে ততশ্চাপো রসস্তাসাং গুণো মতঃ ॥
 বিকুর্বন্ত্যতশ্চাপো গন্ধমাত্রং সমর্জ্জ্বিরে ।
 গন্ধালু পৃথিবী জাতা গন্ধস্তস্মাত্ত্ব বৈ গুণঃ ॥
 শব্দমাত্রং যদাকাশং স্পর্শমাত্রং সমাবরণোৎ ।
 বিগুণঃ প্রোচাতে বায়ুঃ শব্দস্পর্শাশ্রয়ঃ স্মৃতঃ
 তথৈব বিয়তো রূপঃ শব্দস্পর্শৌ গুণাবুভৌ ।
 তেজস্ততঃ স্ত্রাং ত্রিগুণং সশব্দস্পর্শরূপবৎ ॥ ১৮ ॥
 রসমাত্রং গুণাঃ সর্বৈ জ্ঞেয় আত্মাঃ সমাবিশন ॥
 আপ্যন্ততুর্গুণাস্তেন গন্ধমাত্রং সমাবিশন ।
 তন্মাত্রং পঞ্চগুণা ভূমির্বল ভূতৈব কথ্যতে ॥ ২০ ॥
 পুরুষাধিষ্ঠিতবাল অব্যক্তানুগ্রহেণ চ ।

করিল; শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের
 উৎপত্তি, আকাশের শব্দ গুণ । বিকৃতিপ্রাপ্ত
 আকাশসহকৃত তামস অহঙ্কার হইতে স্পর্শ-
 তন্মাত্রের সৃষ্টি; স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর
 উৎপত্তি, বায়ুর গুণ স্পর্শ । বিকৃতিপ্রাপ্ত
 পবনসহকৃত অহঙ্কার হইতে রূপতন্মাত্র
 উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে তেজের উৎপত্তি ।
 তেজের গুণ রূপ । বিকৃত-তেজঃসহকৃত
 অহঙ্কার হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন; তাহা
 হইতে জলের উৎপত্তি, জলের গুণ রস ।
 বিকৃতিপ্রাপ্ত জলসহকৃত অহঙ্কার হইতে
 গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন; গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথি-
 বীর উৎপত্তি, পৃথিবীর গুণ গন্ধ । শব্দমাত্র
 আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবরণ করিতে বায়ু
 শব্দ স্পর্শ এই উভয় গুণাক্রান্ত । শব্দ স্পর্শ
 উভয় গুণ-রূপ তন্মাত্রকে আবরণ করিতে
 তেজ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাশ্রয়ক ।
 আত্ম গুণজয়, রসমাত্রকে আবরণ করিতে
 জল, রসরূপাদি গুণচতুষ্টয়সম্পন্ন । এই গুণ-
 চতুষ্টয় গন্ধমাত্রের আবির্ভাব হওয়াতে পৃথিবীতে
 গন্ধাদি পঞ্চবিষয়ের আদিত্ব । এইজন্ত পঞ্চ-

মহাদিবিশেষবাস্তা হুৎপুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ২১ ॥
 তস্মিন্ কার্য্যকরকরণঃ সংসিদ্ধঃ পুরমেষ্ঠিনঃ ।
 প্রাকৃততেহৎপে বিরিক্তস্ত ক্লেদজো ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ
 সর্বৈঃ শরীরৈঃ প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।
 আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত ॥ ২৩ ॥
 মেকরুদ্বঃ ভবেৎ তত্ত্বা জরায়ুচাপি পরিতাঃ ।
 গর্ভোদকঃ সমুদ্রাশ্চ তন্ত্রাসন পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৪ ॥
 বিষং তত্রাতববিপ্রাঃ সদেবানুরমানুষম্ ।
 অতির্দিশগুণাভিত্ত্ব বাহতোহৎপে সমাবৃতম্ ।
 আপো দশগুণেনৈব তেজসা বহিরাবৃতাতাঃ ॥ ২৫ ॥
 তেজো দশগুণেনৈব বাহতো বায়ুনাবৃতম্ ।
 আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ খন্ত ভূতাদিনাবৃতম্ ।
 মহতা চৈব ভূতাদিরব্যাক্তেনাবৃতো মহান ॥ ২৬ ॥
 এতৈরবরণৈরগুণঃ সঞ্জাতঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ।
 অব্যক্তপ্রভবঃ সর্বমাত্মলোম্যেন নীর্যতে ॥ ২৭ ॥

ভূত মধ্যে ইনি প্রবল । পুরুষের অধিষ্ঠান
 এবং প্রকৃতির অনুগ্রহে মহন্ত হইতে বিশেষ
 অর্থাৎ স্থূল পর্য্যন্ত সকল তত্ত্ব অণুসৃষ্টির
 উপাদান । সেই অণুই ব্রহ্মার কার্য্য ও
 করণ সংসিদ্ধ হয় । সেই প্রাকৃত অণু ব্রহ্মাই
 ক্লেদজ । সেই পুরুষই সর্বশরীরাবচ্ছেদে
 প্রথম বলিয়া অভিহিত । সেই ব্রহ্মাই ভূত-
 সমূহের আদিকর্তা ১১—২৩। ব্রহ্মার উৎপত্তি
 বিষয়ে সুমেক উষ, পর্ত্ত সকল জরায়ু এবং
 সমুদ্র সকল গর্ভজলধরূপ । সুরানুর-নর-
 সস্থূল বিষ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় । অণুর
 বহির্ভাগে দশগুণ জল, অণু বেষ্টন করিয়া
 আছে । জল, তদপেক্ষা দশগুণ অধিক
 তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত । তেজের
 দশগুণ অধিক বায়ু দ্বারা তেজ বহির্ভাগে
 আবৃত । বায়ু আকাশে আবৃত । আকাশ
 তামস অহঙ্কারে আবৃত । অহঙ্কার বুদ্ধিতর্কে
 আবৃত । বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতি কর্তৃক আবৃত ।
 অণু এই সত্ত্ববিধ প্রাকৃত আবরণে আবৃত ।
 অতএব সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং
 অমূল্যলোম্যক্রমে সর্বলই তাহাকে নীর হয় ।

গুণঃ কালবশাদেব ভবন্তি বিবশাঃ সমাঃ ।
 গুণসাম্যে লগ্নো জ্ঞেয়ো বৈষম্যে সৃষ্টিরুচ্যতে
 ব্রহ্মাণ্ডমেব বিপ্রেক্ষ্য । ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ।
 ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ স এবোক্তো বিরিঞ্চিচ্চ প্রজাপতিঃ
 সহস্রকোটয়ঃ সন্তি ব্রহ্মাণ্ডান্তির্য্যগ্ধিজাঃ ।
 ব্রহ্মাণো হরয়ো রুদ্রাস্তত্র তত্র ব্যবস্থিতাঃ ।
 আক্তয়া দেবদেবস্ত মহাদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৩০
 ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং ব্রহ্মবিষ্ণুহর্য্যস্বানাম্ ।
 উত্তবে প্রলয়ে হেতুর্ব্রহ্মাদেব ইতি ঋতিঃ ॥ ৩১
 অনন্তশক্তির্ভগবানন্তমহিমাম্পদঃ ।
 অনন্তৈশ্বর্য্যসম্পন্নো মহাদেবোহধিকাপতিঃ ॥ ৩২
 ন তস্ত করণঃ কার্য্যঃ ক্রিয়া বা বিজ্ঞাতে দ্বিজাঃ
 খেচ্ছয়া ভগবানীশঃ ক্রৌড়তাদ্রজয়া সহ ॥ ৩৩
 কথিতঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সঙ্ক্ষেপান্মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্ব্বকেষু ব্রাহ্মী সৃষ্টিরথোচ্যতে ॥ ৩৪
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে
 সূত-শোনকসংলাদে প্রাকৃতসর্গকথনং
 নানৈকবিশোধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সব, রজ এবং তম এই গুণত্রয় কালবিশেষে
 বৈষম্য প্রাপ্ত ও সাম্য প্রাপ্ত হয়। সাম্য-
 বস্থায় প্রলয় এবং বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি হইয়া
 থাকে। যে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই
 ব্রহ্মার ক্ষেত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মাণ্ডের
 ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। তির্ধ্যাক্ ও উর্দ্ধভাগে
 বহুসংখ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। সেখানেও
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অবস্থিত। দেবদেব
 মহাদেব শূলপাণির আক্তয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
 মহেশ্বরাস্ত্রক অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-সংহারে
 মহাদেবই কর্তা, ইহা বেদে আছে। ভগবান্
 অধিকাপতি মহাদেব অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত
 শক্তি ও অনন্ত-মাহিমা সম্পন্ন। হে দ্বিজগণ!
 তাঁহার কাহ্য, করণ বা ক্রিয়া নাই। ভগবান্
 মহাদেব খেচ্ছয়া পার্শ্বতী সহ ক্রৌড়া করেন।
 হে মুনিবরগণ! প্রাকৃত-সৃষ্টি সংক্ষেপে
 বলিলাম। ইহা অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিজ্ঞাত্য

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অসংখ্যাতানি কল্পানি গতানি ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ ।
 সাম্প্রভং বর্ত্ততে যচ্চ বারাহমিতি সংজিতম্ ।
 বিস্তরং তস্ত বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 শৃণুধ্বং পাপহানিঃ স্তাঙ্কুক্ষয়া সর্ব্বদেহিনাম্ ।
 একঃ কল্পমহঃ প্রোক্তঃ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 রাজিচ্চ তাবতী প্রোক্তা কল্পমানমথোচ্যতে ॥ ৩০
 চতুর্গুণাণাং সাহস্রং কল্পমানং নিগদ্যতে ।
 শতত্রয়ং ষষ্টিধিকং কল্পানং বর্ষমুচ্যতে ॥ ৩১
 চতুর্গুণস্ত বিপ্রেক্ষ্যঃ পরাধাৎ উচ্ছ্রুতং ভবেৎ ।
 তদন্তে সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতৌ বিলয়া স্মৃতঃ ॥ ৩২
 প্রাকৃতঃ প্রলয়ন্তেন কথ্যতে কালচ্যুতকৈঃ ॥ ৩৩
 ত্রয়াণামাপ দেবানাং প্রকৃতৌ বিলয়ো ভবেৎ ।
 পুনঃ কালবশান্তেষামুৎপত্তিঃ কথ্যতে বুদ্ধিভেদৈঃ ॥

প্রকৃতি হইতে সত্ত্বত। এক্ষণে ব্রহ্মকৃত সৃষ্টি
 বলিতেছি। ২৪—৩৪।

একবিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার
 অসংখ্য কল্প অতীত হইয়াছে, সাম্প্রতি
 বরাহকল্প চলিয়াছে। হে মুনিপুঙ্গবগণ!
 তাহার বিস্তৃত তত্ত্ব বলিতেছি; ইহা ব্রহ্মা-
 সহকারে শ্রবণ করিলে সকলেরই পাপনাশ
 হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন; ব্রহ্মার
 রাজির পরিমাণও সেই এককল্প-পরিমিত
 কাল। চতুঃসহস্রযুগে এক কল্প। তিন শত
 ষাট (৩৬০) যুগে ব্রহ্মার এক বৎসর।
 হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মার শত বর্ষের নাম
 ‘পর’। এই শতবর্ষান্তে সকলই প্রকৃতভেদে
 লয় হয়। এইজন্য কালজ ব্যক্তিগণ, ইহাকে
 প্রাকৃত প্রলয় বলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কল্প
 তিন দেবতারই প্রকৃতিতে লয় হয়। কাল-
 বশে পুনর্বার প্রকৃতি হইতে তাঁহাদের

কালো হি ভগবাক্তুর্হাদেব ইতি ক্রতিঃ ।
 স্বজ্যস্তে বহবো ব্রহ্মাশ্চানস্তাশ্চ চতুর্থাঃ ॥ ৮
 নারায়ণ হসংখ্যাতা দেবদেবেন শত্ৰুনা ।
 সংহর্তা চ পুনস্তেবাং কালরূপী মহেশ্বরঃ ॥ ৯
 পরার্কিঃ ব্রহ্মণো বিপ্রা অতীতমিতি ন ক্রতম্ ।
 পান্নকল্পমতীভঃ যৎ তৎ পরার্কিঃ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বারাহো বর্ততে কল্লো বারাহো যত্র পদ্মভূঃ ॥ ১০
 আসীদেগার্ববঃ ঘোরঃ নির্জিতাগঃ তমোময়ঃ ।
 একার্ণবে তপা তস্মিন নষ্টে হাবরজ্জন্মে ॥ ১১
 ব্রহ্মা নারায়ণো ভূত্বা যোগনিদ্রাং সমাপ্রিতঃ ।
 সুষাপ সলিলে তস্মিন্নরীশরেচ্ছাপ্রাণোদিতঃ ॥ ১২
 মুনয়ঃ সত্যলোকস্থা দেবঃ নারায়ণঃ প্রতি ।
 ইমকেদাহরন্ত্যত্র প্রোক্তং মুনিবরোত্তমাঃ ॥ ১৩
 আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর-
 হনবঃ ।
 অয়নং তস্মত্ তাঃ প্রোক্তাস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ
 এবং যুগসহস্রান্তে যোগনিদ্রামপাস্ত বৈ ।

উৎপত্তি হয়। কালই ভগবান্ শত্ৰু মহাদেব
 —ইহা বেদবাক্য। বহু ব্রহ্ম, অসংখ্য ব্রহ্মা
 এবং অসংখ্য নারায়ণ দেবদেব শত্ৰু
 সৃষ্ট। আবার সেই কালরূপী মহেশ্বরই
 ইহাদের সংহারকর্ত্তা হন। হে বিপ্রগণ!
 ব্রহ্মার পরার্কি (অর্থাৎ ৫০ বৎসর) অতীত
 হইয়াছে।—হে দ্বিজোত্তমগণ! অতীত
 পান্নকল্পেই ব্রহ্মার পরার্কি হইয়া গিয়াছে।
 বর্ত্তমান কল্প বারাহ নামে খ্যাত; ব্রহ্মা এই
 কল্পে বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। এই জগৎ
 বিভাগ-শূন্ত, তমোময়, ঘোর একার্ণবরূপ
 ছিল। জগৎ একার্ণব ও হাবর জন্ম বিনষ্ট
 হইলে, ব্রহ্মা নারায়ণরূপে যোগনিদ্রা আশ্রয়
 করত ঈশরেচ্ছাবশে সেই সলিলে সুপ্ত হন।
 হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! সত্যলোকস্থিত মুনিগণ দেব
 ঈশ্বরকে বক্ষ্যমাণ প্রোকার্থ বলিলেন;—
 'নার' শব্দের অর্থ জল; কেননা, জল 'নর'
 অর্থাৎ পুরুষোত্তম হইতে সজ্জত। 'নার'
 অর্থাৎ জল আপনার অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া
 আপনি নারায়ণ-পদবাচ্য। হে মুনিপুঙ্গব-

ব্রহ্মত্বমগ্রহীদেবঃ সৃষ্ট্যর্থং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৬
 মগ্নাঃ জলাস্তঃ পৃথিবীঃ জ্যোত্বা দেবশ্চতুর্থাঃ ।
 তস্তাত্ত্বকরণার্থায় বারাহঃ রূপমাস্থিতঃ ॥ ১৭
 অপ্রতর্ক্যমনোমগ্নাঃ রূপং ভগবতঃ পরম্ ॥ ১৮
 ঋণাদ্রিসাতলং গত্বা যজ্ঞেশঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 অভ্যাজহার ধরণীং দংষ্ট্রয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯
 সনকাদ্যৈঃ স্তূয়মানো ভগবান্ হব্যকব্যাক্তৃক্ ।
 আসীদৃথাবনিঃ পূর্বঃ সংস্থাপ্য চ তথা পুনঃ ।
 কল্লাস্তদন্ধানখিলান্ পর্বতাংশ্চ মহীধরঃ ॥ ২০
 ততশ্চিস্তয়তঃ সৃষ্টিং কল্লাদৌ পদ্মজন্মনঃ ।
 অবুদ্ধিপূর্বকঃ সর্গঃ প্রাপ্তভূতস্তমোময়ঃ ॥ ২১
 তমো যোহো মহামোহস্তামিশ্রকাক্ষসংজিতম্

গণ! এইরূপ সহস্র যুগ * অতীত
 হইলে দেব নারায়ণ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ
 করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্ত ব্রহ্মা হইলেন। ১—
 ১৬। দেব চতুর্থা পৃথিবীকে জলমধ্যে নিমগ্ন
 দেখিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্ত বরাহরূপ
 অবলম্বন করিলেন। ভগবানের সেই
 বরাহরূপ অপ্রতর্ক্য এবং অতুলনীয়। পর-
 মেশ্বর পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বর ঋণমধ্যে দংষ্ট্রা
 দ্বারা পৃথিবী উদ্ধার করিলেন। হব্য-
 কব্যভোজী ভগবানকে সনকাদি ঋষিগণ
 স্তব করিতে লাগিলেন। পৃথিবী-উদ্ধার-
 কারী ভগবান্ পৃথিবী ও জলয়দগ্ধ শৈল-
 গণকে পূর্ববৎ স্থাপন করিলেন। অনন্তর
 কল্লারন্ত্রে ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা করিলে অবুদ্ধি-
 পূর্বক তমোময় সৃষ্টি হইল। তমঃ, মোহ,
 মহামোহ, তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র † এই

* যুগ শব্দ কোনস্থলে যুগপাদ অর্থে,
 কোনস্থলে বা ধূগ শব্দের প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত
 হয়। সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদিস্থলে, যুগ-
 শব্দে যুগপাদ বুঝিবে। আর এইস্থলে
 যুগশব্দে সত্যাদি যুগপাদচতুষ্টয় বুঝিবে।

† দেবাদিতে আত্মত্ব-বুদ্ধি অর্থাৎ
 “আমি স্থূল” “আমি কৃশ” ইত্যাদি যে জ্ঞান,
 তাহা “তমঃ” “আমি গৃহস্থানী” ইত্যাদি যে

অবিভা পঞ্চপট্টেয়া প্রাহুর্ভূতা মহাম্মনঃ ॥ ২২
পঞ্চপট্টেয়াঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহভিমানিনঃ ।
সংবৃত্তমসাতীব বীজং তুগিব সর্বতঃ ॥ ২৩
অন্তর্বলিঙ্গাপ্রকাশঃ স্তব্ধো নিঃসংস্ত এব চ ।
মুখ্যা নগা ইতি প্রোক্তা মুখ্যসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥
তং দংষ্ট্রাসাধকং সর্গমমন্তং কমলাসনঃ ।
পুনর্নিষ্কৃত্যতঃ সর্গঃ তির্ধ্যাক্শোতোহভ্যবর্ত্তত ॥
যন্ত তির্ধ্যাক্শপ্রবৃত্তঃ স তির্ধ্যাক্শোতস্ততঃ স্মৃতঃ
পঞ্চাদয়ঃ সমাখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণশ্চ যে ॥ ২৬
তমপ্যসাধকং দৃষ্ট্বা দেবদেবঃ পিতামহঃ ।
সসর্জকঃ পুনঃ সর্গমুর্জিতোক্ত সাধিকম্ ॥ ২৭

দেবসর্গ ইতি প্রোক্তঃ প্রকাশাতা মুখ্যধিকঃ ।
পুনর্নিষ্কৃত্যতোহব্যক্তাদক্শোতস্ত সাধকঃ ॥
প্রকাশবহলাঃ সর্বো তমোগুক্ত্য রাজোহিকঃ ।
দুঃখোৎকটীঃ সব্রহ্মতা মনুষ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥
পুনর্নিষ্কৃত্যতস্তত্ত্ব ভূতসর্গোহভ্যায়ত ।
সংবিভাগরতাঃ ক্রুরান্তে পরিগ্রাহিণঃ স্মৃতাঃ ॥
এতে পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ সর্গা দেবেন ভাহ্নন ।
মহতঃ প্রথমঃ সর্গো জাতব্যো ব্রহ্মণো বিজ্ঞাঃ
তন্মাজ্ঞাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ।
বৈকারিকভূতীয়স্ত প্রোক্ত ঐন্দ্রিয়কো বিজ্ঞাঃ ।
ইত্যেব প্রাকৃতঃ সর্গঃ সমুতোহবুদ্ধিপূর্বকঃ ।

পঞ্চপঞ্চকল্পিণী অবিন্যা সেই পরমায়া
হইতে প্রাহুর্ভূত হইলেন । চিন্তাপরায়ণ
অভিমানাধিষ্ঠাতা সেই দেব হইতে কৃষ্ণ-
সংবৃত্ত বীজের স্তায় সর্বতোভাবে তমঃ-
সংবৃত্ত পঞ্চ প্রকার (বৃক্ষ, গুহা, লতা, বীকৃৎ
এবং তৃণ) সৃষ্টি হইল । সেই সৃষ্টি পদার্থ-
সমূহ সংজ্ঞাহীন, স্তব্ধ এবং অন্তর্কিয়মে ও
বহির্কিয়মে জ্ঞানশূন্য । স্বাবরসৃষ্টি মুখ্য
অর্থাৎ প্রথম বলিয়া ইহা মুখ্য সর্গ নামে
অভিহিত । সেই সৃষ্টিকে অল্পপযোগী
দেখিয়া ব্রহ্মা অস্ত সৃষ্টি কর্তব্য মনে করি-
লেন । সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণ ব্রহ্মা তির্ধ্যাক্শোতা
সৃষ্টি করিলেন ; বক্র পথে আহারসঞ্চরণ
দ্বারা জীবিত থাকে বলিয়া তাহাদের নাম
তির্ধ্যাক্শোতা । তাহাই পশাদি-সৃষ্টি । পশু
প্রভৃতি জীব, উৎপথগামী । দেবদেব
পিতামহ সে সৃষ্টিকেও অল্পপযোগী মনে
করিয়া অস্ত সাধিক সৃষ্টি করিলেন, ইহাদের
আহারসঞ্চরণ উর্কে অর্থাৎ দেহের বহির্ভাগে

হয় ; ইহা দেবসৃষ্টি * । সৃষ্টি দেবতার
সর্বপ্রকৃতি, অতএব মুখ-বহল । পুনর্বার
তিনি উপযোগী পদার্থ সৃষ্টি চিন্তা করিলে,
অব্যক্ত হইতে তমোগুক্ত, রাজোহিক এবং
সত্ত্বগুণাবৃত্ত জ্ঞান-দুঃখাদিসম্পন্ন মনুষ্যগণ উৎ-
পন্ন হইল ২৭—২৯। মনুষ্যেরা আহারসঞ্চরণ
অধোগত হওয়াতে জীবিত থাকে, এইজন্য
‘অর্কীক্শোতাঃ’ নামে অভিহিত । পুনর্বার
ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা করিলে ভূতসৃষ্টি † হইল ।
এই দেবযোনি-বিশেষেরা সংবিভাগরত ও
ক্রুর এবং জ্ঞানবহুল । স্বর্ধ্যদেব এই পঞ্চ
সৃষ্টি কর্ত্তন করিয়াছেন । হে বিজগণ !
ব্রহ্মা হইতে যে মহন্তব্রহ্মসৃষ্টি হয়, তাহাই
প্রথম ! দ্বিতীয় তন্মাজ্ঞাসৃষ্টি, ইহার নামান্তর
ভূতসৃষ্টি । হে বিজগণ ! তৃতীয় ঐন্দ্রিয়-
সৃষ্টি, ইহা বৈকারিক নামে অভিহিত । এত-
প্রিত্য প্রাকৃত সৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্মাও-কারণের

জ্ঞান, তাহা “মোহ” । শকাদিভোগস্পৃহা
“মহামোহ” । শকাদিভোগস্পৃহার প্রতি-
ষাতে যে কোষ, তাহাই “তামিস্র” । বিনাশ-
শকার তত্ত্ববস্ত-রক্ষার্থে যত্নাতিশয়ের নাম
“অন্ততামিস্র” । অবিভার এই পঞ্চ পর্ব ।
পর্ব অর্থে বৃত্তি ।

* অমৃত দর্শন করিয়াই দেবগণ ভুগু
থাকেন । গলাধঃকরণ করিতে হয় না ।
শ্রুতিতে কথিত আছে,—“ন হ বৈ দেবা
অশস্তি, পিবন্তি, এতদেবানুভবং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।”
এইজন্য তাহারা উর্কস্রোতা ।

† সাধিক-ভামস দেবযোনি-বিশেষের
সৃষ্টি । ইহা “অল্পগ্রহ সর্গ” নামে খ্যাত ।

চতুর্থো মূখ্যসর্গস্ত মূখ্যা বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩
 তির্ধ্যগ্ন্যোস্ততঃ যঃ প্রোক্তহির্ধ্যগ্ন্যোস্ততঃ পঞ্চমঃ
 ততোহর্কাক্ষোতসাং বঠৌ দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥৩৪
 ততোহর্কাক্ষোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু

মাহুযঃ ।

অষ্টমো ভৌতিকঃ সর্গো ভূতাদিনাং ত্রিজোত্তমাঃ
 নবমশ্চৈব কৌমারঃ প্রাকৃতো বৈকুণ্ঠাভিমে ॥৩৫

ইতি ত্রিভঙ্গপুরাণোপপুরাণে জীসৌরে স্ত-
 শোনকসংবাদে বারাহকল্পপ্রাকৃতাদিসির্গকথনঃ
 নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সৃষ্টি) এতৎ অবুদ্ধি অর্থাৎ অবিজ্ঞাধ্য
 প্রকৃতি হইতে স্ফুটত । মূখ্যসৃষ্টি চতুর্থ ।
 মূখ্য অর্থে হুঁহাবর । তির্ধ্যাক্ষোত নামে *
 কথিত তির্ধ্যাক্ষোতানির সৃষ্টি পঞ্চম ।
 তির্ধ্যাক্ষোতঃসৃষ্টি বঠ, তাহাই দেবসর্গ ।
 অর্কাক্ষোতঃসৃষ্টি সপ্তম, তাহাই মনুস্যসৃষ্টি ।
 হে ত্রিজোত্তমগণ! ভূতাদি দেবযোনির
 সৃষ্টি অষ্টম, ইহা ভূতসর্গ । কৌমার অর্থাৎ
 কল্প ও সনৎকুমারাদির সৃষ্টি নবম, ইহা
 প্রাকৃত এবং বৈকুণ্ঠ । ৩০-—৫৫ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

* মূলে “তির্ধ্যগ্ন্যোস্ততঃ “এইখানে”
 “তির্ধ্যাক্ষোতাতঃ” পাঠ হইবে ।

† কল্প, প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া
 তৎসৃষ্টি প্রাকৃত ; এবং সনৎকুমারাদি প্রকৃতি-
 স্ফুটত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া তৎসৃষ্টি
 বৈকুণ্ঠ । অথবা কল্প সৃষ্টিকর্তা, অতএব
 তিনি প্রকৃতি, তাঁহার সৃষ্টি প্রাকৃত ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ

স্তূত উবাচ ।

ততঃ সসঙ্ক ভগবান্ দেবোহসাবাস্তনঃ স্মৃতান
 সনাতনঞ্চ সনকঃ সনন্দনমধাপি চ ॥ ১
 শঙ্কুঃ সনৎকুমারঞ্চ পঠৈতান্ পদ্মসম্ভবঃ ।
 ন সৃষ্টৌ দধিরে বুদ্ধিং শিবৈকধ্যানতৎপরঃ ॥২
 সৃষ্টৌ তেজসনপেক্ষেযু মোহাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ ।
 তপস্ততাপ পরমং ন কিঞ্চিৎ প্রতাপদ্যত ॥৩
 গতে বহতিথে কালে সমভূৎ ক্রোধমুর্ছিতাঃ
 প্রাণাশ্বকঃ সমুদ্ভূতো ললাটাদিব্রহ্মণো হরঃ ॥ ৪
 কেনাপি হেতুনা বিপ্রাঃ সৃধ্যাকৌটিসমগ্রীতঃ ।
 নিশ্চক্রাম ততো ভিষা ভালং ভগবতো বিধেঃ
 যৌগধিষ্মাজজ্ঞান্যনং তস্মাজ্জন্ম ইতি স্মৃতঃ ।
 অস্তানি সপ্ত নামানি শৃণুধ্বঃ মুনিপুঞ্জবাঃ ॥ ৬
 ভবঃ শরীষ্মন্তেশানঃ পশুনাং পতিরেব চ ।
 ভীমাশোচ্যে মহাদেব ইকি নামানি সন্তমাঃ ॥
 ভূমিরাপোহনলো বায়ুর্ব্যোম সৃধ্যশ্চ চন্দ্রমাঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

স্তূত বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ পদ্ম-
 যোনি ব্রহ্মা, সনাতন সনক, সনন্দন, শঙ্কু এবং
 সনৎকুমার এই পঞ্চ পুত্র মম হইতে উৎপাদন
 করিলেন । একমাত্র শিবধ্যানপরায়ণ সেই
 ব্রহ্মসনন্দনগণ সৃষ্টিকার্যে মনোযোগ করিলেন
 না । তাঁহার সৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইলে প্রজা-
 পতি মোহাবিষ্ট হইয়া, পরম তপত্ময় প্রবৃত্ত
 হইলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি-
 লেন না । হে বিপ্রগণ! বহুকাল অতীত
 হইলে, ব্রহ্মা অতি ক্রুদ্ধ হইলেন । তখন
 কোন কারণ বশতঃ কৌটিহৃদ্য-সমগ্রত
 প্রাণশ্বরূপী হর, ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত
 হইলেন । কমলযোনিকে যৌগন করাইয়া
 তাঁহার ললাট ভেদ করত নির্গত হওয়াতে
 হরের নাম হইল ‘কল্প’ । হে মুনিপুঞ্জবগণ!
 তাঁহার অস্ত সপ্ত নাম অবগত করুন,—ভব,
 সর্ক, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র এবং
 মহাদেব—হে সন্তমগণ! এই সকল (তাঁহার)

অষ্টমী দীক্ষিতস্তত্র মুষ্টিরীশস্ত শূলিনঃ ॥৮
যাতিব্যাগমিদং বিধং বিধস্তান্ত জগন্ময়ঃ ।
তেন বিবেশয়ো দেব ইতি নামা শিবঃ স্মৃতঃ ॥৯
প্রজাঃ সৃজতি নির্দিষ্টচন্দ্রমৌলিবিবিরিঞ্চিনা ।
সসর্জ জনসা রুদ্রানাস্ততুল্যান মহেশ্বরঃ ॥১০
নীলকণ্ঠান্নিনেত্রাংশ জটামুকুটমণ্ডিতান্ ।
নৃবধ্বজান্ বীতরাগান্ জয়ামরণবর্জিতান্ ॥১১
সর্গজান্ শতকোটিংস্তান্ সর্গানুগ্রাহিণঃ পরান্
দৃষ্ট্বা তান্ বিবিধান্ রুদ্রান্ বিরিঞ্চিঃ প্রাহ

শব্দরম্ ॥১২

জয়ামরণনিখুঁতামৌদুলীঃ মা সৃজঃ প্রজাম্ ।
সৃজন্তান্তাঃ সুরেশান প্রজাঃ মৃত্যুসমধিতাম্ ॥
ব্রহ্মাণমববৌদ্ধকুর্নাস্তি মে তাদুলী প্রজা ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যাত্মা ন প্রাস্ততন্ততাঃ প্রজাঃ
রুদ্রৈরাস্তসমুদভূতৈঃ ক্রৌড়যুক্তস্তদাভবৎ ।
হৃণুবিব্রিস্কলো যস্মাৎ হিতঃ হৃণুবিব্রিত স্মৃতঃ
জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ

দৃষ্ট্ব্যমানসঘোষণা হৃষীকৃত্তময়েব চ ॥১৬
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠতি শব্দরে ।
স এব ভগবানীশো বিবেশো নীললোহিতঃ ॥
ততস্তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সংবীক্ষ্য শব্দরম্ ।
অনুগৃহ যথা মাং ত্বং পুত্রেষু দম্ভবান্ বরম্ ।
অন্ত তৎ সফলং জাতং চিহ্নিতং যদ্যপ্যপিভম্
এবং বিবেশ্বরং শব্দুঃ সমাভাষ্য চতুর্ধুঃ ।
স্তোত্রোণেনেদ তুষ্টাব শিরস্তাধায় চাক্রলিঙ্গ ॥১৯
ব্রহ্মোবাচ ।

নমস্তেহস্ত মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর ।
নমঃ শিবায় দেবায় নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥২০
নমোহস্ত তে মহেশান নমঃ শান্তায় হেতবে ।
প্রধানপুরুষেশায় যোগাধিপত্যে নমঃ ॥২১
নমঃ কালায় রুদ্রায় মহাগ্রাসায় শূলিনে ।
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥২২ ॥
নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং ব্রহ্মাণো জনকায় চ ।
ব্রহ্মবিদ্যাধিপত্যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনে ॥২৩

নাম । অবনি, সলিল, অনল, অনিল, গগন,
তরণি, শলী এবং বজ্রমান—শূলপাণির এই
অষ্টমূর্তি । নিখিল জগৎ এই অষ্টমূর্তি দ্বারা
ব্যাপ্ত । এই জন্তই বিশ্বমঙ্গলবিধাতা রুদ্র
জগন্ময় এবং বিবেশ্বর নামে আখ্যাত হন ।
ব্রহ্মা, মহেশ্বর চন্দ্রশেখরকে প্রজা সৃষ্টি
করিতে বলিলেন, তিনি মন দ্বারা আশ্রতুল্য
শতকোটি রুদ্র সৃষ্টি করিলেন । রুদ্রগণ
সকলেই নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটামুকুটধারী,
নৃবধ্বজ, বীতরাগ, জয়ামরণ-বর্জিত, পরম
সর্গজ এবং সর্গজনের অনুগ্রাহক । বিবিধ
রুদ্রগণ অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা শিবকে
বলিলেন,—হে দেবদেব । জয়ামরণ-বর্জিত
এরূপ প্রজা সৃষ্টি করিবেন না, মৃত্যুসমধিত
অন্তবিধ প্রজা সৃষ্টি করুন । শব্দ ব্রহ্মাকে
বলিলেন, তাদৃশ প্রজা আমার নাই । বিদ্যাত্মা
শিব তদবধি আর সেই প্রকার উত্তম প্রজা
সৃষ্টি করিলেন না ; আশ্রসমুদ্ভূত রুদ্রগণের
সহিত ক্রৌড়যুক্ত হইলেন । হৃণু ভায়
লিঙ্গল অবস্থায় অবস্থিত করাতে, তিনি

হৃণু নামে অভিহিত হইয়াছেন । বৈরাগ্য,
ঐশ্বর্য, তপস্তা, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, জটীতা,
আশ্রজ্ঞান এবং সর্গাধীষ্ঠিতা এই দশবিধ
অক্ষয়ধর্ম শব্দরে নিত্য অবাস্ত । সেই ভগ-
বান্ নীললোহিত ঐশ্বরই বিবেশ্বর । ১—১৭।
অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা শব্দরকে নিরীক্ষণ
করিয়া বলিলেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ
করিয়া, যেমন আপনি স্বয়ং আমার পুত্র-
স্বীকার করবেন, বর দিয়াছিলেন, তদনুসারে
সেই অভিলষিত বিষয় আমার সকল হইল ।
চতুর্ধু এইরূপে বিবেশ্বর শিবকে সমাধাণ
করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক এই স্তব
করিতে লাগিলেন,—হে মহাদেব ! আপ-
নাকে নমস্কার, হে পরমেশ্বর ! আপনাকে
নমস্কার । শিব দেবকে নমস্কার, ব্রহ্মরূপী
আপনাকে নমস্কার । হে মহেশান ! শান্ত,
কারণরূপী, প্রকৃতি-পুরুষেশ্বর যোগাধিপত্যকে
নমস্কার । কালরুদ্র মহাগ্রাস শূলপাণিকে
নমস্কার । পিনাকপাণি ত্রিলোচনকে বায়ুবার
নমস্কার । ত্রিমূর্তিধারী ব্রহ্মজলক আপনাকে

নমো বেদরহস্য কালকালায় তে নমঃ ।
 বেদান্তসারসারায় নমো বেদান্তমূর্তয়ে ॥ ২৪
 নমঃ শুদ্ধায় বৃদ্ধায় যোগিনাং শুভবে নমঃ ।
 প্রাণেশোকৈবিরিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃত্তায় তে ॥ ২৫
 নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মাধিপত্যে নমঃ ।
 জ্যৈষ্ঠকায় চ দেবায় নমস্তে পরমেশ্বিনে ॥ ২৬
 নমো দিগ্বাসসে ভূভাঃ নমো মুণ্ডায় দণ্ডিনে ।
 অনাগ্নিমলহীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ ॥ ২৭
 নমস্তারায় তীর্থায় নমো যোগকিহেতবে ।
 নমো ধর্ম্মাধিগম্যায় যোগগম্যায় তে নমঃ ॥ ২৮
 নমস্তে নিম্প্রপঞ্চায় নিরাভাসায় তে নমঃ ।
 ব্রহ্মণে বিশ্বরূপায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ২৯
 ত্বয়েব সৃষ্টমখিলং ত্বয়োব সকলং স্থিতম্ ।
 ত্বয়া সংহ্রয়ন্তে বিশ্বং প্রাণানাথ্যং জগন্ময় ॥ ৩০
 ত্বমীশ্বরো মহাদেবঃ পরঃ ব্রহ্ম মহেশ্বরঃ ।
 পরমেষ্ঠী শিবঃ শান্তঃ পুরুষো নিকলো হরঃ ॥
 ত্বমক্ষরঃ পরঃ জ্যোতিরোজ্জ্বলঃ পরমেশ্বরঃ ।

নমস্কার ব্রহ্ম-বিদ্যাধিপতি, ব্রহ্মবিদ্যা
 প্রদায়ী, বেদরহস্য এবং কালকালরূপ আপ-
 নাকে নমস্কার। যিনি বেদান্তশাস্ত্রের সার-
 ভাগেরও সার, "বেদইষ্টাংগ"র রূপ, সেই শুদ্ধ
 বুদ্ধ যোগগিগ-গুরু আপনাকে নমস্কার।
 শোকহীন বিবিধ-ভূতপরিবৃত্ত ব্রহ্মাধিপতি
 ব্রহ্মণ্যদেব আপনাকে নমস্কার। আপনি
 জ্যৈষ্ঠক দেব পরমেষ্ঠী দিগ্বর, আপনি দণ্ডী
 এবং মুণ্ডিত-লীৰ্ব, আপনাকে নমস্কার। আপনি
 অনাগ্নি, নির্মল, জ্ঞানগম্য, তার, তীর্থ এবং
 যোগসম্বন্ধিহেতু আপনাকে নমস্কার। আপনি
 ধর্ম্ম ও যোগ দ্বারা লভ্য, আপনি নিম্প্রপঞ্চ,
 নিরাভাস, আপনাকে নমস্কার। আপনি
 বিশ্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মরূপী, আপনাকে
 নমস্কার। হে জগন্ময়! আপনিই প্রকৃতি-
 প্রকাশিত নিখিল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন,
 নিখিল জগৎ আপনাতে অবস্থিত, আপনি
 ইহার সংহার করেন। আপনি দেবর,
 মহেশ্বর, পরব্রহ্ম; আপনি হর মহাদেব
 পরমেষ্ঠী শান্ত শিব নিকল পুরুষ। আপনি

স্বয়ং পুরুষোহনন্তঃ প্রধানঃ প্রকৃতিস্বর্গা ॥ ৩১
 ছুমিরাপোহনলো বায়ুর্যোমাহঙ্কার এব চ ।
 যন্ত রূপং নমস্তস্মৈ ভবন্তং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩২
 যন্ত দ্যৌরভবমুর্দ্ধা পান্দো পৃথ্বী দিশো ভূজাঃ
 আকাশমুদরং তস্মৈ বিরাজে প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩৩
 সন্তাপয়তি যো নিত্যং স্বভাভিভাসয়ন্ দিশঃ ।
 ব্রহ্মতেজোময়ঃ বিশ্বং তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥
 হব্যং বহতি যো নিত্যং রৌদ্রী তেজোময়ী তনুঃ
 কব্যং পিতৃগণানাঞ্চ তস্মৈ বহুতাত্মনে নমঃ ॥ ৩৪
 আপ্যায়তি যো নিত্যং স্বদ্বা সকলং জগৎ ।
 পীয়তে দেবতাসংজ্ঞৈস্তস্মৈ চন্দ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৩৫
 বিভর্ত্যশেষবৃত্তানি যোহন্তস্তরতি সর্গদা ।
 শক্তির্বাহেশ্বরী তুভ্যং তস্মৈ বায়ুাত্মনে নমঃ
 স্রজত্যাশেষমবেদং যঃ স্বকর্মানুরূপতঃ ।
 স্বাতন্ত্র্যবহিতস্তস্মৈ চতুর্ভুজাত্মনে নমঃ ॥ ৩৬

অক্ষর পরম জ্যোতি ওজার পরমেশ্বর,
 আপনিই অনন্ত পুরুষ এবং মূলপ্রকৃতি,
 পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং
 অহঙ্কার ঐহ্যার রূপ, সেই ব্রহ্মনামক আপ-
 নাকে নমস্কার। স্বর্গ ঐহ্যার মন্তক, পৃথিবী
 ঐহ্যার পাদদ্বয়, দিগ্‌গুণ ঐহ্যার ভূজসমূহ,
 আকাশ ঐহ্যার উদর, সেই বিরাট পুরুষকে
 আমি প্রণাম করি ১৮—৩৪। যিনি সূর্য্যীয় প্রভা
 দ্বারা দিগ্‌গুণ উদ্ভাসিত করত ব্রহ্মতেজোময়
 বিশ্বকে সন্তাপিত করেন, সেই সূর্য্যরূপী
 আপনাকে নমস্কার। যিনি তেজোময় রৌদ্র-
 মূর্তিতে দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের
 কব্য বহন করেন, সেই বাহুরূপী আপনাকে
 নমস্কার। যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সকল
 জগৎকে আপ্যায়িত করেন এবং সুরসমূহ
 কর্তৃক পীত হন, সেই চন্দ্ররূপী আপনাকে
 নমস্কার। যিনি মহেশ্বর-শক্তিরূপে অশেষ
 ভূত পোষণ এবং প্রাণিগণের অন্তরে বিচরণ
 করেন, সেই বায়ুরূপী আপনাকে নমস্কার।
 যিনি স্বাভাবিক হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মদ্ব-
 সারে অশেষ জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই
 চতুর্ভুজরূপী আপনাকে নমস্কার। যিনি দ্বা

যঃ শেতে শেষশয়নে বিশ্বমাবৃত্তা মায়য়া ।
 আত্মাবৃত্তিযোগেন তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥
 বিভার্ভি শিরসা নিত্যং দ্বিসংভুবনাত্মকম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডং যোহখিলাধারং তস্মৈ শেষাত্মনে নমঃ
 যঃ পরান্তে পরানন্দং পীত্বা দিব্যৈককসাক্ষিপম্
 নৃত্যাত্মনস্তমহিমা তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪২
 যোহন্তরা সর্বভূতানাং নিয়ন্তা তিষ্ঠতীশ্বরঃ ।
 তং সর্বসাক্ষিণং দেবং নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ৪৩
 যন্ত কেশেযু জ্যোত্বা নদ্যাঃ সর্বাঙ্গসম্ভব ।
 কৃক্কো সমুদ্রাশ্রয়ন্তস্মৈ বোয়ামাত্মনে নমঃ ॥ ৪৪
 যং বিনিদ্রা যতশাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সমদর্শিনঃ ।
 জ্যোতিঃ পশুস্তি যুগ্মানান্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ
 যন্ত ভাসা বিভাতীদং তদহং তমসঃ পরম্ ।
 নমামি সর্বগং নিত্যং চিদ্ৰূপং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৬
 যয়া সন্তরিতে মায়াঃ যোগী সঙ্কলীকরুণাঃ ।
 অপরাভ্যামপাধ্যস্তাং তস্মৈ বিদ্যাাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭

বশে বিশ্ব আবৃত্ত করিয়া আত্মাবৃত্তব-যোগে
 অনন্তশয্যায় শয়ান, সেই বিশ্বাত্মা (বিশ্ব-
 রূপী) আপনাকে নমস্কার। যিনি অখিল
 পদার্থের আধার চতুর্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড
 মন্তক দ্বারা ধারণ করেন, সেই অনন্তরূপী
 আপনাকে নমস্কার। যিনি দিব্য এক সাক্ষী
 পরমানন্দ পান করিয়া নৃত্য করেন, সেই
 অনন্ত-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন রুদ্ররূপ আপনাকে
 নমস্কার। যে ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তর্ধামী,
 আপনি সেই সর্বসাক্ষী পরমাত্মা, আপনাকে
 নমস্কার। ষাঁহার কেশে জলদজাল, সর্বাঙ্গ-
 সজ্জিতে নদী সকল, উদরে চতুঃসমুদ্র, সেই
 আকাশরূপী আপনাকে নমস্কার। নিজাজয়ী,
 প্রাণায়ামপর, সন্তোষ-সমদর্শনশীল যোগনিষ্ঠ
 ব্যক্তিগণ যে জ্যোতিঃরূপ পদার্থ দর্শন
 করেন, সেই বোগাত্মাকে নমস্কার। ষাঁহার
 তেজে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, আপনি সেই
 তমোভীত, সর্বজগৎ, নিত্য চিৎস্বরূপ পরমে-
 শ্বর; আপনাকে নমস্কার করি। নিম্পাপ
 যোগী ষাঁহার সাহায্যে অনাদি অনন্তা মায়া
 হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিভা-

নিত্যানন্দং নিরাধারঃ নিরুলং পরমং শিবম্ ।
 প্রপদ্যে পরমাত্মনং ভবন্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৮
 এবং ত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা তত্তাবতাবিতঃ ।
 প্রাজ্জলিঃ প্রণতস্তত্বে গুণন ব্রহ্মসনাতনম্ ॥ ৪৯
 ততস্তত্ত মহাদেবো নিত্যযোগমহুস্তমম্ ।
 ঐশ্বর্যং ব্রহ্মসত্তাবং বৈরাগ্যঞ্চ দদৌ হরঃ ॥ ৫০
 করাভ্যাং সুভভাভাঞ্চ উপস্পৃশ্ত মহেশ্বরঃ ।
 ব্যাজহার মহাদেবঃ সোহনুগৃহ পতামহম্ ॥ ৫১
 যৎ স্মৃত্যভ্যর্থিতো ব্রহ্মন পুত্রস্বেহং যয়া কৃতম্
 ভূমিদানীং মমাদেশাং স্কন্দম্ বাবধা প্রজাঃ ॥ ৫২
 ত্রিধা তিন্নোহস্ম্যহং ব্রহ্মন ব্রহ্মবিশুহর্যায়য়া ।
 সর্গরক্ষালয়গুণৈর্গুণৈর্গোহং ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 স ত্বং ব্রমাগ্রতঃ পুত্র সৃষ্টিহেতোবিনির্মিতঃ ।
 মমৈব দক্ষিণাদক্ষামাক্রাণ্ড পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৪
 মমৈব হৃদয়াদ্রুদ্রঃ সজাতঃ কামরূপধৃক্ ॥ ৫৫

স্বরূপী আপনাকে নমস্কার। নিরাধার, নিরুল,
 পরমাত্মা, নিত্যানন্দ পরম শিব পরমেশ্বর-
 রূপী আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। শিব-
 ভাব-ভাবিত ব্রহ্মা এইরূপে শিবস্তব করিবার
 পর সনাতন বেদ উচ্চারণপূর্বক প্রণাম
 করিয়া কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।
 অনন্তর মহাদেব অত্যুত্তম নিত্যযোগ, ঐশ্বর্য,
 ব্রহ্মসত্তাব এবং বৈরাগ্য ব্রহ্মাকে দান করি-
 লেন। ৩৫—৫০। মহাদেব মহেশ্বর অতি শুভ-
 প্রদ করণুগলে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার
 প্রতি অনুরোধ প্রকাশ করিলেন, অনন্তর বলি-
 লেন,—ব্রহ্মন! তুমি বাহা প্রার্থনা করিয়া-
 ছিলে, আমি তোমার পুত্র হওয়াতে সে
 প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার
 আদেশে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি কর। আমি
 বসন্তঃ নিম্ভণ; কিন্তু সৃষ্টি-হিত-সংহাররূপ
 গুণভেদ বশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর এই
 তিন মূর্ত্তিভেদে পরিগ্রহ করিয়াছি। আমিই
 সৃষ্টির জন্ত পূর্বে তোমাকে দক্ষিণ অঙ্গ
 হইতে উৎপাদন করিয়াছি, তুমিই আমার
 পুত্র। বাম অঙ্গ হইতে পুরুষোত্তমকে উৎ-
 পাদন করিয়াছি। কামরূপধারী রুদ্র আমারই

অক্ষবিক্রমার্থাং যঃ পরঃ পরমেশ্বরঃ ।
তঃ মাং মহাদেব ইতি ব্রহ্ম জ্ঞানন্তি সূরয়ঃ ॥
এবং ব্রহ্মাণ্যমাত্য দক্ষা চ বিবিধান বরান্ ।
অভ্যহিতো মহাদেবঃ পশ্চতঃ পদ্মজন্মনঃ ॥৫৭
অনুগ্রহাৎ ততস্তত্ত্ব তস্মাজ্জানোদয়ো ভবেৎ
ততশ্চ পাশবিচ্ছিন্তিঃ শিব এব ভবেৎ ততঃ ॥
নভস্তি ব্যাধয়ন্তস্ত গলগণ্ডগ্রহাদয়ঃ ।
ঐহিকীং লভতে সিদ্ধিঃ চিরজীবিতমেব চ ।
সৰ্পপাশবিনষ্টুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫৯
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে স্ত-
শৌনকসংবাদে হরোৎপত্ত্যাঙ্গিকধনং নাম
অয়োবিশংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ং হইতে উদ্ধৃত । যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
হরের ঐক্য পরমেশ্বর, জাগ্রিগণ আমাকেই
সেই মহাদেব বলিয়া জানেন । মহাদেব
এইরূপে ব্রহ্মাকে সজ্জাষণ ও বিবিধ বর
প্রদান করিয়া কমলযোনির সাক্ষাতেই
অভ্যহিত হইলেন । * শিবেরই অনুগ্রহে
শিবজ্ঞান হয়, তাহা হইতে পাশচ্ছেদন হয়,
অনন্তর শিবরূপত-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
গলগণ্ডগ্রহাদি ব্যাধিগণ শিবানুগৃহীত
ব্যক্তিগণ থাকে না । ঐহিক সিদ্ধি ও চির-
জীবিত-প্রাপ্তি তাহার হয় । সে ব্যক্তি
সৰ্পপাশযুক্ত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস
করিতে পারে । —৫০.৫৯ ।

অয়োবিশংশোধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

* “এই স্তব যে ব্যক্তি ভক্তিতাবে
পাঠ করে, তাহার” এইরূপ ভাবের মূল
শ্লোক থাকিলে সুসঙ্গতি হয় ।

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

অথব উচুঃ ।

কথং স ভগবাহুভুঃ সৰ্ব্বস্বাদ্যোহপি সন্নিবিভুঃ
চতুর্ধুস্ত পুত্রৈঃসমগমং কেন হেতুনা ॥ ১
দক্ষিণাঙ্গতবো ব্রহ্মা মহাদেবস্ত শূলিনঃ ।
কথং তৎ পদ্মযোনিভুঃ বিরিকিরিতি নো বদ ॥২
স্বত উবাচ ।
আসৌদেবার্ণবে ধোরে নষ্টে বৈ সচরাচরে ।
দেবাস্ক দানবাচ্চব মুনয়ো মনবস্তথা ।
ন বিদ্যন্তে তদা তস্মিন সজ্জাতে প্রতীসঙ্করে ॥
নারায়ণো মহাযোগী শেতে তস্মিন্ স্তমোময়ে ।
যোগিনিজ্ঞাং সমাসাদ্য শেবাংশিনয়নে দ্বিজাঃ ॥৪
উদ্ধৃতং পশ্চজং তস্ত নাভৌ ভগবতো হরেঃ ।
দিব্যাগন্ধসমোপেতং শতযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৫
তন্ত্বেব শয়নস্তত্ত্ব দিব্যাং বর্ষশতং গতম্ ।
ব্রহ্মা জগাম তং দেশং যজ্ঞান্তে পুরুষোত্তমঃ ॥৬
সমুখাপ্য চ তং ব্রহ্মা করেশ মধুসূদনম্ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ প্রভু শঙ্কু,
সকলের আদি হইলেও কি কারণে ব্রহ্মার
পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন ? ব্রহ্মা শূলপাণি
মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উদ্ধৃত, ব্রহ্মা
তবে পদ্মযোনি হইলেন কিরূপে, তাহা আমা-
দিগকে বলুন । স্বত বলিলেন,—যোর
একার্ণব-প্রলয় উপস্থিত, স্বাবর-জন্ম বিনষ্ট ;
সে সময়ে দেব-দানব মুনি ও মনুগণ কেহ
ছিলেন না । হে দ্বিজগণ ! সেই ভবোন্ময়
অবস্থায় মহাযোগী নারায়ণ যোগিনিজ্ঞা অব-
লম্বনপূর্বক অনন্তশয্যায় শয়ান ছিলেন ।
ভগবান্ হরির নাভিদেশে শতযোজন বিস্তৃত
দিব্যাগন্ধসম্পন্ন এক পদ্ম প্রাক্কূত হইল ।
বিষ্ণুর শয়নাবস্থায় দৈবপরিমাণে শত বৎসর
অতীত হইল, পুরুষোত্তম যথায় বর্তমান—
তথায় ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন । যাম্যামোহিত
ব্রহ্মা হস্তধারণপূর্বক মধুসূদনকে উখা-
পম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যোর

মায়াযা মোহিতো ব্রহ্মা তম্বাচ সুরেশ্বরম্ ॥
অশ্বিনের্কাণবে ঘোরে শেতে কোহজ

ভবানহো ।

জ্ঞানীত্ব্যক্তেঃ অবীর্ষীর্ষক্কাণং তেজসাং নিধিঃ ॥
ন জানাসি কথং মুচ মামন্তর্ধামিণং বিভূম্ ।
সর্বস্বাদ্যাং সুরশ্চেষ্ঠং জানীহীত্যববীর্ষিতুঃ ॥
এবমুক্তা পুনশ্চক্রৌ জানন্নপি পিতামহম্ ।
কো ভবানিতি তৎপ্রাহ ব্রহ্মা হরিমথাববীৎ ॥
অহং বৈ সর্বভূতানামাদ্যাঃ সর্বজগৎপতিঃ ।
জ্ঞান্যং মাং পরং দেবং জানীহি পুরুষর্ষভ ॥ ১১
চরাচরাশ্বকং বিশ্বং ময়ি তিষ্ঠতি সর্বদা ।
মযোব বিলয়শাস্ত্রে পুনর্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১২
এবং পিতামহেনোক্তো ভগবান্ কমলাপতিঃ ।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মণো দেহং তত্র লোকান্ দদর্শ সঃ
বিশ্মিতঃ কমলাকান্তো নির্গতশ্চ বিধের্মুখাৎ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ পুনর্জ্ঞানমববীৎ ॥ ১৪
বিধে অমপি মন্দেহং প্রবিষ্টাশ্চ বিলোকয় ।
চরাচরাশ্বকাজ্ঞৌ কান্ সদেবান্ সুরমাম্বদান ॥ ১৫
ভতো বিরিক্তির্ভগবান্নদয়ং কমলাপতেঃ ।

একাৰ্ণবে কে তুমি এখানে শয়ন করিতেছ ?
তখন তেজোনিধি বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন,—
মুঢ় ! কি ! অন্তর্ধামী প্রভু আমি ; আমাকে
জান না ? আমাকে বিশ্ববীজ সুরশ্চেষ্ঠ
বলিয়া জানিবে ; এই বলিয়া, চক্রপাণি
বিদিত হইলেনও ব্রহ্মাকে পুনরায় বলিলেন,
তুমি কে ? তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—
আমি সর্বভূতের আদি, সর্বজগৎপতি ; হে
পুরুষশ্চেষ্ঠ ! আমাকে পরম দেব ব্রহ্মা
বলিয়া জানিবে । চরাচরাশ্বক বিষ সতত
আমাত্তেই অবস্থিত, অন্তকালে আমাতেই
তাহা লয়প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই ।
ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, ভগবান্ কমলাপতি
ব্রহ্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় স্তম্ভলোক
দর্শন করিলেন ; অনন্তর সেই সহস্রশীর্ষা
পুরুষ, বিশ্বমণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে
নির্গত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে বলিলেন,—
জ্ঞান ! তুমিও আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া

প্রবিষ্ট ভুবনান্ সর্কান্ দৃষ্ট্বাভূবিশ্মিতো বিধিঃ
নাপশ্চগ্নির্গমদ্বারং পিহিতানি চ চক্রেণা ।
ভতোহসৌ নাভিপদ্বন্ত নালমার্গমবিন্দত ॥ ১৩
তেন মার্গেণ নির্গত্য ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং বরঃ ।
রেজে পঙ্কজমধ্যস্থো দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ১৪
তমববীদগদাপাণির্জ্ঞানমমিতদ্র্যুতিঃ ।
লীলার্থমেতৎ সকলং পিতামহ কৃতং ময়া ॥ ১৫
ন মাৎসর্যাৎ সুরশ্চেষ্ঠ দ্বাররোধো ময়া কৃতঃ ।
হমেব জগতো মাত্তঃ সর্বস্বাত্তঃ পিতামহঃ ॥ ১৬
পুত্রহে ত্বামহং যাচে দেহি মে কমলাসন ।
পদ্মযোনিরিতি খ্যাতিং মৎপ্রদ্যার্থং গমিষ্যসি ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূবিশাদিশ্চক্রেণৈ বরমুত্তমম্ ।
দত্ত্বা প্রহর্ষমগমৎ সর্বভূতাত্ত্বকো বিভূঃ ॥ ১৭
ততস্তমববীর্ষিতুঃ নাবাত্যাং বিভ্রাতে পরম্ ।
অন্নয়ং মন্নয়ং সর্কমেকা মুক্তির্দিধা দ্বিতা ॥ ১৮

দেব-দানব-মানবাদি স্বাবর-জগৎমাত্ত্বক লোক
সকল দর্শন কর । ১—১৫ । অনন্তর ব্রহ্মা
কমলাপতির উদরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল জগৎ
দর্শন করিতে বিশ্বম্ভূতপন্ন হইলেন । অনন্তর
চক্রপাণির মায়ায় রুদ্ধ থাকিতে নির্গমদ্বার
দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর তিনি নাভি-
পদ্যের নালমার্গ প্রাপ্ত হইলেন । দেব-দেব
পিতামহ ব্রহ্মবেত্তাশ্চেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই পথ দিয়া
নির্গত হইয়া পদ্মমধ্যে বিরাজ করিতে লাগি-
লেন । অমিতদ্র্যুতি গদাধর, ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—হে পিতামহ ! এ সমস্তই আমি
লীলার জন্য করিয়াছি, হে সুরবর ! মাৎসর্য-
বশতঃ দ্বাররোধ আমি করি নাই । আপ-
নিষ্ট জগন্মাত্ত, সর্বস্বাত্ত এবং পিতামহ ;
আমি আপনাকে পুত্রহে প্রার্থনা করিতেছি,
হে কমলাসন ! এই বর আমাকে দিন ।
(অধিক আর কিছু নহে) আমার প্রীত্যর্থ
আপনি পদ্মযোনি আখ্যা গ্রহণ করিবেন ।
অনন্তর সর্বভূতাত্ত্বা বিশাদ্য প্রভু স্বয়ম্ভু,
বিষ্ণুকে সেই উত্তম বর প্রদান করিয়া অতি
আনন্দ লাভ করিলেন । অনন্তর তিনি
বিষ্ণুকে বলিলেন,—আমাদের উভয়ের

এবং নিগদিতো বিষ্ণুর্ভূষণা পরমেষ্ঠিনা ।
 বিরিক্ষেয়ঃ প্রীতিজ্ঞা তে নিক্লেব ভবিষ্যতি ॥
 কিং ন পশ্যসি বিবেশঃ স্ময়ংজ্যোতিঃ সনাতনম্
 সর্কাস্তকম্মাকান্তমনাদিনিধনঃ পরম্ ॥ ২৫
 গচ্ছাবাত্যাঃ পরঃ দেবমধিকঃ শরণং বিধে ।
 এবং হরেঃনিগদতঃ ক্রোধা ব্রহ্মা তমব্রবীৎ ॥ ২৬
 আবাত্যামধিকঃ কশ্চিদ্দ্বিদ্যোতেতি মুখা হরে ।
 ভাবসে নিজ্রাবিষ্টস্ত্যজ মোহং মহামতে ॥ ২৭
 বিষ্ণুর্বাচ ।

মৈবং বিধে যদজ্ঞাত্বা পরং ভাবং মহেশ্বরে ।
 অস্তীতি নাস্তথাহং তে ব্রবীমি কমলাসন ॥ ২৮
 মোহিতাত্মা ন সন্দেহো মায়ায়া পরমেষ্ঠিনঃ ।
 মায়া বিবাস্ত্বকো রুদ্রো মায়া শক্তিঃ শাক্তরী
 যস্মাৎ সর্কাস্তকং ব্রহ্মান বিষ্ণুরুদ্বেল্পপূর্বকম্ ।
 মহাত্মভেদৈঃ সর্কৈঃ প্রথমং সম্প্রসৃত্তে ॥ ৩০
 সর্কৈর্ধ্ব্যেণ সম্পন্নো নাস্য সর্কৈশ্বরঃ স্বয়ম্ ।

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। সমস্ত
 ব্রহ্মাণ্ডই তোমার ও আমার স্বরূপ। এক
 মুক্তিই দুইরূপে (ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপে) অব-
 স্থিত হইয়াছে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই কথা
 বলিলে বিষ্ণু বলিলেন,—এ কথা আপনার
 স্বার্থ নহে, সর্কাস্তক অনাদি, অনন্ত, স্ব-
 প্রকাশ, সনাতন, বিবেশ্বর উপাধিতিকে কি
 দেখিতে পাইতেছেন না? হে বিধাতা!
 আমাদের উভয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই
 দেবদেবের শরণাপন্ন হউন। বিষ্ণু এই
 কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হরে! আমা-
 দের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেহ আছেন এ কথা
 মিথ্যা। হে মহামতে! নিজাবশে এইরূপ
 কথা বলিতেছ, অতএব মোহ পরিত্যাগ
 কর। বিষ্ণু বলিলেন,—মহেশ্বরের পরম
 ভাব না জানিয়া, এইরূপ বলা উচিত নহে।
 (আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেব) আছেনই
 —হে কমলাসন! আমি মিথ্যা বলিতেছি
 না। নিশ্চয় তুমিই পরমেষ্ঠী শিবের মায়ায়
 বোহিত। বিবাস্ত্বক রুদ্র মায়া; আর
 শাক্তরী শক্তিই মায়া। হে ব্রহ্মন! বিষ্ণু,

সর্কৈর্মুদুকুতির্ধ্ব্যঃ শক্তুরাকাশমধ্যগঃ ॥ ৩১
 যোগেগ্রো ষাৎ বিদধে পুঞ্জং তব বেদাংস
 দন্তবান্ ।
 যৎপ্রসাদাৎ স্বয়া লকং প্রাজাপত্যমিদং পদম্ ॥
 একো বহুনাং জন্তুনাং নিষ্ক্রিয়ানাঞ্চ সংক্রিয়ঃ ।
 য একং বহুধা বীজং কৰোতি স মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬
 জীবৈরেতিভিন্নমাল্লোকান্ সর্কানেকো য
 ক্ৰীতে ।
 য একো ভগবান্ রুদ্রো ন দ্বিতীয়োহস্মি
 কশ্চন ॥ ৩৪
 সদা জনানাং হৃদয়ে স্মিবিষ্টোহপি যঃ পরৈঃ ।
 অলক্ষ্যো লক্ষয়ন্ বিষমধিষ্ঠিষ্ঠতি সর্কদা ॥ ৩৫
 যন্ত কালানুগুতানি কারণান্তপি লীলয়া ।
 অনন্তশক্তিরেকাত্মা ভগবানধিষ্ঠিষ্ঠতি ॥ ৩৬
 যন্ত শান্তোঃ পরা শক্তির্ভাবগম্যা মনোহরা ।
 নির্গুণা স্বভূগৈর্যেব নিগূঢ়া নিকলা শিবা ॥ ৩৭
 এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়ঃ সর্কদা জনৈঃ

রুদ্র, মহাত্ম এবং ইন্দ্রিয়গণ ষাং হইতে
 প্রথমে উৎপন্ন, সেই সর্কৈশ্বর্য সম্পন্ন স্বয়ং
 সর্কৈশ্বর আকাশমধ্যস্থ শব্দই সকল মুদু-
 গণের ধ্যেয়। ১৬—৩১। যিনি প্রথমে তোমাকে
 উৎপাদন করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন;
 ষাং প্রসাদে তুমি প্রাজাপত্যপদ প্রাপ্ত
 হইয়াছ; যিনি এক; নিষ্ক্রিয় ও বহু প্রাণীর
 উত্তম ক্রিয়াশক্তি ষাং হইতে হয়, যিনি এক
 বীজকে বহু প্রকারে বিতক্ত করেন, তিনিই
 মহেশ্বর। যিনি সর্ক জীবগণের সহিত এই
 সমগ্র জগতের উপর আধিপত্য করিতে-
 ছেন, যে ভগবান্ রুদ্রই একমাত্র বর্তমান,
 আর দ্বিতীয় কিছুই নাই; যিনি সত্তত
 জনগণের হৃদয়ে স্মিবিষ্ট থাকিলেও পরের
 অলক্ষ্য, অধচ বিষের সাক্ষী হইয়া, সর্কদা
 অধিষ্ঠিত; যে একাত্মা অনন্তশক্তি ভগবান্
 লীলাবশে কাল এবং আত্মসম্মত সমস্ত
 কারণের অধিষ্ঠাতা; যে শব্দুর পরম শক্তি
 ভাবগম্যা, মনোহরা, নির্গুণা, স্বভূগ-গুণা,
 নিকলা এবং শিবা; সেই দেবকেই লোকে

ন তন্ত্ৰ পরমং কিঞ্চিৎ পদং সমধিগম্যতে ॥৩৮
অযথাধিরনাজন্তঃ স্বভাবাদেব নির্মলঃ ।
অনন্তঃ পরিপূর্ণশ্চ স্বেচ্ছাধীনশ্চর্যচরঃ ॥ ৩৯
উত্তরোত্তরভূতানামুত্তরশ্চ নিকৃষ্টতরঃ ।
অনন্তমহিমা কৃমিরপরিচ্ছিন্নবৈভবঃ ॥ ৪০
অনেন চিত্তকৃত্যেন প্রথমং সৃজ্যতে জগৎ ।
অন্তকালে পুনশ্চৈদমস্মিন প্রলয়মেঘ্যতি ॥ ৪১
দৃষ্টশ্চ পতিতৈর্গুণৈর্হৃজ্ঞনৈরপি কুৎসিতৈঃ ।
ভক্তৈরন্তর্বহিঃশ্চাপি পূজ্যঃ সম্ভাব্য এব চ ॥৪২
তদীয় জিবিধং রূপং স্থূলং সূক্ষ্মং ততঃপরম্ ।
অস্মদাদ্যোঃ সুরৈর্দুঃশ্চ স্থূলং সূক্ষ্মং যোগিতঃ
ততঃ পরম্ যদিত্যং জ্ঞানমানন্দমব্যয়ম্ ।
তদ্রিতৈস্তৎপটৈর্ভক্তৈর্দৃষ্টতে ব্রতমাষিটৈঃ ॥৪৪

মহাদেব বলিয়া জানিবে । তাঁহার পরমপদ
কিছুই বুঝা যায় না (বা তদপেক্ষা পরমপদ
পাওয়া যায় না) । এই মহাদেবই সকলের
আদি, অখণ্ড স্বয়ং অনাদি, অনন্ত, স্বভাবত
নির্মল, অগীম এবং পরিপূর্ণ; চর্যচর
তাঁহারই ইচ্ছাধীন *, তিনি পর পর ভূত-
গণেরও পরবর্তী, অখণ্ড তাঁহার পরকর্তী
কেহই নাই; তাঁহার অনন্ত মহিমা, বৈভবের
পরিচ্ছন্ন নাই । এই বিচিত্রকর্মী দেবদেব
অখণ্ড তাঁহার পরবর্তী জগৎসৃষ্টি প্রথমে করেন
এবং অন্তকালে এই জগৎ তাঁহাতেই লয়
প্রাপ্ত হয় । পতিত, মূঢ়, হৃজ্ঞন এবং কুৎসিত
ব্যক্তিও যদি ভক্ত হইয়া, অন্তরে বাহিরে
তাঁহাকে পূজা ও সম্মাননা করে, ত তাঁহাকে
দেখিতে পায় । তাঁহার রূপ তিন প্রকার—
স্থূল, সূক্ষ্ম এবং তদতীত । অস্মদাদি দেব-
গণ তাঁহার স্থূল রূপ দেখিতে পান, যোগিগণ
তাঁহার সূক্ষ্মরূপ দেখিতে পান; তদতীত
যে নিত্যজ্ঞান অব্যয় আনন্দ রূপ, তাহা
শিবনিষ্ঠ শিবপরায়ণ ব্রতাবলম্বী ভক্তগণেরই
দৃষ্ট । হে ব্রহ্মন! এ বিষয়ে অধিক কথা

বহনাত্মকিত্তেন ব্রহ্মন সর্বেষরে শিবে ।
ভক্তিরেব সঙ্গা কার্ধ্যা যথা যুক্তো বিমুচ্যতে ॥
প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ ।
যথোক্তুরতো বীজং বীজতো বা যথাক্তুরঃ ॥৪৬
তন্ত্ৰ প্রসাদলেশেন পশোঃ পাশপরিহর্যঃ ।
তস্মাৎ পশুপতিঃ শত্ৰুঃ পশবন্তুস্মদাদয়ঃ ॥ ৪৭
সর্বেষাং মুক্তিদঃ শত্ৰুশ্চেষাং ভাবাহরুপতঃ ।
গর্তহো মুচ্যতে কশ্চিজ্জায়মানস্তথা নরঃ ।
বালো বা তরুণো বাধ বৃদ্ধো বা মুচ্যতে পরঃ
তিথ্যাগৃহোনিগতঃ কশ্চিমুচ্যতে নারকী পরঃ ।
অপরম্পদপ্রাপ্তো মুচ্যতে ষপদক্কাৎ ॥ ৪৯
কশ্চিৎ কৌণপদো ভূত্বা পুনরাবর্ত্য মুচ্যতে ।
কশ্চিদুর্জগতস্তস্মিন স্থিতা স্থিত্য বিমুচ্যতে ॥৫০
তস্মান্নৈকপ্রকারেণ নরাণাং মুক্তিরিষ্যতে ।

আর কি বলিব, সর্বেষর শিবের প্রতি সতত
ভক্তি করিবে; শিবভক্তি থাকিলে মুক্তি-
লাভ হয় । শিবপ্রসাদ হইতেই শিবভক্তি
হয় এবং শিবভক্তি হইতেই শিবপ্রসাদ হয়,
যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে
বীজ উৎপন্ন হয় । শিবের লেশমাত্র প্রসাদ
হইতেই পশুগণের পাশচ্ছেদ হয়, এইজন্য
শিবের নাম পশুপতি; পশু শব্দে অস্মদাদি ।
৩২—৪৭ । ভাবাহুসারে শিবই সকলকে মুক্তি
দান করিয়া থাকেন । কেহ গর্তে থাকিয়া, কেহ
জন্মগ্রহণ মাছে, কেহ বাল্যে, কেহ যৌবনে,
কেহ বা বার্দ্ধক্যে মুক্তিলাভ করে । কোন
নারকী তিথ্যাগৃহোনিগতে থাকিয়াও (শিব-
প্রসাদে) মুক্তিলাভ করে; কেহ পূর্বপদচ্যুত
হইয়াও মাতৃগর্ভ-প্রাপ্তিমাত্র মুক্ত হয়
কেহ বা পদচ্যুত হইয়া, পুনঃ সংসারী হইয়া
মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । কেহ বা উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত
হইয়া, তথায় থাকিতে থাকিতেই বিমুক্ত হয় ।
অতএব মানবগণের মুক্তি এক প্রকার নহে ।

* মূলের পাঠ অহুসারে, “তিনি
স্বেচ্ছাধীন ও স্বাবর-জগদম্বরূপ” ।

* মূলে “উদরাপ্রাপ্তঃ” পাঠ থাকিলে
অসম্ভব হয় । ইহার অর্থবাদ—“মাতৃগর্ভ
প্রাপ্ত না হইতে হইতেই” ।

জানতাবাহুরূপে প্রসাদেনৈব নির্মুক্তিঃ ॥৫১

যমেকা ভগবনুর্ভিরজ্ঞানায়গী পয়া ।

রোজী তৃতীয়া কথিতা জগৎসংহারকারিণী ॥৫২

এতাসাং প্রেরকঃ শব্দঃ স্বে স্বে কার্যে চতুর্খণ্ড

নির্ভুগোহপি গুণাধ্যক্ষঃ স্বতন্ত্রৈবব্যবিত্ত্বঃ ॥ ৫৩

তদীশ্বরং মহাদেবং ন পশুসি কথং বিধে ।

দিব্যং নদামি তে চক্ষুর্ধেন পশুসি তং শিবম্ ॥

বিকোর্ভগবতো ব্রহ্মা দিব্যং চক্ষুরবাপ্য তু ।

অপশ্যৎ স মহাদেবং প্রত্যক্ষ্যং পুরতঃ স্মিতম্

ব্রহ্মা লজ্জা পরং জ্ঞানমৈশ্বরং নির্ভুগং পরম্ ।

তমেব শরণং গতা সংতুষ্ট্য বিবর্ধিঃ স্তবৈঃ ॥৫৬

ঐতৌ তুহ্মা মহাদেবশ্চতুর্খণ্ডমখাত্রবীৎ ॥ ৫৭

ঈশ্বর উবাচ ।

জ্যোত্বৈবহবির্ধৈর্ভক্ত্যা তোষিতোহহং বিধে
তুয়া ।

মুক্তো ভবিষ্যসি কিপ্রং মৎসমশ্চ ন সংশয়ঃ ॥

মযৈব সৃষ্টঃ সৃষ্টার্থঃ তমেব চ জনাৰ্দ্দিনঃ ।

বরং নদামি তে ব্রহ্মন বরয়স্ব যথোপিতম্ ॥৫৯

জ্ঞান-ভাবাহুরূপ প্রসাদবলেই নির্মুক্তি লাভ

হয়; ভগবানের এক মূর্তি তুমি, অস্ত্র মূর্তি

নারায়ণী (আমি), তৃতীয়া রোজমূর্তি—এই

মূর্তি জগৎসংহারকারিণী । হে চতুর্খণ্ড!

যিনি নির্ভুগ হইয়াও গুণভ্রষ্টা, সেই

শব্দই স্বাধীন ঐশ্বর্যশরীরসম্পন্ন এই

মূর্তিজনকে স্ব স্ব কার্যে প্রেরণ করেন ।

হে বিধে! সেই ঈশ্বর মহাদেবকে কেন না

দেখিতেছ? আমি তোমায় দিব্য চক্ষু

দিতেছি, তাহাতে করিয়া, তুমি সেই শিবকে

দেখিতে পাইবে । ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণুর

লিঙ্গ দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমুখস্থ মহা-

দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন । ব্রহ্মা

ঈশ্বর-সম্বন্ধী পরম জ্ঞান লাভ করিয়া পরম

নির্ভুগ সেই শিবেরই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ

জ্ঞাপ করিলেন । তখন মহাদেব ঐত হইয়া

ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বিধে! তুমি ভক্তি-

সম্বন্ধে বিবিধ স্তবে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ,

ঐতই মুক্ত ও মৎসদৃশ হইবে, সংশয় নাই ।

এবং শক্তোনিগদিতঃ ঋত্বা চৈব পিতামহঃ ।

বিষ্ণুঃ নিরীক্য পুরতঃ স্মিতমাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৬০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্বজ্ঞ গিরিজাপতে ।

স্বামেব পুল্লমিচ্ছামি তুয়া বা সদৃশং স্মৃতম্ ॥

তন্মায়ামোহিতঃ শক্তো ন বেদ্যি স্বাং পরং

শিবম্ ।

নমামি তব পাদাঙ্কং যোগিনাং তবভেদজম্ ॥

ঋত্বা বিরিক্কেবচনং দেবদেবং পিনাকধৃক্ ।

ব্রহ্মাণমববীৎ পুল্লং সমালোকাধ চক্রিণম্ ॥ ৬৩

প্রার্থিতং যৎ তুয়া ব্রহ্মসত্ত্বং করিষ্যামি পুল্লক্ ॥

অহমংশেন ভবিতা পুল্লস্তব পিতামহঃ ॥ ৬৪

জ্ঞানঃ মহিবয়ং কিপ্রং ভবিষ্যতি তবানঘ ।

সৃজ ত্বং মৎপ্রসাদেন চরাচরমিদং জগৎ ॥৬৫

এষ যোগীশ্বরঃ শাক্তী মমৈবাংশো ন সংশয়ঃ ।

সাধ্যো ভবিতা ব্রহ্মন মমাদেশাৎ তবানঘ ॥

এবং দত্ত্বা বরং শব্দব্রহ্মণে দ্বিজসন্তমাঃ ।

উৎপাদন করিয়াছি; হে ব্রহ্মন! অভিলাষ-

রূপ বর প্রার্থনা কর । ব্রহ্মা শিবের এই কথা

শুনিয়া বিষ্ণুকে অবলোকন করত সমুখস্থ

মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব-দেবেশ ভগ-

বন্ পার্শ্বতীকান্ত! আপনাকেই আমি পুত্ররূপে

কামনা করিতেছি; অথবা আপনার সদৃশ

পুত্র কামনা করিতেছি । হে শিব! আপনার

মায়ায় মোহিত হইয়া পরাংপর শিব যে

আপনি, আপনাকেও জ্ঞানিতে পারি না ।

যোগিগুণের ভবোবধ ভবনীয় পাদপদ্মে আমি

প্রণাম করি ১৮৮—৬২১ পিণাকপাণ দেবদেব,

পুত্র ব্রহ্মার কথা শুনিয়া পুত্র নারায়ণের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র ব্রহ্মন!

তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহা আমি করিব ।

হে পিতামহ! অংশরূপে আমি তোমার পুত্র

হইব । হে অনঘ! শীঘ্র আমাকে জ্ঞানিতে

পারিবে (শিবজ্ঞান হইবে) । আমার প্রসাদে

তুমি চরাচর জগৎসৃষ্টি কর । এই যোগীশ্বর

বিষ্ণু আমারই অংশ, সংশয় নাই । হে

অধাত্রবীদ্ হুবৌকেশঃ প্রাজ্ঞলিং পুরতঃ স্থিতম্
বরং বরয় দাস্তামি তব নারায়ণাব্যয় ।
নাবাত্যাং বিজ্ঞতে ভেদো মচ্ছক্তিজ্ঞং ন সংশয়ঃ
দ্বয়য়ং ময়য়ং সৰ্বমব্যক্তং পুরুষাস্বকম্ ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াস্বকং বিষং ত্বয়য়ং ময়য়ং হরে ॥৬৯
জ্ঞাতাহং জ্ঞানরূপত্বং মন্তাহং ত্বং মতিহরে ।
প্রকৃতিজ্ঞং সুরশ্রেষ্ঠ পুরুষোহহং ন সংশয়ঃ ॥৭০
ত্বং চন্দ্রমা অহং সূর্য্যঃ শরীরী ত্বমহং দিনম্ ।
ত্বমেব মায়া বিশ্বস্ত মায়াহং পরমা বিতো ॥৭১
এবং শক্তোর্বচঃ শ্রদ্ধা বাস্তুদেবো নিরঞ্জনঃ ।
অত্রবীৎ পরমাত্মানং মহাদেবং বিজ্ঞোক্তমাং ॥

বিষ্ণুরূপাচ ।

নিশ্চলা স্মি মে ভক্তিৰ্ভবত্ব্যভিচারিণী ।
বরৈঃ কিমন্তৈর্ভগবন করোমি সুরপুঞ্জিত ॥৭০
এবমন্তিতাধাতব্য সমালিঙ্গ্য চ শাস্ত্রিণম্

সাहाয্য করিবেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! শিব
ব্রহ্মাকে এই বর দিয়া, কৃতাজ্ঞলিপুটে সম্মুখে
অবস্থিত বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে অব্যয়
নারায়ণ ! প্রার্থনা কর, তোমাকে বর প্রদান
করিব । হরে ! তোমাতে আমাতে ভেদ
নাই, তুমি আমার শক্তি, পুরুষাস্বক অর্থাৎ
জ্ঞাত্বরূপ । অব্যক্ত সমুদায় জগৎ এবং
জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ জগৎ তোমার ও আমারই
স্বরূপমাত্র । হরে । আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞান ;
আমি মন্তা, তুমি মতি ; হে সুরশ্রেষ্ঠ । তুমি
প্রকৃতি, আমি পুরুষ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই
তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য ; তুমি রাত্রি, আমি
দিন ; হে বিতো ! তুমি মায়া, আমি পরম
মায়ী * । হে বিজ্ঞোক্তমগণ ! নিরঞ্জন বাসু
দেব শিবের এই কথা শুনিয়া পরমীশ্বা মহা-
দেবকে বলিলেন,—হে সুরপুঞ্জিত ভগবন
আপনার প্রতি আমার নিশ্চলা এবং অব্যভি-
চারিণী ভক্তি হৃদক, অস্ত্র বরে কি হইবে ?
হর, “তথাহ” বলিয়া বিষ্ণুকে সন্তোষণ ও

* “মায়াহং পরমো” এই পাঠানুসারে
অনুবাদ ।

পালয়েতয়মাদেশাদিত্যাক্রান্তহিতো হরঃ ॥৭১
অভবদ্রক্ষণঃ পুত্রো যথা দেবত্রিলোচনঃ ।
তথা সৰ্বমশেষেণ কথিতং মুনিপুত্রবাঃ ॥ ৭৫
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীশিবোক্তে সূত-
শৌনকসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়ঃ উচুঃ ।

কথং ভগবতী গৌরী শক্তরাঙ্কশরীরিণী ।
পরব্রহ্মাস্ত্রিকা নিত্য পরমাকামমধ্যাগা ॥১
সৰ্বশক্তিময়ী শাস্তা নির্ভুগা নিকুপজ্ববা ।
আদিমধ্যান্তরহিতা সর্বোপাধিবর্জিতা ॥২
স্বভাতিভাপয়ন্তীহ বিশ্বমেতৎ সুরেশ্বরী ।
নিত্যানন্দা নিরাতঙ্কা নির্কিঁভাগা নিরঞ্জনা ॥৩
পৃথক্শরীরমকরোৎ কথং সা পরমেশ্বরী ।
বয়ং তচ্ছোভুমিচ্ছামঃ সূত বক্তুমিহাহঁসি ॥ ৪

আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর “আমার
আদেশে জগৎ পালন কর” এই কথা বলিয়া
ক্ৰান্তহিত হইলেন । হে মুনিবরগণ ! দেব
ত্রিলোচন যেরূপে ব্রহ্মার পুত্র হইলেন, তৎ-
সমস্ত সম্পূর্ণরূপে বলিলাম । ৬০—৭৫ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন,—সৰ্বশক্তিময়ী, শাস্তা,
নিভুগা, নিকুপজ্ববা, আদি-মধ্য-অন্তরহিতা,
সর্ব-উপাধিবর্জিতা, নিত্যানন্দা, নিরাতঙ্কা,
নির্কিঁভাগা, নিরঞ্জন, স্বীয় প্রভা স্বায়া বিশ্ব-
প্রকাশিকা, পরব্রহ্মময়ী, পরমাকামমধ্যাগা,
পরমেশ্বরী ভগবতী গৌরী শক্তয়ের শরী-
রাঙ্করূপা হইয়াও পৃথক্ শরীর প্রাপ-
করিলেন, হে সূত ! আমরা তাহা শুনিতে

বিবেশ্বরান্নমহাদেবায়নং লজ্জা পিতামহঃ ।

প্রজাঃ সসর্জন্তগবান্ ন ব্যবর্জন্ত তাঃ প্রজাঃ
হুংধিতোহুং তদা ব্রহ্মা প্রজা দৃষ্টা তু দুর্কলাঃ
মেনেহুংধিতার্থমাত্মনঃ প্রাহুর্ভূতন্ততো হরঃ ॥ ৬

ব্রহ্মাণমব্রবীচ্ছত্বর্জাতং বৃন্দঃ প্রকারণম্ ।

সকৃতঃ শর্যণে যত্র ভবিষ্যতি তবান্ব ॥ ৭

ক্রিয়তাং বৈ তথৈত্যাঙ্ক। কল্পঃ সমুপচক্রমে ।

অর্জুনারীষয়ে দেবঃ স্বয়ং বিবেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৮

নারীভাগান্নমহাদেবঃ সসর্জন্ত পৃথগীশ্বরীম্ ।

ব্রহ্মাশ্রিক্তাঃ পরাঃ শক্তিঃ কোটিবালার্কভাসুরাম্

ন তন্তা বিদ্যতে জয়জ্ঞাতেতি কিল ভাতি যা

পরং ভাবং ন জানান্ত যন্তা ব্রহ্মাণয়ঃ সুরাঃ ॥

যন্তাশ্চ শক্তিভির্বাচ্যা ব্রহ্মাণানাঞ্চ কোটয়ঃ ।

ভক্ত্যবজ্ঞাষিতজ্জৈব দৃষ্টা সাধ বিরিঞ্চিনা ।

অববীৎ প্রাজলির্ভূতা বিবেশ্বরীঃ পিতামহঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

বাঃ নমামি শিবাং শান্তামীশ্বরাক্ষিশরীরীগীম্ ।

ইচ্ছা করি, বলুন। সূত বলিলেন,—
ভগবান্ ব্রহ্মা বিবেশ্বর মহাদেব হইতে বর
লাভ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু
প্রজারূপিত হইল না। ব্রহ্মা অপ্রযুক্ত প্রজা
দর্শনে হুংধিত হইলেন এবং আপনাকে
অকৃতার্থ বোধ করিলেন; অনন্তর হর
প্রাহুর্ভূত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তোমার
হুংধকার্য জানিতে পারিয়াছি। হে অনব!
আমি এমন কাণ্ড করিতেছি—যাহাতে
তোমার সর্বতোভাবে ক্ষুব্ধ হইবে। ইহা
বলিয়া অর্জুনারীষর স্বয়ং মহাদেব বিবেশ্বর
শিব নারীভাগ হইতে পৃথক্ ঈশ্বরী সৃষ্টি
করিলেন। তিনি ব্রহ্মময়ী নবোদিত-কোটি-
স্বর্গ-সমপ্রভা পরমা শক্তি; ঊর্ধ্বায় প্রকৃত
জন্ম নাই, কিন্তু জাতা বলিয়া প্রকাশ আছে;
ব্রহ্মাদি দেবগণ এই শক্তির পরম ভাব অবি-
দিত; কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, ঐশ্বর শক্তি
হইতে উদ্ভূত; ব্রহ্মা ঊর্ধ্বকেই, আমি-অজ
হইতে বিভক্তের স্তায় দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা

অনাতনস্তবিত্তভাবঃ মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ১০

জন্মমৃত্যুজরাভীতাঃ জন্মমৃত্যুজরাপরাধাম্ ।

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিনিলায়ঃ পরমাকাশমধ্যগাম্ ॥ ১৪

ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুমিতামষ্টমূর্ত্যাক্ষিনীমজাম্ ।

প্রধানপুরুষাভীতাঃ সাবিত্রীঃ বেদমাতরম্ ॥ ১৫

ঋগ্‌যজুঃসামনিলয়ামুজীঃ কুণ্ডলিনীঃ পরাম্ ।

বিবেশ্বরীঃ বিবশ্বরীঃ বিবেশ্বরপতিব্রতাম্ ॥ ১৬

বিশ্বসংহারকরীঃ বিবশ্বরীঃ প্রবর্তনাম্ ।

সর্গস্থিত্যন্তকরীঃ ব্যক্তাব্যাক্তরূপীগীম্ ॥ ১৭

পাহি মাং দেবদেবেশ শরণাগতবৎসলে ।

নাভ্য গতির্নহেশানি মম ত্রৈলোক্যবন্দিতে ॥ ১৮

হং মাতা মম কল্যাণি পিতা সর্বেশ্বরঃ শিবঃ ।

সৃষ্টোহহং ত্রিপুরয়েন সৃষ্টার্থঃ শক্তরঞ্জয়ে ॥ ১৯

বিবিধাশ্চ প্রজাঃ সৃষ্টা ন দ্বিক্‌মুপযান্তি তাঃ ॥ ২০

কৃতাজ্জলিপুটে ঊর্ধ্বাহাকে স্তব করিতে লাগি-
লেন;—যিনি শিবা, শান্তা, ঈশরের শরী-
রাক্ষিতাগিনী, নিত্যবিভবা, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী;
যিনি জন্ম, মৃত্যু এবং জরাকে অতিক্রম
করিয়াছেন; যিনি জন্ম-মৃত্যু ও জরা বিনাশ
করেন; যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তির আধার; যিনি
পরমাকাশের মধ্যে অবস্থিত; ব্রহ্মা, বিষ্ণু
এবং ইন্দ্রও ঐহাকে প্রণাম করেন; যিনি
অষ্টমুষ্টির অল্পভূতা প্রধান-পুরুষাভীতা
বেদমাতা গায়ত্রী; যিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও
সামবেদের আশ্রয়; যিনি সরলা ও কুণ্ড-
লিনী; যিনি পরাংপর বিবেশ্বরী, বিবশ্বরী;
যিনি বিবেশ্বর-পতিব্রতাসম্পন্ন, বিশ্বসংহার-
কারী, বিবশ্বরী-প্রবর্তিকা; যিনি সৃষ্টি-
স্থিতি-প্রলয়কারী, ব্যক্তাব্যাক্তরূপীগী; সেই
শিবকেই প্রণাম করি। ১—১৭। হে শরণাগত-
বৎসলে! দেবদেবেশ! আমাকে রক্ষা
করুন, হে ত্রৈলোক্যবন্দিতে মহেশানি!
অন্তগতি আমার নাই! হে কল্যাণি!
আপনি আমার মাতা এবং স্বয়ং সর্বেশ্বর
আমার পিতা; হে শক্তরঞ্জয়ে! সর্বেশ্বর
ত্রিপুরারিই সৃষ্টি করিবার জন্ত আমাকে সৃষ্টি
করিয়াছেন। বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিলেও

উতঃ পরঃ প্রজাঃ সৰ্বা মৈথুনপ্রভবাঃ কিম্ ।
 নঃস্বকীয়তুমিচ্ছামি কৃত্বা সৃষ্টিমতঃ পরম্ ॥১১
 শক্তীনাং খলু সৰ্বাসাং স্বতঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 মৈব সৃষ্টং ত্বয়া পুংসঃ শক্তীনাং যৎ কুলং শিবে
 সন্তেষাং দেহনাং দেবি সৰ্বশক্তিপ্রদায়িনী ।
 ত্বমেব নাত্ৰ সন্দেহস্তস্ম্যং ত্বং বরদা ভব ॥২০
 মম সৃষ্টিবিসৃদ্ধার্থমংশেনেকেন শাস্বতে ।
 মম পুত্রস্ত দক্ষস্ত পুত্রৌ ভব শুচীশ্বতে ॥ ২৪
 প্রার্থিতা বৈ তদা দেবী ব্রহ্মণা যুগ্মপুঙ্গবাঃ ।
 একাঃ শক্তিঃ ক্রবোর্বিধ্যাং সসজ্জাস্থসমপ্রভাম্
 আহ তাংপ্রহসন্ প্রেক্ষ্য দেবীঃবিশেষরো হরঃ
 ব্রহ্মণো বচনাদেবি কুরু তস্ত যথোপ্তমম্ ॥২৬
 আদায় শিরসা শস্তোয়াজ্ঞাং সা পরমেশ্বরী ।
 অভবদ্দক্ষহিতা যেচ্ছয়া ব্রহ্মরূপিনী ॥ ২৭
 পুনরাভা পরা শক্তিঃ শস্তোদেহং সমাবিশৎ ।
 অর্জনারীষরো দেবেবিভাতীতি হি নঃ ঋতিঃ

তাহার বুদ্ধি না হওয়াতে অতঃপর আমি
 মৈথুনসজ্জিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাবুদ্ধি
 করিতে ইচ্ছা করি। আপনা হইতেই সৰ্ব-
 শক্তির সৃষ্টি। হে শিবে। কিন্তু শক্তিসমূহ
 আপনি যেহেতু পূৰ্বে সৃষ্টি করেন নাই এবং
 হে দেবি! আপনিই যেহেতু সৰ্ব প্রাণীর সৰ্ব-
 শক্তিপ্রদায়িনী,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই,
 অতএব আপনি (শক্তিসৃষ্টি বিষয়ে) আমাকে
 বরদান করুন,—হে শুচীশ্বতে। আমার
 সৃষ্টিবুদ্ধির জন্ত এক অংশে মদীয় পুত্র দক্ষের
 কন্তা হউন। হে যুগ্মপুঙ্গবগণ। দেবী ব্রহ্মার
 প্রার্থনাক্রমে আশ্ব-সমপ্রভা এক শক্তিমূর্তি
 ক-মধ্য হইতে উৎপাদন করিলেন। বিখে-
 ষর হর তাঁহার প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্তে
 বলিলেন—হে দেবি। ব্রহ্মার বচনানুসারে
 তাহার অভীষ্ট সম্পাদন কর। ব্রহ্মরূপিনী
 পরমেশ্বরী মস্তকে শিবের আজ্ঞাপ্রদায় করিয়া
 বেজাক্রমে দক্ষকন্তা হইলেন। আর আজ্ঞা
 পরমা শক্তি শিবদেহে প্রবিষ্ট হইলেন, দেব-
 দেব অর্জনারীষররূপে প্রকাশ পাইলেন, ইহা
 আমাদের ঋতি আছে। হে বিপ্রেক্ষগণ!

উতঃ প্রভৃতি বিপ্রেক্ষা মৈথুনপ্রভবাঃ প্রজাঃ
 এবং বঃ কথিতা বিপ্রা দেব্যাঃ সজ্জিতকন্তবাঃ ।
 পঠেদ্যঃ শৃণুয়াদ্যপি সন্ততিস্ততঃ বর্জতে ॥ ৩০
 ইতি জীৱন্মুখপুণ্যোপপুরাণে জীসৌরে সূত-
 শৌনকসংবাদে গৌরাপুথকেশরীরত্নাদি-
 কথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

হিরণ্যগর্ভঃ শিবয়োগীক্কা বরমহন্তমম্ ।
 অসৃজন্তগবান্ ব্রহ্মা মরীচ্যাণীনকম্বধান ॥ ১
 মরীচিভূধন্থিরসঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুম্ ।
 দক্ষমজ্জিৎ বসিষ্ঠক সৌহস্রজয়নসা বিতুঃ ॥ ২
 দেবান্সুরমম্বয়ান্চ পিতৃশ্চাপ প্রজাপতিঃ ।
 অসৃজৎ ক্রমশঃ সর্মানৃককারে চ রাক্ষসান্ ॥ ৩
 গন্ধর্বান্ স তথা নাগান্ যক্ষাশ্চাপি সহস্রশঃ ।

তদবধি প্রজা সকল মৈথুন-সজ্জিত হইতে
 লাগিল, হে বিপ্রগণ! এইরূপ দেবীর উত্তম
 আবির্ভাব তোমান্নগকে বলিলাম, যে ব্যক্তি
 এই প্রকরণ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার
 বংশবৃদ্ধি হয়। ২১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—ভগবান্ হিরণ্য-গর্ভ
 ব্রহ্মা শিবশিবায় অদ্যুত্তম বর লাভ করিয়া,
 মরীচি প্রভৃতি নিষাপ ঋষীগণের সৃষ্টি করি-
 লেন। সেই বিতু মরীচি, ভূ, অন্ধিয়া,
 পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, দক্ষ, অজি এবং
 বশিষ্ঠকে মন দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। প্রজা-
 পতি ক্রমে দেবতা, অসুর, মম্বয় ও পিতৃ-
 গণকে এবং অন্ধকারে রাক্ষসগণকে সৃষ্টি
 করিলেন। সহস্র সহস্র গন্ধর্ব, নাগ এবং
 যক্ষ সৃষ্টি করিলেন। প্রভু মুখ হইতে ব্রাহ্মণ-

অস্বয়যুক্তো বিপ্রান বাহুভ্যাং কজিয়ান্

বিভুঃ ॥ ৪

উরুঘরাং তথা বৈজ্ঞান পাণাজুজান্ সসর্জ হ ।

ছন্দাসি বেদান যজ্ঞাংস্ কল্পসূত্রমতঃ পরম্ ॥

বেদাঙ্গানি ততঃ সৃষ্টা মৈথুনপ্রভবামতঃ ।

সৃষ্টিঃ বর্জুঃ মতিঃ চক্রে দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৬

স্বয়মপ্যর্কিতো নারী স্বর্ধেন পুরুষোহভবৎ ॥ ৭

অর্ধেন নারী যা তস্মাচ্ছতরূপাভ্যাজায়ত ।

স্বায়জুবং মনুঃ ব্রহ্মা চার্ধেন বপুষাস্বজৎ ॥ ৮

শতরূপা চ যা দেবী তপস্তপ্তা সূত্ৱচরম্ ।

অবপত্ত তত্ৱারং মনুঃ স্বায়জুবং বিজাঃ ॥ ৯

প্রিয়ব্রতোস্তানপাদো মনেক স্বায়জুব্যাং সূতো

মহাশ্বানো মহাবীৰ্য্যো শতরূপা ব্যাজীজনৎ ॥ ১০

যে কন্তে লক্ষণোপেতে ষাভ্যাং সৃষ্টিরবর্জিত

অকৃতশ্চ প্রসূতিশ্চ কচরে প্রথমাঃ দদৌ ।

প্রসূতিকৈব দক্ষায় স্বয়ং দেবো মনুর্বিয়াট ॥

গণকে, বাহুদ্বয় হইতে কজিয়গণকে, উরুযুগ হইতে বৈজ্ঞানগণকে এবং চরণ হইতে শূদ্-
দিগকে সৃষ্টি করিলেন। দেবদেব পিতামহ
ছন্দ, বেদ, যজ্ঞ, কল্পসূত্র এবং বেদাঙ্গ সৃষ্টি
করিয়া, মৈথুন-সমুত সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবৃত্ত
হইলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং অর্ধাংশে রমণী এবং
অর্ধাংশে পুরুষ হইলেন। অর্ধনারীভাগ
হইতে ‘শতরূপা’ উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা
পুরুষস্বরূপ অর্ধভাগ হইতে স্বায়জুব মনুকে
উৎপাদন করিলেন। হে বিজগণ! দেবী
শতরূপা অতি দৃশ্য তপস্তা করিয়া স্বায়জুব
মনুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শতরূপা
মনুর ঔরসে প্রিয়ব্রত ও উস্তানপাদ নামক
মহাবীর মহাশ্বা পুত্রদ্বয় এবং আকৃতি ও
প্রসূতি নারী লক্ষণ-সম্পন্ন কন্তাদ্বয় উৎপাদন
করিলেন। এই কন্তাদ্বয় হইতে সৃষ্টিবৃদ্ধি
হইয়াছিল। প্রথমা কন্তা ‘কৃচি’ * নামক
প্রজাপত্যকে দান করিলেন। স্বয়ং স্বায়জুব

* পুরাণান্তরে ‘কৃচি’ ব্রহ্মার মানসপুত্র
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

চতস্রো বিংশতিঃ কন্তাঃ প্রসূত্যাং সর্গকুবির্দে

ধর্ম্মায় প্রদদৌ দক্ষঃ ব্রহ্মাদ্যা বৈ জ্যৈষ্ঠাদক্ষ ॥ ১৩

দদৌ স ভূগবে খ্যাতিং সতীং দেবায় শূলিনে

মরীচয়ে চ সমুত্তিঃ স্মৃতিমঙ্গিরসে তথা ॥ ১৪

পুলস্ত্যায় দদৌ প্রীতিং পুলহায় তথা কমান্ ।

সমুত্তিঃ ক্রতবে চৈব অনন্থ্যঃ তথা জয়ে ॥ ১৫

বসিষ্ঠায় দদাবুজ্জাং স্বধাং পিতৃগণায় চ ।

পাবকায় তথা স্বাহাং দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥

ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্নায় লক্ষ্মীনায়ায়ণপ্রিয়া ।

দেবো ধাতাবিধাতারোমেরোজ্জামাতারোত্তমৌ

আয়তিবিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্তে মহাশ্বনঃ ।

বজ্রবৃত্তস্তয়োঃ পুত্রৌ প্রাণশাশ্বতম্ কথ্যতে ॥

মুকুতুরধ তৎপুত্রৌ মার্কণ্ডেয়ো মুকুতুতঃ ।

অভূষেদশিরা নাম প্রাণস্ত মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৬

মরীচেরপি সমুত্তিঃ পৌর্ণমাসমস্বত ।

মনু দক্ষপ্রজাপত্যকে প্রসূতিনারী কন্তা দান
করিলেন। প্রসূতিগর্ভে চতুর্বিংশতি কন্তা
জন্মিলেন। দক্ষ ধর্ম্মকে ব্রহ্মা প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ-
দশ কন্তা দান করিলেন। দক্ষপ্রজাপতি
খ্যাতিনারী কন্তা। ভৃগুকে, সতীনারী কন্তা।
শূলপাণিকে, সমুত্তিনারী কন্তা। মরীচিকে,
স্মৃতিনারী কন্তা। অঙ্গিরাকে, প্রীতিনারী কন্তা।
পুলস্ত্যকে, কমানারী কন্তা। পুলহকে, সমুত্তি-
নারী কন্তা। ক্রতুকে, অনন্থ্যনারী কন্তা।
জয়েকে, উজ্জানারী কন্তা। বসিষ্ঠকে, স্বধানারী
কন্তা। পিতৃগণকে এবং স্বাহানারী কন্তা অরিকে
প্রদান করিলেন। ১৩-১৬। ভৃগুর ঔরসে
খ্যাতির গর্ভে নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী এবং ধাতা
ও বিধাতা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন।
ইহার দুইজন মেকর জামাতা। মহাশ্বা
মেকর দুই কন্তা—আয়তি এবং বিয়তি *।
ধাতা ও বিধাতা দুই ভাইয়ের দুই পুত্র—প্রাণ
এবং মুকুতু। মুকুতুর পুত্র মার্কণ্ডেয়। হে
মুনিসন্তমগণ! প্রাণের পুত্র বেদশিরা।
সমুত্তি, মরীচির ঔরসে পৌর্ণমাস নামক পুত্র

* পুরাণান্তরে নিয়তি পাঠ আছে।

কড়াচতুষ্টয়কৈব ব্রাহ্মণীনাং দ্বিতোজমাঃ ॥ ২০

কর্মকাণ্ডরীষক পুলাহাং স্মৃবে কমা ॥ ২১

হুর্কাসসঃ তথা সোমঃ দত্তাজ্যেয়ক যোগিনম্ ।

অনস্মা তু স্মৃবে পুজানত্রেয়কস্মাৎ ॥ ২২

সিনীবাণীঃ কুহকৈব রাকামহুমতিং তথা ।

স্মৃতিচাঙ্গিরসঃ পুত্রীঃ স্মৃতে লক্ষণসংযুতাঃ ॥ ২৩

ঐত্যাং পুলস্ত্যা দত্তবদন্তোনির্নাম বৈ স্মৃতঃ ।

পূর্বজয়নি যোগন্ত্যাঃ খ্যাতঃ শাস্ত্রভূবেহন্তরে

পুল্লাণাং বষ্টিসাহস্রং সন্ততিঃ স্মৃবে ক্রতোঃ ।

বালখিল্যা ইতি খ্যাতাঃ সর্কে তে

চোদ্ধিরেতসঃ ॥ ২৫

বসিষ্ঠ তথোজ্জায়াং সপ্ত পুজানজীজনৎ ।

রজো গোত্রোহর্জিবাহুচ সবনচ্চানবস্তুথা ।

উৎপাদন করিলেন। হে দ্বিজোত্তমগণ!

ব্রহ্মদি সন্ততি পর্য্যন্ত দক্ষকর্ত্তাগণের মধ্যে

এই সন্ততিরই কড়াচতুষ্টয় উৎপন্ন হইলেন।

* কমা পুলহের ঔরসে, কর্ম্ম এবং অনস্মরীষ

† নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিলেন। অন-

স্মা নিম্পাণ অগ্নির ঔরসে হুর্কাসা, চন্দ্র এবং

যোগী দত্তাজ্যেয়কে উৎপাদন করিলেন। স্মৃতি

অঙ্গিরার ঔরসে সিনীবাণী, কুহ, রাকা এবং

অহুমতি নামী সুলক্ষণাচারি কড়া উৎপাদন

করিলেন। পূর্বজয়ে শাস্ত্রভূব মন্তরে যিনি

অগন্ত্য ছিলেন, তিনিই পুলস্ত্য-ঔরসে

ঐতিগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, দন্তোলি নামে

খ্যাত হইলেন। সন্ততি, ক্রতুর ঔরসে

বষ্টি সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন, তাঁহার

বালখিল্য নামে বিখ্যাত, বালখিল্যগণ

সকলেই উদ্ধরেতা। বসিষ্ঠ উজ্জাগর্ভে সপ্ত

পুত্র এবং এক কড়া উৎপাদন করিলেন।

সপ্ত পুত্রের নাম—রজা, গোত্র, উর্জিবাহু

* এই অংশ পুরাণান্তরসংবাদী নহে।

স্থলের অর্থান্তরও হইতে পারে।

† অবরীমান পাঠান্তর। বংশ কীর্তনে

পুরাণান্তরের সহিত মতভেদ অনেক স্থলে

দৃষ্ট।

সুতপাঃ শুক্ৰ ইত্যোতে পুণ্ডরীকা চ কড়াকা ।

ব্রহ্মণস্তনয়ো বহিবৌহসৌ কড়াশ্বকঃ স্মৃতঃ ।

তস্মাৎ বাহা স্মৃতান্ লেভে ত্রৌহদারান্

গুণাধিকান্ ॥ ২৭

পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরেতেহয়য়য়ঃ ॥ ২৮

নির্ম্মধ্যঃ পবমানশ্চ বৈহ্যাতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ ।

স্মৃথে তপতি যো বহিঃ শুচিরগ্নিরিহেযোতে ॥

বহুবুঃ সন্ততো তেনাং চত্বারিংশচ পঞ্চ চ ।

পাবকাদ্যায়য়শ্চৈতৎ চত্বারিংশং তথা নব ॥ ৩০

যজ্ঞেযু ভাগিনঃ সর্কে তথা সর্কে তপশ্বিনঃ ।

কড়াচ্চনপর্য্যঃ সর্কে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিতমস্তকাঃ ॥ ৩১

অযজ্ঞানশ্চ যজ্ঞানঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।

অগ্নিষাত্তা বহিব্রো যিষা তেষাং ব্যবব্রিহতিঃ ॥

স্বধারস্মৃবে তেভ্যঃ কন্তে যে লোকব্রহ্মতে

মেনাঞ্চ ধারিণীঃ তজ্জ যোগমার্গরতে উভে ॥ ৩৩

মেনা হিমবতঃ স্মৃতে মৈনাকঃ ক্রৌঞ্চমেব চ ।

গৌরীঞ্চ গন্ধাঞ্চ ততঃ কন্তে যে লোকমাতরো

(অর্জবাহু), সবন (বসন), অনস্ম, সুতপা

এবং শুক্ৰ । কড়ার নাম পুণ্ডরীকা । ব্রহ্মার

পুত্র যে কড়াশ্বক অগ্নি, তাঁহার ঔরসে বাহা

গুণশালী উদার পুত্রদের লাভ করিলেন।

তাঁহার পাবক, পবমান এবং শুচি নামে

খ্যাত অগ্নিদের। অগ্নিকর্ত্ত-মথন-সম্বৃত

অগ্নি পবমান, বৈহ্যতাপি পাবক এবং

স্বধাতাপসম্বৃত যে অগ্নি তাহাই শুচি ॥ ১৭-২১ ॥

তাঁহাদের পঞ্চচত্বারিংশং পুত্র। পাবক

প্রভৃতি ভ্রাতৃদ্বয়, পঞ্চচত্বারিংশং পুত্র এবং

পিতা ব্রহ্মপুত্র অগ্নি—সমুদয়ে একোন-

পঞ্চাশং অগ্নি। সকলেই যজ্ঞভাগী, সক-

লেই তপস্বী, সকলেই শিবপুজারত,

ত্রিপুণ্ড্রধারী। ব্রহ্মার পুত্র পিতৃগণ বিবিধ—

যজ্ঞ এবং অযজ্ঞ। অগ্নিষাত্তগণ অযজ্ঞ

অর্থাৎ নিরগ্নি এবং বহিব্রদগণ যজ্ঞ অর্থাৎ

সাগ্নি। স্বধা পিতৃগণের ঔরসে মেনা ও

ধারিণী নামী দুই কড়া উৎপাদন করিলেন;

তাঁহার উভয়েই যোগমার্গরতা। মেনা

হিমালয়ের ঔরসে মৈনাক এবং ক্রৌঞ্চ

মেরোক্ত ধারিণী স্তূতে মন্দরং চাক্কন্দরম্ ।
 মহাদেবপ্রিয়তমং নানাধাতুবিচিত্রিতম্ ॥ ৩৫
 ধারিণী স্তূবে বেলাং নিয়তিধারতিং তথা ।
 সাগরায়ং স্তূবে বেলা সামুদ্রীং নাম নামতঃ ॥
 প্রাচীনবর্ষিঃ সা চ দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৩৭
 প্রোচেতস ইতি ব্যাখ্যাঃ সর্কে স্বায়ত্ত্ববেত্তরে
 ভবশাপাদভূৎ পুত্রো যেষাং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ
 এষা দক্ষস্ত কস্তানং সন্ততিঃ কথিতা ময়া ।
 অধোদানৌ মনোঃ পুত্রসন্ততিঃ কথ্যামি বঃ ॥ ৩৯
 ইতি ক্রীতপুত্রাগোপপুরাণে ক্রীসৌরে স্তূ-
 শোনকসংবাদে মরীচ্যাঙ্গিসর্গ-দক্ষকস্তাসন্ততি-
 কথনং নাম যদ্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্তূত উবাচ ।

উত্তানপাদস্ত স্তূতো এবো নাম মহামনাঃ ।
 আরাধ্য পরমং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১

নামক পর্বতস্থ এবং গোত্রী ও গঙ্গা নারী
 লোকমাতা হই কস্তা উৎপাদন করেন ।
 ধারিণী স্তূমেকর ঔরসে চাক্কন্দরসম্পন্ন
 নানাধাতুচিহ্নিত শিবপ্রিয় মন্দর পর্বত উৎ-
 পাদন করিলেন । বেলা, নিয়তি এবং
 আরতি নামী তিন কস্তা ধারিণী প্রসব
 করিলেন । সাগরের ঔরসে বেলা সামুদ্রী
 নারী কস্তা উৎপাদন করিলেন; সামুদ্রী
 'প্রাচীনবর্ষিঃ' রাজার ঔরসে দশ পুত্র উৎ-
 পাদন করিলেন, তাঁহার স্বায়ত্ত্ববৎসরে
 'প্রোচেতঃ' নামে আখ্যাত । শিবের শাপে
 দক্ষপ্রজাপতি ইহাঙ্গিগের পুত্র প্রাপ্ত হন ।
 এই দক্ষকস্তাগণের বংশবিবরণ তোমা-
 দিগকে বলিলাম, এক্ষণে মহুর পুত্রসন্ততি-
 বিবরণ বলিতেছি । ৩০.—৩৯ ।

বক্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

স্তূত বলিলেন;—উত্তানপাদের পুত্র
 মহামনা হরিপরায়ণ এবং, মমতা-অঙ্কুর পরি-

নির্মমো নিরঙ্করস্ত্রিভ্রন্তংপরায়ণঃ ।
 প্রসাদাৎ তস্ত দেবস্ত প্রাপ্তবান হর্নিমুস্তমম্ ।
 এবস্ত পুত্রাশ্চত্বারঃ স্ত্রির্ধিত্তস্তথা পরঃ ।
 হর্ষাঃ শত্বর্ষহাশ্বানো বৈকবাঃ প্রথিতোজসঃ ॥ ৩
 ছায়া পঞ্চ স্তূতান স্তূতে স্ত্রিষ্টেধর্মপরায়ণাৎ ।
 রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃষলং বৃকতেজসম্ ॥ ৪
 রিপোর্ভাধ্যা তু বৃহতী প্রসূতে চক্ষুঃ স্তূতম্ ।
 স্তূতে পুষ্করিণী পুত্রঃ চক্ষুষশ্চাক্ষুঃ মমুম্ ॥ ৫
 তদ্বংশজা অসংখ্যাতা অঙ্গকৃত্বাশবাদয়ঃ ।
 অঙ্গাধেগন্ততো বৈগন্তস্মাৎ পৃথুরিত স্তূতঃ ॥ ৬
 খ্যাতঃ স পৃথিবীপালো যেন হৃদ্ধা বসুন্ধরা ।
 ন তৎসমো নৃপঃ কচ্চিদ্দ্যতে পৃথিবীতলে ॥ ৭
 বাসুদেবার্চনরতো বাসুদেবপরায়ণঃ ।

হারপূর্বক পরমদেব অনাময় নারায়ণের
 আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে উত্তম স্থান
 প্রাপ্ত হইলেন । এবের চারি পুত্র—স্ত্রিষ্ট,
 ধন্ত, হর্ষা এবং শত্ব; * ইহারা সকলেই
 প্রথিততেজা বৈকবা । ধর্মপরায়ণ স্ত্রির
 ঔরসে ছায়ায় পঞ্চ পুত্র হয়;—(তাঁহাদের
 নাম) রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃষল এবং বৃ-
 কতেন । রিপুভাধ্যা বৃহতীর গর্ভজাত পুত্র
 চক্ষুঃ; চক্ষুর ঔরসে পুষ্করিণীগর্ভে চাক্ষুষ
 মমুর উৎপত্তি । তাঁহার বংশসম্বৃত অঙ্গ,
 ক্রতু এবং শিবাদি অসংখ্য ব্যক্তি । অঙ্গের
 পুত্র বেণ, বেণ হইতে বৈণ্যের উৎপত্তি; বৈণ্য
 পৃথু নামে খ্যাত । ১—৬ । পৃথুরাজা বিখ্যাত,
 ইনিই পৃথিবী দোহন করেন । তাঁহার সদৃশ
 হরিপুঞ্জা-পরায়ণ ও হরিনিরত রাজা স্তূতো

* পুরাণান্তরে কথিত আছে, এবের
 পুত্র শিষ্ট এবং ভব্যা । এইরূপ মত-
 বৈধ, নামান্তরস্বীকার, প্রসিদ্ধি বিশেষে অধিক
 নাম উল্লেখ অল্পলক্ষ্য আছে । আর পুত্র
 শব্দে বংশসম্বৃত; কোন স্থলে কোন পুরুষের
 উল্লেখ আছে, কোন স্থলে উল্লেখ নাই;
 এইরূপ ভাবে মীমাংসা করিতে হয় । পরেও
 এইরূপ জানিবে ।

তপসারাম্য গোবিন্দঃ গোবর্দ্ধনগিরৌ শুভে ।
 ক্রীতস্তম্রবীৰ্য্যকৃঃ পৃথুঃ মুনিবরোত্তমঃ ।
 বৎপ্রসাদেন রাজর্ষে পুত্রো তব ভবিষ্যতঃ ।
 সার্কভৌমৌ মহাত্মানো মন্ত্রকৌ পিতৃতৎপরৌ
 এবং লব্ধবরৌ রাজা দেবেশে পুরুষোত্তমে ।
 আস্থায় পরমাং ভক্তিং ভগবদ্ভাবমাশ্রিতঃ ॥ ১০
 পৃথোভীৰ্য্যা মহাভাগা কালেন সুযুবে স্তুতো ।
 শিখণ্ডিনঃ হবির্দীনঃ সুনীলশ্চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ১১
 বেতাশ্চতরনামানঃ শিবধ্যানৈকতৎপরম্ ।
 উপাস্ত লব্ধবাংস্তস্যাং সুনীলৌ যোগমৈশ্বরম্ ॥
 ঋষয় উচুঃ ।
 সুনীলেন কথং রাজা প্রাপ্তং জ্ঞানমনুত্তমম্ ।
 বয়ং তঙ্কোতুমিচ্ছামো ব্রহ্ম সূত মহামতে ॥ ১৩
 সূত উবাচ ।
 যোহসৌ শিখণ্ডিনঃ পুত্রো ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রতঃ
 অধীত্য বিধিবদ্বেদান পরং বৈরাগ্যমাস্থিতঃ ॥
 বিচারঃ শ্রেয়সে তস্মৈ কদাচিত্ সমভূদৃদ্ধিজাঃ ।

কেহ নাই। হে মুনিবরগণ! পৃথু, গোব-
 র্দ্ধনপর্ব্বতে তপস্তা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা
 করিলে, বিষ্ণু ক্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,
 —হে রাজর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার
 হই পুত্র হইবে; তাহার উভয়েই মহাত্মা,
 মন্ত্রক, পিতৃতৎপর ও সার্কভৌম নরপতি
 হইবে। দেবদেব পুরুষোত্তমের প্রতি পরম-
 ভক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভাবাশ্রিত পৃথুরাজা এইরূপ
 বর লাভ করিলে, পৃথুভীৰ্য্যা মহাভাগা যথা-
 কালে শিখণ্ডী ও হবির্দীন নামক পুত্রদ্বয়
 প্রসব করিলেন। শিখণ্ডীর পুত্র সুনীল; সুনীল
 শিবধ্যানতৎপর বেতাশ্চতর নামক মুনিকে
 উপাসনা করিয়া তাঁহার নিকট শিবযোগ লাভ
 করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—রাজা সুনীল
 কিরূপে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিলেন, আমরা
 শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহামতে সূত!
 তাহা কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন,—
 ঐ যে শিখণ্ডীর পুত্র, উনি ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন
 পুরঃসর যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে
 বৈরাগ্যে আত্মাবান হইলেন। হে দ্বিজগণ!

প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কৰ্ম্ম যদিবিধং মতম্ ।
 তত্ত্বোরাত্যন্তিকী মুক্তিৰ্যম কেন ভবিষ্যতি ॥ ১৫
 ইতি সাক্ষ্যত মনসা জগাম হিমবদগিরিষু ॥ ১৬
 তত্র ধৰ্ম্মবনং নাম মুনিসঙ্কৈনিষেবিতম্ ।
 অপশুদ্ব্যোগিভিজু ক্তং মহাদেবকৃতালয়ম্ ॥ ১৭
 যত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মরীচ্যাঢ্যা মধ্বয়ঃ ।
 নারায়ণশ্চ ভগবাংস্তথা চান্তে সুরাসুরাঃ ॥ ১৮
 সমারাম্য মহাদেবঃ সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা হনেকশঃ ॥ ১৯
 যত্র মন্দাকিনী গঙ্গা রাজতে হৃদহারিনী ।
 অপশুদাশ্রমং তস্মাত্তীয়ে যোগীশ্বরেসেবিতম্ ॥ ২০
 মন্দাকিনীজলে তত্র স্নাত্তাত্মার্ত্ত্য মহেশ্বরম্ ।
 মহাদেবকথায়ুক্তৈঃ স্তবৈঃ স বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
 ধ্যায়মানঃ ঋণং তত্র স্থিতো বিবেশ্বরং শিবম্ ॥
 শ্বেতাশ্চতরনামানমথাপশুন্নহামুনিম্ ॥
 মহাপাশুপতং শাস্ত্রং জীর্ণকৌপীনবাসসম্ ।
 ভস্মাবল্লিতসর্ষাপঃ ত্রিপুণ্ড্রলিঙ্গকবিতম্ ॥ ২২
 অভিবন্দ্য মুনেঃ পাদৌ শিরসা প্রাজ্জলনৃপঃ ।

কোন সময়ে তাঁহার শ্রেয়-বিচার মনে উপ-
 স্থিত হয়। “প্রবৃত্ত নিবৃত্ত নামক যে কৰ্ম্মদ্বয়
 আছে, তৎসমুদায়ের অত্যন্ত মুক্তি আমার
 কিরূপে হইবে?”—মনে মনে এই চিন্তা
 করিয়া রাজা হিমালয়পর্ব্বতে মুনিসঙ্ক-সেবিত
 ধৰ্ম্মবনে গমন করিলেন। ধৰ্ম্মবনে ঋষি-
 সেবিত শিবালয় দেখিতে পাইলেন; তথায়
 মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, ভগবান্
 নারায়ণ এবং অন্ত দেবদানবেরা অনেকেই
 শিবারাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। ১৭—১৯।
 তথায় পাপহারিনী মন্দাকিনী গঙ্গা বিরাজমান;
 গঙ্গাতীয়ে যোগীশ্ব-সেবিত এক অশ্রম দর্শন
 করিলেন। রাজা সেখানে মন্দাকিনী-জলে
 স্নান, শিবপূজা এবং শিবকথায়ুক্ত বিবিধ
 স্তোত্র দ্বারা শিবস্তব করিয়া বিবেশ্বর শিবকে
 ধ্যান করত ঋণকাল তথায় থাকিলেন।
 অনন্তর তিনি মহাপাশুপত, শাস্ত্র, জীর্ণ-
 কৌপীন-পরিধান, ভস্মাবল্লিতসর্ষাপ, ত্রিপুণ্ড্র-
 ধারী, শ্বেতাশ্চতর নামক মহামুনিকে দেখিতে

অববীং তং মুনিস্ঠৈঃ সৰ্বভূতানুকম্পিনম্ ।
 অতঃ ধন্তঃ কৃতার্থোহস্মি সকলঃ জীবিতঃ মম ।
 তপাংসি সকলান্তেব জাতানি তব দৰ্শনাৎ ॥২৪
 তবামি তব শিষ্যোহহং স্বক সংসারজান্ধরাৎ ॥
 যোগ্যতা মম চৈদক্ষি শিষ্যোহহং ভবিতুং তব
 সৌহৃদগৃহাধ পুত্রে রাজানঃ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 কারয়িত্বা স সন্ন্যাসং দদৌ যোগমম্মতমম্ ॥২৬
 বন্তং পাণ্ডপতং যোগমন্ত্যাশ্রমমিতি ঋতম্ ।
 ততঃ তং সৰ্ববেদেষু বেদবিদ্বিরহুষ্টিতম্ ॥ ২৭
 অহুগ্রহান্মেনন্তস্ত সৌখি পাণ্ডপতোহভবৎ ॥
 বেদান্ত্যাসন্নতঃ শান্তো ভগ্ননিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ
 সন্ন্যাসবিধিমাশ্রিত্য মুনীলো মুক্তিমান্ তবেৎ
 ইতি ক্রীতকপুৰাণোপপুরাণে ক্রীসৌরে হৃত-
 শৌনকসংবাদে উত্তানপাদসন্তত্যাগিকথনঃ
 নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

পাইলেন; রাজা, মূনির চরণগুণল বন্দন
 করিয়া, সৰ্বভূতে দায়ালু সেই মুনিকে কৃত-
 ণলিপুটে বলিলেন,—আজ আমি ধন্ত ও
 কৃতার্থ হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল;
 আপনায় দর্শনহেতু তপস্রাও সফল হইল ।
 আপনায় শিষ্য হইতে যদি আমার যোগ্যতা
 থাকে ত আমি আপনার শিষ্য হই, আমাকে
 সংসারভীতি হইতে বিমুক্ত করুন । হে মূনি-
 বরগণ! যেতাবতর, রাজাকে পুত্রাহুগ্রহ
 প্রদর্শনপূর্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করা-
 ইয়া সেই অত্যন্তম যোগ প্রদান করিলেন,—
 যাহা শেব-আশ্রম-লভ্য এবং পাণ্ডপত নামে
 অভিহিত । সেই যোগ সৰ্ববেদগুহ, কিন্তু
 বেদজগণের অহুষ্টিত । মূনি যেতাবতরের
 অহুগ্রহে রাজা মুনীল ও পাণ্ডপত হইলেন ।
 তিনি বেদান্ত্যাসন্নিত, ভগ্ননিষ্ঠ ও জিতেন-
 দ্রিয় হইয়া সন্ন্যাস-বিধি আশ্রয় করাতে
 মুক্তিলভ করিলেন । ২০—২২ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

স্বয়ম্ভুবা সমাদিষ্টঃ পূৰ্ব্বং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
 প্রজাঃ সৃজেতি সর্গাদৌ সসর্জ চ সুরাসুরান্
 প্রজাপতেবীরণস্ত কন্তাসিক্রীতি বিজ্ঞতা ।
 যষ্টিং দক্ষোহনৃজংকন্তা অসিক্র্যাংবৈ প্রজাপতিঃ
 দদৌ চ দশ ধর্ম্মায় কন্তপায় ত্রয়োদশ ।
 সপ্তবিংশতিঃ সোমায় চতশ্চোহরিষ্টেনমিনে ॥৩
 হে চৈব বহুপুত্রায় হে কৃশাশ্বায় ধীমতে ।
 হে চৈবাস্মিনসে তদ্বদ্ দদৌ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥৪
 সাধ্যা বিষা চ সঙ্করা মুহূর্ত্তা চ অরুদ্বতী ।
 মরুদ্বতী বসুভার্ম্মদ্বা জাম্বীতি তা দশ ॥ ৫
 ধর্ম্মস্ত পত্নয়স্তুতাঙ্গাসাং সন্ততিকচ্যতে ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

হৃত বলিলেন,—ব্রহ্মা, দক্ষ-প্রজা-
 পতিকে ‘প্রজাসৃষ্টি কর’ এই আদেশ করিলে,
 সৃষ্টিপ্রারম্ভে সুরাসুর সৃষ্টি করিলেন ।
 প্রজাপতি বীরণের কন্তা ‘অসিক্রী’ । অসি-
 ক্রীর গর্ভে দক্ষ-প্রজাপতি যষ্টি কন্তা সৃষ্টি
 করিলেন । তন্মধ্যে দক্ষ-প্রজাপতি *
 ধর্ম্মকে দশ কন্তা, কন্তপকে ত্রয়োদশ কন্তা,
 চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্তা, অরিষ্টেনমিকে
 চারি কন্তা, বহুপুত্র নামক মুনিকে দুই কন্তা,
 ধীমান্ কৃশাশ্বকে দুই কন্তা এবং অস্মিনসে
 দুই কন্তা সম্প্রদান করেন । সাধ্যা, বিষা,
 সঙ্করা, মুহূর্ত্তা, অরুদ্বতী, মরুদ্বতী, বসু,
 ভার্ম্মদ্বা, জাম্বী এবং জাম্বী (যাম্বী) এই দশজন
 ধর্ম্মপত্নী । তাঁহাদের বংশবিবরণ কথিত

* পূর্বে দক্ষ-প্রজাপতির দুইবার জন্মের
 কথা প্রকাশ আছে । অর্থাৎ দক্ষ, প্রথমে
 ব্রহ্মার পুত্র, দ্বিতীয়বারে প্রচেতাগণের
 পুত্র হন । প্রথম জন্মের চতুর্বিংশতি কন্তা
 পূর্বে কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় জন্মের
 বিবরণ এই অধ্যায়ে কথিত হইতেছে ।

বিবশ্বান্ সবিতা পুৰা অংগমান্ বিষ্ণুং বৈব চ ।

তুৰিতা নাম তে পূৰ্ণঃ চাক্ষুষস্তান্তরে যনোঃ ।

আদিত্যা অদিতৌ পুত্রাঃ প্রোক্তা বৈবশ্বতে-
হন্তরে ॥ ১৫

পুত্রদ্বয়ং দিতিঃ সূতে কস্তপানুনিপুঙ্গবাৎ ।

হিরণ্যকশিপুশ্চৈকং হিরণ্যাক্ষমনন্তরম্ ॥ ১৬

হিরণ্যকশিপুর্ঘোহসৌ ব্রহ্মণো বরদার্পিতঃ ।

শক্রাত্মা দেবতাঃ সর্বারন্তেন দৈত্যেন বাধিতাঃ

ব্রহ্মাণঃ শরণং গম্য প্রোচুঃ প্রাজ্ঞা যয়ঃ সুরাঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

* দেবদেব জগন্নাথ চতুর্ধ্বং সুরোত্তম ।

হিরণ্যকেন দৈত্যেন শস্ত্রাশ্রয়েঃ সূদিতা বয়ম্ ॥

নারাচাপহস্তান্তেন বজ্রাদীন্তাযুধানি চ ।

জায়শ্বান্মান্ ভয়ব্রহ্মাঙ্কং নাস্তদন্তি নঃ ॥ ১৭

এবং সুরৈর্নিগদিতঃ ঋত্বা চৈব পিতামহঃ ।

দেবৈঃ সহ যযৌ তুর্ণং যত্নাস্তে বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ২০

সংস্থয় বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরব্রবীৎ কমলাসনঃ ॥ :

ব্রহ্মোবাচ ।

হিরণ্যকশিপুর্দেব মদ্বরেণাতিগর্বিষতঃ ।

বাধতে সকলান্ দেবান্ মুনীন্ নিরুতকল্পবা-
ষন্তং হনিষ্যতি কিপ্রং ন তং পশ্যামি মাধব ।

অমেব হস্তা তস্তোতি মদ্বা বয়মুপাগতাঃ ॥ ২৩

হস্তমহাঁসি তং শীঘ্রং দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৪

ঋত্বা নারায়ণো বাক্যমীরিতঃ ত্রিদিবৌকল্য

নরস্তাঙ্কিতম্ কৃত্বা সিংহস্তাঙ্কিতম্ তথা ॥ ২৫

নৃসিংহরূপী ভগবান্ হিরণ্যকশিপোঃ পুরে ।

আবির্ভূত্ব ভগবান্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

মুকুন্ নাগং মহাঘোরমশুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২৬

হিরণ্যকশিপুদৃষ্টা নৃসিংহমতিভীষণম্ ।

বধায় প্রেষয়ামাস প্রভ্রাদাদীন মহাসুরান্ ॥ ২৭

প্রভ্রাদশ্চাত্ত্রাদশ্চ সংভ্রাদো ভ্রাদ এব চ ।

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতোজসঃ ॥

নরসিংহেন তে সার্কঃ যুযুর্দানবাস্তদা ।

ভগ, ঋত্বা, মিত্র, বরুণ, অর্ঘ্যমা, বিবশ্বান্,

সবিতা, পুৰা, অংগমান্ এবং বিষ্ণু ইহারা

চাক্ষুষ মনস্তরে “তুৰিতা” নামক দেবগণ

ছিলেন, ঊঁহারাই বৈবশ্বত মনস্তরে অদিতি-

পুত্র হইয়া আদিত্য নামে আখ্যাত হইলেন ।

দিতি মূনিশ্ৰেষ্ঠ কস্তপের গুহ্যসে হিরণ্যকশিপু

এবং হিরণ্যাক্ষ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন

করিলেন । হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মবরে দগিত

হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে পীড়িত করিল

পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া

কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব-

দেব জগন্নাথ দেবশ্রেষ্ট চতুর্ধ্ব! হিরণ্য-

কশিপু দৈত্য, শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা আমাদেরগকে

বিশ্বস্ত করিয়াছে; আমাদের পত্নী ও বজ্রাদি

অস্ত্র হিরণ্যকশিপু হরণ করিয়াছে । ভীতি-

প্রাপ্ত আমাদেরগকে আপনি রক্ষা করুন,

আমাদের আর রক্ষাকর্তা নাই । ব্রহ্মা

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-

গণের সহিত বিষ্ণু-সরিধানে গমন করিলেন ।

ব্রহ্মা বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া বিষ্ণুকে বলি-

লেন,—দেব! মদীয় বরে গর্কিত হিরণ্য-

কশিপু সকল দেবতা ও নিম্পাপ মূনিগণকে

পীড়িত করিতেছে । হে মাধব! এমন

কাহাকেও দেখিতেছি না, যে ব্যক্তি হিরণ্য-

কশিপুকে শীঘ্র বধ করিতে পারে । একমাত্র

আপনিই তাহাকে বধ করিতে পারেন, ইহা

বিবেচনা করিয়া আমরা আপনার নিকট

আসিয়াছি । দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্ত তাহাকে

শীঘ্র বধ করুন । ১১-২৪। ভগবান্ নারায়ণ দেব-

গণের এই বাক্য শ্রবণে মানবের অর্দ্ধদেহ ও

সিংহের অর্দ্ধদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক নৃসিংহরূপী

হইয়া হিরণ্যকশিপু নগরে আবির্ভূত হইলেন ।

তখন তিনি অশুর-ভয়াবহ মহাঘোর শক্

করিতে লাগিলেন । হিরণ্যকশিপু অতি

ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ঊঁহার

বধের জন্ত প্রভ্রাদ প্রভৃতি মহাসুরগণকে

প্রেরণ করিলেন । প্রভ্রাদ, অত্ৰহাদ, সূহ্রাদ

এবং ভ্রাদ—হিরণ্যকশিপুর এই চারি পুত্র ।

ইহারা সকলেই বিখ্যাত বীর । সেই দৈত্য-

গণ নরসিংহের সহিত যুদ্ধ কল্পিতে লাগি-

প্রহ্লাদঃ প্রাহিণোদ্ ব্রাহ্মসং তং নরকেশরিম্
বৈষ্ণবাস্তমহাপ্রহ্লাদঃ কোমলরূপঃ তথাপরঃ ।

প্রাহিণোদ্ধাদ আগ্রহঃ তথা চান্তে মহানুরাঃ ॥

চতুর্দ্বাদশি সস্ত্রাপ্য ভগবন্তং নরকেশরিম্ ।

বহুবুস্তানি ভগ্নানি যথা বজ্রহতা ক্রমাঃ ॥ ৩১

গৃহীত্বা চতুরঃ পুত্রান্ হস্তাভ্যাং নরকেশরিঃ ।

চিক্বেপ গগনানুভ্রমৌ গৃহীত্বৈবং পুনঃপুনঃ ॥ ৩২

এবং তান্ ব্যাধিতান্ দৃষ্ট্বা হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্
জাজ্ঞল্যমানঃ কোপেন যযৌ যজ্ঞ নরকেশরিঃ ॥

বিনিবৃত্তোহিহ সংগ্রামাৎ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্

ততঃ ।

জ্ঞাত্বা তু ভগবত্ভাবং নৃসিংহস্তামিতৌজসঃ ।

ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং বারয়ামাস দানবান ॥

এষ নারায়ণো যোগী পরমাত্মা সনাতনঃ ।

ধ্যাতব্যো ন তু যোদ্ধব্যো ভবন্তিরিতি

নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫

পুত্রোদিতমনাদৃত্য হিরণ্যকশিপুঃ পুনঃ ।

গুপ্তে হিরণ্য সাক্ষিঃ যাবদ্বর্ষশতত্ৰয়ম্ ॥ ৩৬

লেন। নৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদ ব্রহ্মাঙ্গ,

অনুপ্রহ্লাদ বৈষ্ণবাস্ত্র, সংপ্রহ্লাদ কোমল অস্ত্র, হ্লাদ

আগ্রেয় অস্ত্র ও অন্ত্র মহানুরেরাও এই সব

অস্ত্র ক্ষেপ করিল; কিন্তু এই চতুর্বিধ অস্ত্রই

ভগবান্ নৃসিংহের অঙ্গস্পর্শ মাত্র বজ্রহত

বৃক্ষরাজির স্থায় ভগ্ন হইল। তখন নরসিংহ,

হিরণ্যকশিপুর পুত্রচতুষ্টয়কে বাহ্যুগল দ্বারা

গ্রহণ করিয়া বারংবার গগন হইতে ভূতলে

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে

পুত্রগণকে নিশীড়িত হইতে দেখিয়া স্বয়ং

হিরণ্যকশিপু কোপপ্রজ্বলিত হইয়া নৃসিংহ-

সমীপে অভিধান করিলেন। অনন্তর দৈত্য-

পুত্রব প্রহ্লাদ অমিড়তেজা নৃসিংহকে নারায়ণ

জানিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং

নারায়ণ মনে করিয়া অস্ত্ররগণকে যুদ্ধ করিতে

নিষেধ করত বলিলেন,—ইনি সনাতন পর-

মাত্মা যোগী নারায়ণ, ইহাঁকে ধ্যান করিতে

হয়; ইহাঁর সহিত আপনারা কদাচ যুদ্ধ করি-

বেন না। পুত্র বার বার একথা বলিলেও

অথ বিবাক্রকো বিষ্ণুঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।

নথৈবিদারয়ামাস হিরণ্যকশিপুং তদা ॥ ৩৭

ইতি ত্রিভুপুত্রাণোপপুরাণে ত্রিসৌরে হৃত-

শোনকসংবাদে সুরাসুরস্ফট্যান্দিকথনং

নামাষ্ট্রাবিশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ

হৃত উবাচ ।

হতে হিরণ্যকশিপো প্রহ্লাদে দৈত্যাসক্তমঃ ।

হিরণ্যাক্ষং মহাবাহুং রাজো সমভিযোজয়ৎ ॥

সোহপি দেবান্ রণে জিত্বা স্বর্গাৎ তে বৈ

পলায়িতাঃ ॥ ২

হিরণ্যাক্ষো মহাদেবং তপসারাম্য চাধিকম্ ।

লেভে পুত্রং মহাবাহুং সর্কীয়রনিবন্ধনম্ ॥ ৩

হিরণ্যাক্ষভয়াদ্বেদাঃ শাস্ত্রিণঃ শরণং গতাঃ ।

হিরণ্যকশিপু তাহা না শুনিয়া বিষ্ণুর সহিত

তিনশত বৎসর যুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু-

রূপ বিষ্ণু ক্রোধরক্তমনয়ন হইয়া হিরণ্যকশি-

পুকে, নথ দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন ॥ ২৫—৩৭

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

হৃত বলিলেন,—হিরণ্যকশিপু নিহত

হইলে, তদীয় পুত্র দৈত্যাসক্তম প্রহ্লাদ মহা-

বাহু হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

হিরণ্যাক্ষও দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত

করিলে, দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করি-

লেন। হিরণ্যাক্ষ তপস্তাযোগে মহাদেবকে

অতিশয় আরাধনা করিয়া, সর্কদেবানিহন

* পুরাণাস্তর-কথিত ও প্রচলিত

প্রহ্লাদ-চরিত্রের সহিত এ অংশ সঙ্গত না

হইলেও কল্পভেদে মানিয়া সঙ্গত করিতে

হইবে।

দৃষ্টাধ ভগবান্ দেবান্ হিরণ্যাক্ষবধায় বৈ ।
 বারাহং রূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো নিম্ভুদিতঃ ॥ ৫
 হতে তস্মিন্ হিরণ্যাক্ষে প্রহ্লাদো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ
 ত্যক্তা ছু ভামসীঃ বৃষ্টিঃ স্বকীঃ রাজ্যামান্বিতঃ
 ততঃ কদাচিদ্দেবানাং মায়য়া মোহিতোহভবৎ
 ককন ব্রাহ্মণঃ দৃষ্টৌ কৃশাক্ষঃ গৃহমাগতম্ ।
 অবজ্ঞায়করোদ্ দৈত্যঃ শপ্তস্তেনাগ্রজয়না ॥ ৮
 বলং বস্ত সমাপ্রিত্য দৈত্য মাংসবমস্তসে ।
 ভক্তিবিনশ্চতুঃ কিপ্রং তব দেবে জনাৰ্দ্দিন ॥ ৯
 ইতি শপ্তা যযৌ বিপঃ স্বাপ্রমঃ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১০
 অথ দৈত্যপাতরুক্ষমকরোদ্ বিষ্ণুনা সহ ।
 পিতৃবধমহ্মস্মৃত্য দেবাশ্চাত্তে বিনির্জিতাঃ ॥ ১১
 অহুগ্রহাদ্ভগবতঃ পূৰ্ব্বস্মাদ্দৈত্যরাট্ট পুনঃ ।
 ত্যক্তা মায়াময়ঃ সৰ্ব্বঃ শাস্তিগঃ শরণং যযৌ ॥
 অভিষিচ্যাক্ষকঃ রাজ্যে যোগযুক্তোহভবৎ স্তম্ভ

মহাবল পুত্র প্রাপ্ত হইলেন । হিরণ্যাক্ষ-
 ভয়ে দেবগণ বিকৃত শরণাপন্ন হইলেন ।
 ভগবান্ দেবগণকে দেখিয়া, হিরণ্যাক্ষবধের
 অস্ত বরাহরূপ ধারণ করিলেন ; অনন্তর
 হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিলেন । হিরণ্যাক্ষ
 নিহত হইলে, বৈষ্ণবোক্তম প্রহ্লাদ ভামসবৃষ্টি
 পরিভ্যাগপূৰ্ব্বক স্বকীয় রাজ্যে থাকিলেন ।
 অনন্তর কোন কালে প্রহ্লাদ দেবমায়ায় মোহিত
 হইয়াছিলেন । (তাহার বিবরণ) কৃশাক্ষ
 কোন ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদ-গৃহে উপস্থিত হইলে,
 তিনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন । অবজ্ঞাত
 ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এই অভিসম্পাত প্রদান করি-
 লেন,—দৈত্য ! বাহার বল অবলম্বন করিয়া
 ছুবি আমাকে অবজ্ঞা করিলে, সেই জনাৰ্দ্দিন
 দেবের প্রতি তোমার ভক্তি যেন বিনষ্ট হয় ।
 হে মুনিবরগণ ! ব্রাহ্মণ এই শাপ দিয়া,
 স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন ; অনন্তর
 দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ পিতৃবধ স্মরণ করিয়া,
 বিকৃত সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অস্ত
 দেবগণকে জয় করিলেন । ভগবান্ বিকৃত
 পূৰ্ব্ব অহুগ্রহ পুনরায় লাভ করিয়া, সমস্ত
 মায়াময় পদার্থ পরিভ্যাগ-পুরঃসর বিকৃত

অথ দেবো মহাদেবঃ শরণং সৰ্বদেহিনাম্ ।
 কেনাপি হেতুনা ভিক্ৰামকরোদ্ভ্রাঙ্কণৈঃ সহ ।
 সংস্থাপ্য মন্দরে দেবীঃ গিরিজাঃ গিরিজাপতিঃ
 সনারায়ণকান্ দেবানকরোৎ পার্শ্বগান্ শিবঃ ।
 স্ত্রীরূপধারিণো দেবাঃ সেবন্তে পার্শ্বতীঃ তদা ।
 সংস্থাপ্য নন্দিপ্রমুখানসংখ্যাতান্ গণেশ্বরান্ ।
 ভৈরবক সমাদিষ্টান্দনিনঃ দ্বারদেশতঃ ॥ ১৭
 এভাস্মিন্মন্ডরে প্রাপ্তৌ মন্দরকাক্ষকানুরঃ ।
 আৰ্জুণকামঃ সৰ্বাগীঃ তঃ দৃষ্টৌ কালভৈরবঃ ।
 তাত্ত্যামাস শুলেন পপাত ভুবি মুচ্ছিতঃ ॥ ১৮
 পুনরুন্মায় বেগেন গদামাদায় দৈত্যরাট্ট ।
 ভৈরবঃ তাত্ত্যামাস তথা চাত্তান্ গণেশ্বরান্ ॥
 দৃষ্টৌ তদদ্ভুতঃ যুদ্ধঃ বিস্মদানবমর্দনঃ ।

শরণাপন্ন হইলেন । ১—১০ । হিরণ্যাক্ষপুত্র
 অক্ষকানুরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং
 যোগাবলম্বন করিলেন । অনন্তর সৰ্বদেহি-
 শরণাদেবদেব মহাদেব কোন কারণে ব্রাহ্মণ-
 গণসমভিবা্যাহারে ভিক্রায় প্রবৃত্ত হইলেন, সে
 সময়ে তিনি পার্শ্বতীকে মন্দর-পৰ্বতে রাখিয়া
 গেলেন এবং নারায়ণাদি দেবগণকে দেবীর
 সমীপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন ; নার-
 যণাদি দেবগণ স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া পার্শ্বতীর
 সেবা করিতে লাগিলেন ! গিরিজাপতি
 শিব, নন্দিপ্রমুখ অসংখ্য গণনাযক এবং ভৈরব
 নন্দীকে দ্বারদেশে থাকিতে আদেশ করিয়া-
 ছিলেন * । এমন সময়ে অক্ষকানুর
 ভবানীহরণাভিলাষে মন্দর-পৰ্বতে আসিয়া
 উপস্থিত হইল । তদর্শনে কালভৈরব
 তাহাকে শূলভাঙিত করিলেন । অক্ষক
 তাহাতে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।
 দৈত্যরাজ পুনরায় গদা গ্রহণপূৰ্ব্বক বেগসহ-
 কারে উত্থিত হইয়া, ভৈরব এবং অস্ত গণ-

* “অথবা দেবতারা নন্দী প্রভৃতিকে
 দ্বারে থাকিতে আদেশ করিয়া, স্ত্রীমূর্তি অব-
 লম্বনপূৰ্ব্বক দেবীকে সেবা করিতে লাগি-
 লেন ।” এইরূপ অর্থবাদ হইতে পারে ।

অশ্বচ্ছক্কয়ো দিব্যাস্তাভিদ্ভিত্যঃ পরাজিতাঃ ।

ততো বধায় ভগবান কচ্ছৌ মন্দরপর্বতম্ ।

প্রাপ্তো যত্র স্থিতা দেবী দৈবৈঃসহ গণেশ্বরৈঃ

দৃষ্টা বিবেশ্বরঃ দেবী শীত্ৰঃ পরময়া মুদা ।

ননাম শিরসা তক্ত্যা ভর্তুঃচরণপঙ্কজম্ ॥ ২২

প্রণম্য দণ্ডবদ্বিক্ষুৰ্দ্ধদ্রুতঃ তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩

ঋত্বা তন্ বিস্মিতো কৃত্বা দেব্যা সহ বরাসনে

উপবিষ্টস্তলা সর্ষে দেবাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ॥২৪

অথাস্মিনস্তরে প্রাপ্তো হিরণ্যনয়নাস্বভূঃ ।

যুগ্মে স সূরৈঃ সাক্ষিঃ মাতৃভিচ্চ গণৈঃ সহ ॥২৫

ভেন তে নিৰ্জিতা দেবাঃ শক্রাদ্যাঃ

সহ মাতৃভিঃ ॥ ২৬

যুদ্ধং তদভূতং দৃষ্টা শাক্ষী শঙ্করমব্রবীৎ ।

যথাসৌ হস্ততে দৈত্যাস্তধোপায়ং কুরু প্রভো ॥

এবং হরৈর্বচঃ ঋত্বা শঙ্করঃ কালভৈরবম্ ॥ ২৮

ধ্যাক্ষদ্বিগকে আশ্বাত করিল । দানব-মর্দন

বিষ্ণু সেই অভূত যুদ্ধ দর্শন করিয়া, দিব্য

শক্তি সকল সৃষ্টি করিলেন, অন্ধকাসুর তাহা-

দেরই নিকট পরাজিত হইল । অনন্তর ভগ-

বান রুদ্র দেবী পার্বতী, দেবগণ ও গণাধ্যাক্ষ-

গণ সন্নিধানে অন্ধকবধার্থ উপস্থিত হইলেন ।

দেবী, বিবেশ্বরকে দর্শনমাত্র শীত্ৰ পরমানন্দে

চুতললুপ্ত-মস্তকে ভর্তার পাদপদ্মে ভক্তি-

ভরে প্রণাম করিলেন । বিষ্ণু তখন মহা-

দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বাহা ষটিয়াছিল

সব বলিলেন ; তৎপ্রবণে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া,

তিনি দেবীর সহিত উত্তম আসনে উপবিষ্ট

ধাকিলেন, দেবতার্য্য কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়-

মান রহিলেন । এমন সময়ে হিরণ্যাক্ষনন্দন

অন্ধক আগমন করিয়া, দেবগণ, মাতৃগণ,

এবং প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ কারতে লাগিল ।

অনন্তর ইস্রাদি দেবগণ, মাতৃগণ, সকলেই

তাহার নিকট পরাজিত হইলেন । সেই

অভূত যুদ্ধ দর্শন করিয়া বিষ্ণু শিবকে বলি

লেন,—হে প্রভো! এই দৈত্য বাহাতে

বিনষ্ট হই, তদুপায় করুন । শিব বিষ্ণুর এই

কথা শুনিয়া, বলীমান দৈত্যরাজের বধার্থ

বধায় প্রেষয়ামাস দৈত্যৈশ্চ বলীয়সঃ ।

ততঃ স ভৈরবঃ শস্তোঃ শিরস্তাক্ষাঃ বিধায় চ ।

আদায় সহসা শূলং যমৌ দৈত্যাস্ত সঙ্করম্ ॥২৯

শূলাগ্রেণ বিনির্ভিত্য ননর্ভ স্বাস্থ্যলৌলয়া । ৩০

শূলাগ্রে স্থাপিতে দৈত্যো ব্রহ্মাদ্যা মুনয়স্তথা ।

অস্তবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈহ্রষ্টৌ লোকস্তদাভবৎ

অন্ধক উবাচ ।

ননামি মুর্দ্ধা ভগবন্তুমেকং

সমাহিতা যং বিদ্রবীশতরম্ ।

পুরাতনং পুণ্যমনন্তরূপং

কালং কবিং যোগবিয়োগহেতুম্ ॥ ৩২

দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং

হৃতাশবক্রং জলনাক্ষরম্ ।

সংস্রপাদাক্ষিশিরোহতিযুক্তং

ভবন্তুমেকং প্রণমামি রুদ্রম্ ॥ ৩৩

জয়াদেবদামরপুজিতান্তেষ

বিভাগহীনামলতত্ত্বরূপঃ ।

কালভৈরবকে প্রেরণ করিলেন । তখন

কালভৈরব, শিবের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া

শূলগ্রহণপূর্বক অন্ধকযুগ্মে গমন করিলেন ।

অনন্তর তাহাকে তিন শূলাগ্র দ্বারা বিদীর্ণ

করিয়া, আস্থ্যলৌলবেশে নৃত্য কারতে

লাগলেন । অন্ধকাসুর শূলাগ্রেণ স্থাপিত

হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিাবধ স্তোত্র দ্বারা

তাঁহাকে স্তব করিলেন । লোক সকলই দ্রষ্ট

হইল । ১৪—৩১ । (তখন শূলাগ্রস্থিত) অন্ধক

বলিতে লাগিল ;—একাগ্রচিত্ত হইলে ঈশ্বর-

তত্ত্বরূপ বাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, পুরাতন,

পুণ্য, অনন্তরূপ, যোগবিয়োগহেতু, কবি, কাল-

রূপী অর্থাভায় ভগবানকে চুতললুপ্ত-সীধে

প্রণাম করি । আকাশে নৃত্যপরায়ণ, অম-

লাস্ত, ভাস্ক-রুশাহ মুর্ত্ত, সহস্রেরণ, সহস্র-

লোচন, সংস্রলীধী, দংষ্ট্রাকরাল রুদ্ররূপী

আপনাকে প্রণাম করি হে দেবপুজিত-

পাদপদ্ম ! আদেব ! আপনার জয় হউক ;

আপনার নিখিল তত্ত্বরূপ বিভাগবর্জিত,

ত্বয়িরেকো বহুধা বিভজ্যসে
 বাত্মাদিতৈদৈরখিলাস্বরূপঃ ॥ ৩৪
 বামেকমাত্ত্বঃ পুরুষং পুরাণ-
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
 ত্বং পশুসীদং পরিপাশ্তজস্যঃ
 ত্বমন্তকো যোগগণাভিছুষ্টঃ ॥ ৩৫
 একান্তরাশ্মা বহুধা নিষিষ্টো
 দেহেবু দেহাদি বিশেষহীনঃ ॥
 ত্বমাত্ত্বত্বং পরমার্থশব্দং
 ভবন্তমাত্ত্বঃ শিবমেব কেচিৎ ॥ ৩৬
 ত্বমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পবিত্র-
 মানন্দরূপং প্রপবতিধানম্ ॥
 ত্বমীশ্বরো বৈদবিদেবু সিদ্ধঃ
 স্বাবজ্জ্বলোহশেষবিশেষহীনঃ ॥
 ত্বমিত্তরূপো বক্রগ্নিরূপো
 হংসঃ প্রাণো মৃত্যুরম্মাধিযজ্ঞঃ ॥
 প্রজাপতির্ভগবানেকরূপো
 নীলগ্রীবঃ স্তুষসে বেদবিভক্তঃ ॥ ৩৮
 নারায়ণস্তং জগতামনাদিঃ
 পিতামহস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ॥

কিন্তু এক অগ্নি যেমন প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি
 ব্যবহারভেদে বিভক্ত, সেইরূপ অখিলাস্বরূপী
 আপনিও বিভক্ত । (জ্ঞানিগণ) আপনাকে
 তেজোময়, তমোতীত, একমাত্র পুরাণপুরুষ
 বলিয়া থাকেন । আপনি এই জগতের দ্রষ্টা,
 সত্ত্ব রজস্বকর্তা এবং সংহারকর্তা ; যোগিগণ
 আপনার সেবক । আপনি বহুপ্রকার দেহে
 সন্নিবিষ্ট এক অন্তরাশ্মা ; দেহাদি বিশেষবর্ষ্য
 আপনার কিছুই নাই । পরমার্থ-পদবাচ্য আত্ম-
 তত্ত্বরূপ আপনাকে কেহ কেহ শিব নামে
 নির্দেশ করেন ! আপনি পবিত্র আনন্দরূপ
 অক্ষর গয়ব্রহ্ম ; প্রণব আপনার বাচক ।
 বেদজ্ঞগণ-সকাশে আপনি অশেষ-বিশেষ-
 হীন স্বায়ত্ত্বের ঈশ্বররূপে সিদ্ধ । হে নীল-
 ! আপনি একরূপ হইলেও ইন্দ্র,
 অগ্নি, বক্র, হংস, প্রাণ, মৃত্যু, অন্ন, অধিযজ্ঞ
 এবং ভগবান প্রজাপতি বলিয়া বেদজ্ঞগণের
 জ্ঞতি বিষয় হইয়া থাকেন । আপনি জগ-

বেদান্তভূত্বোপনিষৎসু গীতঃ
 সদাশিবস্ত্বং পরমেশ্বরোহসি ॥ ৩৯
 নমঃ পরস্তাৎ তমসঃ পরমৈশ্ব
 পরাত্মনে পঞ্চপরাস্তরায়ঃ ॥
 ত্রিমূর্ত্যতীতায় নিরঞ্জনায়
 সহস্রশক্ত্যাসনসংস্থিতায় ॥ ৪০
 ত্রিমূর্তয়েহনন্তপরাত্মমূর্তয়ে
 জগন্নিবাসায় জগন্ময়ায় ॥
 নমো ললাটার্ণিতলোচনায়
 নমো জনানাং হৃদিসংস্থিতায় ॥ ৪১
 কনীন্দ্রহারায় নমোহন্ত তুভ্যং
 মুনীন্দ্রসিদ্ধাচ্চিত পাদপায় ॥
 ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিতায়
 নমঃ পরস্তায় ভবোত্তরায় ॥ ৪২
 সহস্রচন্দ্রার্কসমূহমূর্তয়ে
 নমোহগ্নি-চন্দ্রার্কত্রিলোচনায় ॥

তের মধ্যে অনাদি নারায়ণ, আপনি পিতামহ
 (ব্রহ্ম), প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক),
 আপনি বেদান্তভূত-উপনিষদগীত পরমেশ্বর
 সদাশিব । আপনি পরাৎপর, তমঃপর,
 পরমাত্মা, পঞ্চপরাস্তর, * ত্রিমূর্তি অতীত,
 নিরঞ্জন, সহস্রশক্ত্যাসনস্থিত ; আপনাকে
 নমস্কার । আপনি ত্রিমূর্তি, অনন্তমূর্তি,
 পরমাত্মমূর্তি ; আপনি জগন্নিবাস, জগন্ময় ;
 আপনি ললাটেন্দ্র ও সর্বজনের হৃদয়া-
 বস্থিত ; আপনাকে নমস্কার । হে মুনীন্দ্র-
 সিদ্ধগণ-পূজিত-পাদপায় ৩২—৪১। আপনি
 কণিদরহারধারী, ঐশ্বর্য্য-ধর্ম্মাসন-সংস্থিত,
 পরাৎপর, ভবোত্তর, আপনাকে নমস্কার । হে

* পঞ্চপর প্রণব—অ—উ—ম—নাদ-বিন্দু ;
 এই পঞ্চ অংশাত্মক বলিয়া প্রণবকে ‘পঞ্চ
 পর’ বলা যায় । শিবপুরাণাদিতে ইহার
 বিশেষ প্রমাণ আছে । প্রণব-বোধ্য বা
 প্রণবসার—পঞ্চপরাস্তর পদের অর্থ । ‘নমঃ
 শিবায়’ মন্ত্রকেও ‘পঞ্চ’ বলা যাইতে পারে ।
 ‘নমঃ শিবায়’ মন্ত্র-প্রাকৃত বা পঞ্চভূতরূপী
 ইত্যাদি অর্থও উক্ত পদের হইতে পারে ।

নমোহং সোমায়নমধ্যমায়

নমোহং দেবায় হিরণ্যবাহবে ॥ ৪৩

নমোহতিগুহায় গুহাস্তরায়

বেদান্তবিজ্ঞান-বিনিশ্চিতায় ।

ত্রিকালহীনামলধামধায়ে

নমো মহেশ্বায় নমঃ শিবায় ॥ ৪৪

স্তবেনানেন ভগবান প্রীতো ভূত্বাথ ভৈরবঃ ।

অবরোহ চ শূলাগ্রাহবাচ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৫

কুয়াহং স্তোত্রবর্ষণেণ তোষিতো দৈত্যপুংসব ।

প্রীতোহস্মি তব দাস্তামি গাণপত্যং হি হ্রলভম্

নন্দীশ্বরমো বৎস ভৃঙ্গী নাম গণো ভব ॥ ৪৬

এবং লক্ষবরো দৈত্যঃ কোটিশ্রু্যসমপ্রভঃ ।

নীলকণ্ঠেনৈত্র্যে বৃষকেতুর্জটধরঃ ॥ ৪৭

তং দৃষ্ট্বা দেবতাঃ সর্বা হর্ষনির্ভরমানসাঃ ।

সোম ! (উমাসহচর) হে অয়নমধ্যমায় !

(ষাধারণ প্রাপ্তিপথ মধ্যে মায়া অন্তরায়-

রূপে বিরাজমানা * আপনি সহস্র-

চক্রে শ্রু্যসমুহমূর্তি, শাশপাবক-দিনকর-রূপ-

নয়নজয়সম্পন্ন এবং হিরণ্যবাহু ; আপনাকে

নমস্কার । অতি গুহ্য, গুহ্যশূন্য, বেদান্তজ্ঞান-

নির্গত, কালপরিচ্ছেদশূন্য, নির্মূলতেজো-

নিলয় মহেশ্বর শিবকে নমস্কার । ভগবান

পরমেশ্বর ভৈরব এই স্তবে প্রীত হইয়া শূলাগ্র

হইতে অঙ্কানুরকে অবতরণ করাইয়া

বলিলেন,—হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ ! তোমার স্তব-

রাজ্যে আমি সন্তোষ ও প্রীতি লাভ করিয়াছি,

তোমাকে হ্রলভ গাণপত্যপদ প্রদান করি-

তেছি । হে বৎস ! তুমি ভৃঙ্গী নামে

খ্যাত, নন্দীশ্বরের সমান অমুচর হইলে ।

এই প্রকার বর লাভ করিয়া দৈত্যশ্রেষ্ঠ,

কোটিশ্রু্যসমপ্রভ, নীলকণ্ঠ, ত্রিনয়ন, বৃষধ্বজ

এবং জটধর হইলেন । দেবগণ ভৈরব-

সমীপস্থ গণরূপে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া

* হে সোমায়ন ! (চন্দ্রশেখর) আপনি

মধ্যম, আপনাকে নমস্কার ! ইত্যাদি নানা

অর্থ এই অংশের হইতে পাঠে । তথাপি

এ পাঠ প্রকৃত কিনা সন্দেহ ।

তুষ্টিবর্ণনরাজঃ তং ভৈরবস্ত সমীপগম্ ॥ ৪৮

অথ শব্দোঃ সমীপস্থ্যং দেবীং বিশেষরীং শিবাম্

সংস্কৃত্য সর্গভাবেণ শরণাগতবৎসলাম্ ॥ ৪৯

পুত্রেষু অগৃহে দৈত্যং প্রীতেন মনসা শিবা ॥ ৫০

ততোহুজ্জাঃ মহেশস্ত লক্ষ্যসৌ কালভৈরবঃ ।

মাতৃভিঃ সহ বিবাহ্যা পাতালে স্বপুংস্ব যযৌ ।

বিকোর্তগবতী মূর্তিধ্বজাস্তে তামসী পরা ॥ ৫১

অথ তাং ভৈরবো দৃষ্ট্বা মুদা তাং পরিবশজ্ঞে ।

একৈব মূর্তিরভবৎ তয়োর্ভৈরবশাস্তিপণেঃ ॥ ৫২

কালায়ি ভৈরবো যোহসৌ স এব নৃহরিঃ স্বয়ম্

ভগবান্ নৃহরিধোহসৌ স এব কিল ভৈরবঃ

নৃহরেঃ পূজনান্নৃনঃ প্রীতো ভবতি ভৈরবঃ ।

পূজনাত্তৈরবত্শিব নৃহরিঃ পূজিতো ভবেৎ ॥

যো পশুতি তয়োর্ভেদং মায়ায়া মোহিতা জনাঃ

নিয়মে তে বিপচ্যন্তে যাবদাভূতসংগ্রবম্ ॥ ৫৫

তস্মাৎ পূজ্যা সদা মূর্তী কজনারায়ণাঙ্কিকা ।

প্রীতা ভূত্বা ভগবতী ভবত্যজ্ঞানহারিণী ॥ ৫৬

এবং সঞ্চেপতঃ প্রোক্তো ময়াঙ্ককবধো দ্বিজাঃ

সকলেই আনন্দিত হইলেন । অনন্তর

গণরূপী অঙ্কক, শিবপার্বর্তিনী শরণাগত-

বৎসলা শিবা দেবী বিশেষরীকে সর্গান্তঃকরণে

স্তব করিলেন, শিবা প্রীতমনে সেই অনুরকে

পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর সেই

কালভৈরব মহেশ্বরের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া

মতৃগণসমভিব্যাহারে পাতালে—যথায় ভগ-

বান্ বিষ্ণু তামসী নৃসিংহমূর্তি বিরাজিত,

সেই স্থানে—নিজ নগরে গমন করিলেন ।

ভৈরব সেই মূর্তি দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন

করিলেন । তখন সেই ভৈরব ও বিষ্ণু এক

মূর্তি হইয়া গেল । যিনি কালায়িভৈরব,

তিনিই নৃসিংহ ; আর যিনি ভগবান্ নৃসিংহ,

তিনিই কালভৈরব । নৃসিংহপূজায় ভৈরব

এবং ভৈরবপূজায় নৃসিংহ প্রীত হন ; যে

মায়ামুঢ় রাক্তি ভৈরব ও নৃসিংহের ভেদজ্ঞান

করে, তাহার প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ হয় ।

অতএব কজনারায়ণরূপী ভগবদ্বর্ত্তি অরুণ

পূজ্যা ; প্রীত হইলে তিনি অজ্ঞান নাশ

করিয়া থাকেন । হে দ্বিজগণ ! আমি সং-

প্রার্থ্যাবো ভৈরবস্ত তস্ত চৈব পরাক্রমঃ ॥৫৭
ইমং যঃ পঠতেহধ্যায়ঃ মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
সৰ্গশাপবিনিৰ্মুক্তঃ শিবস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ৫৮
ইতি ঐরক্ষপুরাণোপপুরাণে ঐসৌরে হৃত-
শৌনকসংবাদে হিরণ্যাক্ষবদিকথনং
নামৈকোনব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যসন্তমঃ ।
অঙ্ককে নিহতে দৈত্যে তত্র রাজ্যে হিতঃ স্বয়ং
কৃৎসানুচরঃ কালং রাজ্যং পরমধার্মিকঃ ।
রাজ্যে বিরক্তো যতিমান্ শমাদিগুণসংযুতঃ ॥
রাজ্যে যতিমতাং শ্রেষ্ঠো হুতিবিচ্য বিরোচনম্
ভগোবনং গতঃ সোহং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৩
বিরোচনস্ত নিহতো দেবদেবেন চক্রিণা ।
বলিস্তস্তাভবৎ পুত্রো দৈত্যো ধৰ্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪

ক্ষেপে অঙ্কানুরবধ, ভৈরবের প্রার্থ্যাব
ও পরাক্রম এই কীর্তন করিলাম । যে
ব্যক্তি মহাদেবসমীপে এই অধ্যায় পাঠ করে,
সে সৰ্গশাপমুক্ত হইয়া শিবআনুচর্য লাভ
করে । ৪২—৫৮ ।

উনাব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়

হৃত বলিলেন,—হিরণ্যকশিপুৰ পুত্র
দৈত্যসন্তম প্রহ্লাদ, অঙ্কক-দৈত্য নিহত হইলে
দৈত্যরাজ্যে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন । বহু-
কাল রাজ্যভোগের পর নিত্যানিভা-বস্ত-
বিবেক বশতঃ পরম ধার্মিক প্রহ্লাদের রাজ্য-
বৈরাগ্য হইল ; তখন শমাদিগুণসম্পন্ন
বাসুদেব-পরায়ণ জ্ঞানিষ্ঠ রাজা, বিরো-
চনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, ভগোবনে
গমন করিলেন । দেবদেব চক্রপাণি

বদ্ধা নীতঃ স পাতালং দেবদেবেন চক্রিণা ॥৫
বাণানুরক্তস্ত সুতো ভক্তো বিবেকরে শিবো
দন্তঃ ভগবতা তস্মৈ গুণেপত্যমহুতমম্ ॥৬
তারশ্চ শব্দরশ্চৈব কপিলঃ শব্দরস্তথা ।
যতীহুর্ষষপৰ্কা চ বাণশ্চৈতে সুতা দ্বিজাঃ ॥৭
কশ্চপাৎ সুরসা জজ্ঞে খেচরানুনিপুদ্ববাঃ ।
অনস্তাভাঃ কাদ্রবেষা কণিনো বলবন্তরাঃ ॥৮
গচ্ছরান জনয়ামাস তথারিষ্টা তু কশ্চপাৎ ।
বিনতা জনয়ামাস বিখ্যাতো গরুড়াকপৌ ।
পশাদীন স্বাবরাস্তাশ্চ ওখাস্তাঃ সুবুধিলাঃ ॥৯
স্বাবরান্ জজ্ঞমাশ্চৈব সমুৎপাদাশ্চ কশ্চপাঃ ।
পুনঃ সন্তানবৃদ্ধার্থং ততাপ পরমং তপঃ ॥১০

বিরোচনকে নিহত করিলেন । তাঁহার
পুত্র ধৰ্ম্মপরায়ণ বলি । চক্রপাণিই
তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পাতালে লইয়া যান ।
তাঁহার পুত্র বাণানুর, বিবেকের শিবের
ভক্ত ছিলেন ; ভগবান্ শিব, তাঁহাকে
অত্যুত্তম গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন ।
হে দ্বিজগণ ! ভায়, শব্দ, কপিল, শব্দর,
যতীহু ও ষষপৰ্কা ইহারা দহুর * পুত্র ।
হে মুনিরগণ ! সুরসা কশ্চপের ঔরসে
খেচর সর্পগণকে উৎপাদন করেন । অনন্ত
প্রাভূতি অতি বলবান্ কণিগণ কজর পুত্র ।
১—৮। অরিষ্টা কশ্চপের ঔরসে গচ্ছরগণকে
উৎপাদন করেন । বিনতা বিখ্যাত গরুড়
এবং অরুণের জননী । যক্ষ ও রাক্ষসগণ
স্বধার (স্বসার) সন্তান ; অপ্সরোগণ মুনির
সন্তান † । হে দ্বিজগণ ! কশ্চপের অস্তাভ

* মূলে “বাণশ্চৈতে” আছে । কিন্তু
“দনোরেতে” হইলে পুরাণান্তর-বিরোধ-
পরিহার ও সুসঙ্গতি হয় ।

† “স্বসাং (ধা) তু যক্ষরকাং স মুনিরপ্স-
রসস্তথা ।” বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ ।

মূলে এই অংশ যোজিত হইবে । বিষ্ণু-
মূলে কশ্চপপত্নীগণের মধ্যে “স্বধা” নামী

তপঃপ্রভাবাৎ সত্ত্বতো বৎসরক্ষাসিতঃ স্ত্রুতো
নৈক্ৰেবা বৎসরাজ্জাতো রৈভ্যাত্চৈব মহামতিঃ
সুমেধা সুযুবে পুত্রান নৈক্ৰবাৎ কুণ্ডপারিনঃ ।
অসিতাদেককর্ণধারীঃ সমভৃদেবলো মূনিঃ ॥১২
আরাধ্য দেবলঃ শব্দুঃ পরাঃ সিদ্ধিমবাপ্তবান্ ।
শাণ্ডিল্যো দেবলাজ্জাত এতেহপত্যাস্ত কাশ্চাপাঃ
ভৃগুবিদ্বদ্ভ রাজর্ষিঃ কস্তামিলবিলাভিধাম্ ।
পুলস্ত্যায় দদৌ তস্তাং বিশ্ববাঃ সমজায়ত ॥১৪
পুষ্পোৎকটো তথা বাক্য কৈকসী দেববর্ণিনী ।
চত্বঃ পত্ন্যস্তস্ত পৌলস্ত্যস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৫
কুবেরো দেববর্ণিষ্ঠাঃ কৈকস্তাঃ রাবণস্তথা ।
কুম্ভকর্ণঃ শূর্ণগথা তথৈব চ বিভীষণঃ ॥ ১৬

পত্নী হইতে পত্নী যদি স্বাবর পর্যন্ত প্রাণী
সকল উৎপন্ন হইল । কুম্ভপ এইরূপে স্বাবর
জন্ম উৎপাদন করিয়া, পুনর্বার প্রজাবৃদ্ধির
জন্ত পরম তপস্বী করিতে লাগিলেন ।
তপঃপ্রভাবে কুম্ভপের বৎসর ও অসিত
নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইলেন । বৎসরের
পুত্র নৈক্ৰব এবং মহামতি রৈভ্য । নৈক্ৰবের
ঔরসে সুমেধা ‘কুণ্ডপারী’ নামক পুত্রগণকে
উৎপাদন করিলেন । অসিতের ঔরসে এক
পণ্যর গর্ভে দেবল মূনি উৎপন্ন হইলেন ।
দেবল শিবকে আরাধনা করিয়া, পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইলেন । দেবলের পুত্র শাণ্ডিল্য ।
এই হইল কুম্ভপবংশ । রাজর্ষি ভৃগুবিদ্বদ্ভ,
ইলবিলা নাম্নী কস্তা পুলস্ত্যকে দান করিলেন
পুলস্ত্যের ঔরসে ইলবিলার গর্ভে বিশ্ববার
উৎপত্তি । মহাত্মা পুলস্ত্য-তনয়ের চারি
পত্নী—পুষ্পোৎকট, বাক্য, কৈকসী এবং
দেববর্ণিনী । কুবের, দেববর্ণিনীর গর্ভে;
রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্ণগথা এবং বিভীষণ কৈক-
সীর গর্ভে; মহোদর, প্রহস্ত এবং মহাপার্ব
এই তিন পুত্র এবং কুম্ভানসী-নাম্নী কস্তা

পত্নীর কথা আছে; যথা ও যথা এই
জনেরই নাম । অথবা লিপিকল্পমানে
বর্ণবৈশদ্যত্যাঘটনাই ।

পুষ্পোৎকটীরামভবঃপ্রয়ঃ পুত্রাশ্চ কস্তকাঃ ।
মহোদরঃ প্রহস্তশ্চ মহাপার্বত্যাণরঃ ।
তথা কুম্ভানসী কস্তা তস্ত বিশ্ববসে। বিজাঃ ॥১৭
ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিভাজ্জিহ্বে। মলবলঃ ।
বাক্যারামভবন পুত্রা রাক্ষসঃ কুরকর্ণিণঃ ॥১৮
ভূতা মৃগাঃ পিশাচাশ্চ সর্পে বৈ দংষ্ট্রপত্থবা ।
পৌলস্ত্যা ইতি তে সর্পে মরীচৈঃ কস্তপঃ স্ত্রুতঃ
ভৃগোঃ সকাশাদভবচ্ছক্রে। দৈত্যাকুরকর্ণহান্ ।
প্রাপ্তা সঞ্জীবিনী বিভা যেন শুক্রেণ ধীমতা ॥
মহাদেবঃ সমায়ায পুরা বদরিকাজম্ ।
জরামরণনিপুঞ্জে। বজ্রকারো মহামূনঃ ।
যোগাচার্য ইতি খ্যাতঃ প্রসাদাদিগিরিজাপতেঃ
অনসূয়া তু সুযুবে ক্রমাৎ পুলস্ত্যঃ বিজাঃ ।
দস্তাভ্যেয়ঃ চন্দ্রমসঃ তথা দুর্কাসং মূনিম্ ॥২২
আভ্যেয়া ইতি তে খ্যাতা নিরপত্যস্তথা ক্রতুঃ
বসিষ্ঠায় দদৌ কস্তাঃ নারদো মূনিপুত্রবাঃ ।
অরুদ্রতীমকৃত্তাঃ শক্তির্নাম বহুব হ ॥২৪
শক্রেঃ পরাশরস্তম্ভাৎ ককটেশায়নো মূনিঃ ।

পুষ্পোৎকটীর গর্ভে বিশ্ববার ঔরসে উৎপন্ন ।
হে বিজগণ! ত্রিশিরা, দূষণ এবং মহাবল
বিভাজ্জিহ্বে নামক কুরকর্ণী রাক্ষস পুত্রজয়
বাক্যগর্ভে সন্তৃত । ভূত, মৃগ, পিশাচ
ও দংষ্ট্রিগণ পুলস্ত্যবংশসন্তৃত । কুম্ভপ
মরীচির পুত্র । দৈত্যাকুর বিভায়াত শুক্রে
ভৃগু হইতে উৎপন্ন । এই ধীমান শুক্রে
পূর্বকালে বদরিকাজমে শিবারাধনা করিয়া
সঞ্জীবিনী বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাহাতেই
সেই মহামুনি জরামরণ-মুক্ত বজ্র-দৃঢ়-দেহ
হইয়াছেন । আর পার্বতীপতির প্রসাদে
যোগাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন । ১—২১ ।
হে বিজগণ! অনসূয়া ক্রমে এই পুত্রজয়
প্রসব করেন,—দস্তাভ্যেয়, চন্দ্রমা এবং দুর্কাসা
মূনি । ইহার আভ্যেয় (অজিপুত্র) বলিয়াই
বিখ্যাত । ক্রতু নিঃসন্তান । হে মূনিপুত্রব-
গণ নারদ অরুদ্রতী নাম্নী কস্তা বসিষ্ঠকে
দান করেন, অরুদ্রতীগর্ভে শক্তির উৎপত্তি;
পরাশর শক্তির পুত্র, ককটেশায়ন পরাশর-

বৈশ্যায়নাক্রমো জন্মে পঞ্চ পুত্রাঃ শুক্লস্ত তে
 তুরিষবাঃ প্রভুঃ শত্ৰুঃ কৃষ্ণাঃ গৌরশ্চ পঞ্চমঃ ।
 কস্তা কীৰ্ত্তিমতী নাম বংশা এতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 কস্তপাদিতিল্পেভে ভাস্করঃ তেজসাধিকম্ ।
 সংজ্ঞা রাজ্যী প্রভা ছায়া ভানোৰ্ভাৰ্য্যাঃ

স্মৃতাঙ্কিমাঃ । ২৭

স্মৃতে সূৰ্য্যায়নঃ সংজ্ঞা যন্ত বংশেভবন নৃপাঃ
 যমঞ্চ যমুনাক্ষৈব রাজ্যী য়েবতমেব চ ॥ ২৮
 প্রভা প্রভাতমাদিত্যাক্ষায়া সাবর্ণিম্বেব চ ।
 শনিঞ্চ তপতীকৈব বিষ্ণিকৈব যথাক্রমম্ ॥ ২৯
 ইকাকূৰ্ণভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শৰ্ঘাতিয়েব চ ।
 নরিস্যন্তস্ত নাভাগো হরিশ্চৈব কক্ৰবস্তথা ॥ ৩০
 বুধধ্বজো মহাতেজা নব বৈবস্বতাঃ সমাঃ ।
 ইলা জ্যোষ্ঠা বরিশ্চা চ কস্তা এতান্নয়ঃ স্মৃতাঃ ॥
 ইকাকোশ্চাত্তবৎ পুত্রো বিকৃষ্ণিরিত বিষ্ণুতঃ
 তন্ত পুত্রশতস্বামীণ ককুৎস্থো জ্যোষ্ট ঈরিতঃ
 তস্মাৎ সূৰ্যোধনো জন্মে পৃথুতন্ত

স্মৃতোহভবৎ ।

নন্দন । বৈশ্যায়নের পুত্র, শুক ; শুকের
 পঞ্চ পুত্র ও এক কস্তা । তুরিষবা, প্রভু,
 শত্ৰু, কৃষ্ণ এবং গৌর । কস্তার নাম
 কীৰ্ত্তিমতী । এই বংশ কীৰ্ত্তিত হইল ।
 অদিতি, কস্তপ হইতে অভিভেজা সূর্য্যকে
 পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন । সংজ্ঞা, রাজ্যী, প্রভা
 এবং ছায়া সূর্য্যের এই চারি পত্নী । সংজ্ঞা
 সূর্য্য হইতে (বৈবস্বত) মহাকে উৎপাদন
 করেন ; এই বংশে রাজগণের জন্ম হয় ।
 যম এবং যমুনাপুত্র সংজ্ঞাসম্ভূত । য়েবত
 রাজ্যীর গর্ভে উৎপন্ন । সূর্য্যের ঔরসে
 প্রভা, প্রভাতকে এবং ছায়া সাবর্ণি মনু,
 শনি, তপতী ও বিষ্ণিকে ক্রমে উৎপাদন
 করিলেন । ইকাকূ, নভগ, ধৃষ্ট, শৰ্ঘাতি,
 নরিস্যন্ত, নাভাগ, হরিশ্চ, কক্ৰব এবং মহা-
 তেজা বুধধ্বজ এই নয় জন বৈবস্বত মনুর
 সমস্তপস্পন্ন পুত্র, আর ইলা, জ্যোষ্ঠা এবং
 বরিশ্চা এই তিন কস্তা । ইকাকূর পুত্র
 বিকৃষ্ণি । বিকৃষ্ণির শত পুত্র ; জ্যোষ্ট ককু-

বিষকন্তস্ত পুত্রোহভূদমকন্তস্ত বৈ স্মৃতঃ । ৩৩

তস্মাক্ষীৰ্ণাতিরভবদ্যুবনাশ্চ তৎস্মৃতঃ ।
 আবন্তিতস্ত পুত্রোহভূদ্ধাবন্তী যেন নিশ্চিতা ।
 তস্মাৎ কুবলয়ঃ খ্যাতো ধুকুমারিস্ততোহভবৎ
 ধুকুমারেন্দ্রয়ঃ পুত্রা দৃঢ়াখ্যায়া মহোন্নয়ঃ ॥ ৩৫
 দৃঢ়াখ্যস্ত চ দায়াদো হরিশ্চ স্তস্ততোহভবৎ ।
 রোহিতস্তস্ত পুত্রোহভূদ্রোহিতস্তাপি

তৎস্মৃতঃ ।

ধুকুমারাদভূৎ পুত্রো ধুকোঃ পুত্রো বভূবভূঃ ।
 সূদেবো বিজয়শ্চৈব কুরুকো বিজয়াৎ স্মৃতঃ ।
 বুকোহথ কুরুকাজ্জন্মে তস্মাদাহরভূৎ স্মৃতঃ ।
 সগরস্তস্ত পুত্রোহভূৎ পৌত্রস্তস্তাংগুমান স্মৃতঃ
 তন্ত পুত্রো দিলীপস্ত তস্মাজ্জন্মে ভগীরথঃ ॥ ৩৮
 প্রীতোহভূৎ তপসা শত্ৰুর্দিশৌ বরমহত্তমম্ ।
 গঙ্গাং বভার শিরসা রক্ষাং জগতাং হরঃ ।
 দশায়ুতানাং বর্ষণি দ্বিসংহ্রঃ শতদ্বয়ম্ ॥ ৩৯

২৪ । ককুৎস্থের পুত্র সূর্যোধন, সূর্যোধনের
 পুত্র পৃথু, পৃথুপুত্র বিষক, বিষকের পুত্র
 দমক । শৰ্ঘাতি দমক হইতে উৎপন্ন,
 শৰ্ঘাতিপুত্র যুবনাশ, যুবনাশ পুত্র আবন্তি ;
 আবন্তী নগরী ইহার নিশ্চিত । আবন্তিপুত্র
 কুবলয়, তাঁহার পুত্র ধুকুমারি, ধুকু-
 মারির দৃঢ়াখ প্রভৃতি তিন মহাতেজা
 পুত্র । দৃঢ়াখ-সন্তান হরিশ্চন্দ্র । হরিশ্চন্দ্র-
 পুত্র রোহিত, রোহিতপুত্র হরিত, * হরিত-
 পুত্র ধুকু, ধুকুর দুইপুত্র—সূদেব এবং বিজয় ।
 বিজয়পুত্র কুরুক, কুরুকের পুত্র ; কুরুপুত্র
 বাহু, বাহুর পুত্র সগর, সগরের পৌত্র
 অংগুমান (পুত্রগণ রাজ্য প্রাপ্ত না হই-
 যাতে পৌত্রের উল্লেখ আছে), তাঁহার পুত্র
 দিলীপ, দিলীপপুত্র ভগীরথ ॥ ২২—৩৯। শিব,
 ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হইয়া অত্যাশ্চর্য
 বর প্রদান করেন, তাহাতে ৬ গণ-রক্ষা, ১০
 দশায়ুত দুইহাজার দুই শত বৎসর যত্নকে

* ‘পুত্রোহভূদ্রোহিতস্তাপি তৎস্মৃতঃ’
 দুনের পাঠ হইবে ।

মহাদেবাবরণ লক্ষা রাজ্যং কৃষা ভগীরথঃ ।
 বিরক্তো রাজ্যভোগেভ্যো বিবং মৎস্রজালবৎ
 জাবালঃ সমুদ্রপ্রাণ্য বহুজ্ঞানঃ শিবানুগম্ ।
 মূনরহুগ্রহাঙ্কুরা পরাং সিদ্ধিঃ গতো নৃপঃ ॥৪১
 ক্ষতস্তম্ভাবৎ পুত্রো নাভাগন্তং সূতোহভবৎ
 সিদ্ধুদীপস্ততো জজ্ঞে অযুতায়ুস্ততোহবৎ ॥৪২
 ঋতুপর্ণ তৎপুত্রঃ সুধামা তৎসূতোহভবৎ ।
 যত্নৈ দত্তঃ ভগবতা গাণপত্যমহুত্তমম্ ॥৪৩
 কন্দাষপাদন্তংপুত্রঃ ক্ষেত্রজন্তংসূতোহশ্বকঃ ।
 ঋষেবসিষ্ঠাধিপ্রেস্ত্রান্নকুলন্তংসূতোহভবৎ ॥৪৪
 নকুলস্তম্ভবৎ পুত্রো নায় শতরথো নৃপঃ ।
 অতুদিলবিলস্তম্মাদবুদ্ধশর্ম্মা ততোহভবৎ ॥৪৫
 তন্মাদবিশসহো নাম খট্টাকন্তংসূতোহভবৎ ।
 দীর্ঘবাহুস্ততো জজ্ঞে রঘুস্তম্ভাবৎ সূতঃ ॥৪৬
 রঘোরজন্তু বিখ্যাতো রাজা দশরথশ্বতঃ ।
 তস্ম পুত্রাশ্চ চত্বারো ধর্ম্মজ্ঞা লোকবিশ্রুতাঃ ॥৪৭
 গ্রামোহথ ভরতশ্চৈব তৃতীয়ো লক্ষণঃ স্মৃতঃ ।

এক ধারণ করেন । ভগীরথ শিববর-
 ণাশ্রিত পর রাজত্ব করিয়া জগৎকে ইন্দ্রজাল
 ৭ মনে করিয়া রাজ্যভোগ হইতে বিরক্ত
 হইলেন । তখন তিনি জাবালমুনির প্রপন্ন
 ইয়া তাঁহার অমুগ্রহে অত্যন্তম শিবজ্ঞান
 প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার পরমা
 সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল । ভগীরথ পুত্র ঋত, ঋত-
 ৭ নাভাগ, নাভাগের পুত্র সিদ্ধুদীপ, সিদ্ধু-
 ৭ দীপ হইতে অযুতায়ুর জন্ম । অযুতায়ুর
 ৭ পুত্র ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্ণের পুত্র সুধামা;—ভগ-
 ৭ ন শিব এই সুধামাকে অত্যন্তম গাণপত্য
 ৭ দ প্রদান করিবেন । সুধামার পুত্র কন্দাষ-
 ৭ পাদ, কন্দাষপাদের ক্ষেত্রজ পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি-
 ৭ ভূত অশ্বক । অশ্বকপুত্র নকুল, নকুলের
 ৭ পুত্র রাজা শতরথ । শতরথের পুত্র ইন্দ্ৰ-
 ৭ প, বুদ্ধশর্ম্মা তাঁহা হইতে উৎপন্ন । বিশ্বসহ
 ৭ শর্ম্মা হইতে উৎপন্ন; খট্টাক তাঁহার পুত্র,
 ৭ টাকের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘবাহুর পুত্র,
 ৭ জ, রঘুর পুত্র; রাজা দশরথ অজ হইতে
 ৭ পন্ন । তাঁহার লোকবিশ্রুত ধর্ম্মজ চারি

চতুর্দশৈব শক্রয়ো রামো নারায়ণঃ শত্রুঃ ।
 ধর্ম্মজঃ সত্যশক্রো মহাদেবপরাধনঃ ॥৪৮
 সীতা তস্তাভবভার্য্যা পার্শ্বতাংশসমুভবা ।
 জনকেন পুরা গোত্রী তপসা তোষিতা যতঃ ।
 জনকায় দদৌ শত্রুঃ প্রীতো ধনুঃরহুস্তমম্ ।
 তদ্রহুর্ভয়ামাস জনকস্ত গৃহে হিতম্ ॥৪৯
 দৃষ্ট্বা পরাক্রমং তস্ত রামস্ত গুণশালিনঃ ।
 জনকঃ প্রদদৌ তত্নৈ সীতাং ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
 পিতা কতোহভিষেকার্থং রামো রাজ্যস্ত
 বৈ বদা ।
 বারয়ামাস কৈকেয়ী তদা রাজঃ প্রিয়া বধুঃ ॥৫০
 রাজঃস্থয়া বরো দত্তঃ পূর্বমেব যতঃ প্রতো ।
 রাজানং মৎসৃতং তস্মাদভরতং কর্তুমর্হসি ॥৫১
 ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্যো তমভিষিচ্য সঃ ।
 প্রেষয়ামাস তং রামং বনং প্রাতি সলক্ষণম্ ॥৫২
 বনং গতা নিবসতো ভাষ্যাঃ দৃষ্ট্বাথ রাজসঃ ।
 রাবণো নাম পৌলস্ত্যো নীচা লভাঃ পুনর্ঘোষৌ

পুত্র—রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রু; রাম শত্রু
 নারায়ণ । তিনি ধর্ম্মজ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং
 শিবপরাধন । তাঁহার ভার্য্যা জানকী । জনক
 পূর্বকালে তপস্যা দ্বারা ভবানীকে আরাধনা
 করাতে ইনি পার্শ্বতীর অংশে উৎপন্ন হন ।
 শিব প্রীত হইয়া জনক রাজাকে অত্যন্তম
 শরাসন দান করেন । শ্রীরাম জনকগৃহস্থিত
 সেই ধনু ভগ্ন করিলেন । ৩৯-৫০। ব্রহ্মজ-প্রধান
 জনক, গুণশালী শ্রীরামের পরাক্রম দর্শনে
 তাঁহাকে সীতা দান করিলেন । পিতা দশ-
 রথ যখন রামের রাজ্যাভিষেক উদ্ভোগ
 করেন, তখন তাঁহার দ্বিয বনিতা কৈকেয়ী
 তাহা নিবারণ করিলেন । (তিনি বলিলেন:)
 হে প্রভো! রাজন! আপনি পূর্বে যে বহু
 দিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমার পুত্র ভর-
 তকে আপনার রাজা করিতে হইবে । কৈকে-
 য়ীর এইরূপ কথা শুনিয়া দশরথ ভরতকে
 রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া রামকে লক্ষণের সহিত
 বনে পাঠাইলেন । পৌলস্ত্য রাবণ-রাজস,

অদৃষ্টা তাঃ ততঃ সীতাং হৃদিভৌ রামলক্ষণৌ
 সখাঃ বানররাজেন গচ্ছা দ্বাপরধিবিজাঃ ॥ ৫৬
 সুগ্রীবস্ত সখা বীরো হনুমান্ নাম বানরঃ ।
 গচ্ছাধ রাবণপুত্রীমপজ্জনকাস্বজাম্ ॥ ৫৭
 অজ্ঞপূর্ণেকপাং সীতামিন্দীবরনিভাননাম্ ॥
 বিধাসার্থং দদৌ তষ্ঠৈ রামস্তৈবাস্কলীয়কম্
 দৃষ্ট্বাস্কলীয়কং সীতাং প্রহৃষ্টা চ তদাভবৎ ॥ ৫৯
 সমাধাত্য ততঃ সীতাং প্রযযৌ রাঘগাংস্তকম্ ॥
 রামস্তথাগত্য দৃষ্ট্বা প্রহৰ্ষাৎফুল্ললোচনঃ ।
 কৃৎস্না তথ্যচন্দ্রবৃত্তং বৃদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৬১
 সেতুং কৃৎস্নাধ রক্ষোতিৰ্ভূক্ষং কৃৎস্না মহামনাঃ ।
 নিহত্যা রাবণং রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ সূত্রতঃ ।
 আনয়ামাস তাং সীতামশোকবনমধ্যগাম্ ॥ ৬২
 প্রীতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং সেতুমধ্যোহথ রাঘবঃ ।

বনবাসী রামের (অলোক-সামাজ্য রূপবতী)
 তর্ধ্যা দর্শনে (লোভাক হইয়া) ভীতাকৈ
 লঙ্কার হরণ করিয়া লইয়া গেল । হে বিজগৎ!
 অনন্তর দশরথ-নন্দন রাম-লক্ষণ সীতাকে
 দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে অগ্রসর
 হইয়া বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য
 স্থাপন করিলেন । সুগ্রীব সচিব বানর বীর
 হনুমান, রাবণ-পুত্রীতে গমন করিয়া অজ্ঞপূর্ণ-
 নয়না নীলকমল-লোচনা জনকনন্দিনী
 সীতাকে দেখিতে পাইলেন । হনুমান সীতার
 বিধাস উৎপাদনের জন্ত সেই ত্রীরামেরই
 একটা অঙ্গুরীয় ভীতাকৈ দিলেন । সীতা
 অঙ্গুরীয় দর্শনে আনন্দিতা হইলেন । অনন্তর
 হনুমান সীতাকে আশাস দিয়া ত্রীরামের
 নিকট প্রত্যাগমন করিলেন । ত্রীরাম, হনু-
 মানকে আগত দেখিয়া অতি আনন্দে উৎফুল্ল
 নেত্রে হনুমানের প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া
 বৃদ্ধের জন্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন । অনন্তর
 মহামনা রাম, সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূরক (লঙ্কার
 গিয়া) রাকসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃ-
 গণ-সমভিব্যাহারে রাবণকে নিহত করিলেন ।
 অনন্তর অশোক-বনমধ্যস্থতা সীতাকে
 আনয়ন করিলেন । শিবপরাক্রম রঘুনন্দন

লক্ষবান পরমাঃ ভক্তিঃ শিবৈ শিবপরাক্রমঃ ।
 রামেশ্বর ইতি খ্যাতে মহাদেবঃ পিনাকধ্বজ ।
 তস্ত দর্শনমাজ্ঞেয় ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ৬৪
 অভিবিক্তস্ততো রাজ্যে রামো রাজীব-
 লোচনঃ ।

পালয়ন্ পৃথিবীঃ সর্বাঃ ধর্ম্মেণ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অযজদ্দেবদেবশেষমধমেধেন শক্লয়ন্ ॥ ৬৫
 তস্ত প্রসাদাৎ স্বপদং প্রাপ্তবানথ রাঘবঃ ॥ ৬৬
 এবং সজ্জেকপতঃ প্রোক্তঃ রামস্ত নরিতং ময়া ।
 ইদং বিস্তরতো বিপ্রাঃ প্রোক্তঃ বায়ীকিনা পুনঃ
 কৃশশ্চৈকো লবশ্চাত্তঃ পুত্রো রামস্ত সূত্রতো ।
 সত্যসঙ্কো মহাবীৰ্য্যো মহাদেবপরায়ণো ॥ ৬৮
 অতিথিশ্চ কৃশাজ্জঙ্ঘে নিষধস্তৎসুতোহভবৎ ।
 নলস্তস্তাভবৎ পুত্রো নভস্তস্তাভবৎ সূতঃ ॥ ৬৯
 ততশ্চন্দ্রাবলোকশ্চ তারাপীড়ন্ততোহভবৎ ।
 ততশ্চন্দ্রগিরিনাম ভানুজিৎ তৎসুতোহভবৎ
 এতে সর্বো নৃপাঃ প্রোক্তা ইক্ষাকুলসন্তবাঃ ।

রাম, সেতুমধ্যে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব-
 ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন । সেই সেতু-মধ্য-
 প্রতিষ্ঠিত পিনাকপাণি মহাদেব রামেশ্বর নামে
 খ্যাত । রামেশ্বর শিবের দর্শনমাজ্ঞে ব্রহ্ম-
 হত্যা দূর হয় । হে মুনিবরগণ! অনন্তর
 রাজীবলোচন রাম রাজ্য্যভিষিক্ত হইয়া
 সমস্ত পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করত অশ-
 মেধ যজ্ঞে দেবদেব শিবকে পূজা করি-
 লেন । অনন্তর রাঘব, ভীমার প্রসাদে
 স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন । আমি রামচরিত্র
 সংক্ষেপে বললাম; হে বিপ্রগণ! বায়ীক
 ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন । রামের
 দুই পুত্র—লব এবং কুশ; উভয়েই সূত্রভ,
 সত্যসঙ্ক, মহাবীৰ্য্য, শিবপরায়ণ । কুশের
 পুত্র অতিথি । অতিথির পুত্র নিষধ । ভীমার
 পুত্র নল, নলের পুত্র নভ । নভের
 পুত্র চন্দ্রাবলোক, ভীমার পুত্র ভানুজিৎ ।
 ভীমার পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরি-পুত্র ভানু-
 জিৎ । এই সকল ভ্রাতৃ ইক্ষাকুল-সন্তত ।

কীৰ্ত্তনো মহাসত্ত্বাঃ কীৰ্ত্তিমন্তো দৃঢ়ব্রতাঃ ॥৭১
 যঃ পঠতে নিত্যমিচ্ছাকোৰ্বেশমুত্তমম্ ।
 সৰূপাবিনিৰ্মুক্তঃ সৃধ্যলোকে মহীয়তে ॥ ৭২
 তি জীৰ্ণপুৰাণোপপুৰাণে জীসৌরে স্মৃত-
 ানকসংবাদে প্রহ্লাদরাজ্যারোহণাদৌদ্ধাকু-
 কুলসম্ভবনুপমালিকান্তকথনং নাম
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

নঃ পুরুষাশাসীদ রাজা পরমধাৰ্ম্মিকঃ ।
 রীত্যাং জনয়ামাস যষ্ট পুত্রান্ প্রথিতৌজসঃ ॥
 যুৰ্ম্মা যুরমাযুচ বিখ্যায়ুচ ততঃ পরঃ ।
 ায়ুচ ঞ্চতায়ুচ যভেতে দেবযোনয়ঃ ॥২
 ায়োঃ পঞ্চ সূতাঃ খ্যাতাঃ স্তৰ্ভানুতনয়ায়জাঃ
 াঠস্তেষামভূৎ পুত্রো নহবো লোকবিশ্রুতঃ
 পন্নঃ পিতৃকস্তায়ান্ নহবাৎ পঞ্চ স্তনবঃ ।

ারা সকলেই ধৰ্ম্মাত্মা, মহাসত্ত্ব, কীৰ্ত্তিমান
 : দৃঢ়ব্রত । যে ব্যক্তি, এই সৰ্ব্বোত্তম
 াকুবংশ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সৰূপাপ-
 হইয়া সৃধ্যলোকে সাধর বসতি প্রাপ্ত
 । ৫১—৭৩ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—ইলার পুত্র পুরুষবা-
 য পরম-ধাৰ্ম্মিক রাজা ছিলেন । তিনি
 ধত্তেজা ছয় পুত্রকে উল্লী-গর্ভে উৎ-
 নন করিলেন ; তাঁহাদের নাম—আয়ু,
 ায়ু, অমায়ু, বিখায়ু, শতায়ু এবং ঞ্চতায়ু ।
 ারা ছয়জনেই দেবযোনি । স্তৰ্ভানুতন-
 : গর্ভে আয়ুর পঞ্চপুত্র ; তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ
 াক-বিখ্যাত নহয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
 হলোকের কস্তার গর্ভে নহবের পঞ্চ পুত্র,

বিরজায়াঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ যযাতিরিতি বিস্রুতঃ ॥৪
 হে চ ভার্য্যে যযাতেস্ত প্রথমা শুক্রকস্তকা ।
 দেবযানী তি বিখ্যাতা দ্বিতীয়া বৃষপৰ্ণকঃ ।
 সূতানুরস্তু শৰ্ম্মিষ্ঠা তয়োৰ্বক্যামি সন্ততিম্ ॥৫
 দেবযানী তু সূৰ্য্যবে যহঃ তুৰ্গসূমেষ চ ॥৬
 ঞ্ছাকাহুঞ্চ পুরুঞ্চ শৰ্ম্মিষ্ঠা সূৰ্য্যবে সূতান্ ॥৭
 অভিষিচ্য পুরুঃ রাজা যযায়াংসমনিন্দিতম্ ।
 বৈরাগ্যযুক্তো মতিমান্ যযাতিঃ প্রযযৌ বনম্
 যোহয়ঃ প্রসিক্ধঃ শতজিৎপুত্রোঃ সমভবৎ স্মৃতঃ
 হৈহয়ঃ শতজিৎপুত্রো ধৰ্ম্মান্তস্ত স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥৮
 ধৰ্ম্মনেত্রঃ স্মৃতস্তস্ত ধনকস্তৎস্মৃতোহভবৎ ।
 ধনকস্ত তু দায়াদঃ কৃতবীৰ্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৯

আর বিরজার গর্ভে যযাতি নামে খ্যাত
 পুত্র উৎপন্ন হন * । যযাতর দুই পত্নী ;
 —প্রথমা শুক্রকস্তা দেবযানী, দ্বিতীয়া বৃষ-
 পৰ্ণক। অসুরের কস্তা শৰ্ম্মিষ্ঠা । সেই
 উভয় ভাৰ্য্যার সন্তান কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
 যহ ও তুৰ্গসূ দেবযানীর প্রসূত । ঞ্ছায়া,
 অহু এবং পুরু শৰ্ম্মিষ্ঠার পুত্র । ধীমান্
 যযাতি কনিষ্ঠপুত্র প্রশংসনীয় পুরুকে রাজ্যা-
 ভিষিক্ত করিয়া বৈরাগ্যযোগে বন-গমন
 করিলেন । প্রাসক শতজিৎ যহর পুত্র,
 শতজিৎের পুত্র হৈহয়, হৈহয়পুত্র ধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম-
 পুত্র — ধৰ্ম্মনেত্র ; তাঁহার পুত্র ধনক ; ধনকের
 পুত্র † মহাযশা কৃতবীৰ্য্য ১১-২১ (কৃতবীৰ্য্যের

* অথবা পিতৃকস্তা বিরজার গর্ভে
 নহবের পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে যযাতি
 বিখ্যাত ।

† এখানে এবং পরেও কতিপয় স্থলে
 মূলে “দায়াদ” পদ আছে ; দায়াদের অর্থ
 উত্তরাধিকারী । আমি অহুবাদ করি-
 যাছি—পুত্র বলিয়া । মূলের পুত্র শব্দ ও
 দায়াদ শব্দকে সমান অর্থে ব্যবহার করিতে
 হইবে । নতুবা সৰূপুৰাণের সঙ্গতিরক্ষা
 হয় না । আমি সৰ্ব্বত্রই পুত্র শব্দ ব্যবহার
 করিয়াছি, তাহার অর্থ যথাসম্ভব পুত্র-
 ুপৌত্রাদি সন্ততি বুঝিবে ।

কার্ত্তবীৰ্য্যঃ কৃতান্ধিঃ কৃতবৰ্ম্মা তথা পরঃ ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যস্ত নৃপতেঃ পুত্রাণাঞ্চ শত্ৰুভূঃ ॥ ১০ ॥
 তত্র পঞ্চ মহাত্মানঃ শূরসেনাদয়ো নৃপাঃ ।
 মহাদেবান্ধকবরা মহাদেবপত্নয়ণাঃ ॥ ১১ ॥
 জয়ধ্বজস্ত মতিমান্ নারায়ণপরায়ণঃ ।
 জয়ধ্বজস্ত দায়াদন্তালজজ্ঞা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥
 তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ সৰ্গে তে যাদবাঃ
 স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্ৰুতস্তস্ত দায়াদন্তস্ত পত্নী পতিব্রতা
 রমণীয়স্তয়া রাজা কদাচিদযুনাতিটে ।
 অপশ্চতুর্ধনীঃ তত্র বীণাবাদনলালসাম্ ॥ ১৪ ॥
 উর্ধ্বশীমব্রবীদ্ রাজা স্মরবাণেন পীড়িতঃ ।
 স্বয়াহং রক্তমিচ্ছামি ত্বং মাং রক্তমিহাৰ্হসি ॥ ১৫ ॥
 সা নৃপস্ত বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং মদনোপমম্ ।
 ক্রৌড়মানা তদা তেন চিরকালঃ সহোৰ্ষশী ॥ ১৬ ॥
 গতে বর্ষসহস্রে তু বিরক্তঃ কামভোগতঃ ।
 অহোৰ্ষশীঃ গমিষ্যামি স্বপুত্রীমিতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥

তিন পুত্র) কার্ত্তবীৰ্য্য, কৃতান্ধি এবং
 কৃতবৰ্ম্মা। কার্ত্তবীৰ্য্য-রাজার শত পুত্র,
 তন্মধ্যে শূরসেন প্রভৃতি পাঁচ পুত্র মহাত্মা
 নরপতি; তাঁহার শিব-পরায়ণ এবং শিব-
 বর-প্রাপ্ত। মতিমান্ জয়ধ্বজ (শূরসেনের
 পুত্র), তিনি হরিপরায়ণ ছিলেন; জয়ধ্বজের
 পুত্রগণ তালজজ্ঞ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে
 জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র। ইহারা সকলেই যাদব
 নামে পরিচিত। বীতিহোত্রের পুত্র বিশ্রুত,
 তাঁহার পত্নী পতিব্রতা। একদা যুনাতিরে
 পত্নীসহ ক্রৌড়াপরায়ণ রাজা, বীণাবাদন-
 লালসা উর্ধ্বশীকে দেখিতে পাইলেন। তখন
 রাজা কামবাণ-পীড়িত হইয়া উর্ধ্বশীকে বলি-
 লেন,—আমি তোমার সহিত ক্রৌড়া করিতে
 ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমার সহিত ক্রৌড়া
 বর। উর্ধ্বশী রাজার কথা শুনিয়া এবং
 সেই রাজাকে মদনোপম দর্শন করিয়া
 তাঁহার সহিত বহুকাল ক্রৌড়া করিলেন।
 রাজা বিশ্রুত সহস্র বর্ষ গতে, কামভোগে
 বিরক্ত হইয়া উর্ধ্বশীকে বলিলেন,—এতদূশ

ভোগেনৈতাবতা নালমবোচদতি সা পুনঃ ।
 ন গন্তব্যং ত্বয়া রাজন্ স্বাতব্যং প্রীতয়ে মমঃ
 অত্রবীংতাংততো রাজা পুরীংগত্বা যশস্বিনী
 আগমিষ্যাম্যহং কিপ্রমহং পরিসরং তব ॥ ১৮ ॥
 প্রাপ্তানুজন্ততো রাজা জগাম স্বপুরীং প্রতি
 দৃষ্ট্বা পতিব্রতাং ভার্য্যামভবন্তুরবিহ্বলাঃ ॥ ২০ ॥
 চেষ্টিতং তস্ত সা জ্ঞাত্বা মহিষা শ্বেন ভামিনী ।
 মা ভৈরীরিতি তং প্রাহ ভর্ত্তারং সা পতিব্রতা
 ন দোষন্তবরাজেন্দ্র সর্গং কামস্ত চেষ্টিতম্ ।
 কামেন স্বর্গমাপ্নোতি কামেন নরকং ততঃ ।
 বিধিনা সেবিতঃ কামঃ স্বর্গগং ভ্রমতথ্য ॥ ২২ ॥
 তস্মাৎ স্বয়া নরপতে বিধিং হিষ্টা স সেবিতঃ
 তস্মাৎ পাপং মহজ্জাতং কুরু পাপবিশোধনম্
 ভার্য্যানিগদিতং শ্রুত্বা যযৌ কথাশ্রমং প্রতি ।
 জ্ঞাত্বা তদ্বচনাচ্ছুদ্ধিং জগাম হিমবদিগমি ॥ ২৪ ॥

ভোগে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আমি স্বীয়
 রাজধানীতে গমন করিব। তখন উর্ধ্বশী
 বলিলেন,—রাজন্! যাইবেন না, আমার
 প্রীতির জন্য এখানে অবস্থান করুন। অন-
 ন্তর রাজা বলিলেন,—যশস্বিনী পুরীতে
 গিয়া শীঘ্র আমার তোমার নিকট আসি-
 তেছি। তার পর রাজা উর্ধ্বশীর অমু্যতি
 পাইয়া স্বীয় নগরীতে গমন করিলেন।
 তথায় পতিব্রতা পত্নীকে দেখিয়া তিনি ভীতি-
 বিহ্বল হইলেন। ১০—২০। ভামিনী পতিব্রতা
 স্বীয় মহিমায় পতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া
 তাঁহাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ভয় পাই-
 বেন না; আপনার দোষ নাই, এসব
 মদনেরই কৰ্ম্ম; কাম হইতে স্বর্গলাভ
 ও কাম হইতে নরক প্রাপ্তি হয়। বিধি-
 পূরক কামসেবায় স্বর্গ ও অবিধিপূরক কাম-
 সেবায় নরক হয়। হে নরনাথ! আপনি
 কিন্তু বিধি পরিত্যাগ করিয়া কামসেবা
 করিয়াছেন; অতএব মহাপাপ জন্মিয়াছে,
 প্রায়শ্চিত্ত করুন। রাজা পত্নীর কথা শুনিয়া
 কথাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার
 বাক্যে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় অবগত হইয়া

মার্গেহপশুং স গন্ধর্ব্বঃ বিশ্বাবসুর্মন্নিমম্ ।
সকান্তঃ ক্রৌড়মানঃ তং শোভিতঃ দিব্যমাংসয়ঃ
দৃষ্ট্বা মালাং স রাজেন্দ্রঃ সন্মারাপ্রসং তদা ।
উৰ্ব্বশী এব যোগৈয়া মালা নাশ্বস্ত কন্তচিং ॥২৭॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা মালামাহর্ভুযুদ্যতঃ ॥২৭॥
তেন সার্কিঃ মহদযুদ্ধং গন্ধর্ব্বৈশ্চ নৃপোত্তমঃ ।
কৃৎবা গৃহীত্বা তাং মালাং জগামাপ্রসং প্রতি ॥
অবিষ্যমাণঃ সকলাং বভ্রাম স বসুন্ধরাম্ ।
বনানি পর্তান দ্বীপান লোকান সন্ধানশেষতঃ
ঐতিহাসি চ নাপশুদুৰ্ব্বলীঃ রাজপুঙ্গবঃ ।
অনুগ্রহান্নহেশস্তা য়াতিরোহপ্যস্তি খেচরী ॥৩০॥
এমমাণো মহলৌকে সৌহপশুন্নরদঃ মুনিম্ ।
ঐধাবদভিবাধ্যাধ লজ্জিতঃ পার্শ্বগোহভবৎ ॥৩১॥
দৃষ্ট্বা তু কুশলং রাজে নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ॥
অত্রবীন্নরদং রাজা চৌৰ্ব্বলীদর্শনোৎসুকঃ ।
ভগবন্নরগতং কস্মাৎ দৃষ্ট্বা বাস্তি হি তত্র তু ।

ইমালয় যাত্রা করিলেন; পথে দেখিতে
পাইলেন, অরিন্দম বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব দিব্য-
মালাবিতুষিত হইয়া কান্তা সহ ক্রৌড়া করি-
তছে। সেই মালা দেখিয়া রাজক্রেষ্ঠ
ব্রহ্মতের উৰ্ব্বলীকে মনে পড়িল। “এ মালা
উৰ্ব্বলীরই যোগ্য, আর কাহারও নহে”
রাজা মনে মনে ইহা ভাবিয়া মালা আচ্ছিন্ন
করিয়া লইতে উদ্যত হইলেন। রাজা
গন্ধর্ব্বের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া মালা কাড়িয়া
ইয়া অপ্সরার উদ্দেশে গমন করিলেন।
উৰ্ব্বলীকে অবেষণ করত রাজা সমগ্র ভূম-
ল ভ্রমণ করিলেন। বন, পর্ত, দ্বীপ
এবং জনপদ সকল সম্পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ
করিয়াও রাজা উৰ্ব্বলীর দর্শন পাইলেন না।
কননা সেই আকাশচারিণী অপ্সরা শিবের
অগ্রহে তিরোহিত হইয়া অবস্থিত ছিল।
এই যথাবিধি অভিবাদন করিয়া লজ্জিত-
ভাবে পার্শ্ববর্তী হইলেন। মুনিপুঙ্গব নারদ,
রাজাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। উৰ্ব্বলী-
দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত রাজা নারদকে বলিলেন,
-ভগবন্! আপনি কোথা হইতে আসিতে-

অস্তি চেচ্ছোত্মিচ্ছামি ত্রবীতু ব্রহ্মণঃ সূত ॥
রাজো মনোগতঃ সর্বং বিজ্ঞায় ভগবান্ মুনিঃ
যথাবৎ কুশলং তস্ত নারদস্তঃ তথাত্রবীৎ ॥৩৩॥
যত্রাসৌহর্ব্বলী দেবী মেরৌর্দক্ষিণদেশতঃ ।
সরশ্চ মানসং নাম তত্রাহং মেদিনীপতে ॥৩৫॥
বিরিঞ্চিঃ কার্য্যমুদ্দিশু গতা পুনরিহাগতঃ ।
গমিষ্যামি পুনস্তত্র যত্রাস্তে সত্যলোকপঃ ॥৩৬॥
ইতি শ্রুত্বা মুনের্বাক্যং রাজান্নজ্ঞাপ্য নারদম্
তং প্রদেশং গতত্বর্ণং তত্রাপশুং স চৌৰ্ব্বলীম্
মালাং নিবেদয়ামাস সা তয়াললুপ্তাভবৎ ।
রমমাণস্তয়া সার্কিঃ গতঃ বর্ষশতঃ পুনঃ ॥৩৮॥
কদাচিং তমপৃচ্ছৎ সা রাজানং মুনিপুঙ্গবঃ ।
স্বকীয়ং নগরং গতা ভবতা তত্র কিং কৃতম্ ।
ত্রি রাজন্ মহাবাহো যদ্যস্মি তব বনভা ॥

ছেন? উৰ্ব্বলীকে কি তথায় দেখিয়াছেন
বা তিনি কি সেখানে আছেন? হে ব্রহ্ম-
পুত্র! যদি থাকেন ত বলুন, শুনিতে
ইচ্ছা করি। ভগবান্ নারদ মুনি, রাজার
মনোগত সর্বল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যথো-
চিত কুশল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—
রাজন্! সূমেকর দক্ষিণভাগে মানস সরো-
বর, উৰ্ব্বলী তথায় অবস্থিত ছিলেন, আমি
ব্রহ্মার কার্য্য উদ্দেশে তথায় গিয়াছিলাম,
তথা হইতে এখানে আসিয়াছি; একপে
সত্য-লোকপতি যেখানে আছেন, পুনরায়
তথায় যাইতোছি। রাজা, নারদ মুনির এই
কথা শ্রবণে তাঁহার অহুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই
প্রদেশে শীঘ্র গমন করিয়া উৰ্ব্বলীর দর্শন-
লাভ করিলেন, আর সেই মালা তাঁহাকে
দিলেন। উৰ্ব্বলী সেই মালায় বিতুষিতা
হইলেন। তাঁহার সহিত ক্রৌড়া করিতে
করিতে রাজার পুনরায় শতবর্ষ অতীত
হইল! হে মুনিপুঙ্গবগণ! উৰ্ব্বলী একদা
রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাবাহো
রাজন্! স্বীয় রাজধানীতে গিয়া আপনি
কি করিয়াছেন? আমাকে আপনি যদি
ভালবাসেন ত তাহা বলুন। উৰ্ব্বলী এই

ইতি পৃষ্ঠন্তয়া রাজা প্রোবাচ তদশেষতঃ ।
 তন্তোরতমথাকর্ণ্য রাজানং প্রত্যভাবত ॥ ৪০
 ইত উক্ৰং ময়া সার্কং স্বাতব্যং নৈব সূত্রত ।
 শাপং দাস্ততি তে কথো ভাৰ্য্যা তব মমানঘ ॥
 তয়া চোক্তোহপি তবঙ্গ্যা ন তভাজ্ঞ
 হ উৰ্ব্বশীম্ ।

জ্ঞাত্বাথ তন্তু নির্বুদ্ধমকরোদাস্বনস্তম্ ॥ ৪২
 বলিভিঃ পলিতাকীর্ণাং তাং দৃষ্ট্বা রাজসন্তমঃ ।
 তৎক্ষণাহুৰ্ব্বশীং ত্যক্তা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৩
 দ্বাদশাহাভ্যুতং রাজা কন্দমূলকলশনঃ ।
 ভাবৎকালঞ্চ বায়ুশী ততঃ কথাশ্রমং যযৌ ॥ ৪৪
 দৃষ্ট্বা মুনিবরং শাস্তং শিবধ্যানৈকতৎপরম্ ।
 প্রণম্য দণ্ডবন্তজ্যা প্রাজ্ঞলিঃ পার্শ্বসংস্থিতঃ ॥ ৪৫
 যদ্বস্তমাস্বনঃ সৰ্গং মুনেঃ সৰ্গং শ্রবেদয়ৎ ।
 মুনিবিদিত্বা তৎপাপমব্রবীৎ পাপশোধনম্ ॥ ৪৬
 মুনিনা প্রেষিতো রাজা গতা বারানসীং পুরীম্

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । রাজার সেই কথা শুনিয়া উৰ্ব্বশী তাঁহাকে বলিলেন,—হে সূত্রত ! অতঃপর আপনার আমার সহিত অবস্থান বিধেয় নহে । হে অনঘ ! কথ আপনাকে এবং আপনার ভাৰ্য্যা আমাকে অভিশাপ দিবেন । ১১-১৪। তবঙ্গী উৰ্ব্বশী একথা বলিলেও রাজা তাঁহাকে ছাড়িলেন না । উৰ্ব্বশী রাজার আগ্রহাতিশয় দর্শনে স্বীয় শরীরকে বলিপলিতাকীর্ণ জরাযুক্ত করিলেন । তদদর্শনে রাজসন্তম, তৎক্ষণাৎ সেই উৰ্ব্বশীকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্তায় স্থির-সংকল্প হইলেন । রাজা দ্বাদশদিন কন্দ-মূল-কলমাজ আহার করিয়া রহিলেন । অনন্তর দ্বাদশদিন বায়ু জাহায়ে থাকিয়া কথমুনির আশ্রমে যাইলেন । শিবধ্যানৈকতৎপর শম-গুণাবলম্বী কথমুনিকে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং স্বীয় চরিত্র মুনির নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলেন । মুনি তাঁহার পাপ বিদিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তনির্দেশ করি-

শ্রাস্তা সন্তপ্য জাহুব্যাং দৃষ্ট্বা বিবেচয়ঃ শিবম্ ।
 মুক্তোহসাবেনসে । রাজা জগাম স্বপুরীং তদা ।
 বহুনি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দধ্বা রাজ্যমপালয়ৎ ॥ ৪৮
 উৰ্ব্বশ্যাং বিজ্ঞতাজ্জাতাঃ সপ্ত পুত্রা মহৌজসঃ ॥
 ক্রোষ্টোৰ্হুতস্তাসন্ বংগ্ৰাঃ সংকীৰ্ত্তিশালিনঃ
 শৃণুধ্বং তান মুনিশ্ৰেষ্ঠা মুখ্যানেব ন চাপরান্ ॥
 ক্রোষ্টোৰ্বংশে ক্রধঃ খ্যাতো বিদৰ্ভঃ

কোশলস্তথা ।

সাত্বতশ্চ ততঃ খ্যাতো মহাভোজস্ততঃ পরঃ ॥
 ভোজশ্চ সত্যভাক্ চৈব সত্যকঃ সাত্যকিস্তত
 ক্রথকশ্চ সুর্যেণশ্চ সুরভোজো নয়বাহনঃ ॥ ৫২
 আহুকো দেবকশ্চৈব ক্রীদেবো দেবসুত্রতঃ ।
 উগ্রসেনশ্চ কংসশ্চ বসুদেবো মহাযশাঃ ॥ ৫৩
 উগ্রসেনশ্চ কশ্যাপাং দেবক্যাং বসুদেবতঃ ।
 ভৃগোঃ শাপবশাদ্ বিষ্ণুঃ সম্ভূতাজ্ঞদশেশ্বরঃ ॥ ৫৪
 রোহিণী নাম য়া পত্নী বসুদেবস্ত শোভনা ।
 তস্তাং সঙ্ঘর্ষণো জাতো যোহনন্তঃশেষসংজিতঃ

লেন । মুনি রাজাকে কালীতে পাঠাইলেন ; তথায় গঙ্গাস্নান, তর্পণ এবং বিবেচন দর্শন করাতে পাপযুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । অনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । উৰ্ব্বশী-গর্ভে বিজ্ঞতের মহাতেজা সপ্ত পুত্র উৎপন্ন হইলেন । যতপুত্র ক্রোষ্টুর বংশীয়গণ সকলেই সংকীৰ্ত্তিশালী । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! তদ্ব্যধ্যে মুখ্য ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর ; অপ্রধান ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিতেছি না । ক্রোষ্টুবংশে ক্রধ, বিদৰ্ভ এবং কোশলের উৎপত্তি । অনন্তর সাত্বত, তৎপরে মহাভোজ, ভোজ, সত্যভাক্ সত্যক, সত্যকপুত্র সাত্যকি, ক্রথক, সুর্যেণ, সুরভোজ, নয়বাহন, আহুক, দেবক, ক্রীদেব, দেবসুত্রত, উগ্রসেন, কংস এবং মহাযশা বসুদেব উৎপন্ন হন । উগ্রসেন-কস্তা দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে ভৃগুশাপবশতঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় ১৪২-৫৪। রোহিণী-নামী

যোড়শ দ্রীসহস্রাণি পত্নয়ো মাধবন্ত যাঃ ।

তান্ন জাতা হসংখ্যাতাঃ প্রহ্ময় প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ ।

রুক্ষোহপি দেবকীসুহ্রঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

রুতরুতোহপি যোগাত্মা মায়াবী বিশ্বাত্মকু স্বয়ম্

তথাপি পূজয়ত্যেব ভগবন্তমুমাপতিম্ ।

লিঙ্গে সর্বাঙ্ককং মদ্রা মহাদেবং পিনাকিনম্ ॥৫৯॥

বরাংশ বিবিধান লক্ষা তস্মাদেবায়মহেশ্বরঃ ।

অজ্ঞেয়স্ত্রিষু লোকেষু দেবদেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥৬০॥

ন রুক্ষাদাধিকস্তস্মাদস্তি মাহেশ্বরঃ প্রাণীঃ ।

তস্মাৎ তৎপূজনাচ্ছত্ববতোব সুপূজিতঃ ॥৬১॥

হররবজ্রাকরণাভবেদৌশঃ পরাশ্রুতঃ ।

তস্মাৎ পূজ্যঃ সদা শাক্তী মহাদেবপরায়ণৈঃ ।

তত্ত্বৈকৈশ্চ বিশেষেণ ক্রীতয়ে গিরিজাপতেঃ ॥

এষ বঃ কথিতো বংশো যদোঃ সংক্ষেপতো

দ্বিজাঃ ।

সৰ্পপাণক্ষয়করণ পঠিতাং শৃণুতাং ভবেৎ ॥ ৬৩

ইতি ক্রীতক্ষপুরণোগোপুরণে ক্রীসৌরে স্মৃত-

শোনকসংবাদে পুরু-যজুবংশকথনঃ

নামৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১

শোভনা বসুদেবপত্নীর গর্ভে সঙ্কর্ষণের

উৎপত্তি; ইনি সাক্ষাৎ অনন্তদেব। মাধ-

বের যে যোড়শ সহস্র পত্নী, তাঁহাদের গর্ভে

প্রহ্ময় প্রভৃতি অসংখ্য পুত্রের উৎপত্তি হয়।

দেবকীনন্দন রুক্ষ পরমাত্মা সনাতন; তিনি

স্বয়ং যোগযুক্ত, মায়াবী, বিশ্বভোক্তা; তিনি

নিত্যতৃপ্ত; তথাপি পিনাকী উমাপতি মহা-

দেবকে সর্পস্বরূপে জ্ঞান করিয়া তিনি লিঙ্গে

তাঁহাকে পূজা করেন। দেবদেব জনাৰ্দ্দিন,

সেই দেবদেব মহেশ্বর হইতে বিবিধ বর

লাভ করিয়া ত্রিলোকে অজ্ঞেয় হইয়াছেন।

রুক্ষ অপেক্ষা শৈবশ্রেষ্ঠ আর নাই; অতএব

রুক্ষপূজা করিলেই শিব সুপূজিত হইয়া

ধাকেন। বিষ্ণুকে অবজ্ঞা করিলে শিব

পরাস্রুত হন। অতএব শিবপরায়ণ ব্যক্তি-

গণ বিষ্ণুপূজা অবজ্ঞা করবে। আর

বিষ্ণুভক্তগণও ভগবৎকীর্তি উদ্দেশে বিশেষ

করিয়া শিবপূজা করিবে। হে দ্বিজগণ!

বাত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

মহন্তরাণি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।

মনবঃ যড়তীতান্তে সপ্তমো বর্ষতে কিল ॥ ১

তেষাং স্বায়ম্ভুবান্দ্যন্ততে স্বারোচিষঃ স্মৃতাঃ ।

উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষন্তথা ॥ ২

স্বায়ম্ভুবন্ত কল্লাদাবস্তরং কথিতং ময়া ॥

স্বারোচিষেহস্তরে দেবাত্মাবতা নাম তে স্মৃতাঃ

বিপশ্চিন্নাম দেবেন্দ্রে স্বয়ীন বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্

উর্জস্তন্তস্তথা প্রাণে দাস্তোহবধ ঋষভস্তথা ।

তিমিরঃ শাক্ষরীবাংশ সপ্তৈত ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

ঐত্তমে বহুতরে দেবাঃ সুধামানো দ্বিজোত্তমাঃ

প্রতর্দ্দিনাঃ শিবাঃ সত্যান্ততশ্চ বশবর্তিনঃ ॥ ৬

এই যজুবংশ সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম।

ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সৰ্পপাণ

ক্ষয় হয় * ॥ ৫৫—৬৩ ।

একত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বাত্রিশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ !

মহন্তর সকল কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ছয় মনু অতীত হইয়াছেন, সপ্তম মনু বর্ষ-

মান। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব, অনন্তর

স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ

(এই পঞ্চ মনু)। স্বায়ম্ভুব মহন্তরের কথা

কল্লারস্ত প্রস্তাবে কীৰ্ত্তন করিয়াছি। স্বারো-

চিষ মহন্তরে তুর্বিত নামক দেবগণ; ইন্দ্রের

নাম বিপশ্চিৎ । এক্ষণে সপ্ত ঋষিগণের

উল্লেখ করিতেছি;—উর্জ, স্তন্ত প্রাণ, দাস্ত,

ঋষভ, তিমির এবং শাক্ষরীবান ইহারা

সপ্তর্ষি। হে দ্বিজবরগণ! উত্তম মহন্তরে

সুধামা নামে দেবগণ; প্রতর্দ্দিন, শিব, সত্য

* বংশবর্ণনায় নামাদি লঘুত্ব বস্তুতঃ—

ব্যক্তিতে ইত্যাদি অঙ্গসারে নীতানবায়।

এতেষাং গণাঃ শ্রোক্তা ভবদাদশতিগণৈঃ ।
সুদাস্তর্নাম দেবেশ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৭
রজো গোত্রোর্দ্ধ্বাহুচ সবলশানঘস্তথা ।
সুতপাঃ শুক্রনামাশ সপ্তৈত স্বঘয়ঃ সূতাঃ ॥ ৮
মর্ত্য্যাক সুধয়ৈশ্চৈব তামসস্তান্তরে সুরাঃ ।
জ্যোতির্ধর্ম্যঃ পৃথুঃ কল্পৈশ্চৈত্র্যায়ঃ সবনস্তথা ।
শিবরশ সমাখ্যাতাঃ সপ্তৈত স্বঘয়ে মতাঃ ॥ ৯
স্ফাচ্ছিবর্নাম দেবেশ্রো সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।
দেবরাজ্যঃ পরিত্যজ্য পরং বৈরাগ্যমশ্রিতঃ
জ্যৈত্বৈবাশাশতং সর্বং বৃহস্পতিমথারবীং ॥ ১০
ভগবন্ কিং করেমীদং রাজ্যং তুচ্ছসুখং যতঃ
কৈবল্যং লভতে কৈন তন্মে ক্রহি গুরো ক্ষুটম
বৃহস্পতিক্রবাচ ।

অন্ত্যনস্তগুণাবাসঃ পরানন্দকবিগ্রহঃ ।
ধ্যাতঃ কৈবল্যদঃ পুংসাং মহাদেবো ন চাপরঃ
মোহপাশনিবন্ধানাম মহামোহান্বতাং হরেং ॥
স্বরণায়োচকস্তেষামুপাতিরিত ঋতিঃ ॥ ১৪

এবং বশবন্তী—এই শ্রেণীচতুষ্টয়সম্পন্ন দেব-
গণ ষাটশটি গণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত । মহা-
বল-পরাক্রান্ত ইন্দ্রের নাম সুদাস্তি (সু-
শাস্তি) । রজ, গোত্র, উর্দ্ধ্বাহু, সবল,
অনঘ, সুতপা এবং শুক্র ইহারা সপ্তর্ষি ।
পূর্ক-মর্ত্য্য-সুধীগণ তামস-মবস্তরের দেবতা ।
জ্যোতি, ধর্ম্য, পৃথু, কল্প, চৈত্র্যায়, সবন এবং
শিবর ইহারা সপ্তর্ষি । সিদ্ধচারণসেবিত
সুররাজের নাম শিব । ইন্দ্র শিব, সকল
বস্তুতে অনিত্যত্ব জ্ঞান হওয়াতে স্বর্গরাজ্য
ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক
বৃহস্পতিকে বলিলেন,—ভগবন্ ! রাজ্য
করিবার প্রয়োজন নাই ; কেননা, ইহাতে
তুচ্ছসুখ । হে গুরো! কৈবল্য লাভ কি
করিয়া হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন । বৃহ-
স্পতি বলিলেন,—অনস্ত-গুণাধার পরমানন্দ-
বিগ্রহ মহাদেব আছেন, তাঁহাকেই ধ্যান
করিলে পুরুষের কৈবল্য লাভ হয় । শিব,
স্বরূপমাঞ্জেই মোহপাশনিবন্ধ ব্যক্তিগণের
মহামোহবন্ধপাত্ত গ্রহণ করেন এবং ক্ষুটি হস্ত

যদ্রজ পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাকরমব্যয়ং
সর্বারুগ্ৰাহিণং শভুং তমাত্ম শরণং ব্রজ ॥ ১
স জ্যোতিষাং পরং জ্যোতির্মানন্দং তমসঃ
পরম্
ন যস্মাদধিকং কিঞ্চিৎ তত্ত্বং বিদ্ধি শাকরম্
তং জানৌহি পরং ব্রজ বিশ্বাত্মানং মহেশ্বরম্ ।
তদান্নকতয়া সর্বং জানৌহুসুরহৃদন ॥ ১৭
আত্মানং যেহি মন্তস্তে বিভিন্নং ত্রিপুরাধিবঃ ;
তে পশুন্ত্যেব তং দেবং নাবর্ত্তন্তে পুনঃপুনঃ
সর্বস্মাদধিকং শভুঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ।
ইতি যে নিশ্চিতাধয়ঃ কৃতার্থান্তে সুরাধিপ !
দর্শনং তস্ত কাক্ষন্তে হরিব্রহ্মদয়ঃ সুরাঃ ।
যোগিনো নিয়তাত্মানস্তমোশ শরণং ব্রজ ॥ ২০
মহদাদিবিশেষান্তং জগদ্ব্যাম্লগ্নং ব্রজেৎ ।
পুনকংপদ্যতে যস্মাৎ তং জানৌহি পিনাকিনঃ
লীলাবিস্তিসিতং যস্ত বিশ্বমেতচ্চর্যচরম্ ।

করেন ; ইহা বেদতাৎপর্য্য ১১—১৪। যিনি
পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সর্বারুগ্ৰ অক্ষর পরমব্রহ্ম,
সেই সর্বারুগ্ৰহকারী শিবের শীঘ্র শরণাগত
হও । তিনি জ্যোতিঃসমূহের পরমজ্যোতিঃ ;
তিনি আনন্দরূপী ও তমোভীত । যাহা
অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই, তাহাই
শৈবত্ব । হে অনুরহৃদন ! সেই
পরমেশ্বরকেই বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম জানিবে ।
সকল জগৎকে সেই শিবস্বরূপ জানিবে ।
ঐহারা আত্মাকে শিব হইতে অতিশ্রদ্ধা দেখেন,
তাঁহারা শিবকেই দর্শন করেন ; তাঁহাদের
পুনঃপুনঃ সংসারে আসিতে হয় না । পর-
মাত্মা মহেশ্বর শভু সর্গশ্রেষ্ঠ ; হে দেবরাজ !
এই প্রকার নিশ্চিত বুদ্ধি ঐহাদের আছে,
তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু
প্রভৃতি দেবগণ এবং সংযতচিত্ত যোগিগণ,
ঐহারা দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ঈশ্বরের
শরণাপন্ন হও । মহন্তব্ব হইতে বুল-ভূত
পর্যন্ত জগৎ যাহাতে নীল হর এবং ঐহা
হইতে পুনঃপুনঃ হয়, তাঁহাকে পিনাকর্ণপি
বলিয়া জানিবে । এই চর্যচর বিশ্ব ঐহারা

ভদ্রভাবাচ্চ বিলয়ন্তং জানৌহি মহেশ্বরম্ ॥২২
বস্তুজয়া স্থিতো ব্রহ্মা জগজ্জননকর্ম্মণি ।
হরিশ্চ পালনে রুদ্রঃ সংহারে চ স শূলভূৎ ॥২৩
যন্ত প্রসাদলেশেন মর্ত্য্যায় মরণধর্ম্মিণঃ ।
ভবন্ত্যেব হি তে মর্ত্য্যায় ভজন্তে বুধভক্ষকম্ ॥
কণং মুহূর্ত্তমথবা ধ্যাতঃ সম্পূজিতঃ স্মৃতঃ ।
প্রদদাত্যাত্ম কৈবল্যং যন্তঃ ভজ মহেশ্বরম্ ॥২৪
তন্ত্বেব মুর্ত্তয়ান্তসো ব্রহ্মবিষ্ণুহরা ইতি ।
সর্গরক্ষাণলয়েন্তমশীশঃ শরণং ব্রজ ॥ ২৬
যন্তাস্তঃস্থানি ভূতানি যেনেদং ভ্রাম্যতে জগৎ
ব্রহ্মোতি চ জগৎবেদান্তঃ রুদ্রঃ শরণং ব্রজ ॥২৭
যজ্ঞেই ইজ্যতে দেবো মুক্তয়ে বেদবাদিভিঃ ।
কর্ম্মণাঃ কলদন্তেষাং শরণং ব্রজ তং হরম্ ॥২৮
যং বিনিজ্য জিতবাসা ধ্যায়ন্তি কৌণকর্ম্মিণঃ ।

লীলাবিলাসসমুত এবং ঐহার লীলাভাবে
বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া
জানিবে। ঐহার আদেশে ব্রহ্মা জগতের
সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং রুদ্র
সংহারকার্য্যে অবস্থিত, তিনিই শূলপাণি।
ঐহার লেশমাত্র প্রসাদে মরণধর্ম্মী মর্ত্য্যগণ
অমরত্ব লাভ করেন, সেই বুধভক্ষকে ভজনা
কর * । কণকাল বা মুহূর্ত্তকাল যিনি ধ্যাত,
পূজিত বা স্মৃত হইলে, শীঘ্র মুক্তি প্রদান
করেন, সেই মহেশ্বরকে ভজনা কর। সৃষ্টি,
স্থিতি ও সংহাররূপ গুণত্রয়ভেদে ঐহার
ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর নামে খ্যাত, সেই
ঈশ্বরকে ভজনা কর। ভূত সকল ঐহার
অন্তর্গত, যিনি জগচ্চক্র ঘুরাইতেছেন, বেদ
ঐহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকেন, সেই রুদ্রের
শরণাপন্ন হও। বেদবাদিগণ মুক্তির জন্ত
ঐহাকে যজ্ঞে অর্চনা করিলে, তিনি তাঁহাদের
কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন, সেই হরের
শরণাপন্ন হও। বীতনিদ্র ঋসজ্ঞেতা কৌণ-

তেষাং প্রজারিতে যন্তঃ তন্ত্বে বিদ্ধি চ শাকরম্
অজ্ঞানরজ্জ্বা বন্ধানাং মল্লব্যাদিশরীরিণাম্ ।
মহাদেবাদৃতে নাস্তং শক্রে পশ্চ্যিম মোচকম্ ॥৩০
তস্ম্যাৎ ত্বং তপসা শক্রে সমারাধয় শক্ভরম্ ।
প্রসন্নো দাস্ত্যতি পদং তব কৈবল্যমুত্তমম্ ॥৩১
এবং গুরোনিগ দত্তং ক্রদ্বা সুরপতিস্তদা ।
সমারাধয়িতুং দেবং যযৌ বদরিকান্তমম্ ॥ ৩২
তত্র গতা জটী ভূত্যা ভস্মনিষ্ঠো জিতেন্দ্রিঃ ।
মন্দাকিনীজলে স্নাত্বা ভস্ম চৈবাভিমম্ব্য চ ॥৩৩
অগ্নিরত্যাগিমস্ত্রৈশ্চ সমুদ্বল্য চ বিগ্রহম্ ।
পূজয়ামাস দেবেশং পুণ্যৈঃ পতৈর্বনোহরৈঃ ॥
শৈবীং বিদ্যাং জপন্নাস্তে শিবধ্যানৈকতৎপরঃ
এবং গতানি বর্ধাণ সহস্রাণি চতুর্দশ ।
তপসা দেবরাজস্ত প্রসন্নোহভূৎ ততঃ শিবঃ ॥
প্রাহ ত্রিপুরহা শক্রে বরং ক্রাহ শতক্রতো ।
তপসানেন তীত্রেণ প্রসন্নোহহং তবানঘ ॥৩৭

কর্ম্মা পুরুষেরা ঐহাকে ধ্যান করিলে, যে তন্ত্ব
স্কৃতি হয়, তাহাই শৈবতত্ত্ব জানিবে। ১৫—২৯
হে শক্রে ! অজ্ঞানরজ্জ্ব দ্বারা বদ্ধ মল্লব্যাদি
প্রাণিগণের মোচনকর্ত্তা মহাদেব তিন্ন আর
কাহাকেও দেখি না হে শক্রে ! অতএব তুমি
শিবারাধনা কর, তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে
উত্তম কৈবল্যপদ প্রদান করিবেন। দেবরাজ,
গুরু এই কথা শুনিয়া শিবারাধনার জন্ত
বদরিকান্তগমে গমন করিলেন। তথায় তিনি
জটীধারী, জিতেন্দ্রিয় ও ভস্মনিষ্ঠ হইয়া
মন্দাকিনী-জলে স্নান, ভস্মকে মস্তপত করা
এবং “অগ্নিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শরীরে
ভস্ম-অঙ্কনের পর পবিত্র মনোহর পত্র দ্বারা
দেবদেবের পূজা করিলেন। অনন্তর শিব-
ধ্যানমাত্রপরাণ হইয়া শিবমন্ত্র জপ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে চতুর্দশ সহস্র বৎসর
গত হইল। অনন্তর ত্রিপুরারি শিব, দেব-
রাজের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলি-
লেন,—হে শতক্রতো ! বর প্রার্থনা কর ;
হে অনঘ ! আমি তোমার তীত্ৰতপস্যায়
প্রসন্ন হইয়াছি। হৃদয় হইলেও তোমার

* মূলে “ভজ তং বুধভক্ষকম্” হইবে।
“ভজন্তে”পাঠ ভাল নয় বলিয়া উপরে ভাগ্য
অঙ্কন করিয়া দিয়া নাই।

ঐন্দ্রিতঃ তে প্রদান্যামি তব যতাপি দুর্লভম্ ।
যদি প্রসরে তু হরে ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্ ॥ ৩৮
এবং শক্তোর্বচঃ ক্ষত্বা ক্ষত্বা তং বিবিধৈঃ স্তবৈঃ
কৃতাজলিপুটে ভূত্বা প্রণম্যাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৩৯
ইন্দ্র উবাচ ।

ভগবন কৃতকৃত্যোহস্মি ভবতো দর্শনাচ্ছিব
অলমস্তবৈরৈঃ শস্তো ভক্তির্ভবতু মে ত্বয়ি ৷ ৪০
তব ভক্ত্যমৃতাস্বাদপরানন্দস্তু দেহিনঃ ।
তবেৎ কষ্টঃ কৃতঃ শস্তো পূর্ণকামো যতো হি সঃ
তাবদেবাহ্মিরং চেতঃ পরিভ্রমতি বন্ধুযু ।
ন যাবৎ ত্বয়ি দেবেশ ভক্তির্ভবতি দেহিনঃ ॥ ৪২
তাবদেব তবাস্তোষিত্বস্তরো দেহিনাং হর ।
তব পাদাঙ্গুজে ভক্তিঃ পয়া যাবন্ন লভ্যতে ॥ ৪৩
তাবৎ পততি সংসারগর্তে জন্তুঃ পুনঃপুনঃ ।
যাবন্ন তব কারুণ্যলেশো ভবতি শঙ্কর ॥ ৪৪
সংসারবৃষবৃক্ষা যঃ সর্বতোহতিভয়ঙ্করঃ ।
তব ভক্তিকুঠারেণ জিহ্ম্যতে নাস্তথা শিব ॥ ৪৫

অতীষ্ট বস্ত প্রদান করিব । হে ইন্দ্র ! আমি
প্রসন্ন হইলে, কিছুই দুর্লভ হয় না । ইন্দ্র
মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণে ঠাঁহাকে বিবিধ
স্তোত্রে স্তব ও প্রণাম করিয়া, কৃতাজলিপুটে
বলিলেন,—হে শিব ! আপনার দর্শনলাভেই
আমি চরিতার্থ হইয়াছি । হে শস্তো ! অস্ত
বরে প্রয়োজন নাই, আপনাতে আমার ভক্তি
ধাতুক । তবদীয় ভক্তিসুখ-আস্বাদে পরমা-
নন্দ প্রাপ্ত প্রাণীর কি কষ্ট হইতে পারে ?
কেননা তখন সেই প্রাণী যে পূর্ণকাম । হে
দেবেশ ! লোকের যতদিন আপনাতে ভক্তি
না হয়, ততদিন অস্থিরচিত্ত ইতর বস্তুতে
ঘুরিয়া বেড়ায় । হে হর ! যাবৎ আপনার
চরণকমলে পরমভক্তি লাভ না হয়, সেই
পর্যন্তই সংসার-সাগর পার হওয়া অসম্ভব ।
হে শঙ্কর ! যতদিন আপনার করুণাকণা না
হয়, ততদিন প্রাণী সংসারগর্তে পুনঃপুনঃ
পতিত হয় । হে শিব ! সর্বতোভাবে অতি
ভয়ঙ্কর যে সংসারবিষ-বৃক্ষ, তাহা তবদীয়
ভক্তিরূপ কুঠার দ্বারাই ছেদ্য, অস্ত প্রকাক্ষর

ইতি শক্তবচঃ ক্ষত্বা কারুণ্যাদবলোক্য তম্ ।
সমুৎস্পৃশ্য তু পাণিত্যাং গাণপত্যং দক্ষৌ শিবঃ
বিরিকিপ্রমুখা দেবা জায়ন্তে কর্মগৌরাং ।
প্রলয়ে চ বিনশ্যন্তি ভবন্তি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৭
স্বর্গঃ গত্যা গতাঃ শত্রং তির্ধ্যাক্ষক মনুষ্যতাম্
পুনর্বিরক্যাদিপদমেবং চক্রপরম্পরা ॥ ৪৮
শস্তোর্গণেশ্বরো যে চ নাবর্ত্তন্তে ভবে পুনঃ ।
ভোগান যথেষ্পিতান ভুজ্য শস্তোঃ
সামুজ্যমাপুয়াং ॥ ৪৯
স্বেচ্ছাবিগ্রহিণঃ সর্বৈ স্বেচ্ছাচার্য গণেশ্বরঃ ।
শিবেন সহ তে ভোগান যুক্তা যান্তি শিবঃ পদম্
এবং দত্তা বরং শস্তুর্গাণপত্যং হৃদ্বলভম্ ।
সুররাজ্য শিবয়ে তত্রৈবান্তর্হিতোহভবৎ ॥ ৫১
গাণপত্যং বরং লব্ধা শিবির্ভগবতো দ্বিজাঃ ।
আজ্ঞয়া তস্ত দেবস্ত জগাম স্বপুত্রীঃ ততঃ ॥ ৫২
মহাদেবার্চনরতো মহাদেবকথারতঃ ।

নহে ৷ ৩০—৪৫ ৷ শিব ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণে
ঠাঁহার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত করিলেন ও
করযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া ঠাঁহাকে গাণপত্য
প্রদান করিলেন । অত্যা প্রভূতি দেবতার
কর্মফলাভ্যুসারে সৃষ্ট, রক্ষিত, লোন এবং পুনঃ-
পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকেন । স্বর্গভোগ, নরক-
ভোগ, তির্ধ্যাক্ষ্যোনপ্রাপ্তি, মনুষ্যজন্ম এবং
পুনর্বার ত্রক্ষপদপ্রাপ্তি এই প্রকার চক্রপর-
ম্পরা প্রচলিত যাহার। শিবগণপতি, ঠাঁহাদের
সংসারে কিরিতে হয় না, যথাভিলষিত ভোগ্য
ভোগের পর শিবসামুজ্যপ্রাপ্তি ঠাঁহাদের
হয় । গণনারকগণ, স্বেচ্ছায় শরীরধারী
এবং ইচ্ছামত আচরণসম্পন্ন ; ঠাঁহার।
শিবের সহিত বিবিধ ভোগ করিয়া শেষে
শিবপদ লাভ করেন । শস্তু এই প্রকারে
দুর্লভ গাণপত্য-বর দেবরাজ শিবকে প্রদান
করিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন ।
হে দ্বিজগণ ! শিবি ভগবানের নিকট
গাণপত্য বর প্রাপ্ত হইয়া ঠাঁহার আজ্ঞা-
ক্রমে স্বনগরীতে প্রতিগমন করিলেন ।
তথায় তিনি এক মন্ডরে শিবপূজারত শিব-

হিহা মমন্তরং তত্র চণ্ডো নাম গণোহভবৎ ॥

বৃক্ষজত্রিনেত্র চ জটাজুটেকুম্মণ্ডিতঃ ।

চক্ষুটিকসঙ্কাশচতুর্বাঙ্গত্রিশূলভূৎ ॥ ৫৪

অক্ষমালাধরঃ খঞ্জী সর্বেষামভয়প্রদঃ ।

বীপিচন্দ্রাধরধরঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ।

ররাজ শাক্তরপদে নন্দীশ্বর ইবাপরঃ ॥ ৫৫

এতদ্ব্যঃ কথিতং সর্বং শিবেষু চরিতং দ্বিজাঃ

সর্সপাপক্ষয়করং সর্সসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৫৬

ব্রহ্মা যে পঠন্তীদং শিবেষু চরিতং দ্বিজাঃ ।

প্রাপ্নুন্নন্ত্যশমেদন্ত কলমিত্যত্রবীজবিঃ ॥ ৫৭

ইতি ত্রিভঙ্গপুরাণোপপুরাণে ত্রিসৌরে স্মৃত-

শোনকসংবাদে শিবিনামধেয়দেবেন্দ্রচরিত-

কথনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

বিভূর্নাম ভবেদিল্লো রৈবতস্মান্তরে দ্বিজাঃ ।

বৈকুণ্ঠায়াঃ স্মৃতা দেবা গণাশ্চহার ঈরিতাঃ ॥১

কথালোচনাপরায়ণ হইয়া থাকিলেন, অনন্তর তিনি শিবসমীপে চণ্ড নামে গণপতি হইলেন। তিনি বৃক্ষজ, ত্রিনেত্র, জটাজুট-ধারী, চন্দ্রশেখর শুদ্ধফটিকসঙ্কাশ, চতুর্ভুজ, ত্রিশূল-অক্ষমালা খঞ্জ অভয়মুদ্রাধারী, ব্যাত্র-চন্দ্রপরিধান এবং সর্বাভরণভূষিত হইয়া শিবলোকে দ্বিতীয় নন্দীশ্বরের স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! মানব-গণের সর্সপাপনাশক সর্সসিদ্ধিপ্রদ শিবচরিত সম্পূর্ণরূপে এই তোমাকে বলিলাম। হে দ্বিজগণ! বাহ্যায় ব্রহ্মাসহকারে এই শিবচরিত পাঠ করে, তাহাদের অশমেদ যজ্ঞের কল-প্রাপ্তি হয়, নৃধ্য ইহা বলিয়াছেন। ৪৬—৫৭।

• দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! রৈবত
স্মৃত্তরে ইন্দ্রের নাম বিভূ। সে মমন্তরে.

হিরণ্যরোমা বিশ্বকীর্ত্তবাহুস্তথৈব চ ।

ইন্দ্রবাহুঃ সুবাহুশ্চ পর্জন্তশ্চ মহামুনিঃ ।

সপ্তৈতে ঋষয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়ব্রতকুলোত্তবাঃ ॥২

মনোজবঃ সুরেন্দ্রোহভূচ্চাক্ষুষেহপ্যন্তরে দ্বিজাঃ

আয়োঃ প্রসূতা ভাবাদ্যাঃ কথিতা দেবতাগণাঃ

সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো বৃধঃ ।

অত্রিনামা সচিষ্ণুশ্চ সপ্তৈতে ঋষয়ঃ স্মৃতাঃ ।

পুল্লো বিবস্বতো বিপ্রা মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ।

সাম্প্রতং বর্ততে যোহসৌ তত্র দেবান

ত্রবীম্যহম্ ॥৫

মরুগণান্তবাদিত্যা কদ্রাশ্চ বসবঃ স্মৃতাঃ ।

পুন্ডরঙ্গ দেবেল্লো বভূবাসুরদর্পহা ॥৬

বাসিষ্ঠঃ কণ্ডপশ্চাত্ত্রিজমদারশ্চ গৌতমঃ ।

বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্তৈতে ঋষয়ো মতাঃ ॥৭

মমন্তরাণ্যাতীতানি বর্তমানং ময়া দ্বিজাঃ ।

কথিতান্তথ বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং প্রতিসঙ্করম্ ॥৮

চতুর্ধা কথিতঃ সোহপি পুরাণেহস্মিন দ্বিজোত্তম

নিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাকৃতাত্যন্তিকৌ তথা

বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভক্ত দেবতা ।

হিরণ্যরোমা, বিশ্বকী, উর্ধ্ববাহু, ইন্দ্রবাহু,

সুবহু পর্জন্ত এবং মহামুনি, ইহার সপ্তবি;

এই সপ্তবিগণ, প্রিয়ব্রত-বংশসম্ভূত। হে

দ্বিজগণ! চাক্ষুষ মমন্তরের ইন্দ্রের নাম,—

মনোজব; আয়ুসম্ভূত ভাব প্রভৃতি দেবগণ

চাক্ষুষ মমন্তরের; সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান,

উত্তম, বৃধ, অত্রি এবং সচিষ্ণু ইহারাই

সপ্তবি। হে বিপ্রগণ, বিবস্বৎপুত্রের নাম

বৈবস্বত মনু; সাম্প্রতি তিনিই বর্তমান।

ইহাতে মরুদগণ, আদিভ্যগণ, কদ্রগণ এবং

বসুগণ—দেবতা। ইন্দ্রের নাম পুন্ডর;

তিনি অসুরদর্পহাতী। বাসিষ্ঠ, কণ্ডপ, অত্রি,

জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র এবং ভরদ্বাজ

ইহার সপ্তবি। হে দ্বিজগণ! অতীত

মমন্তর কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর প্রলয়-

বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ১—৮। হে দ্বিজোত্তম-

গণ! চারি প্রকার প্রলয় পুরাণশাস্ত্রে কথিত

হ্রাছে। নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত এবং

যোহং ভূতকরো লোকে নিত্যং নিত্যং স
 স্মৃতঃ !
 কল্লান্তে যন্ত সংহারে। নৈমিত্তিক ইহোচ্যতে
 মহাদাণ্ড্যং বিশেষান্তঃ স যদা যান্তি সঙ্করম্ ।
 প্রাকৃতঃ প্রতিলগ্নোহং কথ্যতে মুনিভির্বিজ্ঞাঃ
 আত্যন্তিকঃ প্রলয়ে জ্ঞানাদেব প্রজায়তে ।
 তচ্চ জ্ঞানং মহেশস্ত ভক্তিলভ্যমিতি ঋতিঃ ॥
 চতুর্ভুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে ভূতসঙ্করে ।
 অনারুণীভূতস্তীত্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥১৩
 বৃক্ষস্তম্বলতাঃ সর্বা পৃথিব্যাঃ যান্তি সঙ্করম্ ।
 গভস্তমালী ভগবানথ সপ্তরথোহভবৎ ॥
 রশ্মিভিঃ সাগরাস্তাংসি তদা পিবতি ভাস্করঃ ॥
 দীপ্তাশ্চ রশ্ময়ন্তেন ভবন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 ভবন্তি সূর্যাঃ সপ্তৈতে সর্বতো রশ্মিসঙ্কলাঃ ॥
 তেষাং রশ্মিপ্রতাপেন দৃষ্টা ভবতি মেদিনী ।
 স্বীপৈশ্চ পর্বতেঃ সার্বং সাগরৈশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ
 সূর্য্যতেজোহগ্নিদক্ষানঃ ভূতানাঞ্চ পরম্পরম্ ।

একষ্মণজাতানামগ্নিরেকস্ততোহভবৎ ॥১৮
 জালাভিরখিলং বিশ্বং নির্দ্বিহত্যাণ্ড পাবকঃ ।
 স দৃষ্টা পৃথিবীঃ সর্বাঃ রুদ্রতেজোবিজুস্তিতঃ ।
 দিবং দন্ধুথ পাতালং দন্দহীতি দ্বিজোত্তমাঃ ।
 উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্ত শতযোজনমায়তাঃ ॥ ২০
 তেজসা তন্ত কালাগ্নেরগ্নিঃ সংবর্তকঃ স্বয়ম্ ।
 দন্ধু স চতুরো লোকান্ স যক্ষোরগরাক্সান্
 তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ সর্বং জগদেতৎ প্রকাশতে
 উত্তিষ্ঠন্তে ততো মেঘান্তড়িভিঃ সমস্ততঃ ॥২২
 সংবর্তকোপমাঃ সর্বে নানাবর্ণা ভয়ঙ্করাঃ ।
 জায়ন্তে ভাস্করাদ্ঘোরা রাবিণো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥
 ততো বর্ষং প্রমুঞ্চন্তি বিস্মৃভগজসন্নিভৈঃ ।
 ব্রহ্মণা প্রেরিতা রুষ্টির্জায়তে শতবার্ষিকী ॥২৪
 জলৌঘৈর্নাশমায়াস্ত তদা কল্লান্তপাবকাঃ ।
 স্বীপৈশ্চ পর্বতৈর্ভূক্সা পৃথিবী পৃথ্যতে জলৈঃ ।
 বিলীয়তে ধরা চৈব সর্বা এব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২

আত্যন্ত । জগতে প্রতিদিন যে ভূতকর,
 তাহাই নিত্য প্রলয় ; কল্লান্তে যে ভূতসংহার
 হয়, তাহা নৈমিত্তিক প্রলয় ; মহত্তর হইতে
 স্থূল-ভূত পর্য্যন্ত সমুদয়ের যে কয়প্রাণি,
 তাহা প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়
 জ্ঞানসাধ্য (তত্ত্বজ্ঞান হইলে অবিজ্ঞা ও
 অবিজ্ঞাকর্ষ তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে চিরদিনের
 জন্য বিনষ্ট হয়, সেই বিনাশই আত্যন্তিক
 প্রলয়) । সেই জ্ঞান শিবভক্তিসাধনে লভ্য,
 ইহা ঋতিবাক্য । চতুর্ভুগসহস্র অবসানে
 ভূতকরকাল উপস্থিত হইলে, শতবর্ষব্যাপিনী
 তীত্র অনারুণী হইয়া থাকে ; পৃথিবীর তরু,
 লতা, গুল্ম বিনষ্ট হয় ; ভগবান্ গভস্তমালী
 ভাস্কর, তখন সপ্তরথী হইয়া, রশ্মিজাল দ্বারা
 সাগরজল শোষণ করেন । হে মুনিপুঙ্গব-
 গণ ! তৎকালে তাঁহার রশ্মিজাল প্রদীপ্ত
 হয়, সপ্তরথের সপ্তসূর্য্যই সর্বতোভাবে
 রশ্মিসঙ্কুল হইয়া থাকেন । তাঁহাদের রশ্মি-
 প্রভাবে শৈল-সাগরদ্বীপ-সহিত সমগ্র ভূম-
 গুল দগ্ধ হইয়া থাকে ; সূর্য্যতেজঃপাবক-

দহমান ভূতগণ পরস্পর ব্যবধানশূন্য হও-
 যাতে এক অগ্নিই (পৃথিবীব্যাপ্তি) হইয়া
 থাকেন । সেই পাবক শিখাসমূহ দ্বারা
 নিখিল-জগৎকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া কেলেদ ।
 রুদ্রতেজোবিজুস্তিত কৃশাস্ত্র সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ
 করিয়া স্বর্গ ও পাতাল দগ্ধ করিয়া থাকেন ।
 তাঁহার শতযোজন বিস্তৃত শিখা-জাল
 উথিত হয় । ১—২০ । সেই কালানলতেজঃ-
 সঙ্কীর্ণিত স্বয়ং সংবর্তক অনল, যক্ষ-রাক্স-
 পন্নগসহস্রত চতুর্লোক (মহালোক পর্য্যন্ত)
 দগ্ধ করেন । তখন এই নিখিল জগৎ
 তপ্ত লৌহপিণ্ডের স্তায় প্রতিভাত হইয়া
 থাকে । তৎপরে সূর্য্যমণ্ডল হইতে ঘোর-
 গর্জ্জন চপলাবিলসিত, সংবর্তকসদৃশ, নানা-
 বর্ণ, ভয়ঙ্কর জলদজাল উথিত হয় । তাহার
 ব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া, শত বৎসর গজগুণাকৃতি
 দ্বারা রুষ্টি করিয়া থাকে । তখন কল্লান্ত-
 পাবক জলরাশি দ্বারা নান প্রাণ্ত হয় । দীপ-
 পর্বতযুক্তা পৃথিবী জলপূর্ণা হইয়া থাকেন ।
 হে দ্বিজোত্তমগণ ! তখন সমগ্র পৃথিবী

তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যোগনিদ্রাং সমাস্বায় শেতে ধ্যানম্ মহেশ্বরম্ ।
 এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অতঃ শৃণুধ্বং বক্ষ্যামি প্রাকৃতঃ প্রলয়ো যথা ॥
 কালগ্নিক্রোধো ভগবান্ পরাধ্বিত্যয়ে গতে ।
 ব্রহ্মাণ্ডং ভস্মসাৎ কুহ্ম তাণ্ডবঃ নাট্যমাস্থিতঃ ।
 পীত্বা তৎপরমানন্দং সমালোক্য গিরীন্দ্রজাম্ ॥
 একা সা পরমা শক্তির্নিত্যা হৈমবতী শিবা ।
 এক এব মহাদেবস্তয়োৰ্ভেদো ন বিদ্যাতে ॥২৯
 তিষ্ঠত্যেকা তদা তস্মিন্নেক এব মহেশ্বরঃ ।
 পার্শ্বত্যা পরয়া শক্ত্যা নাত্তঃ কশ্চিদিতি ঋতিঃ
 সহস্রশীর্ধা পুরুষঃ সহস্রাক্রান্তদ্রৌধরঃ ।
 সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রচরণঃ শিবঃ ॥ ৩১
 সহস্রবাহুবিশ্বাত্মা ত্রিশূলী দীপ্তলোচনঃ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনঃ পরব্রহ্মতমুঃ শিবঃ ।
 দন্ধা ব্রহ্মাদিকং বিশ্বং স্বতেজস্বাধিতীৰ্ঠতি ॥ ৩২
 পৃথিবী বিলয়ং যাতি স্তম্ভগৈরপ্সু সংযুতা ।

দ্রবীভূত হইয়া যায়। সেই ঘোর একার্ণবে
 দেবদেব ব্রহ্মা, শিবধ্যান করত যোগনিদ্রা
 অবলম্বনপূর্বক শয়ান হন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ! ইহাই নৈমিত্তিক প্রলয়। অনন্তর
 প্রাকৃত প্রলয় বলিতেছি শ্রবণ কর; পরাধ্বি-
 ত্যীয় কাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ অতীত
 হইলে, ভগবান্ কালগ্নি-ক্রোধ, ব্রহ্মাণ্ড ভস্মী-
 ভূত করিয়া, পার্শ্বতীকৈ অবলোকন ও পরমা-
 নন্দ আশ্বাদন করত তাণ্ডব-নৃত্য করিতে
 থাকেন। একমাত্র হিমালয়নন্দিনী পরমা-
 শক্তি শিবা নিত্য; একমাত্র মহাদেবই
 নিত্য; তাঁহাদের উভয়ের ভেদ নাই।
 তখন এক শক্তি আর একমাত্র মহেশ্বরই
 থাকেন। পরমা শক্তি সহস্রত মহেশ্বর ভিন্ন
 আর কাহারও সত্তা তখন থাকে না, ইহা বেদ
 বাক্য। ২১—৩০। সহস্রশীর্ধা, প্রাপ্তসহস্রচক্ষু,
 সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সহস্রাকৃতি, ত্রিশূলধারী,
 দংষ্ট্রাকরালমুখ, বিশ্বাত্মা পুরুষ, দৈবর, পরব্রহ্ম-
 ময় শিব, ব্রহ্মাদি বিশ্ব দত্ত কারিয়া, স্বীয় তেজে
 অধিষ্ঠিত হন। স্তম্ভ-সংযুতা পৃথিবী জলে

জলময়ী লয়ং যাতি বায়ৌ তেজস্ক লীয়তে ।
 ব্যোম্মি বায়ুর্লয়ং যাতি ভূতাদৌ ব্যোম লীয়তে
 ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি তেজসে যাস্তি সক্ষয়ম্ ॥
 বৈকারিকে দেবগণাঃ প্রলয়ং যাস্তি সন্তম্বাঃ ।
 অহঙ্কারো লয়ং যাতি মহাত্ত্রিবিধং যঃ ॥ ৩০
 মহন্তস্বং লয়ং যাতি বিরিক্ষৌ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 অবাক্তে নিলমন্তস্ত ব্রহ্মণঃ পদ্মজয়মঃ ॥ ৩৬
 এবম্ভূতৈশ্চ তত্ত্বানি সংহত্য ভগবান্ধ্রিবঃ ।
 আন্তে স ভগবনেকো ন দ্বিতীয়োহস্তি কচন
 ইচ্ছয়া পার্শ্বতীশস্ত প্রলয়ো নাত্তথা দ্বিজাঃ ।
 ব্রহ্মাদীনাং পুনঃ সৃষ্টিরিত্যাহস্তব্দদর্শনঃ ॥ ৩৮
 তদন্তোব শক্তয়ান্ত্যেষা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।
 সর্বস্বাদর্শকস্তাত্মা শূলপাণিরিতি ঋতিঃ ॥ ৩৯
 একমেব মহাদেবং বদন্তি বহুধা জনাঃ ॥ ৪০
 ব্রহ্মাণঃ শাস্ত্রিণং ক্রতুং বায়ুমিস্রং রবং শশিদ্

লীন হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু
 আকাশে এবং আকাশ ভূতাদি অহঙ্কারে,
 (পঞ্চতমাত্র লয়ক্রমে) লীন হয়। ইন্দ্রিয়-
 সমূহ তৈজস অহঙ্কারে, দেবগণ সান্তিক
 অহঙ্কারে এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার মহন্তস্ব লীন
 হয়। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মহন্তস্বের ব্রহ্মাতে
 আর পদ্মজন্ত ব্রহ্মার প্রকৃতিতে লয় হয়।
 ভগবান্ শিব এইরূপে ভূতগণের সহিত
 সকল পদার্থ সংহার করিয়া একমাত্ররূপে
 থাকেন, দ্বিতীয় কেহ থাকে না। হে দ্বিজ-
 গণ! পার্শ্বতীকান্তের ইচ্ছাতেই প্রলয় হয়,
 অন্য প্রকারে হয় না। ব্রহ্মাদির পুনর্বার
 সৃষ্টি হয় না। তব্দর্শনগণ ইহা বলিয়া
 থাকেন। সেই শিবেরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 মহেশ্বর এই তিন শক্তি। শূলপাণি সেই
 মূর্তি বা শক্তিভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বেদে ইহা
 কথিত হইয়াছে। ভেদদর্শী লোকে এক
 মহাদেবকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ক্রতু, বায়ু, ইন্দ্র,
 রবি, শশী, অগ্নি, যম, বরুণ এবং নানাবিধ
 ব্যক্তি ইত্যাদি বহুপ্রকারে কীৰ্ত্তন করিয়া
 থাকে। সর্বশক্তিময় ভগবান্ শক্তর শিবই
 সেই সেই রূপ অবলম্বনপূর্বক সকলকে কল-

অগ্নিঃ যমঞ্চ বরুণঃ জনং ভেদদৃশো জনাঃ ॥৪১॥
 তত্তজ্জগৎ সমাহ্বায় ভগবান্বেব শঙ্করঃ
 কলঃ দদাতি সর্বেষাং সর্বশক্তিময়ঃ শিবঃ ॥৪২॥
 তন্মাং সর্বান পরিত্যজ্য যজ্ঞেদেকং মহেশ্বরম্
 আদিমধ্যান্তরহিতং নির্লিপং তমসং পরম্ ॥৪৩॥
 ক্রমেণ লভ্যতে হৃদয়ে বাঃ মুক্তিরারামধনে দ্বিজাঃ
 আরাধয়ন্ মহেশং তং তস্মিন্ জন্মানি মুচ্যতে ॥
 এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যথাবৎ প্রতিসংকরঃ ।
 যদীরিতং ভগবতা কিমন্তু ছোতুমিচ্ছত ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো হৃত-
 শৌনকসংবাদে নিত্যানৈমিত্তিক প্রাক-
 তাত্ত্বিক প্রতিসংকরকথনং নাম
 ত্রয়স্তিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচঃ

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশা মনস্তরাণি চ ।
 বংশানুচরিতকৈব জ্ঞাতং সর্বমশেষতঃ ॥ ১ ॥
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামশ্চরিতং ত্রিপুরদ্বিধিঃ ॥ ২ ॥

দান করিয়া থাকেন। অতএব সকলকে
 পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সদাশিবকে পূজা
 করিবে। তিনি আদি-মধ্য-অন্তরহিত,
 নির্লিপ এবং তমোমীত। হে দ্বিজগণ!
 অতঃ দেবতা আরাধনায় ক্রমে মুক্তিলাভ হয়;
 আর মহেশ্বরের আরাধনায় সেই জন্মেই
 মুক্তিলাভ হয়। হে বিপ্রগণ! ভগবান্
 স্বর্ঘ্য যে রূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে এই
 আপনাদিগের নিকট প্রলয়ব্যাপার কীৰ্ত্তন
 করিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা
 করেন? ৩১—৪৬

ত্রয়স্তিশো অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ,
 মনস্তর এবং বংশসম্ভূতগণের চরিত্র সমস্ত
 সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ত্রিপুরা

পুরাণি ত্রীণি ভগবান্ দদাহ স কথং পুরা ।
 লীলায়ৈবেষু গৈকেন স্মৃত নো বদ কৌতুকম্
 স্মৃত উবাচ
 শৃণুধ্বমুযয়ঃ সর্বৈ চরিতঃ শূলপাণিনঃ ।
 যথৈরিতং ভগবতা শ্রুয়ৈণ মনবে পুরা ॥ ৪
 শৃণুতাং সর্বপাপহ্নং সর্বদুষ্টনিবারকম্ ।
 যন্তং সর্বাপদাং হন্তু শ্রোত্রপীযুষমুত্তমম্ ॥ ৫
 তারকো নাম যো দৈত্যো নিহতঃ শক্তিপাণি
 আসন্ স্তুতান্নয়ন্তু ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যদর্পিতাঃ
 বিদ্যাম্বালী তারকাখ্যঃ কমলাখ্যো মহাবলঃ ॥
 তেপুস্তপো মহাঘোরং দানবাঃ প্রিয়কাম্ভয়া ।
 যমৈশ্চ নিয়মৈর্গুক্তা বভুবুরনিলাশনাঃ ॥ ৭
 শ্রীতশ্চতুর্গুণস্তেবাং প্রদদৌ বরমুত্তমম্ ।
 দেবানুস্রাব্যঃ সর্বেষামবধ্যতঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥
 পুনঃস্তরমরেশ্বতঃ যাচিভঃ পদ্যসম্ভবঃ ॥ ৯
 বরমন্তং দৈত্যবধ্যা কুণীধঃ মনসেপ্সিতম্ ।

‘রারির চরিত্র শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি
 হে স্মৃত। পূর্বেকালে ভগবান্ শিব বি
 প্রকারে এক শরে লীলাক্রমে পুরাত্ন দৈ
 ক্রিয়্যাছিলেন; তাহা বলুন, আমরা কুতূহলী
 হইয়াছি। স্মৃত বলিলেন,—হে ঋষিগণ
 ভগবান্ স্বর্ঘ্য মহাকে পূর্বেকালে যাহা বলিয়া
 ছিলেন, সেই শূলপাণি-চরিত্র আপনারা
 সকলে শ্রবণ করুন। এই শিবচরিত্র শ্রবণ-
 কার্যই পাপনাশক, সর্বদুষ্ট নিবারক,
 সর্ববিপৎ সংযমনকারী এবং কি উত্তম
 কর্ণায়ত! কার্ত্তিকেশ তারক নামে যে
 দৈত্যকে বিনষ্ট করেন, তাহার তিন
 পুত্র ছিল; তাহারা ত্রৈলোক্যের আধি-
 পত্যলাভে দর্পিত হইয়াছিল। মহাবল
 বিদ্যাম্বালী, তারকাখ্য এবং কমলাখ্য *
 দানব প্রিয়কামনায় যমনিয়মগুক্ত ও পবনা-
 হারী হইয়া মহাঘোর তপস্তা করিতে লাগিল।
 ১—৭। হে দ্বিজোত্তমগণ! ব্রহ্মা শ্রীত
 হইয়া, তাহাদিগকে সর্ব-দেবানুস্রের অব-
 ধ্যাক্রপ উত্তম বর প্রদান করিলেন। সেই
 পুরাণান্তরে মম নামে প্রসিদ্ধ

দাশ্মামি তদহং কিপ্রমিতি ব্রহ্মাববৌৎ পুনঃ ॥১৮
অক্রবংস্তে বচ্যৈবোং মিথঃ কমলসম্ভবম্ ।
পুরাণি জ্ঞৌণি লোকেশ রচয়িত্বা বয়ং সদা ।
জ্ঞৌলৌকান বিচরিয়ামস্তুতো লক্ষবরা বিভো ॥
ততো বর্ষসহস্রে তু সমেষায়ামঃ পরম্পরম্ ।
একৌভাবঃ গমিযাস্তি পুরাণি চ সুরোত্তম ॥১৯
যদা সমেতান্তেতানি যো হস্তান্তগবংস্তদা ।
একেনৈববেষুণা দেব স নো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥২০
এবমস্তি তাহুকা ব্রহ্মান্তর্দানমাপ্তবান্ ।
ক্বেষাং ময়স্ত ক্রমশচক্রে জ্ঞৌণি পুরাণাথ ॥ ২১
পৃথিব্যামায়সস্তাসৌজাতং গগণাক্রমে ।
স্বর্গে তু কাঞ্চনময়সুরাণাং পুরং দ্বিজাঃ ॥ ২২
বিস্তারায়ামতন্তেষাং যোজনানাং শতং তবেৎ
আয়সং ৪৭ পুরং দিব্যং বিদ্যামালেন্তদাভবৎ ।
রাজতং তারকাথাস্ত কমলাথাস্ত কাঞ্চনম্ ॥২৩

অসুরজয় ব্রহ্মার নিকট অমররাজত্বও
প্রার্থনা করিল, তাহাতে ব্রহ্মা বলিলেন,—
হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! অস্ত্র মনোমত বর প্রার্থনা
কর, তাহা আমি শীঘ্রই দিব। তখন তাহারা
পরস্পর বিচার করিয়া, ব্রহ্মাকে বলিল,—
হে বিভো! হে লোকেশ! আমরা পুরজয়
রচনা করিয়া, ত্রিলোক বিচরণ করিব। আর
হে অুরশ্রেষ্ঠ! সহস্র বর্ষ গতে আমরা পরস্পর
মিলিত হইব, পুরজয়ও মিলিত হইবে। হে
ভগবন! পরস্পর মিলিত পুরজয়কে যিনি
এক শরে বিনাশ করিতে পারিবেন, তিনিই
আমাদের মৃত্যুস্বরূপ হইবেন। এই বর
প্রদান করুন। ব্রহ্মা “তথাহু” বলিয়া অন্ত-
হিত হইলেন। ময়-দানব ক্রমে তাহাদের
পুরজয় রচনা করিলেন। অসুরগণের
পৃথিবীস্থিত অর্থাৎ নিম্নস্থ নগর লৌহময়,
আকাশস্থিত অর্থাৎ মধ্যস্থিত নগর রজতময়
এবং স্বর্গস্থিত অর্থাৎ উপরিতলস্থ নগর
কাঞ্চনময় হইল। সেই সকল নগর দৈর্ঘ্য-
বিস্তারে শত যোজন হইল। দিব্য লৌহ-
ময় যে নগর বা পুর, তাহাই বিদ্যামানী
হইল, তারকাথের রজতময় এবং কমলা-

ময়স্ত তু গৃহং রম্যং পুরেষু ত্রিষু বিস্তৃতম্ ।
তজ্ঞাস্তে দানবঃ ক্রীমান্ দেবদানবপুঞ্জিতঃ ॥২৪
রম্যং পুরজয়ং রেজে ত্রৈলোক্যমিব চাপরম্ ।
বিমার্টনঃ সূর্য্যসঙ্কটৈঃ সমস্তাং পরিশোভিতম্
গজবাজিসমাকৌণং গোপুরাট্টালমভিতম্ ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ষৈর্দ্যব্যস্ত্রীভিবিরাজিতম্ ॥২৫
রহস্তায়তনৈর্দ্যবোরগ্নিহোত্রৈর্গৃহৈ গৃহৈ ।
বেদাধ্যায়নসম্পন্নৈঃ সমস্তাহুপশোভিতম্ ॥ ২৬
সর্বাঃ পতিত্রতান্তত্র দানবানাং স্ত্রয়ো দ্বিজাঃ
মহাদেবার্চনরতৈর্দানবৈরুপশোভিতম্ ॥২৭
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ শক্রাভ্যাস্তমুতাং গতাঃ ।
দৃষ্ট্বা দেবাস্তদৈর্ঘ্যং পুরাণাং দ্বিজসন্তমঃ ।
দেবাস্তন্তেজসা দম্বা বিষ্ণুঃ গদ্বৈদমক্রবন্ ॥ ২৮
দেবা উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্যাত্ময়প্রদ ।
পুরজয়ানুরভয়াস্তবাংস্তাতুমিহাইতি ॥ ২৯
এবং সুরাণাং বচনং শ্রুত্বা দানবমর্দনঃ ।

খোর সুবর্ণময় পুর হইল। ময়-দানবের
বিস্তৃত গৃহ নগরজয়েতেই থাকিল। তথায়
ক্রীমান্ ময়-দানব দেবদানবপুঞ্জিত হইয়া
বাস করিলেন। ৮—১০। সেই পুরজয় অপর
ত্রৈলোক্যের স্তায় শোভা পাইতে লাগিল।
সূর্য্যাস্ত্রিত বিমানরাজি, চতুর্দিকে হস্তী-
অশ্বসকুল-পুরদ্বার-অট্টালক-মণ্ডিত সেই
পুরজয়ের শোভা সম্পাদন করিল। সেই
পুরজয় সিদ্ধচারণ-গন্ধর্ষ ও দ্যব্যস্ত্রীপণ-
বিরাজিত এবং গৃহে গৃহে বেদাধ্যায়ন-মুখরিত
দ্যব্য অগ্নিহোত্র-গৃহ ও গুপ্ত-গৃহ দ্বারা পরি-
শোভিত হইল। হে দ্বিজগণ! তথায় দানব-
পত্নীরা সকলেই পতিব্রতা এবং দানবগণ
শিবপূজারত। তাহাদের তপস্ব্যপ্রভাবে
ইন্দ্রাদি দেবগণ হীন হইয়া পড়িলেন। হে
দ্বিজসন্তমগণ! দেবতারা পুরজয়ের ঐর্ঘ্য-
দর্শনে ও তেজে দম্ব হইয়া, বিষ্ণুর নিকট
গিয়া বলিলেন,—হে ত্রৈলোক্য-অত্ময়-প্রদ
দেবদেব জগন্নাথ! ত্রিপুরানুর-ভয় হইতে
আমাদিগকে আপনার রক্ষা করিতে আজ্ঞা

গোবিন্দচিন্তয়াস কিং কার্যমিতি চেতসা ॥

হস্ত্যব্যাক্তে কথং দৈত্য্য মহাদেবপরায়ণাঃ ।

হরতেজোহরিনির্দ্বিপাপান্তেহহ্র ন সংশয়ঃ ॥

ত্রৈলোক্যকার্মণ্যে যো হতা মহাদেবপরায়ণাঃ ।

কন্তুঃ নিহন্তা ত্রৈলোক্যে বিনা শস্তোরমুগ্রহাৎ

শক্তুপ্রসাদলেশেন খ্যাতোহস্মি ভুবনজয়ে ।

ব্রহ্মা চ দেবা দৈত্যাস্ত সিদ্ধাস্ত মুনয়স্তথা ৩০

মনযো ব্রাহ্মণাঃ সর্গা গন্ধর্বাঃ পিতরশ্চ যে ।

মাতরো ঞ্জয়কা ভূতাঃ পিশাচা মানবাস্তথা ৩১

ভগবন্তঃ মহাদেবমসম্পূজা জগজ্জয়ে ।

সিদ্ধির্মর্চ্চন্তি যে মূঢ়াস্তে শ্রুতঃশাস্তা ভাজনম্

তস্মাৎ তমীশমুগ্ৰেণ যজ্ঞেনেষ্টা সুরোত্তমম্ ।

হস্ত্যাব্য দানবা নুনমিত্যুকা কমলাপতিঃ ৩৩

যেরোকুন্তরতো গন্তা যজ্ঞেনাথ সদাশিবম্ ।

ইষ্টা বৈ রুদ্রভাগেণ ততো ভূতা বিনির্গতাঃ ।

নানামুধকরাঃ সর্গে ত্রৈলোক্যাদহনপ্রভাঃ ৩৪

ভূতাংস্তান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দেবো

নারায়ণোহব্রবীৎ ।

গত্বা পুরজয়ং শীঘ্রং দগ্ধা হতা মহাসুরান্ ।

নিঃশেষানসুরান কুত্বা পুনরাগন্তুমর্হথ ৩৫

অথ বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা ভূতবৃন্দা মহাবলাঃ ।

হরিং প্রণম্য প্রযবুস্তুর্যোগাৎ পুরজয়ম্ ৩৬

ভূতা ভয়ঙ্করা দৃষ্টা অযুতায়ুতকোটয়ঃ ।

পুবত্রমমুপ্রাপ্য বভূবুর্নষ্টচেতসঃ ৩৭

পরাজিতাস্ততো ভূতা দৈত্যৈঃ সন্মার্গবার্ভতিঃ

পুনরভ্যোত্যা শক্রাক্ষা দেবং নারায়ণং বিভূম্ ।

অক্রবঃস্নাহি ভগবান্নিজিতা ভয়বৎসলাঃ ৩৯

চিন্তয়ামাস তান্ দৃষ্ট্বা শক্রাদীন বিমূরযায়ঃ ।

ভবিষ্যতি কথং কার্যং দেবানামিতি সূত্রতাঃ ৪০

নাভিচারেণ নাশোহস্মি ধর্ম্মীঠানাং মহান্মনাম্

এতে দৈত্যা মহাভাগাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ৪১

শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়ানিষ্ঠা মহাদেবার্চনে রতাঃ ।

হয় । দানবমর্দন গোবিন্দ দেবগণের এই

কথা শুনিয়া 'কি কর্তব্য' মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন। সেই সকল দৈত্য

শিবপরায়ণ, শিবতেজোরূপ অনল দ্বারা

তাঁহাদের পাপরাশি নিশ্চয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে;

তাঁহাদিগকে নিহত করা যাটবে কি প্রকারে ?

যে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যহত্যা করিয়াও শিব-

পরায়ণ হয়, শিবের অমুগ্রহ ব্যতীত তাঁংকে

বধ করিতে পারে—জগতে এমন কে

আছে ? শক্তুর প্রসাদলেশেই আমি ত্রিভূ-

বনে খ্যাতিলাভ করিয়াছি; ব্রহ্মা, দেব,

দৈত্য, সিদ্ধ, মুনি, মনু, ব্রাহ্মণ, সর্গ, গন্ধর্ব্ব,

পিতৃ, মাতৃ, ঞ্জয়কা, ভূত, পিশাচ এবং মানব

ইহারা সকলেই (শিব-প্রসাদলেশেই বিখ্যাত)

ভগবান্ শিবের অর্চনা না করিয়া যাঁহারা

সিদ্ধি-অভিলাষী হয়, ত্রিজগতে তাঁহারা মূঢ়

এবং দুঃখভাগী। অতএব সেই সুরশ্রেষ্ঠ

ঈশ্বরকে উগ্রযজ্ঞে অর্চনা করিয়া তবে

দানবগণকে নিহত করিতে হইবে। কমলা-

পতি এই কথা বলিয়া সূর্য্যের উত্তর প্রদেশে

গমনপূর্ব্বক যজ্ঞে ক্রোধাংশ দ্বারা সদাশিবের

পূজা করিলেন। অনন্তর নানা অস্ত্রধারী,

ত্রৈলোক্যদাহি-প্রভাসম্পন্ন ভূতসমূহ নির্গত

হইল। ভূতগণকে প্রস্থিত দেখিয়া নারায়ণ-

দেব বলিলেন—শীঘ্র গিয়া ত্রিপুরদাহ, মহা-

সুরজয়-বধ এবং নিঃশেষরূপে অনুরসমূহের

নিধন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হও । ২০—৩৫। মহা-

বল ভূতসমূহ বিস্ময় এই কথা শ্রবণ করিয়া

হরিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ অনু-

সারে ত্রিপুর-যাত্রা করিল। অযুত অযুত কোটি

ভয়ঙ্কর দৃষ্ট ভূতবৃন্দ ত্রিপুরসন্নিধানে উপস্থিত

হইবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইল। অনন্তর সৎপথ-

বর্তী দৈত্যেরা ভূতগণকে পরাজয় করিল।

তখন পরাজিত ভীতিগ্রস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ

(যাঁহারা ভূতগণের সাহায্যার্থ যুদ্ধে গিয়া-

ছিলেন) পুনরায় আসিয়া শ্রুত্ব নারায়ণকে

বলিলেন,—ভগবন! রক্ষা করুন। যে

সুহৃৎগণ! অব্যয় বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে

অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

দেবগণের কার্য্য হইবে কিরূপে ? ধর্ম্মীঠ

মহান্মদিগের নাশ অভিচার দ্বারা হইবে

না; কেননা, মহাভাগ দৈত্যগণ সত্যব্রত-

মায়য়া মোহয়িত্ত্বৈব নিহন্তব্যা মহানুরাঃ ॥ ৪২
হনিষ্যে ত্রিপুরং সৰ্বমিতি সন্ধিত্য চেতসা ।
অন্যজন্মায়িনং শাস্তী স্বাস্ত্বেদেহানুনীষয়াঃ ॥ ৪৩
দৃষ্টপ্রত্যয়ক্কৃত্যং দদৌ বিষ্ণুঃ সুবিস্তরম্ ।
যস্মিহরীরমেবাশ্চা নাস্তি পারত্রিকৌ গতিঃ ॥ ৪৪
সংঘাতশ্চেতয়ত্যেব সুরায়্য মদশক্তিবৎ ।
অপহৃত্য পরজ্ঞবাং কামস্তেনৈব সেবাতে ॥ ৪৫
শাস্ত্রং তদুপদিষ্টেব ত্রিপুরং প্রতি স্মৃত্যতঃ ।
প্রেমরাসামস ভং বিষ্ণুঃ সোহপি মায়ী তদা যযৌ
পুরজয়ং প্রাশ্চিত্য দানবা মোহিতাস্তদা ।
ততাজুর্ধৈদিকং কৰ্ম ভবে ভক্তিকং শাস্ত্রতীৰ্ণম্ ।
পাতিত্বত্যং বিহায়ৈব স্বরিয়্যশ্চ শ্রিয়স্তদা ॥ ৪৮
পরায়ণ, শ্রোত-স্মার্ত-ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং শিব-
পূজারত। মায়ার মোহিত করিয়াই এই
মহানুরদিগকে নিহত করিতে হইবে। হে
মুনিশ্রেষ্ঠগণ! “সমগ্র ত্রিপুর নিহত করিব”
এই চিন্তা করিয়া বিষ্ণু নিজ শরীর হঠতে
মায়ী পুরুষের সৃষ্টি করিলেন। বিষ্ণু অদৃষ্ট-
বিশ্বাসনাশক বিস্তৃত শাস্ত্র ভাঁহাকে দিলেন।
“শরীরই আশ্রা, পারত্রিক গতি নাই, সুরার
মাদকতা শক্তির জায় * মিলিত ভূতসমূহ
হইতে চৈতন্ত আবির্ভূত হয়। পরজব্য
অপহরণ করিয়া তদ্বারা কামসেবা কর্তব্য”
যে শাস্ত্রে এই সব কথা আছে, হে স্মৃত-
গণ! ত্রিপুরে সেই শাস্ত্র উপদেশ করিবার
জন্ত বিষ্ণু মায়ীকে প্রেরণ করিলেন।
মায়ীও তখন তথায় গেলেন। ত্রিপুরে
প্রবেশ করিয়া মায়ী, দানবগণকে মুগ্ধ করি-
লেন; দানবেরা বৈদিক কৰ্ম ও পরম্পরাগত
শিবভক্তি পরিত্যাগ করিল। দানব-
রমণীগণ পাতিত্বত্যাগ করিয়া স্বৈরিণী

* ততুলে বা গুড়ে মাদকতা না
থাকিলেও মিলিত হইয়া সুরারূপে পরিণত
করিলে তাহার মাদকতা হয়। এইরূপ
পৃথিবী জল ইত্যাদি পদার্থের চেতনা না
থাকিলেও শরীররূপে পরিণত হইলে,
তাহাতে চৈতন্তসঞ্চায় হয়।

নারদোহপি যযৌ তত্র স্বশিষ্যোঃ সহিতো মুনিঃ
মায়ারূপং সমাশ্রয় নিয়োগাক্রমিকণো দ্বিজাঃ ॥
দ্বিরো দৃষ্টকলার্থিত্তো দৈত্য্য দৃষ্টকলার্থিনঃ ।
বভূবুৰূপদেশেন নারদস্ত মহান্বনঃ ॥ ৫০
পাষণ্ডমার্গভূয়িত্তা বেদমার্গবিবাক্কতাঃ ।
শিবার্চনপরিভ্রষ্টাঃ সজ্জাতা দানবাস্তদা ॥ ৫১
এবং স ভগবান্ বিষ্ণুর্মায়ারূপধরো বিভূঃ ।
অধর্ম্যবহলং কৃত্বা ত্রিপুরং মুনিপুসবাঃ ॥ ৫২
মহাদেবমহুপ্রাপ্য শরণং সৰ্বদেহিনাম্ ।
তুষ্টাব স্তোত্রবর্ষণে ভগবন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৫৩
দণ্ডবৎ প্রাণপত্যাহ জলে হস্তা সমাহিতঃ ॥ ৫৪
নমঃ সৰ্বান্বনে তুষ্ট্যং শক্তরায়ার্তিহারিণে ।
কুদ্রায় নীলকণ্ঠায় কজ্জদ্রায় প্রচেতসে ॥ ৫৫
গতিস্তং সৰ্বদাস্মাকং নাস্তদেবার্যমর্দনং ।
স্বমাদিষ্মনাদিষ্মনস্তশ্চাক্ষয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৫৬
প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সাক্ষাদ্ভ্রষ্টা হর্ষা জগদ্ভুজঃ ।
জাতা নেতা জগত্যশ্মিন্ দ্বিজাদীন দ্বিজবৎসলঃ

হইল। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুর আদেশে
নারদ মুনিও মায়ারূপ অবলম্বন করিয়া শিষ্য-
গণ সমভিব্যাহারে ত্রিপুরে গমন করিলেন।
মহাশ্রা নারদের উপদেশে ত্রীলোকেও
প্রত্যক্ষ-কলাভিলাষী হইল, পুরুষেরাও
প্রত্যক্ষ কল কামনা করিতে লাগিল। তখন
দানবগণ পাষণ্ডমার্গবহল, বেদমার্গভ্রষ্ট এবং
শিবপূজাপরায়ণ হইল। হে মুনিপুঙ্গবগণ!
ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু ত্রিপুরে মায়ারূপে অধর্ম-
বাহুল্য সম্পাদন করিয়া সৰ্বদেহিরক্ষক মহা-
দেবের শরণাপন্ন হইয়া উত্তম স্তোত্রে ভাঁহার
স্তব করিতে লাগিলেন। ৩৬—৫৩। বিষ্ণু
দণ্ডবৎ প্রাণত ও জলে অবস্থিত হইয়া
একাগ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—আপনি
সৰ্বাস্রা, আর্তিহারী কুদ্র, নীলকণ্ঠ প্রচেতা
শক্তর; আপনাকে নমস্কার। হে অনুরমর্দন!
আপনিই আমাদের নিত্য উপায়। আপনি
আদি অনাদি, আপনি অনন্ত অক্ষয় প্রভু।
আপনি প্রকৃতি, পুরুষ, সাক্ষাৎ ভ্রষ্টা, হর্ষা
এবং জগতের ভুজ। আপনি দ্বিজবৎসল;

বরদো বায়সো বাচ্যো বাচ্যবাচকবর্জিতঃ ।
 ধোয়ো মুক্ত্যর্থমীশানো যোগিভির্যোগবিস্তমৈঃ
 হংপুণ্ডরীকশিবিরে বোগিনাং সংস্থিতঃ সদা ।
 বদন্তি সুর্যঃ সন্তঃ পরব্রহ্মবরুণিণম্ ॥ ৫১
 ভবন্তঃ তবমিত্যাহন্তেজোরশিঃ পরাংপরম্ ।
 পরমাত্মানমিত্যাহরশ্মিন্ জগতি যস্থিভো ॥ ৬০
 দৃষ্টঃ ক্ষতঃ স্থিতঃ সর্বঃ জায়মানঃ জগদ্বত্তরো ।
 অণোরহন্তঃ প্রাহর্ষহতোহ'প মহন্তরম্ ॥ ৬১
 সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোহকিশিরোমুখম্ ।
 মহাদেবমনির্দেহ্যঃ সর্বজঃ ভামনাময়ম্ ॥ ৬২
 বিশ্বরূপঃ বিরূপাকঃ সদাশিবমমৃতমম্ ।
 কোটিভাস্করসঙ্কাশঃ কোটিলীতাঃ সস্মিতম্ ॥
 কোটিকালাগ্নিসঙ্কাশঃ বদ্বিংশাঙ্গকমীশরম্ ।
 প্রবর্তকঃ জগত্যাশ্মিন প্রকৃতেঃ প্রপিতামহম্ ॥
 বদন্তি বরদং দেবং সর্বাংবাসং স্বয়ম্ভুৱম্ ।
 ক্ষতয়ঃ ক্ষতিসারং ত্বাং ক্ষতিসারবিদশ্চ যে ॥

এ জগতে দ্বিজাতির ত্রাতা এবং নেতা—
 আপনি। আপনি বরদ, বায়স, বাচ্যবাচক-
 বর্জিত অথচ বাচ্য; আপনি ঈশান, যোগ-
 বিস্তম, বোগিগণ মুক্তির জন্ত আপনাকে
 ধ্যান করিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ আপনাকে
 হংপুণ্ডরীকশিবিরে বলিয়া থাকেন।
 আপনাকেই তাঁহার তেজোরশি পরাং-
 পর তব বলিয়া নির্দেশ করেন। হে জগদ-
 বত্তরো! বিতো! এ জগতে যাহা দৃষ্ট,
 ক্ষত, স্থিত এবং উপপাদ্যমান, তৎসমস্তের
 পরমাত্মা বলিয়া আপনিই কথিত হন।
 জ্ঞানিগণ বলেন, আপনি অণু হইতে অণু-
 তর, মহান হইতে মহন্তর; আপনার কর-
 চরণ সর্বাংশে; আপনার চক্ষুঃ মস্তক মুখ
 সর্বাংশে; আপনি মহাদেব, অনির্দেহ্য, সর্বজ
 এবং অনাময়। আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক,
 অমৃতম সর্বাশিব; আপনি কোটিস্রুয়া-সদৃশ,
 কোটিচক্রেগরিত; আপনি কোটি কালানল-
 তুল্য, বদ্বিংশ তব ঈশ্বর। এজগতে আপনি
 প্রকৃতির প্রবর্তক ও প্রপিতামহ (পিতা-
 মহেশ্বর জনক)।” জ্ঞানিগণ আরও বলেন,

অদৃষ্টমস্মাভিরনেকমুখে
 বিধা কৃতং যন্তবতা হু লোকে ।
 তদেব দৈত্যাসুরভূসুরাশ্চ
 দেবাসুরাঃ স্বাবরজ্জন্মশ্চ ॥ ৬৬
 পাহি নাত্মাগতিঃ শস্তোবিনিহত্যানুরান কণাং
 মায়া মোহিতাঃ সর্কে দৈত্যান্তে পরমেশ্বরঃ ॥
 যথা তরঙ্গাঃ শকরীসমূহা
 যুধ্যন্ত চাত্তোন্মপাংনিধৌ তু ।
 জড়াশ্রাদেব জড়ীকৃতশ্চ
 সুরাসুরাস্ত দ্বিজয়ে হি সর্কে ॥ ৬৮
 সূত উবাচ ।
 য ইমং প্রাকৃতখ্যে শুচির্ভূষা পঠেত্তরঃ ।
 শৃণুয়াৎ স্তবং পুংঃ সর্বান কামানবাগুয়াৎ ৬৯
 এবং শস্তো মহাদেবো রুজ্জাপ্যেন চক্রিণা
 নন্দদত্তকরঃ শত্ৰুঃ স্বয়ং বচনমব্রবাৎ ॥ ৭০
 ঈশ্বর উবাচ ।
 যুগ্মংকথ্যং ময়া জাতং বিকোর্নান্যাবলং তথা ।

“আপনি বরপ্রদ, সর্বাংবাস, স্বয়ম্ভু।” ক্ষতি
 ও ক্ষতিসারবিৎ জ্ঞানিগণ, আপনাকে ক্ষতির
 সারাংশ বলিয়া নির্দেশ করেন। হে
 অনেকমূর্ত্তে। আমরা দেখি নাই বটে; কিন্তু
 আপনি জগতে যে দুই ভাগ (দ্বীপকৃষ)
 করিয়াছেন, তাহাই দৈত্য (সাধারণ)
 অসুর এবং ব্রাহ্মণ, তাহাই দেবতা ও
 বিশেষ অসুর স্বাবর-জন্ম ও তাহাই। হে
 শস্তো! অসুরগণকে কণমধ্যে নিহত করিয়া
 (আমাদিগকে) রক্ষা করুন, অস্ত্র উপায়
 নাই। হে পরমেশ্বর! দৈত্যগণ সকলেই
 মায়ায় মোহিত হইয়াছে। যেমন সাগরে
 ভরজাশ্রিত শকরীসমূহ, পরস্পর যুদ্ধ করে,
 সেইরূপ জড়ের আশ্রয়ে জড়ীকৃত দেবা-
 সুরগণ পরস্পর জয়ার্থ পরস্পর যুদ্ধ করে।
 ৫৪—৭০। সূত বলিলেন,—যে মানব প্রাতঃ-
 কালে উঠিয়া শুদ্ধ হইয়া এই পরিজ্ঞ স্তব পাঠ
 বা শ্রবণ করে, তাহার সর্বাভীষ্টপ্রাপ্তি
 হয়। বিষ্ণু রুদ্রমহা বাহ্য শিবকে এই-
 রূপ স্তব করিলে, শিব নন্দীর উপর

ত্রিপুরে চৈব যদ্ব্যন্তমসুৱাণাং সুৱোত্তম ॥ ৭১
সৰ্বে গন্তসমাচারা বেদধৰ্ম্মবিনিদ্দকাঃ ।
দানবাস্তে যতো জাতাস্তস্মাদ্বধ্যা ময়া তথা ॥ ৭২
এবমুকা মহাদেবঃ সোমঃ স্কন্দেন নন্দিনা ।
গণেশরৈশ্চ সাহিতোদ্যিবাং ভবনমাবিশ ॥ ৭৩
অথ ব্রহ্মাদয়ো দেবা দ্বারমাশ্রিত্য তুষ্টুগুঃ ।
ততো গণাগ্রীগীর্দী শূলহস্তো বিনির্গতঃ ॥ ৭৪
আজ্ঞয়া দেবদেবস্ত তং দৃষ্ট্বা দেবতাগণাঃ ।
তুষ্টুবিবিধৈঃ স্তোত্রৈরভীষ্টার্থপ্রদায়িনম্ ॥ ৭৫
ববষুঃ পুষ্পবর্ষণি নন্দিনো মুক্তিং খেচরাঃ ।
নিয়োগাধ্বজ্ঞাঃ সৰ্বে নন্দী তুষ্টস্তদাভবৎ ॥ ৭৬
ইতি ত্রীকল্পপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্ত-
শৌনকসংবাদে বিদ্যাম্মালিতারকাধ্য-কম-
লাধ্যতপ-আদিকথনং নাম চতুঃ-
শোধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

• হস্ত তন্ত করিয়া এই কথা বলিতে
লাগিলেন,—তোমাদের কার্য্য, বিষ্ণুর মায়াবল
এবং ত্রিপুরের বাহা ঘটিয়াছে, তাহা—হে
দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি বিদিত আছি! সকল
দানবেরাই সদাচারভ্রষ্ট ও বেদ-ধৰ্ম্মনিদ্দক-
হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তাগারা আমার
বধ্য হইয়াছে! উমা-সমভিব্যাহারী মহাদেব
এই কথা বলিয়া কার্তিকেয়, নন্দী ও গণনায়ক
দিগের সহিত দিব্য ভবনে প্রবেশ করি-
লেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, দ্বারে থাকিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর, গণাগ্রগণ্য
শূলপাণি নন্দী শিবের আদেশে বাহিরে
আসিলেন। দেবগণ, অভীষ্টার্থ-প্রদাতা
নন্দীকে দেখিয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব
করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের আদেশে আকাশ-
চারী দেবগণ, নন্দীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করি-
লেন; নন্দী সন্তুষ্ট হইলেন। ৭১—৭৪।

চতুঃশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথ নন্দীশ্বরঃ প্রাহ ব্রহ্মাদীন পরয়া মুদা ।
সসারথিং রথং শস্তোঃ সশরং কর্তুমর্হথ ।
রথাক্রুড়ে মহাদেবস্ত্রিপুরং সংহরিষ্যতি ॥ ১
অথ দেবাধিদেবস্ত নিষ্মিতো বিশ্বকর্মাণা ।
রথঃ পরমশোভাঢ্যাঃ সৰ্বদেবময়ঃ শিবঃ ॥ ২
সূর্য্যচন্দ্রৌ স্মৃতো চক্রে অরয়ঃ শশিনঃ কলাঃ ।
সুস্মারা দ্বাদশাদিত্যা নেম্যঃ ষড়্ভূতবঃ স্মৃতাঃ ॥
অন্তরিক্ষমভূৎ তস্ত পুত্রঃ মুনিপুন্দবঃ ।
মন্দরচাভবমোড়ঃ কুবরং কথয়াম বৎ ॥ ৪
উদয়ঃ দ্রিস্তথাস্তাগ্রিৱধিষ্ঠানমথোচ্যতে ।
মেকঃ কেশরশৈলশ্চ বেগঃ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
অয়নে মেঘলে প্রোক্তে চক্রয়োর্মুনিপুন্দবঃ ।
মুহূর্ত্তা বহুরাঃ শস্তা রথস্ত দ্বিজসন্তমঃ ॥ ৬
ষোণা কাঠাশ্চ বিজ্ঞেয়া অক্ষদণ্ডঃ কণা দ্বিজাঃ
কুধা নিমেষাঃ কথিতাঃ কলাটৈশ্চ লবাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৭

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সূত বলিলেন,—অনন্তর নন্দীশ্বর পরম
আনন্দে ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিলেন, শিবের
সারথি সমেত রথ এবং বাণ নির্মাণ করা
আপনাদের উচিত। মহাদেব সেই রথে
আয়োজন করিয়া (সেই বাণ দ্বারা) ত্রিপুর
নাশ করিবেন। তখন বিশ্বকর্মা দেবাধিদেব
শিবের পরম শোভাঢ্য সৰ্বদেবময় শুভ রথ
নির্মাণ করিলেন। সে রথের চক্রদ্বয় চন্দ্র-
সূর্য্য। শশি-কলা—অর, সুস্ম আর—
দ্বাদশ সূর্য্য। নেম—ছয় ঋতু। হে মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ! অন্তরীক্ষ সেই রথের পুত্র এবং
মন্দর-পর্ব্বত—রথমোড়, হইল। উদয়-পর্ব্বত—
রথকুবর, অন্তাচল—অধিষ্ঠান (বসিবার স্থান),
কেশরশৈল—মেক স্থান, সংবৎসর—রথবেগ,
উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন—চক্রমেঘলাঘয়, মুহূর্ত্ত
সকল—রথাদি, হে দ্বিজসন্তমগণ! কাঠা
সকল—রথাবয়ব-বিশেষ, কণাসমূহ—অক্ষদণ্ড

মুনয়ঃ শংসিতাত্মানো মাতরো লোকমাতরঃ ।
 সমস্তাদেবদেবস্ত কৃতাজ্জলিপুটা যয়ুঃ ॥ ২৩
 পুশ্চবর্ষাণি ববুযুঃ খেচরাস্তাচরণাস্থথা ॥ ২৪
 ভূমী পুরজয়ঃ হস্তঃ লক্ষকোটীগণৈর্বৃতঃ ।
 জগাম শত্কর্ণশ্চ গোকর্ণশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৫
 কুন্দদন্তো মহাকাশো ডিগ্ভী মুণ্ডী গণেশ্বরঃ ।
 শতজিহ্বঃ সহস্রাক্ষো বীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ২৬
 শিবাখ্যো বিশিখশ্চৈব তথা পঞ্চশিখো মহান্
 শতাস্ত্রষ্টকহস্তশ্চ পিশাচীশঃ পিনাকধৃক্ ॥ ২৭
 এতে চাত্তে চ বহবো গণানাম্ লক্ষকোটয়ঃ ॥
 সমস্তাং পরিবার্যোশং ত্রিপুরং হস্তমুদাতাঃ ॥ ২৮
 অথ বিরিক্শ্ময়্যাবিরিভাবনু-
 প্রভৃতিভিন্তপাদদীপ্যাক্রমঃ ।
 সহ তদা হি জগাম তয়াস্বরা
 সকললোকহিতায় পুরজয়ম্ ॥ ২৯
 দধুঃ সমর্থো মনসা ক্ষণেন
 চরাচরঃ সর্কমিদং ত্রিশূলী ।
 কিস্তত্র দধুঃ ত্রিপুরং পিনাকী
 যয়ং গতস্তত্র গণৈশ্চ সাক্ষিম্ ॥ ৩০

চলিলেন। আকাশচারী, চারণগণ পুষ্পরুষ্টি
 করিতে লাগিলেন। লক্ষকোট-গণ-পরিবৃত
 ভূমী, শত্কর্ণ, মহাবল গোকর্ণ ত্রিপুরবিনা-
 শের জন্ত গমন করিলেন। কুন্দদন্ত, মহা-
 কাল, ডিগ্ভী, মুণ্ডী, গণেশ্বর, শতজিহ্ব, সহস্রাক্ষ,
 মহাবল বীরভদ্র, শিবাখ্য, বিশিখ, পঞ্চশিখ,
 শতাস্ত্র, টঙ্কহস্ত, পিশাচীশ, পিনাকধারী, এই সব
 গণাধ্যক্ষ এবং এত-
 ত্রিগ্ন বহু লক্ষকোট গণ চতুর্দিকে মহাদেবকে
 বেষ্টিত করিয়া ত্রিপুরনাশের জন্ত গমন
 করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অগ্নি প্রভৃতি
 দেবগণ ঐহার পাদপদ্মে প্রণত হইলেন,
 সেই শিব উমা-সমভিব্যাহত হইয়া সকল-
 লোক-হিতার্থ পুরজয়-দাহের জন্ত গমন
 করিলেন। “শূলপাণি, এই চরাচর বিশ্ব
 ক্ষণমধ্যে মনের দ্বারা দধু করিতে সমর্থ;
 তথাপি তিনি ত্রিপুরদাহ করিতে প্রমথগণের
 সহিত করিলেন কেন? ত্রিপুর-দাহাভিলাষী

রথেন কিলৈষুবরণে তস্ত
 গণৈশ্চ শস্তোত্তপুং দিধকতঃ ।
 পুরজয়ঃ দধুশূলশস্তে:
 কিমেতাদিত্যাহরজেন্দ্রমুখাঃ ॥ ৩১
 মন্ত্রে চ নুনং ভগবান্ পিনাকী
 লীলার্থমেতৎ সকলং প্রহর্ষম্ ।
 ব্যবহিতশ্চেতি তথাস্তথা চে-
 দাভিষরণাস্ত কলং কিমেতৎ ॥ ৩২
 অথ পাণো সমাদায় ধনুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
 শরং সন্ধ্যায় বেগেন ত্রিপুরং সমচিহ্নয়ৎ ॥ ৩৩
 তাস্মিন্ কালে পুষ্যাযোগে পুরাণোক্তমুখায়ুঃ ।
 তদা সমতর্বাঙ্করা দেবানাম্ তুমুলো মহান্ ॥ ৩৪
 দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্কৈ ভূতৈঃ পরমেশ্বরম্ ।
 ননুতুর্ধক্ষগন্ধর্বাশ্চারণাঃ সাক্ষিকিয়ম্ ॥ ৩৫
 অথাত্রবীষদাহেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 পুষ্যাযোগস্তু প্রাপ্তো ভগবান্ পার্শ্বতীপতে ॥ ৩৬
 পুরাণীমান দেবেশ পৃথগ্ভাবনং যান্তি বৈ ।

শিবের ত্রিপুর-দাহে রথে কি প্রয়োজন,
 শরশ্রেষ্ঠে কি প্রয়োজন, প্রমথগণেই বা
 কি প্রয়োজন? কেননা, তাঁহার শক্তি অব্যা-
 হত” ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এই কথা
 বলিতে লাগিলেন; আর বলিলেন,—বোধ
 হয়, ভগবান্ পিনাকী লীলাবশতই এই
 সকল প্রহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন,
 নতুবা ইহার এত আড়ম্বরে কল কি? ১৭—
 ৩২। অনন্তর দেব মহেশ্বর, হস্তে ধনু লইয়া
 তাহাতে শর সন্ধান করিয়া, ত্রিপুর চিহ্না
 করিলেন। সেই সময় পুষ্যাযোগ হওয়াতে
 পুরজয় একত্র প্রাপ্ত হইল। হে বিপ্রগণ!
 তখন দেবগণের তুমুল ধ্বনি হইল। দেবতা
 ও মুনিগণ পরস্পরে মহেশ্বরকে স্তুত করিতে
 লাগিলেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ,
 কিন্নরগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। অন-
 ন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন,
 হে ভগবান্ পার্শ্বতীকান্ত! পুষ্যাযোগ
 উপস্থিত, পুরজয়ের সম্মেলন হইয়াছে।
 ভগবান্! এই যোগেই ত্রিপুর দাহ করিতে

বোগেহস্মিন্নেব ভগবঃত্রিপুরং নক্ষুমহসি ॥ ৩৭
 দেবাস্চ দৈত্য্য দেবেশ সমাস্তব মহেশ্বর ।
 ধর্ম্মাশ্বানঃ সুরা যক্ষাং পাপাত্মানোহসুশাস্তথা
 তস্মান্নীলাং বি য়ৈব ভগবন্ বিশ্বপূজিত ।
 ত্রৈলোক্যস্ত হিতার্থায় ত্রিপুরং দক্ষুমহসি ॥ ৩৯
 অধাবৈক্কত দেবেশঃ পুরত্রয়মবজ্জয়া ।
 ভস্মসাদভবদ্বিপ্রাঃ প্রভাবাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪০
 অধাক্রবন্ পুণ্ড্রোক্তা ভগবঃ মুম্বাপতিম ।
 কৃতাজ্জলপুটাঃ সর্পে স্তবস্তোহস্তা রথে স্থিতাঃ
 দক্ষঃ যদ্যপি দেবেশ ত্রিপুরঃ বীক্ষণাং প্রভো
 দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থঃ শরং মোক্তুমিহাহসি ॥
 অথ জ্যোঃ ধনুষো মুজ্য প্রহসন্ ভগনেন্দ্রহা ।
 মুমোচ বাণং বেগেন ত্রিপুরং ভস্মসাদভূৎ ॥ ৪৩
 যে তত্রেশাননিরতা দৈত্যাঃ কপিতকন্ধ্যাঃ ।
 শিবলোকং গতাঃ সর্পে শিবস্তাত্ত্বহাদ্বিজাঃ

আজ্ঞা হয়। হে মহেশ্বর! আপনার নিকট
 দেব দৈত্য উভয় পক্ষই সমান, কিন্তু দেব-
 তারা ধর্ম্মাশ্বা এবং অসুরেরা অধর্ম্মাশ্বা ।
 এই জন্তই অসুর নাশ করিতে আজ্ঞা হয় ।
 হে ভগবন্ বিশ্বপূজিত! ত্রৈলোক্যহিতার্থ
 ত্রিপুরদাহ আপনাকে করিতে হইবে ।
 অনন্তর দেবদেব অবজ্ঞাক্রমে পুরত্রয়ের
 উপর (নাশক) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,
 অমনি পরমেশ্বর-প্রভাবে সমুদয় ভস্মীভূত
 হইতেছে এমন সময়ে * শিবরথাবাস্তিত
 বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কৃতাজ্জলপুটে ভগবান
 উমাশক্তিকে বলিলেন,—হে দেবদেব প্রভো!
 যদিচ দর্শনমাজেই পুরত্রয়কে দক্ষ করিয়াছেন,
 তথাপি দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্ত ইহাতে শর-
 ক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হয়। তখন ভগনেন্দ্র-
 ষাভী শিব, হস্ত-সহকারে শরাসন-জ্যা
 মার্কজনপুরুষ ত্রিপুরে বাণক্ষেপ করিলেন,
 তাহাতে পুরত্রয় শীঘ্রই ভস্মীভূত হইল। হে
 বিজগণ! তথায় শিবপূজারত, অতএব
 নিষ্পাণ যে সকল দৈত্য ছিল, তাহারা শিবের

বিরুদ্ধিপ্রমুখা দেবা মনয়ঃ সিদ্ধকিন্নরাঃ ।
 ববন্দিরে মহাদেবং দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তে ॥ ৪৫
 স্তূত উবাচ ।

এবং বিস্মেহরো দেবো ভগবান্ পার্ব্বাতীপতিঃ
 ব্রহ্মাদিত্যো বরং দদ্বা মন্দরং প্রঘথৌ শিবঃ ।
 ততো দেবাঃ প্রমুদিতাঃ স্বং স্বং ধাম যযুর্দ্বিজাঃ
 নিঠৈররাঃ স্বহৃদমনসঃ শিবস্তাত্ত্বগ্রহাং স্থিতাঃ ॥
 এবং সজ্জপতঃ প্রোক্তং দক্ষং ভগবতা যথা ।
 ত্রিপুরং মুনিশার্দ্দীলাঃ পুণ্যাখ্যানমহন্তমম্ ॥ ৪৮
 যঃ পঠেদিদমাখ্যানং মহাদেবস্ত সন্নিধৌ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৪৯
 লক্ষ্মীং বিদ্যাং যণঃ পুত্রান্ দারাস্চ লভতে নরঃ
 অস্তাস্চ প্রাণুয়াং কামান্ শ্রদ্ধয়া মুনিপুংসবাঃ ॥
 ইতি ব্রীহদ্রপূরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্তূত-
 শৌনকসংবাদে শিবরথত্রিপুরদাহকথনং
 নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুগ্রহে শিবলোক প্রাপ্ত হইল। ব্রহ্মাদি
 দেবগণ, মুনি সিদ্ধ এবং কিন্নরগণ শিবকে
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শিবকে বন্দনা করি-
 লেন। স্তূত বলিলেন,—বিস্মেহর দেব ভগ-
 বান্ ভবানীপতি, ব্রহ্মাদিকে বরদান করিয়া
 মন্দরাগারতে প্রবেশ করিলেন। হে বিজগণ!
 অনন্তর দেবগণ আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব ধামে
 গমন করিলেন এবং শিবের অনুগ্রহে বৈরহীন
 ও সুস্থচিত্তে তথায় অবাস্তিত হইলেন। হে
 মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ভগবান্ শিব কর্তৃক ত্রিপুরদাহ-
 বৃত্তান্ত পাবত্র ও উত্তম উপাখ্যান, ইহা এই
 প্রকার সংক্ষেপে তোমাদিগের নিকট কৌর্টন
 করিলাম। হে মুনিগণ! যে ব্যক্তি এই
 পাবত্র আখ্যান শিবসমীপে শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ
 করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে
 সাদর-বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐশ্বর্য্য,
 বিদ্যা, যশ, পুত্র, পত্নী ও অন্তান্ত অভীষ্ট
 সকল লাভ করে। ৩৩—৫০ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

* মূল্যের ভাব এইরূপ ।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

গাণপত্যং কথং লক্ষ্মীশ্বররূপমহ্যনা ।

কীরোদধিঃ কথং লক্ষো হেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১

স্বত উবাচ ।

উপমহ্যুরিতি খ্যাতো যোহসৌ ধোম্যাগ্রজো
মুনিঃ ।

মহাদেবাজ্ঞকবরো দ্বিতীয় ইব যগুথঃ ॥ ২

ক্রৌড়মানো মহাভাগঃ কদাচিদ্ভাতুলশ্রমে ।

তন্ত্বেব চ গৃহে পীতঃ কীরং তেনোপমহ্যনা ॥

অত্রবীম্নাতরং বালঃ পুনরৈত্যা স্বমাশ্রমম্ ।

মাতর্মমাত্ত তদেহি কীরং স্বাত্তরং ততঃ ॥ ৪

তস্মাতা হুংখিতা ভূত্বা পুত্রমালিন্য সাধরম্ ।

বীজান্তথ সমাদায় পিষ্ট্বা সা কলভাষিনী ।

পুত্রায় প্রদদৌ কীরং সামপূরুধ কৃত্রিমম্ ॥ ৫

মাত্রা দত্তঃ ততঃ পীত্বা পয়ঃ স মুনিপুঙ্গবাঃ ।

মাতঃ পয়স্বয়া দত্তঃ নৈতদিত্যত্রবোধচঃ ॥ ৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ

ঋষিগণ বলিলেন,—উপমহ্য শিবের নিকট গাণপত্য প্রাপ্ত হইলেন কিরূপে, কীরসমুদ্র প্রাপ্ত হইলেনই বা কিরূপে ? ইহা বলুন । স্বত বলিলেন,—উপমহ্য নামে বিখ্যাত মুনি, ধোম্যমুনির জ্যেষ্ঠ । তিনি শিবের নিকট বরলাভ করিয়া দ্বিতীয় কার্তিকেয়ের স্তায় হইয়াছেন । একদা মহাভাগ উপমহ্য মাতুলশ্রমে ক্রৌড়া করিতে করিতে তাঁহারই গৃহে দুগ্ধ পান করিলেন । অনন্তর স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া মাতাকে বলিলেন,—মা ! মাতুলালয়ের দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু দুগ্ধ আজ আমাকে দিতে হইবে । তাঁহার মাতা (পুত্রের কথা শুনিয়া) হুংখিতা হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন । অনন্তর সেই কলভাষিনী, বীজ লইয়া পেষণপূরুধ তাহার কৃত্রিম দুগ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া পুত্রকে দিলেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! উপমহ্য মাতৃদুগ্ধ দুগ্ধ পান করিয়া বলিলেন,—মাতঃ ! তুমি যে দুগ্ধ

অশ্রুপূর্ণেকণং দৃষ্ট্বা পুত্রং মাতা হুংখিতা ।

নেত্রে সম্মার্ক্য হস্তাভ্যাং পুত্রং প্রতীদমত্রবীৎ

বনে নিবসতাং পুত্র দরিদ্রাণাং বিশেষতঃ ।

যৎ ভূত্বা যাচাতে কীরং তৎ সদ্ধা দুর্লভং হিনঃ

ভুক্তিশ্চ শিবকারুণ্যভ্যভ্যন্তে নাস্তথা সূত ॥২

স্বত উবাচ ।

এবং মাতৃবৎ শ্রদ্ধা বালোহপি মুনিপুঙ্গবাঃ

মাত্রং প্রাপ্ত কল্যাণীং বিনয়েন তপস্বিনীম্ ॥১০

উপমহ্যকবাচ ।

মাতঃ শোকং ত্যজ কিং প্রং বদ্যস্তি ভগবাহ্বিঃ

কচিদপ্যানয়াম্যাত্ত কীরাক্তিঃ তব সরিধৌ ॥ ১১

এবমুক্তাথ তাং নন্দা মাতরং মুনিবালকঃ ।

জগাম স তপস্তপ্তং মাতুরাজ্ঞাপ্রণোদিতঃ ॥ ১২

উপমহ্যস্তপস্তপ্তে গয়া তু হিমপর্যন্তম্ ।

ভূতানিলাশনো বিপ্রা বহুতদশতানি সঃ ॥ ১৩

তস্তোপমহ্যোত্তপস্যা প্রদীপ্তং ভুবনত্রয়ম্ ।

দৃষ্ট্বা তদাদৃশং দেবা বিস্মঃ গম্ভৈরমক্ৰবন্ ॥ ১৪

দেবা উচুঃ ।

দেবদেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম ।

দিদ্যচ্চ, তাং ত দুগ্ধং নহে । মাতা পুত্রকে

অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া অতীব হুংখিতা হইয়া

করগুণল দ্বারা পুত্রের নয়ন মার্জনা করিয়া

দিলেন এবং বলিলেন,—বাছা ! আমরা বন-

বাসী, বিশেষতঃ দারিদ্র্য, তুমি যাহা চাহিতেছ,

সেই দুগ্ধ আমাদের যে অতি দুর্লভ ! পুত্র !

শিবের দয়া ব্যতিরেকে ভোগ্যপ্রাপ্তি হয় না ।

১-২। স্বত বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! উপ-

মহ্য বালক হইলেও মাতার এই প্রকার কথা

শুনিয়া সেই তপস্বিনী কল্যাণীকে বিনয়-সহ-

কারে বলিলেন,—মাতঃ ! শোক ত্যাগ কর ;

শিব যদি কোথাও থাকেন ত আমি শীঘ্রই

তোমার নিকটে কীরসমুদ্র আনিয়া দিব । মুনি

বালক উপমহ্য মাতাকে প্রণাম করিয়া মাতৃ-

আজ্ঞায় তপস্তার্থ গমন করিলেন । হে বিপ্রগণ !

উপমহ্য হিমালয় পর্যন্ত গিয়া পবনাহারী

হইয়া বহুশত বর্ষ তপস্তা করিলেন । দেবগণ

উপমহ্য-তপস্তায় জিহুবন প্রভৃৎ দেখিল

ত্রৈলোক্যং মহতো বহুৈরস্মাত্তামিহাসি ॥
 ঋত্বা তদীরিতঃ বিষ্ণুঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা তদা ।
 জগাম শঙ্করং ত্রুতং মন্দরঃ পর্শিতোত্তমম্ ॥ ১৬
 মহাদেবং প্রণম্যাপ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কৃতজ্ঞালিঃ ।
 অত্রবীজগবান্ কশ্চিদ্ধাকো হিমবদিগয়ো ॥ ১৭
 উপমহ্যুরিতি খ্যাতঃ ক্ষীরার্থং তপাস স্থিতঃ ।
 ভূপোহগ্নিস্তস্ত ভগবন্ দন্দহীতি জগত্রয়ম্ ॥ ১৮
 অথ দেবো মহাদেবঃ পরমাত্মা শিবঃ স্বয়ম্ ।
 ইন্দ্ররূপং সমাভ্যায় জগাম হিমবৎগিরিম্ ॥ ১৯
 ঐরাবতং সমাক্রুহ দেবসংঘৈঃ সমাবৃতঃ ।
 বামেন শচ্যা সহিতো মুনেন্তস্ত ভূপোবনম্ ।
 শক্ররূপধরঃ শঙ্কুঃ ঐতীতো ভূতাত্ম সুব্রতঃ ।
 বয়ং ত্রীতীত্বাচেন্দ্রমুপমহ্যঃ মহামুনিম্ ॥ ২১
 ইতীরিতং বচস্তত্র ঋত্বা বজ্রধরস্ত সঃ ।
 ততঃ প্রহসিতঃ প্রাহ শিবেন্দ্রপর্তমনাঃ স্বয়ম্ ॥
 ভক্তিং শূলিন্তহং যাচে শিবাদেব ন চাস্তথা ।
 অলমন্তৈর্বরৈঃ শক্র তরঙ্গৈরিব চক্লৈঃ ॥ ২২

বিষ্ণু-সকাশে গমনপূর্বক বলিলেন,—হে দেব
 দেব জগন্নাথ! হে পুরাণ-পুরুষোত্তম!
 ত্রৈলোক্যদাহক অনল হইতে আমাদিগকে
 আপনায় রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। বিষ্ণু
 দেবগণের বাক্য শ্রবণে মনে মনে চিন্তা
 করিয়া শিবদর্শনের জন্ত উৎকৃষ্ট মন্দরপর্শিতে
 গমন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবকে দর্শন
 ও প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞালপুটে বলিলেন,—
 ভগবন্! উপমহ্য নামে কোন বালক, হৃদয়ের
 জন্ত হিমালয়-পর্শিতে তপস্তা করিতেছে,
 তাহার তপঃসমুত কৃপাশ্রু ত্রৈলোক্যদাহে
 প্রবৃত্ত। অনন্তর পরমাত্মা মহাদেব শিব
 স্বয়ং ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্বক দেবগণ-পরিত্যক্ত,
 বাম-ভাগস্থিত-শচীযুক্ত ও ঐরাবতাক্রুত হইয়া
 সেই মুনির ভূপোবনে গমন করিলেন। হে
 সুব্রতগণ! ইন্দ্ররূপধারী শিব প্রসন্নতা প্রকাশ
 করিয়া মহামুনি উপমহ্যকে বলিলেন,—বর
 প্রার্থনা কর। শিবপার্শ্বিত্যে উপমহ্য বজ্র
 ধরের এই কথা শুনিয়া সহাত্রে তাঁহাকে
 বলিলেন,—আমি শূলপাণির নিকটে তাঁহার

নিমিষং নিমিষাধঃ বা মুহূর্তং কণমেব বা ।
 ন হ্রলক্ষপ্রসাদস্ত ভক্তির্ভবতি শক্যরে ॥ ২৩
 ত্বংপদং তুচ্ছবস্ত্রাতি ব্রহ্মত্বকাপি বুভুহন ।
 ভক্তিরেব বিরূপাক্ষে ভবতিতি মতির্মম ॥ ২৪
 তস্মিন্ মহেশ্বরে শক্ৰ ভক্তিশেষভ্যক্তে সদা ।
 ব্রহ্মত্বমপি মে ভাতি পলালমিব নাস্তথা ॥ ২৫
 এবং মুনের্নিগাদিতং ঋত্বা কুপিতবৎ প্রভুঃ ।
 তমত্রবীজ্ঞচীনাথো ন মাং বেৎসি কথং মুনে ॥
 মৎপরো মরমস্কারী মৎপূজনপরো ভব ।
 মায় প্রসঙ্গে জগতি দুর্লভং কিমিহাস্তি তে ॥ ২৭
 কিং তেন পার্শ্বতীশেন নির্গুণেন মহাত্মনা ।
 ক্রিয়তে মুনিশাদীল তস্মায়স্তো বরং শৃণু ॥ ২৮
 এবং শক্ৰস্ত বচনং ঋত্বা মুনিবরাগ্রণীঃ ।
 উপমহ্যরভুৎ ক্রুদ্ধশিস্তয়ানস্তদা দ্বিজাঃ ॥ ২৯
 অহো কশ্চিদ্দাহাতঃ পাশাত্মা রাক্ষসাধমঃ ।
 শক্ররূপং সমাভ্যায় মস্তপোবিঘ্নহেতবে ॥ ৩০
 তস্মাদসৌ নিহস্তব্যঃ শিবনিদাকরো যতঃ ।

প্রতি ভক্তিই প্রার্থনা করি, হে ইন্দ্র! তরঙ্গ-
 চকল অস্ত্র বর আমি প্রার্থনা করি না।
 শিবের প্রসন্নতা লাভ না হইলে, মুহূর্ত, কণ,
 নিমিষ বা নিমিষাধ কালও শিবের প্রতি
 ভক্তি হয় না। হে বুভুহনাত্ম! তোমার পদ
 বা ব্রহ্মপদও আমার তুচ্ছবৎ বোধ হয়, শিব-
 ভক্তি আমার হউক, ইহাই আমার হিরসকল্প।
 হে ইন্দ্র! শিবভক্তিত্যক্তের নিকট ব্রহ্মপদ-
 প্রাপ্তিও আমার পলালবৎ অকিঞ্চিৎকর বোধ
 হয়। ১০-২৫। ইন্দ্ররূপধারী প্রভু, উপমহ্যর
 বাক্য শ্রবণে যেন কুপিত হইয়া বলিলেন,—
 হে মুনে! কি! আমাকে জান না? মৎপরায়ণ,
 মৎপূজন-পরায়ণ এবং মরমস্কার-পরায়ণ হও।
 আমি প্রসন্ন হইলে, জগতে তোমার দুর্লভ কি
 থাকিবে? হে মুনিবর! মহাত্মা হইলেও সেই
 নির্গুণ পার্শ্বতীশকে কি করিবে? অতএব
 আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে দ্বিজগণ!
 ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া মুনিবর উপমহ্য
 ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবলেন, কোন পাশাত্মা
 রাক্ষসাধম, আমার তপোবিঘ্নের জন্ত ইন্দ্ররূপ

ভবিন্দ্রাশ্রবণং পাপাদর্শকং তত্পেক্ষণাৎ ॥ ৩১
শিবনিন্দাকরং দৃষ্ট্বা ভাতয়িত্বা প্রসন্নতঃ ।
হৃদ্যান্তানং পুনর্ধ্বং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩২
ইতি শাস্ত্রং সমুদ্ভিক্ত শব্দং হস্তং সমুচ্চতঃ ।
অত্রবীৎ সুররাজানমুপমমুখমুদীপ্যতাঃ ৩৩
কৌরার্থং যৎ তপস্তাবদাস্তামত্র শচীপতে ।
জ্ঞাং নিহত্যাশ্রমো দেহং দাহয্যে যোগবহিনা
এবমুক্তা সমাদায় তস্মিনো মুষ্টিমাদরাৎ ।
অর্থকীর্ন্ত্রেণ তজ্জুগুপ্তা শব্দং দধুঃ সমোচ সঃ ॥ ৩৫
বহিঃধারণয়্যান্তানং দধুঃ সমুপচক্রমে ।
ধ্যায়ন বিবেকশ্রং দেবং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৩৬
এবং ব্যবসিতে তস্মিন পিনাকী নীললোহিতঃ
সৌম্যধারণয়াগ্নেয়ঃ বারয়ামাস শব্দরঃ ॥
শৈলাদিনাত্মা তত্র সংহৃতকাতিভীষণম্ ॥ ৩৭
অথ বিখ্যাধিপো ক্রোধো ভক্তিং জ্ঞাত্বা দৃঢ়াং মূনে

ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে! অতএব
ইহাকে বধ করা কর্তব্য; যেহেতু এ
ব্যক্তি শিবনিন্দাকারী। শিবনিন্দাশ্রবণ-পাপ
তাহার উপেক্ষায় অধিক পাপ। যে ব্যক্তি
অপেক্ষা শিব-নিন্দকে নিহত করিয়া
আত্মহত্যা করে, তাহার পরম গতি লাভ
হয়। হে মূনিবরগণ! এই শাস্ত্রের
উপর নির্ভর করিয়া ইন্দ্রবধাৎ উদ্যত
উপমহ্ময় সেই দেবরাজকে বলিলেন,—আমি
হস্তের জন্ত তপস্তা করিতেছি বটে; কিন্তু
তাহা ধাক্, এক্ষণে হে ইন্দ্ররূপিন্। তোমাকে
নিহত করিয়া স্বীয় দেহ যোগানলে দধু
করিব। উপমহ্ময় এই বলিয়া সাগ্রহে
ভস্মমুষ্টি গ্রহণপূর্বক তাহাতে অর্থকীর্ন্ত্র জপ
করিয়া ইন্দ্রদাহের জন্ত নিক্ষেপ করিলেন
এবং অব্যয় পরমাত্মা বিবেকশ্র দেবকে ধ্যান
করত বহিষোগে আত্মশরীর-দাহে উদ্যত
হইলেন। উপমহ্ময় এই প্রকার করিলে
পিনাকপাণি নীললোহিত শব্দর সৌম্যযোগে
অগ্নিযোগে বারণ করিলেন; উপমহ্ময়
সেই ভীষণ অগ্নিযোগে নন্দী প্রকারান্তরেও
সংহার করিয়াছিলেন। অনন্তর বিবরণ

আত্মানং দর্শয়ামাস কোটিসূর্যাসমপ্রভম্ ॥ ৩৮
পঞ্চবজ্রং দশভুজং বালেন্দ্রকৃতশেখরম্ ।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানং ত্রিপঞ্চনয়নং বিভূম্ ॥ ৩৯
তং দৃষ্ট্বা কৃতকৃত্যোহভূত্মমল্লার্বহামু নঃ ।
স্তোত্রৈর্জান্নাবিধৈর্দিবৈবাস্তবৈঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪০
তস্মৈ প্রসন্নো ভগবান্দন্তবান্ কীরসাগরম্ ।
গাণপত্যঞ্চ হস্ত্রাপাং ব্রহ্মানৈরপি সুব্রতাঃ ॥
যদন্তং দেবদেবেন নাতুং তজ্ঞাদরো মূনেঃ ।
ভক্তিমেব বিরূপাক্ষে পুনঃপুনরবাচত ॥ ৪২
এবং দত্তা বরং তস্মৈ মহাদেবঃ সহোময়ী ।
ভূয়মানঃ সুরগণৈস্তজ্ঞৈবাস্তবধীয়ত ॥ ৪৩
যঃ পঠেদিদমাত্মানমুপমস্তোর্বাহাশ্রমঃ ।
সর্বপাপবিনিশ্চুক্তো ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৪
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণেপুপুরাণে শ্রীসৌরে স্মৃত-
শৌনকসংবাদ উপমন্যুপাখ্যানকথনং
নাম ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ।

শিব, মূনি উপমহ্ময় দৃঢ়ভক্তি বিদিত হইয়া
কোটিসূর্যাসমপ্রভ, পঞ্চবজ্র, প্রত্যেক মুখে
নয়নত্রয়সম্পন্ন, দশভুজ, শশিকলাশেখর,
ব্যান্ধ্রচর্ম্মপরিধান এবং প্রভুত্বসম্পন্ন আত্ম-
স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। মহামূনি উপমহ্ময়
ঠাহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নানা-
বিধ স্তবে সেই পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন।
ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া ঠাহাকে কীরসাগর
প্রদান করিলেন। হে সুব্রতগণ! ব্রহ্মাদি-
দেবদুর্লভ গাণপত্যও শিব ঠাহাকে দিলেন,
কিন্তু উপমহ্ময় তাহাতে আদরব্রুজ হন নাই;
পুনঃপুনঃ শিবভক্তি প্রার্থনা করিলেন।
উমাসহিত মহাদেব উপমহ্ময়কে সেই বর দিয়া
দেবগণকর্তৃক ভূয়মান হইয়া সেই স্থানেই
অন্তহিত হইলেন। যে ব্যক্তি মহাত্মা উপ-
মহ্ময় এই উপাখ্যান পাঠ করে, সে সর্বপাপ-
মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। ২৬—৪৪ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং জালঙ্করো দৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনি ।

সুদর্শনেন চক্রেণ বক্রমর্হিত সাশ্রুতম্ ॥ ১

স্মৃত উবাচ ।

আসীৎ কৃতান্তসঙ্কাশো জালঙ্কর ইতি শ্রুতঃ ।

জলমণ্ডলসমুত্তন্তেন দেবা বিনির্জিতাঃ ॥ ২

লোকপালাশ্চ সাধ্যাশ্চ বসবশ্চ মরুতগণাঃ ।

বিবেদেবাস্তথা দৈত্য্য ক্রজ্জৈশ্চ বিনির্জিতাঃ ॥

ব্রহ্মাণঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠঃ সময়ে যুনিপুঙ্গবঃ ।

জগাম জেতুং দেবেশং বিষ্ণুং দৈত্যনিবর্হণম্ ॥ ৪

তেন সর্ধমভূদ্যুদ্ধঃ জালঙ্কর-সুরেশয়োঃ ।

বিনির্জিত্য ততো বিষ্ণুং দৈত্যান প্রতীদম-

ত্রবাৎ ॥ ৫

দেবা বিনির্জিতাঃ সর্ষে বর্জয়িত্বা ত্রিলোচনম্ ।

তমগ্ন জেতুমিচ্ছামি ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ।

নন্দীশ্বরেণ সহিতং সাহচর্যেণ রণাসনে ॥ ৬

জালঙ্করবচঃ শ্রুত্বা দৈত্যৈস্তে দ্বিজোত্তমাঃ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—শূলপাণি সুদর্শনচক্রে দ্বারা ক্রিপ্পে জালঙ্কর দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমাদিগকে বলুন ।

স্মৃত বলিলেন,—জালঙ্কর নামে বিখ্যাত, জলমণ্ডল-সমুত্ত, কৃতান্তসদৃশ এক দৈত্য ছিল, দেবগণ তাহার নিকট পরাজিত হইলেন । লোকপাল, সাধ্য, অষ্টবসু, পবন, বিবদেব, আদিত্য এবং ক্রজ্জগণকে জালঙ্কর জয় করিল । হে যুনিপুঙ্গবগণ ! অনন্তর সেই দৈত্য, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং দৈত্যনাশক দেবদেব বিষ্ণুকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্ত যাত্রা করিল । জালঙ্করের সহিত (ব্রহ্মা ও) বিষ্ণুর যুদ্ধ হইল । (ব্রহ্মজয়ের পর) বিষ্ণুকে জয় করিয়া জালঙ্কর দৈত্যগণকে বলিল,—এক ত্রিলোচন ব্যতীত সকল দেবগণই পরাজিত হইয়াছে । নন্দীশ্বর ও পার্বত্যের সহিত ভগবান্ মহেশ্বরেরে অগ্নি আমি রণাঙ্গনে জয় করিতে

যযুর্দেবং তমীশানং যোদ্ধুং যুদ্ধজ্ঞানসাঃ ॥ ৭

ততো জালঙ্করো দৈত্যো দৈত্যৈশ্চ সহিতো

বলী ।

রথৈর্নৈগৈশ্চ সমরকঃ প্রযযৌ শঙ্করাস্তিকম্ ॥ ৮

দৃষ্ট্বা জালঙ্করং শত্রুরঞ্জনাচ্ছিন্নোপমম্ ।

প্রহ রথবীদ্ দৈত্য্যং ব্রহ্মণো বরদর্পিতম্ ॥ ৯

যুদ্ধেনালং দৈত্যে পুত্র মদ্বাগৈর্নিশিতৈরিহ ।

কর্ণাচ্ছিন্নসর্বাঙ্গো মৃত্যোগ্রাসং গমিষ্যসি ॥

শ্রুত্বা জালঙ্করো বাক্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

কূপতঃ প্রাহ দেবেশং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥

অনেন বাকুপ্রলাপেন কিং মহেশ বুধা তব ।

গদয়া তাড়য়ামি ভ্রামনয়া তীক্ষ্ণধারয়া ॥ ১২

মাং যো জেয্যতি লোকেষু ন তং পশ্যামি

শঙ্কর ।

তস্মাদুত্থায় যুধ্যস্ব যদি ত্তেহস্তি বলং শিব ॥ ১৩

শ্রুত্বা হ দৈত্যবচনং পাদাঙ্গুঠেন শঙ্কর ।

চকার লীলয়া চক্রমস্থধৌ দিব্যমাযুধম্ ॥ ১৪

ইচ্ছুক হইয়াছি । হে দ্বিজোত্তমগণ ! জালঙ্ক-

রের কথা শুনিয়া দৈত্যগণ, যুদ্ধোদ্যত হইয়া

দেবদেব শিবের উদ্দেশে যাত্রা করিল । অন-

ন্তর জালঙ্কর-দৈত্য্য দৈত্যগণ-পরিবৃত্ত ও রথ-

করিনিকরে সুসজ্জিত হইয়া, শিবসমীপে উপ-

স্থিত হইল । শিব, অঞ্জন-গিরি-সন্নিভ ব্রহ্মবর-

দর্পিত জালঙ্কর-দৈত্য্যকে অবলোকন করিয়া

সহাস্তে বলিলেন,—হে দিতিনন্দন ! যুদ্ধে

প্রয়োজন নাই, আমার নিশিত শরনিকরে

বাচ্ছিন্নসর্বাঙ্গ হইয়া এখন মৃত্যুর গ্রাসে নিপ-

তিত হইবে । জালঙ্কর-দৈত্য্য দেবদেব শূল-

পাণির কথা শুনিয়া সক্রোধে ভগবান্ ত্রিলো-

চনকে বলিল,—হে মহেশ ! তোমার বুধা

বাক্য-প্রলাপে কি হইবে ? এই তীক্ষ্ণধার-

সম্পন্ন গদা দ্বারা তোমাকে তাড়িত করিতেছি

হে শঙ্কর ! আমাকে জয় করিতে পারে এমন

লোক ত জিহুবনে দেখি না ; তবে তোমার

যদি বল থাকে ত উঠিয়া যুদ্ধ কর । ১—১৩ ।

শিব, দৈত্যের কথা শুনিয়া লীলাক্রমে পাদা-

ঙ্গুঠ দ্বারা সাগরে দিব্য চক্রাযুধ অঙ্কন

যদিৎ নির্মলং চক্রং জালঙ্কর ময়াবুধো ।
বলং তে যদি চোদ্ধকুং তিষ্ঠ যোদ্ধুঃ নাত্থথা
আকর্ষ্য তন্ত বচনং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।
শূলিনং প্রাহ বিপ্রেন্দ্রাজৈলোক্যং প্রদহন্বিব ॥
জালঙ্কর উবাচ ।

রেখামাত্রং কিমুদ্বর্ত্তুং কিমিদং ভাষসে শিব ।
মের্বাদয়োহপি তিষ্ঠন্তি কিং ময়া ন বিচালিতাঃ
যা ত্বয়া লিখিতা রেখা চক্ররূপা মহেশ্বর ।
তামুক্ত্য ততো হর্ম্য স্বাং নন্দি প্রপুথৈঃ সহ ॥১৮॥
বালদে নির্জিতো ব্রহ্মা তরসৈব পুরা ময়া ।
নিষ্কিপ্তো ভগবান্ বিষ্ণুলীলয়া শতযোজনম্ ॥
ইন্দ্রাজ্ঞা লোকপালাশ্চ বন্ধাঃ কারাগৃহে স্থিতাঃ
দাসীভূতাঃ স্ত্রিয়স্তেবাং বর্ভস্তে মদগৃহে শিব ॥
দৌর্ত্যায় বিয়ন্নদী কুদ্ধা ক্রৌড়ার্থং হিমবঙ্গায়ো
দিগ্গজাশ্চ বিনিক্ষিপ্তাঃ সিদ্ধাবৈরাবগদয়ঃ ॥২১॥

করিলেন এবং বলিলেন,—হে জালঙ্কর !
আমি সমুদ্রে এই যে নির্মল চক্র প্রস্তুত
করলাম, ইহা উত্তোলন করিতে যদি
তোমার সামর্থ্য হয় ত যুদ্ধের জন্য থাক,
নতুবা নহে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! জালঙ্কর
শিবের এই কথা শ্রবণে ক্রোধরক্তলোচন
হইয়া, যেন ত্রৈলোক্য দাহ করত শিবকে
বলিল,—শিব ! ও চক্র ত রেখামাত্র,
উহা উত্তোলন করিতে বলিতেছ কি ?
নুমেক প্রভৃতিও কি মৎকর্তৃক সঞ্চালিত না
হইয়া আছে ? হে মহেশ্বর ! চক্ররূপিণী যে
তোমার আঙ্কিত রেখা, তাহা উত্তোলন করিয়া
পরে তোমাকে নন্দিপ্রভৃতির সহিত বধ
করি। আমি বালাবস্থাতেই বলপূর্বক
ব্রহ্মাকে জয় করিয়াছি, ভগবান্ বিষ্ণুকে অব-
লীলাক্রমে শত যোজন ছুড়িয়া ফেলিয়াছি,
ইন্দ্রাদি লোকপালগণ বন্ধনদশায় আমার
কারাগারে রহিয়াছে। হে শিব ! তাহাদের
পত্নীগণ আমার গৃহে দাসী হইয়া রহিয়াছে।
আমি ক্রৌড়ার জন্ত আকাশগঙ্গাকে বাহ-
য়ুগল দ্বারা হিমালয়ে রুদ্ধ করিয়াছি। ঐরা-
বত প্রভৃতি দিগ্গজগণকে সাগরে নিক্ষেপ

বড়বাগ্নেমুখে রুদ্ধে চৈকার্ণব ইবাভবৎ ।
তস্মিন্ন জানানি কথং শস্তো মম পরাক্রমম্ ॥২২॥
স্বাম্যপি প্রাপয়াম্যত্র জিত্বা কারাগৃহং প্রতি ॥২৩॥
তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা দানবন্ত মহেশ্বরঃ ।
নেত্রাগ্নিবভাগেন চমুং তস্মাদহং ক্ষণাৎ ॥২৪॥
অক্ষৌহীণীনাং সাহস্রং লীলয়ৈব মহেশ্বরঃ ।
কৃত্বা তদ্বাস্ত্রসাদ্বিপ্রা জালঙ্করমধাত্রবীৎ ॥২৫॥
ঈশ্বর উবাচ ।

সময়ো যঃ কৃতঃ পুংসং লেখামুদ্ধরণং প্রতি ।
কুরু দৈত্য তথা শীঘ্রং ততো মাং জেতুমহিসি
অথ শস্তোর্বচঃ শ্রুত্বা মদাক্ষৌ দৈত্যপুংসবঃ ।
দৌর্ত্যামাক্ষৌ বেগেন লেখামুদ্ধর্মুত্তমতঃ ॥২৭॥
সুদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং কুদ্ধেণ মহতা দ্বিজাঃ ।
স্বন্ধে বৈ স্থাপয়ামাস দ্বিধাতুতে ততঃ ক্ষণাৎ ॥
নিপপাত ততো দৈত্যো মেঘাচল ইবাপরঃ ।
তন্ত দেহন্ত রক্তেন সম্পূরিতমভূজগৎ ॥২৯॥

করিয়াছি । আমি বাতুবানল প্রতিকূল
করাতে, সমুদ্রজলে একাধব হইবার উপক্রম
হইয়াছিল । অতএব হে শস্তো ! আমার
বিক্রম তুমি জান না কেন ? তোমাকেও অত
জয় করিয়া কারাগারে পাঠাইব । ১৪—২৩ ।
মহেশ্বর জালঙ্কর কথা শুনিয়া, নয়নানল-কর্ণকা
দ্বারা সেই দৈত্যের সহস্র অক্ষৌহীণী সৈন্ত
ক্ষণমধ্যে অবলীলাক্রমে দগ্ধ করিলেন ।
অনন্তর হে বিপ্রগণ ! জালঙ্কর অনুরকে
তিনি বলিলেন,—হে দৈত্য ! আমার আঙ্কিত
রেখা (যাৎ চক্ররূপে পরিণত, তাহা) উত্তো-
লন করিতে পুৰুষ স্বীকার করিয়াছ, তাহা
শীঘ্র সম্পাদন কর ; পরে আমাকে জয়
করিবে । অনন্তর মদাক্ষ দৈত্যরাজ, শিব
বাক্য শ্রবণ করিয়া সবেগে বাহ্মাক্ষৌটন-
পূর্বক সেই রেখা উত্তোলনে উত্তত হইল ।
সেই রেখাই সুদর্শনচক্র । হে দ্বিজগণ !
মহাকষ্টে দৈত্যরাজ তাহা স্বন্ধে স্থাপন
করিল ; তৎক্ষণাৎ তদ্বারা স্বন্ধে দ্বিধাতিত
হইলে, সেই দৈত্য, দ্বিতীয় রূপধারিতের
স্তায়, নিশ্চিন্ত হইল । তদীয় শরীররক্তে

নিয়োগাদেবদেবস্ত তমাংসং তস্ত শোণিতম্ ।
 রক্তকুণ্ডলম্ তত্র নিরয়ে পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩০ ॥
 দৃষ্ট্বা জালঙ্করং দেবা নিহতং শূলপাণিনা
 মুমূচুঃ পুষ্পবর্ষণে জয় দেবেতি চাক্রবন্ ॥ ৩১ ॥
 দেবাঃ স্বস্থানমাংসরাঃ সমুদ্রাশ্চ বসুন্ধরা ।
 দিগ্গজাঃ পর্কতাঃ সর্কৈ হতে তস্মিন্ মহাসুরে
 জালঙ্করবধং যন্ত পঠেদ্য শৃণুয়াদপি ।
 শ্রাবয়েদ্য বিজ্ঞান তক্ত্যা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি
 ইতি ত্রিভঙ্গপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্ত-
 শৌনকসংবাদে জালঙ্করবধকথনং নাম
 সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

চতুষ্পি চ বেদেষু পুরাণেষু চ সর্কশঃ ।
 ত্রীমহেশাং পরো দেবো ন সমানোহস্তি কশ্চন
 ব্রহ্মা বিষ্ণুর্লার্যাতঃ সর্কৈ যন্ত বশে স্থিতাঃ ।

জগৎ পূর্ণ হইল । দেবদেবের আদেশে
 জালঙ্করের রক্তমাংস পাপিষ্ঠগণের নরকে
 রক্তকুণ্ডলরূপে পরিণত হইল । দেবগণ
 জালঙ্কর-দৈত্যকে শূলপাণিকর্তৃক নিহত
 দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং ‘জয় মহাদেব’
 বলিতে লাগিলেন । সেই মহাসুর নিহত
 হইলে, দেবগণ, সাগর, বসুন্ধরা, দিগ্গজ
 এবং পর্কতসমূহ স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হইলেন ।
 যে ব্যক্তি জালঙ্করবধ-বৃত্তান্ত ভক্তিসহকারে
 পাঠ বা শ্রবণ করে, অথবা বিজ্ঞগণকে শ্রবণ
 করায়, তাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ১২৪—৩৪ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—চতুর্কোদ ও সর্কপুরাণের
 মত এই যে, ত্রীমহেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা
 তত্ত্বল্য আর কোন দেবতা নাই । ব্রহ্মা,

উৎপত্তিঃ সর্কদেবানাং স এব ধ্যেয় উচ্যতে ॥
 নাস্তি শস্তোঃ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যর্থঃ শঙ্করাং পর
 শিবাদস্তং সুখং নাস্তি মোক্ষো নৈব হর্যাং পরঃ
 যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
 তদা শিবমবিজ্ঞায় ক্লেঃখস্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪
 সষ্টং ব্রহ্মণো যেন ধ্যেয়ং যেন শার্ঙ্গিণঃ ।
 বিষ্ণুং যেন শক্রস্ত তস্মাদন্তঃ পরো ন হি ॥ ৫
 ঋষয় উচুঃ ।

কোচিল্লোক মহেশানং ত্যক্তা কেশবকিঙ্করাঃ ।
 তত্র কিং কারণং সূত বদ সংশয়নাশক ॥ ৬
 অন্তকালে অরন্তোর প্রায়েণ গুরুভবজম্ ।
 বিদ্যামানে শিবে বিকোঃ প্রভো ত্রীপার্কতৌপতে
 সূত উবাচ ।

যদা যদা প্রসন্নোহুদ্ভূতভক্তিবান ধূর্জটিঃ ।
 বিষ্ণুনার্যাদিতোভক্ত্যা তদাসৌ দত্তবান বরান
 ব্রতঃ পরং প্রভুং নৈব প্রায়েণ জ্ঞাত্তি কুহুম্

বিষ্ণু এবং ইন্দ্র (ইত্যাদি) সকলেই ঋষার
 বশবর্ত্তী, ঋষা হইতে সর্কদেবগণের উৎপত্তি
 সেই শিবই ধ্যেয় । শিব ব্যতীত ধর্ম্ম নাই,
 শিব ব্যতীত অর্থ নাই, শিব ব্যতীত সুখ
 নাই, শিব ব্যতীত মুক্তিও নাই । মানবগণ
 যখন আকাশকে শিব হইতে বিভিন্ন জ্ঞান
 না করিয়, চর্ম্মবৎ বেষ্টন করে, তখনই তাহা-
 দের ক্লেঃখ নাশ হয় । অর্থাৎ লোক যখন সর্ক
 পদার্থ শিবস্বরূপ ভাবিয়া, আপনি নিরালম্ব
 আকাশমূর্ত্তি হয়, তখনই মুক্তি লাভ করে ।
 ঋষার প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু ধ্যেয়
 এবং ইন্দ্র জিম্ব (জয়শীল), তাঁহা অপেক্ষা
 (শিব হইতে) শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ।
 ঋষিগণ বলিলেন,— হে সূত ! হে সংশয়-
 নাশক ! অনেক লোকে শিবকে ত্যাগ করিয়া,
 বিষ্ণুসেবক হয়, তাহার কারণ কি ? বিষ্ণু-
 প্রভু পার্কতৌপাত থাকিতেও লোকে মৃত্যু-
 কালে প্রায়ই বিষ্ণুস্মরণ করে ১১—১৭ । সূত
 বলিলেন,—শিব, বিষ্ণুর ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনায়
 যখনই প্রসন্ন হইয়াছেন, তখনই তিনি বহু বর
 দিয়াছেন ; (তিনি বিষ্ণুকে বলিয়াছেন),

বিমলঃ কেচিদেতদ্বৈ নিষ্ঠাং বেৎসন্ত তত্ত্বতঃ
হেতুনা তেন বিপ্রেষ্টাঃ শিবং জানন্তি কেচন
প্রায়েণ বিষ্ণুনা মানি গুণন্তি বরদানতঃ ॥ ১০
বিকোঃ স্মরণমাত্রেন সৰ্গপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
শত্ৰুপ্রসাদ এবৈষ নাস্তি কার্য্য বিচারণা ॥ ১১
যঃ শত্ৰুং তদ্বতো বেত্তি স তু নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
যন্ত নারায়ণং বেত্তি স শক্ৰো বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১২
য ইন্দ্রঃ বেত্তি দেবেশং লোকপালো জলাধিপঃ
এবং সর্কাল্লোকপালান্ জানাতি স ইহামরঃ ॥
দেবান্ জানাতি যদ্ব্যন্য স ঋষিবেদবিৎ স্বয়ম্
ঋষীন যো বেত্তি সম্যক্রূপে স এব ব্রাহ্মণোত্তমঃ
সর্কবেদময়ং বিপ্রঃ যো জানাতি স বেদবিৎ ।
রহস্তং বেত্তি বেদস্ত স এব হরবল্লভঃ ॥ ১৫
জন্মাদিকারণং শত্ৰুং বিষ্ণুং ব্রহ্মাদিপূর্বজম্ ।
ন জানন্তি মহামুখা বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১৬
আসৌ প্রতর্দ্দিনো নাম রাজা পরমধার্মিকঃ ।

লোকে প্রায়ই তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ যে আর
কেহ আছেন, ইহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিবে
না। অতি অল্প লোকই তৎকথা অবগত
হইবে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই কারণেই
শিবতত্ত্বজ্ঞান অল্প লোকের হয়; এবং শিবের
বরদান-প্রযুক্ত বিষ্ণু নাম-কীর্তনও লোকে
করিয়া থাকে। বিষ্ণুর স্মরণ মাত্রে যে সর্ক
পাপক্ষয় হয়, ইহা শিবপ্রসাদ বৈ আর কিছু
নয়? ইহাতে বিচার-বিতর্ক নাই। যে ব্যক্তি
শিবকে তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ;
যে ব্যক্তি নারায়ণকে তত্ত্বতঃ অবগত
হন, তিনি ইন্দ্র; যিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে তত্ত্বতঃ
জানেন, তিনি লোকপাল বরুণ; আর যে
ব্যক্তি, সকল লোকপালকে তত্ত্বতঃ জানেন,
তিনি অমর হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মজনীয়
দেবগণকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ঋষি।
যিনি ঋষিগণকে সম্যক্রূপে জানেন, তিনি
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। সর্কদেবময় ব্রাহ্মণের তত্ত্ব যিনি
জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। যিনি বেদরহস্তজ্ঞ,
তিনি শিবপ্রিয়। বিষ্ণুমায়-বিমোহিত মহা-
মুখগণ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী বিষ্ণু-ব্রহ্মাদির

সমুদ্বীপপতিঃ পৃথ্বীপ্রভুরেকঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭
শূরঃ পুণ্যমতিভোগী দাতা বেদার্থপালকঃ ।
রাক্ষতা সর্বসেতুনাং ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ১৮
তন্ত রাজ্যে সদা দেবা গৃহুন্তি হবিরুত্তমম্ ।
ন পায়ন্তী ন বা বৌদ্ধন্ত রাজ্যেহতবজ্জনঃ
কদাচিত্ স পুরীং ত্যক্তা ক্রৌড়ার্থং নির্গতো
বাহিঃ ।

তদা দদর্শ ক্ষপণং রাজা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ২০
পৃষ্টঃ কন্তুঃ কুতো যাতঃ কিংকার্য্যঞ্চ তবোপ্তম
কুত্র যাস্তসি তৎ সর্কং কিংজাতীয়ো ভবান্ বদ
ক্ষপণক উবাচ ।

রাজন্ বর্ণগহং শান্তো যতিঃ শীলব্রতন্তে স্থিতঃ
মদৌরাক্ষলসংলগ্নাঃ সন্ত্যক্ত বর্ণিজঃ পরে ॥ ২২
রাজোবাচ ।

কো ধর্ম্যঃ কিংহুতত্র স্বংজ্ঞায়তে কেন বক্তি কঃ ।
অয়ং পন্থাঃ কথং প্রাপ্তঃ কস্মিন প্রকটো ভবান্

পূর্বপুরুষ শত্ৰুকে জানিতে পারে না। প্রতর্দ্দিন
নামে এক প্রতাপশালী পরম ধার্মিক রাজা
ছিলেন। তিনি সমুদ্বীপ পৃথিবীর অধিপতি।
তিনি বীর, পবিত্রবুদ্ধি, ভোগী, দাতা এবং
বেদার্থপালক ছিলেন। সেই রাজা সর্কবিধ
নিয়মের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণপ্রিয়
ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দেবগণ সতত
হবির্দ্রোহণ করিতেন। পায়ন্তী বা বৌদ্ধ তাঁহার
রাজ্যে ছিল না। একদা সেই রাজা ক্রৌড়ার
জন্ত রাজধানী ছাড়িয়া বহির্ভাগে গিয়া-
ছেন, এমন সময়ে এক ক্ষপণকে অবলোকন
করিয়া বিস্ময়গম্ন হইলেন এবং তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি, কোথা হইতে
যাইতেছ, তোমার প্রয়োজন কি? কোষায়
যাইবে এবং তোমার জাতি কি? এই সমস্ত
কথা বল। ১—২১। ক্ষপণক বলিল,—রাজন্!
আমি যতি শীলব্রতসম্পন্ন শান্ত বর্ণিক, আমার
অক্ষলসংলগ্ন (অমুযায়ী) আরও বর্ণিক এখানে
আছে। রাজা বলিলেন,—তোমার ধর্ম কি,
তবু কি, ইহার বোদ্ধা কে এবং বক্তি কে?
এপথে আসিলে কেন? তুমি প্রকটভাবেই

ক্ষণক উবাচ ।

অহিংসা পরমো ধর্মস্তৎ তত্ত্বং যৎ তনোদ্রিমঃ ।
বৃধ্যতে বৌদ্ধজৈনাত্ম্যং বক্তা তস্ত জিনো

মতঃ ॥ ২৪

বেদবেদাঙ্গবেত্তারো যাজ্ঞিকা বৈষ্ণবা দ্বিজাঃ ।
মাহেশ্বর্য মহাপূজ্যা ন ব্যক্তোহহং ভয়ান্ধপ ।

সূত উবাচ ।

ততো রাজা পরাং চিন্তাং প্রাপ্তো

দুঃখিতমানসঃ ।

ধিগুরাজ্যং মম দুর্লভং বেদবাহোহস্তি মৎপুত্রে
এতং ধ্মি যদা পাপং তদেতন্মানিনী প্রজা ।
কথয়িষ্যতি শাস্তায়া হতো রাজ্ঞা কুবুদ্ধিনা ॥ ২৭ ॥
এতস্মিন্ নিহতে কিং শ্চান্তবন্তি বহুবন্তথা ।

দয়াশব্দং পুরস্কৃত্য হৃদযোঁ বিচরিশ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেদবাহাঃ প্রজা রাজ্ঞা শাসিতুং নৈব শক্যতে
তদা ভৎপাপভাগী স্মাদিত্যাহ ভগবান্ মনঃ ॥

সূত উবাচ ।

তাত্কা রাজ্যং তপস্তপে ততো রাজাপ্রতর্দনঃ

সাবিত্রীং মনসা ধ্যান্তা নিত্যমেকাগ্রমানসঃ ॥

ততঃ কতিপয়্যাহোতির্ব্রহ্মা প্রত্যক্ষতাং গন্তঃ ।

মহতা তপসা তুষ্ট ইদং বচনমববীৎ ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ

পুত্র প্রাপ্তোহস্মি সন্তোষং বরং বরয় সূত্রত ।

কথং ত্বং খিদ্যসে চিন্তে রাজ্যং ত্যক্তং

কৃতজ্ঞয়া ॥ ৩২

রাজোবাচ ।

বেদঃ প্রমাণং বক্তব্যং জানাতোব্য চ যৎ প্রজা
শঙ্কামাত্তং ভবেন্নৈব বেদপ্রামাণ্যগোচরম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি যাচে বরং দেব কিমন্তেন বরং মে ।

যাচে নিরুপকং রাজ্যং সপ্তদ্বীপাবনীপতিঃ ॥

সূত উবাচ ।

এবমুক্ত্ব সশ্রোচ্য ব্রহ্মাস্তদানমাযযৌ ।

প্রতর্দনোহাপ বাজবিঃ সন্তুষ্টঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

ততঃ প্রভৃতি তদ্রাজ্যে সর্বৌ ধর্মো ব্যবস্থিতঃ

বেদবেদাঙ্গবেত্তারো ব্রাহ্মণাঃ শশসিতব্রতাঃ ।

অগ্নিহোত্রাণি যজ্ঞাশ্চ যতয়ৌ ব্রহ্মচারিণঃ ।

বা থাক না কেন? ক্ষণক বলিল, অহিংসা
পরম ধর্ম, শারীরিক দমই তত্ত্ব, বৌদ্ধা জৈন
এবং বৌদ্ধ। ইহার বক্তা ভগবান্ জিন।
রাজন্! বেদবেদাঙ্গবেত্তা যাজ্ঞিক বৈষ্ণব দ্বিজ
এবং মহাপূজ্য মাহেশ্বর (শৈব) দিগের ভয়ে
আমি প্রচ্ছন্নভাবে থাকি। সূত বলিলেন,—
অনন্তর রাজা দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগি-
লেন,—আমি যোগ্য রাজবুদ্ধিসম্পন্ন নহি,
আমার রাজ্যে বিদ্ব, কেননা আমার রাজ্যে
বেদবাহুধ ব্যক্তি অবস্থান করে। এখন
যদি এই পাণ্ডিত্যকে বধ করি, তাহা হইলে যে
সব প্রজা ইহাকে মান্ত করে, তাহারা বলিবে,
কুবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা এই পাণ্ডিত্য যতকে
(অকার্য) বধ করিল। আর ইহাকে যদি
বধ না করি ত কি হইবে?—অধিকতর প্রজা
ক্রমে ইহার অঙ্গগামী হইবে; দয়ার নামে
অধর্ম প্রচারিত হইবে। বেদবাহুধ প্রজা
রাজার শাসনবাহ্য নহে, অথচ তাহার পাপ-
ভাগী রাজাকে হইতে হয়, ইহা ভগবান্ মন

বলিয়াছেন। সূত বলিলেন,—(ইহা ভাবিয়া)
রাজা প্রতর্দন রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক একাগ্র-
চিত্তে সাবিত্রী ধ্যান করত তপস্তা করিতে
লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কতিপয় দিনেই
মহাতপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ-
গোচর হইলেন এবং বলিলেন,—বৎস
সূত্রত! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা
কর; কেন মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছ, কেনই
বা তুমি রাজ্যত্যাগ করিয়াছ? ২২—৩২।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি প্রতর্দন বলি-
লেন,—যাহাতে বেদপ্রমাণবক্তা, বেদপ্রামাণ্য-
জ্ঞাতা প্রজা থাকে, এমন নিরুপক রাজ্য
প্রার্থনা করি। হে দেব! অস্ত্র বরে প্রয়োজন
কি? ব্রহ্মা 'তথাশ্চ' বলিয়া অন্তহিত হইলেন।
পৃথিবীপতি রাজবি প্রতর্দনও সন্তুষ্ট হইলেন।
তদবধি সেই রাজ্যে সর্বধর্ম-ব্যবস্থিতি
হইল। বেদবেদাঙ্গবেত্তা শশসিতব্রত ব্রাহ্মণ
যতি, ব্রহ্মচারী বিবিধ বিশুদ্ধ শৈব এবং ভক্ত
বৈষ্ণবেরা তাঁহার রাজ্যে সুব্যবস্থিত হই-

শৈবা নানাবিধাঃ পুণ্যা বৈষ্ণবাঃ শুভলক্ষণাঃ ।
তত্ত্ব রাজ্যে মহাপুণ্যে ন পায়ণী ন হৈতুকী ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং ক্রিয়াঃ সৰ্বাস্তদাভবন্ ॥ ৩৮
উৎসবা বিষ্ণুভক্তানাং শিবপূজা গৃহে গৃহে ।
সৰ্বে দেবান্ মানয়ন্তি ন কঞ্চিদেষ্টি মানবঃ ॥ ৩৯
তর্কবেদান্তমীমাংসাভ্যাখ্যানানি গৃহে গৃহে ।
বেদনির্ঘোষবজ্রাজ্যং যজ্ঞস্তত্ত্বং স্থলে স্থলে ॥ ৪০
অনেকভোগসংযুক্তা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্তম্ভাঃ সতীঃ ।
রক্ষন্তি পতয়ঃ পুণ্যা যথা বুদ্ধপুরুষতঃ ॥ ৪১
স্মৃত উবাচ ।

এবং বহুত্বিধে কালে গতে যে দৈত্যদানবঃ ।
পাপিত্তা হীনকর্মাণো স্নেহান্তেহপি দিবং গতঃ ।
যেযান্ত সন্ততিঃ শুদ্ধঃ বেদমার্গং হি মন্ততে ।
তে সৰ্বে নরকান্ মুক্তা প্রাপ্তা এবামরাবতীম্

লেন, অগ্নিহোত্র এবং যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে
ইহাতে লাগিল (তাহার বিরুদ্ধবাদী কেহ
থাকিল না) । তাহার সেই মহাপবিত্র
রাজ্যে পায়ণী বা কুতর্কিক বিলুপ্ত হইল ।
বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্নদিগের ক্রিয়াকলাপ তখন
(অবধে) হইতে লাগিল । তখন বিষ্ণু-
ভক্তগণের উৎসব ও গৃহে গৃহে শিবপূজা
ইহাতে লাগিল; সকলেই দেবতাগণকে
মানিল; কোন লোকই দেবষেবী রহিল না ।
গৃহে গৃহে ভ্রায়, বেদান্ত ও মীমাংসা
ধ্যাত্য ইহাতে লাগিল, সমগ্র রাজ্য বেদ-
নির্ঘোষে শঙ্কায়মান হইল । যজ্ঞস্তত্ত্বসমূহ
মানস্বানে উজ্জ্বল হইল । পুণ্যকারী পতি,
দ্বগণ-সম্মানিতা * বহুভোগ-সম্পন্ন হৃষ্ট-
হৃষ্টা সতী রমণীদিগকে রক্ষা করিতে লাগি-
লেন । স্মৃত বলিলেন,—এই প্রকার বহু-
শাল অতীত হইলে, যে সকল পাপী হীন-
কর্মা দৈত্য-দানব ও স্নেহ ছিন্ন, তাহারাও
পূর্ণ গমন করিল । যাহাদিগের সন্তান-
ভক্তি শুদ্ধ বেদমার্গাবলম্বী হইল, তাহারা

সর্বত্র তুলসীবৃন্দং সর্বত্র হরিপূজনম্ ।
বিশ্বদলৈশ্চ সর্বত্র পূজ্যতে গিরিজাপতিঃ ॥ ৪৪
কথং তেবাস্ত পিতরো নরকে নিবসন্তি হি ।
তস্মিন্ রাজ্যে সমাগত্য কিং কুর্য়্যধমকিঙ্করাঃ
স্মৃত উবাচ ।
শৃঙ্খলযুগ্মঃ সৰ্কে যদাসীৎ পরমাকৃতম্ ।
স্বর্গগামিষু সর্কেষু ব্যাপাররহিতে যমে ।
পূজিতাঃ সৰ্বলোকেষু সৰ্কে দেবা বহুবিরে ॥
তদাসৌ ধর্ম্মরাজঃ শক্ললোকং মহামনাঃ ।
উবাচ সর্কদেবানাং পুরতঃ প্রাজ্ঞলিঃ স্থিতঃ ॥ ৪৭
যম উবাচ ।

চতুরশীতিলক্ষণাং জীবানাং যঃ স্থিতিঃ সদা ।
তাং নষ্টামধুনা বেদ্বি যদি দেবঃ প্রমাণবান্ ॥ ৪৮
যন্তাং কীটাদিঘোনো যঃ স্থিতো জীবোহন্ত-
পাপবান্ ।

নরকে সংযমিতাং বা তৎপুঞ্জেন স উদ্ধৃতঃ ॥ ৪৯
জ্ঞানদেবার্চনাদৌনি কয়োতি ক্ষতিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫০

সকলেই নরকযুক্ত হইয়া অমরাবতী প্রাপ্ত
হইল । তুলসীবৃন্দরাজি সর্বত্র, বিষ্ণুপূজা
সর্বত্র এবং বিশ্বপাত্র দ্বারা সর্বত্র শিবপূজা
হইতে লাগিল । স্মৃতরাং এই সব ধর্ম্মাশ্রা-
দিগের পিতৃলোক নরকে থাকবে কিরূপে ?
সে রাজ্যে আসিয়া যমকিঙ্করেরাই বা কি
করিবে ? ৩৩—৪৫ । স্মৃত বলিলেন,—অধিগণ
শ্রবণকরুন; সৰ্বলোক স্বর্গারুঢ় হইতে থাকিলে,
যম ব্যাপার-হীন হইলেন, তখন সকলেই
সৰ্বলোকপূজিত দেবতা হইতে লাগিলেন ।
তখন মহামনা ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রলোকে গিয়া সর্ব-
দেবগণ সমক্ষে কৃতাজ্ঞলিপুটে বলিতে লাগি-
লেন,—দেবতা! সাক্ষী; চতুরশীতি লক্ষ
জীবের বাস আমার ঐ স্থানে ছিল, তাহা
নষ্ট হইয়াছে । যে অতি পাপাণ্ড জীব,
কীটাদি-ঘোনিতে বা সংযমনীপুত্রে ছিল,
তাহার পুত্র তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে ।
(পাপীর পুত্র) বেদের প্রাত নির্ভর্য কুরিয়া
আজ ও দেবপূজাদি করিতেছে । ইন্দ্র

* “বুদ্ধপুরুষতঃ” পার্শ্বে, “বুদ্ধগণের
স্মৃত পতি” এই অর্থবাদ ।

ইন্দ্র উবাচ।

অস্মাকং হীনজীবানাং কো বিশেষো যদা ঋতি
প্রমাণয়তি তন্মেন বয়ং দেবা যদাভয়া ॥ ৫১
পুরোহিত তব প্রজ্ঞা শোভনা প্রতিভাতি মে।
পূৰ্ণং চার্বাকবৌদ্ধাদিমার্গাঃ সন্দর্শিতাভয়া ॥ ৫২
তেন মার্গেণ বিভাস্তা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ।
দৈত্যাস্ত দানবাঃ শ্চ ব তথা কুরু ষিজোন্তমাঃ ॥
শুরুকবাচ।

ন চার্বাকো ন বৈ বৌদ্ধো ন জৈনো জব-

নোহপি বা।

কাপালিকঃ কৌলিকো বা তস্মিন্ রাজ্যে বিশেৎ
কচিৎ ॥ ৫৪

বেদঃ প্রমাণমিত্যেব মন্ত্যমানাঃ প্রজাঃ শুভাঃ।
কথং সা চাচ্যতে তাত ন শক্যং হি শুভাধুনা
বিধিদ্ভবরস্তাহমুচ্ছেত্তুঃ শক্তিমান কথম্ ॥ ৫৫

ইন্দ্রাদয় উচুঃ।

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ দুর্দশীনাং ভবো যদা।
তদা শুক্রঃ স্বয়ং তেবাং রূপয়া সোদ্যমো ভবেৎ

বলিলেন,—বেদ তখন তব্বতঃ প্রমাণ করিয়া
দিতেছেন, তখন আমরা হীনজীব, আমা-
দের বিশেষ কর্তব্য কি আছে? যেহেতু
আমরাও বেদের আদেশবস্তী। (বৃহ-
স্পতির দিকে চাহিয়া বলিলেন) পুরোহিত!
আমার স্থির আছে, আপনার বুদ্ধি শোভনা;
পূৰ্ণে চার্বাক ও বৌদ্ধাদি-মার্গ আপনিই
প্রদর্শন করিয়াছেন। দৈত্যদানবগণ সেই
মার্গে বিভাস্ত হইয়া বেদমার্গ-বহিষ্কৃত হয়,
হে ষিজোন্তম! এক্ষণেও সেই প্রকার
করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—চার্বাক, বৌদ্ধ,
জৈন, জবন, কাপালিক বা কৌলিক সে
রাজ্যে কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না।
সেই রাজ্যের উত্তম প্রজাগণ বেদকেই
প্রমাণ স্থির করিয়া আছে; হে তাত!
তাহাদিগকে এখন বিচলিত করিতে ত পারা
যায় না। ব্রহ্মপ্রসঙ্গ বয় ৭৩ন করিতে
আমার কি শক্তি হইতে পারে? ইন্দ্রাদি
বলিলেন,—দৈত্যদানবগণের স্বধন দুর্দশা

তস্মাৎ ত্বং বিশ্রাদ্দুল কস্মাদস্মায়শেপসে ॥

অসাধ্যং তব কিং মন্ত্য বয়ং বৃহস্পতয়ঃ গতাঃ।

অস্মাকং দুর্দশীনাং সর্বৈ বেদকস্মরতাঃ কৃতাঃ ॥

তেবাং ব্যামোহনায় ত্বং কুরু যত্নঃ রূপানিধে।

দেবানাং রক্ষসাকৈব দৈত্যানাং পাপকস্মরাম্

স্মৃত উবাচ।

এবং ব্রহ্মসু দেবেষু বৃহস্পতিরদারধীঃ।

উপায়ং চিন্তয়ামাস সৃষ্টেঃ সংরক্ষণায় সঃ ॥ ৬০

শুরুকবাচ।

শৃঙ্খলিতদশাঃ সর্বৈ ময়োপায়ং বদাম্যহম্।

দেবঃ কশিদযদি ভবেৎ কপটী বৈক্যঃ স্বয়ম্ ॥

শাস্ত্রচক্রাঙ্কিততমুস্তলসীকাষ্টভূষিতঃ।

উর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ বিভাণো হরিনামাক্ষরং জপন ॥ ৬২

দেবতামাত্মনিন্দা চ অক্লহা মতিমৌখরে।

শিবষেষ্ঠা মহাপাপপ্রেরকঃ শিবনিন্দকঃ ॥ ৬৩

দন্তেন যদি তদ্রাজ্যে শিবনিন্দা কৃতা ভবেৎ।

তদা তৎপূৰ্ণজাঃ সর্বৈ নরকং যান্তি দারুণম্ ॥

হয়, তখন শুক্রাচার্য স্বয়ং তাহাদের প্রতি
রূপা করিয়া কত উল্গোপ করেন। অতএব
হে বিশ্রবর! আমাদিগকে কেন আপনি
উপেক্ষা করিতেছেন? আপনার অসাধ্য কি
আছে? আমরা আপনার শরণাগত। আমা-
দের ষিষ্ট ব্যক্তিরাও বেদকস্মরিত হইয়াছে,
অতএব হে দেব-রূপানিধে! সেই পাণিষ্ঠ
দৈত্য এবং রাক্ষসদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্ত
যত্ন করুন। ৪৬—৫১। স্মৃত বলিলেন,—দেব-
গণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, উদারমতি বৃহ-
স্পতি সৃষ্টিপ্রকার জন্ত উপায় চিন্তা করিলেন।
অনন্তর তিনি বলিলেন,—দেবগণ সকলে
শ্রবণ কর; আমার বিবেচিত উপায় কীর্তন
করিতেছি। যদি কোন দেবতা (সেই রাজ্যে
গিয়া) শাস্ত্রচক্রাঙ্কিতদেহ, তুলসীকাষ্টভূষিত,
উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী, হরিনামাক্ষর-জপশরায়ণ অথচ
দেবতামাত্মনিন্দক, শিব মতিহীন, মহাপাপ-
নিযোক্তা, শিবষেষ্ঠা এবং শিব-নিন্দক কপটী
বৈক্য হন এবং (তদুপদেশে) দন্ত-সহকারে
সেই রাজ্যে শিবনিন্দা করা হয়, তাহা হইলে,

ততো দেবেষু সর্বেষু ন কশ্চিদবদৎ তথা ।

কথয়ন্তি স্ম চাত্তোন্তঃ নৈতৎ কৰ্ম্মান্তি সুন্দরম্
কশাণ্ডালঃ শিবঃ ক্রমাৎ সাধারণেন বিষ্ণুনা ।

যন্ত প্রসাদাৎকৈকুটঃ প্রাপ্তবানীদৃশং পদম্ ॥ ৬৬

স্মৃত উবাচ ।

ততঃ কিন্নরমাহুঃ প্রোবাচেনং শচীপতিঃ ।

যাহি কিন্নর মায়াবৌ ভূত্বা ত্বং বৈষ্ণবো ভুবনম্ ॥

তত্র গত্ত্বা জনান্ সৰ্ম্মান ক্রাহি কোহন্তি শিবো

মহান্ ।

এক এব মহাবিষ্ণুর্নাত্তো ধ্যেয়ঃ কথকন ॥ ৬৮

পূৰ্বে প্রচ্ছন্নরূপেণ স্থিত্য মার্গঃ প্রদর্শয় ।

শনৈঃ শনৈর্জন এবং ভবিষ্যন্তি চ হৈতুকাঃ ॥

বেদঃ প্রমাণমিত্যেব বদিতব্যং ত্বয়া সদা ।

পরন্তেকো মহান বিষ্ণুঃ শিবস্ত স্মৃত চ কিস্করঃ ॥

স্মৃত উবাচ ।

প্রেরিতোহসৌ বলাৎ তেন ভীতোহগচ্ছ-

চ্ছনৈঃ শনৈঃ ।

সেই রাজ্যবাসিগণের পূর্বপুরুষের দাক্ষণ
নরকে যাইতে পারে । তখন সেই সমস্ত
দেবতার মধ্যে কেহই একাধো সম্মতি প্রকাশ
করিলেন না, প্রত্যুত পরস্পরে বলাবলি করিতে
লাগিলেন,—এ কার্য বড় উত্তম নয় ; যাহার
প্রসাদে বিষ্ণু ঈদৃশ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন,
সেই শিবকে কোন্ চাণ্ডাল বিষ্ণুর সঙ্গে সমান
করিতে যাইবে ? (অপর নিন্দা ত দূরের
কথা ।) স্মৃত বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র,
এক কিন্নরকে ডাকিয়া বলিলেন, হে কিন্নর !
তুমি মায়াবৌ বৈষ্ণব হইয়া ভূতলে গমন কর ;
তথায় গিয়া সকল লোককে বলিবে,—শিব ত
সর্বশ্রেষ্ঠ নহেন, এক মহাবিষ্ণুই ধ্যেয়, আর
কেহ কোনরূপে ধ্যেয় নহেন । পূর্বে প্রচ্ছন্ন-
রূপে থাকিয়া এই মার্গ প্রদর্শন করিবে,
পরে ক্রমে ক্রমে সকল লোকেই এই
প্রকার কৃতকী হইবে । তুমি বলিবে, বেদই
প্রমাণ, পরব্রহ্ম বিষ্ণুই একমাত্র মহান, শিব
উঁহায় কিস্কর । স্মৃত বলিলেন,—সেই
কিন্নর ইন্দ্র কর্তৃক বলপূর্বক প্রেরিত হইয়া,

দাস্তিকং রূপমাশ্রায় যথা সাধুঃ বদেচ্ছনঃ ॥ ৭১

সর্ববৈষ্ণবচিহ্নানি ধৃত্বা ভ্রাম্যতি তৎপুংসে ।

শিষ্যান্ করোতি তান্ পূৰ্বে বদেচ্ছাত্তো দ

শত্বরঃ ॥ ৭২

কচিৎসদৃশি ন ধ্যেয়ো ন মুখ্য ইতি চ কচিৎ ।

কচিৎকৃষ্ণজীবোহয়ং কচিচ্ছ্রীবকুক্কিরঃ ॥ ৭৩

ইতি নানাবিধা বুদ্ধির্মর্যপাঃ ভেদিতা যদা ।

তদা শৈথ্যে পরিবৃত্তে রাজগেহং বশত্যাগি ॥

চাগতো রাজলোকোহপি বিক্লবঃ নৈব

দৃশ্যতে ।

বিমূভক্তো মহান শাস্তো বেদবেদান্তপারবান্

উপায়নাত্মনেকান হযাংস স্তন্দনান্ বহু ।

লোকাঃ সর্বে দদত্যেব গুপ্তং পাপং ন দৃশ্যতে

স্মৃত উবাচ ।

একস্মিন সময়ে বিপ্রা একাদশায়ুপোষিতাঃ ।

লোকে যাহাতে সাধু বলে, এইরূপ অধচ

দাস্তিকরূপ অবলম্বন করিয়া সত্যের শনৈঃ

শনৈঃ গমন করিলেন । কিন্নর, সর্ব বৈষ্ণব-

চিহ্ন ধারণ করিয়া সেই নগরে ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন, শিষ্য করিতেও লাগিলেন, এবং

শিষ্যদিগকে পূর্বেই বলিলেন,—শত্বর মাত্ৰ

নহেন । কিন্নর কোথাও বলিলেন,—শিব

ধ্যেয় নহেন, কোথাও বলিলেন,—প্রধাম

নহেন, কোথাও বলিলেন,—শিব উৎকৃষ্ট

জীব, কোথাও বা বলিলেন,—শিব বিষ্ণুর

কিস্কর । ৬০—৭৩ । এইরূপে তিনি লোকের

বুদ্ধি যখন নানা প্রকারে ভেদপ্রাপ্ত করিয়া

দিলেন, তখন তিনি শিষ্যপরিবৃত্ত হইয়া রাজ-

গৃহেও প্রবেশ করিলেন । রাজপুরুষগণ সেই

কিন্নর কর্তৃক চালাত হইলেও তাঁহার বিক্লব-

ভাব দর্শন করিতে পারে নাই । সকলেই

তাঁহাকে বুঝিয়াছিল যে, ইনি বিমূভক্ত,

শাস্ত, বেদবেদান্তপারগামী, মহাপুরুষ ।

সকল লোকেই তাঁহাকে নানা উপঢৌকন,

অশ্ব, রথ এবং ধন দিতে লাগিল ; কিন্তু

তাঁহার গুপ্তপাপ কেহ দেখিতে পাইল না ।

স্মৃত বলিলেন,—হে বিপাগণ ! একসময়ে

জনাঃ প্রাভ্যস্তক্ৰপাণিং নমস্কৃত্বং গতাঃ শুভাঃ
 তজ্জোপবিষ্টঃ শিবৈঃ শৈবতঃ স্বীয়েন তেজসা
 ন কক্ষিযন্ততে বিপ্রং যো ভস্মাক্তিতভালবান্ ।
 এতন্নিবন্ধয়ে রাজা প্রাপ্তবান্ অী প্রতর্দনঃ ।
 কৃতো বহুবির্ধৈবিরৈঃ কুশলন্তৈঃ শুচিত্রতৈঃ ॥৭১
 ত্রিপুণ্ড্রধারিণঃ কেচিদুর্দ্ধপুণ্ড্রযাস্তথা ।
 পঠন্তঃ শিবসূক্তানি বিষ্ণুসূক্তানি চাপরে ॥৮০
 এতৈর্বহুবির্ধৈবিরৈঃ প্রবৃত্তো রাজোপবিশ্ত সঃ ।
 উবাচ বচনং বৃদ্ধঃ কোমলাক্ষরঃসুতম্ ॥৮১
 শামিন্নাগতবান্ সাক্ষাভ্যগবান্ হরিপার্ষদঃ ।
 বেদং পঠসি বিকোশত ভক্তস্তদেষধার্থ্যপি ॥৮২
 বৈষ্ণবভাস উবাচ ।

বেদ এব পরং শ্রেয়ো বেদার্থাদধিকং ন হি ।
 প্রমাণং বেদ এতৈবৈকো বিষ্ণুবাক্যজ্ঞতিরেষ চ ॥

সজ্জনেরা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া
 প্রাতঃকালে বিষ্ণু-নমস্কারের জন্ত গমন
 করিলেন। তথায় সেই কপট-বৈষ্ণব শিষ্য-
 পরিবৃত্ত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; স্বীয় তেজো-
 দর্পে ভস্মাক্তিতললাট বিপ্রদিগকে গ্রাহ্যই
 করিলেন না। এমন সময়ে রাজা শ্রীপ্রতর্দন
 কুশলন্ত শুচিত্রতসম্পন্ন বহুবিধ বিপ্রগণ-
 কর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হই-
 লেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ত্রিপুণ্ড্রধারী ও
 শিবসূক্ত পাঠ করিতেছিলেন; কেহ কেহ
 বা উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ও বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করিতে-
 ছিলেন। এই সকল বহু ব্রাহ্মণ-পরিবৃত্ত
 রাজা উপবেশন করিয়া কোমলাক্ষর-সুত
 উপযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন,—শামিন্!
 আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, বিষ্ণুপারিষদ;
 আপনি বেদাধ্যয়নরত, বিষ্ণুভক্ত এবং
 বৈষ্ণবোচিত বেষধারী। বৈষ্ণবভাস *
 বলিলেন,—বেদই পরম শ্রেয়স্কর, বেদার্থ
 অপেক্ষা অধিক আর কিছু নাই। একমাত্র
 বেদই প্রমাণ, বিষ্ণু-বাক্যই জ্ঞতি। রাজন্!

* প্রকৃত বৈষ্ণব না হইয়াও বৈষ্ণবরূপে
 প্রতীয়মান ।

রাজন্ বেদার্থবিজ্ঞানে বহুবো মোহিতা জনাঃ ।
 শিবপূজারতাঃ সন্তো নানাদৈবতপূজকাঃ ॥৮৪
 একো বিষ্ণুর্ন দ্বিতীয়ো ধ্যেয়ঃ কিস্তিতরৈঃ সুরৈঃ
 ক্রুরঞ্চ ক্রুরকর্ম্মাণং শঙ্করং মন্ততে কথম্ ॥৮৫
 তদীয়্য ব্রাহ্মণা এতে উর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতাঃ শুভাঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা শ্রীতিরত্যাঃ জায়তে নৃপসন্তম ॥৮৬
 এতে ত্রিপুণ্ড্রালা য়ে করকুজাক্ষমাণিনঃ ।
 পঠন্তঃ শিবসূক্তানি দৃষ্ট্বাবজ্রং পতোদ্বিবঃ ॥৮৭
 দর্ভশ্চোপগ্রহঃ কোহয়ঃ কিং বা ভস্মান্নধারণম্
 কুজাক্ষা কা চ কো কুজঃ কানি সূক্তানি তন্ত চ
 বিষ্ণুরেকঃ পরো ধ্যেয়ো নাত্তো দেবঃ কদাচন
 তদীয়্যমুখচিহ্নানি পূজ্যো বৈ বৈষ্ণবঃ সন্ ॥৮৯
 রাজোবাচ ।

অনাদিনা প্রমাণেন বেদেন প্রোচ্যতে শিবঃ ।
 বিষ্ণোরপ্যাধিকো বিপ্র সংপূজ্যো ন কথং
 ভবেৎ ॥৯০

শিবাদিষু পুরাণেষু প্রোচ্যতে শঙ্করো মহান্ ।

বহু ব্যক্তিই বেদার্থ বিজ্ঞানে বিমূঢ়; তাহা-
 তেই পণ্ডিত ব্যক্তিরাও নানাদৈবতপূজক
 এবং শিবপূজক হইয়াছেন। এক বিষ্ণুই
 অন্তদেবগণের ধ্যেয়; আর কেহ নহে।
 তবে ক্রুর ক্রুরকর্ম্মা শঙ্করকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 কেন মানে? হে নৃপসন্তম! তোমার এই
 সকল ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী; ইহাদিগকে
 দেখিয়া অত্যন্ত শ্রীতি হইতেছে। ললাটে-
 ত্রিপুণ্ড্র, করে কুজাক্ষমালা, শিবসূক্ত-পাঠরত
 এই সকল ব্রাহ্মণ দর্শনে আকাশ হইতে বজ্র-
 পাত বাধ হইতেছে। বহু কুশধারণ, ভস্ম-
 লেপন এবং কুজাক্ষধারণ এ সব কি
 ব্যাপার! শিব কে? তার আবার সূক্তই
 (মন্ত্র) বাকি? এক বিষ্ণুই পরম ধ্যেয়,
 অন্ত দেবতা কদাচ ধ্যেয় নহেন। তদীয়
 অঙ্গাচিহ্ন অর্থাৎ শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন ও তদীয়
 ভক্তগণ সতত পূজনীয়। ৭৪-৮৯। রাজা
 বলিলেন,—হে বিপ্র! অনাদিপ্রমাণ বেদে
 শিব বিষ্ণু হইতে অধিক বলিয়া কীদ্রিত
 হইয়াছেন, তিনি পূজ্য নহেন, এ কি হইতে

সৰ্ৱান্ন স্মৃতিষু ব্রহ্মন শিবাচাৰেযু সৰ্বতঃ ॥১১

নানাগমেষু পুণ্যেষু শ্ৰোচ্যতে হজ ঈশ্বরঃ ।

কঠোৱং বাক্যমেতৎ তে ভাতি চেতসি

মেহৰ্শনিঃ ॥ ১২

বৈষ্ণবভাস উবাচ ।

নৈকাগ্ৰমনসন্তে তু যেহৰ্চয়ন্তীহ ধ্বজ্জটিন্ ॥ ১৩

শ্মশানবাসী দিধাসী ব্রহ্মমন্তকধৰু ভবঃ ।

সৰ্গাহারঃ কথং সেব্যো বিষধারী জটধরঃ ॥১৪

তন্মহিষুঃ সদা সেব্যঃ সুন্দরঃ কমলাপতিঃ ॥

রাজোবাচ ।

নানারূপাণি কল্পন্ত কে জানন্তি নরোধমাঃ ।

ঐ বৈষ্ণব ইবাভাসি বেদার্থং নৈব বেৎসি য়ে

স্মৃত উবাচ ।

চিন্তয়িত্বা ততো রাজা বিহবো ব্রাহ্মণোত্তমান্ ।

আহুয় নির্ণয়কান্ত করিষ্যামীতি তবৃতঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌৱে স্মৃত-

শৌনকসংবাদে শিবমহিমাৱিকথনং নামাষ্ট-

ত্ৱিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ।

একোনচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

গৃহং গত্বা স্থিরো কৃত্বা যাবদাহুযতে বিজান্ ।

তাবদেব কলিঃ পাপো ব্রাহ্মণেষু বিবেশ হ ॥

কশ্চিদ্রাহ্মণমাশ্রিত্য ক্রতে তাদৃশমেব হি ।

অন্তোত্তমমৰ্ষযোগেণ খণ্ডয়ন্তি পরম্পরম্ ॥ ২

মুকীভাবাশ্রিতাঃ কেচিৎ কেচিদ্বাখ্যার্থবাদিনঃ ।

যো যথা বাক্ত তৎ তাদৃগিখং কেচিদধোচিত্রে

ইতি কোলাহলে বৃন্তে রাজচেতসি নির্ণয়ে ।

জাতে লোকে নাস্তিকতাঃ বহবঃ প্রতিপেদিরে

রাজা বেতি মহামুৰ্খঃ ন তু মায়াবিনঃ শিলম্ ।

লোকে তু ভ্রান্তিমাগমে রাজা চিত্তাপরোহভবৎ

ঈশ্বরং হস্তি হুষ্টাশ্চা বধ্যোহয়ং মম শাস্ততঃ ।

পরন্ত লোকো ব্রহ্মণঃ মিথ্যা শাস্ত বদিষ্যতি ॥ ৩

আহ্বান করিয়া ইহার তব নির্ণয়

করিব । ১০-১৬ ।

অষ্টাৱিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচছারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—রাজা গৃহে গিয়া স্থির

হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যখন আহ্বান করিলেন,

তখন পাপরূপী কলি ব্রাহ্মণগণে প্রবেষ্টি হইল ।

কলি-সমাবেষ্টি কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে লক্ষ্য

করিয়া কপট-বৈষ্ণবের বাক্যাহুৰূপ বাক্য

বলিতে লাগিল, ক্রোধে পরম্পরের বাক্য

পরম্পরে খণ্ডন করিতে লাগিল । কেহ

মোদনবলম্বী হইয়া রহিল, কেহ বা তব্ধকথা

বলিলেন । “এইরূপই বটে” বলিয়া কেহ

কেহ যথা কথার অভিমোদনও করিতে লাগি-

লেন । এইরূপ কোলাহল হইতে থাকিলে,

রাজার চিন্তে সিদ্ধান্ত নির্ণয় হইল, কিন্তু

বহু লোকে নাস্তিকতা প্রাপ্ত হইল ।

রাজা সেই কপট-বৈষ্ণবকে মহামুৰ্খ বলিয়াই

বুঝিলেন, কিন্তু মায়াবী বলিয়া বুঝিতে

পারেন নাই । লোক ভ্রান্ত হইলে, রাজা

ভাবিলেন,—এই হুষ্টাশ্চা ঈশ্বরমোহী;

ইহাকে বধ করা উচিত, ইহাই শাস্ত । কিন্তু

পারে ? শিবপুরাণ প্রত্নতিতে, সৰ্ব্ব-

বিধ স্মৃতিতে এবং শৈব আচারে শিবই

শ্রেষ্ঠ, ইহা সৰ্ব্বতোভাবে কথিত হইয়াছে ।

নানা পবিত্র তন্ত্রে শিবই অজ্ঞ এবং ঈশ্বর

নামে অভিহিত হইয়াছেন । সুতরাং আপ-

নার এই বাক্য আমার হৃদয়ে বজ্রের স্তায়

প্রতিভাত হইতেছে । বৈষ্ণবভাস বলি-

লেন,—যাহারা শিবপূজা করে, তাহারা

একাগ্রচিত্তই নহে ; শিব দিগম্বর, শ্মশান-

বাসী, ব্রহ্মমন্তকধারী, সৰ্গহারযুক্ত, বিষধারী

এবং জটধর ; সুতরাং তিনি কিরূপে সেব্য

হইতে পারেন ? অতএব সুন্দর কমলাপতি

বিষ্ণুই সজ্ঞত সেবনীয় । রাজা বলিলেন,—

শিবেয় নানা রূপ, কে তাহা জানিতে পারে ?

নরোধমে ত জানিতে পারেনই না । অরে !

তুই বৈষ্ণববৎ প্রতিভাত, কিন্তু কিছুই

জানিস না । স্মৃত বলিলেন,—অনন্তর রাজা

চিন্তা করিলেন, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে

স্বত উবাচ।

এতস্মিন্ সময়ে প্রাপ্তে লোকপূৰ্ণিতামহাঃ।
 স্বৰ্গাদ্ভ্রষ্টা হুনেকানি নরকাণি প্রপেদিরে ॥ ৭
 যেবাং পুজাশ্চ পৌজাশ্চ প্রতিপৌজাস্তথাপরে
 মাতামহাদিধর্গাশ্চ সখিসম্বন্ধবান্ধবাঃ ॥ ৮
 শিবাবগণনোদ্ধৃতপাতকা যমলোকগাঃ।
 সুকৃতং তস্মতাং যাতং মজ্জাদগ্গেদকং যথা ॥
 এতস্মিন্বেব কালে তু কমলাহৃদাঙ্গমঃ।
 সুপু আক্রম্যকরোচ্ছোর্ণিতৌষপরিপ্লুতঃ ॥ ১০
 লক্ষ্মীদৃষ্ট্বা তদ্রূপং বিহ্বলঃ ভয়বহুলা।
 প্রাপ্তাশ্চৰ্য্যং মহাঘোরং করোদ ভূশত্খিতা ॥
 লক্ষ্মীকবাচ।

বেদান্তবেদ্য পুরুষেশ্বর দেবদেব
 ত্রৈলোক্যানাথ কিমিদং অয়ি দৃশ্যতেহত্ ॥
 আকারমাত্ররহিতঃ পুরুষঃ পুরাণ-
 স্তথ্যোব বিশ্বমিহ রজ্জুভুজঙ্গমাত্রম ॥ ১২

লোকে মিছামিছি আমাকে ব্রহ্মধাতী বলিবে।
 ১—৬। স্বত বলিলেন,—সেইসময়ে সেই সমস্ত
 (নাস্তিকভাবাপন্ন) লোকের পূৰ্ব্বপুরুষগণ
 স্বৰ্গভ্রষ্ট হইয়া নানাবিধ নরকে গমন করিলেন।
 যাহাদিগের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি সন্ততি,
 মাতামহাদিপক্ষ, সখা, সম্বন্ধী অথবা বান্ধব,
 শিব-অবজ্ঞা-জনিত মহাপাপে দূষিত, তাহারা
 যমলোকে স্থিত হইলেও তাহাদিগের পুণ্য,
 মজ্জাসম্পর্শে গঙ্গাজলের স্নায়, একেবারে
 বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সময়ে কমলাপতি
 সুপু ছিলেন। তিনি রজ্জুধারায় আপ্লুত
 হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী তাঁহার
 সেই বিহ্বলরূপ দর্শনে ভীতি-বিহ্বলা এবং
 আশ্চর্য্যবিধিতা হইয়া অতি হৃৎথে রোদন
 করিতে লাগিলেন, আর তিনি বলিলেন,—
 হে বেদান্ত বেদ্য! হে পুরুষেশ্বর! হে দেব-
 দেব! হে ত্রৈলোক্যানাথ! আপনাতে আজ
 একি (বৈপরীত্য) দেখা যাইতেছে! আপনি
 আকার-সম্বন্ধহীন, পুরাণ পুরুষ; রজ্জুতে
 যেমন সর্পভ্রম হয়, তজ্জপ আপনাতেই এই

শৈলাঃ পতন্তি জলধির্নরকভায়পৈতি
 সূর্য্যাদিরো হতরুচঃ পৃথিবী পরাণুঃ।
 ভূতানি চাচ্যুত বিভো বিলয়ং প্রযান্তি
 তদ্রোমমাত্রমপি নৈব চলেৎ ক্ষণাঙ্কম্ ॥ ১৩

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

উক্তঃ স্মৃতা তদাপি লক্ষ্মি তথৈব কিন্তু
 মৎস্মানিনোহবগণনা ন হি শক্যতে মে।
 কুতাপি পূজ্যতমমূর্ত্তিমিমাং গিরীশং
 নো মন্ততে তদ্বিহ বজ্রসমং মমৈব ॥ ১৪

লক্ষ্মীকবাচ।

সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্ববিৎ কর্তা বক্তা ধৰ্ত্তাব্যয়ঃ প্রভুঃ।
 তং সাক্ষী সৰ্বলোকানাং তন্তঃ পরতরোহস্তি
 কঃ ॥ ১৫

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অস্তি সৰ্ব্বং বরারোহে ময়ি তৎ তথ্যমেব হি।
 শ্রীমহেশ্বরব্রহ্মকং মদীয়ং নহি কিঞ্চন ॥ ১৬
 একঃ স্বজতি ভূতানি মৎসমানি কিয়ন্ত্যপি।
 তন্তত্বং বেদ্যাহং দেবি মদীয়াঃ কেচনাপরে ॥ ১৭
 বেদবেদান্তবেদ্যুং গাং সহস্রাণ্যগ্রজয়নাম্।

জগৎ-ভ্রম হয়। শৈল সকল নিশ্চিত, জলধি
 বিলুপ্ত, সূর্য্যাদি নিশ্চিত, পৃথিবী পরমাণুরূপে
 পরিণত এবং ভূতগণ বিলয়প্রাপ্ত হয়, তবু
 অর্দ্ধক্ষণের জন্তও আপনার রোমমাত্র বিচ-
 লিত হয় না। শ্রীনারায়ণ বলিলেন,—হে
 লক্ষ্মী! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে,
 কিন্তু আমার স্বামীর প্রতি অবহেলা আমার
 অসহ্য। আমার এই পূজ্যতম মূর্ত্তি স্থাপন
 করিয়াও শিবকে যে না মানা, তাহাই আমার
 পক্ষে বজ্রতুল্য। লক্ষ্মী বলিলেন,—আপনি
 সৰ্ব্বাত্মা, সৰ্ব্বজ্ঞ, কর্তা, বক্তা, পালয়িতা, অব্যয়,
 প্রভু। আপনি সৰ্বলোকের সাক্ষী, আপনা
 হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? শ্রীনারায়ণ
 বলিলেন,—হে বরারোহে! আমাতে এসমস্ত
 গুণই আছে সত্য কিন্তু এ সবই শ্রীমহেশ্বরের
 বরে লাভ করিয়াছি, আমার নিজের
 কিছুই নহে। একমাত্র শিব, মাদৃশ কত জীব
 সৃষ্টি করেন; তাহার তত্ত্ব আমি এবং মদীয়

হননামুচ্যতে জীবো ন তু শ্রীশিবহেলনাং ॥১৮
গুরুদণ্ডগমনকুং সদা মদ্যনিষেবকঃ ।

ব্রাহ্মণবর্ণহারী চ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ ॥ ১৯
দ্রৌণো গোয়ো নৃশয়শ্চ তথা বিশ্বাসঘাতকঃ ।
কৃতয়ো নান্তিকো লুক্কঃ কদাচিন্মুচ্যতে জনঃ ॥
ন তু শ্রীকৃষ্ণসামান্তদর্শী মুচ্যতে বন্ধনাং ॥২১
বিরিক্খিবিকুশক্রেতাঃ সর্বোৎকৃষ্টে ন জায়তে
বিশ্বনা যদি বা তুলাং মুচ্যন্তে নৈব জন্তবঃ ॥২২
স্বামী মদীয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদাশেষশ্চি সর্বদা ॥২৩
লক্ষ্মীকবাচ ।

গচ্ছামন্তজ বৈকুণ্ঠ যজ্ঞ স্বাম্যস্তি তে বিভো ।
কৈলাসপর্বতে রম্যে প্রণাম্যঃ সদাশিবম্ ॥২৪
স্বত উবাচ ।

ততস্তো গুরুভার্যো গদা কৈলাসপর্বতম্ ।
নানাবিধৈঃ স্তোত্রপদৈঃ সন্তুষ্টঃ চক্রেতুঃ কণাং

কতিপয় ভক্ত অবগত আছে । বেদবেদাদ-
বেত্তা সহস্র ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইতে জীব
মুক্তি পাইতে পারে, কিন্তু শ্রীশিবের অব-
হেলন-পাপ হইতে মুক্তি হয় না ৷ ১৭—১৮ ৷ যে
ব্যক্তি গুরুদারগামী, সতত মদ্যপানরত এবং
ব্রাহ্মণ-সুবর্ণ-চৌর, তাহারও কখন পাপমুক্তি
ঘটিতে পারে ; যে ব্যক্তি দ্রৌণত্যা, গোহত্যা
এবং রাজহত্যা করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী,
কৃতঘ্ন, নাস্তিক এবং লুক্ক, তাহারও কখনও
পাপমুক্তি ঘটিতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যে
অস্ত্রের সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহার
বন্ধনমুক্তি কদাচ হয় না । শিব—ব্রহ্মা,
বিশ্ব এবং ইন্দ্রাদি সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,
এ জ্ঞান যদি না হয়, তাঁহাকে বিশ্বর তুল্য
বলিয়া যদি জ্ঞান থাকে, তবে সে জীবের
মুক্তি হয় না । শ্রীকৃষ্ণই আমার স্বামী, আমি
তাঁহার সতত দাস্তে নিযুক্ত । লক্ষ্মী বলি-
লেন,—হে প্রভো ! বৈকুণ্ঠ ! যথায় আপ-
নার প্রভু অবস্থিত, সেই রমণীয় কৈলাস-
পর্বতে গমন করিয়া সেই সদাশিবকে প্রণাম
করি । স্বত বলিলেন,—অনন্তর লক্ষ্মী-
নারায়ণ গুরুভার্যোষণে কৈলাসপর্বতে গমন

ততো ব্রহ্মাদম্বো দেবাঃ সিদ্ধান্তজাগতা গির্যো
কৃষ্ণঃ কোতুহলপ্রোদ্ভূঃ সর্কৈন্তেঃ পরিবারিতঃ
ভবানীসহিতস্তজ গতো যজ প্রতর্দনঃ ।
সর্বদেববিমানানাং মধ্যে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ ২৭
শ্রীমহেশ উবাচ ।

কথয়ন্ত কথং হেতে মিলিতাঃ সর্বনির্জরাঃ ।
কিং কাথ্যং কিমপূর্ব্বং বা রাজা চিন্তাতুরঃ কথম্
দেবা উচুঃ ।
স্বামিন প্রতর্দনো রাজা বিধিলকবরোহতবৎ ।
বেদমার্গপ্রবক্তা চ স্বয়ং তন্ত প্রবর্তকঃ ॥ ২৯
সৃষ্টিরক্ষার্থমস্মাভিঃ কপটং কৃতমীশ্বর ।
সর্গধাতুশ্চ ভবতো হেলনং কারিতং সূরৈঃ ॥
তৎ ক্রমশ মহাদেব কিমরোহয়ং প্রবর্তিতঃ ।
কল্পিতো বৈকবোহস্মাভিস্তব নিন্দাপরায়ণঃ ॥
স্বত উবাচ ।
এতশ্চিন্নেব কালে তু রাজা বৃত্তান্তবীরিবান ।

করিয়া নানাবিধ স্তোত্রে মহেশ্বরকে কণমধ্যে
সন্তুষ্ট করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ
ও সিদ্ধগণ সেই পর্বতে উপস্থিত হইলেন ।
অনন্তর কৃষ্ণ কোতুহলী হইয়া সেই সমস্ত
দেবতাদিগণে পরিবৃত্ত হইয়া উমাসমভি-
ব্যাহারে প্রতর্দনরাজসমীপে গমন করি-
লেন । শঙ্কর সর্ব দেব-বিমানর মধ্যস্থলে
থাকিলেন । অনন্তর শ্রীমহেশ্বর বলি-
লেন,—এই সকল দেবতা মিলিত হইয়াছেন
কেন ? বলুন, কি কাথ্য অথবা কি অপূর্ব্ব
ব্যাপার উপস্থিত এবং রাজাই বা চিন্তাতুর
কেন ? দেবগণ বলিলেন,—স্বামিন ! রাজা
ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া বেদমার্গবক্তা
এবং বেদমার্গ-প্রবর্তক হইয়াছিলেন ; হে
ঈশ্বর ! সৃষ্টিরক্ষার জন্ত আমরা কপটতা
করিয়াছি । আপনি সর্বশ্রুতা ; দেবগণ
আপনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা
করিয়াছেন, এই কিম্বদন্তি আমাদের প্রবর্তিত
আপনার নিন্দাপরায়ণ কল্পিত-বৈকব ; হে
মহাদেব ! আমাদের এই অপরাধ কমা
করুন । স্বত বলিলেন,—তখন রাজা সকল

তৌত্রং খড়্গাঃ সমাদায় হতবান্ কিম্বরং ক্রুধা ॥
তৎপক্ষপাতিনো যে চ তেষাং শীর্ষাণি কল্পরাৎ
পৃথক্ কৃতানি পশাদ্যা হতা অশ্বা অনেকশঃ ॥
ন তং বারয়তে কচ্ছিত্রাজানঃ পুণ্যচেতসম্ ।
মহাদেবেন শমিতঃ ক্রোধস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
ততঃ কোলাহলে শাস্ত্রে নন্দী কোঁতুকপূর্বকম্
বৃনোজ হৃদশীর্ষে তক্ষুরীরাণি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫
শীর্ষাণি হৃদগাত্রৈস্ত সম্যক্ সংযোজ্য বুদ্ধিমান্ ।
উবাচ বচনং তথ্যং দেবসংসদি শুক্লশীঃ ॥ ৩৬
যেন বজ্রেণ গিরিশো হেলিতস্তমুখং হয়ঃ ।
মুদ্রাধারণগর্বেণ হেলিতস্তস্তমুহুয়ঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ ।

জাতঃ তদধুনা তথ্যং রাজর্ষৌ রাজ্যকর্ত্তরি ।
ভবিষ্যৎ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ৩৮
যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে স্নেহৈর্দেব্যাণ্ডে ভুবন্তসে

সর্বাচারপরিভ্রষ্টা ভবিষ্যন্তি নম্রাধবাঃ ॥ ৩৯
তদাজ্ঞীদেশমধ্যে তু দাক্ষিণাত্যে ভবিষ্যতি
ব্রাহ্মণো হৃভগঃ কচ্ছিত্রিধবাব্রাহ্মণীরতঃ ॥ ৪০
তস্ত পাপিষ্ঠবিপ্রস্ত ব্যভিচারাত্ম সুতোহনঘঃ ।
ভবিষ্যতি গুণাধেবৌ দৈবাদধ্যয়নোৎসুকঃ ॥ ৪১
পদ্মপাত্ৰকমাচার্য্যঃ বয়ং বেদান্তবাদিনম্ ।
অদ্বৈতাগমবোদ্ধারং প্রণমা প্রার্থয়িষ্যতি ॥ ৪২
বিপ্রোহহং মধুশশ্মান্শি স্বাশিন্ মাংপাঠয় প্রভো ।
বেদান্তশাস্ত্রসম্বন্ধং ময়ং পাঠয় তো গুরো ॥ ৪৩
আচার্য্যঃ কল্পমূর্ত্তিবিদয়েন পরিপ্লুতম্ ।
করিষ্যতি চ শিষ্যাপামগ্রণ্যং প্রেমবৎসলঃ ॥ ৪৪
ততো দিনে দিনে ভক্তিং করিষ্যতি যথা যথা
শুক্লভবতি সন্তুষ্টঃ সর্বাং বিভাং প্রবচ্ছতি ॥ ৪৫
একদা শুক্লাঃ দৃষ্টে নানসদ্যাদিককাঃ ক্রিয়াঃ ।
অকৃত্বা ভোজনশ্রেণ্ডুভবিষ্যতি নিরাহ্নিকঃ ॥

বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে তীক্ষ্ণ খড়্গা
গ্রহণপূর্বক সেই কিম্বরকে নিহত করিলেন ।
তাহার পক্ষপাতী অনেক ব্যক্তির মস্তকও
কল্প হইতে ছিণ্ডিত হইল, (তাহাদিগের)
অশ্ব পশু প্রভৃতি অনেক প্রাণীও নিহত
হইল ; সেই পুণ্যচেতা রাজাকে নিবারণ
করিতে কেহ সমর্থ হইল না ; তখন মহাদেবই
সেই মহাত্মা রাজার ক্রোধ প্রশমন করি-
লেন । অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে,
নন্দী কুতূহলক্রমে অশ্বমস্তকের সহিত তাহা-
দের শরীর এবং তাহাদের মস্তকের সহিত
অৰ্ঘদিগের শরীর যোজনা করিলেন ।
অনন্তর সেই জানী ও সিদ্ধবাক্ নন্দী দেব-
লতা মধ্যে এই সত্যবাক্য বলিতে লাগি-
লেন,—যাহারা মুখে শিবনিন্দা করিয়াছে,
তাহাদের অশ্বমুখ হইল এবং মুদ্রাধারণ-গর্বে
যাহারা শিবের প্রতি অবহেলা করিয়াছে,
তাহাদের দেহ অশ্বাকার হইল । ব্রহ্মা
বলিলেন,—রাজসি প্রতর্দনের রাজ্যপালন
সময়ে যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইল ;
এক্ষণে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত কর্ত্তন করিব, তাহা
এক মনে শ্রবণ কর । যোর কলিযুগ ! উপ-

স্থিত হইলে, ভূমণ্ডল স্নেহব্যাপ্ত হইলে,
মানবেরা সৰ্ব্ব আচার-পরিভ্রষ্ট অধম হইবে ।
সেই সময়ে আজ্ঞীদেশে হৃভাগ্যসম্পন্ন,
বিধবা-ব্রাহ্মণীরত এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ
হইবে । সেই পাপী ব্রাহ্মণের ব্যভিচার-
ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, পূর্বাদৃষ্টবশে সে
ব্যক্তি সুখী, গুণাধেবী এবং অধ্যয়নে
উৎসুক হইবে । সেই বিধবাপুত্র, অদ্বৈত-
শাস্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ বেদান্তবাদী পদ্মপাত্ৰক
আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট
প্রার্থনা করিবে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম
মধু শর্মা ; হে প্রভো ! আমাকে অধ্যাপনা
করুন ; হে গুরো ! সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র
আমাকে পাঠ দিন । দয়ালু আচার্য্য পদ্ম-
পাত্ৰক, বাৎসল্যবশতঃ সেই বিনয়পূর্ণ মধু-
শর্ম্মাকে শিষ্যগণের অগ্রগণ্য করিবেন ।
তৎপরে মধুশর্ম্মা দিন দিন যেরূপ ভক্তি
করিবে, তাহাতে শুক্ল সন্তুষ্ট হইয়া, সেই মধু-
শর্ম্মাকে সমগ্র বিভা প্রদান করিবেন । ১২—
৪৫ । মধুশর্ম্মা নান-সদ্যাদি আহ্নিক-কাৰ্য্য
না করিয়া ভোজনান্বী হইয়াছে—শুক্ল একদা
ইহা দেখিতে পাইলেন । শুক্ল তাহাকে তখন

পৃষ্ঠোহসৌ গুরুণা তথ্যঃ গোলকো হি বদিষ্যতি
ধর্মঃ সাধারণো নাথ কতোহয়ং কেন কুপ্যসি ॥
ততো বক্ষ্যত্যাচার্য্যঃ কস্তে তাতঃ প্রসূচ্চ কা
ততো মে ব্রাহ্মণঃ স্বামিন্ ব্রাহ্মণী চ প্রসূর্মম ॥
বদ মাভামহঃ কস্তে যেন প্রাপ্তা প্রসূন্তব ।
কো বিধিঃ কুত্র বা দত্তা তথ্যং শীঘ্রং বদান্তথা
ভক্ষ্যসাং স্বাঃ করিষ্যামি হীনং ব্রাহ্মণবর্চসা ॥
ইত্যেবং কথিতে সর্বং কথয়িষ্যতি তত্ত্বতঃ ॥৫১
শাপং দান্তত্যাচার্য্যঃ সিদ্ধান্তো মা ক্ষুরত্বয়ন্
সিদ্ধান্তে জড়তা তেহস্ত পরমদৈতদর্শনে ॥৫২
কথং স্বদীয়া সেবা মে নিফলা স্তাষদ প্রভো ।
ইত্যাদিবহ্নির্কোৎসং যদা হ্বেষ করিষ্যতি ॥ ৫৩
পশ্চাদ্ গদিষ্যতি স্বামী পূর্বপক্ষোহস্ত তে দৃঢ়ঃ
সিদ্ধান্তে সর্বধৈবাচ্যঃ মম বাক্যং ন চান্তথা ॥
মধুনা তেন শাস্ত্রাণাং পূর্বপক্ষো বিলোকিতঃ ।

(সঙ্ঘাদি করিয়াছি কি না) জিজ্ঞাসা করিলে,
সেই বিষবাপুত্র সত্য কথা বলিবে ; পরে
বলিবে,—হে নাথ ! সাধারণ ধর্ম অন্নুষ্ঠান
করিয়াছি,—ইহার জন্ত ক্রোধ করিতেছেন
কেন ? তখন আচার্য্য বলিবেন,—তোমার
মাতাপিতার কোন জাতি ? অনন্তর মধুশ্রী
বলিবে,—স্বামিন্ ! আমার পিতা ব্রাহ্মণ এবং
মাতা ব্রাহ্মণী । (গুরু জিজ্ঞাসা করিবেন)
বল—তোমার মাভামহ কে ? কোন বিধি
অনুসারে কোথায় তাহার সম্প্রদান-কার্য্য
হয় ? শীঘ্র সত্য কথা বল, নতুবা ব্রহ্মতেজো-
বিহীন তোমাকে ভক্ষ্যসাং করিব । গুরু এই
কথা বলিলে, বিষবাপুত্র সকল কথাই যথার্থ-
রূপে কীর্তন করিবে । তখন আচার্য্য শাপ
দিবেন—“তোর এই বেদান্তসিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণি
হইবে না, বেদান্তসিদ্ধান্ত-অদ্বৈতদর্শনে তোর
জড়তা হইবে ।” “হে প্রভো ! বলুন, আমি
আপনার সেবা যে করিয়াছি, তাহা কি নিষ্ফল
হইবে ?”—বিষবাপুত্র ইত্যাদি বহু বিলাপ
করিলে, আচার্য্য বলিবেন,—তোমার পূর্ব-
পক্ষ দৃঢ় হইবে ; সিদ্ধান্তে সর্বথাই ক্ষুণ্ণি-
বিহীনতা হইবে । আমার বাক্য অন্তথা

ভবিষ্যতি চ বেদান্তমন্তথা কর্তুমদ্যতঃ ॥ ৫৫
যথা যথা কলেদেবাঃ প্রচয়ঃ সম্ভবিষ্যতি ।
তথা তথ্যয়ম্মার্গঃ শিবদেহুর্ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
পূর্বস্ত্রা বিড়াদেশাৎ কণ্টিকতিলকম্ভোঃ ।
শনৈর্গোদাবরীতীরে প্রমুতোহয়ং ভবিষ্যতি ॥
পূর্ণে কলিযুগে প্রাপ্ত আখ্যাবর্তে চলিষ্যতি ।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং বদিষ্যন্তি নরাধমাঃ ।
তেষাং দর্শনমাত্রেন সচেলং নানমাচরেন ॥৫৮
ভদ্রাত্ত্বক যথা বিষ্টে রাহোঃ স্বর্ভাহুতা যথা ।
হরিত্ত্বক যথানেকে তথৈতে তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৫৮
যোগনিন্দাপরা নিত্যমগ্নিহোত্রস্ত নিন্দকাঃ ।
বেদান্তসমমিত্যাহঃ পুরাণানি চ বে নরাঃ ॥ ৬০
কেবলং বেদমাত্রেন নরা নরকগামিনঃ ।
সম্ভাষণে কৃতে যেষাং পতেচ্চ ব্রহ্মবর্চসাঃ ॥৬১

হইবে না । মধু—তাহাতে করিয়া শাস্ত্র
সকলের পূর্বপক্ষ অবলোকন করিবে এবং
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত অন্তথা করিতে উদ্যত
হইবে । হে দেবগণ ! কলিপ্রচার যেমন
যেমন হইতে থাকিবে, শিবদেহটা মধুর
অসংমার্গ তদনুসারে বিকৃতিলাভ করিবে ।
ড্রাবিড়ের পূর্বে ও কণ্টিক-তৈলকের মধ্যে
গোদাবরীতীরে মধুর মৃত্যু হইবে । কলি-
যুগের সম্পূর্ণ অধিকার হইলে আখ্যাবর্তে
এই অসংপথ চলিতে থাকিবে । নরাধমের
অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদ কীর্তন করিবে । তাহা-
দিগের দর্শনমাত্রে সবস্ত্র-জ্ঞান করিবে ।
(সর্বকার্য্য-গহিত) বিষ্টি যেমন ভদ্রা, (ভাহু-
দেবী) রাহ যেমন স্বর্ভাহু, তেজ যেমন হরি,
মায়াবাদীরাও সেইরূপ তত্ত্বদর্শী । (অর্থাৎ
ভদ্রা, স্বর্ভাহু এবং হরি যেমন বৃষ্টি প্রভৃতির
নামমাত্র, সেইরূপ “তত্ত্বদর্শী” মায়াবাদীদিগের
নামমাত্র, উহার কোন অর্থ নাই) ! তাহার
যোগনিন্দাপরায়ণ, নিত্যমগ্নিহোত্র নিন্দারত ।
তাহারা পুরাণকে বেদান্তসদৃশ বলিবে, তাহার
বেদমাত্রাদ্বারী ; তাহার সকলেই নরকগামী ।
তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলেও ব্রহ্ম-
তেজ হইতে হীন হইতে হয় । ৪৬—৬১ ।

বরং বৌদ্ধস্তথা জৈনঃ কাপালিকমতোহপি ব
ব্যক্তঃ বদন্তি বেদানামপ্রামাণ্যন্ত তৈঃ কিম্ ॥৬
বেদপ্রামাণ্যবৎ কৃষ্ণাভিমাত্রী ন চ বৈদিকঃ ।
ঐবরং বচনোচ্চিৎ পরঞ্চানীশ্বরঃ খলঃ ৬৩
সূত উবাচ ।

এবং জ্ঞাতে ততঃ সৰ্ব্বে যথাগতমিতো গতাঃ ।
ঐতর্দনোহপি রাজর্ষিঃ কৃষ্ণা রাজ্যমকণ্টকম্ ।
দেহান্তে মুক্তিমাশ্রয়ঃ পরমদৈতলক্ষণম্ ॥ ৬
ততঃ পরঃ ভবিষ্যন্তি তস্ত শিষ্যা অনেকশঃ ।
সন্ন্যাসিবেশমাত্রেণ কুর্বাণা জীবিকাং নিজাম্
রাজসেবাং প্রকুর্বাণাঃ প্রচ্ছন্নঃ কৌলিকঃ অপি
অগম্যাগমনে সক্রা অভক্ষ্যন্ত চ ভক্ষণে ॥ ৬৬
অপেয়নিরতাঃ কেচিন্নানাভোগসমাকুলাঃ ।
যানারুঢ়াঃ সদা রাজসেবায়াং তৎপর্যাপি ॥
অষ্টৈতনিন্দানিরতাঃ প্রচ্ছন্নগ্রন্থগৌরবঃ ।
অন্তদর্শনসিদ্ধান্তং নৈব জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৮
তত্র দোষস্ত বুদ্ধ্যা বৈ পঠিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥

জৈন, বৌদ্ধ এবং কাপালিক বরং ভাল, কেননা তাহারা স্পষ্টতঃ বেদের অপ্রমাণ্য ঘোষণা করে, তাহাদের দ্বারা কি হয়? কিন্তু ইহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকারের অভিমান রাখে, অথচ প্রকৃত বোধার্থ-বিরুদ্ধবাদী; কথায় ঐবর মানে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বর। সূত বলিলেন,—এইরূপ ব্যাপার হইলে, দেবতারার স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি ঐতর্দনও নিকটকে রাজ্যভোগ করিয়া, দেহান্তে পরমদৈতরূপ মোক্ষ লাভ করিলেন। কালক্রমে মধুর অনেক শিষ্য হইবে। তাহারা সন্ন্যাসিবেশ-মাত্র ধারণ করিয়া, নিজ নিজ জীবিকা-নির্বাহ করিবে। রাজসেবা করিবে; প্রচ্ছন্ন-কৌলিক হইবে; অগম্যাগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ 'ও' অপেয় পান করিবে; বিবিধ ভোগের জন্ত আকুল হইবে। যানারুঢ়, সর্বদা রাজ-সেবা-তৎপর, অষ্টৈতনিন্দাপর-রূপ এবং আপনাদিগের গুণ গ্রন্থের গৌরবে গৌরবাধিত থাকিবে। অন্ত দর্শনের

অন্তদৈবতনামানি যদি তেহানি তৎ কথম্ ।
বেদং পঠন্তি পাণিষ্ঠাঃ কথং তর্কং বদন্তি হি ॥৭
মীমাংসাশাস্ত্রসদৃশানাংলোকা চ পুনঃপুনঃ ।
পূর্বপক্ষঞ্চ সৰ্ব্বেষাং গ্রহীষ্যন্তি সমৎসরাঃ ॥ ৭
স্বকীয়ং ন বদিস্যন্তি যতো নান্তি প্রমাকরম্ ।
হংসান্ পরমহংসাত্মক নিদ্দিষ্যন্তি চ জারজাঃ ॥
জাতমাত্রং নরং কক্ষিগুণ্ডিয়িত্বা মঠাধিপম্ ।
কাষায়বহুমাত্রাণে করিষ্যন্তি নরাধমাঃ ॥ ৭৩
মঠাপত্যঞ্চ সেবা চ ধনসংগ্রহ এব চ ।
দাসীগমনবীৰ্যা চ পঞ্চথা তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ৭৪
সংসারস্তত্ত্বমিত্যেব পরং তে তত্ত্ববাদিনঃ ।
মার্মাবিলসিতং বিশ্বমিতি মায়ৈকবাদিনঃ ॥৭৫
তদ্বৎ তত্ত্বং ন জানন্তি বিশ্বং তত্ত্বং বদন্তি চ ।
শব্দমাত্রাণে তে জাতাঃ কলৌ হা তত্ত্ববাদিনঃ ॥
ভবিষ্যতি যদা বিপ্রাঃ পাপানাম্ প্রভবঃ কলৌ

সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে জানিবে না। কেবল দোষ দিবার নিমিত্ত সেই সব দর্শন পাঠ করিবে। হায়! অন্ত দেবতার নাম যদি ছেদই হয় ত কেন সেই পাণিষ্ঠেরা বেদপাঠ বা তর্ক অধ্যয়ন করে? তাহারা পুনঃপুনঃ মীমাংসাদি সদৃশ আলোচনা করিয়া, বিবেচ্য বুদ্ধিতে সেই সব শাস্ত্রের উপরে যে পূর্বপক্ষ আছে, তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহারা নিজ সিদ্ধান্ত বলিবে না, কেননা, অজ্ঞাত সিদ্ধান্ত তাহাদের থাকিবে না। সেই জারজ সম্প্রদায় হংস ও পরমহংসদিগকে নিন্দা করিবে। সেই নরাধমেরা কোন এক মনুষ্যকে জয়িষ্যামাত্র মুণ্ডিত করিয়া (তাহাকেই কালক্রমে) কাষায়-বস্ত্র পরিহিত করাইয়া মঠাধিপতি করিবে। মঠাধিপত্য, সেবা, ধনসংগ্রহ, দাসীগমন এবং ঐরা এই পাঁচপ্রকার ধর্ম বাহাদের, তাহারাই তত্ত্ববাদী হইবে। সংসারই তত্ত্ব—এই মত তাহাদের হওয়াতে তাহারা তত্ত্ববাদী হইবে। বিশ্ব মার্মাবিলাসমাত্র—এই কথা বলাতে তাহারা 'মায়ৈকবাদী' বলিয়া অভিহিত হইবে। বিভ্রান্ত-তত্ত্বজ্ঞান থাকিবে না, কিন্তু বিশ্বকেই 'তত্ত্ব' বলিবে। হায়! কলিযুগে

তথা তথা ভবিষ্যন্তি হ্যদীচ্যাং দন্তবৈকবাঃ ॥৭৭
শিবসামান্তবক্তারং শিবসামান্তদর্শিনম্ ।
দৃষ্ট্বা স্মার্য্যং সটোলঃ সন্ শিবসামান্তসংজ্ঞনম্ ॥
মধুদর্শিতমার্গেণ পাপিষ্ঠা বৈকবাঃ কলৌ ।
ভবিষ্যন্তি ততো স্নেহাঃ শূদ্রা যুধবহিষ্কৃতাঃ ॥৭৯
তস্মাক্ষুধ্বং বিপ্রেস্ত্রা মহাশ্বাং পার্বতীপতেঃ
ভক্তিঃ তস্মাদসদা মর্ত্তুমুদ্যাতা ভবত ক্রবম্ ॥৮০
ইতি শ্রীমদ্রূপপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে কলিপ্রবেশাধিকখনং নামৈ-
কোনচন্দ্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চন্দ্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত ভদ্রঃ সমাচক্ষুঃ সেবকো যন্ত মাধবঃ ।
শ্রীমহেশস্ত বিকোশ্চ তুল্যত্বং ক্রবতে কথম্ ১

শক্যমাত্রেই তব্বাদী হইবে । হে বিপ্রগণ !
কলিযুগে যেমন যেমন পাপরুদ্ধি হইতে
ধাকিবে, তদনুসারে উত্তরদেশে দাস্তিক
বৈকবের প্রাপ্তর্ভাব হইবে । শিবকে যে
ব্যক্তি অপরের সমান বলে, অপরের সমান
মনে করে বা তাহাদিগের সঙ্গ করে, তাহা-
দিগকে দর্শন করিলেও সবস্ত্র অবগাহন
করিতে হয় । কলিকালে মধু-দর্শিত-পথানু-
সারী পাপিষ্ঠ বৈকব অনেক হইবে, অনন্তর
জাতিভ্রষ্ট শূদ্র এবং স্নেহগণ—এই বৈকব-
পথাবলম্বী হইবে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! অত-
এব পার্বতীকান্তের মাহাশ্বা গ্রহণ করুন ।
সর্বদা তাঁহার প্রতি ভক্তি করিতে উত্তম
হউন । ৬২—৮০ ।

উনচন্দ্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চন্দ্রারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—সূত ! মাধব ষাঙ্কার
সেবক—সেই শ্রীমহেশ্বরের এবং বিষ্ণুর

ক্রবন্তি তুল্যতাঃ কেচিৎপন্নীত্যেন কেচন ।
একত্বং কেচিদীশেন কেশবস্ত বদন্তি হি ॥ ২
অত্র সিদ্ধান্তমর্থ্যাণাং ত্রাহি তন্মেন সূতজ ।
অবাধা যেন চাস্মাকং সংশয়ো বিনিবর্ত্ততে ৩
সূত উবাচ ।
শৃঙ্খল ঋষয়ঃ সর্বৈঃ শ্রুতিসিদ্ধান্তমুত্তমম্ ।
মহেশ্বর পরং তত্ত্বং সর্বদেবেষু গীয়তে ॥ ৪
বৈকুণ্ঠপ্রভৃতীনাং মহেশ্বরপয়া পুনঃ ।
মহেশ স্ত চ দাসোহয়ং বিষ্ণুস্তেনাঙ্ককর্ণাভঃ ৫
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং সিদ্ধান্তোহয়ং যথার্থতঃ ।
ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়ঃ সর্বৈঃ মহেশ্বরেণ কিঙ্করাঃ ৬
দেদাস্তবেদ্যমীশানং পার্বতীরমণং প্রভুম্ ।
যো জানাতি স বৈকুণ্ঠো দুঃখহা সর্বদেহিনাম্ ৭
বৈকুণ্ঠঃ মন্ত্রেতে সম্যগীশানং স পুরন্দরঃ ।
য ইন্দ্রঃ মন্ত্রেতে সর্বঋষ্যমিনঃ স ঋষির্ভটঃ ৮
স্বর্গলোকঃ সমাপ্নোতি মূর্ত্ত্যাজ্ঞাপ্রতিপালকঃ ।

তুল্যত্ব কেমন করিয়া কীর্ত্তিত হয়, ইহা
উত্তমরূপে বলুন । কেহ কেহ ইহাদের
তুল্যতা কীর্ত্তন করেন, কেহ কেহ বিষ্ণুকে
শিবসেবা বলেন, কেহ কেহ বা উভয়ের
একত্ব নির্দেশ করেন,—হে সূতন্দন !
এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমর্থ্যাণাং যথার্থরূপে
কীর্ত্তন করুন, যেন তাহাতে অবাধে
আমাদের সন্দেহনিবৃত্তি হয় । সূত বলি-
লেন,—ঋষিগণ ! সকলে উত্তম শ্রুতি-
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন ; মহেশ্ব অপেক্ষা পরম-
বস্ত্র আর কিছু নাই, ইহা সর্ববেদ সন্মত ।
বিষ্ণু প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা শিবরূপায় হইয়াছে ।
দাস বলিয়া বিষ্ণুকে মহেশ্বর অঙ্কগ্রহ করিয়া-
ছেন । ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের যথার্থ
সিদ্ধান্ত । ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতি সকলেই
মহেশ্বরেরই কিঙ্কর । বেদান্তবেত্তা প্রভু
পার্বতীপতিকে ঈশ্বর বলিয়া যিনি অবগত
হন, তিনি সর্বপ্রাণিগণের দুঃখহারী সাক্ষাৎ
বিষ্ণু । যিনি বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন,
তিনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র । যিনি ইন্দ্রকে সর্বঋষ্যমী
বলিয়া জানেন, তিনি ঋষি । ১—৮ ঋষিগণকে

অধেষতঃ শিবমীশানমজ্ঞাস্বা নৈব মূঢ়্যতে ॥
 ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে শ্রীশঙ্করপরায়ুধাঃ ।
 ভবিষ্যন্তি নরাস্ত্রধামিতি বৈপায়নোহব্রবীৎ ॥
 ক্রুদ্ধক্ৰোধান্নিন্দিত্বৈ মন্যধে তস্ত ভাষ্যমা ।
 রত্যা বিলপিতে তস্ত সখ্যোহ্যপ্যতিদুঃখিতাঃ
 বসন্তাদয় আগত্য তামুচুঃ কিং বিধীয়তে ।
 সৰ্ললোকেশিতুঃ শস্তোর্বেরাকা বৈরবারণে ॥

রতিরুবাচ ।

মস্ততে ষাতকঃ সৰ্ললোকোকেহপুজ্যো ভবেদয়ম্
 তত্র বিদ্বঃ প্রকর্তব্যো যেন কেনাপি হেতুনা ॥
 অস্তাপকৌর্তিবক্তব্য্য ন চলেদ্যদি কঞ্চন ।
 তেন মে দুঃখশান্তিঃ স্তাৎ কিঞ্চিন্নাত্রঃ ন

চান্তথা ॥ ১৪

বসন্তাদয় উচুঃ

চতুর্দশমু বিদ্যাসু গীরতে চন্দ্রশেখরঃ ।
 বেদান্তা যঞ্চ গায়ন্তি মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ১০
 ব্রহ্মজ্ঞা দেবতাঃ সৰ্কা ইন্দ্রোপেন্দ্রাদয়স্তথা ।

ন্যনতাত্ত তস্ত যো ক্রতে কৰ্ম্মচাণ্ডাল উচ্যতে ॥
 তেন তুল্যো যদা বিষ্ণুর্ব্রহ্ম বা যদি গন্ততে ।
 ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কুমিঃ ॥ ১৭
 তুল্যতা যদি নো শক্যা ন্যনতায়াম্ কা কথা ।
 মিত্রস্তানুগ্যমিচ্ছামঃ সঙ্কটং প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৮
 স্মৃত উবাচ ।

বিচার্যেব্যং তদা সৰ্কে মহামোহপুরুঃসরাঃ ।
 তপস্তেগুর্মহারোক্তং সৰ্ললোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৯
 কলাচিন্তগবান্ ব্রহ্মা প্রাহরসৌন্দর্যানিধিঃ ।
 মোহো দম্ভস্তথা ক্রোধো লভন্তে সেবকাঃ
 কলেঃ ।

পঞ্চমো হেতুবাদশ্চ মধুন সৰ্কে আশ্রিতাঃ ॥ ২০
 তানুবাচ ভতো ব্রহ্মা বৃদ্ধিধ্বং মনসেপ্সিতম্ ।
 যথা বাণী চ ভবতাং তথাং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ২১
 মোহান্তা উচুঃ ।

অস্মাকং পরমং মিত্রং কন্দর্পো নাশিতঃ প্রভো
 মহাদেবেন তেনামো আনুগ্যং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ ॥ ২২

যিনি ঈশ্বর মনে করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয় ।
 কিন্তু অধেষতঃ শিবরূপী ঈশ্বরকে না জানিলে
 মুক্তি হয় না । ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে
 মানব শিবপরায়ুধ হইবে, এই সত্যকথা
 বৈপায়ন বলিয়াছেন । কামদেব শিবকোপা-
 নলে দম্ভ হইলে, তাঁহার ভাষ্যরতির বিলাপে
 কামদেবের বন্ধু বসন্ত প্রভৃতি অধিকতর
 দুঃখিতভাবে আসিয়া রতিকে বলিলেন,—
 এক্ষণে করা যায় কি ? শিব সৰ্ললোকেশ্বর,
 তাঁহার বৈরনিধাতনে আমরা ত অসমর্থ ।
 রতি বলিলেন,—যাহাতে লোকে ইহাঁকে
 ষাতক বোধ করে, জগতে যাহাতে ইহাঁর
 পূজা না হয়,—সেইরূপ বিদ্ব যেরূপে হউক,
 করিতে হইবে । ইহাঁর অপকৌর্তি ঘোষণা
 করিবে, তাহাতে যদি কিছু কলণ না হয়,
 তথাপি তাহাতে আমার কিঞ্চিন্নাত্র দুঃখেরও
 শাস্তি হইবে । বসন্ত প্রভৃতি বলিলেন,—
 যে চন্দ্রশেখর চতুর্দশ বিদ্যায় অভিজ্ঞ,
 বেদান্ত, শংসিতব্রত মুনিগণ এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-
 ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল তাঁহার মাধব্যা-

গানে তৎপর, সেই দেবদেবের ন্যনতা-
 কীর্ত্তন যে করে, সে ত ‘কৰ্ম্মচাণ্ডাল’ নামে
 অভিহিত । ব্রহ্মা বিষ্ণুকেও তাঁহার তুল্য
 বলিলে ষষ্টি সহস্র বৎসর বিষ্ঠায় কুমি হইয়া
 থাকে । যখন তুল্যতা কীর্ত্তনই করা যায়
 না, তখন ন্যনতার কথা আর বক্তব্য কি ?
 অথচ মিত্রের স্বর্ণমুক্তি ইচ্ছা করিতেছি ;
 বড়ই সঙ্কট উপস্থিত দেখিতেছি । স্মৃত
 বলিলেন,—তখন মহামোহ প্রভৃতি কাম-
 মিত্রগণ, এইরূপ বিচার করিয়া সৰ্ললোক-
 ভয়ঙ্কর অতি কঠোর তপস্তা করিতে লাগিল ।
 একদা কৃপানিধি ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাহুর্ভূত
 হইয়া মধুর আশ্রয়স্থল কলিসেবক মোহ, দম্ভ,
 ক্রোধ, লোভ এবং হেতুবাদকে বলিলেন,—
 তোমরা মনোমত বর প্রার্থনা কর ; তোমরা
 যেমন বলবে, তদনুসারে বরদান করিতে
 আমি উক্ত হইয়াছি । ১—২১ । মোহাদি
 বলিল,—প্রভো । মহাদেব, আমাদের পরম-
 মিত্র কামদেবকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্য
 আমরা স্বর্ণ-পরিশোধে অর্থাৎ বৈর-নিধাতনে

ভবিষ্যামো বয়ং তাত কল্পপুঞ্জাভিনিদকাঃ ।

যথা ন লভতে পূজামশ্রুতশ্রেণেশ্বরঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

অধুনা ন ভবেদেবং ভবিষ্যত্যথ তচ্চিরম্ ।

ভবিষ্যাম ইতি প্রোক্তং ভবন্তো নান্যথা

কচিৎ ॥ ২৪

যে ভববশগা লোকান্তেষ্যঃ পূজা ন ধুর্জটে:

প্রার্থিতোহয়ং বরো নভো যথেষ্টং কৰ্ত্তুমর্হথ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তা তানথো ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

সৰ্কে তে মন্ত্রযাঞ্চক্ৰঃ কলিনা সহ হুঃখিতাঃ ॥ ২৬

কলিরুবাচ ।

ভবন্তিরধুনা শোভং ভবিষ্যাম ইতীরিতম্ ।

ততো মৎসময়ে প্রাপ্তে সৰ্কেমেব ভবিষ্যতি ॥ ২৭

অশ্রুত ইতি যৎ প্রোক্তং তেন চাম্রহশে

স্থিতাঃ ।

নিন্দাকরা ভবিষ্যন্তি নান্মান যো মন্ততে ন স:

লোভমোহাদিসংযুক্তাঃ প্রাপ্তে চ ময়ি দারুণে ।

হেতুবাদং পুরস্কৃত্য শিবভক্তিপরায়ুধাঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ ।

ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে সৰ্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতৈঃ ।

স্নেচ্ছৈর্ব্রাহ্মণধেনুনাং বিধ্বংসনকরে খরে ॥ ৩০

অস্বাধ্যায়বঘট্কারে জৈনবৌদ্ধাদিসঙ্কুলে ।

ব্রাহ্মণে স্নেচ্ছমার্গহে শূদ্রে ব্রাহ্মণঘাতিনি ॥ ৩১

তদা বসন্তঃ কর্ণটিভিলঙ্গাদিকদৃষকঃ ।

মধুনা চ বিধবাক্ষেত্রে বিপ্রাঙ্কং বয্যতি ॥ ৩২

গোলকঃ স তু পাশিষ্ঠঃ পদ্মপাত্ৰকম্বীরম্ ।

বেদান্তব্যাখ্যানরতঃ শিষ্যহেনার্কিয়যাতি ॥ ৩৩

শাস্ত্রং পূর্ণং ততোহধীত্য স্থিত আহিকবর্জিত

কিমগ্নিহোত্রঃ কো যাগো হেতুমেবং কলিয্যতি

শুকুরাকর্ণ্য তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণো ন ভবেদয়ম্ ।

ইতি নিশ্চিত্য তং হুষ্টং বক্ষ্যতি ঋতভট্টচাঃ ॥

শুকরুবাচ ।

কো বর্ণস্তব মে ব্রাহ্মি যথার্থং বেদদৃষক ।

উক্তত হইয়াছি; হে দেব! চন্দ্রশেখর আমাদের নিকট হইতে পূজা লইতে যাহাতে না পারেন, তদনুরূপে তদীয় পূজার নিন্দাকারী হইব। ব্রহ্মা বলিলেন,—সম্প্রতি সেরূপ হইবে না। বহুকালের পর সেইরূপ হইবে। কেননা তোমরাই “হইব” বলিয়াছ; তাহা কখন অস্তথা হইবে না। যে সব লোক তোমাদের বশবর্তী থাকিবে, তাহারা শিব-পূজা করিবে না। তোমাদের প্রার্থনাক্রমে এই বর প্রদান করিলাম, এক্ষণে যাহা ইচ্ছা কর। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। মোহাদি সকলে তখন হুঃখিতভাবে কলির সাহত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। কলি বলিল,—“একণ্ঠেই হইতে পার” এমন কথা না বলিয়া “হইব” বলিয়াছি। অতএব আমার অধিকার-কাল উপস্থিত হইলে এ সমস্তই হইবে। “আমাদের নিকট হইতে” এই কথা বলাতে আমাদের বশবর্তী লোক অর্থাৎ আমাদের

পক্ষভুক্ত লোক শিব-নিন্দাকর হইবে, কিন্তু যে আমাদের গিকে মানে না, সে শিব-নিন্দক হইবে না। দারুণভাবাপন্ন আমি উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ কলিযুগে) লোভমোহাদিযুক্ত ব্যক্তিগণ, হেতুবাদকে আদর করিয়া শিব-ভক্তি-পরায়ুধ হইবে। সূত বলিলেন,—যখন সৰ্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জিত প্রবল কলিযুগ উপস্থিত হইবে, স্নেচ্ছেরা ব্রাহ্মণ-ধেনুবধ করিতে থাকিবে, স্বাধ্যায়-বঘট্কার উঠিয়া যাইবে, জৈনবৌদ্ধাদি-প্রাণ্ডভাব অধিক হইবে, ব্রাহ্মণ স্নেচ্ছাচারী এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ-ঘাতী হইবে, তখন ঋতুরাক বসন্ত ব্রাহ্মণের ঔরসে বিধবা-ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎপন্ন হইয়া মধু নামে খ্যাত হইবে। কর্ণটি ভিলঙ্গাদি দেশ উদ্ভায়া দূষিত হইবে। সেই পাশিষ্ঠ বিধবা-পুত্র, শিষ্যভাব অবলম্বন করিয়া বেদান্তব্যাখ্যারত প্রভু পদ্মপাত্ৰককে পূজা করিবে। মধু তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আহিক পরিত্যাগ করত এইরূপ কৃতর্ক করিবে,—অগ্নিহোত্র কি, যাগই বা

কৰ্মব্রাহ্মণ্যবৈষ্ণো নোৎপত্তিৰ্ভাঙ্গাণাং তব ॥৩৬॥ পূৰ্বপক্ষে মম হৃদি প্রাধুৰ্ভবত্ নিশ্চলঃ ॥ ৪১
মধুকুবাচ । গুরুকুবাচ ।

ব্রাহ্মণাদহমুৎপন্নো ব্রাহ্মণ্য্যক ন সংশয়ঃ ।

সত্যং বদামি নো মিথ্যা কথং মাং পশুসে

শুরো ॥৩৭॥

গুরুকুবাচ ।

দৃশ্যাতা কেন দত্তা রে কশ্চ পুত্রী কদা কথম্ ।

কশ্চৈ দত্তা চ বিধিনা কেন তদ্ব্রাহ্মি মা চিরম্

মধুকুবাচ ।

বিধবা জননী নাথ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা ।

গৰ্ভিণী সমুদ্ভূতম্বাদয়ং দেহন্ততোহভবৎ ॥৩৮॥

গুরুকুবাচ ।

কপটেন যতঃ শাস্ত্রং মতোহধীতং চুর্যস্বনা ।

ভেন সিদ্ধান্তমধ্যাদা কদাচিমা ক্ষুরদ্বিয়ম্ ॥ ৪০

মধুকুবাচ ।

ভবিষ্যতি মহাভাগ বচনং তব নাশ্রুতা ।

কি ? গুরু তাহার কথা শুনিয়া “এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নয়” ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই দৃষ্টিকে বলিবে,—রে বেদ-দুষক! কোন্ বর্ণে তোর উৎপত্তি যথার্থ করিয়া বল্। ব্রাহ্মণ-জাত যে কৰ্ম্ম তাহার প্রতি যখন তোর ধেব, তখন তোর উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতে নহে। ২২—৩৬। মধু বলিবে,—আমি ব্রাহ্মণের গুরুসে ব্রাহ্মণী-গৰ্ভে উৎপন্ন, এ বিষয়ে সংশয় নাই; আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিতেছি না। তথাপি হে শুরো! আমাকে কিরূপ দেখিতেছেন ? গুরু বলিলেন,—অরে! তোর মাতা কাহার কস্তা ?—কে, কবে, কিপ্রকারে, কোন্ বিধি-অনুসারে, কাহাকে তাহার সম্প্রদান করিয়াছিল, তাহা শীঘ্র বল্। মধু বলিবে,—প্রভো! আমার জননী বিধবাবস্থায় তপস্বী ব্রাহ্মণের সংসর্গে গৰ্ভবতী হইল, তাহাতেই আমার এই শরীর হইয়াছে। গুরু বলিবে,—রে চুর্যস্বন! কাপট্য অবলম্বন করিয়া আমার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-হিস্ বলিয়া কপাচ তোর শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণি পাইবে না। মধু বলিবে,—হে মহাভাগ!

অজ্ঞতা তব সিদ্ধান্তে পূৰ্বপক্ষে চ পাটবম্ ।

ভবত্বেব পরস্বেকং পাপাঃ শিষ্যা ভবন্ত তে ॥

মোহাৎ সিদ্ধান্তরাহতা লোভাৎ তে নৃপসেবকাঃ

ক্রোধাৎ কঠিনবক্তারো দস্তাদ্বেবেণ স্তন্দরাঃ

হেতুবাদেন শাস্ত্রাণি সৰ্ব্বাণি ন বিদন্তি তে ।

নিরয়েষেব ঘোরেষু গমিষ্যন্ত্যচিরাক্ষিরম্ ॥৪৪

শ্রুত উবাচ ।

মধুনামা ততঃ প্রাপ্য শাপং তং হৃষ্টবুদ্ধিমান্ ।

বাদরায়ণস্বত্রাণাং ব্যাখ্যানং স করিষ্যতি ॥৪৫

মধ্বাচার্যস্তুতো ভাবাদাক্ষিপাত্যো মহানকলৌ

তচ্ছিষ্যাঃ প্রতিশিষ্যাশ্চ নার্দ্যাবর্তে ন

চৌৎকলে ॥ ৪৬

ন গোড়ে ন চ গঙ্গাস্তীরে গোদাবরীতটে ।

নার্কুদারণ্যমধ্যে চ তৎপ্রচারো ভবিষ্যতি ॥৪৭

যথা যথা কলৈর্ঘোরঃ প্রচারো হি ভবিষ্যতি ।

আপনার কথা অশ্রুতা হইবার নহে; কিন্তু পূৰ্বপক্ষ যেন আমার হৃদয়ে দৃঢ় থাকে। গুরু বলিলেন,—সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা এবং পূৰ্বপক্ষে পটুতা তোর হইবে, পরন্তু তোর শিষ্যবৃন্দ পাণিষ্ঠ হইবে। তোর শিষ্যগণ মোহ বশতঃ সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন, লোভ বশতঃ রাজসেবক, ক্রোধ বশতঃ পরুষভায়ী, দস্ত-বশতঃ ধার্মিক-বেষধারী হইবে; হেতুবাদ বশতঃ সৰ্বশাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না; স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার চিরদিনের জন্ত ঘোর নরকে গমন করিবে। ৩৭—৪৪। শ্রুত বলিলেন,—অনন্তর হৃষ্টবুদ্ধি মধু গুরুশাপগ্রস্ত হইয়া বেদান্তস্বত্রের ব্যাখ্যা করিবে। সেই কার্য দ্বারা দাক্ষিপাত্য মধু মধ্বাচার্য নামে খ্যাত হইবে; কলিযুগে তাহার প্রাধান্তও ধ্রুব হইবে। তাহার শিষ্য-প্রতিশিষ্যগণ আৰ্ধ্যাবর্ত, উৎকল, গোড়, গঙ্গাস্তীর, গোদাবরী-তীর এবং নার্কুদারণ্যমধ্যে প্রচার প্রাপ্ত হইবে না, অশ্রুত হইবে। তবে কলির ঘোর প্রচার যেমন যেমন হইবে, তদনুসারে

তথা তথা মহারাষ্ট্রে হৈতুক বিরলাঃ কচিৎ ॥ ৪৮
ততোহতিদৃষ্টসময়ে মহাল্লোচ্ছন্তিরস্তুতে ।
প্রচ্ছন্নঃ ক্রাচৎ পাপী প্রচারং হি বিধান্ততি ॥
পঞ্চবর্ষস্য সন্ন্যাসী পঠিত্বা দৃষ্টবুদ্ধিমান্ ।
শিষ্যোপশিষ্যসংযুক্তো হেতুবাদঃ করিষ্যতি ॥
তস্বং সংসার ইত্যেব ন বাধ্যঃ সত্য এব হি ।
বদত্যন্তত্ববাদী মিথ্যাবাদী স উচ্যতে ॥ ৫১
মিথ্যাত্বতঃ প্রপঞ্চোহয়ং মায়া নশ্বিত ইষ্যতে ।
মায়াবাদিন ইত্যেতে বস্তুতন্ত্ববাদিনঃ ॥ ৫২
সচ্ছাত্ত্বং জৈমিনীযন্ত কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রবর্তকম্ ।
গৌতমীযন্ত সচ্ছাত্ত্বমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৩
পুং প্রকৃত্যোবিবেকস্ত বোধকঃ কপিলঃ মতম্ ।
তথা বৈশেষিকঃ শাস্ত্রমীশ্বরপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫৪
পাতঞ্জলং যোগশাস্ত্রং শৈবঃ তচ্ছাত্ত্বমিষ্যতে ।
বেদান্তশাস্ত্রমুর্দ্ধন্তমদৈত্বঃ যচ্চ বোধয়েৎ ॥ ৫৫
বেদাঃ সৰ্বে যজ্ঞস্ব পুরাণানীতিহাসকঃ

মহারাষ্ট্রে তাহাদের প্রচার হইতে থাকিবে ।
এই ‘হৈতুক’গণ কোথাও বা বিরল হইবে ।
অনন্তর মহাল্লোচ্ছগণ-পরিবৃত্ত অতি দৃষ্ট সময়
উপস্থিত হইলে পাপাচারী শিষ্যগণ, প্রচ্ছন্ন-
ভাবে (আর্য্যাবর্তাদি দেশেরও) কোথাও
কোথাও প্রচার করিবে । দৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত পঞ্চ-
বর্ষীয় সন্ন্যাসী অধ্যয়ন করিয়া শিষ্য-উপশিষ্য-
যোগে এইরূপ হেতুবাদ করিবে,—সংসারই
তত্ত্ব, ইহা বাধ্য নহে, সত্য—এই কথা যে
বলে, সেই তত্ত্ববাদী বস্তুতঃ মিথ্যাবাদী বলিয়া
কথিত । এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা এবং
মায়াকল্পিত, এইরূপ মায়াবাদী যাহারা,
তাহারাই বস্তুতঃ তত্ত্ববাদী । সেই মিথ্যা-
বাদীরা কৰ্ম্মকাণ্ডপ্রবর্তক জৈমিনিপ্রণীত
সচ্ছাত্ত্ব মীমাংসা, ঈশ্বরপ্রতিপাদক গৌতম-
প্রণীত সচ্ছাত্ত্ব ত্রায় দর্শন, পুরুষপ্রকৃতির
বিবেকবোধক কপিলপ্রণীত শাস্ত্র, ঈশ্বর-
প্রতিপাদক বৈশেষিকদর্শন, যোগশাস্ত্র
পাতঞ্জল, এ সমস্তকেই শৈবশাস্ত্র বলিয়া
থাকে; এমন কি, অদ্বৈতবোধক সর্বশ্রেষ্ঠ
বেদান্তশাস্ত্র, যজ্ঞ সমন্বিত বেদ, পুরাণ উপ-

স্মৃতিচোপপুরাণানি তথোপস্মৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ৫৬
অন্তোন্ত্যং সৰ্ববিদ্যানাং প্রামাণ্যমধিকারিতঃ ।
তাৎপর্য্যক পুর্মর্থেষু সৰ্বাণ্যেব জ্ঞাভঃ কিল ॥ ৫৭
কিঞ্চিৎসিদ্ধিরোধে সত্যেব ন বিরোধোহস্তি তত্ত্বতঃ
মন্তস্তে শ্রীমহেশানাং সৰ্বাণ্যেব পরাংপরম্ ॥
পাণ্ডিত্য নৈব মন্তস্তে বেদমার্গবিক্ষিপ্তাঃ ।
আচার্য্যঃ মধুনামানং বদন্তো বিধবাস্তুতম্ ॥ ৫৯
প্রচ্ছন্নোহসৌ মহাদৃষ্টশ্চাক্ষরো মধুসংজ্ঞকঃ ।
ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ শিবনিন্দাপ্রবর্তকঃ ।
মোহাৎ সিদ্ধান্তবাহ্যং ক্রোধাচ্ছাত্ত্বনিবেশনম্ ।
লোভেন নৃপতেঃ সেবাদম্ভাদন্তপ্রতারণম্ ॥ ৬১
গণিকামৈথুনং কামাচ্ছত্ববাদেন বাদিতা ।
ভবিষ্যতি কলৌ বিপ্রাঃ ঘোড়েন তত্ত্ববাদিতা ॥
পঞ্চবর্ষং যতিং কুহা ক্রমেণাশ্রয় বালকম্ ।
মঠাপত্যং বিধান্ত্যন্ত দ্রব্যলোভেন নাস্তিক্যকঃ ॥

পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি এবং উপস্মৃতিও
তাহাদের মতে শৈবশাস্ত্র । কিন্তু অধিকার-
হুগারে সৰ্ব বিচারই পরস্পর প্রামাণিকতা
আছে, (শিবপক্ষে নহে) আত্মপক্ষে সৰ্ব-
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য,—হেতুবাদীরা এইরূপ
বলিবে । শাস্ত্রের পরস্পরের কিঞ্চিৎ
বিরোধ প্রতীক্ষমান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে
কিছুমাত্র বিরোধ নাই । হেতুবাদীরা বলে,
“লোকে শ্রীমহেশ্বরকে পরাংপর মনে করে,
কিন্তু বেদমার্গবিক্ষিপ্ত পাণ্ডিষ্ঠেরা মধবাচার্য্যকে
মানে না, প্রত্যুত তাহারা তাঁহাকে বিধবা-
পুত্র বলিয়া থাকে ।” মহাদৃষ্ট মধু প্রচ্ছন্ন-
চাক্ষর । হে বিপ্রগণ ! কলিকালে এই মধুই
শিব-নিন্দাপ্রবর্তক হইবে । হে বিপ্রগণ !
কলিকালে মোহবশতঃ সিদ্ধান্ত-বহির্ভাব,
ক্রোধ-বশতঃ শাস্ত্রপ্রতিষেধ, লোভ-
বশতঃ রাজসেবা, দম্ভবশতঃ অন্তপ্রতারণা,
কামবশতঃ গণিকামৈথুন এবং হেতুবাদ-
বশতঃ বিচারকতা এই ছয় প্রকার তত্ত্ববাদি-
তার লক্ষণ । নাস্তিকেরা বালককে লইয়া
ক্রমে পঞ্চবর্ষ বয়সে তাহাকে যতি করিয়া
ধনলোভে মঠাধিপত্য সম্পাদন করিবে ।

পারম্পর্যঃ মঠান্তেব রক্ষিষ্যন্ত্যভিরাগিণঃ
 ভোগাসক্তাশ্চ পাপিষ্ঠা দাসীগমনকারিণঃ ॥ ৬৪
 নারীসন্ন্যাসিনস্তীর্থৈ যানারূঢ়াঃ সসেবকাঃ ।
 নরবাহনমারূঢ়াঃ শিখাস্ত্রবাহকৃত্যঃ ॥ ৬৫
 তৎপক্ষপাতিনো মূঢ়া গৃহস্থাঃ শিবনিন্দকাঃ ।
 মিথ্যা বৈষ্ণবমানেন গ্রস্তা নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৬
 বৈষ্ণবা বেষ্ণবাত্রেণ তন্তুমাত্রেণ বাভবাঃ ।
 ষাট্ঠিনঃ ক্রোধমাত্রেণ বিঘাৎসো হেতুবাদতঃ ॥
 পঠিষ্যন্তি চ শাস্ত্রাণি কেচিদদুষণসিক্ষয়ে
 ককীয়ঃ গোপয়িষ্যন্ত পরকীয়েণ পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৭
 সূত উবাচ ।

মহামোহাদয়ঃ সর্গে রতিমাশাস্ত ভামিনীম্ ।
 প্রোচুস্ত ঋক্ষয়া বাচা তদ্ব্যখ্যবিনিবারকঃ ॥ ৬৯
 মোহাদয় উচুঃ ।
 রতে মা কুরু সন্তাপমহং মোহঃ কলেঃ সখা ।
 ক্রোধঃ পত্যাঃ পরো বহুলৌভমোহো চ দেবরো
 প্রোক্তে কলিযুগে পূর্ণে মোহলোভাদয়ো বয়ম্ ।

অহুরাগক্রমে মঠাধিপত্য সঙ্ঘে পরম্পরা-
 ক্রমে রক্ষা করিবে। সেই পাপিষ্ঠগণ
 ভোগাসক্ত, দাসীগমনকারী, তীর্থে যানারূঢ়
 এবং সেবক-পরিবৃত্ত হইয়া নামমায়ে সন্ন্যাসী
 হইবে। শিখাস্ত্রবজ্জিত হইবে, নরবাহ
 শিবিকাদি যানে আরোহণ করিবে। তৎ-
 পক্ষপাতী মূঢ় গৃহস্থগণ শিবনিন্দক হইবে।
 মিথ্যা বৈষ্ণবাভিমানগ্রস্ত হইয়া তাহার
 নরকপ্লামী হইবে। বেষ্ণবাত্রে বৈষ্ণব, স্ত্র-
 মাত্রে ভ্রাতৃগণ, ক্রোধমাত্রে বিচারক এবং
 হেতুবাদমাত্রে পণ্ডিত হইবে। দোষ দিবার
 ক্ষমতা তখন শাস্ত্রপাঠ হইবে, পরকীয়-মত-
 দূষণ দ্বারা স্বীয়-মত-দোষ গোপন করা
 পণ্ডিতের কার্য হইবে। ৪৫—৬৭। সূত বল-
 লেন,—তখন রতি-ভ্রম-নিবারক মহামোহাদি
 সকলেভামিনী রতিকে আশস্ত করিয়া কোমল
 কথায় কহিল,—রতি! সন্তাপ করিও না,
 আমি কলিসখা মোহ, আমি তোমার পতির
 পরম বন্ধু ক্রোধ, আমরা লোভ-মোহ
 তোমার দেবর কলিযুগের সম্পূর্ণ অধিকার

বসন্ত মধুনামানমবতীর্ণঞ্চ দক্ষিণে ॥ ৭১
 সমাশ্রিত্য ততো হেতুবাদং কুটিলবুদ্ধয়ঃ ।
 করিয়ামো যথা শক্যং শিবপূজানিবারণম্ ॥ ৭২
 সূত উবাচ ।
 ইতি তে রতিমাশাস্ত যথাগতমিতো গতাঃ ।
 ইতি সর্গঃ সমাধ্যাতঃ শিবনিন্দককারণম্ ॥ ৭৩
 ইতি ত্রীত্রক্ষপুরাণোপপুরাণে ত্রীমৌরে সূত-
 শৌনকসংবাদে মহেশ-বিষ্ণুতৃত্যত্বেকারণাদি-
 কথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

অথয় উচুঃ ।
 সূদর্শনাখ্যং যচ্চক্রং লক্ষ্যাস্তং কথং হরিঃ ।
 মহাদেবাদভগবতঃ সূত তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১
 সূত উবাচ ।
 দেবাসুরগামভবৎ সংগ্রামোহদ্ভুতদর্শনঃ ।
 দেবা বিনিক্ষিপ্তা দৈত্যৈর্বিষ্ণুং শরণমাগতাঃ ॥ ২
 স্তত্র তং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য পুরতঃস্থিতাঃ
 হইলে, আমরা দক্ষিণদেশে মধ্যাচার্য্যরূপে
 অবতীর্ণ বসন্তকে আশ্রয় করিয়া কুটিল-
 বুদ্ধিবলে শিবপূজা-নিবারক হেতুবাদ যথা-
 শক্তি করিব। সূত বলিলেন,—এইরূপে
 তাহার রতিকে আশস্ত করিয়া যথাহানে
 গমন করিল। শিবনিন্দা-কারণ সমস্তই এই
 বলিলাম। ৬৮—৭৩।
 চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্রারিংশ অধ্যায়

অধিগণ বলিলেন,—হে সূত! বিষ্ণু,
 ভগবান্ মহাদেবের নিকট সূদর্শনচক্র লাভ
 করিলেন কিরূপে, তাহা বলুন। সূত বলি-
 লেন,—দেবাসুরের অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল,
 তাহাতে দেবতার দৈত্যগণ-কর্তৃক পরাজিত
 হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। দৈত্য

ভয়ভীতাস্ত তে সর্গে কতাক্কাঃ ক্লেশিতা ভূশম্, প্রতিনাম্ চ পত্নানি তৈরিষ্টা বুযভবজন্ম ।
তান্ দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দেবদেবো জনাৰ্দ্দিনঃ । ভবাতৈর্নামভিভক্ত্যা স্তোতুং সমুপজ্ঞেমে ॥১১
কিমর্থমাগতা দেবা বক্তুমর্থং সাম্প্রতম্ ॥ ৪
বচঃ ঋত্বা হরেদেবাঃ প্রণমোচ্চুঃ সুরোত্তমাঃ । ভবঃ শিবো হরো ক্রজঃ পুঙ্কলো মৃদগলোচনঃ ।
নির্জীতা দানবৈঃ সর্গে শরণং ত্বামিহাগতাঃ ॥ অগ্রগণ্যঃ সদাচারঃ সর্বঃ শত্ৰুর্নৃবংশেরঃ ॥ ১২
গতিস্বমেব দেবানাং ত্রাতা ত্বং পুরুষোত্তম । ঈশ্বরঃ স্বাগুর্দীশানঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
হস্তমর্হসি তান্ শীত্ৰমবধান্ বারিজেক্ষণ ॥ ৬ বরায়ান্ বরদো বন্দ্যঃ শকরঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৩
জালঙ্করবধার্থায় যচক্রং শূলপাণিনঃ । গঙ্গাধরঃ শূলধরঃ পরার্থৈকপ্রযোজকঃ ॥
মহাদেবাবরাজকঃ জহি তেন মহাবলান্ ॥ ৭ সর্গজঃ সর্গদেবাদিগিরিধবা গঙ্গাধরঃ ॥ ১৪
তেষাং তত্বেচনং ঋত্বা ভগবান্ বারিজেক্ষণঃ । চন্দ্রাশীড়চন্দ্রমৌলিবেধা বিশ্বামরেশ্বরঃ ॥
অহং দেবাস্তথা নুনং করিষ্যামীতি সূত্রতাঃ ॥৮ বেদাস্তসারসন্দোহঃ কপালী নীললোহিতঃ ॥১৫
হিমবৎপর্বতং গম্বা পূজয়ামাস শকরম্ । ধ্যানাহারোহপরিচ্ছেদ্যো গৌরীভর্তা গণেশ্বরঃ
লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য ভ্রাপ্য গন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ অষ্টমুক্তিবিষ্মুক্তিভিবর্গঃ স্বর্গসাধনঃ ॥ ১৬
দ্বিরিতাথেন ক্রজ্রেণ সম্পূজ্য চ মহেশ্বরম্ । জ্ঞানগম্যো দৃঢ়প্রজ্ঞো দেবদেবজ্রিলোচনঃ ।
ততো নাম্নাঃ সহস্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১০ বামদেবো মহাদেবঃ পটুঃ পরিবৃটো দৃঢ়ঃ ॥ ১৭
বিশ্বরূপো বিরূপাক্ষো বাগীশঃ ক্ষতিমন্তগঃ । সর্বপ্রণবসংবাদৌ বুযাক্ষো বুযবাহনঃ ॥ ১৬
ঈশঃ পিনাকৌ খট্টাকৌ চিত্রবেশচিরন্তনঃ ॥

ভয়ভীত কতাক্স অতি-তুঃখপ্রাপ্ত দেবগণ, বিভিন্ন স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । ভগবান্ দেবদেব জনাৰ্দ্দিন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন,—দেবগণ কিজন্ত আসিয়াছে, তাহা এক্ষণে বল । সুরশ্রেষ্ঠগণ বিষ্ণুর কথা শুনিয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন,—অসুর-পরাজিত হইয়া আমরা সকলে আপনার শরণাগত হইয়াছি । হে পুরুষোত্তম ! আপনিই দেবগণের উপায়, আপনিই রক্ষক । হে কমললোচন ! সেই অবধ্য অসুরগণকে শীঘ্র বিনাশ করিতে আজ্ঞা হয় । জালঙ্কর-বধের জন্ত মহাদেব যে চক্র প্রস্তুত করেন, মহাদেব-বরে সেই চক্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্বারা সেই মহাবল দানবগণকে বধ করুন । ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাদিগের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে সূত্রত দেবগণ ! আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব । অনন্তর বিষ্ণু হিমালয়-পর্বতে গমন করিয়া শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ গন্ধজলে নান করাইয়া দ্বিরিতাধ্য ক্রজমন্ত্রে শিবপূজা

করিলেন ; অনন্তর ভব প্রভৃতি প্রতি নামে একএকটি পদ্ম অর্পণ করিয়া সেই সহস্র নামে ভক্তিপূর্বক পরমেশ্বর শিবের স্তব করিতে লাগিলেন ;—ভব শিব হর ক্রজ পুঙ্কল মৃদগ-লোচন । অগ্রগণ্য সদাচার সর্ব শত্ৰু মহেশ্বর । ১—১০ । ঈশ্বর স্বাগু ঈশান সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ । বরায়ান্ বরদ বন্দ্য শকর পরমেশ্বর । গঙ্গাধর শূলধর পরার্থৈকপ্রযোজক । সর্গজ সর্গদেবাদি গিরিধবা গঙ্গাধর । চন্দ্রাশীড় চন্দ্রমৌলি বেধা বিশ্বামরেশ্বর । বেদাস্ত-সার-সন্দোহ কপালী নীল-লোহিত । ধ্যানাশী (*) অপরিচ্ছেদ্য গৌরীভর্তা গণেশ্বর । অষ্টমুক্তি বিশ্বমুক্তি ভিবর্গ স্বর্গ-সাধন । জ্ঞানগম্য দৃঢ়প্রজ্ঞ দেবদেব জ্রিলোচন । বামদেব মহাদেব পটু পরিবৃট দৃঢ় । বিশ্বরূপ বিরূপাক্ষ বাগীশ ক্ষতিমন্তগ । সর্ব-প্রণবসংবাদৌ বুযাক্ষ বুযবাহন । পিনাকৌ

* মূলে “তানাহার” আছে, ছন্দোহু-রোধে তাহার প্রতিবাক্য দিলাম ।

মনোময়ে মহাযোগী স্থিরো ব্রহ্মাণ্ডধ্বজী ॥১১
কালকালঃ কৃতিবাসাঃ সূভগঃ প্রণবাস্ককঃ ।
নাগচূড়ঃ সূচক্ষুষ্যো দুর্কাসাঃ পুরশাসনঃ ॥ ২০
দৃগায়ুধঃ স্কন্দগুরুঃ পরমেষ্ঠী পরায়ণঃ ।
অনাদিমধ্যানিধনো গিরিশো গিরিজাধবঃ ॥২১
কুবেরবন্ধুঃ শ্রীকণ্ঠো লোকবন্দ্যোত্তমো মুহুঃ ।
সামান্তো দেবকো দণ্ডী নীলকণ্ঠঃ পরশ্বধীঃ ॥২২
বিশালাক্ষো মহাব্যাধঃ সুরেশঃ স্বর্ঘ্যতাপনঃ ।
ধর্ম্মধামা কমাক্ষেত্রঃ ভগবান্ ভগনেত্রহা ॥২৩
উগ্রঃ পশুপতিস্তার্ক্যঃ প্রিয়ভক্তঃ প্ৰিয়বদঃ ।
দাতা দয়াকরো দক্ষঃ কপদী কামশাসনঃ ॥২৪
শাশাননিলয়ান্ত্রযাঃ শাশানন্যো মহেশ্বরঃ ।
লোককর্ত্তা ভূতপতির্মহাকর্ত্তা মহোষধিঃ ॥ ২৫
উত্তরো গোপতিগোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ ।
নীতিঃ সুনীতিঃ শুদ্ধাত্মা সোমঃ সোমরতঃ
সুধীঃ ॥২৬
সোমপোহমৃতপঃ সৌম্যো মহানীতির্মহাস্মৃতিঃ
অজাতশক্ররালোক্যঃ সন্তাব্যো হব্যবাহনঃ ।
লোককারো বেদকারঃ স্বরকারঃ সনাতনঃ ।

খট্বেদী ঈশ চিত্তবেষ চিরন্তন । মনোময়
মহাযোগী স্থির ব্রহ্মাণ্ডধ্বজী । কালকাল
কৃতিবাস সূভগ প্রণবাস্কক । নাগচূড় সূচ-
ক্ষুষ্য দুর্কাসা পুরশাসন । দৃগায়ুধ স্কন্দগুরু
পরমেষ্ঠী পরায়ণ । অনাদিমধ্যানিধন গিরিশ
গিরিজাধব । কুবেরবন্ধু শ্রীকণ্ঠ লোকবন্দ্যো-
ত্তম মুহুঃ । সামান্ত দেবক দণ্ডী নীলকণ্ঠ পর-
শ্বধী । বিশালাক্ষ মহাব্যাধ সুরেশ স্বর্ঘ্য-
তাপন । ধর্ম্মধামা কমাক্ষেত্র ভগবান্
ভগনেত্রহা ॥১১—২৩। উগ্র পশুপতি তার্ক্য
প্রিয়ভক্ত প্রিয়বদ । দাতা দয়াকর দক্ষ
কপদী কামশাসন । শাশাননিলয় ত্রিয শাশা-
ন্য মহেশ্বর । লোককর্ত্তা ভূতপতি মহা-
কর্ত্তা মহোষধি । উত্তর গোপতি গোপ্তা
জ্ঞানগম্য পুরাতন । নীতি সুনীতি শুদ্ধাত্মা
সোম সোমরত সুধী । সোমপামৃতপ সৌম্য
মহানীতি মহাস্মৃতি । অজাতশক্র আলোক্য
সন্তাব্য হব্যবাহন । লোককার বেদকার

মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যো বিশ্বদীপ্তিবিলোচনঃ ॥২৮
পিনাকপাণির্ভূদেবঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তিদঃ সুধা ।
ধাত্রীধামা ধামকরঃ সর্কগঃ সর্কগোচরঃ ॥ ১
ব্রহ্মসৃষ্টিস্বকৃ সর্গঃ কর্ণিকারঃ প্রিয়ঃ কবিঃ ।
শাখো বিশাখো গোশাখঃ শিবো ভিষগব্রহ্মতমঃ
গঙ্গাপ্রবোধকো ভব্যঃ পুঙ্কলঃ স্থপতিঃ স্থিতঃ ।
বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথিঃ ॥৩১
সগণো গণকায়ক সুকার্ত্তিঃ ছিন্নসংশয়ঃ ।
কামদেবঃ কামকালো ভাস্মাক্লীলভাবগ্রহঃ ॥৩২
ভাস্মাপ্রিয়ো ভাস্মশায়ী কামৌ কান্তঃ কৃতাগমঃ ।
সমাবৃত্তো নিবৃত্তাত্মা ধর্ম্মপুঙ্কঃ সদাশিবঃ ॥ ৩৩
অকল্মষচতুর্কোহঃ সর্বাভাসো দুঃসাদঃ ।
দুর্লভো দুর্গমো দুর্গঃ সর্বাযুধবিশারদঃ ॥ ৩৪
অধ্যাত্মযোগানিলয়ঃ সূতস্তন্তস্তবর্দ্ধনঃ ।
শুভাক্ষো যোগসারঙ্গো জগদীশো জনার্দিনঃ ॥
ভাস্মশুদ্ধিকরো মেরুতেজস্বী শুদ্ধবিগ্রহঃ ।
হিরণ্যরেতান্তর্য্যগর্ম্মরৌচর্ম্মহিমালয়ঃ ॥ ৩৬
মহাহ্রদো মহাগর্ভঃ সিদ্ধবৃন্দারবন্দিতঃ ।

সূত্রকার সনাতন । মহর্ষি কপিলাচার্য্য বিশ্ব-
দীপ্তি বিলোচন । পিনাকপাণি ভূদেব স্বস্তি-
কৃৎ স্বস্তিদ সুধা । ধাত্রীধামা ধামকর সর্কগ
সর্কগোচর । ব্রহ্মসৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টি সর্গ কর্ণিকার-
প্রিয় কবি । শাখ বিশাখ গোশাখ শিব
ভিষগব্রহ্মতম (সর্কবেদ্যাত্মম) । গঙ্গাপ্রবো-
দক ভব্য পুঙ্কল্য স্থপতি স্থিত । বিজিতাত্মা
বিধেয়াত্মা ভূতবাহনসারথি । সগণ ও গণ-
কায় সুকার্ত্তিছিন্নসংশয় । কামদেব কাম-
কাল ভাস্মাক্লীলবিগ্রহ । ভাস্মাপ্রিয় ভাস্ম-
শায়ী কামৌ কান্ত কৃতাগম । সমাবৃত্ত নিবৃ-
ত্বাত্মা ধর্ম্মপুঙ্ক সদাশিব । অকল্মষ চতুর্কোহঃ
সর্বাভাস দুঃসাদ । দুর্লভ দুর্গম দুর্গ সর্বাযুধ-
বিশারদ । অধ্যাত্মযোগানিলয় সূতস্তন্ত-
বর্দ্ধন । শুভাক্ষ যোগসারঙ্গ জগদীশ জনার্দিন ।
২৪—৩৫ । ভাস্মশুদ্ধিকর মেরুতেজস্বী শুদ্ধ-
বিগ্রহ । হিরণ্যরেতা তরুণি মরৌচি মহিমা-
লয় । মহাহ্রদ মহাগর্ভ সিদ্ধবৃন্দারবন্দিত ।

বাস্তবচরিত্রো ব্যালী মহাত্মো মহানিধিঃ ॥৩৭॥
 অমৃতাস্বামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞঃ প্রভঞ্জনঃ ।
 পঞ্চবিংশতিতত্ত্বঃ পারিজাতঃ পরাপরঃ ॥ ৩৮ ॥
 সুলভঃ সুব্রতঃ শুরো বায়ুযৈকনিধিনিধিঃ ।
 বর্ণাশ্রমগুরুবর্ণী শত্রুজিহ্মশত্রুতাপনঃ ॥ ৩৯ ॥
 আশ্রমঃ কপণঃ কামো জ্ঞানবানচলচলঃ ।
 প্রমাণভূতো হৃজ্জয়ঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ ॥ ৪০ ॥
 ধর্মকরো ধর্মকেন্দ্রো গুণরাশিগুণাকরঃ ।
 অনন্তদৃষ্টিরানন্দো দণ্ডো দময়িতা দমঃ ॥ ৪১ ॥
 অবিবাদো মহাকাযো বিশ্বকর্মা বিশারদঃ ।
 বীতরাগো বিনীতাত্মা তপস্বী ভূতবাহনঃ ॥ ৪২ ॥
 উন্নতবেষঃ প্রচ্ছন্নো জিতকামো জিতপ্রিয়ঃ ।
 কল্যাণপ্রকৃতিঃ কল্লঃ সর্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥ ৪৩ ॥
 তপস্বী তারকো ধীমান প্রধানপ্রভুরব্যয়ঃ ।
 লোকপালোহস্তহিতাত্মা কল্লাদিঃ কমলেক্ষণঃ ॥
 বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো নিয়মো নিয়মাশ্রয়ঃ ।
 রাহুঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুবিরামো বিক্রমচ্ছবিঃ ॥
 ভক্তিগম্যঃ পরঃ ব্রহ্ম যুগবাণার্পণোহনঘঃ ॥

বাস্তবচরিত্র ব্যালী মহাত্ম মহানিধি ।
 অমৃতাস্বামৃতবপুঃ পঞ্চযজ্ঞ প্রভঞ্জন । পঞ্চ-
 বিংশতিতত্ত্ব পারিজাত পরাপর । সুলভ
 সুব্রত শুর বায়ুযৈকনিধি নিধি । বর্ণাশ্রম-
 গুরু বর্ণী শত্রুজিহ্ম শত্রুতাপন । আশ্রম
 কপণ কাম জ্ঞানবান অচল চল । প্রমাণ-
 ভূত হৃজ্জয় সুপর্ণ বায়ুবাহন । ধর্মকর ধর্ম-
 কেন্দ্র গুণরাশি গুণাকর, অনন্তদৃষ্টি আনন্দ
 দণ্ডদময়িতা দমঃ । অবিবাদ্য মহাকায বিশ্ব-
 কর্মী বিশারদ । বীতরাগ বিনীতাত্মা তপস্বী
 ভূতবাহন । উন্নতবেষ প্রচ্ছন্ন জিতকাম
 জিতপ্রিয় । কল্যাণপ্রকৃতি কল্ল সর্বলোক-
 প্রজাপতি । তপস্বী তারক ধীমান প্রধান-
 প্রভু অব্যয় । লোকপাল ছরুপী *
 কল্লাদি কমলেক্ষণ । বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ নিয়ম
 নিয়মাশ্রয় । রাহু সূর্য্য শনি কেতু বিরাম
 বিক্রমচ্ছবি । ভক্তিগম্য পরব্রহ্ম যুগবাণা-

* মূলে “অস্তহিতাত্মা” আছে ।

অদ্বিদ্ভোগিকৃতস্থানঃ পবনাত্মা জগৎপতিঃ ॥৪৪॥
 সর্বকর্মাচলস্তমো মঙ্গলো মঙ্গলপ্রদঃ ।
 মহাতপা দীর্ঘতপাঃ স্থবিষুঃ স্থবিরো ঋবঃ ॥৪৭॥
 অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রমাণঃ পরমঃ তপঃ ।
 সংবৎসরকরো মজ্জঃ প্রত্যয়ঃ সর্বদর্শনঃ ॥ ৪৮ ॥
 অজঃ সর্বেষ্বরঃ সিদ্ধো মহারেতা মহারলঃ ।
 যোগী যোগো মহাদেবঃ সিদ্ধঃ সর্বাদিরচ্যুতঃ ॥
 বসু বসুমনাঃ সত্যঃ সর্বপাপহরো হরঃ ।
 অমৃতঃ শাশ্বতঃ শান্তো বাণহন্তঃ প্রতাপবান ॥
 কমণ্ডলুধরো ধর্মী বেদোক্তো বেদবিহীনঃ ।
 ত্রাজিহ্মভোজনঃ ভোক্তা লোকনেতা হুয়াধরঃ
 অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ঃ সর্বাভাসচতুপথঃ ।
 কালযোগী মহানাদো মহোৎসাহো মহাবলঃ ॥
 মহাবুদ্ধির্মহাবীৰ্য্যো ভূতচারী পুরন্দরঃ ।
 নিশাচরঃ প্রেতচারী মহাশক্তির্মহাত্মাতিঃ ॥৫৩॥
 অনির্দেশ্যবপুঃ শ্রীমান সর্বাধিকরো মতঃ ।
 বহুজ্ঞাতো বহুমায়ো নিয়তাত্মাভয়োত্তমঃ ॥৫৪॥
 ওজস্তুজোহুতিধরো মর্তকঃ সর্গনায়কঃ ।
 নিত্যঘণ্টাপ্রিয়ো নিত্যপ্রকাশাত্মা প্রতাপনঃ ॥

পবনাত্মা । অদ্বিদ্ভোগিকৃতস্থান পবনাত্মা
 জগৎপতি । সর্বকর্মাচল স্তমো মঙ্গলো মঙ্গল-
 প্রদ । মহাতপা দীর্ঘতপাঃ স্থবিষুঃ স্থবির
 ঋবঃ । অহঃ (দিন) সংবৎসর ব্যাল
 প্রমাণ-পরমতপ । সংবৎসরকর মজ্জপ্রত্যয়
 সর্বদর্শন । অজ সর্বেষ্বর সিদ্ধ মহারেতা
 মহাবল । যোগী যোগ মহাদেব সিদ্ধ সর্বাদি
 অচ্যুত । বসু বসুমনা সত্য সর্বপাপহর
 হর । অমৃত শাশ্বত শান্ত বাণহন্ত প্রতাপ-
 বান । কমণ্ডলুধর ধর্মী বেদোক্ত বেদবিহীন ।
 ত্রাজিহ্ম ভোজন ভোক্তা লোকনেতা হুয়াধর ।
 অতীন্দ্রিয় মহামায় সর্বাভাস চতুপথ । কাল-
 যোগী মহানাদ মহোৎসাহ মহাবল । মহা-
 বুদ্ধি মহাবীৰ্য্য ভূতচারী পুরন্দর । নিশাচর
 প্রেতচারী মহাশক্তি মহাত্মাতি । অনির্দেশ্য-
 বপুঃ শ্রীমান সর্বাধিকর তথা । বহুজ্ঞাত
 বহুমায় নিয়তাত্মাভয়োত্তম । ৩৬—৫৪ । ওজ-
 স্তুজোহুতিধর মর্তক সর্গনায়ক । নিত্য

যজ্ঞ: স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্র: সংগ্রাম: শারদপ্লব: ।
 যুগাদিকং যুগাবর্ষো গভীরো বুববাহন: ॥ ৬৬
 ইষ্টো বিশিষ্ট: শিষ্টেষ্ঠ: শরভ: সরভো ধনু: ।
 অপাংনিধিরধিতান: বিজয়ো জয়কালবিৎ ॥ ৬৭
 প্রতিষ্ঠিত: প্রমাণজ্ঞো হিরণ্যকবচো হরি: ।
 বিমোচন: সুরগণো বিদ্যেশো বিবুধাশ্রয়: ॥ ৬৮
 বালরূপো বলোদ্ভাখী বিকর্তা গহনো গুহ: ।
 করণ: কারণ: কর্তা সর্ববন্ধ প্রমোচন: ॥ ৬৯
 ব্যবসায়ো ব্যবস্থান: স্থানদো জগদাদিজ: ।
 হৃদুভো ললিতো বিবো ভবান্ধানি সংস্থিত: ৷
 রাজরাজপ্রিয়ো রামো রাজচূড়ামণি: প্রভু: ।
 বীরেশ্বরো বীরভজো বীরাসনবিধিবিরাট ॥ ৬১
 বীরচূড়ামণিবর্ষো ভীতানন্দো নদীধর: ।
 আত্মাধারত্ৰিশূলভ: শিপিবিষ্ট: শিবাশ্রয়: ॥ ৬২
 বালখিল্যো মহাচারত্ৰিগাংগু বারিধি: খগ: ।
 অভিরাম: সুশরণ্য: সুব্রহ্মণ্য: সুধাপতি: ॥ ৬৩
 মধুমান কোশিকো গোমান্ বিরাম: সর্বসাধন:

ষট্টিপ্রিয় নিত্যপ্রকাশাচ্চ প্রতাপন। যজ্ঞ
 স্পষ্টাক্ষর মন্ত্র সংগ্রাম শারদপ্লব। যুগাদিকং
 যুগাবর্ষ গভীর বুববাহন। বিশিষ্ট শিষ্টেষ্ঠ
 ইষ্ট শরভ ধনু:। জলনিধি * অধিতান
 বিজয় জয়কালবিৎ। প্রতিষ্ঠিত প্রমাণজ্ঞ
 হিরণ্যকবচ হরি। বিমোচন সুরগণ বিদ্যেশ
 বিবুধাশ্রয়। বালরূপ বলোদ্ভাখী বিকর্তা গহন
 গুহ। করণ কারণ কর্তা সর্ববন্ধ প্রমোচন।
 ব্যবসায় ব্যবস্থান স্থানদ জগদাদিজ।
 হৃদুভ ললিত বিব ভবান্ধ। আত্ম-সংস্থিত †
 রাজরাজপ্রিয় রাম রাজচূড়ামণি প্রভু।
 বীরেশ্বর বীরভজ বীরাসনবিধি বিরাট।
 বীরচূড়ামণিবর্ষ ভীতানন্দ নদীধর। আত্ম-
 ধার ত্ৰিশূলভ শিপিবিষ্ট শিবাশ্রয়। বালখিল্য
 মহাচার ত্ৰিগাংগু বারিধি খগ। অভিরাম
 সুশরণ্য সুব্রহ্মণ্য সুধাপতি। মধুমান

* মূলে “অপাংনিধিঃ” আছে।

† মূলে আছে,—“আত্মনি সংস্থিতঃ”।

ললিটাক্ষো বিশ্বদেহ: সার: সংসারচক্রভৃৎ ॥ ৬৪
 অমোঘদণ্ডো মধ্যস্থো হিরণ্যো ব্রহ্মবর্চসী ।
 পরব্রহ্মপদো হংস: শবরো ব্যাত্রকোহনল: ॥ ৬৫
 রুচিবরকচিব্রহ্মো বাচস্পতিরহর্পতি: ।
 রবিবিরোচন: স্কন্দ: শান্তা বৈবস্বতোহর্জুন: ॥
 মুক্তিকরতকীর্তিশ্চ শান্তরাম: পুরঞ্জয়: ।
 কৈলাসপতি: কামারি: সবিভা রবিলোচন: ॥ ৬৭
 বিশ্বভ্রমো বীতভয়ো বিশ্বকর্মানিবারিত: ।
 নিত্যো নিয়তকল্যাণ: পুণ্যাশ্রবণকীর্তন: ॥ ৬৮
 দূরশ্রবা বিশ্বসহো ধ্যেয়ো হৃঃস্বপ্ননাশন: ।
 উত্তারকো হৃষ্টিহা হৃদ্বর্ষো হৃঃসহোহভয়: ॥ ৬৯
 অনাদিভূত্বো লক্ষ্মী: কিরীটী ত্ৰিদশাধিপ: ।
 বিশ্বগোপ্তা বিশ্বহর্তা সুবীরো রুচিরাজদী ॥ ৭০
 জননো জনজন্মাদি: স্রীতিমান্ নীতিমানধ: ।
 বশিষ্ঠ: কস্তপ ভানুভীমো ভীমপরাক্রম: ॥ ৭১
 প্রণব: সংপথ্যচারো মহাকায়ো মহাধনু: ।
 জন্মাবিধো মহাদেব: সকলাগমপারগ: ॥ ৭২

কৌশিক গোমান্ বিরাম সর্বসাধন। ললি-
 টাক্ষ বিশ্বদেহ সার সংসারচক্রভৃৎ। অমোঘ
 দণ্ড মধ্যস্থ হিরণ্য ব্রহ্মবর্চসী। পরব্রহ্মপদ
 হংস শবর অগ্নি ব্যাত্রক *। রুচি বরকচি
 ব্রহ্ম বাচস্পতি অহর্পতি। রবি বিরোচন
 স্কন্দ শান্তা ভাষতি † অর্জুন। মুক্তি ও
 উন্নতকীর্তি শান্তরাম পুরঞ্জয়। বৈলাসপতি
 কামারি সবিভা রবিলোচন। বিশ্বভ্রম
 বীতভয় বিশ্বকর্মানিবারিত। নিত্য নিয়ত-
 কল্যাণ পুণ্যাশ্রবণকীর্তন। দূরশ্রবা বিশ্বসহ
 ধ্যেয় হৃঃস্বপ্ননাশন। উত্তারক হৃষ্টিহা
 হৃদ্বর্ষ হৃঃসহভয় ॥ ৬৫—৬৯। অনাদি ভূত্বো-
 লক্ষ্মী কিরীটী ত্ৰিদশাধিপ। বিশ্বগোপ্তা
 বিশ্বহর্তা সুবীর রুচিরাজদী। জনন জন-
 জন্মাদি স্রীতিমান নীতিমান। বশিষ্ঠ কস্তপ
 ভানু ভীম ভীমপরাক্রম। প্রণব সংপথ্য-
 চার মহাকায় মহাধনু। জন্মাবিধ মহাদেব

* মূলে আছে,—ব্যাত্রক: অনলঃ”।

† মূলে আছে,—“বৈবস্বতঃ”।

তত্ত্ব তত্ত্ববিদেকাশ্বা বিতৃতিভূতিভূষণঃ ।
 ঋষি ব্রাহ্মণবিদ্বিস্বর্জমমৃত্যুজরতিগঃ ॥ ৭৩
 যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞা যজ্ঞান্তোহমোঘবিক্রমঃ ।
 মহেন্দ্রো দূর্ভরঃ সেনী যজ্ঞো যজ্ঞবাহনঃ ॥ ৭৪
 পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তির্বিবর্তো বিমলোদয়ঃ ।
 আশ্বাযোনিরনাত্তন্তঃ যট্টত্রিংশো লোকভূৎ কবিঃ
 গায়ত্রীবল্লভঃ প্রাণ্ডবিষ্যবাসঃ সদাশিবঃ ।
 শিশুগিরিরতঃ সম্রাট্ সূবেণ সুরশক্রহা ।
 অমেঘোহরিত্তমধনো মুকুন্দো বিগতজ্বরঃ ।
 স্বয়ংজ্যোতিরহুজ্যোতিরচলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৭
 পিঙ্গলঃ কপিলশাশ্বঃ শাস্ত্রেনৈজস্বীতনুঃ ।
 জ্ঞানকঙ্কো মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তিকপল্লবী ॥
 ভগো বিবস্বানদিত্যো যোগাচারো দিবস্পতিঃ
 উদারকীর্তিকদ্যোগী সদ্যোগী সদসময়ঃ ॥ ৭৯
 নক্ষত্রমালী নাকেশঃ স্বাধিষ্ঠানযজ্ঞাশ্রয়ঃ ।
 পবিত্রপাদঃ পাপারির্মণিপুরো নভোগতিঃ ॥ ৮০

সকলাগমপারগ। তত্ত্ব তত্ত্ববিৎ একাশ্বা
 বিতৃতি ভূতিভূষণ। ঋষি ব্রাহ্মণবিৎ বিষ্ণু
 জন্মমৃত্যুজরতিগ। যজ্ঞ যজ্ঞপতি যজ্ঞা
 যজ্ঞান্ত অমোঘবল। * মহেন্দ্র দূর্ভর সেনী
 যজ্ঞা যজ্ঞবাহন। পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তি বিব-
 তোবিমলোদয় † আশ্বাযোনি অনাত্তন্ত
 যট্টত্রিংশ লোকভূৎ কবি। গায়ত্রীবল্লভ
 প্রাণ্ড বিষ্যবাস সদাশিব। শিশুগিরিরত
 সম্রাট্ সূবেণ সুরশক্রহা। অমেঘ অরিত্ত-
 নানী ‡ মুকুন্দ বিগতজ্বর। স্বয়ংজ্যোতি
 অহুজ্যোতি অচল পরমেশ্বর। পিঙ্গল
 কপিলশাশ্ব শাস্ত্রেনৈজস্বীতনু। জ্ঞানকঙ্ক
 মহাজ্ঞানী বীরোৎপত্তি উপল্লবী। ভগ
 বিবস্বান দিত্য যোগাচার দিবস্পতি।
 উদারকীর্তি উদ্যোগী সদ্যোগী সদসময়।
 নক্ষত্রমালী নাকেশ স্বাধিষ্ঠানযজ্ঞাশ্রয়।
 পবিত্রপাদ পাপারি মণিপূর নভোগতি।

* মূলে আছে,—“অমোঘবিক্রমঃ।

† ঋষ্যার নির্মল প্রকাশ সর্বত্র।

‡ মূলে আছে,—“অরিত্তমধনঃ”।

হৃৎপুণ্ডরীকমাসীনঃ শুক্রাংশানো বুধাকপিঃ ।
 তুষ্টো গৃহপতিঃ কৃষ্ণঃ সমর্থোহনর্থশাসনঃ ॥ ৮১
 অধর্মশত্রুঅকথ্যঃ পুরুহৃত পুরুহৃতঃ ।
 বৃহদুজ ব্রহ্মগর্ভো ধর্মধেহু ধনাগমঃ ॥ ৮২
 জগদ্ধিতৈষী সুগতঃ কুমারঃ কুশলাগমঃ ।
 হিরণ্যগর্ভো জ্যোতিষ্মানুপেন্দ্রস্তমিরাপহঃ ॥ ৮৩
 অরোগস্তপনাধ্যাক্ষো বিশ্বামিত্রো দ্বিজেশ্বরঃ ।
 ব্রহ্মজ্যোতিঃ সূবুদ্ধাশ্বা বৃহজ্জ্যোতিরহুতমঃ ॥ ৮৪
 মাতামহো মাতরিষা মনস্বী নাগহারধৃক্ ।
 পুলস্ত্যঃ পুলহোহগস্ত্যো জাতুকর্যঃ পরাশরঃ
 নিরাবরণবিজ্ঞানো বিরঞ্জে। বিষ্টরজ্বাঃ ।
 আশ্বত্থরনিক্কোহত্রির্জানমুষ্টির্মহাযশাঃ ॥ ৮৬
 লোকচূড়ামণিবীরশ্চন্দ্রঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
 ব্যালকল্পো মহাকল্পঃ কল্পবৃক্ষঃ কলানিধিঃ ॥ ৮৭
 অলঙ্করিস্বরচলো রোচিস্ববিক্রমোত্তমঃ ।
 আভঃ সপ্তপতির্বেগী প্লবনঃ শিখিসারথিঃ ॥ ৮৮
 অসন্তোহতিথিঃ শুক্রঃ প্রমাথী পাপশাসনঃ ।

হৃৎপুণ্ডরীকে আসীন শুক্রাংশান বুধাকপি।
 তুষ্ট গৃহপতি কৃষ্ণ শত্রু * অনর্থশাসন। ৬০০।
 অধর্মশত্রু অকথ্য পুরুহৃত পুরুহৃত। বৃহদুজ
 ব্রহ্মগর্ভ ধর্মধেহু ধনাগম। জগদ্ধিতৈষী
 সুগত কুমার কুশলাগম। উপেন্দ্র হিরণ্য-
 গর্ভ জ্যোতিষ্মান তমোহর † অরোগ
 তপনাধ্যাক্ষ বিশ্বামিত্র দ্বিজেশ্বর। ব্রহ্মজ্যোতি
 সূবুদ্ধাশ্বা বৃহজ্জ্যোতি অহুতম। মাতামহ
 মাতরিষা মনস্বী নাগহারধৃক্। পুলস্ত্য
 পুলহাগস্ত্য জাতুকর্য পরাশর। নিরাবরণ-
 বিজ্ঞান বিরঞ্জে বিষ্টরজ্বা। কাম ‡ অনিক্ক
 অত্রি জ্ঞানমুষ্টি মহাযশাঃ। লোকচূড়ামণি
 বীর চন্দ্র সত্যপরাক্রম। ব্যালকল্প মহাকল্প
 কল্পবৃক্ষ কলানিধি। অলঙ্করিস্বর অচল
 রোচিস্ব বিক্রমোত্তম। আভ সপ্তপতি বেগী
 প্লবন শিখিসারথি। ৭৯—৮৮। অতুষ্ট আতিথি

* মূলে আছে,—“সমর্থঃ”।

† মূলে আছে,—“তমিরাপহঃ”।

‡ মূলে আছে,—“আশ্বত্থঃ”।

বসুধাঃ কব্যাহঃ প্রভৃষ্টো বিবভোজনঃ ৷ ৮৩ ৷
 জয়ো জরারিশমনো লোহিতাস্তনুনাং ৷
 পৃথদধো নভোযোনিঃ সুপ্রভৌকস্তামস্রাং ৷ ১০ ৷
 নিদাঘস্তপনো মেঘঃ পক্ষঃ পরপুৰঞ্জয়ঃ ৷
 সুখী নীলঃ সুনিম্পন্নঃ সুরভিঃ শিশিরাত্মকঃ
 বসন্তো মাধবো গ্রীষ্মো নভস্তো বীজবাহনঃ ৷
 মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রপালক ৷ ১২ ৷
 জমদগ্নি জলনিধি বিপাকো বিষ্ণুকারকঃ ৷
 অধরোহমন্তরো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠো নিঃশ্রেয়ঃ ৷ লয়ঃ
 শৈলো নাম তরুদাহো দানবারিররিন্দমঃ
 চামুণ্ডো জনকচাক্রনিঃশল্যো লোকশল্যহৃৎ ৷ ১৫ ৷
 চতুর্বেদশচতুর্ভাবশচতুরশচতুরপ্রিয়ঃ ৷
 আশ্রয়োহথ সমাশ্রায়তীর্থদেবঃ শিবালয়ঃ ৷ ১৫ ৷
 বজ্ররূপো মহাদেবঃ সৰ্বরূপচরাচরঃ ৷
 জায়-নির্কাহকো জায়ো জায়গম্যো নিরঞ্জনঃ ৷ ১৬ ৷
 সহস্রমূৰ্ত্তী দেবেশ্চৈঃ সৰ্বশস্ত্রপ্রভঞ্জনঃ ৷
 মুণ্ডো বিরূপো বিরূতো দণ্ডী দান্তো গুণোত্তরঃ
 পিঙ্গলাক্ষোহথ হর্যধো নীলগ্রীবো নিরায়মঃ
 সহস্রবাহুঃ সর্বেশঃ শরণ্যঃ সৰ্বলোকধৃক্ ৷ ১৮ ৷

ওক্তপ্রমাণীপাশাসন। বসুধা কব্যাহ
 প্রভৃষ্টো বিবভোজন। জয় জরারিশমন
 লোহিতাঃ স্তনুনাং। পৃথদধ নভোযোনি
 সুপ্রভৌকস্তামস্রাং। নিদাঘ তপন মেঘ
 পক্ষ পরপুৰঞ্জয়। সুখী নীল সুনিম্পন্ন
 সুরভি শিশিরাত্মক। বসন্ত মাধব গ্রীষ্ম
 নভস্ত বীজবাহন। মন বুদ্ধি অহঙ্কার ক্ষেত্রজ
 ক্ষেত্রপালক। জমদগ্নি জলনিধি বিপাক
 বিষ্ণুকারক। অধর ও অমন্তর জ্যেষ্ঠ
 নিঃশ্রেয়সালয়। শৈলনাম তরু দাহ দানবারি
 অরিন্দম। চামুণ্ড জনক চাক্র নিঃশল্য লোক-
 শল্যহৃৎ। চতুর্বেদ চতুর্ভাব চতুর চতুর-
 প্রিয়। আশ্রয় ও সমাশ্রায় তীর্থদেব শিবালয়।
 বজ্ররূপ মহাদেব সৰ্বরূপ চরাচর। জায়-
 নির্কাহক জায় জায়গম্য নিরঞ্জন। দেবেশ্চ
 সহস্রমূৰ্ত্তী সৰ্বশস্ত্রপ্রভঞ্জন। বিরূপ বিরূত মুণ্ড
 দণ্ডী দান্ত গুণোত্তর। পিঙ্গলাক্ষ ও হর্যধ
 নীলগ্রীব নিরায়ম। সৰ্বেশ সহস্রবাহু শরণ্য

পদ্মাসনঃ পরজ্যোতিঃ পরাবরঃ পরঃ ফলম্
 পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো বিশ্বগর্ভো বিলক্ষণঃ ৷ ৯
 যঃ ভুগু বরদো দেবো বরেশচ মহাধনঃ
 বাসুরগুরুদেবঃ শঙ্করো লোকসম্ভবঃ ৷ ১০
 সর্ববেদময়োহচিন্ত্যো দেবতাসত্যসম্ভবঃ ৷
 দেবাধিদেবো দেববিদেবো বাসুরবরপ্রদঃ ৷ ১০১
 দেবাসুরেশ্বরো দিব্যো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ৷
 দেবাসুরাণাং বরদো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ৷ ১০২
 দেবাসুরমহামাত্রে দেবাসুরমহাশয়ঃ ৷
 সৰ্বদেবময়োহচিন্ত্যো দেবানামাত্মসম্ভবঃ ৷ ১০
 ঈড্যোহনীশঃ সুরব্যাগ্ধো দেবসিংহো

দিবাকরঃ ।

বিবুধাগ্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বদেবোত্তমোত্তমঃ ৷ ১০
 শিবদ্যানরতঃ শ্রীমাহিষী শ্রীপৰ্বতপ্রিয়ঃ ৷
 বজ্রহস্তঃ প্রতিষ্টন্তী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকরঃ ৷ ১০
 ব্রহ্মচারী লোকচারী ধর্মচারী ধনাধিপঃ ৷
 নন্দী নন্দীশ্বরো নম্রো নগ্নতথঃ গুণৈঃ ৷ ১০১
 লজ্জাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যাক্ষো ধর্ম্যাধ্যাক্ষো যুগাবহঃ ৷

সৰ্বলোকধৃক্ । পদ্মাসন পরজ্যোতিঃ পরাবর
 পর ফল। পদ্মগর্ভ মহাগর্ভ বিশ্বগর্ভ
 বিলক্ষণ। যজ্ঞভুগু বরদ দেব বরেশ ও
 মহাধন। দেবাসুরগুরু দেব শঙ্কর লোক-
 সম্ভব। সৰ্ববেদময়াচিন্ত্য দেবতা-সত্য-
 সম্ভব। দেববি দেবাধিদেব দেবাসুর-
 বরপ্রদ। দেবাসুরেশ্বর দিব্য দেবাসুর-
 মহেশ্বর। দেবাসুরবরদাতা * দেবাসুর-
 নমস্কৃত। দেবাসুরমহামাত্র দেবাসুরমহাশয়।
 সৰ্বদেবময়াচিন্ত্য দেবাত্ম-সমুদ্ভব † ঈড্যা-
 নীশ সুরব্যাগ্ধ দেবসিংহ দিবাকর। “বিবু-
 ধাগ্রবর শ্রেষ্ঠ সৰ্বদেবোত্তমোত্তম। শিব-
 দ্যানরত শ্রীমান শিখী শ্রীপৰ্বতপ্রিয়। বজ্রহস্ত
 প্রতিষ্টন্তী বিশ্বজ্ঞানী নিশাকর। ব্রহ্মচারী
 লোকচারী ধর্মচারী ধনাধিপ। নন্দী নন্দীশ্বর
 নম্র নগ্নতথঃ গুণৈঃ ৷ ১০১—১০৬। লজ্জাধ্যক্ষ

* “দেবাসুরাণাং বরদঃ” মূল

† “দেবানামাত্মসম্ভবঃ” মূল।

ব্রহ্মঃ স্বর্গতঃ স্বর্গঃ সর্গঃ স্বয়ময়ঃ স্বনঃ ॥ ১.৭

বীজাধ্যক্ষো বীজকর্তা ধর্মকর্তৃধর্মবর্ধনঃ ।

দন্তোহদন্তো মহাদন্তঃ সর্বভূতমহেশ্বরঃ ॥ ১.৮

অশাননিলয়স্তিষ্যঃ সেতুরপ্রতিমাকৃতিঃ ।

লোকোত্তরঃ ক্ষুটালোকদ্ব্যধকো ভক্তবৎসলঃ ॥

অঙ্ককারির্মথেষ্টে বিষ্ণুকঙ্করপাতনঃ ।

বীতদোষোহক্ষয়গুণোহন্তকারিঃ পুষ্পদন্তভিৎ ॥

ধূজ্জিটিঃ খণ্ডপরশুঃ সকলো নিকলোহনঘঃ ।

আকারঃ সকলাধারঃ পাণ্ডুরাগো মুগো নটঃ ॥

পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ সুকুমারঃ সুলোচনঃ

সামগেয়ঃ প্রিয়ঃ ক্রুরঃ পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ১১২

মনোজবন্তীর্থকরো জটিলো জীবিতেশ্বরঃ ।

জীবিতান্তকরোহনন্তো বসুরেতা বসুপ্রদঃ ॥

সদগতিঃ সংকৃতিঃ শান্তঃ কালকণ্ঠঃ কলাধরঃ ।

মানী মন্তর্মহাকালঃ সদভূতিঃ সংপরায়ণঃ ॥ ১১৪

চন্দ্রসজীবনঃ শাস্তা লোকরূঢ়ো মহাধিপঃ ।

লোকবন্ধুলোকনাথঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতভূষণঃ ॥ ১১৫

অনপায়োহক্ষরঃ কান্তঃ সর্বশত্রুভৃতাং বরঃ ।

সুরাধ্যক্ষ ধর্ম্যাধ্যক্ষ যুগাবহ । স্ববশ স্বর্গত

স্বর্গ সর্গ স্বর্ষয় স্বন । বীজাধ্যক্ষ বীজকর্তা

ধর্মকর্তৃ ধর্মবর্ধন । দন্তাদন্ত মহাদন্ত সর্ব-

ভূতমহেশ্বর । অশাননিলয় তিষ্য সেতু

অপ্রতিমাকৃতি । লোকোত্তর ক্ষুটালোক

অধক ভক্তবৎসল । অঙ্ককারি মথেষ্টে

বিষ্ণুকঙ্করপাতন । বীতদোষোহক্ষয়গুণ যমারি

‡ পুষ্পদন্তভিৎ । ধূজ্জিটি খণ্ডপরশু সকল

নিকলানঘ । আকার সকলাধার পাণ্ডুরোগ

যুগ নট । পূর্ণ পূরয়িতা পুণ্য সুকুমার সুলো-

চন । সামগেয় প্রিয় ক্রুর পুণ্যকীর্তি অনা-

ময় । মনোজব তীর্থকর জটিল জীবিতেশ্বর ।

জীবিতান্তকরানন্ত বসুরেতা বসুপ্রদ ।

সদগতি সংকৃতি শান্ত কালকণ্ঠ কলাধর । মান

মন্ত মহাকাল সদভূতি সংপরায়ণ ১০৭—১১৫

চন্দ্রসজীবন শাস্তা লোকরূঢ় মহাধিপ । লোক-

বন্ধু লোকনাথ কৃতজ্ঞ কৃতভূষণ । অনপায়-

‡ “অন্তকারিঃ” মূল ।

তেজোময়ো হ্র্যতিধরো লোকমায়োগ্রণীরণঃ

সুবিম্বিতঃ প্রসন্নাত্মা দুর্জয়ো হ্রয়তিক্রমঃ ।

জ্যোতির্ময়ো নিরাকারে জগন্নাথো জলেশ্বরঃ

তুহী বীণী মহাশোকো বিশোকঃ শোকনাশনঃ

ত্রিলোকেশস্ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধি শুদ্ধিরধোকজঃ

অব্যক্তলক্ষণো ব্যক্তো ব্যক্তব্যক্তো

বিশাম্পতিঃ ।

বরশীলো বরগুণো গতো গব্যয়নো ময়ঃ ॥ ১১৯

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রজাপালো হংসো হংসগতির্মতঃ ।

বেধা বিধাতা শ্রষ্টা চ কর্তা হর্ভা চতুর্ধ্বঃ ॥ ১২০

কৈলাসশিখরাবাসী সর্বাবাসী সদাগতিঃ ।

হিরণ্যগর্ভো গগনঃ পুরুষঃ পূর্নজঃ পিতা ॥ ১২১

ভূতালয়ে ভূতপতির্ভূতিতো ভুবনেশ্বরঃ ।

সংযমো যোগবিন্দু শ্রষ্টা ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥

দেবপ্রিয়ো দেবনাথো দৈবজ্ঞো দেবচিন্তকঃ ।

বিষমাক্ষো বিশালাক্ষো বুধদো বুধবর্ধনঃ ॥ ১২৩

নির্মমো নিরহঙ্কারো নির্মোহো নিকৃপপ্রবঃ ।

দর্পহা দর্পণো দৃষ্টঃ সর্বভূপরিবর্তকঃ ॥ ১২৪

সপ্তজিহ্বঃ সহস্রাচিঃ স্নিগ্ধঃ প্রকৃতিদক্ষিণঃ ।

ক্ষর কান্ত সর্বশত্রুভৃতাং বর । তেজোময়

হ্র্যতিধর লোকমায়োগ্রণী অনূ । সুবিম্বিত

প্রসন্নাত্মা দুর্জয়ো হ্রয়তিক্রম । জ্যোতির্ময়

নিরাকার জগন্নাথ জলেশ্বর । তুহী বীণী

মহাশোক বিশোক শোকনাশন । ত্রিলো-

কেশ ত্রিলোকাত্মা সিদ্ধি শুদ্ধি অধোকজ ।

অব্যক্তলক্ষণ ব্যক্ত ব্যক্তব্যক্ত বিশাম্পতি ।

বরশীল বরগুণ গত গব্যয়ন ময় । ব্রহ্মা

বিষ্ণু প্রজাপাল হংস হংসগতি আয় । বেধা

ও বিধাতা শ্রষ্টা কর্তা হর্ভা চতুর্ধ্ব । কৈলাস-

শিখরাবাসী সর্বাবাসী সদাগতি । গগন

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ পূর্নজ পিতা । ভূতালয়

ভূতপতি ভূতদ ভুবনেশ্বর । সংযম যোগবিৎ

ভ্রষ্ট ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণপ্রিয় । দেবপ্রিয় দেবনাথ

দৈবজ্ঞ দেবচিন্তক । বিষমাক্ষ বিশালাক্ষ বুধদ

বুধবর্ধন । নির্মম নিরহঙ্কার নির্মোহ নিকৃ-

পপ্রব । দর্পহা দর্পণ দৃষ্ট সর্বভূপরিবর্তক ।

সপ্তজিহ্ব সহস্রাচিঃ স্নিগ্ধ প্রকৃতিদক্ষিণ ।

কৃতভব্যভবরাধঃ প্রভবো ভ্রান্তিনাশনঃ ॥ ১২৫
 অর্থোহনর্থো মহাকোশঃ পরকার্যৈকপণ্ডিতঃ ।
 নিষ্কণ্টকঃ কৃতানন্দো নির্ব্যাজো ব্যাজদর্শনঃ ॥
 সত্ত্ববান্ সাধ্বিকঃ সত্যঃ কীৰ্ত্তিস্তম্ভঃ কৃতাগমঃ ।
 অকার্পিতো গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককণ্ঠকুৎ ॥
 ক্রীবল্লভঃ শিবারম্ভঃ শান্তভদ্রঃ সমঞ্জসঃ ।
 ভূশয়ে ভূতিকৃষ্ণভূতিভূতিভূতিবাহনঃ ॥ ১২৮
 অকায়ো ভূতকায়স্থঃ কালজ্ঞানো মহাপটুঃ ।
 সত্যব্রতো মহাত্যাগ ইচ্ছাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ১২৯
 পরার্থবৃত্তিবরদো বিবিভক্তঃ ক্ষতিসাগরঃ ॥
 অনির্ব্বিণ্ণো গুণগ্রাহী নিফলকঃ কলহহা ॥ ১৩০
 স্বভাবভদ্রো মধ্যস্থঃ শত্রুঘ্নঃ শক্রনাশনঃ ।
 শিখণ্ডী কবচী শূলী জটী মুণ্ডী চ কুণ্ডলী ॥ ১৩১
 মেখলী কঞ্চুকী খড়্গী মালী সংসারসারাধিঃ ।
 অমৃত্যুঃ সৰ্ব্বজিৎ সিংহস্তেজোরশির্ভহামণিঃ ।
 অসংখ্যেয়োগ্রমেয়াত্মা বীৰ্য্যবান্ কার্য্য-
 কোবিদঃ
 বেদ্যো বৈজ্ঞাণ্যো বিয়দগোষ্ঠা সপ্তাবরমুনীশ্বরঃ ।

কৃতভব্য ভবরাধঃ প্রভব ভ্রান্তিনাশন অর্থ-
 নর্থ মহাকোশ পরকার্যৈকপণ্ডিত । নিষ্কণ্টক
 কৃতানন্দ নির্ব্যাজ ব্যাজদর্শন । সত্ত্ববান্
 সাধ্বিক সত্যকীৰ্ত্তিস্তম্ভ কৃতাগম । অকার্পিত
 গুণগ্রাহী নৈকাত্মা লোককণ্ঠকুৎ ॥ ক্রীবল্লভ
 শিবারম্ভ শান্তভদ্র সমঞ্জস । ভূশয় ভূতিকৃৎ
 ভূতি বিভূতি ভূতিবাহন । অকায় ভূতি-
 কায়স্থ কালজ্ঞান মহাপটু । সত্যব্রত মহা-
 ত্যাগ ইচ্ছাশান্তিপরায়ণ । বিবিভক্ত পরার্থবৃত্তি-
 বরদ ক্ষতিসাগর । অনির্ব্বিণ্ণ গুণগ্রাহী নিফ-
 লক কলহহা ॥ ১২৬—১৩০ ॥ স্বভাবভদ্র মধ্যস্থ
 শত্রুঘ্ন শক্রনাশন । শিখণ্ডী কবচী শূলী
 জটী মুণ্ডী ও কুণ্ডলী । মেখলী কঞ্চুকী খড়্গী
 মালী সংসারসারাধি । অমৃত্যু সৰ্ব্বজিৎ সিংহ
 তেজোরশি মহামণি । অসংখ্য * অপ্রমে-
 যাত্মা বীৰ্য্যবান্ কার্য্যকোবিদ । বেদ্য বৈজ্ঞাণ্য
 বিয়দগোষ্ঠা সপ্তাবরমুনীশ্বর । অল্পতম

“অসংখ্যেয়ঃ” মূল ।

অল্পতমো হুরাধর্ষো মধুর প্রিয়দর্শনঃ ।
 সুরেশঃ শরণঃ শর্শ্ব-সর্কঃ শব্দবতাং গতিঃ ॥
 কালঃ পক্ষঃ করঙ্কারিঃ কঙ্কণীকৃতবাসুকিঃ ।
 মহেষ্वासো মহীভর্ত্তা নিফলকো বিশৃঙ্খলঃ ॥ ১৩৫
 দ্যামণিস্তরপিধ্বস্তঃ সিদ্ধিঃ সিদ্ধিসাধনঃ ।
 বিবৃতঃ সংবৃতঃ শিল্পী ব্যাটোরঙ্কো মহাভূজঃ ॥
 একজ্যোতির্নিরাভঙ্কো নরনারায়ণপ্রিয়ঃ ।
 নির্লেপো নিম্প্রপকাত্মা নিব্যাগ্রো ব্যাগ্রনাশনঃ ॥
 স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোতা ব্যোমমুর্তিরনাকুলঃ ।
 নিরবদ্যপদোপায়ো বিদ্যারশির্ভক্ৰিমিঃ ॥
 প্রশান্তবুদ্ধিরক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রহা নিত্যশুন্দরঃ ।
 ধ্যেয়োগ্রধ্ব্যো ধাত্রীশঃ সাকল্যঃ
 শর্করীপতিঃ ॥ ১৩৯
 পরমার্থগুরুব্যাপী শুচিরাশিতবৎসলঃ ।
 রসো রসজ্ঞঃ সারজ্ঞঃ সর্বসম্ভাবলখনঃ ॥ ১৪০
 এবং নামাং সহশ্রেণ তৃষ্টাব গিরিজাপতিম্ ।
 সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা পুণ্ডরীকৈর্বিজ্যোত্তম্যঃ ॥
 জিজ্ঞাসার্থং হর্যেভক্ত্যা কমলেনু শিবঃ স্বয়ম্ ।
 তত্রৈকং গোপয়ামাস কমলং মুনিপুংসবাঃ ॥ ১৪২

হুরাধর্ষ মধুর প্রিয়দর্শন । সুরেশ শরণ শর্শ্ব
 সর্ক শব্দবতাং গতি । কাল পক্ষ করঙ্কারি
 কঙ্কণীকৃতবাসুকি । মহেষ্वासো মহীভর্ত্তা
 নিফলক বিশৃঙ্খল । দ্যামণি তরপি ধ্বস্ত
 সিদ্ধি সিদ্ধিসাধন । বিবৃত সংবৃত শিল্পী
 ব্যাটোরঙ্ক মহাভূজ । একজ্যোতি নিরাভঙ্ক
 নরনারায়ণপ্রিয় । নির্লেপ নিম্প্রপকাত্মা
 নিব্যাগ্র ব্যাগ্রনাশন । স্তব্য স্তবপ্রিয় স্তোতা
 ব্যোমমুর্তি অনাকুল । নিরবদ্যপদোপায়
 বিদ্যারশি ভক্ৰিমি । অক্ষুদ্র প্রশান্তবুদ্ধি
 ক্ষুদ্রহা নিত্যশুন্দর । ধ্যেয়োগ্রধ্ব্য ধাত্রীশ
 সাকল্য শর্করীপতি । পরমার্থগুরু ব্যাপী
 শুচি আশিতবৎসল । রস রসজ্ঞ সারজ্ঞ
 সর্বসম্ভাবলখন । হে বিজ্যোত্তমগণ ! শিবকে
 পরমভক্তি সহকারে সহশ্র পদ্ম দ্বারা পূজা
 করিয়া বিষ্ণু, এইরূপ সহশ্র নামে জব করি-
 লেন । স্বয়ং শিব বিষ্ণুর ভক্তি পরীক্ষার্থ
 (পূজা করিবার সময়) সেই সহশ্র কমল

হৃতে পুষ্পে তদা বিষ্ণুশ্চিন্তয়ন্ কিমিদম্বিতি ।
জ্ঞানান্মনোহঙ্কিমুক্ততা পূজয়ামাস শঙ্করম্ ॥
অথ জ্ঞান্য মহাদেবো হরের্ত্তিত্তিঃ স্মৃনিশ্চলাম্ ।
প্রাহুর্ভূতো মহাদেবো মণ্ডলাৎ তিগ্নদীধিতেঃ
স্বর্ধ্যাকোটি প্রতীকাশস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
শূলটঙ্কগদাচক্রকুস্তপাশধরো বিভূঃ ।
বরদাত্তয়পাণিচ্চ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ১৪৫
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥
পুনর্নাম চরণৌ দণ্ডবচ্ছূলপাণিনঃ ॥ ১৪৬
দৃষ্ট্বা শঙ্কুং তদা দেবা হ্রদবুর্ভয়বিহ্বলাঃ ।
চাল ব্রহ্মভুবনঃ চক্রেণ চ বহুস্করা ॥ ১৪৭
অশ্চোৰ্দ্ধং ততঃ প্রীতে দদাহ শতযোজনম্ ।
শঙ্কোৰ্ভগবতস্তেজস্তদৃ দৃষ্ট্বা প্রহসন শিবঃ ॥
অত্রবীচ্ছাঙ্গিণঃ বিপ্রাঃ কৃতাজ্জলিপুটে স্থিতম্ ॥
দেবকার্যমিদং জ্ঞাতমিদানীং মধুসূদন ।
দিব্যং দদামি তে চক্রমদ্ভুতং তৎ সুদর্শনম্ ॥
হিতার্থং সর্বদেবানাং নিশ্চিতং যময়া পুরা ।

হইতে একটি পদ্ম গোপন করেন, বিষ্ণু
পুষ্পহরণের পর “একি” পদ্ম ন্যূন হইল
কেন ? এইরূপ চিন্তা করত বিবেচনা করিয়া
আশ্চর্য উৎপাদন করিয়া তদ্বারা শিবপূজা
করেন । অনন্তর বিষ্ণুর দৃঢ়ভক্তি অবগত
হইয়া—কোটি স্বর্ধ্যাসিদ্ধ শূল-টঙ্ক গদা-
চক্র-কুস্ত-পাশ-ধারী বরাভয়কর সর্বাভরণ-
ভূষিত ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখররূপে শিব স্বর্ধ্যমণ্ডল
হইতে প্রাহুর্ভূত হইলেন । ভগবান্ কমল-
লোচন দেবদেব ঈশ্বরকে অবলোকন করিয়া
তাহার চরণে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন ।
শিবের সেই মুক্তি দর্শনে দেবগণ ভীত
হইয়া প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মলোক হইতে
পৃথিবী পর্যন্ত কম্পিত হইল । অধোদেশ
এবং উর্দ্ধদেশ শত যোজন ভগবান্ শিবের
তেজে দগ্ধ হইতে লাগিল । হে বিপ্রগণ !
উদর্শনে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত বিষ্ণুকে
শিব সহান্ত্রে বলিলেন,—হে মধুসূদন !
একপে উপস্থিত যে দেবকর্ম, তাহা অবগত
হইয়াছি, তোমাকে অঙ্গুতদর্শন দিব্য চক্র

গৃহীত্ব তদুপৈর্দৈত্যান্ জহি বিষ্ণো মমাজ্ঞয়া
এবমুক্তা দদৌ চক্রং স্বর্ধ্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
লোকেষু পুণ্ডরীকাক ইতি খ্যাতিং গতো হরিঃ
পুনস্তমত্রবীচ্ছভূনারায়ণমনাময়ম্ ।
বরানন্তান্ সুরশ্রেষ্ঠ বরয়স্ব যথেষ্টিতান্ ॥ ১৫০
এবং শস্তোর্মিগর্দিতঃ শ্রব্যা দেবো জনার্দনঃ ।
অত্রবৌৎ খণ্ডপরশং প্রাজ্জলিঃ প্রণয়্যারিতঃ ॥ ১৫১
শ্রীবিষ্ণুকবাচ ।
ভগবন্ দেবদেবেশ পরমাত্মন শিবায্যয় ।
নিশ্চলা ভূয় মে ভক্তির্ভবতি বরো মম ॥ ১৫২
ঈশ্বর উবাচ ।
ভক্তির্ময়ি দৃঢ়া বিষ্ণো ভবিষ্যতি তবানঘ ।
অজ্যেয়স্ব লোকেষু মৎপ্রসাদান্তবিষ্যসি ॥ ১৫৩
সূত উবাচ ।
এবং দত্ত্বা বরং শঙ্কুর্বিধবে প্রভবিধবে ।
অন্তহিতো হিজ্জশ্রেষ্ঠা ইতি দেবোহব্রব্রীজিবিঃ ॥

প্রদান করিতেছি । হে বিষ্ণো ! আমার
আদেশে তাহার গুণে তুমি দৈত্যগণ বধ
কর । এই বলিয়া অমৃতস্বর্ধ্যসমপ্রভ সেই
চক্র বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন । * (শিবের
বরেই) বিষ্ণু জগতে পুণ্ডরীকাক নামে খ্যাত
হইলেন । শিব, অনাময় নারায়ণকে পুনরায়
বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ ! অস্ত্র ঈপ্সিত বর
সকল প্রার্থনা কর ১৩১—১৫০ দেব জনার্দন
শিববাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে সপ্রণয়ে
শিবকে বলিলেন,—ভগবন্ ! দেবদেবেশ
পরমাত্মন ! অব্যয় ! শিব ! আপনায় প্রীতি
আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে । এই
আমাকে বর দিন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে
অনঘ ! বিষ্ণো ! আমার প্রীতি তোমার অচলা
ভক্তি থাকিবে এবং আমার প্রসাদে তুমি
ত্রিলোকে অজ্যেয় হইবে । সূত বলিলেন,
হে হিজ্জশ্রেষ্ঠগণ ! শিব, প্রভু বিষ্ণুকে এইরূপ
বর দিয়া অস্ত্রহিত হইলেন, এই কথা স্বর্ধ-

* এইস্থলে মূলে আর ২১১টা শ্লোক
থাকিলে ভাল হইত ।

নায়াঃ সহস্রঃ যদিব্যঃ বিষ্ণুনা সমুদীরিতম্ ।
 যঃ পরেচ্ছুপ্নাৰ্ণাণি সৰ্গপাটেণঃ প্রযুচ্যতে ॥ ১৫৮
 অশ্বমেধসহস্রশ্চ কলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
 পঠিতঃ সৰ্গভাবেন বিদ্যা বা মহতী ভবেৎ ॥
 জায়ন্তে মহদৈশ্বৰ্য্যঃ শিবস্তা দয়িতো ভবেৎ ।
 দুস্তরে জলসজ্জাতে যজ্জলং স্থলতাঃ ব্রজেৎ ॥
 হারায়ন্তে মহাসর্পাঃ সিংহঃ ক্রৌড়ামুগায়তে ॥ ১৬১
 তস্মান্নান্যঃ সহস্রেন স্তোতব্যো ভগবান্ শিবঃ
 প্রযচ্ছত্যখিলান্ কামান্ দেহান্তে চ পরাং
 গতিম্ ॥ ১৬২
 ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো সূত-
 শৌনকসংবাদে বিষ্ণুচক্রপ্রাপ্তিকথনং
 নামৈকচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

বিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ঋতং শস্তোর্থিতা চক্রং প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমঃ
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামঃ শিবপূজাবিধিঃ শুভম্
 দেব বলিয়াছেন । বিষ্ণুকথিত শিবসহস্রনাম
 যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সৰ্গপাপ-
 মুক্ত হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ
 করে, ইহাতে সংশয় নাই । একাগ্রচিত্তে
 ইহা পাঠ করিলে মহতী বিদ্যা হয়, মহৎ
 ঐশ্বৰ্য্য হয় এবং তাহার প্রতি শিবের শ্রীতি
 হয় । দুস্তর জলে পতিত হইয়া এই সহস্র-
 নাম পাঠ করিলে জল স্থলরূপে পরিণত হয় ।
 এই সহস্রনামপ্রভাবে মহাসর্পগণ হারবৎ
 এবং সিংহ সকলও ক্রৌড়ামুগের স্তায় হইয়া
 থাকে । অতএব ভগবান্ শিবকে সহস্রনাম
 দ্বারা স্তব করা উচিত । এই স্তবে শুভ
 হইলে, তিনি অখিল কামনা এবং দেহান্তে
 পরমগতি প্রদান করেন । ১৫৪—৬২১ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—পুরুষোত্তম, শিবের
 নিকট হইতে যেরূপে চক্র লাভ করেন,

সূত উবাচ ।

শিবপূজাবিধিঃ বক্ষ্যে সঙ্ক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ
 বক্তুঃ বর্ষশতেনাপি ন শক্যং বিস্তরেণ তু ॥ ২
 পুরা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গে সিদ্ধগন্ধর্ষসেবিতে ।
 উক্তং সনৎকুমারায় নন্দিনা কুলনন্দিনা ॥ ৩
 নন্দীশ্বরং সুখাসীনং সর্গজং মরুতাং পতিম্ ।
 উপসঙ্গম্য বিধিবদ্ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ৪
 সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ শিবপূজাবিধিক্রমম্ ।
 সর্বেষাং বরদং শাস্তং গণকোট্যভিরবৃত্তম্ ॥ ৫
 সনৎকুমার উবাচ ।

নমস্তুভ্যং গণেশায় মার্ত্তণ্ডায়ুতবর্চসে ।

শিবার্চনবিধিঃ ত্রিহি মম ত্রিদশপূজিত ॥ ৬

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

শিবপূজাবিধিঃ বক্ষ্যে শৃণু ব্রহ্মসুতোত্তম ।

সর্গাত্মকে মহাদেবে ভক্তোহসি ত্বং যতো যুনে

তত্রাদৌ বিধিনা ন্নাত্বা সমাচম্য যথাবিধি ।

পূজাহানমন্ন প্রাপ্য উপবিশ্চাথ বুদ্ধিমান্ ॥ ৮

তাগ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে শুভ শিব-

পূজাবিধি শ্রবণ করিতে অতিলাবী হইয়াছি ।

সূত বলিলেন,—সংক্ষেপে শিবপূজাবিধি

কীৰ্ত্তন করিতেছি, শতবর্ষেও সবিস্তারে বলা

যায় না । পূর্বকালে সিদ্ধ-গন্ধর্ষসেবিত

সুমেরুশৃঙ্গে কুলানন্দকারী নন্দী সনৎ-

কুমারকে শিবপূজাবিধি বলিয়াছিলেন ।

সনৎকুমার, সুখোপবিষ্ট সর্গলোকবরপ্রদ

শাস্ত কোটিগণপরিবৃত সর্গজ দেবদেব নন্দী-

শ্বরের সমীপে যথাবিধি উপাশ্রিত হইয়া

দণ্ডবৎ প্রণামপূরঃসর শিবপূজাবিধি-পারি-

পাট্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অযূতস্বর্ঘ্য-

সমতেজঃসম্পন্ন! গণাধ্যক্ষ! আপনাকে

প্রণাম, হে দেবপূজিত! আমাকে শিবপূজা-

বিধি উপদেশ দিন । ১—৬ । নন্দিকেশ্বর বলি-

লেন, হে ব্রহ্মনন্দনশ্রেষ্ঠ! যুনে! তুমি সর্গাত্মক

মহাদেবের ভক্ত বলিয়া তোমাকে শিবপূজা-

বিধি বলিতেছি; তাহার প্রথমে যথাবিধি

শ্রান্ন আচমনাদি নিত্যকর্ত্ত সম্পাদন করিয়া

জ্ঞানসম্পন্ন পূজক পূজাহানে গিয়া বসিয়া তিন

বিচারার্থশৌধ্যায়ঃ ।

প্রাণায়ামত্রয়ঃ কৃত্বা ধ্যায়েদেবং সদাশিবম্ ॥ ১০
 শরীরশোষণং কৃত্বা দহনং প্লাবনং ততঃ ।
 শৈবীঃ তদ্বৎ সমাহ্বায় ভ্রাসকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ১০
 যোহয়ং সূত্রাত্মকো মন্ত্রঃ সর্বদেবাত্মকঃ পরঃ ।
 তস্ত বর্ণাংশ্চ বিধিবদ্ব্যাসেৎ প্রণবপূর্ব্বকান্ ॥ ১১
 ব্রহ্মাণি ততো বিস্তৃত্য ততশ্চন্দনবারিণা ॥ ১২
 পূজাহীনং সুসম্প্রোক্ত্য দ্রব্যায় চ মুনীশ্বর ।
 কালনং প্রোক্ষণকৈব প্রণবেন বিধীয়তে ॥ ১০
 স্থাপয়েৎ প্রোক্ষণীপাত্রে পাদ্যপাত্রে তথৈব চ ।
 তথা হ্যচমনীয়ঞ্চ হবন্তুষ্ঠা যথাবিধি ॥ ১৪
 আচ্ছাদ্য দর্ভৈর্মিতমাংস্তেনৈবাত্ম্যাক্য বারিণা
 জলং তেষু বিনিক্ষিপ্য দ্রব্যায় চ ততঃ ক্ষিপেৎ
 উল্লীকশ্চন্দনকৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েৎ ।
 চূর্ণয়িত্বা সকল্কোলং কর্পূরং জাতিকালম্ ॥ ১৬
 ক্ষিপেদ্যচমনীয়ে তু প্রণবেন যথাক্রমম্ ॥ ১৭
 সর্বত্র চন্দনং দদ্যাদ্রব্যপাত্রেহধ্বনা শূণ্ ।
 ব্রীহীনং যবাংশ্চ পুষ্পাণি কুশাগ্রাণি তথৈব চ ।

সিদ্ধার্থানকৃত্যংশ্চৈব সাজ্যঞ্চ ভসিতং তথা ॥ ১৮
 কুশপুষ্পযবব্রীহিবহুমূলভমালকান ।
 প্রক্ষিপেৎ প্রোক্ষণীপাত্রে প্রণবেন সুধীভূতঃ ।
 সূত্রেণ ভবগায়ত্র্যা গায়ত্র্যা চ দ্বিজোক্তম্ ।
 প্রোক্ষণীপাত্রমাদায় সম্প্রোক্ত্য দ্বারপালকৌ ।
 পার্শ্বতো মাং চতুঃপাশং সূর্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ।
 বানরাস্তং ত্রিনয়নং পুষ্পমালা-নুশোভিতম্ ।
 সর্বাভরণশোভাতাং নন্দীশং সম্প্রপূজয়েৎ ॥ ২১
 দক্ষিণে তু মহাকালঃ ঘোররূপঃ ভয়াবহম্ ।
 দংষ্ট্রাকরালবদনং কালাগিচয়সন্নিভম্ ॥ ২২
 পশ্চাদহগৃহং শস্ত্রোঃ প্রবিষ্টা সুসমাহিতঃ ।
 পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদ্রহ্মাভঃ পঞ্চভিমুনে ॥ ২৩
 গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্মহাদেবং তত্ত্বা স্যাপূজয়েদবুধঃ ।
 স্বন্দঃ বিনায়ককৈব লিঙ্গশুদ্ধিমথারভেৎ ।
 সূত্রৈর্মন্ত্রৈশ্চ বিধিবদ্ব্যাসেৎ প্রণবাদিকৈঃ ।
 আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাদৈশ্বর্য্যদলপঙ্কজে ॥ ২৬
 অগ্নিমা পূর্ব্বপত্রং স্তাৎ সর্ব্বভূতমথেষ্বরম্ ।

বার প্রাণায়াম করিবার পর সদাশিব-ধ্যান
 করিবে । শরীর শোষণ, দহন এবং প্লাবন
 করিয়া শৈবদেহ অবলম্বন করিয়া (ভূতশুদ্ধি
 করিয়া) অঙ্গভ্রাস করিবে । সর্বদেবময়
 সূত্রাত্মক পরম মন্ত্রের (এই মন্ত্র—কাহারও
 মতে যত্বেক, কাহারও মতে মাতৃকা) এক
 একটা বর্ণ প্রণবযোগে যথাবিধি ভ্রাস
 করিবে । অনন্তর হে মুনিবর! মন্ত্র সকল
 ভ্রাস করিয়া, চন্দনজল দ্বারা পূজাহীন ও
 পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে । প্রক্ষালন এবং
 প্রোক্ষণ প্রণব দ্বারা কর্তব্য । প্রোক্ষণীপাত্র
 পাদ্যপাত্র এবং আচমনীয় যথাবিধি অবশুষ্ঠন
 ও কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কুশ দ্বারা
 জলাভ্যাক্ষণ করিবার পর তাহাতে জল
 ঢলিয়া জলে বক্ষ্যমাণ দ্রব্যাক্ষেপ করিবে ।
 পাদ্যে বেণার মূল এবং চন্দন দিবে ; কল্কোল
 কর্পূর এবং জাতিফল চূর্ণ করিয়া প্রণব
 উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে আচমনীয়ে নিক্ষেপ
 করিবে । চন্দন সর্বত্রই দিবে । এক্ষণে
 অর্ঘ্যপাত্রে যাহা দেয়, তাহাবরণ অঙ্গ

কর ;—ব্রাহ্মি, যব, পুষ্প, কুশাগ্র, খেতসর্বণ,
 তুল এবং ঘৃতাক্ত ভক্ষ্য অর্ঘ্যপাত্রে দিবে ।
 কুশ, পুষ্প, যব, ব্রাহ্মি, বহুমূল এবং ভমাল
 প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন
 করিবে । দ্বিজোক্তম, সূত্রাত্মক মন্ত্র, শিব-
 গায়ত্রী এবং গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রোক্ষণী-
 পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিয়া—আগ্নি
 ও মহাকাল এই দুই দ্বারপালকে পূজা
 করিবে । অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, চতুর্ভুজ,
 বানরানন, ত্রিনয়ন, পুষ্পমালা-নুশো-
 ভিত, সর্বাভরণশোভাতা নন্দীশ নামে
 আমাকে বামপার্শ্বে পূজা করিবে । ঘোররূপ,
 ভয়াবহ, দংষ্ট্রাকরালবদন, কালাগিচয়-সন্নিভ
 মহাকালকে দক্ষিণপার্শ্বে পূজা করিবে ।
 হে মুনে! ৭—২২ । পরে শিবগৃহাভ্যন্তরে
 প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিবে ।
 জ্ঞানী সাধক, গন্ধপুষ্প দ্বারা মহাদেব, স্বন্দ
 এবং বিনায়কের পূজা করিয়া যথাবিধি প্রণ-
 বাদি-ন্যমোস্ত সূত্রমন্ত্র দ্বারা লিঙ্গশুদ্ধি আরম্ভ
 করিবে । অনন্তর অগ্নিমা দ্বি-ঐশ্বর্য্যরূপ

কর্ণিকায়ঃ স্তসেনবিপ্র বহুর্বে মণ্ডলঃ ততঃ ।
 সৌরং সৌম্যঞ্চ বিস্তৃত্য ধর্মাদান বৈ বিদিক্ চ
 অধর্মাদীঃস্ততো দিক্ সৌম্যস্তান্তে গুণত্রয়ম্ ।
 তত্ত্বত্রয়মথো বিদ্যাঃস্ততঃ শব্দুঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮
 আপরৈর্দ্বিধিনা দেবং গন্ধযুক্তেন বারিণা ॥ ২৯
 পঞ্চামৃতং ততো মষ্টৈঃ সান্বিতং বিধিপূর্বকম্ ।
 আপয়েৎ প্রণ বনৈব তজ্জাতো পরমা মুনৈ ।
 আজ্যেন মধুনা দধ্বা তথা চেক্ষুরদেন চ ॥ ৩০
 জলস্ত শুদ্ধং বিধিবদ্বৈঃ কুর্ধ্যাদনেকশঃ ।
 সঙ্ঘায়া সিতবস্ত্রেণ আপয়োদনশ্বেদয়ম্ ॥ ৩১
 কুশাপামার্গকপূরজাতীচম্পকপুষ্পকৈঃ ।
 করবীরৈঃ সিতৈশ্চৈব মল্লিকাকমলোৎপলৈঃ ॥
 আপুর্ধ্য পুষ্পৈঃ সুশুভৈশ্চন্দনাদৈশ্চ তজ্জলম্
 সদ্যোজাতাদিকাস্তদ্ব্যস্তিত্ব সেন্দ্রব্রহ্মণঃ স্নাত ॥ ৩৩
 সুবর্ণকলশেনাথ তথা বৈ রাজতেন চ ।

অষ্টদলযুক্ত পয়ে তাঁহার আসন কল্পনা
 করিবে। অগ্নিমা-ঐশ্বর্য্য সেই পয়ের পূর
 পত্র। ঈশানকোণের পত্র সর্ষভজাতা;
 কর্ণিকারে বহুমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল এবং চন্দ্র-
 মণ্ডল বিস্তার করিবে; অগ্ন্যাদি কোণ চতু-
 ষ্টয়ে ধর্ম্মাদি এবং পূর্ব্ব দি চতুর্দিকে অধর্ম্মাদি
 স্তার করিয়া চন্দ্রমণ্ডলের সমোপে গুণত্রয় ও
 তত্ত্বত্রয় বিস্তার করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ
 সাধক শিবপূজা করিবে; প্রথম যথাবিধি
 গন্ধযুক্ত জল দ্বারা, অনন্তর মস্তসাধিত পঞ্চা-
 মৃত দ্বারা শিবের স্নান করাইবে। পঞ্চামৃতে
 মধ্যে প্রথম দুই দ্বারা স্নান করান কর্তব্য;
 তাহার মস্ত প্রণব; এবং দ্বিত, মধু, দধি ও
 ইক্ষুর দ্বারা স্নান করাইতে হয়। জল-
 শুদ্ধি বিবিধ মস্ত উচ্চারণপূর্ব্বক অনেক
 প্রকারে করিতে হয়। শুক্রবস্ত্রে আবৃত করিয়া
 শিবকে স্নান করান কর্তব্য ৥ ২৩—৩১ ॥ হে
 ব্রহ্মনন্দন! কুশ, অপামার্গ, কপূর, জাতী-
 পুষ্প, চম্পকপুষ্প, শুক্র করবীর-পুষ্প, মল্লিকা,
 পয় ও কল্লার-পুষ্প ও উত্তম চন্দনাদি দ্বারা
 স্নানীয় জল পূর্ণ করিয়া তথায় সদ্যোজাতাদি
 স্তার করিবে। সফুর্জ পুষ্প সমাধিত—হির-

শঙ্খেন মৃগয়েনাথ শোভিতেন শুভেন চ ॥ ৩৪
 সফুর্জেন সপুষ্পেণ আপয়েন্নস্তপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫
 পবমানেন কুজ্রেণ তথা বামীয়বেন চ ।
 তুরিতাথেন কুজ্রেণ নীলকুজ্রেণ বা পুনঃ ॥ ৩৬
 অথর্ষাশ্বরশা বাপি কুজ্রেণ চ তথৈব চ ।
 রথস্তরেণ পুণ্যেন ত্রীশুকেনাথবা মুনৈ ॥ ৩৭
 পৌরুষেণ চ শূক্রেণ জ্যোতিসায় চ বিমুখা ॥ ৩৮
 পঞ্চাভর্জক ভবীথ স্ত্রেণ প্রণবেন বা ।
 আপয়েদেবদেবেশং সর্ব্বযজ্ঞকলাপ্তয়ে ॥ ৩৯
 বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতে চ তথা হ্যচমনীয়কম্ ।
 মুকুটঞ্চ শুভং ভদ্রং তথা বৈ ভূষণানি চ ।
 মুখবাসঞ্চ নৈবেদ্যং সর্ব্বং বৈ প্রণবেন চ ॥ ৩৯
 ততঃ স্ফটিকসঙ্কাশং দেবং নিকলমক্ষরম্ ।
 কারণং সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বলোকময়ং পরম ॥ ৪০
 ব্রহ্মণা বিষ্ণুক্রুদাদৈরপি দেবৈরগোচরম্ ।
 বেদবিস্তিহি বেদান্তৈরগোচরমিতি ক্ষতম্ ॥ ৪১
 আদিমধ্যান্তরহিতং ভেষজং ভবরোগিণাম্ ।
 শিবলিঙ্গমিতি খ্যাতং শিবলিঙ্গে ব্যবস্থিতম্ ॥
 প্রণবেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়েজ্জিহ্মমূর্ধনি ॥ ৪৩

ময় রজতময় বা উত্তম মৃগয় কলস, অথবা
 শঙ্খ দ্বারা মস্ত উচ্চারণ করিয়া শিবাস্ত্রাপন
 কর্তব্য। হে মুনৈ! পবমান, বামীয়ক,
 তুরিতাথ্য, নীলকুজ অথবা অধর্ষা-শিরো-
 নামক কুজযুক্ত দ্বারা অথবা ত্রীশুক; পুরুষ-
 শূক, “তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি মস্ত, পঞ্চব্রহ্ম-
 স্ত্রমস্ত্র অথবা প্রণব দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞ কল-
 লাভের জন্ত দেবদেব শিবকে স্নান করা-
 ইবে। বস্ত্র যজ্ঞোপবীতযুগ্ম, আচমনীয়, উত্তম
 মুকুট, বাবধ ভূষণ, তাবুলাদি মুখশোধক
 বস্ত্র এবং নৈবেদ্য সমস্তই প্রণবোচ্চারণ-
 পূর্ব্বক প্রদান কর্তব্য। অনন্তর স্ফটিক-সঙ্কাশ,
 নিকল, অক্ষর, সর্ব্বলোককার্ণ, সর্ব্বব্রহ্মণ,
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু ক্রুদাদি দেবেরও অগোচর, বেদজ
 ও বেদান্তের অজ্ঞেয় আদি-মধ্যান্তরহিত
 ভবরোগিণের মহোষধ শিবলিঙ্গে অবস্থিত
 শিবলিঙ্গ নামে খ্যাত পরম বস্ত্র প্রণবমস্ত্র
 উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গমস্ত্রকে পূজা করিতে

স্তোত্রৈঃ শুদ্ধা মহাদেবঃ প্রণপত্য প্রদক্ষিণম্
পুনরর্ধ্যাক্ষ বৈ দক্ষা পুষ্পাণি চ বিকীৰ্য্য বৈ ।
গাদয়োর্দেবদেবস্ত প্রণপত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ৪৪
এবং সঙ্ক্ষিপ্য কথিতং ব্রহ্মসূত্রো শিবার্চনম্ ।
সর্ববেদেষু যদুৎকৃষ্টং যথা শক্তোর্বিশাশ্রিতম্ ॥ ৪৫
সূত্র উবাচ ।

সনৎকুমারো ভগবান্ অতবান্ যচ্ছিবার্চনম্ ।
নন্দীশ্বরাস্তগবতস্তময়্য কথিতং ব্রহ্মাঃ ॥ ৪৬
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভক্ত্যা শিবার্চনাবধিক্রমম্
সর্বপাণিনির্গুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌর্যে সূত্র-
শৌনকসংবাদে শিবপূজাবিধিকথনং নাম
ষিচছারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

অস্তদ্ব্রতং পাপহরং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ।
উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১
হয় । অনন্তর শিবস্তব, প্রদক্ষিণ, প্রণাম,
পুনর্ধ্যায় অর্ধ্যাদান, পুষ্পাঞ্জলিদান ও দেব-
দেবের চরণে প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবে ।
হে ব্রহ্মপুত্র ! সংক্ষেপে আমি এই শিবপূজা-
বিধি তোমাকে বলিলাম, ইহা সর্ববেদে
গোপনীয়, আমি শিবসমীপে ইহা শ্রবণ
করিয়াছি । সূত্র বলিলেন,—ভগবান্
সনৎকুমার ভগবান্ নন্দীশ্বরের নিকট
যে শিবপূজা-বিধি শ্রবণ করিয়াছিলেন,
হে বিজগণ ! তাহা আমি আপনাদিগকে
বলিলাম । যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তি-
পূর্ব্বক এই শিবপূজা-বিধিক্রম পাঠ করে,
সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সাদর-
বসতি প্রাপ্ত হয় । ৩২—৪৭ ।

ষিচছারিংশোধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত্র বলিলেন,—উমা-মহেশ্বর নামে পাপ-
বিনাশক ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ ত্রৈলোক্য-

পৌরমাশ্রমমাবাস্তাং চতুর্দশষ্টমী তথা ।
কাধ্যমেতান্ন তিথিষু নক্তমেতদ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২
ব্রহ্মচারী হবিষ্যাসী সত্যবাদী স্নুসংযমী ।
বর্ষান্তে প্রতিমা কাধ্যা হোম্য বা রজতেন চ ॥ ৩
পঞ্চামৃতৈস্ত স্নান্য পূজয়েদ্বিধিবাদ্বিজাঃ ।
বস্ত্রে পুষ্পৈঃ লঙ্ঘ্য ভক্ষ্যর্চনাং বধৈঃ শুভৈঃ
ধ্বজৈঃ বিতানৈশ্চ মনোরৈধিযা শোভাং প্রকল্পয়েৎ ।
আচার্য্যং পূজয়েন্তজ্যং বহ্নালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৫
ভক্ত্যা চ দক্ষণং দগ্ধাচ্ছিবভক্ত্যং চ ভোজয়েৎ
শৈবমেকস্ত সন্তোজ্য শতভোজ্যফলং লভেৎ
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং দেবস্ত বচনং যথা ॥
প্রতিমাং পূজিতাং পশ্যাৎ তাত্রপাত্রে সুনিস্কলে
নিধায় সিতবস্ত্রেণ সঙ্কাজ্য শিরসা নমেৎ ॥ ৭
শঙ্খতুণ্ডাদিনির্ধৌষৈঃ শিবস্তায়তনং মহৎ ।
পুনর্বৈজ্যাং স্নুসংস্থাপ্য ব্রতং শস্ত্যান্তিবেদয়েৎ

বিজ্ঞত এক ব্রত আছে । পূর্ণিমা, অমাবাস্তা,
চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে রাজিকালে এই ব্রত
কর্তব্য । ব্রতকর্ত্তা ব্রহ্মচারী, হবিষ্যাসী,
সত্যবাদী এবং স্নুসংযত হইবে । বৎসরান্তে
সুবর্ণ বা রজত দ্বারা প্রতিমা করিবে । হে
বিজগণ ! সেই প্রতিমা পঞ্চামৃতে স্নান
করাইয়া বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া
নানাবিধ শুভ ভক্ষ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে ।
ধ্বজ, চন্দ্রাতপ এবং চামর দ্বারা শোভা
সম্পাদন করিবে । গুরুকে বস্ত্র, অলঙ্কার
এবং ভূষণ দ্বারা ভক্তি সহকারে পূজা
করিবে; ভক্তিসহকারে দক্ষিণা দিবে
এবং শিবভক্তগণকে ভোজন করাইবে ।
একজন শৈবকে ভোজন করাইলে, শত-
জনকে ভোজন করাইবার ফলপ্রাপ্তি হয় ।
ইহা সত্য, সত্য, পুনঃ সত্য—ইহা দেবের
অথবা বেদের বাক্য । পূজিত প্রতিমা নিষ্কল
তাত্রপাত্রে স্থাপন করিয়া গুরুবস্ত্রে আচ্ছা-
দনপূর্ব্বক প্রণাম করিবে । ১—৭ । শঙ্খ-
তুণ্ডাদিনির্ধৌষ্যাদি করিয়া শিবের মহালয়ে
বেদীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া শিবকে ব্রত

শিবং প্রদক্ষিণীকৃত্য পশ্চাদ্বেগং ক্রম্যপয়েৎ ॥
 ব্রহ্মা যঃ করোতীদং ব্রতং ত্রিদশপূজিতম্ ।
 সূর্য্যযুত প্রতীকাশঃ বিমানঃ সার্ব্বভৌমিকম্ ॥১০
 আরুহ্য স্রীসহস্রৈশ্চ গণৈর্নানাবিধৈরুতঃ ।
 যাতি মাহেশ্বরং স্থানং যত্র গত্ত্বা ন শোচতি ॥১১
 তত্র মাহেশ্বরান ভোগান ভুক্ত্বা কল্পশতত্রয়ম্
 তদন্তে বৈকবান্ ভোগান্ ভুঞ্জেক্তে বিষ্ণোঃ
 সমীপতঃ ॥ ১২
 পশ্চাত্তোগসমায়ুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 ব্রহ্মলোকাৎ পরভ্রষ্টঃ প্রাজাপত্যান সমশ্রুতে ॥
 তস্মাল্লোকোচ্চ্যুতঃ পশ্চাৎ সর্ব্বৈকানমক্কৃতঃ ।
 সৌমলোকং সমাসাদ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথৈ-
 প্তিতান্ ॥ ১৪

সৌমাদেবেন্দ্রগন্ধর্ব্বয়কলোকমশ্রুতমম্ ।
 ভুক্ত্বা তত্র মহাভোগাস্তদন্তে মেকমুর্দ্ধনি ॥১৫
 তদন্তে লোকপালানাং লোকানাসাচ্চ মোদতে ।
 ততঃ কৰ্ম্মাবশেষেণ পৃথিব্যামেকরাডুভবেৎ ॥
 উমামহেশ্বরং নাম ব্রতং সর্ব্বসুখপ্রদম্ ।

নিবেদন করিবে। শিবকে প্রদাক্ষণ করিয়া
 পরে দেবদেবকে “ক্রমস্ব” বলিবে। যে
 ব্যক্তি দেব-পূজিত এই ব্রত আচরণ করেন,
 তিনি অযুত-সূর্য্য-সাম্রত সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে
 স্রীসহস্র ও বিবিধ গণে পরিবৃত হইয়া
 আরোহণ করত শোকশূন্য শিবপদ প্রাপ্ত
 হন; তথায় ত্রিশত কল্প শৈবভোগ্য ভোগ
 করিবার পর বিষ্ণুসমীপে বৈকবভোগ প্রাপ্ত
 হন; পরে ভোগযোগ সহকারে ব্রহ্মলোকে
 সসন্মানে বাস করেন। ব্রহ্মলোক-ভ্রষ্ট
 হইয়া প্রাজাপত্য লোক ভোগ করেন। সেই
 সর্ব্বলোকনমস্কৃত ব্রতী প্রাজাপত্যলোক ভ্রষ্ট
 হইয়া চন্দ্রলোকে যথাভিলষিত ভোগ করিয়া
 সেই ভোগশেষে অত্যাৎকৃষ্ট ইন্দ্রলোক,
 গন্ধর্ব্বলোক এবং যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া
 তথায় মহাভোগ করিয়া সুরমেক্ষশ্রেণী বিবিধ
 ভোগ করেন। তার পর লোকপালগণের
 লোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অল্পভব করেন।
 অনন্তর তিনি কৰ্ম্মশেষে পৃথিবীতে এক-

শব্দরেণ পুরী গীতং পার্শ্বত্যাঃ বধুধন্ত চ ॥ ১৭
 অগস্ত্যঃ বধুধাঙ্গদ্বা প্রাপ্তবান্ মে গুরুভ্রতঃ ।
 হৈম্যধনায়ুনিবরায় প্রাপ্তবানহমুত্তমম্ ॥১৮
 অন্তচ্চুলব্রতং নাম শৃংখলং মুনিপূজবাঃ ।
 অমাবাস্ত্যং নিরাহারো ভবেদকং সুরংযমী ॥১৯
 শূলং পিষ্টময়ং কুহা বর্ষান্তে বিনিবেদয়েৎ ।
 শিবাং রাজতং পদ্মং সুবর্ণং কৃতকর্ণিকম্ ॥ ২০
 ভক্ত্যা তু বিস্ত্রসেমুর্দ্ধি সর্ব্বমন্তক পূর্ব্ববৎ ।
 ব্রহ্মহত্যাাদিতঃ পাপৈশ্চুক্তো যাতি পরাং গতিম্
 লোকান পুরোদিতান প্রাপ্য তদন্তে পৃথিবী-
 পতিঃ ।

পূর্ণমাস্তমাবাস্ত্যামকমেকং দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২২
 বর্ষান্তে সর্ব্বগন্ধাঢ্যাং প্রতিমাং বিনিবেদয়েৎ ।
 পূর্ব্ববৎ ফলমাপ্নোতি ব্রতেনানেন বৈ হিজাঃ ॥
 অষ্টম্যাক চতুর্দশায়ুপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

ছত্ৰাধিপত্য প্রাপ্ত হন। উমামহেশ্বর
 নামে সর্ব্বসুখপ্রদ ব্রত শব্দর পার্শ্বতী ও
 কার্ত্তিকেয়কে বলেন, অগস্ত্য কার্ত্তিকেয়ের
 নিকট ইহা প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিকট আমার
 গুরু মুনিবর কৃষ্ণহৈম্যধন লাভ করেন, আমি
 এই উত্তম ব্রত তাঁহার নিকট পাইয়াছি।
 ৮—১৮। হে মুনিপূজবর্গ! শূলব্রত নামে
 অন্ত ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এক
 বৎসর অমাবাস্ত্য উপবাসী হইবে ও
 সুরংযমী থাকিবে। বৎসরান্তে পিষ্টকময় শূল
 করিয়া শিবকে তাহা নিবেদন করিবে। সুবর্ণ-
 কর্ণিকায়ুক্ত রজতপদ্ম ভক্তিসহকারে শিব-
 মন্তকে স্থাপন করিবে; অন্ত সকল পারি-
 পাট্য উমামহেশ্বর ব্রতের জ্ঞায়। শূল ব্রত
 যে করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা পাপমুক্ত-
 হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকথিত
 সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইয়া শেষে পৃথিবীপতিত্ব-
 প্রাপ্তি তাহার হয়। এক বৎসর অমাবাস্ত্য
 বা পূর্ণমাস দৃঢ়ভাবে ব্রত সম্পাদন করিয়া
 বৎসরান্তে সর্ব্বগন্ধযুক্ত প্রতিমা নিবেদন
 করিবে; এই ব্রত দ্বারাও পূর্ব্ববৎ ফল-
 প্রাপ্তি হয়। অষ্টমী চতুর্দশীতে জিতেন্দ্রিয়

সরভোগসমায়ুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥২৪

কমা সত্যং দয়া দানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ

শিবপূজায়িবনং সন্তোষোহস্তেয়তা তথা ॥২৫

সরীরতেষ্যং ধর্ম্যঃ সামান্তো দশধা স্মৃতঃ ॥২৬

অস্তদ্ব্রতঃ পাপহরঃ শৃগুধ্বং মুনিপুঙ্কবাঃ ।

যগুধন্ত পুরা প্রোক্তং দেবদেবেন শভুনা ॥২৭

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদগুরুম্ ।

প্রণম্য বিধিবদ্ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ গিরিজাসুতঃ ॥২৮

হৃন্দ উবাচ ।

কেন ব্রতেন ভগবন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ।

পুল্পোল্লভনৈর্ধর্ম্যং মনুজঃ সুখমেধতে ॥ ২৯

তস্মৈ বদ মহাদেব ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।

যেন চীর্ণেন দেবেশ নরো রাজ্যঞ্চ বিন্দতি ॥

রাজ্যৈব জায়তে নারী অপি দাসকুলোদ্ভবা ।

রাজপুত্রো জয়েচ্ছত্রান গরুড়ঃ পন্নগানিব ॥৩১

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চস্তু প্রাপ্য সর্বাধিকো ভবেৎ

বর্ণাশ্রমবিহীনোহপি সোহপি সিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥

হইয়া উপবাসী থাকিবে; তাহাতে সর্বভোগ

ও শিবলোকে সাদর-বসতি প্রাপ্তি তাহার

হয়। কমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইন্দ্রিয়-

সংযম, শিবপূজা, হোম, সন্তোষ এবং চৌধ্যা-

ভাব,—এই দশাবধ ধর্ম্য সর্বব্রতের সাধা-

রণ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পাপবিনাশক অস্ত

ব্রত অবগণ করুন। এই ব্রত পূর্বে

দেবদেব শভু যড়াননকে বলিয়াছিলেন।

পার্কীতানন্দন হৃন্দ কৈলাসশিখরস্থিত দেব-

দেব জগদগুরুকে ভক্তিসহকারে যথাবিধি

প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন!

কোন ব্রত করিলে পুত্র-পৌত্র ধন-ঐশ্বর্য্য-

হুচিত অতুল্য সৌভাগ্য লাভ হয়—মানব

সুখে থাকিতে পারে? হে মহাদেব! যে

ব্রত আচরণ করিলে, মনুষ্য রাজ্যলাভও

করিতে পারে, (যে ব্রত করিলে) দাসকুল-

সন্তান নারীও রাজ্যীর স্তায় হয়, গরুড় যেমন

সর্পকুল জয় করেন, রাজপুত্র সেইরূপ শত্রু-

জয়ী হন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভেজ প্রাপ্ত হইয়া সর্বা-

ধিক হইতে পারেন, আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্যবর্জিত

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ ।

অস্তি দূর্বাগণপতেব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥৩৬

ভগবত্যা পুরা চীর্ণং পার্কীত্যা পন্নয়া সহ ।

সরস্বত্যা মহেশ্বের বিষ্ণুনা ধনদেন চ ॥ ৩৪

অশ্বৈশ্চ দেবৈর্মুনিভির্গন্ধর্বৈঃ কল্পরৈস্তথা ।

চীর্ণমেতদ্ব্রতং সর্বৈঃ পুরা কল্পে যড়ানন ॥৩৫

চতুর্থী যা ভবেচ্ছুক্কা নভোমাস্তা পূণ্যা ।

তস্তাং ব্রতমিদং কুর্ধ্যাৎ কাষ্ঠিক্যাং বা যড়ানন

গজাননং চতুর্ভাঃমেকদন্তং বিপাতিতম্ ।

বিধায় হেয়া বিব্রেশং হেমশীঠাসনস্থিতম্ ॥ ৩৭

তথা হেমময়ীঃ দূর্বাঃ তদাধারে ব্যবস্থিতাম্ ।

সংস্থাপ্য বিব্রহর্ভারং কলশে তাত্তভাজনে ॥৩৮

বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেন সর্বতোভদ্রমণ্ডলে ।

পূজয়েদ্রক্তকুসুমৈঃ পত্রিকাভিচ্চ পঞ্চভিঃ ॥৩৯

বিল্বপত্রমপামার্গং শমী দূর্বাঃ হরিপ্রিয়া ।

অশ্বৈঃ সূগন্ধিকুসুমৈঃ পত্রিকাভিঃ স্পৃহাভিঃ

হইলেও সিদ্ধিলাভ হয়—তাদৃশ ব্রতোত্তম

ব্রত আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—

বৎস! ব্রতোত্তম ব্রত বলিতেছি শ্রবণ কর;

—দূর্বাগণপতির এক ত্রৈলোক্যবিশ্রুত ব্রত

আছে; হে যড়ানন! পূর্বকল্পে ভগবতী

পার্কীতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কুবের

ও অন্তান্ত দেবতা, মুনি, গন্ধর্ব্ব এবং কিব্রহ-

গণ সকলে এই ব্রত করিয়াছেন। হে যড়ান-

নন! শ্রাবণ মাসের যে শুক্লা চতুর্থী অথবা

কার্ত্তিক মাসের যে শুক্লা চতুর্থী; তাহাতেই

এই ব্রত কর্তব্য। ১৯—৩৮। গজানন, চতুর্ভুজ

উৎপাতিত-একদন্ত, বিব্রহর্ভ-প্রতিমা সুবর্ণ,

হারা নির্মাণ করিবে এবং স্বর্ণশীঠে স্থাপিত

করিবে। সেই আসনে সুবর্ণময় দূর্বাও

রাখিবে। সর্বতোভদ্রমণ্ডলে কলসোপরি

তাত্তপাত্রে সেই আসনস্থ গণপতিকে রক্ত-

বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া স্থাপনপূর্বক রক্তপুষ্প ও

বিল্বপত্র, অপামার্গপত্র, শমীপত্র, দূর্বা এবং

তুলসীপত্র * এই পঞ্চ পত্র হারা আর অস্ত-

* তুলসীপত্র হারা যে গণেশের পূজা

কটৈশ্চ মোদকৈঃ পঞ্চাহুপহারঃ প্রকল্পয়েৎ ।

যথাবহুপচারৈশ্চ পূজয়ামি জগৎপতে ॥ ৪১

ইত্যুচ্চা জঙ্ঘা নুনং পূজয়েদগিরিজাসুতম্ ॥ ৪২

এত্বেহি দেব হেরষ বিষয়াজ গজানন ।

উপবিশ্রাসনং দেব সৰ্বকামপ্রদো ভব ॥ ৪৩

(ইত্যাবাহনাসনমন্তঃ) ।

উমাসুত নমস্তভ্যঃ বিশ্বব্যাপিন্ সনাতন ।

বিরোধঃ ছিদ্ধি সকলমর্থ্যঃ পাণ্ডঃ দদামি তে ॥

(ইত্যর্ঘ্যপাদ্যমন্তঃ)

গণেশ্বরায় দেবার্য উমাপুত্রায় বেষসে ।

পূজামথ প্রযচ্ছামি গৃহাণ ভগবন্ নমঃ ॥ ৪৫

(ইতি গচ্ছমন্তঃ) ।

বিনায়কায় শূরায় বরদায় গজানন ।

উমাসুতায় দেবার্য কুমারেশ্বরে নমঃ ।

লম্বোদরায় বীরায় সৰ্ববিরোধহারিশে ॥ ৪৬

(ইতি পুষ্পমন্তঃ) ॥

উমাকমলসমুত দানবানাং বধায় বৈ ।

অম্বগ্রহায় লোকানাং স দেবঃ পাণ্ডু বিশ্বভূক্ ॥

(ইতি ধূপমন্তঃ) ।

পরং জ্যোতিঃপ্রকাশায় সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায় চ ।

তুভ্যং দীপং প্রদাত্ত্বামি মহাদেবাশ্চ নমঃ ॥ ৪৮

(ইতি দীপমন্তঃ) ।

গণানাং স্বা গণপতিঃ হবামহে,

কবিশ্চ কবীনামুপশ্রমবস্তমম্ ।

বিধুসুর্গাচ্চ পুষ্প সুর্গাচ্চ পত্রিকা দ্বারাও

ভাঁহার পূজা করিবে। পরে ফল ও মোদক

দ্বারা উপহারপ্রদান কর্তব্য। ‘যথাবহুপচারৈশ্চ’

ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশকে জঙ্ঘাসহকারে পূজা

করিবে। দেব-হেরষ ! বিষয়াজ গজানন !

আসুন, আসুন ; আসনে উপবেশন করিয়া

সৰ্বকামকল প্রদান করুন (ইত্যাদি-অর্থ-

সম্পন্ন) “এত্বেহি দেব হেরষ” ইত্যাদি অষ্ট

মন্ত্রে যথাশক্তি বিষয়াজের পূজা করিয়া

জব্যাদি সহ ঞ্চ-গণেশ আচাধ্যকে দিবে।

দানমন্তঃ—“গৃহাণ ভগবন্” ইত্যাদি। যে

নিষিদ্ধ আছে, তাহা অস্ত্র প্রকার পূজায়

জানিবে।

জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণশ্চৈব আ নঃ .

শ্রুত্ব মৃতিভিঃ সৌদ সাদনম্ ॥ ৪৯

(ইত্যুপহারমন্তঃ) ।

গণেশ্বর গণাধ্যক্ষ গোব্রীপুত্র গজানন ।

ব্রতং সম্পূর্ণতাং যাতু স্বপ্ৰসাদাদিতানন ॥ ৫০

(ইতি প্রার্থনামন্তঃ) ।

এবং সম্পূজ্য বিশ্লেষণঃ যথাবিভববিস্তারৈঃ ।

সোপকরং গণাধ্যক্ষমাচাধ্যায় নিবেদয়েৎ ॥ ৫১

গৃহাণ ভগবন্ ব্রহ্মণ্ গণরাজঃ সপক্ষিণম্ ।

ব্রতং স্বচন্দনাদন্য সম্পূর্ণা যাতু সুব্রত ॥ ৫২

(ইতি দানমন্তঃ) ।

এবং যঃ পঞ্চ বর্ষাণি কৃত্বোদ্ঘাপনমাচরয়েৎ ।

ঐপিত্তাভ্রভতে কামান্ দেহান্তে শাক্তয়ঃ পদম্

অথবা শুক্লপক্ষান্ত চতুর্থীঃ সংযতেশ্রিয়ঃ ।

কুণ্ডাঘর্ষত্রয়স্তেবঃ সৰ্বসিদ্ধিমবাগুদায় ॥ ৫৩

উদ্ঘাপনং বিনা যন্ত করোতি ব্রতমুত্তমম্ ।

তেন শুক্লতিলাঃ ক্ষুধ্যঃ প্রাতঃস্নানং যজানন ॥

হোমো বা রজতেনাপি কৃত্বা গণপতিঃ বুধঃ ।

পঞ্চগব্যৈশ্চ স্নানাপ্য দূর্বাভিঃ সম্ভ্রপুজয়েৎ ।

মজ্জৈশ্চ দশভির্ভক্ত্যা দূর্বাযুতৈঃ শিখিধ্বজ ॥ ৫৬

ইত্যেবং কথিতং বৎস সৰ্বসিদ্ধিপ্রদং শুভম্ ।

ব্রতং দূর্বাগণপতেঃ কিমন্তুজ্জোতুমর্হসি ॥ ৫৭

ইতি ত্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে স্তুত-

শৌনকসংবাদে উমামহেশ্বরদূর্বাগণপতি-

ব্রতকথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

ব্যক্তি পাঁচ বৎসর এই ব্রত করিয়া, উদ্ঘাপন

করে, তাহার দেহান্তে অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তি

এবং শতুপদ লাভ হয়। অথবা সংযতেশ্রিয়

হইয়া তিন বৎসর প্রতি শুক্লা চতুর্থীতে

এইরূপ ব্রত করিবে; তাহাতে সৰ্বসিদ্ধি-

প্রাপ্তি হইবে। হে যজানন ! যে ব্যক্তি

এই ব্রত করিয়া উদ্ঘাপন না করিবে, তাহার

শুক্লতিলযোগে প্রাতঃস্নান কর্তব্য। জ্ঞানী

সাধক, সুবর্ণ বা রজত দ্বারা গণেশ নির্ঘাণ-

পূর্বক পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া দূর্বা

দ্বারা ভাঁহাকে পূজা করিবে। হে কার্তিকেয় !

পূর্বোক্ত দশবিধ মন্ত্র ও দূর্বা পূজার সাধন।

চতুশ্চরিত্রিশোধ্যায়ঃ ।

ঋষ উচুঃ ।

মৃদাদিরত্বপর্য্যন্তৈবৈঃ কৃত্বা শিবালয়ম্ ।
যং কলং লভতে মর্ত্যাস্ত্রয়ো বক্তুমিচ্ছাসি ॥ ১
স্মৃত উবাচ ।

শৃণুধ্বমুযঃ সর্ষে প্রভাবঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
শিবালয়স্ত করণাৎ ফলমানন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৩
অপি লোষ্ট্রময়ং বাপি যঃ করোতি শিবালয়ম্ ।
সর্ব্বমত্বেন বিশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মকামার্থমুক্তয়ে ॥ ৩
কৈলাসাখ্যঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ প্রাসাদং পরমেষ্ঠিনঃ
মেক্ষাখ্যং মন্দরাখ্যং বা তুহিনীদ্রিমথাপি বা ॥ ৪
নিষধাদ্রিক নীলাদ্রিঃ মহেন্দ্রাখ্যঃ দ্বিজোত্তমাঃ
স তৎপর্যন্তসঙ্ঘাটশিবিমানৈঃ সার্ককামিকৈঃ ॥ ৫
গত্বা শিবপদং দিব্যং শিববনোদতে চিরম্ ।

বৎস ! সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শুভ দূর্গাগণপতি-ব্রত
এই কথিত হইল, অতঃ কি শুনিতে ইচ্ছা
কর। ৩৭—৫৭ ।

ত্রিচরিত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চরিত্রিশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—যুক্তিকাদি হইতে
রত্ন পর্য্যন্ত জব্য দ্বারা শিবালয় করিলে,
মাহুকের যে কললাভ হয়, তাহা এক্ষণে
আমাদিগকে বলুন । স্মৃত বলিলেন,—ঋষি-
গণ সকলে পরমেষ্ঠী শিবের প্রভাব গ্রহণ
করুন, শিবালয়-নির্ম্মাণের অনন্ত কল । হে
বিশ্রেষ্টগণ ! যে ব্যক্তি সর্ব্বভোগত্ব-সহ-
কারে লোষ্ট্রময় শিবমন্দির করে, তাহারও
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি
কৈলাস নামক, স্তম্বেক নামক, মন্দর নামক,
হিমালয় নামক, নিষধ নামক, নীলাদ্রি নামক
অথবা মহেন্দ্রপর্যন্ত নামক শিবপ্রাসাদ নির্মাণ
করে, হে দ্বিজোত্তমগণ ! সে ব্যক্তি সেই সেই
ধর্ম্মত-সম্পূর্ণ সর্ব্বকাম-প্রদ বিমানারোহণে
দিব্য শিবপদ প্রাপ্ত হইয়া, চিরকাল শিববৎ

মহাপ্রলয়পর্য্যন্ত ভুক্তা ভোগান বর্ধেপিতান ।
তদন্তে বিষয়াস্ত্যক্তা শিবসায়ুজ্যাপুয়াৎ ॥ ৬
পতিতং ঋণ্ডিতং বাপি জীর্ণং বা ক্ষুটিতং তথা
কারয়েৎ পূর্ব্ববদ্বজ্ঞ সুধাত্তৈঃ স্তম্ভনোহরৈঃ ॥
প্রাকারং মণ্ডপং বাপি প্রাসাদং গোপুরং তথা
কর্ত্ব্যভাবিকং পুণাৎ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
বৃত্তার্থং বা প্রকুর্ক্বীত নরঃ কর্ম্ম শিবালয়ে ॥
যঃ প্রযাতি ন সন্দেহঃ স্বর্গলোকে সবাঙ্ঘবঃ ॥ ৯
যচ্চাস্ত্রভোগাসক্ত্যর্থমপি কুজালয়ে সত্বৎ ॥
কর্ম্ম কুর্যাদ্যদি স্তূখং লজ্জা সোহপি প্রমোদতে
যদাশক্তো ভবেন্নর্য্যভ্যঃ প্রাসাদং বক্তুযীষরে ।
সম্বার্কানাদিভাবাপি সর্ব্বান কামানবাণুয়াৎ ॥ ১১
সম্বার্কনস্ত যঃ কুর্য্যান্নার্কস্তা যুত্বহুশ্চয়া ।
চান্দ্রায়ণসহস্রস্ত কলং মাসেন লভ্যতে ॥ ১২
শিবস্ত পুরতো বহিঃ সংস্থাপ্যাত্যর্চ্য শঙ্করম্
জুহুয়াদায়নো দেহং যঃ স যাতি শিবং পদম্ ॥

আনন্দ ভোগ করে । মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত
অভিলাষরূপ ভোগ করিয়া, শেষে বিষয়
ত্যাগ করিয়া শিবসায়ুজ্য লাভ করে । যে
ব্যক্তি পতিত, ঋণ্ডিত, জীর্ণ বা ক্ষুটিত
প্রাকার, মণ্ডপ, প্রাসাদ বা পুরদ্বার
চূর্ণ প্রভৃতি মনোহর জব্যযোগে পূর্ব্ববৎ
প্রস্তুত করে, তাহার পুণ্যলাভ—প্রথম
নির্ম্মিতা অপেক্ষা অধিক হয়, ইহাতে সংশয়
নাই । যে মানব, বৃত্তির জন্তও শিবালয়ে
কর্ম্ম করে, তাহারও সবাঙ্ঘবে নিশ্চয় স্বর্গবাস
হয় । যে ব্যক্তি আস্ত্রভোগ-সিদ্ধির জন্তও
কুজালয়ে একবার কর্ম্ম করিবে, তাহারও
স্বর্গবাস ও আনন্দ লাভ হয় । শিবপ্রাসাদ-
নির্ম্মাণে সামর্থ্য না থাকিলে,—সম্বার্কনাদি
করিলেও সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয় । যে ব্যক্তি
যুত্বহুশ্চ সম্বার্কন দ্বারা শিবালয় মার্কনা
করে, এক মাসে তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণের
ফল হয় । শিবের সম্মুখে বহিঃস্থাপন ও
শিবপূজা করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে আত্ম-
দেহ আহুতি দিবে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি

শিবক্ষেত্রে নিরাধারে ভূষা প্রাপ্তান্ পরি-

তাজেৎ ।

শিবসামুদ্র্যামাপোতি প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১৪

অধাশ্চরণৌ জিহ্বা শিবক্ষেত্রে বসেরয়ঃ ।

দেহান্তে শিবসামুদ্র্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫

কলং যদধমেধস্ত তদেব ক্ষেত্রদর্শনাৎ ।

শতাধিকং প্রবেশাচ্চ দ্বিগুণং লিঙ্গদর্শনাৎ ॥১৬

তস্মাক্ষতগুণা পূজা জলস্নানং ততোহধিকম্ ।

জলস্নানচ্চ বিশেষতঃ কীর্ত্তনং শতাধিকম্ ।

দগ্ধা সহস্রমাখ্যাতং যদ্বা তচ্ছত্ৰাধিকম্ ।

আনন্তং সর্পিষা স্নানং বাসনা তচ্ছত্ৰাধিকম্ ॥১৮

তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং পঞ্চদ্বং শত্ৰুগণায়ৈ

তস্মাক্ষতগুণং পুণ্যং নিয়মৈর্মন্ত্যজ্ঞেৎ তদ্বদ ॥

প্রদক্ষিণাত্মং কুর্ধ্যাদ্যঃ প্রাসাদং সমস্ততঃ ।

সব্যাপসব্যাব্যাজেন মুহু গচ্ছা শুচির্নিতঃ ।

পদে পদেহখমেধস্ত যজ্ঞস্ত কলমাধুয়াৎ ॥ ২০

হইবে। শিবক্ষেত্রে অনশনে প্রাণত্যাগ

করিলে, শিবপ্রসাদে শিবসামুদ্র্য লাভ হয়।

যায় পদদ্বয় ছেদন করিয়া শিবক্ষেত্রে বাস

করিলে, দেহান্তে নিঃসংশয় শিবসামুদ্র্যপ্রাপ্তি

হয়। শিবক্ষেত্র-দর্শনে অধমেধ যজ্ঞের

কল হয়, শিবক্ষেত্র-প্রদেশে শত অধমেধ-

যজ্ঞের কল হয়, আর শিবলিঙ্গ-দর্শনে (ক্ষেত্র

প্রবেশ অপেক্ষা) দ্বিগুণ কল হয়। দর্শন

অপেক্ষা পূজার কল শতগুণ, জল দ্বারা

স্নান করানতে পূজাপেক্ষা অধিক কল। হুহু

দ্বারা স্নান করাইলে, জল-স্নাপন অপেক্ষা

শতগুণ অধিক কল, দধিস্নাপন সহস্রগুণ কল,

বহুস্নাপনে দধিস্নাপন অপেক্ষা শতগুণ অধিক

কল, দ্বুত দ্বারা স্নান করাইলে অনন্ত কল

হয়। বস্ত্রদানে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক

কল হয়। শিবালয়ে মুত্যা তদপেক্ষা কোটি-

গুণ পুণ্যের জনক। যে ব্যক্তি প্রায়োপ-

বেশনাদি নিয়ম দ্বারা (শিবালয়ে) দেহত্যাগ

করেন, তাঁহার পূর্বোপেক্ষা শতগুণ পুণ্য

হয়। যে মানব পবিত্র হইয়া পানচ্য-প্রসঙ্গে

ধীরে ধীরে গিয়া তিনবার শিব-প্রাসাদের

হর্গতা থলু যা মুক্তিরনায়াসেন দেখিনাম্ ।

জায়তে কর্ণগা যেন শৃগুধ্বং তদ্বিজ্ঞোত্তম্যঃ ॥ ২০

গোচর্মমাজঃ সংলিপ্য মণ্ডলং গোময়েন চ ।

চতুরস্রং বিধানেন চান্ডিরভূক্ষ্য মন্ত্রবিৎ ॥ ২২

অলঙ্কৃত্য বিতানাতৈশ্ছত্ৰৈর্বািপ মনোহরৈঃ ।

বৃহুবৃদৈবর্দ্ধচৈশ্চত্ৰৈশ্চ স্বর্গৈরথপত্রকৈঃ ॥ ২৩

সিতৈর্হাসিঃ সিতৈঃ পট্টৈ রক্তৈর্নীলোৎপলৈশ্চ

বিমানেন বিচিত্রৈশ্চ মুক্তাদায়া দ্বিজোত্তম্যঃ ॥২৪

সিতমৃৎপাত্রকৈশ্চৈব স্নানকৈঃ পূর্ণকৃত্তকৈঃ ।

কলপম্রবমালাভিবৈজয়স্তাভিরংগকৈঃ ॥ ২৫

পঞ্চাশদীপমালাভিধূপৈশ্চ বিবিধৈস্তথা ।

পঞ্চাশদলসংযুক্তং লিখিত্বা পদ্মমুত্তমম্ ॥ ২৬

তদ্বদ্বর্গৈস্তথা চূর্ণৈঃ খেতচূর্ণৈরথাপি বা ।

ঐকান্ত্য প্রমাণেন কুর্হা পদ্মং বিধানতঃ ॥ ২৭

কর্ণিকায়াং স্তনসদেবৎ দেব্যা দেবেশ্বরং ভবম্

পর্ণানি বিবস্ত্রসদ্বর্ণৈ রক্তৈঃ প্রাগাত্তদ্রুমক্যাৎ ॥

চতুর্দিক্ প্রদক্ষিণ করে, তাহারও প্রতিপাদ-

ক্ষেপে অধমেধ যজ্ঞের কল লাভ হয়। হে

দ্বিজোত্তমগণ! যে কৰ্ম্ম করিলে লোকে

তুলিত মোক্ষও অনায়াসে পায়, তাহা শ্রবণ

করুন। মন্ত্রস্ত কথ্য গোচর্মমাজ চতুর্কোণ

মণ্ডল গোময়লিপ্ত করিয়া, যথাবিধি জল দ্বারা

অভ্যক্ষণ করিবার পর মনোহর ছত্র, বৃহদ,

অর্দ্ধচন্দ্র, স্বর্ণ-অর্থপত্র, শুক্রবর্ণ প্রফুল্ল-পদ্ম,

নীলোৎপল, বিচিত্র বিমান, মুক্তামালা, শুক্র

মৃৎপাত্র, স্নানকৃত্ত পূর্ণকৃত্ত, কল-পদ্মবমালা,

পতাকা, বস্ত্র, পঞ্চাশৎ দীপমালা, বিবিধ ধূপ

এবং চন্দ্রাতপাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে।

তাঁহাতে একহস্তপ্রমাণ পঞ্চাশৎদলযুক্ত উত্তম

পদ্ম আঙ্কিত করিবে। ১—২৭। তদ্ব্যোগ্য বর্ণ

বিশিষ্ট চূর্ণ * দ্বারা অথবা কেবল শুক্রবর্ণ চূর্ণ

দ্বারা যথাবিধি পদ্ম প্রস্তুত করিবে। পঞ্চকর্ণ-

কায় দেবীসহ দেবদেব শিবকে ন্যস্ত করিবে।

পূর্বাদিক্রমে অকারাদি বর্ণ-যোগে পত্র ৩

* মূলে পাঠ সুনকৃত নহে। ‘পঞ্চবর্ণৈঃ’

হইলে ভাল হয়। তাহার অর্থবাদ,—পঞ্চ-

বর্ণ চূর্ণ।

প্রণবাদিনমোহন্তানি সর্ববর্ণানি সুব্রতাঃ ।
 সম্পূজ্যেব সুরশ্রেষ্ঠং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র পকাশবিধিপূর্বকম্ ।
 অক্ষমালোপবীতঞ্চ কুণ্ডলে চ কমণ্ডলুন্ ॥ ৩০ ॥
 আসনঞ্চ তথা দণ্ডমুকীযং বস্ত্রমেব চ ।
 দ্বাভ্যাং তেষাং বিজ্ঞেজ্ঞাণাং দেবদেবায় শত্বে ॥
 মহাচক্ৰং নিবেদ্যেব কৃষ্ণং গোমিথুনং তথা ।
 অস্ত্রে চ দেবদেবায় দ্বাভ্যাং তদ্বর্ণমণ্ডলম্ ॥ ৩১ ॥
 যোগোপযোগিজব্যানি শিবায় বিনিবেদ যৎ
 ওক্তারাজ্যং জপেদ ধীমান্ প্রাতর্বর্ণমুক্রমাৎ ॥
 এবমালিখ্য যো ভক্ত্যা বর্ণমণ্ডলমুত্তমম্ ।
 যৎ ফলং লভতে মর্ত্যাস্তদ্বদামি সমাসতঃ ॥ ৩২ ॥
 সান্দ্রান্ বেদান্ যথাস্তায়মধীতা বিধিপূর্বকান্ ।
 ইষ্ট্বা যজ্ঞৈরথাস্তায়ং জ্যোতিষ্টোমাদিভিঃ ক্রমাৎ
 ততো বিশ্বজিতা চেষ্ট্বা পুত্রান্নৃপত্যাং মাদৃশান্
 বানপ্রস্থান্ ব্রহ্মচারিণীং সান্নিধ্যৈব চ ॥ ৩৩ ॥
 চান্দ্রায়ণাদিকান্ কৃৎস্না সর্বানসংস্তম্বৈ বিজ্ঞাঃ

ব্রহ্মবিজ্ঞামধীতৈব জ্ঞানমাপাভ যত্নতঃ ॥ ৩৪ ॥
 জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য যোগিবৎ কলমাত্মনাম্
 তৎ ফলং লভতে সর্বং বর্ণমণ্ডলদর্শনাম্ ॥ ৩৫ ॥
 যেন কেনাপি বালিখ্য প্রালিঙ্গ্যায়তনাম্ ।
 উত্তরে দক্ষিণে বাপি পৃষ্ঠতো বা বিজ্ঞোত্তমাঃ
 চতুর্কোণেহপি বা চুর্ণৈরলঙ্কিতা সমস্ততঃ ।
 বিকীর্ণা গন্ধকুমুদৈধু পৈদ্যৈশ্চ চতুর্বিধৈঃ ।
 প্রার্থয়েদেবমীশানং শিবগোপং স গচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
 তত্র ভুক্তা মহাভোগান্ কল্পকোটিশতং নরঃ ।
 স্বদেহগন্ধৈশ্চ শুভৈঃ পুরয়ন্তি বান্দারম্ ॥ ৩৭ ॥
 ক্রমাদাঙ্গরম্যাং গন্ধকৈশ্চ সুপুজিতঃ ।
 ক্রমাদাগত্য লোকেহাস্মিন রাজা ভবতি
 বোধিবান ॥ ৩৮ ॥
 আপঃ পুতা ভবন্ত্যেতা বস্ত্রপুতাঃ সমুত্তবাঃ ।
 অফেনা মুনিনাদৃলা নাদেয়াশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥
 তস্মাদেব সর্ব কার্য্যাণ বৈদিকানি বিজ্ঞোত্তমাঃ
 আন্তঃ কার্য্যাণ সততং পুত্ৰাভিঃ সর্গসিদ্ধয়ে ॥

তাঁহাতে রুদ্রগণকে বিস্তৃত করিবে। বিস্তৃত
 সকল বর্ণেরই আদিতে প্রণব ও অস্ত্রে ‘নমঃ’
 থাকিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথা-
 ক্রমে সুরশ্রেষ্ঠ শিবকে ও (রুদ্রদিগকে)
 পূজা করিবে। বিধিপূর্বক ৫০ জন ব্রাহ্মণ
 ভোজন করাইবে। অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত,
 কুণ্ডলমুগল, কমণ্ডলু, আসন, দণ্ড, উকীষ
 এবং বস্ত্র সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণকে দান করিয়া
 দেবদেব শিবের উদ্দেশে মহাচক্র নিবেদন
 করিয়া কৃষ্ণ গোমিথুন প্রদান করিবে। শেষে
 দেবদেব শিবকে সেই বর্ণমণ্ডল প্রদান করিয়া
 যোগোপযুক্ত জব্য দিবে। অনন্তর ধীমান্
 কর্ম্মা যথাক্রমে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া
 সমগ্র বর্ণ জপ করিবে। এইরূপে ভক্তি-
 পূর্বক উত্তম বর্ণমণ্ডল লিখিলে যে ফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি;—
 যথাবিধি সান্ন বেদাধ্যয়ন, যথারীতি জ্যোতি-
 ষ্টোমাদি-যজ্ঞানুষ্ঠান, বিশ্বজিৎ যজ্ঞ, মাদৃশ
 সংপূজ্য উৎপাদন, পত্নী ও অগ্নির সহিত
 বানপ্রস্থ আশ্রমাবলম্বন, চান্দ্রায়ণাদি সকল

ব্রতচরণ, সন্ন্যাস, ব্রহ্মবিদ্যা-অধ্যয়ন, তদ্ব-
 জ্ঞানসম্পাদন এবং জ্ঞানযোগে জ্ঞেয়দর্শন,
 এই যোগিযোগ্য সকল কর্ম্ম যথাক্রমে করিয়া
 যে ফল লাভ হয়, বর্ণমণ্ডল প্রদর্শনে সেই
 ফল হইয়া থাকে। হে বিজ্ঞোত্তমগণ!
 যে কোন প্রকারে মণ্ডলাঙ্কন, আয়তনাম্
 লেপন, উত্তর দক্ষিণ পৃষ্ঠ বা চতুর্কোণে
 চূর্ণ দ্বারা অলঙ্করণ, গন্ধ-পুষ্পক্ষেপ
 এবং চতুর্বিধ ধূপ-দীপ দান করিয়া
 দেবদেব ঈশানের নিকট প্রার্থনা করিলে,
 শিবলোকপ্রাপ্তি হয়! তথায় স্বীয় দেহ-
 সৌরভে শিবভবন পূর্ণ করত শতকোটি
 কল্প মনোমুখভোগ করিয়া ক্রমে পুণ্যশেষে
 গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্তি হয়; তথায় গন্ধর্ব্বগণ
 তাঁহাকে পূজা করিতে থাকে। ক্রমে এই ধর্মা-
 ধামে আসিয়া বোধিবান্ রাজা হন ২৭—৪৮।
 হে মুনীশ্রেষ্ঠগণ! সুর্য্যবরের জল বস্ত্রপুত
 হইলে পাবক, কেনবাক্তিত নদীজল বিশে-
 যতঃ পবিত্র। হে বিজ্ঞোত্তমগণ! অতএব
 সর্বসিদ্ধির জন্ত বৈদিক সকল কার্য্যই

অহিংসা তু পরো ধর্মঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং যতঃ
 তন্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বস্ত্রপুতেন কারয়েৎ ॥ ৪৫
 যদানমভয়ং পুণ্যং সর্বদানোত্তমোত্তমম্ ।
 তন্মাৎ সা পরিহর্ষব্যা হিংসা সর্বত্র সর্বদা ॥ ৪৬
 মনসা কৰ্ম্মণা বাচা সর্ভভূতহিতে রতাঃ ।
 যদা দর্শিতপন্থানঃ শিবলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৪৭
 ত্রৈলোক্যমখিলং হৃদ্যং যৎ পাপং জাগতে নৃণাম্
 শিবালয়ে নিহতৌকমপি তৎ পাপমাণুয়াৎ ॥ ৪৮
 শিবার্থে সর্বদা কার্য্যাপুণ্যহিংসা দ্বিজোত্তমৈঃ
 যজ্ঞার্থং পশুহংসা চ রাজ্ঞা হৃষ্টশাসনম্ ॥ ৪৯
 ন হন্তব্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা অত্রেয়শ্চ কুলসন্তবাঃ ।
 ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমাত্রেয়্যা বধতো ভবেৎ ॥ ৫০
 স্ত্রিয়ঃ সর্বা ন হন্তব্যা সর্বেশৈব দ্বিজাতিভিঃ
 সর্বধর্ম্মেষু বিশ্রেষ্ঠাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি ॥ ৫১
 তন্মাদহিংসাদিযুতঃ শাস্তঃ শিবজনপ্রিয়ঃ ।
 ভক্তিঃ শিবে সমাহার্য তাম্বিন জন্মনি মুচ্যতে

পবিত্র জল দ্বারা সম্পাদনীয়। সর্ব প্রাণীর
 অহিংসা পরম-ধর্ম্ম; অতএব সর্বপ্রকার যত্নে
 বস্ত্রপুত জলদ্বারা কৰ্ম্ম কর্তব্য। অভয়দান
 সর্ববিধ শ্রেষ্ঠ দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, অতএব
 সর্বত্র সর্বদা হিংসাবর্জন কর্তব্য। ষাঁহার
 বাক্য, মন ও কৰ্ম্ম দ্বারা সর্ভভূতের হিতে
 তৎপর এবং দয়া ষাঁহাদিগের পথি-প্রদর্শক,
 তাঁহার শিবলোকে গমন করেন। সমস্ত
 ত্রৈলোক্য বধ করিলে মানবের যে পাপ হয়,
 শিবমন্দিরে একটা প্রাণিবধ করিলেও সেই
 পাপ হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তমগণ! শিবের
 জন্ত সর্বদা পুণ্যহিংসা করিবে। যজ্ঞের
 জন্ত পশুহিংসা ও রাজার হৃষ্টশাসনও
 কর্তব্য; কিন্তু ত্রীলোক সর্বত্র অবধ্য। অত্রি-
 কুলসন্ততা রমণী বিশেষতঃ অবধ্য।
 আত্রেয়ীবধে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। হে
 বিশ্রেষ্ঠগণ! পাপকর্ম্মরত হইলেও ত্রীলোক
 কোন দ্বিজের হন্তব্য নহে; ইহা সর্বধর্ম্ম-
 সন্ত ব্যবস্থা। অতএব অহিংসায়ুক্ত, শাস্ত,
 শিবভক্তিপ্রিয় হইয়া শিবে ভক্তি বরিলে
 সেই জন্মেই মুক্তিলাভ হয়। মনোবিগণ,

বিশেষরূপে বিরূপাক্ষে বিশ্বব্যাপিনি বিশ্বগে।
 সর্বমন্ত্ৰং পরিত্যজ্য ভক্তিঃ কার্য্য। মনোবিতিঃ
 পুত্রবভাদিষু যথা সক্তং চিন্তং সদা নৃণাম্ ।
 তথা সক্তাধরূপাক্ষে দূরং কিং শাক্ষয়ং পদম্ ॥
 ভজন্তে যে যথা শক্ত্যঃ কলং তেষাং তথাবিধম্
 প্রযচ্ছতি মহাদেবো ভক্তিনৈবাস্তি নিফলা ॥ ৫৫
 উচ্ছ্রিতঃ পুজয়েদীশং মোহাক্ষো যদ্বিজাধমঃ
 পিশাচলোকে বিপুলান্ ভোগান্ ভুজ্যেত স
 মানবঃ ॥ ৫৬
 সংক্রুদ্ধা রাক্ষসস্থানমভ্যকী যাক্ষমাণুয়াৎ ।
 গানশীলো হি গান্ধার্য নৃত্যশীলস্তথৈব চ ॥ ৫৭
 ধ্যাতিশীলস্তথৈবৈন্দ্রমব্ভক্তশাস্ত্রমাণুয়াৎ ॥ ৫৮
 গায়ত্র্যা পুজয়েদীশমন্ধমেতৎ নিরন্তরম্ ।
 প্রাজাপত্যমধাসাক্ষ্য সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৫৯
 ব্রাহ্মণ্য প্রণবেদৈব তেনৈবাপ্রোতি বৈষ্ণবম্ ॥
 শঙ্কয়া স্কন্দেবাপি সমভ্যর্চ্য মহেশ্বরম্ ।

আর সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বব্যাপী
 বিশ্বগামী বিশ্বেশ্বর বিরূপাক্ষে ভক্তি
 করিবেন। মানবের মন, পুত্র ও ধনাদিতে
 যে প্রকার সতত আসক্ত, শিবের প্রতি
 একবারও সেরূপ হইলে, শিবপদ দূরে থাকে
 না। ষাহার যেরূপ প্রকারে শিবভজনা করে,
 শিব তাহাদের সেই প্রকার কল দান
 করেন, ভক্তি নিফল হয় না। মোহাক্ষ
 দ্বিজাধম, উচ্ছ্রিত অবস্থায় শিবপূজা করিলে,
 পিশাচলোকে বিপুলভোগ প্রাপ্ত হয়। ক্রুদ্ধ
 হইয়া শিবপূজা করিলে রাক্ষসস্থান এবং
 ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিবপূজা করিলে যক্ষস্থান
 প্রাপ্ত হয়। নৃত্যগীত করত শিবপূজা
 করিলে গন্ধর্ব্বলোক, প্রশংসাপরায়ণ হইয়া
 শিবপূজা করিলে ইন্দ্রপদ, আর জলাহারে
 থাকিয়া শিবপূজা করিলে চন্দ্রপদ প্রাপ্ত হয়।
 যে ব্যক্তি নিরন্তর এক বৎসর গায়ত্রীমন্ত্রে
 শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি প্রাজাপতিপদ
 প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকে।
 প্রণব দ্বারা শিবপূজা করিলে ব্রহ্মলোক এবং
 তাহাতেই বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। মানব,

কল্পলোকমন্ত্ৰ প্রাপ্য কৰ্জ্জ্বঃ সার্কিঃ প্রমোদতে ॥
য ইমং পঠতেহধ্যায়ং ব্রহ্মা শিবসন্নিধৌ ।
সৰ্ঙ্গাপবিনিষ্টুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৬২
ইতি জীৱন্তপুৰাণোপপুরাণে জীসৌরৈ সূত-
শৌনক-সংবাদে শিবালয়করণাদিকলকথনং
নাম চতুচ্চহারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহারিংশোধ্যায়ঃ ।

অথয় উচুঃ ।

ভূয়োহপি শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং পরমেষ্ঠিনঃ
কথং সৰ্ব্বাঙ্ককো রুদ্রঃ কথং পাণ্ডপতং ব্রতম্ ॥
করি সূত মহাভাগ সৰ্বমেতদসংশয়ম্ ।
কথং নো জায়তে জীতিঃ শ্রোতুং শিবকথামৃতম্
সূত উবাচ ।

পুরা ব্রহ্মদেয়ো দেবা জষ্টকামা মহেশ্বরম্ ।
মন্দরং প্রযয়ুঃ সৰ্গে শভোঃ প্রিয়তরং গিরিম্ ॥
তদা প্রাজলয়ো দেবা হরন্ত পুরতঃ স্থিতাঃ ।

ব্রহ্মসহকারে একবার মাত্র শিবপূজা করি-
লেও রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রগণের সহিত
আনন্দ ভোগ করিতে পারে। যে ব্যক্তি
এই অধ্যায় ব্রহ্মসহকারে শিবসমীপে পাঠ
করিবে, সে, সৰ্গাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে
সাদরে স্থান পাইবে। ৪০—৬২ ।

চতুচ্চহারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহারিংশ অধ্যায় ।

অধিগণ বলিলেন,—পরমেষ্ঠী শিবের
আরও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আভিলাষী
হইয়াছি। রুদ্র সন্মাত্ত কেন এবং পাণ্ড-
পত ব্রত কিরূপ? হে মহাভাগ সূত। ইহা
নিঃসংশয়ে বলুন। শিবকথামৃতশ্রবণে কেন
না জীতি হইবে? সূত বলিলেন,—পূৰ্ব-
কালে ব্রহ্মা দৈবগণ শিবদর্শনাভিলাষে
শিবের প্রিয়তর মন্দর-পৰ্বতে গমন করেন।
দৈবগণ জব করিয়া কৃতাজলিপুটে শিবসম্মুখে

তান দৃষ্ট্বাথ মহাদেবো লীলয়া পরমেশ্বরঃ ॥ ৪
ভেষামপহৃতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ ।
দেবা হৃপুচ্ছংস্তং দেবমাত্মানং পুরতঃ স্থিতম্ ॥
আসংস্তে স্কন্দজ্ঞানাত্ তমাহঃ কো ভবানিতি
অববীন্তগবানীশো হৃহমেব পুরাতনঃ ॥ ৬
আসং প্রথমমেবাহঃ বৰ্ভামি চ পুরো গম্যঃ ।
ভবিষ্যামি চ লোকেহস্মিন্ মণ্ডো নাশ্তোহ্যত
কন্ডন ॥ ৭

ব্যতিরিক্তক মন্তোহস্তি নাশত্ কাকং পুরো-
ভম্যঃ

নিত্যানিত্যোহহমেয়াশ্চি ব্রহ্মাহং ব্রহ্মগণপতিঃ
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব প্রকৃতাত্ম পুমানহম্ ।
জিষ্টজগত্যজষ্টপ চ পিতৃকুলন্দ্রয়ীময়ঃ ॥ ৯
সত্যোহহং সৰ্গতঃ শান্তয়ে তামিগৌরহং গুরুঃ
গৌর্যহং হরশ্চাহং জোরহং জগতাং প্রভুঃ ॥ ১০
শ্রেষ্ঠোহহং সৰ্বভবানাম বারিষ্ঠোহহমপাং পতিঃ
আপোহহং ভগবানীশস্তেজোহহং বোদরপ্যহম্

দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর পরমেশ্বর
মহাদেব তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া লীলা-
ক্রমে সেই ব্রহ্মাদেবগণের জ্ঞান অপহরণ
করিলেন। দৈবগণ সম্মুখিত আকম্বরূপ
মহাদেবকে অজ্ঞান বশতঃ একবার জিজ্ঞাসা
করিলেন,—“কে আপান?” ভগবান
মহেশ্বর বলিলেন,—হে পুরশ্ৰেষ্ঠগণ। আমিই
পুরাতন, প্রথমে আমিই হিলায়, একপেও
আমি আছি, এই লোকে পরেও আমি
থাকিব; আমি ভর আর কেহ একপ নহে।
হে পুরশ্ৰেষ্ঠগণ। মদাতারক্ত আর কিছুই
নাই। আমি নিন্দ্য, আমি আনন্দ্য; আমি
ব্রহ্মা, আমি ব্রহ্মগণপতি (ব্রহ্মার ঈশ্বর),
আমি দিকু-বাদক, প্রকৃত পুরুষ; আমি
জিষ্টপ, জগতী অরষ্টপ এবং পথকুলন্দ্রঃ,
আমিই ত্রী। আন সন্তোভাবে শান্ত,
সত্য; আমি জ্যোতিষ, আমি গো ও আশ্ব,
গুরু। আমি হর, আমি গোরী, আমি আকাশ,
এবং আমি জগদাশ্বর ১—১০। আমি সন্তুষ্ট
শ্রেষ্ঠ, আমি বরিত, আমি সমুদ্র, আমি জল,

ঋগ্বেদোহং যজুর্বেদঃ সামবেদোহংমাত্ত্বাভূঃ ।
 অথর্কণোহথ মজ্জোহং তথা চান্দিরসং বতঃ ॥
 ইতিহাসপুরাণানি কল্লোহং কল্লনা হুহম্ ।
 অক্ষরঞ্চ করুণাং কান্তিঃ শান্তিরহং খগঃ ॥
 শুভ্রোহং সর্কবেদেষু আরণ্যোহংমজ্জোহংমহম্
 পুরুষঞ্চ পবিত্রঞ্চ মধ্যাকাং ততঃ পরম্ ॥ ১৭
 বহিষ্কাং তথা চান্তঃ পুরস্তাদহমব্যারঃ ।
 জ্যোতিষ্ঠাং তমশ্চাং ব্রহ্মবিশ্বমহেশ্বরঃ ॥ ১৫
 বুদ্ধিঃ হিমহঙ্করন্তম্মাত্মাঞ্জিল্লিঙ্গাণি চ ।
 এবং সর্কং মামেব যো বেদ স সুরোত্তমঃ ॥
 স এব সর্কবিৎ সর্কঃ সর্কায়া সর্কদর্শনঃ ॥ ১৭
 গাং গোভির্ব্রাহ্মণান্ সর্কান্ ব্রাহ্মণোন হবীঃষচ
 হবিষা যন্তথা সত্যং সত্যেন চ সুরোত্তমঃ ॥ ১৮
 ধর্ম্যং ধর্ম্মেণ চ তথা তর্পয়ামি হতেজসা ।
 ইত্যাদি ভগবাহুভু। তত্রৈবাস্তবদীয়ত ॥ ১৯

আমি ভগবান ঈশ্বর, আমি তেজ, বেদিও
 আমি। আমিই আশ্রয়ভূত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,
 সামবেদ *, আমি অথর্ববেদমজ্জ, আমিই
 অঙ্গিরঃপ্রবর। আমি ইতিহাস, পুরাণ, কল্ল
 গ্রন্থ এবং কল্লনা। আমি অক্ষর, আমি ক্ষর,
 আমি কান্তি, আমি শান্তি, আমিই গগনচারী।
 আমি সর্কবেদান্তশুভ্র, আমি আরণ্য, আমি
 অজ। আমি পুরুষ, পবিত্র এবং মধ্য।
 আমি তাহারও অতিরিক্ত; অব্যয়স্বরূপ
 আমি অন্তর, বাহ্য এবং সম্মুখ। আমি
 জ্যোতিঃ, আমি অন্ধকার। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 মহেশ্বর। আমি বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র
 এবং ইন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ
 সর্কাঙ্ক জ্ঞান করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ। সেই
 ব্যক্তি সর্কজ, সর্কস্বরূপ, সর্কাত্মা এবং সর্ক-
 দর্শী। আমিই গো দ্বারা গোকে, ব্রাহ্মণ
 সকলকে ব্রাহ্মণ্য দ্বারা, স্ত্রুতকে ঘৃত দ্বারা,
 সত্যকে সত্য দ্বারা এবং ধর্ম্মকে ধর্ম্ম দ্বারা

* আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং
 আমি আশ্রয় (বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা কামদেব ইহার
 অর্থান্তর)।

নাপশ্রুংস্তে ততো দেবং রুদ্রং পরমকারণম্ ।
 তে দেবাঃ পরমাত্মানং রুদ্রং ধ্যায়ন্তি শঙ্করম্
 সনারায়ণকো দেবাঃ সেন্ধ্যাশ্চ মুনয়স্তথা ।
 ততোর্জিবাহবো দেবা হস্তবন্ শঙ্করং তদা ॥ ২১
 দেবা উচুঃ ।
 য এব ভগবান্ রুদ্রো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ ।
 স্বন্দশ্চাশ্রিত্তথা চন্দ্রো ভুবনানি চতুর্দিশ ॥ ২২
 ভূতানি চ তথা সূর্য্যঃ সোমাদ্যষ্টৌ গ্রহাশ্চত্বা ।
 প্রাণঃ কালো যমো মৃত্যুরমৃতং পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বর্ত্তমানং মহেশ্বরঃ ।
 বিংশং কৃৎসংজগৎ সর্কং সত্যংতন্মৈ নমো নমঃ
 ওমাদৌ চ তথা মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বস্তধৈব চ ।
 অস্তে ত্বং বিংশরূপোহসি শীর্ষং জগতঃ সদা ॥
 ব্রহ্মৈকজ্ঞঃ দ্বিত্বৈবোর্জিমধস্তন্মহঃ সুরেশ্বরঃ ।
 শান্তিশ্চ ত্বং তথা পুষ্টিশ্চ তৃষ্ণাপাহতং হতম্ ॥ ২৬
 বিংশকৈব তথাবিংশং দন্তকাদন্তমীশ্বরঃ ।

ঋতং বাপশ্রবো দেব পরমপ্যপরং ধ্রুবম্ ॥ ২৭
 পরায়ণং সত্যাকৈব অসত্যমপি শঙ্কর ॥ ২৮

স্বীয় তেজে তর্পিত করি। ভগবান্ এই কথা
 বলিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। অন
 তর সেই দেবগণ, পরমকারণ রুদ্রকে দেখিতে
 পাইলেন না। তখন দেবগণ, পরমাত্মা শঙ্কর
 রুদ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ১১—২১।
 অনন্তর নারায়ণ-ইন্দ্র-সমর্ষিত দেবগণ ও
 মুনীগণ উল্লবাহ হইয়া তাঁহার স্তব করিতে
 লাগিলেন,—যে ভগবান্ রুদ্র, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
 মহেশ্বর, স্বন্দ-চন্দ্র, চতুর্দিশভূবন ও
 ভূতগণ; যিনি চন্দ্র-সূর্য্য অষ্ট গ্রহ, প্রাণ-কাল-
 যম, মৃত্যু, অমৃত ও পরমেশ্বর; যিনি ভূত-
 ভবিষ্য-বর্ত্তমান; যিনি মহেশ্বর বিংশ এবং
 সম্পূর্ণ জগৎ; যিনি সত্যস্বরূপ; তাঁহাকে নিত্য
 বারংবার নমস্কার করি। যিনি আদিতে
 প্রণব, মধ্যে ভূর্ভুবঃস্বঃ এবং অস্তে বিংশরূপ
 জগতের শীর্ষ; যিনি ব্রহ্মরূপে একত্ব, উর্জ
 এবং অধো রূপে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ত্বৎ; যিনি
 শান্তি, পুষ্টি, তৃষ্ণা, হত এবং অহত; যিনি বিংশ
 এবং বিংশাতিরিক্ত; যিনি দন্ত এবং অদন্ত;

অপাম সৌম্যমুতা অকুমা-
গয় জ্যোতিরবিলাম দেবান্ ।
কিং নুনমস্মান কৃণবদরাতিঃ
কিমু ধৃষ্টিয়মুত মর্ত্যস্ত ॥ ২২

এতজ্জগদেদিতবামকরং সূক্ষ্মমব্যয়ম্ ।
প্রাজাপত্যং পবিজ্ঞঃ বা সৌম্যমগ্রাহমগ্রিয়ম্ ॥
আয়েয়েনাপি চায়েয়ং বায়ব্যান সমীরণম্ ।
সৌম্যেন সৌম্যং প্রসতে তেজসা শ্বেন লীলয়া
ওম্মৈ নমোহপসংহত্রে মহাগ্রাসায় শূলিনে ।
হৃদিহা দেবতাঃ সর্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
হৃদি স্মসি যোনিষু তিস্রো মাত্ৰাঃ পরম্ সঃ
শিরশ্চোস্তরতস্তস্ত পাদো দক্ষিণতন্তথা ॥ ৩৩
স যো জীবোস্তরঃ সাক্ষাৎ স ওঙ্কারঃ সনাতনঃ
ওঙ্কারো যঃ স বৈ দেবঃ প্রণঃ বা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি
অনন্ততারঃ সূক্ষ্মশ্চ শুক্রং বৈদ্যুতমেব চ ।
পরব্রহ্ম স ঈশান একো রুদ্রঃ স এব চ ॥ ৩৫
ভবাম্ মহেশ্বরঃ সাক্ষাৎসহাদেবো ন সংশয়ঃ ।

ত্বেৎ স ওঙ্কারঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩৬

যিনি ঋত, পর, অপর, ধ্রুব এং সদসৎপরা-
য়ণ ; যিনি ‘অপাম’ ইত্যাদি মন্ত্রাত্মক, জগৎ-
জ্ঞেয়-অব্যয়, সূক্ষ্ম, অক্ষর ; যিনি পবিজ্ঞ
প্রাজাপত্যমন্ত্র; যিনি অগ্রাহ, অগ্রিয় ও সৌম্য-
রূপ ; যিনি স্বীয় আয়েয়েতেজে আয়েয়ে-তেজ,
বায়ব্যা-তেজে বায়ু এবং সৌম্যতেজে সৌম্য-
তেজ লীলাক্রমে গ্রাস করেন, সেই মহাগ্রাস-
সংহর্তা শূলপাণি শঙ্কর ঈশ্বরকে নমস্কার ।
হৃদয়ে সর্গদেবতা প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ে প্রাণ
প্রতিষ্ঠিত, সর্গযোনি আপনি মাত্ৰাস্বরূপে ও
তদভীতরূপে হৃদয়ে অবস্থিত । তাঁহার উত্তরে
মস্তক, দক্ষিণে চরণ ; তিনি জীবোস্তর এবং
সেই সনাতন দেবই প্রণবস্বরূপ । যিনি ওঙ্কার,
তিনি সেই দেব ; প্রণবরূপী সেই দেব-জগৎ-
ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত । তিনি অনন্ত-তার,
সূক্ষ্ম শুক্র ও বৈদ্যুত-স্বরূপ ; তিনি পরব্রহ্ম
ঈশান এবং একমাত্র রুদ্র । আপনি সাক্ষাৎ
মহাদেব মহেশ্বর, ইহাতে সংশয় নাই । উর্দ্ধে
উন্নত করান বলিয়া ওঙ্কার ; প্রাণকে টানিয়া

প্রাণান্ নয়তি যৎ তস্মাৎ প্রণবঃ পরিভাবিতঃ
সর্গব্যাপ্তোতি যৎ তস্মাৎ সর্গব্যাপী সনাতনঃ
ব্রহ্মা হরিশ্চ ভগবান্নান্যস্তা নোপলব্ধবান্ ।
যথান্তে চ ততোহনন্তো রুদ্রঃ পরমকারণম্ ॥ ৩৮
যৎ তারয়তি সংসারাৎ তার ইত্যভিধীয়তে ।
স্বস্মো ভূষা শরীর্যণ সর্গবদা হৃদিতিষ্ঠতি ॥ ৩৯
তস্মাৎ সূক্ষ্মঃসদা খ্যাতো ভগবান্নীললোহিতঃ
নীলশ্চ লোহিতশ্চৈব প্রধানপুরুষাষ্মাৎ ॥ ৪০
স্বন্দহেহন্ত যতঃ শুক্রঃ ততঃ শুক্রময়ীতি চ ।
বিদ্যোতয়তি যৎ তস্মাদ্বেদ্যুতঃ পরিগীয়তে ॥ ৪১
বৃহৎসাদবৃৎপাদব্রহ্ম বৃহতে চ পরাবরাম্ ।
তস্মাদ্ বৃহতি যৎ তস্মাৎ পরং ব্রহ্মোতি
কীর্তিতম্ ॥ ৪২

অদ্বিতীয়োহথ ভগবঃ সুরীয়ঃ শিব ঈশতে ।
ঈশানমস্ত জগতঃ স্বর্দ্ধশং বজ্রমোশ্বরম্ ॥ ৪০
ঈশানমিস্ত তস্মৈ সর্গেষামপি সর্গেশা ।

লন বলিয়া প্রণব ; সকল বস্তু ব্যাপিয়া অব-
স্থিত, এইজন্ত আপনি সর্গব্যাপী ও সনাতন ।
অন্তান্ত ব্যক্তির স্তায় ব্রহ্ম এবং হরিও পরম-
কারণ রুদ্রের আদি অন্ত জানিতে পারেন
নাই, এই কারণে তিনি অনন্ত । সংসার
হইতে নিস্তার করেন বলিয়া তিনি তার নামে
কথিত । ভগবান্ সর্গদা সূক্ষ্মরূপে শরীর্যধি-
ষ্ঠিত বলিয়া সূক্ষ্ম নামে খ্যাত । নীল এবং
লোহিতবর্ণ বলিয়া তিনি নীললোহিত ।
প্রকৃতিপুরুষরূপী তাঁহা হইতে শুক্র স্থলিত হয়
বলিয়া তিনি শুক্রময় * নামে খ্যাত ।
বিদ্যোতন (প্রকাশ) করেন বলিয়া তাঁহার
নাম বৈদ্যুত । বৃহৎ এবং বুদ্ধিজনক স্ব হেতু
তিনি ব্রহ্ম । বৃহৎরূপে স্থিত হইয়া এই পরাপর
অর্থাৎ কার্যকারণস্বরূপ জগৎকে বর্দ্ধিত করেন
বলিয়া তিনি পরমব্রহ্ম ১২২—৪২১ সেই ভগ-
বান্ শিব আদিতীয় এবং তুরীয় । তিনি
আত্মা ও স্বাবরের অধীশ্বর, জগৎস্বামী,
স্বর্গদেব, জগৎপালক ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং

* “শুক্রময়ে” পাঠ বরং সঙ্গত ।

ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানাং যৎ তদীশানমুচ্যতে ॥৪৪
যদীকতে চ ভগবান্ নিরীক্ষয়তি চান্দ্রা ।
আত্মজ্ঞানং মহাদেবো যোগো গময়তি স্বয়ং ।
ভগবাংশ্চোচ্যতে তেন দেবেদেবো মহেশ্বরঃ
সৰ্বাঙ্গো কান ক্রমেণৈব যো গৃহাতি মহেশ্বরঃ
বিসৃজ্যতেষ দেবেশো বাসয়ত্যপি লীলয়া ॥৪৭
এষ হি দেবঃ প্রদিশো হু সৰ্বাঃ
পূৰ্বো হি জাতঃ স উ গৰ্ভ অন্তঃ ॥ ৪৮
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্গনান্তিষ্ঠতি সৰ্বতোমুখঃ ।
উপাসিতব্যঃ যত্নেন তদেতৎ সন্তিরগ্নিয়ম্ ॥৪৯
লভো বাচো নিবৰ্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।
তদগ্রহণমেবেহ যদ্বাগ্ বদতি যত্নতঃ ॥৫০
অপরক পরকোতি পরায়ণমিতি স্বয়ং ।
বদন্তি বাচঃ সৰ্বজ্ঞঃ শক্য়ঃ নীললোহিতম্ ॥৫১
এষ সৰ্বো নমন্ত্যৈ পুরুষঃ পিজলঃ শিবঃ ।
স একঃ স মহাক্রজো বিশ্বং ভূতং ভবিষ্যতি ॥৫২

তিনি সৰ্ববিদ্যার ঈশ্বর, এইজন্ত তিনি ঈশান নামে কথিত । সেই ভগবান্, আপনি তত্ত্ব দর্শন করেন, অথচ অন্তকে অন্ত প্রকার দর্শন করান এবং সেই মহাদেবই স্বয়ং যোগরূপে আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, এইজন্ত দেবদেব মহেশ্বর ‘ভগবান্’ নামে কথিত । এই মহেশ্বর ক্রমেই সৰ্বলোক গ্রহণ এবং সৰ্বলোক বিসর্জন করেন; আর লীলাক্রমে ইনিই তাহাদিগকে স্থাপন করেন । সেই দেবদেবই সৰ্বাদ্গ্‌ব্যাপী, তিনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানস্থায়ী । তিনিই প্রত্যগাত্মরূপে এবং অন্তর্বাহ্যে অবস্থিত । তিনি সৰ্বতোমুখ । বাক্য ও মন ঐহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই অপ্রায় তত্ত্বকেই যত্নসহকারে উপাসনা করা উচিত । “তিনি গ্রহণের অযোগ্য” বাক্য যত্নসহকারে এই কথা প্রকাশ করে । তিনি পর, অপার এবং পরায়ণ । বাক্য তাঁহাকে সৰ্বজ্ঞ শক্য় ও নীললোহিত নামে প্রকাশ করে । এই পিজল পুরুষ শিবই সৰ্ব, তাঁহাকে নমস্কার । সেই এক মহাক্রজই

ভুবনং বহুধা জাতং জায়মানমিতস্ততঃ ।
হিরণ্যবাহুর্ভগবান্ হিরণ্যমপি চেবরঃ ॥৫৩
অস্থিবাণতিরীশানো হেমরেতা বুধধ্বজঃ ।
উমাপতিবিরূপাক্ষো বিশ্বভূত্বববাহনঃ ॥৫৪
ব্রহ্মাণং বিদধে যোহসৌ পুত্রমগ্নেঃ সনাতনম্ ।
প্রহিণোতি স তস্মৈ চ জ্ঞানমাত্মপ্রকাশকম্ ।
তমেকং পুরুষং ক্রদ্রং পুরুহৃতং পুরুষ্টুতম্ ॥৫৫
বালাগ্রমাত্রং হৃদয়স্থ মথ্যে
বিশ্বদেবঃ বহিরূপং বরেণ্যম্ ।
তমাত্মস্থং যেহরুপশ্চিতি বীর-
স্তেষাং শান্তিঃ শান্তী নেতরেষাম্ ॥ ৫৬
মহতোহপি মহীয়ান্ স অণোরপ্যপ্যনুব্যয়ঃ ।
শুভায়াং নিহিতশাস্ত্রা জন্তোরস্ত মহেশ্বরঃ ॥৫৭
বিশ্বং ভূতঞ্চ বিশ্বস্ত কমলং স্তান্ধানি স্বয়ং ।
গহ্বরঃ গগনান্তস্থং বিশ্বাস্তশ্চোর্জিতঃ স্থিতম্ ॥
তত্রাপি শুভং গগনমোক্ষারং পরমেবরম্ ।
বালাগ্রমাত্রং মধ্যস্থমুতং পরমকারণম্ ॥৫৯

বিশ্ব, তিনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ; তিনি উৎপন্ন এবং উৎপৎস্তমান ভুবনস্বরূপে নানা প্রকারে অবস্থিত । সেই বুধধ্বজই হিরণ্যবাহু, ভগবান্ ঈশ্বর, অধিকাশ্রিত, ঈশান, হিরণ্যরেতা এবং হিরণ্য । তিনি উমাপতি বিরূপাক্ষ, বিশ্বভোগী এবং বিশ্ববাহন । যিনি অগ্নি হইতে সনাতন ব্রহ্মাকে উৎপাদন করিয়াছেন এবং আত্মপ্রকাশ জ্ঞান তাঁহাকে দিয়াছেন, সেই একমাত্র পুরুহৃত পুরুষ্টুত হৃদয়মধ্যে কেশাগ্রপরিমাণে অবস্থিতি বহিরূপী বরেণ্য আস্থিত বিশ্বদেবকে যে বীরগণ দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়; অপরের হয় না ॥৫৩—৫৬। তিনি মহৎ হইতেও মহীয়ান্, অণু হইতেও অণু, সেই মহেশ্বরই আত্মস্বরূপে প্রাণিগণের হৃদয়স্থায় সংস্থিত । তিনি বিশ্ব ও ভূতস্বরূপ অথচ বিশ্বহৃদয়াবস্থিত পদ্মও তিনি । তিনি গহ্বর (হৃদয়) এবং গগনমধ্যস্থ (হৃদয়াকারস্থিত), আর তিনিই বিশ্বের অভ্যন্তরে ও উর্দ্ধে স্থিত । যে পরমেবর নির্মল গগনাত্মক ওজার; যিনি কেশা

সত্যং ব্রহ্ম মহাদেবঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ।
 উর্দ্ধরেতসমীশানং বিরূপাক্ষমজ্ঞং ধ্রুবম্ ॥৬০॥
 অধিষ্ঠিত্তি যো যোনিং যোনিষ্ঠেব স ঈশ্বরঃ
 দেহে পঞ্চবিধাত্মানং তমীশানং পুরাতনম্ ॥৬১॥
 প্রাণেহপ্যন্তর্মনসৌ লিঙ্গমাহ-
 ধ্মিন্মি ক্রোধো যা চ তৃষ্ণা ক্রমা চ ।
 তৃষ্ণাং ছিষ্টা হেতুজাতস্ত মূলং
 ভজন্ত দেবঃ হরমেব কেবলম্ ॥৬২॥
 পরাৎ পরতরুণাঙ্ঘ্রঃ পরাৎ পরতরং ধ্রুগম্ ।
 ব্রহ্মণো জনকং বিরূপাক্ষং হের্বাঘোঃ সদাশিবম্ ॥
 ধ্যাত্বাঘ্নিনা চ সমগ্রিং বিশেষাচঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
 পঞ্চ কৃতানি সংযম্য মাত্ৰাণ্ডণবিধিক্রমাৎ ॥৬৪॥
 মাত্ৰাঃ পঞ্চ চতুশ্চ ত্রিমাাত্রা দ্বিস্তমতঃ পরম্ ।
 একমাত্রমমাত্রাং হি দ্বাদশান্তেষবহিস্তম্ ॥৬৫॥
 হিত্যাং স্থাপ্যায়তো ভূত্বা ব্রতং পাণ্ডপতং
 চরেৎ ॥
 এতদব্রতং পাণ্ডপতং চরিত্যামঃ সমাসতঃ ॥৬৬॥
 অগ্নিমাধায় বিধিবদৃগ্‌যজুঃসামসন্তবৈঃ ।

উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতঃ শুক্রাধরঃ স্বয়ম্ ॥৬৭॥
 শুক্রযজ্ঞোপবীতী চ শুক্রমাণ্ড্যহুলেপনঃ ।
 জুহুয়াধিরজা বিধান্ বিরজাঃ স ভবিষ্যতি ॥৬৮॥
 বায়বঃ পঞ্চ শুক্রার্থং বায়মনষ্টরূপাদয়ঃ ।
 শ্রোত্রে দ্বিহ্রা তথা ভ্রাণঃ মনো বুদ্ধিস্তথৈব চ ॥
 শিরঃ পাণিস্তথা পার্শ্বং পৃষ্ঠোদরমনস্তরম্ ।
 জজ্ঞে শব্দরূপস্বৰ্গ পায়ুঃ মেঢ়ঃ তথৈব চ ॥৭০॥
 বৃক্চ মাংসঞ্চ কৃধিরং মেদোহস্থীনি তথৈব চ ।
 শব্দঃ স্পর্শঞ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥৭১॥
 ভূতানি চৈব শুধ্যস্তাং মদেহে স্নাদয়স্তথা ।
 অন্তঃপ্রাণমনোজ্ঞানং শুধ্যতাং মে শিবৈচ্ছয়া ॥
 হুত্বা যেন সমিদ্ধিঞ্চ বরুণায় যথাক্রমম্ ।
 উপসংহৃত্য রুদ্রায় গৃহীত্বা ভস্ম যত্নতঃ ॥৭৩॥
 অগ্নিরিত্যাদিনা ধীমান্ বিমুজ্যাত্মানিসম্পৃশেৎ
 এতৎ পাণ্ডপতং দিব্যং ব্রতং পাশবিমোক্ষণম্
 ব্রাহ্মণানাং সত্যং প্রোক্তং ক্ষত্রিয়ানাং তথৈব চ
 বৈশ্যানামপি যোগ্যানাং যতীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
 বানপ্রস্থশ্রমস্থানাং গৃহস্থানাং সত্যমপি ।

গ্রমাত্র মনোমধ্যস্থ পরম কারণ সত্য ব্রহ্ম ;
 যিনি কৃষ্ণপিঙ্গল, পুরুষ মহাদেব ; যিনি উর্দ্ধ-
 রেতা ঈশান বিরূপাক্ষ নিত্য অজ ; যে
 কারণরূপী ঈশ্বর জীবদেহে পঞ্চবিধ আত্মায়
 অধিষ্ঠিত ; প্রাণস্থিত যে পদার্থই অন্তঃকরণ
 লিঙ্গরূপে কথিত হন ; ক্রোধ, তৃষ্ণা এবং
 ক্রমা ইহাতে আশ্রিত ; সংসারমূল তৃষ্ণা
 পরিহারপূর্বক সেই দেবদেব হরকেই কেবল
 ভজনা কর । সেই সদাশিবই পরাৎপরতর-
 রূপে কথিত, সেই নিত্য পরাৎপরতর পদার্থই
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বায়ুর জনক ! অগ্নিরূপী
 রুদ্রের ধ্যান বায়্বরূপ প্রবেশ এবং পঞ্চমাত্রা,
 চতুর্মাত্রা, ত্রিমাাত্রা, দ্বিমাাত্রা, একমাত্রা এবং
 মাত্রাণী এই রীত্যনুসারে পঞ্চভূত সংযম
 করিয়া ব্রহ্মরজ্জ্বাবস্থিত সেই পরম তত্ত্বকে
 আত্মহাপিত করিবে ; অনন্তর অমৃতরূপী
 হইয়া এই পাণ্ডপত ব্রত সংক্ষেপে আচরণ
 করিবে । বলিয়া পাণ্ডপত-ব্রত করিবে ।

বিধান্ ব্রতী উপবাসী, শুচি, কৃতস্নান,
 শুক্রবস্ত্র শুক্র যজ্ঞোপবীত শুক্রমাণ্ড্য-
 হুলেপনধারী এবং রাজস-তামসভাববর্জিত
 হইয়া, ঋক্, যজু ও সামবেদসম্বন্ধী
 মন্ত্রে অগ্ন্যধানপূর্বক তাহাতে হোম করিবে ।
 পঞ্চ বায়ু, বাক্য, মন, পাদ, শ্রোত্র, দ্বিহ্রা,
 ভ্রাণেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মস্তক, হস্ত, পার্শ্ব,
 পৃষ্ঠ, উদর, জজ্ঞা, উপস্থ, পায়ু, মেঢ়, বৃক্,
 মাংস, কৃধির, মেদ, অস্থি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস, গন্ধ এবং মদীয় শরীরাত্তক পৃথিব্যাদি
 পঞ্চভূত বিশুদ্ধ হউক ; শিবের ইচ্ছাক্রমে
 প্রাণমনোভ্রাত্তরবর্তী জ্ঞানও শুদ্ধ হউক ।
 ৫৭—৭২ । অনন্তর বরুণ উদ্দেশে সমিধ্-
 হোমকরিয়া রুদ্রায় উপসংহার এবং যত্নসহ-
 কারে ভস্ম গ্রহণপূর্বক ‘অগ্নি’ ইত্যাদি মন্ত্র
 দ্বারা অগ্নিমার্জন করত স্পর্শ করিবে । সৎ
 ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং যোগ্য বৈশ্যগণের আর
 বিশেষতঃ যতিদিগের পাণ্ডপত নামক পাপ
 বিমোচক এই দিব্য ব্রত সিদ্ধিষ্ট আছে ।

বিমুক্তিবিধিনানেন দৃষ্ট। বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৭৫
অগ্নিরিত্যাগিনা সম্যগুগৃহীত্বা হগ্নিহোত্রকম্ ।
সোহপি পাণ্ডপতো বিপ্রো বিমুক্ত্যাদানি

সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৬

ভস্মচ্ছন্নো দ্বিজো বিদ্বান মহাপাতকসম্ভবৈঃ ।
পাঠৈবিমুক্ত্যন্তে সত্যং লিপ্যন্তে চ ন সংশয়ঃ ॥
বীৰ্য্যমগ্নেৰ্ঘেভো ভস্ম বীৰ্য্যবান্ ভস্মসম্মতঃ ॥ ৭৮
ভস্মান্নানরতো বিপ্রো ভস্মশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সৰ্পপাণবিনিক্ষুভঃ শিবসাবুজ্যামাগুধাৎ ॥ ৭৯
ইত্যুচ্চা ভগবান্ ব্রহ্মা স্তব্ধা দেবং সমব্রভুঃ ।
ভস্মচ্ছন্নঃ স্বয়ং কৃৎস্নঃ বিররামাঙ্গজ্যাসনঃ ॥ ৮০
অথ তেবাং প্রসাদার্থং পশুনাং পাতরীষরঃ ।
স গম্ভ্যা চোময়া সার্কং সান্নিধ্যমকরোৎ প্রভুঃ ॥
অথ সন্নিহিতং কজ্রঃ তুষ্টিবুঃ সুরপুঙ্গবঃ ।
কজ্রং ধ্যায়েৎ তু দেবেশং দেবদেবমুমাপতিম্ ॥
দেবোহৰ্প দেবতা লোক্য য়গ্না চ বুধধ্বজঃ ।

বানপ্রস্থাস্রমস্থ ব্যক্তিদিগের, সাধু গৃহস্থ-
দিগের এবং ব্রহ্মচারীদিগেরও এবং বিধ
বিধানে সংসারবিমুক্তি হইয়া থাকে। পাণ্ড-
পত-ব্রতনিষ্ঠ বিপ্র, “অগ্নি” ইত্যাদি মন্ত্রে
যথাবিধি অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া ভস্ম দ্বারা
অঙ্গ প্রমার্জনপূর্বক স্পর্শ করিবে। কারণ,
বিদ্বান্ বিপ্র, সৰ্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে
মহাপাতকাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে
এবং নিঃসন্দেহ আর কোন প্রকার পাপে
লিপ্ত হয় না। ভস্ম অগ্নির বীৰ্য্যস্বরূপ,
একান্ত ভস্মবিশুদ্ধ মানবও বীৰ্য্যবান্। যে
বিপ্র, ভস্মান্নানরিত, ভস্মশায়ী ও জিতে-
ন্দ্রিয়, সে সমুদয় পাপপরাণ হইতে নিস্তীর্ণ
হইয়া শিবসাবুজ্য লাভ করিয়া থাকে।
ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া দেব মহেশ্বরের
অভিবাগান্তে বিরত হইলেন এবং স্বয়ংও
জাজ্বল্য মহেশ্বরের তুল্য সৰ্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন
করিলেন। অনন্তর পণ্ডপতি মহাদেব
জাহ্নবদিগের সন্তোষার্থ গমনপূর্বক দেবী
উমার সহিত মিলিত হইলে সেই সুরপুঙ্গব-
গণ, দেবদেব উমাপতি কজ্রকে সন্নিহিত

তুষ্টৌহমীত্যাহ দেবেশো বরং দদ্য। বরারিহা ।
কণাদকর্ষিতঃ শত্ৰুর্ব্রহ্মাদীনাং প্রপত্ততাম্ ॥ ৮০
সূত উবাচ ।

ইমং যঃ পঠতেহধ্যায়ং শুচিভূত্বা সমাহিতঃ ।
সৰ্বতীর্থকলকৈব সৰ্বযজ্ঞকলং তথা ॥ ৮৪
সৰ্বদেবব্রতকলং সৰ্বস্তোত্রকলং তথা ।
প্রাপ্নোতি তৎকলং বিপ্রাঃ শঙ্কয়া শিবসন্নিধৌ
গাণপত্যমবাপ্নোতি দেহান্তে মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৮
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুবাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে সৰ্বসাক্ষকজপাণ্ডপতব্রত-
কথনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বক্ষ্যামি শিবমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ।
বহুভির্বহুধা শাস্ত্রৈঃ কীৰ্ত্তিতং মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১

দেখিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরম
রিপুনাশন দেবাধিদেব বুধধ্বজ শঙ্কর সদয়-
নেত্রে দেবগণকে নিরীক্ষণ করত কহি-
লেন,—আমি পরম তুষ্টি হইয়াছি; এই
বলিয়া বরদানপূর্বক ব্রহ্মাদি-সমক্ষেই কল-
কালমধ্যে অন্তহিত হইলেন। সূত কহি-
লেন,—যে ব্যক্তি শুচি ও সমাহিত হইয়া
শঙ্কাসহকারে শিবসন্নিধানে এই অধ্যায়
পাঠ করে, হে মুনিপুঙ্গবগণ! তাহার সৰ্ব-
তীর্থদর্শনের, সৰ্বপ্রকার যজ্ঞাহুষ্ঠানের,
নিখিল দেবতারাদানের, সৰ্ববিধ ব্রতানু-
ষ্ঠানের, এবং সমুদয় স্তোত্রপাঠের কললাভ
হইয়া থাকে এবং সে, দেহাবসানে গাণপত্য-
পদ লাভ করে। ৭০—৮৫

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ!
একণে শিবমাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সদসজ্জপমিত্যাঃ সদসত্যপি সংস্থিতম্ ।
তং শিবং মুনয়ঃ কেচিদ্ব্যং প্রপত্তিস্তি স্মরয়ঃ ॥২
ভূতভাববিকাংগে দ্বিতীয়েন সঙ্গ্যতে ।
অব্যাক্তেন বিহীনঃ স্তাদব্যাক্তমসদিত্যপি ॥ ৩
উভে তে শিবরূপেণ শিবাদভ্যন্ন বিদ্যতে ।
তয়োঃ পৰিত্যক্ত শিবঃ সদসংপতিক্র্যতে ॥৪
করাঙ্করাস্বকং প্রাহঃ করাঙ্করপয়ঃ তথা ।
শিবং মহেশ্বরং কেচিন্মনুষ্পদ্বিতিকাকঃ ॥ ৫
উক্তমঙ্করমব্যাক্তং ব্যাক্তাকরমদাহৃতম্ ॥
রূপে তে শঙ্করস্তৈব তন্নাম্না পরম্যুচ্যতে ॥ ৬
তয়োঃ পরঃ শিবঃ শাস্তঃ করাঙ্করপয়ো বুধৈঃ
উচ্যতে পরমার্থেন মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭
সমষ্টিব্যষ্টি যজ্ঞপং সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্ ।

উহা মুনিবরগণ বহুপ্রকার কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন। জ্ঞানিগণ ষাঁহাকে হৃদয়মধ্যে
সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, সেই ভগবান
শঙ্করকে কোন কোন মুনী সৎ ও অসৎ এবং
সদসৎ সমুদয় বস্তুতেই অবস্থিত বলিয়া
উল্লেখ করিয়াছেন। ষাঁহা হইতে সমুদয়
ভূতগ্রাম সমুদ্ভূত হইতেছে—সেই অব্যাক্ত
অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে যিনি অতীত, তিনিই
সৎ এবং উক্ত অব্যাক্তই অসৎ শব্দে
উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সৎ ও অসৎ
উভয়ই শিবরূপ, শিব ভিন্ন অপর কিছুই
নাই। আবার ভগবান্ শিব উক্ত সৎ ও
অসৎ উভয়েরই পতি, এজন্ত সকলে
ঐহাকে সদসংপতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া-
ছেন। কোন কোন তত্ত্বাংশী মুনীগণ,
মহেশ্বরকে ক্রর, অক্রর ও করাঙ্করপয়
বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অক্রররূপ
অব্যাক্ত এবং যাঁহা ব্যাক্ত, তাঁহাই ক্ররশব্দ-
প্রতিপাদ্য। ভগবান্ শঙ্করেরই উক্ত
উভয়বিধ রূপ। আবার তিনি ঐ করাঙ্কর
হইতে পৃথক্ বলিয়া মনোবিগণ তাঁহাকে
করাঙ্করপয় বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন।
কোন কোন আচার্য্যগণ, পরমকারণ শঙ্করকে
সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-ব্যষ্টির কারণরূপে

বদন্তি কেচিদাচার্য্যাঃ শিবং পরমকারণম্ ॥ ৮
সমষ্টিমাহরব্যাক্তং ব্যষ্টিং ব্যক্তিং মুনীশ্বরঃ ।
রূপে তে গদিতে শব্দোনাশ্যন্ত্যন্তকিং কিঞ্চন ॥
তয়োঃ কারণভাবেন শিবো হি পরমেশ্বরঃ ।
উচ্যতে যোগশাস্ত্রজৈঃ সমষ্টিব্যষ্টিকারণম্ ॥১০
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজরূপীতি শিবঃ কৈচিদ্রূদাহৃতম্ ।
পরমাত্মা পরং জ্যোতির্ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ॥১১
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ক্ষেত্রশব্দেন স্মরয়ঃ ।
প্রাহঃ ক্ষেত্রজশব্দেন ভোক্তারং পরমেশ্বরম্ ॥
ন কিঞ্চিচ্চ শিবাদভ্যদ্বিতি প্রাহর্ষনানীষণঃ ।
কেচিদেবঃ প্রশংসন্তি মহাদেবং মুনীশ্বরম্ ॥১৩
বেদার্থতত্ত্বত্রয়ঃ সমাকৃ শ্রুতান্নস্মারতঃ ।
প্রাণেন প্রাণিতি হৃদ্যবপানেন হৃদ্যানিতি
সমানিতি সমানেন মৰীতি মনসা দ্বিজাঃ ॥১৫
বুদ্ধ্যা বিচারয়তোয পর এব মহেশ্বরঃ ॥ ১৬

নির্দেশ করিয়াছেন। মনোবিগণ, সমষ্টিরূপকে
অব্যাক্ত ও ব্যষ্টিরূপকেই ব্যাক্ত বলিয়াছেন।
উক্ত সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় রূপই ভগবান্ শঙ্কর
কারণ শব্দ ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন বস্তুই
নাই। আর তিনিই তদ্ব্যয়ের কারণ বলিয়া
যোগশাস্ত্র-পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সমষ্টি-ব্যষ্টি-
কারণ শব্দে উল্লেখ করেন। ১—১০। কতিপয়
বিদ্বদ্বর্গ, পরম জ্যোতির্ময় পরমাত্মা ভগবান্
পরমেশ্বর শিবকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপী বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। মনোবিগণ, ক্ষেত্র শব্দে
চতুর্বিংশতিতত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ শব্দে সুখদুঃখ-
ভোক্তা জীবরূপী পরমেশ্বর আত্মা বলেন,
আর তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জগতে
শিবাত্মের আর কিছুই নাই। কোন কোন
বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমাকৃ বেদার্থানুসারে
মুনীশ্বর মহাদেবকে এইরূপে প্রশংসা করেন
যে, ভগবান্ শঙ্করই প্রাণবায়ু দ্বারা প্রাণযুক্ত,
অপান দ্বারা অপান-ক্রিয়াধিত, ব্যানবায়ু
দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত, উদান বায়ু দ্বারা উদান-
ক্রিয়াধিত, সমান বায়ু দ্বারা তৎকার্য্যযুক্ত
এবং মন দ্বারা মনোবান্ হইতেছেন। হে

সমস্ত করণৈর্গুণৈঃ বর্ততেহসৌ যদা তদা ।
 জাগ্রদিত্যুচ্যতে সত্তিরন্তর্যামী সনাতনঃ ॥ ১৭
 যদান্তঃকরণৈর্গুণৈঃ স্বেচ্ছয়া বিচরত্যসৌ ।
 সুপ্ত ইত্যুচ্যতে হ্যাত্মা স্বয়ং তাপবিবর্জিতঃ ॥
 ন বাহ্যকরণৈর্গুণৈঃ ন চান্তঃকরণৈস্তথা ।
 সর্বোপাধিবির্নির্গুণঃ পুণ্যপাপবিবর্জিতঃ ।
 স স্বরূপে সদা হ্যাস্তে সুসুপ্ত ইতি গীযতে ॥ ১৯
 স্বপ্নান্তঃকৈব বুদ্ধ্যন্তং বিচরত্যেব শব্দরঃ ।
 নদীতলে যথা মৎস্তো গহ্বাগত্য নিবর্ততে ॥ ২০
 তেনো বাধ সুপর্ণো বা জ্ঞাতঃ পরন্তকন্দরে ।
 শেতে সংহত্য পক্ষো চ প্রত্যগাত্মা হয়ং তথা
 জাগ্রৎস্বপ্নগতা ভাবান্তেষু শান্তো মুক্তহৃৎ ।
 লপ্তপাদং ততঃ প্রাপ্য পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
 অবিজ্ঞয়েব সর্বোহয়ং ব্যবহারঃ পরাশ্রয়ঃ ।
 গুণধর্ম্যৌ যদি স্মৃতাং সুবৃণ্ডৌ রহিতঃ কথম্ ॥

দ্বিজগণ! সেই পরমাত্মা মহেশ্বরই বুদ্ধি-
 বলে বিচার করিয়া থাকেন। উক্ত অস্ত-
 র্যামী সনাতন শব্দ যখন মনুষ্য বাহ্য ইন্দ্রিয়-
 নিচয়ে অধিত থাকেন, পণ্ডিতগণ, তৎকালে
 তাঁহাকে জাগ্রৎ, যৎকালে অস্তিত্বলিঙ্গগুণ ও
 সর্বতাপ-বিবর্জিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক স্বয়ং
 বিচরণ করেন, তখন সুপ্ত, আর যখন বাহ্য
 ও অস্তরিল্লয়ের সহিত বিযুক্ত, সর্বোপাধি-
 বিরহিত ও পুণ্যপাপ-বিবর্জিত হইয়া স্বয়ং
 স্বরূপে অবস্থান করেন, তৎকালে তাঁহাকে
 সুবৃণ্ড বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন। সেই
 ভগবান শব্দ এইরূপে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায়
 বিচরণ করেন। মৎস্ত যেমন গমনাগমন-
 পূর্বক জ্ঞাত হইয়া নদীতলে বিশ্রাম করে
 এবং জ্ঞেন বা গরুড় যেরূপ জ্ঞাতিত হইয়া
 পক্ষীসমূহ সঙ্কচিত করত পরন্তকন্দরে শয়ন
 করে, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্নগত ভাব-
 নিচয়ে মুক্তহৃৎ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া
 থাকেন। অনন্তর পরম প্রসন্নতা প্রাপ্ত
 হইয়া পরমানন্দময় হন। অবিদ্যা-হেতুই
 পরমাত্মার এই সমস্ত ভাব; যদি আত্মার
 গুণ ও ধর্ম থাকে, তবে সুবৃণ্ড অবস্থায়

সত্যং নিমিত্তভূতায়ামবিজ্ঞান্যং দ্বিজোক্তমাঃ ।
 বুদ্ধৌ ভ্রমস্তায়ামাত্মপি ভ্রমতীতি জনা বিদুঃ ॥ ২৪
 নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা বুদ্ধিসম্মিধিবস্তয়া ।
 যথা যথা ভবেদ্বুদ্ধিরায়া তদ্বদিহেয্যতে ॥ ২৫
 বিজ্ঞাবিজ্ঞাস্বরূপীত শব্দরঃ কৈশ্চিত্যুচ্যতে ।
 ধাতা বিধাতা লোকানামাদিদেবো মহেশ্বরঃ ॥
 ভ্রান্তিবিজ্ঞাপরশ্চেতি শিবরূপমমুদ্রম্ ।
 অবাপ মমসা সোহয়ং কেচিলাগমবৈদিনঃ ॥ ২৭
 অর্থেষু বহুরূপেষু বিজ্ঞানং ভ্রান্তিরুচ্যতে ।
 আত্মাকারেণ সংবর্তিবুদ্ধিবিভোজিত কীর্ত্যতে ।
 বিকল্পরহিতং তত্ত্ব পরমিত্যভিধীয়তে ॥ ২৮
 ব্যক্তাব্যক্তরূপীতি শিবঃ কৈশ্চিদিদ্যতে ।
 ধাতা চ সর্বলোকানাং বিধাতা পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯
 তয়োবিংশতিতত্ত্বানি ব্যক্তিশব্দেন সূরয়ঃ ।
 বদন্তি ব্যক্তশব্দেন প্রকৃতিঞ্চ পরং তথা ॥ ৩০
 কথয়ন্তি জ্ঞশব্দেন পুরুষং গুণভোগিনম্ ।

তাহার অভাব কি প্রকারে হইতে পারে?
 হে দ্বিজোক্তমগণ! অবিদ্যা-নিমিত্তই বুদ্ধির
 ভ্রমণাত্মক। আত্মাকে ভ্রমণশীল বলিয়া
 মানবগণ উল্লেখ করিয়া থাকে। নিত্য সর্ব-
 গত আত্মা, বুদ্ধির সম্মিহিত বলিয়া, যেদিকে
 বুদ্ধির গতি হয়, আত্মারও যেন সেই দিকে
 গতি বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সর্ব-
 লোকের ধাতা ও বিধাতা আদিদেব মহে-
 শ্বরকে কেহ কেহ বিদ্যারূপী ও অবিদ্যারূপী
 বলেন। কোন কোন আগমবিৎ পণ্ডিত
 মানসিক চিন্তাশক্তি বলে বলিয়া থাকেন যে,
 ভ্রান্তি বিদ্যা ও পর অল্পতম শিবরূপ ১১—১৭।
 বহুবিধ বিষয়ে যে বিজ্ঞান, তাহাই ভ্রান্তি; যে
 বুদ্ধিতে নিখিল পদার্থকেই আত্মাকারে জ্ঞান
 হয়, সেই বুদ্ধিই বিদ্যা এবং বিকল্প-রহিত
 যে তত্ত্ব, তাহাই পর শব্দে উল্লিখিত হই-
 যাচ্ছে। সকলের সৃষ্টি ও পালন-কর্তা পরমে-
 শ্বর শিবকে কেহ কেহ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ও
 আত্মরূপী বলিয়া নির্দেশ করেন। মনীষিগণ,
 ব্যক্ত শব্দে ত্রয়োবিংশতিতত্ত্ব, অব্যক্ত শব্দে
 প্রকৃতি এবং জ্ঞ শব্দে শব্দরূপ গুণভোগি

তত্র যচ্ছাঙ্করং রূপং নাব্যক্তং ন চ শব্দরূপং ।
 যো হেতুত্রিগুণস্তাপি সৰ্ব্বত্র প্রকৃতেঃ পরঃ ।
 চতুর্বিধশ্চ ত্রিবিধঃ স এব ভগবাদ্বিধঃ ॥ ৩২ ॥
 স এব সৰ্ব্বভূতাত্মা সৰ্ব্বভূতভবোত্তমঃ ।
 আন্তে সৰ্ব্বগতো দেবো ন চ সৰ্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥
 যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্ ।
 রুদ্রাণামপি যো রুদ্রো দেবতানাঞ্চ দেবতা ॥ ৩৩ ॥
 ব্রহ্মাত্মা অপি যং দেবং ন বিদন্তি মহেশ্বরম্ ।
 যঃ জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং বাপি বিদ্যতে ॥ ৩৪ ॥
 যদাপনো দেহভূতাং ভবন্তি
 প্রাণাত্ম্যপ্রাপ্তকৃত্তদানীম্ ।
 বিহায় বেং জগদেকবন্ধুং
 শিবং ন চাত্তঃ পারহারহেতুঃ ॥ ৩৫ ॥
 আন্তে শিববরান সৰ্বান সৰ্বেষাঃ
 দেহিনাং সদা ।
 দেহভূৎ কথ্যতে তস্মাদ্ভিগুণোহপি মহেশ্বরঃ ॥
 কৃদানত্র গত্যঃ কালস্তত্রৈকং জন্ম গচ্ছতু ।

পুরুষ বলিয়া থাকেন। তিনি অব্যক্ত
 নহেন এবং শব্দরূপ হইতেও ভিন্ন নহেন।
 যিনি সমুদয় গুণেরই হেতু, প্রকৃতির অতীত,
 সেই ভগবান্ শব্দরূপ ত্রিবিধও বটেন, চতু
 র্বিধও বটেন। তিনিই অখিল জীবের
 আত্মা। তাঁহা হইতে নিখিল প্রাণী উৎপন্ন
 হইতেছে। তিনি সৰ্ব্বত্র বিরাজমান, অথচ
 সৰ্ব্বত্র দৃশ্যমান নহেন। তিনি যোগীগণেরও
 যোগী, সমুদয় কারণেরও কারণ, রুদ্রগণেরও
 রুদ্র এবং দেবগণেরও দেবতা। ব্রহ্মাদি
 দেবগণও তাঁহাকে সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন।
 সেই মহেশ্বরকে জানিতে পারিলে আর
 জন্মমৃত্যু-ভয় থাকে না; জীবনান্তে প্রাণি-
 গণ, যত প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়, জগতের
 একমাত্র বন্ধু দেব শব্দরূপ ভিন্ন অপর কেহই
 তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। তিনি
 সমুদয় দেহিগণের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া
 নির্গুণ হইয়াও দেহভূৎ শব্দে কথিত হন।
 ভগবান্ সূর্য্য বলিয়াছেন, এই জগতে
 গড়ত কাল গত হইল, কেবল জন্মই যাই-

জিজ্ঞাস্তামিষং তাবনুজিরেকেন জয়না ।
 ভক্ত্যা ভগবতঃ শঙ্কোহিরিত দেবোহব্রবীজবিঃ
 সৰুৎ সংস্মরণাক্ষস্তোহনুজি ক্রেশসকথাঃ ।
 মুক্তিং প্রার্থ্যত স্বর্গাপিত্তস্ত বিদ্যোহমুদয়ৈতে ॥
 তস্মাৎ তভিন্নতালোলং মাহুয়াং প্রাপ্য তুর্লভম্
 শিবং সম্পূজয়েন্নিত্যং ভক্তিমাশোপলক্যে ॥ ৪০ ॥
 মোহনিদ্রাপ্রসূপ্তেহস্মিন্ পশুপাশশতাকুলে ।
 পুরুষাঃ কৃতকৃত্যন্তে যে শিবং শরণং গতাঃ
 পুত্রদারগৃহক্ষেত্ৰধনধাত্ত্বিক্মিদিনীম্ ।
 লক্শ্মণাঃ মা কৃথা দর্পং রে রমাং কণভঙ্গ্যম্ ॥
 ত্যক্তা ক্রোধঞ্চ কামঞ্চ লোভং মোহং
 মদং তথা ।
 জনা যজ্ঞধর্মীশানং সমৌচিতকলপ্রদম্ ॥ ৪৩ ॥
 যাবন্নাভ্যোতি মরণং যাবন্নাভ্যোতি বৈ জয়া ।
 যাবন্নেশ্চিয়বৈকল্যং তাবদেবার্চয়েশ্বরম্ ॥ ৪৪ ॥
 যে স্বজন্তি ন দেবেশং বিষয়াসবমোহিতাঃ ।

তেছে; বিস্তৃত নিশ্চয় জানিও, ভগবান্ শব্দরূপ
 প্রতি ভক্তি থাকিলে এক জন্মেই পরম মুক্তি
 লাভ হইয়া থাকে। শব্দরূপে একবার মাত্র
 স্মরণ করিলেই সমুদয় ক্রেশ দূর হয় এবং
 জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করে; তাহার
 পক্ষে স্বর্গলাভ বিঘ্নরূপ বলিয়া অসম্ভব হয়।
 তএব মানব, তাড়নভাবৎ কণভঙ্গ্য তুর্লভ
 মাহুয়াদেহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন আত্মসাৎ-
 কার-নিমিত্ত ভক্তিসহকারে ভগবান্ শশাঙ্ক-
 শেখরকে পূজা করবে। সেই নিদ্রাভিত্ত
 শত শত পশুপাশ-সমাকুল এই জগতে যে
 সকল পুরুষ শব্দরূপ শরণাপন্ন হইতে পারে,
 তাহারাই কৃতার্থ হইয়া থাকে। রে মূঢ় মানব-
 গণ! বুঝা কণভঙ্গ্য স্ত্রী-পুত্র গৃহাদি সম্পৎ
 প্রাপ্ত হইয়া গীকিত হইও না। হে জীবগণ!
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য পরি-
 ত্যাগপূর্ব্বক অভীষ্টকলদাতা ভগবান্ ঈশানকে
 অর্চনা কর; যাবৎকাল জয়া, ইন্দ্রিয়বিকলতা
 ও মৃত্যু উপাশত না হয়, তাবৎকাল ঈশ্বরকে
 ভজনা কর। যাহারা বিষয়মগ্নে মত্ত হইয়া
 দেবাদিদেব মহেশ্বরকে অর্চনা না করে,

শোচন্তে হি মৃত্যুঃ পঙ্কলয়া বনগজা ইব ॥ ৪৫
 কালঃ সন্নিহিতাশায়ঃ সম্পদঃ পদমাপদাম্ ।
 সমাগমাঃ সাপগমাঃ সর্বদুঃপাদিতঃ গুরু ॥ ৪৬
 যজন্তি যে বিদিত্ত্বৈবঃ লিঙ্গমুষ্টিঃ মহেশ্বরম্ ।
 লভন্তে বিপুলান্ কামানিহ চানুয় চাক্ষয়ান্ ॥ ৪৭
 আরাধয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রাঃ সৰ্বজ্ঞঃ বিশ্বতোমুখম্ ।
 কিপ্রং যাত্ত্ব তেনৈব সাযুজ্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
 তক্ত্যা ভবং যজেন্দ্রম্ মহাপাতকবানপি ।
 সোহপি যাতি পরং স্থানং ত্রিসপ্তপুরুষাবিতঃ
 অশ্বমেধসহস্রাণি রাজস্বয়শতানি চ ।
 মহেশার্চনপুণ্যস্ত কলাং নারহস্তি ষোড়শীম্ ॥ ৫০
 ক্রৌড়স্তি শিশবো যত্র লিঙ্গং কুহা ব্রজন্তি যে ।
 সৈকতঃ স্নায়ঃ বাপি তে ভবন্ত্যেব ভূভুজঃ ॥ ৫১
 আধ্যাত্মিককাৰ্ধিদেবঃ ত্রুঃখৈকবাধিতোতিকম্ ।
 দেবাদানান্ বিদিত্ত্বৈবঃ মোক্ষার্থী শিবমর্চয়েৎ

তাহারা জীবনান্তে, পঙ্কলিময় বনহস্তীর স্তায়,
 শোক করিয়া থাকে। সকল ঝাংলেই বিপদ
 নিকটবর্তী, সম্পদ আপদের পদ, স্রীপুত্রাদি-
 মিলনেও বিচ্ছেদ আছে, ফলতঃ ইহজগতে
 যত কিছু বস্তু উৎপন্ন, সকলই ভঙ্গুর,—যাহারা
 এইরূপ পরিত্রাত হইয়া নিঃসমুষ্টি মহেশ্বরের
 অর্চনা করে, তাহারা ইহকাল ও পরকালে
 অক্ষয় বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে
 বিপ্রেন্দ্রগণ! সেই সৰ্বজ্ঞানময় সর্ববাপী
 শঙ্করকে আরাধনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই
 স্বরায় তাঁহার সাযুজ্যালাভে সমর্থ হইবে। যে
 ব্যক্তি, ভক্তিপূরক ভগবান্ ভবকে অর্চনা
 করে, সে মহাপাতকী হইলেও উদ্ধৃত ও অধ-
 স্তন একবিংশতি পুরুষের সহিত পরম স্থান
 লাভ করিয়া থাকে। শত শত রাজস্বয়-যজ্ঞ
 ও সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞও শিবপূজাজনিত
 পুণ্যের ষোড়শাংশেরও সমান নহে। যে
 স্থানে শিগুগণ ক্রীড়া করে, তথায় সৈকত বা
 স্নায় শিবলিঙ্গ গঠনপুষক যাহারা গমন করে,
 তাহারা ভূপতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
 মোক্ষার্থী, সে দেবগণেরও আধ্যাত্মিক, আধি-
 দৈবিক ও আধিভৌতিক ত্রুঃখ বিদিত্ত্ব হইয়া

অপারতরপর্ধ্যন্তাদ্‌ঘোরাৎ সংসারসাগরাৎ ।
 মহামোহজলাৎ কামক্ৰোধগ্রাহাৎ সুখোন্নিবঃ ॥
 প্রাজ্ঞো বেদান্তবিন্দ্যোগী নির্যমো নিরহঙ্কৃতিঃ
 একো যোগী প্রশান্তাত্মা স সন্তরতি নেতরঃ ॥
 দান্তঃ সুসংযতো ধর্মণঃ নিরাশো বিগতস্পৃহঃ
 সর্বসঙ্গবিহীনশ্চ নিঃস্বদো নিকুপপ্লবঃ ॥ ৫৬
 সর্বকর্ম্মফলত্যাগী জড়াক্ষবধিরাকৃতিঃ ।
 মিত্রারিষু সমো মৈত্রঃ সমন্তেষুেব জন্তুশ্চ ॥ ৫৭
 এবং সুহৃৎভো মোক্ষো ন স্তাদ্‌যোগীষু

তাদৃশঃ ।

সর্বের পৃথিব্যাং পাতালে মৃত্যুঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ
 এবং সুহৃৎভং জাহ্না মোক্ষং হি বহুসাধনম্ ।
 পূজয়ধ্বং মহাদেবং কর্ম্মযোগেণ চান্তথা ॥ ৫৮
 কর্ম্ম পূজা জপো হোমঃ শস্তোঁর্নামানুকীর্তনম্

শঙ্করের উপাসনা করিবে। এই সংসারসাগর
 অতি ভয়ঙ্কর, ইহার কূল কিনারা নাই, মহা-
 মোহ ইহার জল, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ কুন্তী-
 রাদিস্বরূপে ইহাতে বাস করিতেছে এবং
 মধ্যে মধ্যে সুখহরুণ উর্গ্মমালা উথিত হয়।
 ৪১—৫৫ যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, বেদান্তবিৎ, যোগী,
 নিঃস্বদ, অহঙ্কারশূন্য, প্রশান্তচিত্ত, দান্ত, সুসং-
 যত, ধ্যাননিষ্ঠ, আশাবিহীন, নিঃস্পৃহ, সর্বসঙ্গ-
 বিবর্জিত, শীতোকাগিজন্তু সুখহৃৎস্বরহিত,
 নিকুপপ্লব ও সর্বকর্ম্ম-ফলত্যাগী; যাহাকে
 দেখিলে জড় অক্ষ ও বধির বলিয়া বোধ হয়;
 শত্রু ও মিত্রে যাহার তুল্য জ্ঞান এবং নিখিল
 প্রাণীর প্রাতি যে মিত্রভাবাপন্ন, ঈদৃশ মানবই
 উক্ত সংসার-সাগর হইতে নিস্তীর্ণ হইতে
 পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শিবপূজার নিরত,
 সে যেক্রপ অনায়াসে হুল্লভ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়,
 উক্ত প্রকার যোগীও তাদৃশ মোক্ষের অধি-
 কারী হয় না। অতএব পৃথিবী ও পাতালে
 যাহারা বাস করিতেছে, সকলেই মোক্ষকে
 পুরুষোক্ত প্রকার সাধনে অতি তুল্লভ জানিয়া
 কাম-ক্রোধাদিবিবর্জিত হইয়া কর্ম্মযোগে দ্বারাই
 ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা কর। মহেশ্বরের
 পূজা, তাঁহার নাম বা মন্ত্র জপ, তহুদ্দেশে

কৰ্মযোগাঃ সমাখ্যাতা এতৈঃ পূজ্যো মহেশ্বরঃ
যঃ যঃ কামমভিধায়েৎ তদপিতমনঃ শিবম্ ।
সম্পূজ্য তং তমাপ্নোতি সাবিজ্ঞাহ যথা পুরা ॥
তন্মামজ্ঞাপ্তি তৎকৰ্ম্মরতিস্তপ্ততমানসঃ ।
নিকামঃ পুরুষো বিপ্রাঃ স ক্রুদ্ধপদমশ্রুতে ॥ ৬১
যঃ সৰ্বদাৰ্চয়েদৌশঃ স ক্রতু ইব ভূতলে ।
পাপহা সৰ্বমৰ্ত্ত্যানাং দৰ্শনাৎ স্পৰ্শনাদপি ॥ ৬২
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌম্যে স্মৃত-
শৌনকসংবাদে শিবমাহাত্ম্যাকথনং নাম
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

সপ্তচহারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পতিব্রতা মহাভাগা সাবিত্রী বরবর্ণিনী ।
যদাহ তদ্বদাম্মাকং স্মৃত বাক্যাবিশারদ ১

অগ্নিতে অহুতিদান এবং তাঁহার নামসঙ্কীৰ্ত্তনই কৰ্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হয়। উহা দ্বারা ই মহেশ্বরের উপাসনা করা কর্তব্য। পূৰ্বে দেবী সাবিত্রী বলিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করে চিত্ত সংসক্ত রাখিয়া তাঁহাকে অৰ্চনাপূৰ্ব্বক মানব যে যে অভীষ্ট বিষয় কামনা করিবে, তাহাষ্ট প্রাপ্ত হইবে। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি সতত তাঁহার নাম জপে নিবিষ্ট, তৎকৰ্ম্মপরায়ণ, তদগতমানস ও নিকাম, সে ক্রুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, যে মানব সৰ্বদা ভগবান্ শঙ্করশেখরকে অৰ্চনা করে, সে এই ভূতলে, ক্রতুভূত্য, দৰ্শন ও স্পৰ্শনে অখিল মানবের পাপ হরণ করিয়া থাকে। ৫৪—৬২।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচহারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে বাক্যাবিশারদ স্মৃত! আপনি যে মহাভাগা সাবিত্রীর কথা উল্লেখ করিলেন, সেই পতিব্রতা বরবর্ণিনীর

স্মৃত উবাচ ।

স্বৰ্গে তাং শোভনং দৃষ্ট্বা গুণৈঃ সৰ্বৈরললিতাং
অরুন্ধ ত্যস্তমা স্ত্রীণাং পৰ্য্যাপৃচ্ছচ্ছৃতিশ্চিত্তা ॥ ২
শতশঃ সন্তি সাবিত্রি দেবাঃ স্বৰ্গনিবাসিনঃ ।
দেবপত্ন্যাস্তথৈবৈতাং সিদ্ধাঃ সিদ্ধাক্ষনাস্তথা ॥ ৩
ন হেযামীদৃশো গন্ধো ন কাণ্ঠির্ন সন্নপতা ।
নাভেষাং বিদ্যাতে শোভা যথা তে পতিনা সহ
ন চৈবাকল্পজাতানি ভাজন্তে সুরযোষিতাম্ ।
যথা তব তথা পত্ন্যভ্রাজন্তে বরবর্ণিনি ॥ ৫
নাতিকাঙ্ক্ষিমানানং শক্রাদৌনাং দিবোকাসাম্
বিমানস্তাপি তে কান্তিস্তরুণাৰ্ণ্যুতহ্যাত্তঃ ॥ ৬
তপঃপ্রভাবো দানং বা কৰ্ম্ম বা ক্রতুবিস্তরম্ ।
যুবয়োস্তন্মমাচ্ছ যথাবদ্রবর্ণিনি ॥ ৭
সাবিত্র্যুবাচ ।
শৃণুস্বেতেন্নম্নাভাগে যৎ কৃতং পূৰ্ব্বজন্মনি ।
ভদ্রা! সহ ময়া ভাদ্র শস্তোরাযতনে শুভে ॥ ৮
কৃতং সম্বর্জনে তত্তয়া গোময়েনোপলেপনম্ ।

বিষয় আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন। স্মৃত কহিলেন,—একদা দেবলোকে রমণীপ্রধানা মধুরহাসিনী অরুন্ধতী সেই সৰ্বগুণালঙ্কৃতা সুকূপণী সাবিত্রীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সাবিত্রি! স্বৰ্গবাসী কত শত দেব, দেবী এবং সিদ্ধ ও সিদ্ধাক্ষনা সকল দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারই ত আমি-সম্মিলনে তোমার স্তায় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি দৃষ্ট হয় না। হে বরবর্ণিনি! তোমার ও তোমার পতির যেরূপ ভূষণশোভা, কোন সুরললনারই ত তাদৃশ নহে। স্বদীয় কান্তি, অযুততরুণাৰ্কবৎ দেদীপ্যমান, বিমাননিচয় বা শক্রাদি দেবগণেরও এবংবিধ কান্তি দৃষ্টিগোচর করি নাই। অতএব হে সুন্দরি! ইহা কি তোমাদিগের উভয়ের তপঃপ্রভাব? না, প্রভূত দানের পরিণাম? কিংবা বিবিধ যজ্ঞেব কল? তাহা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১—৭। সাবিত্রী কহিলেন,—হে মহাভাগে! আমি পূৰ্ব্বজন্মে যে কাৰ্য্য করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে ভদ্রে! আমি স্বামীসহিত ভক্তিসহকারে

স্বগপ্রাপ্তিরয়ং তস্ত কৰ্মণঃ কলমুত্তমম্ ॥২
 তীর্থোদকৈঃ সুগন্ধৈশ্চ স্নাপিতো যত্মপতিঃ ।
 তেন কাঙ্ক্ষিতবৈবা দেহেহভূৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ ॥
 মনঃপ্রসাদং সৌম্যং শারীরী যা চ নিরুত্তিঃ ।
 যৎ শ্রিয়ত্বঞ্চ সৰ্ব্বত্ তদ্ব্যতনানজং ফলম্ ॥১১
 আল্লালঃ পরমহাস্যমারোগ্যং চাক্রবেগতা ।
 প্রাণিস্তাশেষকামাণাং দধিকীরফলং শুভে ॥
 সৌগন্ধ্যং যৎ পরং দেহে ধূপদানস্ত যৎ ফলম্
 গীতৈরুতোস্তথা জ্ঞাপ্যৈন্যৈশ্চ পৃথংধৈঃ ।
 তেবিতো ভগবানীশস্তস্তেয়ং পুষ্টিরুত্তমা ॥১৪
 স্বগেপ্শূনা সত্যবতা ময়া চ শুভদর্শনে ।
 কৃতমেতদতো ন স্থাদাবয়োভোগসজ্জয়ঃ ॥১৫
 যে নিশ্চিতা নরাঃ সম্যক্ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ।
 তেষাং দদামি বিবেশো দেবো মুক্তিং সুহ-
 র্ণভাম্ ॥১৬

স্বত উবাচ ।

সৈবমুক্তাথ সাবিজ্ঞা মুনীশ্চ হৃষ্টমানসা ।
 ব্রহ্মসুখা শিবেশানো প্রণিপত্যোদমব্রবীৎ ॥১৭
 অরুন্ধত্যাচ ।
 সা পূজ্যা সা নমস্কার্যা সা সাধবী সা পতিব্রতা
 যা পূজয়তি সাবিজ্ঞী সদা হৈমবতীপতিম্ ॥ ১৮
 যথারাদ্য দিতিঃ পুন্ড্রার্জ্জুভে শক্রপুয়োগম্যান্
 দিতিশ্চ দৈত্যান্ বিবিধান্ বিনতা গরুড়াকর্ণে
 শচ্যাক্ষীমুখাশ্চাত্মাঃ সম্পূজ্যোমাপতিঃ পুরা ।
 প্রাপুশ্চাভিমতান্ কামাংস্তমীশং কো ন পূজয়েৎ
 অভিনন্দ্যাত্ তাকৈবং বসিষ্ঠাঙ্কশরীরিণী ।
 জগাম স্বাশ্রমং সাধবী সৰ্বদেবগণা রুতা ॥ ২১
 এবং সমৰ্চ্য গৌরীশং শ্রদ্ধাধানাশ্চ যোষিতঃ ।
 লভন্তেহভিমতান্ ভোগান্ সাবিজ্ঞা হ যথা
 : ॥ ২২

শিবমন্দির সম্বর্জন ও গোময় দ্বারা উপলে-
 পন করিয়াছিলাম বলিয়া এইরূপ স্বর্গবাসিনী
 হইয়াছি । অগ্নি ত্রিদশেশ্বর ! সুগন্ধ তীর্থো-
 দক দ্বারা ভগবান উমাপতিকে যে স্নান
 করাইয়াছিলাম, তাহারই ফলে এতাদৃশ
 পরম দেহকান্তি লাভ করিয়াছি । আমা-
 দিগের ঈদৃশ চিত্তসাদ, সৌম্যতা ও
 শারীরিক স্বচ্ছন্দতা দেখিতেছ, ইহা স্মৃত
 দ্বারা স্পর্শন কর । হে শুভে ! গন্ধ ও
 ধূপ দ্বারা স্পর্শন কর ফলে এবং বিধ আনন্দ,
 পরম স্বাস্থ্য, মনোহর গতি ও নিখিল অভীষ্ট
 ফল লাভ করিয়াছি । অস্বাভাব্য দেহে যে
 সৌন্দর্য ও অস্তিত্ব করিতেছে, ইহা শক্তকে
 ধূপদানের পরিণাম । আমরা উভয়ে বিবিধ
 প্রকার ব্রত, শিবমন্ত্র জপ এবং নৃত্য-গীতাদি
 দ্বারা ভগবান মহেশ্বরকে ক্রীত করিয়াছিলাম
 বাস্তবিকই আমাদিগের ঈদৃশ সম্পদ । অগ্নি
 শুভদর্শনে ! আমি ও সত্যবান উভয়ে
 স্বগেচ্ছ হইয়া ঐ সকল কাহ্য করিয়াছি
 বাস্তবিকই আমরা অক্ষয় স্বর্গভোগ প্রাপ্ত হই-
 য়াছি । যে সকল মানব, স্থিরচিত্ত হইয়া
 ইতিবাধ শক্তকে পূজা করে, ভগবান

বিবেশ্বর তাহাদিগকে সুহৃৎ মুক্তিপদ
 প্রদান করিয়া থাকেন । স্বত কহিলেন,—
 হে মুনীশ্রগণ ! ব্রহ্মার পুত্রবধু অরুন্ধতী,
 সাবিজ্ঞী বর্ত্তক এইরূপ কথিত হইয়া হৃষ্টান্ত-
 করণে ভগবতী শঙ্করীও ভগবান শঙ্কর
 উদ্দেশে প্রণিপাতপূর্বক বলিলেন, সাবিজ্ঞি !
 যে রমণী প্রতিদিন ভবানীপতির অর্চনা
 করিয়া থাকেন, তিনি সকলের পূজা, সকলের
 নমস্কারই এবং তিনিই সাধবী, তিনিই
 পতিব্রতা । যে মহেশ্বরের অর্চনাপ্রভাবে
 অদ্বিতীয় সুরপতি প্রভূত সুরগণকে, দিতি
 বিবিধ প্রকার দৈত্যগণকে, বিনতা গরুড় ও
 অরুণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐহাকে
 পূজা করিয়া শচী ও উক্কী প্রভৃতি, অখিল
 অভীষ্ট বিষয় লাভ করিয়াছেন ; সেই ভগ-
 বানকে কাহার ন পূজা করা কর্তব্য ? অন-
 জর, নিখিল অমরবৃন্দবান্ধবী সাধবী বসিষ্ঠপত্নী
 অরুন্ধতী, সাবিজ্ঞীকে অভিনন্দন করিয়া স্বীয়
 আশ্রমে গমন করিলেন । হে বিজগণ !
 সাবিজ্ঞী বলিয়াছেন, যোগদগুণ, জ্ঞানসংকারে
 গৌরীপতির অর্চনা করিলে তাহাদিগের
 সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় । এই জগতে যে সকল

ধে নরঃ সৰুদপ্যজ পূজয়ন্তি ত্রিলোচনম্ ।
 তে ধন্তান্তে মহাত্মানস্তে কৃতার্থাশ্চ পণ্ডিতাঃ ॥
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং তিস্রার্চা হেতুরুচ্যতে ।
 সৰ্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্রা ইন্দ্রিয়ানাং যথা মনঃ ।
 হৃৎপদ্মকর্ণকবাসং তেজোমুৰ্ত্তিমসন্নিবনম্ ।
 নিশ্চয়ম নিরহঙ্কারা ধ্যায়ন্তি জ্ঞানিনঃ সদা ॥২৫
 শৈলজং বাণলিঙ্গং বা পূজয়েদ্বিধিবৎ সদা
 মুদাকৃষ্মতিতং বাপি রত্নজং বা গৃহাশ্রমী ॥২৬
 সাম্রাজ্যং মনুজৈঃ কৈশিচৎ স্বরাজ্যঞ্চ তথা
 পঠৈঃ ।
 তথা বৈরাজ্যমন্ত্ৰৈশ্চ লিঙ্গমষ্টা তদৈশ্বর্যম্ ॥২৭
 শোচন্তে তে পরংহীন্য অভাগ্যাশ্চ দিনে দিনে
 প্রমাদেনাপি যৈর্নৈজং শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥২৮
 সম্পূজ্যে সৰ্বদামান্ত্রে স্বারাধ্যৈ সৰ্বকামদে
 ভবেহপি সতি সৌদন্তি ভাবিনো যন্তদতঙ্কম্ ॥

মানব, একবার মাত্রও ভগবান ত্রিলোচনকে
 পূজা করে, তাহারাই ধন্ত, তাহারাই মহাত্মা,
 তাহারাই কৃতার্থ ও তাহারাই পণ্ডিত ।
 শিবলিঙ্গের অর্চনাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
 এই চতুর্ভুজের হেতু । মন যেরূপ ইন্দ্রিয়-
 নিচয়ের পরিচালক, তদ্রূপ অধিল প্রাণীরই
 পরিচালকরূপ হৃৎপদ্মস্থ কর্ণকামধ্যে অবস্থিত
 ত্রিগুণাতীত তেজোময় মহেশ্বরকে মমতা ও
 অহঙ্কারবিহীন জ্ঞানিগণ সর্বদা ধ্যান করিয়া
 থাকেন । গৃহস্থশ্রমী ব্যক্তির প্রতিদিবস
 যথাবিধি শৈলজ, বাণলিঙ্গ, মুদ্রময়, দাক্ষময় বা
 রত্ননির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করা কর্তব্য । উক্ত
 শিবলিঙ্গের অর্চনা-ফলে কোন কোন মানব
 সাম্রাজ্য, কেহ কেহ স্বরাজ্য ও কেহ কেহ
 বৈরাজ্য লাভ করিয়া থাকে । যাহারা প্রতি-
 দিন প্রমাদ বশতও “শিব” এই অক্ষরদ্বয়
 উচ্চারণ না করে, ইহা জগতে তাহারাই
 অভাগ্যবান, তাহারাই হীন এবং তাহারাই
 নানাবিধ শোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে । সর্ব-
 জন-পূজনীয়, সর্বাভ্যুত্থান-কলপ্রদ, স্বীয় আরা-
 ধ্যভ্যম, ভগবান ভবানীপতি থাকিতে জীবগণ
 যে অবসাদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই অদ্ভুত । মহে-

উপসর্গাঃ ক্ষয়ং যান্তি ছিদ্র্যন্তে বিষপন্নবাঃ ।
 মনঃ প্রসন্নতাং যাতি পূজ্যামানে মহেশ্বরে ॥৩০
 পূজিতে সর্বদেবেশে সর্বদেবনমস্কৃত্যে ।
 পূজিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্ন্যত্বেহসৌ সর্বগো বিজুঃ
 শিবার্চনরতো নিতাং মহাপাতকসমুদ্রৈঃ ।
 দৌষৈর্ন লিপ্যতে বিদ্বান্ পদ্মপঙ্কজবাস্তসা ॥৩২
 কিমত্র শাস্ত্রমালাভিঃ সঙ্ক্ষেপেণোপদিষ্টতে ।
 ব্যাপারান সকলান্ত্যাক্ষা পূজয়ন্তঃ মহেশ্বরম্ ॥
 নিকটা এব দৃষ্টান্তে কৃতান্তনগরক্ষমাঃ ।
 শিবং স্মর শিবং ধ্যায় শিবং চিন্তয় সর্বদা ॥৩৪
 কিং বৈদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিং বা তীর্থাদি-
 সেবয়া ।
 শিবঃ সম্পূজ্যতাং নিত্যমুপদেশোহয়মুত্তমঃ ॥৩৫
 অয়মেব পরো ধর্ম্মশৌর্নমেতৎ পরং তপঃ ।
 ইদমেবাখিলং জ্ঞানং পূজনং যন্নহেশিতুঃ ॥ ৩৬
 শিবে দত্তং হৃতং জপ্তং বলিপূজানিবলিতম্ ।

শ্রবকে অর্চনা করিলে, অখিল উপসর্গ ক্ষয়
 প্রাপ্ত হয়, বিষপন্নব সকল ছিন্ন হয় এবং
 অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে । ভগবান
 শশাঙ্ক-শেখর যখন সর্বভূতে বিরাজিত,
 তখন সেই সর্বদেবনমস্কৃত সর্বদেবেশ্বর মহে-
 শ্বরকে পূজা করিলেই নিখিল দেবগণের
 অর্চনা করা হয় । যেরূপ পদ্মপঙ্কে জল
 কোন প্রকারেই সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ যে
 ব্যক্তি, প্রতিদিবস শিবপূজা করে, মহাপাত-
 কাদি-জন্ত কোনরূপ দোষই তাহাকে স্পর্শ
 করিতে সমর্থ হয় না ॥৩০-৩২। এ বিষয়ে বহুল
 শাস্ত্রবাক্যের প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে ইহাই
 উপদেশ যে, অস্তান্ত সমুদয় কার্য পরিহার-
 পূর্বক মহেশ্বরকে পূজা কর । কৃতান্তের
 নগর-তরু সকল নিবটবর্তী দৃষ্ট হইতেছে,
 অতএব এই বেলা সতত শঙ্করকে স্মরণ কর
 ধ্যান ব্রত, চিন্তা কর । সমুদয় বেদ, শাস্ত্র ও
 তীর্থ সেবার প্রয়োজন নাই, কেবল নিরন্তর
 তাঁহাকে পূজা কর, ইহাই পশ্চ উপদেশ
 জানিবে । মহেশ্বরের আরাধনাই পরম ধর্ম্ম,
 পরম তপস্বী ও পরম জ্ঞান । ভগবান মহে-

একান্ততোহত্যন্তকলং তত্ত্ববেয়াত্র সংশয়ঃ ॥৩৭॥ লোভাৎ সঙ্গাৎ প্রমাদাচ্চ পৃথিব্যামে-

কর্ষভূমৌ হি মানুষ্যং জন্মানাং নিযুতৈরপি ।

করাভূতবেৎ ॥৪৪॥

ঋগণবর্গকলদং কদাচিৎ প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥৩৮॥

ঋষয় উচুঃ ।

তদীদৃগুর্লভঃ প্রাপ্য নার্কর্যন্ত হ য়ে শিবম্ ।

কথং বৈশ্রবণঃ পূর্কং সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ।

তেষাং হি তন্ত্বে মূর্খাণাং বিবেকঃ কুন্ত ন্ধিত্তি ॥

লক্ং তস্মাৎ কুবেরদ্বঃ সূত তদ্বকুমহঁসি ॥ ৪৫

আরোধিতো হি যঃ পুংসামৈহি কামুশ্লিকঃ ফলম্

সূত উবাচ ।

দদাতি ভগবাত্তমুঃ কন্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৪০

শৃগুধ্বমযয়ঃ সর্কৈ যহক্ং সপ্তমেহন্তরে ।

যো যমিচ্ছতি বিপ্রেন্দ্রাঃ সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ।

মাহাত্ম্যাসূচনকথা শিবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥৪৬

নিঃসংশয়ং তমাপ্নোতি পুত্রা বৈশ্রবণো যযা ॥৪১

ক'শদাসৌদ্বিজোহবন্ত্যাং সোমশর্ঘ্যেতি বিষ্ণতঃ

দৃষ্টঃ সম্পূজিতো ধ্যাতঃসংস্মৃতো বাস্তুতোহপি ব

পুত্রক্ষেত্রকলত্রাদি ব্যাপারেষু রতঃ সদা ॥৪৭

যো দদাতি নৃণাং মুক্তিং তস্মাৎ কৈর্নার্চ্যতে

বিহায়াধ স গার্হস্থ্যং ধনার্থং লোভমোহিতঃ ।

শিবঃ ॥ ৪২

প্রচচার মহীং সর্কিং সংগ্রামপুরপত্তনাম্ ॥৪৮

ঋপচোহপি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শিবভক্তো দ্বিজাধিকঃ ।

ভার্থ্যা তস্ত বিশালাকৌ তস্মিন গেহাধিনির্গতে

শিবভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোহপি ঋপচাধমঃ ॥৪৩

অচ্ছন্দচারিণী নিত্যং বভূবানঙ্গমোহিতঃ ॥৪৯

যযা তদ্বা শিবৈকর্ষ্য পুমান কৃত্বা শিবালয়ে ।

তস্তঃ কদাচিৎ পুত্রস্ত শূদ্রাজ্জাতো বিধেবশাৎ

দ্রাষ্টাতীত্ব নিগৃঢ়ো নাম্না দুঃসহ ইতুত ॥ ৫০

ঋর উদ্দেশে যাহা কিছু দান করা যায় এবং
যাহা কিছু হোম জপ ও বলিপূজাদি অল্পপ্রতি
হয়, সে সকল যে অসৌমফল-জনক, তাহাতে
আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ! কর্ণভূমি এই
ভারতবর্ষে মানবগণ, দশ লক্ষ জন্মান্তরেও
কদাচিৎ ঋগণবর্গকলপ্রদ মানব জন্ম প্রাপ্ত
হইয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি এই দুর্লভ
মহুদ্বাদেহ ধারণ করিয়াও শিবার্চনায় বিরূপ
হয়, তাদৃশ মূর্খদিগের বিবেক কোথায় ? যে
ভগবান্ শত্ৰু, আরোধিত হইলে ইহকাল ও
পরকালের মঙ্গল-বিধান করেন, কোন্
ব্যক্তির না তাঁহাকে পূজা করা বিধেয় ? হে
বিপ্রেন্দ্রগণ ! অধিক কি কহিব, মহেশ্বরকে
আরাধনাপূর্ব্বক যে যাহাই প্রার্থনা করে, পূর্বে
বৈশ্রবণ যেমন সর্কাতীষ্ট লাভ করিয়াছিল,
সেইরূপ সেও নিঃশঙ্কে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । ঐহাকে দর্শন, পূজা, ধ্যান, স্মরণ
বা ভক্তি করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া
থাকে, কোন্ ব্যক্তি সেই শিবকে পূজা
করিতে প্রস্তুত না হয় ? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !
শিবভক্ত চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু
ব্রাহ্মণ শিবভক্তিবিহীন হইলে চণ্ডালের

অধম । লোভ-প্রমাদাদি যে কোন কারণেই
হউক, শিবালয়ে শিব উদ্দেশে যে কোন
সংকার্য্য করিলেই পুরুষ এই পৃথিবীতে
একাধীশ্বর হইয়া থাকে । ঋযিগণ কহিলেন,—
হে সূত ! পূর্বে বৈশ্রবণ, কিপ্রকারে মহে-
শ্বরকে আরাধনা করিয়া কুবেরহ প্রাপ্ত হন,
তাহা আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন ।
সূত কহিলেন,—হে ঋযিগণ ! শিবমহাত্ম্য-
সূচক এক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, ঋণ
করুন । পুরাকালে অবন্তী নগরে সোমশর্ঘ্য
নামক এক ব্রাহ্মণজিনেন । তিনি সন্তত স্ত্রী-
পুত্রাদির কার্য্যে আপত্ত থাকিতেন । ৩৩-৪৭ ।
এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই লোভা-
ক্রান্তচিত্ত ব্রাহ্মণ, একদা ধনলভার্থ গৃহধর্ম্ম
পরত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ সমস্ত গ্রাম-নগ-
রাদি বিচরণ করিতে লাগিলেন । এদিকে
বিশালাকৌ নামে তদীয় ভার্থ্যা, ব্রাহ্মণ, গৃহ
হইতে বহির্গত হইলে পর, কামমোহিত
হইয়া যথেষ্টচারিণী হইল । অনন্তর বিধি-
নিবদ্ধ বশতঃ শূদ্রের গুরসে তাহার অতি
দ্রাষ্টাতীত্ব এক পুত্র হয়, তাহার নাম দুঃসহ ।

সৌহৃদ্য কালেন মহতা ব্যাসনোপপ্লুতোহভবৎ
সর্বৈবজ্ঞানেন্দ্রিয়াক্তঃ পরিপরিপথে স্থিতঃ ॥৫১
পূজোপকরণদ্বয়াং স কশ্মিংশ্চিচ্ছিবালয়ে ।
রজ্ঞস্তাং প্রবিবেশাৎ বাসনেন প্রসীড়িতঃ ॥৫২
যাবদীপো গুরুপ্রাণো বর্জিতোহভবৎ কিল
তাবৎ তেন দশা দত্তা দ্রব্যাবেষণকারণাৎ ॥৫৩
প্রবুদ্ধশ্চোচ্ছিতস্তত্র দেবপূজাকারো নরঃ ।
কোহয়ং কোহয়মিতি প্রোচৈব্যাধরন

পরিচাযুধঃ ॥৫৪

স চ প্রাণভয়ান্বষ্টো বিতস্তচাপি মৃতধীঃ ।
ন বিন্দন্নান্যনো জন্ম কশ্ম বাপি স্মৃত্যুখিতঃ ॥৫৫
পুরপালৈর্হতোহবস্থ্যতঃ মৃতঃ কালাদভূৎ ততঃ
গাঙ্কারবিষয়ে রাজা থ্যাতো নান্না স্মৃত্যুখঃ ॥৫৬
গীতবাদ্যরতঃ স্তম্ভো বেষ্ঠাপানরুচিভৃশ্ম ।
প্রজোপদবরুণ্যঃ সর্বধর্ম্যবহিকৃতঃ ॥৫৭
কিস্ত্বর্জয়ত্যসৌ নিত্যং লিঙ্গং রাজ্যক্রমাগতম্

সেই পুত্র কিছুকাল পরে মজ্ঞপানাদি কৃত্রিয়ায়
আসক্ত হওয়ায় সমুদয় বন্ধু বান্ধব কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়া নিত্যন্ত কুপথগামী হয় ।
একদা সে ব্যাসনব্যয়নির্বাহার্থ রজনৌযোগে
কোন শিবালয়ে পূজার উপকরণ-দ্রব্য অপ-
হরণার্থ প্রবেশ করে । ঐ সময়ে শিবালয়ের
প্রদীপটি, বর্তি না থাকায়, গতপ্রায় হইয়া-
ছিল । কিন্তু যেমন সে দ্রব্যের অহুসঙ্কানার্থ
তাছাতে বর্তি দান করিল, অমনি পূজক-
ব্রাহ্মণ জাগরিত হইয়া গাত্ৰোত্থানপূর্বক
উচ্চৈঃস্বরে “এ কে, এ কে” বলিয়া অর্গল
লইয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল ! তখন সেই
মুটমতি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল ।
সে স্বীয় কুৎসিত জন্ম বা কর্মের জন্ত কিছুমাত্র
দুঃখিত ছিল না । অনন্তর নগররক্ষকগণ
কর্তৃক ধৃত ও বিনাশিত হইয়া কালক্রমে
জয়াস্তরে গাঙ্কার-দেশে স্মৃত্যুখ নামে রাজা
হয় । সে সেই দেহেও গীত-বাণ ও বেষ্ঠা-
মজ্ঞপানাদিতে নিত্যন্ত আসক্ত, প্রজাগণের
উৎসীড়ক, সর্বধর্ম্য-বহিকৃত এবং ঘোর মূর্থ
হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বজন্মের কার্য স্মৃতিপক্ষে

পুশ্পপদ্মমূর্নৈবেদ্যগন্ধাদিত্রয়মব্রবৎ ॥৫৮
অরনং বৈ পৌরসিকং কশ্ম শিবস্তায়তনেন্ ৮ ।
দদাতি বহুশো দীপান্ বর্তিতৈলসমুজ্জলান্ ॥
কদাচিদ্ভগবাসক্তো মমারাম স বোধীবান্ ।
পূর্ষারিত্তিহঁতো যুদ্ধ ঐরাবত্যাশ্রিতে শুভে ॥
শিবপূজাপ্রভাবেণ বিশ্বস্তাশেষকিঞ্চিৎ ।
পুত্রো বিশ্ববসস্তাভূৎ সর্বধর্ম্যাকাধিপো বলী ।
কুবের ইতি ধর্ম্মাচ্ছা স্ত্রুতলীলসমবৃত্তঃ ॥ ৬১
সম্পূজ্যাস স চেশানং বিধিবৎ স্বধুনীতটে ।
স্তোত্রোণানেন তুষ্টাব ভক্ত্যা তং সর্বকামদম্ ॥
কুবের উবাচ ।

নমামাহং দেবমজং পুরাণ-
মুপেন্দ্রবেদোহমররাজজুষ্টম্ ।
শশাঙ্কস্বর্ধ্যাগ্নিসমাননৈত্র্যং
বৃষেক্ষেচ্ছং বিলয়াদিহেতুম্ ॥ ৬৩
সর্বৈবশ্রৈরকং ত্রিদশৈকবন্ধুং
ধ্যানাদিগম্যং জগতোহধিবাসম্ ।

উদিত হওয়ায় মজ্ঞাদি না জানিয়াও প্রতিদিন
গন্ধ, পুশ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা
রাজ্যক্রমাগত শিবলিঙ্গের অর্চনা করিত
এবং শিবালয়ে প্রভূত তৈল ও বর্তি দ্বারা
সমুজ্জল দীপনিচয়দানে তৎপর ছিল । অন-
ন্তর একদা সেই বোধীবান্ স্মৃত্যুখ, মৃগয়াসক্ত
হইয়া পবিত্র ঐরাবতী-নদীতটে পূর্ষশক্রগণ
কর্তৃক আহত হইয়া পঞ্চদশ প্রাণ হয় । কিন্তু
শিবপূজাপ্রভাবে নিখিল পাপপুঞ্জ হইতে
নিকৃতি পাইয়া বিশ্ববাসুনির পুত্ররূপে জন্ম-
গ্রহণ করে এবং কুবের নামে বিখ্যাত, মহা-
বলশালী, ধর্ম্মাচ্ছা, পরম সংস্কারাবাহিত ও
সমুদয় যক্ষের অধীশ্বর হয় । ৪৮—৬১ । কুবের
ভাগীরথীতীরে সর্বাভীষ্ট-কলদাতা ভগবান্
ঈশানকে যথাবিধি অর্চনাপূর্বক ভক্তিভাবে
এবং বিধিভিত্তি করিয়াছিলেন,—যিনি, জগতের
সংহারাদি কার্যের একমাত্র হেতু ; ব্রহ্মা বিষ্ণু
ও ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বার্থপর সেবা করিয়া থাকেন,
স্বার্থপর লোচনজয় চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিকুল্য ;
সেই জন্মরহিত পুরাণ-পুরুষ ব্যবহান ভগ-

তং বাহ্যদ্বাধারমনন্তশক্তিং
জ্ঞানার্ণবং হৈর্ষ্যাশুণ্যকরঞ্চ ॥ ৬৪
পিনাকপাশাঙ্কুশশূলহস্তং
কপর্দিনং মেঘসহস্রঘোষম্ ।
সকালকূটং ফটিকাভাসং
নমামি শঙ্কুভুবনৈকনাথম্ ॥ ৬৫
কপালিনং মালিনমাদিদেবং
জটধরং ভীষজ্জহরম্ ।
প্রশাসিতারঞ্চ সহস্রমূর্ত্তিং
সহস্রলীর্ণং পুরুষং বরিতম্ ॥ ৬৬
যমস্বরং নির্ভুগমপ্রমেয়ং
তং জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
দূরত্বমং বেদবিদাঞ্চ বন্দ্যং
সর্বমুহুং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৬৭
তেজোনিধিঃ বালমৃগাক্ষমৌলিঃ
নমামি রুদ্রং সুরহুগ্রবক্রম্ ।

কালেন্দ্রনং কামদমন্তসদৃশং
ধর্ম্মাসনহং প্রকৃতিদ্বয়হম্ ॥ ৬৮
অতীন্দ্রিয়ং বিবভূজং জিতারিঃ
শুণত্রয়াতীতমজং নিরীহম্ ।
মনোময়ং বেদময়ঞ্চ হংসং
প্রজাপতীশং পুরুহুতমিন্দ্রম্ ॥ ৬৯
অনাহুতৈকধ্বনিরূপমাখ্যং
ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো যতীন্দ্রাঃ ।
সংসারপাশচ্ছিন্নং বিমুক্তৈ
পুনঃপুনস্তং প্রণমামি নিতাম্ ॥ ৭০
ন যন্ত রূপং ন বলপ্রভাবো
ন চ স্বভাবঃ পরমস্ত পুংসঃ ।
বিজায়তে বিষ্ণুপিতামহাদ্যৈ
স্তং বামদেবং প্রণমাম্যচিন্ত্যম্ ॥ ৭১
শিবং সমারাধ্য যমুগ্রমূর্ত্তিং
পপৌ সমুদ্রং ভগবানগস্ত্য্যঃ ।
লেভে দিলীপোহুপাখিলাং স চোর্কীঃ
তং বিশ্বধোনিং শরণং প্রপত্তে ॥ ৭২

বান্ মহেশ্বরকে আমি প্রণাম করি । এক-
মাত্র যিনি সকলের ঈশ্বর, দেবগণের পরম-
বন্ধু, ধ্যানমাত্রগম্য, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার,
হৈর্ষ্যাশুণ্যের আকর ও জ্ঞানের অর্ণবস্বরূপ ;
ঈহার করনিকরে পিনাক, পাশ, অঙ্কুশ ও
শূল বিরাজমান হইতেছে ; ঈহার কঠরব
সহস্র-মেঘগর্জনবৎ গভীর ; ঈহার দেহপ্রভা
বিশুদ্ধ ফটিকমণির স্তায় সুনির্ম্মল এবং কঠ-
দেশে কালকূট অবাসিত ; সেই অনন্ত-শক্তি-
মান বাহ্যদ্বাধার কপর্দী কপালী ত্রিভুবনপালক
ভগবান্ শঙ্কুকে নমস্কার । ঈহার বকঃস্থলে
রুদ্রাক্ষমালা ও ভীষণ ভূজজহর দোহুল্যমান ।
ঈহার উত্তমাস্র জটাজালে জড়িত এবং যিনি
সকলেরই শাস্তা, আমি সেই সহস্রলীর্ণ সহস্র-
মূর্ত্তি প্রধান পুরুষকে প্রণাম করি । জ্ঞানিগণ,
ঈহাকে অক্ষর, নির্ভুগ, অপ্রমেয়, বেদবিদ-
গণের জ্ঞানগম্য, সকলের হৃদয়স্থ হইয়াও
দূরবর্তী, একমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ এবং পরম
পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ; ঈহার
ললাটদেশে বাল-শশধর শোভমান ; ঈহার
মুখমণ্ডল উগ্র অথচ কমনীয় ; যিনি সর্বাভীষ্ট-

দাতা, সঙ্গবিরহিত, ধর্ম্মাসনাবহিত, প্রকৃতি-
দ্বয়স্থ, অতীন্দ্রিয়, বিবভূজ, ত্রিপুরহস্তা, ত্রিগুণ-
তীত, অজ, নিরীহ, মনোময়, বেদময়, হংস-
স্বরূপ এবং প্রজাপতিরও ঈশ্বর ; আমি সেই
তেজোনিধি ভগবানকে পুনঃপুনঃ নমস্কার
করি । যোগবিৎ যতীন্দ্রগণ, যাঁহাকে অনা-
হুত ধ্বনিরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি
সংসাররূপ পাশচ্ছেদনে সুনিপুণ, যাঁহার
ঐশ্বর্যের অন্ত নাই, সর্বাঙ্গে যাঁহার আহুতি
প্রদত্ত হয়, আমি মুক্তিনাভের নিমিত্ত সতত
সেই শঙ্করকে বারংবার প্রণিপাত করি ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সুরগণও যে পরম পুরুষের
রূপ, বল, প্রভাব বা স্বভাব কিছুই পরিজ্ঞাত
হইতে পারেন না, সেই অচিন্তনীয় বামদেবকে
নমস্কার । ৬২-৭১ । ভগবান্ অগস্ত্য, যে উগ্র-
মূর্ত্তি শঙ্করকে আরাধনাপূর্বক বিপুল সাগর-
বারি পান করিয়াছিলেন এবং ভূপতি দিলীপ
নিখিল বনুচ্ছরার অধীশ্বর হইয়াছিলেন,
আমি সেই বিশ্বধোনি ভগবানের শরণ লই-

সম্পূজয়ন্তো দিব দেবসজ্জা
ব্রহ্মেশ্বরমুখ্য্য বিবিধাংশ্চ কামান ।
তং স্তোমি নোমোহি জপামি শর্কঃ
বন্দ্যেহতিবন্দ্যঃ শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭০
স্তবৈবমৌশং বিবরাম যাবৎ
তাবৎ সহস্রার্কসমানতেজাঃ ।
দদৌ স তর্পে বরদোহঙ্কারি-
বরজয়ং বৈশ্রবণায় দেবঃ ॥ ৭১
রুদ্রাধিরাজঞ্চ ততঃসিনেজো
যশস্বিনং শুভ্রং রাজমত্ৰ
ব্রহ্মাচ্যুতেজোদীনভাভিযু পদ্মো
জগাম কৈলাসমমোঘবাক্যঃ ॥ ৭২
সখ্যঞ্চ দিকৃপালপদং চতুর্গং
ধনাধিপত্যঞ্চ দিবৌকস্যাং সঃ ।
তথাধিকং তদনিন্দ্যকৌর্তিং
শ্রুত্বী বভূবাপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৭৩
দোষাচরেস্তে চ তথা দশান্তঃ
সম্পূজ্য দোষাকরচারুমোলিয ।

দোষাকরচাপ্যজিতেন্দ্রিয়শ্চ
মুক্তিং স লেভেহস্তসমস্তদোষঃ ॥ ৭৭
স্বর্গস্তা মার্গা বহবঃ প্রদীপ্তা-
স্তে কুছুসাধ্যা বহবঃ সবিদ্যাঃ ।
নিমেষমাত্রেণ মহাকলোহয়-
মুজুশ্চ পস্থাঃ স্মরণং পুরারৈঃ ॥ ৭৮
দৃষ্টে তদেবাকৃতমত্র মর্ত্যা
মাহাস্ত্র্যামৈশঃ সন্তুরাস্তুরাশ্চ ।
তাক্ষাস্ত্রযোগঞ্চ মথক্রিয়াশ্চ
যজন্ত্যতস্ত্র্যাহকমেব সর্ষে ॥ ৭৯
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্তাস্তে যে ভারতভূমিভাগে ।
স্বর্গাপবর্গান্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরহাঃ ॥ ৮০
কর্ণাণ্যসক্লিততৎকলানি
সংস্তম্ভ ক্রজে পরমাস্ত্ররূপে ।
আবাপ্য তে কৰ্ম্মমহীমন্তে
তস্মিন্ন্ময়ং যে ভূমলাঃ প্রযান্তি ॥ ৮১

লাম । স্বর্গে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ ঈশাকে
পূজা করিয়া বিবিধ অভীষিত বিষয় লাভ
করিয়াছেন, আমি সেই বন্দনীয় মহেশ্বরকে
পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তব করি এবং তদীয় মন্ত্র
জপপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম । কুবের
ভগবান্ শশাঙ্কশেখরকে এবং বিধ স্ততি
করিয়া যখন বিরত হন, তৎক্ষণাৎ সহস্রহুর্থা-
সম-তেজোময় বরদাতা ভগবান্ অঙ্ককারি
প্রত্যক্ষ হইয়া কুবেরকে বরজয় দান করি-
লেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার
চরণকমলে সতত প্রণত, যাঁহার বাক্য
অব্যর্থ, সেই ত্রিনেত্র কৈলাসনাথ, কুবেরকে
রজ্জিরাজ, শুভ্রবর্ণের অধীশ্বর এবং মহাযশ-
স্বান্ করিয়া কৈলাসধামে গমন করিলেন ।
পরে অতুল প্রভাবশালী মহাযশাঃ কুবের,
ভগবানের নিকট তদীয় সখিহ, দিকৃপাল
এবং সুরগণের ধনাধিপত্য এই অতিরিক্ত
বর প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করি-
তেছেন । নিশাচর দশানন, নিখিল দোষের

আকর ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়াও ভগবান্
চন্দ্রমৌলিকে অর্চনা করিয়া নিখিল পাতক
হইতে পরিত্রাণ লাভপূর্বক মুক্তিলাভ করি-
য়াছে । স্বর্গ-গমনের বহুল মার্গ নির্দিষ্ট আছে
সত্য, কিন্তু সে সকলই ক্লেশসাধ্য ও বিদ্র-
বহুল ; কেবল একমাত্র শিবস্মরণই নিমেষ-
মাত্রে মহাকলপ্রদ এবং সরল পথ জানিবে ।
ভগবান্ মাহেশ্বরের এই অদ্ভুত মাহাত্ম্য দৃষ্ট
হইয়া থাকে । এই নিমিত্ত সুরাসুর প্রভৃতি
বহুল মানবগণ, আত্মযোগ ও যজ্ঞাদি-কাৰ্য্য
পরিত্যাগপূর্বক শঙ্করকেই পূজা করিয়া
থাকে । ৭২—৭৯ । দেবগণ সর্ষদ এইরূপ
সঙ্গীত করিয়া থাকেন যে, যাঁহার দেবত্ব
লাভেরপর পুনরায় স্বর্গ ও অপবর্ণের মার্ধ-
বরূপ ভারতভূমিতে পুরুষদেহ প্রাপ্ত হয়,
তাঁহারই ধন্ত । ঐ ভারতভূমিতে বিমল-
চেতা মানবগণ নিকাম কৰ্ম্মের অল্পতান
করত পরমাস্ত্ররূপী মহেশ্বরে বর্ষকল সদর্পণ-
পূর্বক দেহাবশানে তাঁহাভেই লীন হইয়া

জানীয় নৈত ছি কদা বিলৌনে
 শুভপ্রদে কৰ্ম্মণি দেহবন্ধঃ ।
 প্রাসামখণ্ডে কিল ভারতাত্থে
 কুলেহকলন্তে শিবকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ ॥ ৮২
 স্তোত্রোপে যেহপি কচিদত্র ভক্তাঃ
 প্রসংস্তুবন্তি প্রমথৈকনাথম্ ।
 প্রয়াস্তি তে লোকবরেহঙ্ককারে
 পুরন্দরোদ্যোতমহাপ্রভাভাঃ ॥ ৮৩

সূত উবাচ ।

এবং বৈশ্ববণো জাতো মহাদেবপ্রসাদতঃ ।
 সৰ্বমেতদশেষেণ কথিতং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৮৪
 যঃ পঠেচ্ছৃয়াত্বাপি সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 ত্র্যম্বলোকে বসেৎ কল্পমিতি দেবোহব্রবীজ্বিঃ
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত
 শৌনকসংবাদেহঙ্করতী-গাবিত্রীসংবাদাদি-
 কথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পুনর্বক্ষ্যামি মাধৱ্য্যং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
 পঠতাং শ্রুতাং সত্যোহুবাণি হস্তি বহুত্মপি ॥ ১
 জিতারীশ্চয়ষড়্ভুগা যোগিনোহপ্যনহঙ্কতাঃ ।
 যজ্ঞস্তি জ্ঞানযোগেন শিবমাত্মধরুপিণম্ ॥ ২
 তীর্থোদকৈবিশুদ্ধা য়ে দানযজ্ঞতপোব্রতৈঃ ।
 তে যজ্ঞস্তি মহেশানং কৰ্ম্মযোগেণ সাধবঃ ॥ ৩
 লুকা ব্যাসনিম্নোহক্রান্ত ন যজ্ঞস্তি জগৎপতিম্
 অজরামরবম্মুচ্যন্তিষ্ঠান্ত নরকৌটকাঃ ॥ ৪
 শিবধাম্মরতাঃ শান্তাঃ শিবশাস্ত্ররতাঃ সদা ।
 দৈবাৎ কেহপীহ জায়ন্তে পৃথিব্যাংপুরুষোত্তমাঃ
 রূপং ন শক্যতে তস্মা সংস্থানং বা ধনাদন ।
 নিদেহুঃ প্রাণতিঃ কৈশ্চদুদ্বিঃ বাপ্যকৃতাত্মভিঃ
 ক্রিয়তাং মদ্বচঃ কর্ণে শিবে ত্বাত্মা নিযুজ্যাতাম্

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

থাকে। এই শরীরধারী আমি জানি না,
 কবে অশুভকৰ্ম্মকয়ে ভারতখণ্ডে অকলঙ্ক-
 কুলে জন্মগ্রহণপূৰ্ব্বক শিবকৰ্ম্মপরায়ণ হইব।
 এই জগতে যে সকল ভক্তগণ এই স্তোত্রে
 ভগবান্ মহেশ্বরের আরাধনা করে, তাহারা
 সুররাজ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া শিবলোকে
 গমন করিয়া থাকে। সূত কহিলেন,—
 মহাদেবের প্রসাদে হুঃসহ নামক সেই ব্রাহ্মণী-
 কুমার এইরূপে বিশ্ববাস পুত্র হইয়া ধনাধিপত্য
 লাভ করে। হে মুনিপুঙ্গবগণ! তোমাদিগের
 নিকট এই সমুদয়ই বিস্তাররূপে কীর্তন
 করিলাম। ভগবান্ ভাস্কর কহিয়াছেন, যে
 ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে
 সমস্ত পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কল্প-
 কাল পর্যন্ত ত্র্যম্বলোকে বাস করিয়া
 থাকে। ৮০—৮৫ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

সূত কহিলেন,—পুনরায় দেবদেব শূল-
 পাণির মাধৱ্য্যকথা কীর্তন করিতেছি, উহা
 পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিখিল
 পাপরাশি তিরোহিত হইয়া যায়। যাহারা
 ইন্দ্রিয়ষড়্ভুগু জয় করিয়াছেন ও যাহারা
 অহঙ্কার-বহন, ঐদৃশ যোগিগণ জ্ঞানযোগ
 দ্বারা আত্মস্বরূপ শঙ্করকে আরাধনা করিয়া
 থাকেন। যে সকল সাধুগণ দান, যজ্ঞ,
 তপস্তা, তীর্থস্থান এবং বিবিধ ব্রাহ্মচর্য্যানে
 চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহারা কৰ্ম্মযোগ
 দ্বারা মহেশ্বরকে অর্চনা করেন। লুকা ও
 ব্যাসনাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরাই শঙ্করের
 আরাধনায় বহির্ভূত। সেই সকল মুঢ়
 নরকৌট, আপনাকে জর-মরণ-বীণবৎ মনে
 করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। যাহারা শিবকৰ্ম্ম-
 পরায়ণ এবং শিবশাস্ত্ররত এরূপ মহাপুরুষ
 পৃথিবীতে দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্
 শঙ্করের রূপ ও সংস্থান নির্দেশ করিতে
 কেহই সমর্থ নহে এবং অকৃতাত্মা মানবগণ
 কোন ক্রমেই তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিতে

আদীপ্তে ভবনে কুপং ধনিত্বং নৈব শক্যতে ॥
 সত্যং বচি হিতং বচি সারং বচি পুনঃপুনঃ ।
 অসারে দম্বসংসারে সারং যচ্ছিবপূজনম্ ॥ ৮
 তদন্ত দম্বসংসারগ্রন্থেরত্যন্তগুৰ্ভিদঃ ।
 পরং নির্মূলবিচ্ছেদি ক্রিয়তাং তন্তবার্চনম্ ॥ ৯
 মনস্তাধিকি কর্মজং শক্যে যৎ প্রবর্ততে ।
 সা বাণী বাকুপতিঃ শত্ৰুঃ যা স্তোতাচ্যুতমচ্যুতা
 ভ্রবণৌ তৌ ঋতৌ যাভ্যাং ঋয়ন্তে তৎকথাঃ
 শুভাঃ ।
 পাদৌ তৌ সফলৌ পুংসাং শিরায়তনগামনৌ
 তে চ নেত্রে শুভায়ালংঘ্যাত্যাংসংদুগ্ধতে শিবঃ
 সফলৌ তৌ স্মৃতৌ বিপ্রান্তংপূজাকারিণৌ
 করৌ ॥ ১২
 তদেব সফলং কর্ম শিবমুদ্ভিষ্ট যৎ কৃতম্ ।
 সেযং লক্ষ্মীঃ পরা পুংসাংসেযংভক্তিঃ সমীহিতা

শ্রেয়ান শ্রেয়স্করী ভক্তিৰ্মুক্তেযা গিরিজাপতেঃ
 রিপবন্তং ন হিংসন্তি ন চ খাদান্ত রাক্ষসাঃ ।
 ন দশস্তি চ নাগেন্দ্রা নরং কজপরায়াণম্ ॥ ১৫
 বিপাককটুকান্ রম্যান বিষয়ান বিষসন্নিতান্ ।
 সন্ত্যজ্যারাদয়েদ্দেবং শক্যং লোকশক্যম্ ॥
 অহিংসা সত্যমন্তেয়ং দয়া ভূতেষুগ্রহঃ ।
 যশ্চৈতানি সদা বিপ্রান্তস্ত তুয্যতি শক্যঃ ॥ ১৭
 দৃঢ়া সম্পূজিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা যশ্চাভিনন্দতি ।
 তুৰ্য্যত্রিকং বা যঃ কুর্যাৎ তস্ত তুয্যতি শক্যঃ
 বায়নঃকায়কর্মেচ্ছা যন্ত ভক্তির্নহেষথেরে ।
 ব্যসনোপহতস্থাপি তস্ত তুয্যতি শক্যঃ ॥ ১৯
 যথা বিজ্ঞা হস্তিপদে পদানি
 সংলীয়ন্তে সর্কসম্বোদ্ধবানি ।
 এবং ধর্ম্মাঃ শিবধর্ম্মে তু সর্কৈ
 সংলীয়ন্তে নাত্ চিত্রং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ২০

সকম হয় না। আপনারা আমার কথা
 শুধুন, এই বেলা মহেশ্বরে আত্মসমর্পণ
 করুন; কারণ গৃহ প্রজ্বলিত হইলে, আর
 কুণধননে কাহারও সামর্থ্য থাকে না। আমি
 পুনঃপুনঃ যাহা সত্য, যাহা হিতকর এবং যাহা
 সকলের সার, তাহাই বলিতেছি—এই
 অসার দম্ব-সংসারে কেবলমাত্র শিবপূজনই
 সার। অতএব এই চুশ্চেন্দ্র্য দম্ব-সংসার-
 বন্ধনের সমুলোচ্ছেদক শঙ্করারাদনায় নিযুক্ত
 হউন। সেই চিন্তকেই সদসংকর্ম্মজ্ঞ জানিবে,
 যে চিন্ত সেই ভগবানে অহুরক্ত। যে বচন
 দ্বারা বাকুপতি শত্ৰুর ভতিকীর্জন হয়, তাহাই
 অশ্লিলিত বাক্য। যে ঋতিবৃগল কল্যাণকর
 শিবকথা জ্ঞাপন করে, তাহাই ধন্ত। যে পদ-
 দ্বয় শিবায়তনে গমন করে, তাহাই সার্থক-
 জন্ম। যে নয়নে ভগবান্ মহেশ্বর দৃষ্ট হন,
 তাহাই মঙ্গলজনক এবং যে হস্তে তিনি
 পূজিত হন, সেই হস্তদ্বয়ই সকল। হে বিপ্র-
 গণ! অধিক কি কহিব, ভগবান্ শিবের
 উদ্দেশে যাহা কিছু কার্য্য অমুষ্ঠিত হয়,
 তাহাই সার্থক জানিও। ভগবান্ মহেশ্বরে
 যে ভক্তি, তাহাই পরম সম্পদ, তাহাই পরম

সমীহিত এবং তাহাই পুরুষের মুক্তি অপেক্ষা
 শ্রেয়স্করী ১১—১৪। কোন শর্ত্তই শিবভক্তের
 অহিতাচরণে সমর্থ হয় না, নিশাচরগণ তাঁহাকে
 ভক্ষণ করিতে পারে না এবং ভূজঙ্গমনিচয়
 তাঁহাকে দংশন করিতে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে।
 এজন্ত আপাত-রম্যা পারণাম-বিরস বিষয়-
 ভোগকে বিষবৎ পরিত্যাগপূরক সর্কজন-
 কল্যাণকারী ভগবান্ শঙ্করের আরাধনাই
 মানবগণের কর্তব্য। হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি
 কাহাকেও হিংসা করে না, সতত সত্যবাদী,
 পরস্বাপহরণে বিমুগ্ধ, সকলের প্রতি দয়াপর-
 বশ এবং সমভূতে অন্নগ্রহকারী, ভগবান্
 শঙ্কর তাহার প্রতিই তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি
 সম্পূজিত শিবলিঙ্গ দর্শনে ভক্তিভাবে ভক্তি
 বা নৃত্য গীত করে, ভগবান্ তাহার প্রতি
 প্রসন্ন হন। যে মানব কায়মনোবাক্যে
 মহেশ্বরকে ভক্তি করে, সে ব্যসনা-
 সক্ত হইলেও তাঁহার প্লিয়। বিজগণ!
 হস্তিপদ-চিহ্নে যেমন অস্তান্ত সমস্ত প্রাণীরই
 পদচিহ্ন বিলীন হয়, তজ্ঞপ, হে মুনীন্দ্রবৃন্দ!
 নিবিল ধর্ম্মই যে শিবধর্ম্মে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া

অগ্নাশ্রয়ানল্পকলাংস্তরাংশ
 ধর্ম্মানন্তান প্রাহুরিহ দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
 মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং
 বদন্তি সন্তঃ শিবধর্ম্মমেকম্ ॥ ২১
 সর্গে বর্ণা দেবদেবস্ত শস্তোঃ
 পূজাং কৃত্বা সত্যবাক্যানি চোক্তুণা
 ত্যাক্তা ধর্ম্মং দারুণং মর্ত্যালোকে
 যান্তি স্বর্গং নাত্র কার্যো বিচারঃ ॥ ২২
 যে বামদেবঃ হি যজন্তি নিত্যং
 সদ্বৃন্তলীলাঃ কিল লিঙ্গমুত্তম ।
 তে ধ্বন্তদোষা হি ভবন্তি মর্ত্যা
 ভবান্তুরাশিঃ বিসমং তরন্ত তে ॥ ২৩
 তৈরিত্যে বিবিধৈর্ধ্বজৈর্দেহিপিভূমানবঃ ।
 তর্পিতাঃ স্যুর্জগদ্ধেতুর্ধৈরিত্যে ভগবান্ ভবঃ
 পর্কতান্ দশ যদ্বদ্বা মহানানি যোড়শ ।
 ধেনুশ্চ দশ যদ্ দ্বা তদ্ দৃষ্ট্বা লিঙ্গমাধুয়াৎ ॥ ২৪
 শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তোহন্তেভু
 সুরেষু সঃ ।

থাকে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।
 হে দ্বিজেন্দ্রনিচয়! পণ্ডিতেরা অপর অখিল
 ধর্ম্মকেই অগ্নাশ্রয় ও অল্পফলজনক কহিয়াছেন,
 কেবল এক শিবধর্ম্মকেই মহাশ্রয় ও মহাফল
 জনক বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণাদি
 সমস্ত বর্ণই এই মনুষ্য-লোকে অন্তবিধ
 কঠোর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য সত্য-
 কথন ও শব্দের পূজা করিয়া যে স্বর্গে গমন
 করে, এ বিষয় অণুমাত্র বিচার্য্য নহে। যে
 সকল মানব, সংস্রভাবাপন্ন হইয়া, প্রতিদিন
 লিঙ্গমুত্তি মহাদেবের পূজা কবে, তাহার পাপ-
 মুক্ত হইয়া, অনায়াসে বিষম সংসার-সাগর
 উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা ভগবান্ ভবের
 পূজা করে, তাহাদিগের অখিল যজ্ঞানুষ্ঠানের
 কল হয় এবং তাহার সমুদয় দেবতা, ঋষি,
 পিতৃগণ ও মনুষ্যাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া
 থাকে। দশসংখ্যক পর্কতদান, যোড়শ-
 সংখ্যক মহাদান এবং দশসংখ্যক ধেমদান
 করিলে যে কল হয়, কেবলমাত্র শিবলিঙ্গ

স্বপত্নীঃ যুবতীঃ ত্যাক্তা যথৈবাত্মানু রজ্যতে ।
 ব্যাঞ্জনোপি হি যে কুর্য্যুঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম
 শিবালয়ে ।
 ন তে যাত্তীহ নরকং পাপাত্মানোহপি মানবঃ
 সম্বর্জ্জনাদিকর্ত্তারো মার্গশোভাকরাশ্চ যে ।
 তেহবস্ত্রাং পৃথিবীপালা ভবন্তি ত্রিদশোপমাঃ ।
 অশ্মিন্নর্থে পুরাবৃত্তং তচ্ছ্রুধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 যক্ষুহ্মা প্রাণিনঃ প্রায়ো ন মোহমুপযান্তি তে ।
 স্বায়ম্ভুবোহন্তরে স্বাসীদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
 পঞ্চালবিষয়ে বিপ্রা নরবর্ষ্মেতি বিজ্ঞতঃ ॥ ৩০
 দৈবমজ্জবিহুৎসাহশক্তিযুক্তঃ প্রতাপবান্ ।
 যডুভগ্যবিম্বহাসবঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিতঃ ॥
 তস্তা ভাষ্যাসহস্রাণাং দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ।
 দশানামগ্রমহিষী সুদেবীত্যভিবিজ্ঞতা ॥ ৩২
 সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন শচীব বরবর্ণিনী ।

দর্শনেই তাহা হইয়া থাকে। স্বীয় যুবতী
 পত্নী পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর রমণীতে আসক্ত
 মানব যেরূপ অববেকী, তজ্জন যে নৃপতি
 শিবভক্ত না হইয়া, অন্ত দেবতায় ভক্তিমান
 হয়, তাহাকেও তাদৃশ জানিবে। যে সকল মানব
 ছল কারয়াও শিবালয়ে যৎকিঞ্চিৎ সংকর্ম্ম
 করে, তাহার পাপাত্মা হইলেও নরকগামী
 হয় না। যাহারা শিবালয়-সম্বর্জ্জনাদি করে,
 কিহা শিবালয়-পথের সংস্কার করে, তাহার
 অমরোপম মহাপাল হইয়া থাকে। হে
 দ্বিজোত্তমগণ! এই বিষয়ে এক ইতিবৃত্ত বলি-
 তেছি, শ্রবণ করুন। উহা শ্রবণ করিলে
 প্রায়ই প্রাণিগণের মোহান্ধকার তিরোহিত
 হইয়া যায়। ১৫-২৯। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পঞ্চাঙ্গ
 দেশে নরবর্ষ্মা নামক এক পরম ধার্ম্মিক রাজা
 ছিলেন। তিনি সমুদয় দৈবাস্ত্র-বিষয়ে পার-
 দশী, উৎসাহ-শক্তি সম্পন্ন, প্রতাপশালী,
 সন্ধি প্রভৃতি যডুভগবেত্তা, মহাবল, পরাক্রান্ত
 এবং সত্য সহস্র-বদনে বাধ্যলাপ করিতেন
 বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার দশ সহস্র ভাষ্যার
 মধ্যে সুদেবী নামে এক পরম রূপলাগ্যবতী
 প্রধান মহিষী ছিলেন। শচীতুল্য সর্ব্ব

ভৰ্জুচাপি শ্রিয়া সাধ্বী চন্দ্রকান্তিসমপ্রভা ॥ ৩০
করোতি প্রত্যাহং রাজ্ঞী ভূমিসম্মার্জনাতিভিঃ ।
দ্বারশোভাঃ মার্গশোভাঃ শিবস্তায়তনে শুভে
তাং তথাভিরতাং দৃষ্ট্বা তস্মৈ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ
পপ্রচ্ছৎ স তবঙ্গীং গালবো বহুসংস্থিতাম্ ॥
ব্রুহি সূক্ত মহাভাগে কিমর্থঃ হরমন্দিরে
সম্মার্জনরতা নিত্যমন্তকম্পরাস্মুগী ॥ ৩১
সৈবমুক্তা তন্না তেন মুনির্না বিনয়াম্বিতা ।
প্রহস্তাহ বিশালাক্ষী মুনীন্দ্রং গালবং প্রতি ॥ ৩২
ন মেহস্তত্র পরা ভক্তির্যথা সম্মার্জনাতিম্ ।
তবাহং কথয়িষ্যামি পুরা কৰ্ম্ম কৃতং ময়া ॥ ৩৮
পূৰ্ব্বেমাসমহং গৃধ্রী পক্ষিণী বোমচারিণী ।
কলাদিভ্রমমাণা তু গত্বা কিকিঙ্ক্যপৰ্বতম্ ॥ ৩৯
সিক্তবিত্তাধরাকৌণং হেমকূটী বাপরম্ ।
আশ্চর্য্যবদ্বিরাবাধং খলিজং যত্র ভিত্তিতি ।
যস্ত সন্দর্শনাদেব স্বর্গং যান্তি মনৌষিণঃ ॥ ৪০

সুলক্ষণসম্পন্ন; চন্দ্রকান্তি-সমপ্রভা, সাধ্বী,
পতিশ্রিয়া, বরবর্ণিনী উক্ত রাজ্ঞী সুরদেবী,
প্রত্যাহ ভূমিসম্মার্জনাতি দ্বারা শুভ শিবায়ত-
নের দ্বার ও মার্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেন ।
একদা রাজপুরোহিত মুনিবর গালব, নির্জনে
সুরদেবীকে তাদৃশ কার্য্যে রত দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি সূক্ত ! মহাভাগে !
তুমি কি জন্ত অস্ত্র কৰ্ম্ম পারিত্যাগ করিয়া,
প্রতিদিন শিবমন্দির-সম্মার্জন করিয়া থাক ?
গালব মুনি এইরূপ কহিলে, আয়তলোচনা
সুরদেবী হাস্ত করত বিনয়সহকারে তাঁহাকে
কহিলেন,—সম্মার্জনাতি কার্য্যে আমার যেরূপ
অহুরাগ, এরূপ আর কিছুই নহে । আমি
পূৰ্বে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহা আপনাকে
বলিতেছি । আমি পূৰ্বে আকাশচারিণী
গৃধ্রিনী পক্ষিণী ছিলাম । একদা ভ্রমণ করিতে
করিতে কিকিঙ্ক্য পৰ্বতে উপস্থিত হই । উহা
দ্বিতীয় হেমকূটের স্থায় পরম রমণীয়, বাধা-
শূন্ত এবং সিক্ত ও গন্ধধ্বংসে সমাকীর্ণ । ঐ
স্থানে খলিজ নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন ।
মনৌষিগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়াই সুরপুরে

সম্পূজ্যাত তমেবেশঃ পুণৈধু পাকতাদিভিঃ ।
জন্তং কেনাপি তৎপার্শ্বে নৈবেজ্যং যৎ
তদৈব হি ॥ ৪১
তদালাতুং সমাগত্য লিঙ্গং কৃৎবা প্রদক্ষিণম্ ॥
ক্ষুধার্ভাহং মহাভাগ নৈবেজ্যে তু কৃতোদ্যমা ।
ক্রমাৎ তদ্বাগ্রহীদ্বিপ্র পক্ষাভ্যাং
পাণ্ডুমার্জনম্ ।
কৃতং দেবস্ত পুরতো দৈবযোগ্যং ক্রমাৎ ততঃ
তাবৎ তত্র সমাগত্যস্তস্ত দেবস্ত পূজকঃ ।
উদগাহং ততঃ কালানুযাত জাতা বাসোগৃহে ॥
নৃবর্শ্বেণ চ তেনাহং প্রদত্তা প্রথমা বধুঃ ।
দশরাজ্যসহস্রাণামুত্তমা তৎপ্রভাবতঃ ।
মাত্তা চ দয়িতা রাজ্ঞঃ পুত্রপৌত্রসমধিতা ॥ ৪৫
অকামাদীশ্বরগারে কৃতৈবং পাণ্ডুমার্জনম্ ।
দুহিতাহং বসোজ্ঞাতা রজ্জো জাতিশ্রয়া তথা ॥
কামাৎ সম্মার্জনং কৃৎবা ভবিষ্যামি ন বেদ্যি তৎ

গমন করিয়া থাকেন । কোন ব্যক্তি সেই
লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে বিবিধ পুষ্প, ধূপ ও অক্ষ-
তাদি দ্বারা পূজা করিয়া, তৎপার্শ্বে নৈবেদ্য
রাখিয়া গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে
আমি ক্ষুধার্ভ হইয়া তাহা ভক্ষণ করিবার
জন্ত লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করত নৈবেদ্য গ্রহণে
উদ্যত হইলাম । হে মহাভাগ বিপ্র ! তখন
মদীয় পক্ষবায়ুতে ভগবানের সম্মুখস্থ ধূলি-
পটল অপস্থত হইল । অনন্তর দৈববশতঃ
ক্ষণকাল মধ্যে তথায় সেই পূজক উপস্থিত
হওয়ায়, আমি গগনমার্গে উড্ডীন হইলাম ।
তৎপরে কালক্রমে যুতায়ুখে পতিত হইয়া
পুনরায় বহুগৃহে জয়গ্রহণ করিয়াছি এবং
সেই বসুরাজ্যই আমার নরবর্শ-করে জ্যেষ্ঠ
পত্নীরূপে সমর্পণ করিয়াছেন । আমি সেই
পূৰ্ব্বকৃত-কৰ্ম্ম-প্রভাবেই রাজার দশ সহস্র
পত্নীর মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধানা, মাত্তা, শ্রিয়া ও পুত্র-
পৌত্রাধিতা হইয়াছি । ৩০-৪৫ । আমি যখন
অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক শিবালয়ে এইরূপ পাণ্ডুমার্জন
করিয়া বসুরাজ্যের দুহিতা ও জাতিশ্রয়া
তখন না জানি, ইচ্ছাপূৰ্ব্বক করিয়া কি হইবে ?

এবমুক্তস্তথা রাজ্যা প্রকৃষ্টতামখ্যাবৌৎ ॥ ৪৭
 সমারাম্য সুরেশানং সৰ্বদং ত্রিপুরাস্তকম্ ।
 কিমাস্কধ্যং গুণাবাসে যদেতৎ প্রাপ্তবতাসি ॥
 চক্ষুযা প্রেক্ষণৈকৈব নমনঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ।
 লিঙ্গমূৰ্ত্তেঃ শিবৈশ্চৈব রাজ্যাবাস্তিকরং স্মৃতম্ ॥
 জ্ঞাতিস্মরহমৈশ্চধ্যং বিদ্যাজ্ঞানং প্রজাসুখম্ ।
 অজ্ঞানান্ধাভয়াধাপি দুষ্টেবেহ মহেশ্বরম্ ॥ ৫০
 নান্নাপি নরকচ্ছেদঃ স্মরণাদেববুধং পদম্ ।
 পূজনাদ্যস্ত নিরূপণং তমোশং কো ন সংশয়েৎ
 কলং প্রসাদাজ্জায়েত ক্রবং কালেন দেহিনাম্
 অর্থিনাস্থখিলান্ কামান্ সদাঃ ফলতি শক্ভবঃ
 শার্ঠ্যোনাপি নরা নিত্যং যে স্মরন্তি মনোপরম্ ।
 তেহপি যান্তি তনুং ত্যক্তা শিবলোকমনাময়ম্
 চরাচরজ্ঞরোরস্ত শস্তোরমিততেজসঃ ।
 ন কৃত্বা যৈদৃঢ়া ভক্তিবিকি হস্তে স্মৃটং জনাঃ ॥ ৫৪

গালবকে রাজ্যে এইরূপ কহিলে, তিনি পরম
 ছুটিচিন্তে বলিলেন,—হে গুণাবাসে ! কি
 আশ্চর্য ! তুমি সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদ সুরেশ্বর
 ত্রিপুরারিকে তাদৃশ আরাধনা করিয়াই এবং—
 বিধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছ ? হে মুনিগণ !
 শিবলিঙ্গ দর্শন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদ-
 ক্ষিণ করিলেই, জন্মান্তরে রাজ্য হয়। অধিক
 কি, এই জগতে অজ্ঞান বা ভয় বশতঃ মহে-
 শ্বরকে সন্দর্শন করিলেও জ্ঞাতিস্মর, ঐশ্বর্য,
 বিদ্যা, জ্ঞান, পুত্র-পৌত্র ও পরম সুখ লব্ধ
 হইয়া থাকে। যাহার নাম মাত্রেই নরক-
 নিবারণ, স্মরণ মাত্রে দেবত্ব-প্রাপ্তি এবং
 অর্চনা করিলে নিরূপ-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়,
 কোন্ ব্যক্তি না তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করবে ?
 দেহিগণের শিবপ্রসন্নতার কল অবশ্যই সময়ে
 কলিয়া থাকে। তিনি ফলপ্রার্থী মানবগণের
 অভীষ্ট বিষয় সদাই প্রদান করেন। যে সকল
 ব্যক্তি শঠতা করিয়াও প্রতিদিন মহেশ্বরকে
 স্মরণ করে, তাহারও দেহত্যাগান্তে
 অনাময় শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা
 অমিতশক্তি চরাচরজ্ঞ শক্ভবের প্রতি ভক্তি
 বিহীন, তাহার নিশ্চয়ই বঞ্চিত ; যে সকল

প্রমাদেনাপি যৈঃ কাপি প্রণামঃ শূলিনঃ কৃত্তঃ
 কল্পান্তেহপি ভবগ্রহির্ন তেভ্যঃ জায়তে পুনঃ
 তাবদ্ভ্রমন্ত সংসারে শোকমোহপরায়ণাঃ ।
 নার্করন্তি বিরূপাক্ষং যাবদেব শরীরিণঃ ॥ ৫৬
 ইতিহাসপুরাণাদিশিবপুস্তকবাচনম্ ।
 যে দুৰ্ঘ্যাঃ সুরুদপ্যেবং ভক্ত্যা শৃংখ্তি যেনরাঃ ॥
 ব্রতোপবাসদানেষু তীর্থনানেষু যৎকলম্ ।
 তৎ তেভ্যঃ স্মার সন্দেহ ইত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥
 বিনষ্টলোভা বিষয়েষু নিঃস্পৃহাঃ
 প্রসন্নচিত্তাশ্চ শিবার্চনোদ্যতাঃ ।
 ব্রজন্তি শস্তোঃ পরমং সনাতনং
 নিরাময়ং যৎ প্রবদন্তি সুরয়ঃ ॥ ৫৯
 কুলং পবিজঃ পিতরঃ সমুদ্ভূতা
 বস্তুস্বরা তেন চ পাবিতা দ্বিজাঃ ।
 সনাতনোহনাদিরনন্তব্রহ্মহো
 হাদি স্থিতো যন্ত সদেব শক্ভবঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি ত্রিভঙ্গপুরাণোপপুরাণে ত্রীদোরে স্ত-
 শোনকসংবাদে সুদেব্যুপাখ্যানং নামাষ্ট-
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্যক্তি অজ্ঞানতা বশতও কোন কালে মহে-
 শ্বরকে নমস্কার করে, কল্পান্তকালেও আর
 তাহাদিগের সংসারবন্ধন হয় না। জীবগণ
 যে পর্যন্ত না ভগবান্ বিরূপাক্ষকে অর্চনা
 করে, তাবৎ কালই শোক-মোহাদিতে ক্লিষ্ট
 হইয়া, সংসারক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে।
 যাহারা ভক্তিসহকারে একবার মাত্র শিব-
 মাহাত্ম্যম্ ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ বা শ্রবণ
 করে, ভগবান্ পরমেশ্বর বলিয়াছেন, তাহা-
 দিগের নিখিল ব্রত, উপবাস, দান ও তীর্থ-
 স্নানের ফল হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই।
 যাহারা লোভবিহীন, বিষয়ে অনাসক্ত, সত্য
 প্রসন্নচিত্ত এবং শিবপূজায় তৎপর, জ্ঞানিগণ
 বলিয়া থাকেন, তাহার ভগবান্ শক্ভব পরম
 সনাতন নিরাময় স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
 হে দ্বিজগণ ! যাহার হৃদয় মধ্যে সত্য
 অনাদি অনন্তমূর্ত্তি সনাতন শক্ভব বিদ্যাজ
 করেন, তাহার কুল পবিজ হয় ও পিতৃগণ

একোনপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পার্বত্য্যঃ শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং লোমহর্ষণ
জ্ঞান সা যথা দৈত্যান্ রক্তান্নরপুরোগমান ॥

সূত উবাচ ।

প্রণিপত্য মহাদেবীঃ শঙ্করাঙ্কশরীরিণীম্ ।
মহেন্দ্রাণীশ্বরভূতাং ভক্তান্নগ্রহাকারিণীম্ ॥ ২
একাক্ষরীতি বিখ্যাতা ব্রাহ্মী দাক্ষয়ীতি য়া ।
উমা হৈমবতী হুর্গা সত্যী মাতা মহেশ্বরী ॥
আর্য্যাস্বিকা মৃড়ানী চ চণ্ডী নারায়ণী শিবা ।
মহালক্ষ্মীর্জগন্মাতা কালিকা মেনকাঙ্কজা ॥ ৪
নানারূপধরা সৈবমবতীর্ঘৈব পঞ্চমতী ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় নিম্নস্তী দৈত্যদানবান্ ॥ ৫

অধোগতি হইতে নিস্তার পান এবং সে
বনুচ্চরকে পবিত্র করিয়া থাকে । ৪৬—৬০ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে লোমহর্ষণ সূত !
আমরা ভগবতী পার্বত্যীর মাহাত্ম্য শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি, তিনি যেরূপে রক্তান্নর
প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন,
তাহা ব্যক্ত করুন । সূত কহিলেন,—হে
ঋষিগণ ! আমি মহেন্দ্রাণী প্রভৃতির বন্দ-
নীয়, ভক্তান্নগ্রহকারিণী, শঙ্করাঙ্কশরীরিণী
সেই মহাবেবীকে নমস্কারপূর্ব্বক তদীয় মাহাত্ম্য
কথা কীর্ত্তন করিতেছি । তিনি জগতে একা-
ক্ষরী, ব্রাহ্মী, দাক্ষয়ী, উমা, হৈমবতী, হুর্গা,
সত্যী, মাতা ও মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা ।
ঠাণাকেই সকলে আর্য্য, অস্বিকা, মৃড়ানী,
চণ্ডী, নারায়ণী, শিবা, মহালক্ষ্মী, জগন্মাতা,
মেনকাঙ্কজা ও কালিকা বলিয়া কীর্ত্তন
করেন । সেই পার্বত্যী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নানা-
রূপে অবতীর্ণ হইয়া দানবগণকে বিনাশ

পরমাত্মা যথা ক্রত্ব একোহপি বহুধা দ্বিতঃ ।
প্রয়োজনবশাদেবী সৈকাপি বহুধা তবেৎ ॥ ৬
আসৌজ্ঞানুরো নাম মহিষস্ত সূতো বলী ।
মহামায়া মহাবাহুহিরণ্যাক ইয়াপয়ঃ ॥ ৭
স বিজিত্য সুরান্ সর্গান্ বিষ্ণুশ্রাণিপুরো-
গমান্ ।

ত্রৈলোক্যেহস্মিন্ নিরাতঙ্কশক্রে রাজ্যং
প্রতাপবান্ ॥ ৮
তত্শ্রুতে মজ্জিগ্গশাসন কুজাঙ্কানো মদোৎকটাঃ ।
ত্রয়স্বিশাদুজশ্রেষ্ঠাঃ সহস্রাক্ষৌহিণীযুতাঃ ।
সিংহস্কন্ধা মহাকায়া হুয়াঙ্কানো মহাবলাঃ ॥ ৯
ধূম্রাক্ষা ভীমদংষ্ট্রশ্চ কালপাশো মহাহম্বঃ ।
ব্রহ্ময়ে যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীয়ে বালয় এব চ ॥ ১০
বিদ্যাম্বালী চ বজ্রকঃ শঙ্কুরণো বিভাবনুঃ ।
দেবাস্তকো বিধর্ম্মশ্চ হুভিকঃ ক্রুর এব চ ॥ ১১
হয়গ্রীবোহশ্বকর্ণশ্চ কেতুমান্ বুযভো গজঃ ।
শলভঃ শরভো ব্যাঘ্রো নিকুন্তো মণিকো বকঃ
সূর্য্যকো বিষ্ণুরো মালী কালো দণ্ডশ্চ কেরলঃ

করিয়া থাকেন । পরমাত্মা ভগবান্ ক্রত্ব
যেমন এক হইয়াও নানারূপে বিরাজ করেন,
তদ্রূপ তিনিও প্রয়োজন বশতঃ বহুধা প্রকাশ
পাইয়া থাকেন । পূর্বে মহিষানুরের পুত্র
রক্তান্নর নামে দ্বিতীয় হিরণ্যাক্ষবৎ এক
মহামায়াবী মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু অনুর
ছিল । সেই প্রতাপবান্ রক্তান্নর, ইন্দ্র
উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে জয় করিয়া নিঃশঙ্ক-
চৈতে ত্রিভুবনে রাজত্ব করিত । ১—৮। হে
ধ্বজশ্রেষ্ঠগণ ! ধূম্রাক্ষ, ভীমদংষ্ট্র, কালপাশ, মহা-
হম্ব, ব্রহ্ময়, যজ্ঞকোপ, স্ত্রী, বালয়, বিদ্যাম্বালী,
বজ্রক, শঙ্কুরণ, বিভাবনু, দেবাস্তক, বিধর্ম্ম,
হুভিক, ক্রুর, হয়গ্রীব, অশ্বকর্ণ, কেতুমান,
বুযভ, গজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুন্ত,
মণিক, বক, সূর্য্যক, বিষ্ণুর, মালী, কাল, দণ্ড
ও কেরল নামে তাহার ত্রয়স্বিশংসংখ্যক
মন্ত্রী ছিল । উহার সকলেই ভীষণস্বভাব,
মদমত্ত, সিংহস্কন্ধ, মহাকায়া ও মহাবলপর-
াক্রান্ত এবং প্রত্যয়েই সংগ্রহ অক্ষৌহিণী

স কদাচিৎ সমাসীনো দৈত্যাকোটিসমাবৃতঃ ।
সদন্তধাত্রবীদৈতান দানবান সনরাংস্তথা ॥১৪
মাং যজ্ঞধ্বং স্ববধক পূজ্যোহং ভবতাং সদা
যন্ত দেবান্ সমাতিষ্ঠেৎ স গচ্ছেদধাতাং মম ॥
দানবজ্ঞোপবাসাংস্ত ত্যক্তা দেববিদর্শিতান্ ।
প্রত্যক্ষসোধ্যান্ ভুঞ্জীধ্বং যথেষ্টং সুরযোষিতঃ
ইতি দৈত্যৈশ্চবাক্যেণ নষ্টা যজ্ঞক্রিয়ান্ততঃ ।
নাধীরস্তে তদা দেবান পূজাস্তে চ দেবতাঃ ॥
উৎসবান প্রবর্তন্তে সর্মমাসীৎ তদানুরম্ ।
ধর্ম্মদীনস্ততো লোকো স্নেচ্চাকুল ইবাববৎ ॥১৮
ধর্ম্মনাশাৎ সুরেন্দ্রস্ত বসুধানিরজায়ত ।
জ্যাহ্না হীনবলং শক্রং দানবাস্তং সমাশ্রবন্ ॥১৯
সোহভিভূতোহসুরৈর্গাঢ্যাক্রারাজ্যকদেবরাট
বৃহস্পতিমুপাগম্য বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২০
রক্তানুরাত্মমুক্তাতা দৈত্যাঃ কোটিসহস্রণঃ ।

সৈন্ত । একদা সেই রক্তানুর, দানবকোটিতে
পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে আসীন আছে,
এমত সময়ে মনুষ্যাগণসময়িত দৈত্য-দানব-
গণকে কহিল,—তোমরা আমারই পূজা ও
আমাকেই স্তুতি করিবে। আজ হইতে যে
ব্যক্তি দেবতার অর্চনা করিবে, সে আমার
বধ্য হইবে। দেববিগণ! নির্দিষ্ট দান,
যজ্ঞ ও উপবাসাদি কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক
প্রত্যক্ষ-সুখকর যথেষ্ট সুরাভক্ষ্য উপভোগ
সুখে কালহরণ কর। দৈত্যেন্দ্রের ঈদৃশ
বাক্যে সমুদয় যজ্ঞাদি কার্য্য, বেদাধ্যয়ন,
দেবপূজা ও উৎসব সমস্তই বিনষ্ট হইল।
তৎকালে নিখিল জগৎই অসুরভাবাপন্ন
হইয়া উঠিল। সকলেই ধর্ম্ম-বহীন হওয়ায়
স্নেহময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।
এইরূপে ধর্ম্ম-লোপহেতু ক্রমে সুররাজের
বলহানি হইল। অনন্তর দানবগণ, ইন্দ্রকে
হীনবল জানিয়া তাঁহাকে আক্রমণার্থ ধাবমান
হইতে লাগিল। পরে দেবরাজ, অসুর-
বিক্রমে অভিভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক বৃহস্পতির নিকট গমন করত কহিলেন,
ওহো! রক্তানুরের আদেশানুসারে কোটি

আবাধস্তে অ সর্ব্বত্র মঘধার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২১
ন স্বাত্মমত্র শক্রেমি ন গন্ত্য তৈশ্চভিক্রতঃ ।
সর্ব্বথা যোদ্ধুমচ্ছাম যদ্যাব্যং তন্তবিষ্যতি ॥২২
নশ্রুতো যুধাতো বাপি তাবন্তবতি জীবিতম্ ।
যাবৎ প্রমাটি ন বিধির্ভালেহস্ত লিখিতাঙ্গরম
জয়মাশংস মে ব্রহ্মন যোৎস্নেহহমরিভিঃ সহ ।
মুহূর্ত্তং জ্লিগিতং শ্রেয়ো ন তু ধ্মায়িতং চিরম্ ॥
ধিক্ তন্ত জীবিতং পুংসঃ শক্রগামাততায়িনাম্
অপকর্তুমশক্তো যো জীবামৌত্যধিগচ্ছতি ॥২৪
কস্মাদিতং কিংনস্বর্ঘ্যং মমায়ত্তক পৌরুষম্ ।
তস্মাদবুধঃ কারয়ামি ধ্রুং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি
শ্রুত্বৈবং মঘবদ্বাক্যং বাচস্পতিরথাত্রবাৎ ।
ন কালো বিগ্রহস্থায় কিং কোপেন শচীপতে
ন চ খেদস্তদ্বা কার্য্যঃ কার্য্যাণাং গতিরদ্রুদী ।

কোটি দৈত্যগণ নিঃসন্দেহ আমাকে বিনাশ
করিবার জন্ত সর্ব্বত্র উৎপীড়ন করিতেছে।
আমি অসুরগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এখানে
থাকিতেও পারিতেছি না এবং অন্ততঃ গমন
করিতেও সমর্থ হইতেছি না। এজন্ত আমি
সম্যকরূপে সংগ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি;
আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।
বিধাতা যাবৎকাল না ললাটলিপি প্রমার্জন
করেন, তাবৎকালই মুমূর্ষু বা যুধ্যমান
ব্যক্তির জীবন। হে ব্রহ্মন! আপনি জয়-
প্রার্থনা করুন, আমি অরাতিগণের সহিত
সংগ্রাম করিব। কারণ, মুহূর্ত্তকালও প্রজ-
লিত হওয়া ভাল, তথাপি চিরদিন ধ্মায়িত
থাকা শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্তি আততায়ী
শক্রগণের প্রতিবিধানে অক্ষম হইয়া আপ-
নাকে জীবিত মনে করে, তাহার জীবনে
ধিক্। ঐশ্বর্য্য নিঃসন্দেহ কস্মায়ত্ত, কিন্তু
পৌরুষ আমার অধীন। একারণ সময়
করিবই করিব এবং মঙ্গলও নিশ্চয় হইবে।
১—২৬। বৃহস্পতি, দেবরাজের ঈদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে শচীপতে! ইহা
সংগ্রামের সময় নহে। অতএব ক্রুদ্ধ হইলে
কি হইবে! তুমি খেদ করিও না, কার্য্যের

দবাস্তবস্তি ভূতানাং সম্পদো বিপদোহপি বা
দশক্তিং পরশক্তিঞ্চ যাড্ গুণ্যবিদূদারধীঃ ।
দেশকালবলোপায়ান্ জ্ঞাত্য বিগ্রহমাচরয়েৎ ॥ ১০
দেশকালবিহীনানি কৰ্ম্মাণি বিপরীতবৎ ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবিরপ্ররতেষি ॥ ১১
সম্যগ্জ্ঞাতশাস্ত্রার্থে রাজা বিজয়মাচরয়েৎ ।
সপ্তাঙ্গরাজ্যক্রাণঞ্চ বুদ্ধা বারিবিগ্রহম্ ।
কুর্যাদেবাস্তথা নাশমুপযাতি শচীপতে ॥ ১২
বিশ্বাসয়তি ভূতানি চ বিশ্বসতে কচিৎ ।
হিদ্বেষু যোহব্রহ্মচ্ছত্রং স রাজ্যং মহদশুভে ॥
সাম্প্রতং বন্ধমুলোহসৌ হ্রং দৈবানবলোকিতঃ
অতো যুদ্ধাবকাশং তে ন পশ্যামি শতক্রতো ॥
মৎসহায়ান্ চ যে শূরাঃ শক্তিমন্তো নিরুৎসুকাঃ
দুর্দ্ধবানপি তে শত্রুনাং জয়ন্ত্যেব সদা নৃপাঃ ॥ ১৪
পুরোধৈসেবমুক্তস্ত পুনরাহ পুরন্দরঃ ।

গতিই এইরূপ । জীবগণের দৈববশতই
সম্পদ বা বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে ।
সন্ধি প্রভৃতি যাড্গুণ্যবেত্তা উদারমতি পুরুষ
স্বীয় ও পরকীয় শক্তি, দেশ, কাল এবং
উপায় নির্ণয়পূৰ্ব্বক সময়ে প্রবৃত্ত হইবে ।
দেশকালাদি বিচার না করিয়া কার্য্য করিলে
তাহা, অপ্রযত ব্যক্তিতে স্তবৎ, দোষোৎ-
পাদন করিয়া থাকে । রাজা, শাস্ত্রতত্ত্ব সম্যক্
অবগত থাকিলেই যুদ্ধে জয়লাভ, সপ্তাঙ্গ-
রাজ্যের পরিভ্রাণ এবং শত্রুদিগকে নিগ্রহ
করিতে পারেন । হে শচীপতে ! অস্তথা
স্বয়ং বিনষ্ট হয় । যে রাজা কাহাকেও
বিশ্বাস না করিয়া সকলকেই বিশ্বস্ত করিতে
পারেন এবং হিদ্বেষবর্ণপূৰ্ব্বক শত্রুকে আক্র-
মণ করেন, তিনিই বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর
হইয়া থাকেন । হে শতক্রতো ! সাম্প্রতি
তোমার শত্রু বন্ধমূল, কিন্তু তুমি দৈবহীন,
সুতরাং এ সময়ে তোমার যুদ্ধ করা কর্তব্য
নহে । যে সকল পরাক্রমশালী অব্যগ্র বীর
রাজগণ আমাদের সহায় করে, তাহারা দুর্জয়
রিপুনিচয়কেও অনায়াসে দহন করিতে সমর্থ
হয় । পুরন্দর, পুরোধা বৃহস্পতি কর্তৃক এই-

অভিভূতো ভূশং দৈত্যৈর্নাহং জীবিতুংসহে
শত্রুর্বিবর্তমানস্ত মূৰ্খস্ত স্ত্রীজিতস্ত চ ।
ব্যাধিতস্ত দরিদ্রস্ত শ্রেয়ো মৃত্যুর্ন জীবিতম্ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন যোৎশ্রেয়ঃ দানবৈঃ সহ
নৃপাং কৰ্ম্মসমারম্ভে শ্রেয়সী হে কচিত্ততা ॥ ১৭
গুণদোষাবুভাব্যেভাবকৌরুতাং বিচক্ষণঃ ।
কাৰ্য্যমারভতে বস্ত তস্ত দোষাঃ পরাশুখাঃ ॥
তাবস্তয়স্ত ভেতব্যঃ যাবস্তয়মনাগতম্ ।
আগতস্ত ভয়ং দৃষ্টা যোদ্ধব্যং বাশ্যতীকবৎ ॥
মৃতস্ত জীবতো বাপি নরন্তোহ প্রযুধ্যতঃ ।
শ্রেয় এব মহাক্ৰিঃ স্তাৎ তস্মাদ্যোৎশ্রাম্যহং
পটৈঃ ॥ ১৮
তয়োঃ সংবদতোরেবং ব্রহ্মাগতোদমব্রবীৎ ।
মা বিষাদং কৃথাঃ শত্রু শরণং ব্রজ পার্শ্ব তীম্ ॥

রূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—হে
গুরো ! আমি দৈত্যগণের নিকট পরাভূত
হইয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি ।
দেখুন, যে ব্যক্তি, শত্রুদিগের অহুগ্রহভাজন,
কিংবা যে ব্যক্তি মূৰ্খ, স্ত্রীজিত, ব্যাধিগ্রস্ত
বা দরিদ্র, তাহার মৃত্যুই শ্রেয়স্বর, জীবন-
ধারণ বিড়ম্বনামাত্র । আমি এ বিষয়ে আর
অধিক কি কহিব, আমি নিশ্চয়ই দানবগণের
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ; আপনি শির
জানিবেন, মানবগণের কাৰ্য্যারম্ভকালে দৃঢ়-
সঙ্কল্পই শ্রেয়োজনক । যে ব্যক্তি দোষ গুণ
উভয়কেই সমান জ্ঞান করত কাৰ্য্য আরম্ভ
করে, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির কোনরূপ অকু-
শল ঘটে না । ভয়-কারণ, যাবৎকাল
উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই ভীত
হওয়া উচিত, কিন্তু ভয়ের কারণ আসিয়া
উপস্থিত হইলে নিঃশঙ্কচিত্তের স্তায় তাহার
সহিত যুদ্ধ করা কর্তব্য । ২৭—৩১ । মানব
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হউক
আর জীবিতই থাকুক, উভয়ধাই তাহার পরম
মঙ্গল । অতএব আমি শত্রুসহ অবশ্যই যুদ্ধ
করিব । ইন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়ে এইরূপ
পরাম্পর কহিতেছেন, এমত সময়ে তথায়

যা জন্মে মহিষঃ দৈত্যঃ কুরুঃ চিত্রানুরং তথা ।
সদ্যো রক্তানুরং হস্তাঃ স্বঃ রাজ্যং তে প্রদাস্তাতি
এবমুক্তা হরিং ব্রহ্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
শক্ৰোহপি ত্রিদশৈঃ সর্দ্বঃ জগাম হিযবদগিরিম্
স তত্র গম্বা সর্বাণীঃ নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ ।
স্তোত্রোণানেন তুষ্টাব শিবঃ শঙ্করবল্লভাম্ ॥৪৪
শক্ৰ উবাচ ।

জয়াকরে জয়ানন্তে জয়াব্যক্তে নিরাময়ে ।
জয় দেবি মহামায়ে জয় ত্রিদশবন্দিতে ॥ ৫
জয় ভদ্রে বিদেহেশে জয়াদ্যে ত্রিগুণাশ্রকে ।
জয় বিশ্বস্তরে গঙ্গে জয় সর্বার্থসিদ্ধিদে ॥৪৬
জয় ব্রহ্মাণি কোমারি জয় নারায়ণীশ্বর ।
জয় ব্যরাহি চামুণ্ডে জয়েন্দ্রাণি মহেশ্বর ॥৪৭
জয় মাতর্দেবালিন্ জয় পার্বতি সর্বগে ।
জয় দেবি জগজ্জ্যোষ্ঠে জয়ৈরাবতি ভারতি ॥৪৮
মৃগাবতি জয়ানন্তে তেজোবতি জয়ামলে ।

ব্রহ্মা আগমনপূর্বক কহিলেন,—হে শক্ৰ !
বিবৰ্ণ হইও না, পার্বতীর শরণাপন্ন হও ।
যিনি, সংগ্রামে মহিষ, কুরু ও চিত্রনামক
অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই
অবিলম্বে রক্তানুরকে নিহত করিয়া তোমাকে
স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন । ব্রহ্মা ইন্দ্রকে
এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অস্থিত হই-
লেন, এদিকে দেবরাজও সুস্থ ও নির্ভয় হইয়া
দেবগণের সহিত হিমালয়ের গমনপূর্বক শঙ্কর-
প্রিয়া শর্বাণীকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে
দেবি ! হে মহামায়ে ! তুমি দেবগণের আরাধ্যা
তুমি অক্ষরা, অব্যক্তা, অনন্তা ও নিরাময়া ;
তোমার জয় হউক । হে সর্বার্থসিদ্ধিদে ! হে
বিদেহেশে ! হে ভদ্রে ! তুমি ত্রিগুণময়ী আদ্যা-
শক্তি ; হে বিশ্বস্তরে ! হে গঙ্গে ! তোমার
জয় হউক । হে মাতঃ ! হে দেবি ! তুমিই
ব্রহ্মাণী, তুমিই কোমারী, তুমিই নারায়ণী,
তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই বারাহী, তুমিই ইন্দ্রাণী,
তুমিই মাহেশ্বরী, তুমিই মহালক্ষ্মী এবং তুমিই
সর্বভূতে অধিপতি ; তোমার জয় হউক ।
হে পার্বতি ! তুমি জগতের জ্যোষ্ঠা । বুধগণ

জয়েশানি শিবে সর্বৈ জয় নিত্যে জয়ার্জিতে
মোক্ষদে জয় সর্বজ্ঞে জয় ধর্মার্থকামদে ।
জয় গায়ত্রি কল্যাণি জয় সত্যো বিভাবরি ॥৫০
জয় দুর্গে মহাকালি শিবদূতি জয়াজয়ে ।
জয় দণ্ডমহামুণ্ডে জয় নন্দে শিবপ্রিয়ে ॥ ৫১
জয় ক্ষেমঙ্করি শিবে জয় ভ্রামণি রেবতি ।
জয়োমে সাক্ষি মঙ্গল্যে হরসিদ্ধে নমোহম্ব তে
জয়ানন্দে মহাবর্ণে মহিষানুরঘাতিনি ।
জয়ানঘে বিশালাক্ষি জয়ানঙ্গে সরস্বতি ॥ ৫৩
জয়শেষগুণাবাসে জয় বৃদ্ধানুরাস্তকে ।
জয় যোগেশি সঙ্কল্পে জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি ।
জয় শুভনিশুভস্ত্রে জয় পদ্মনুসম্ভবে ।
জয় কোশিকি কোমারি জয় বাকুণি কামদে ॥৫৫
নমো নমস্তে সর্বাণি ভূয়ো ভূয়ো জয়াদিকে ।

তোমাকেই ঐরাবতী, ভারতী, মৃগাবতী ও
তেজোবতী বলিয়া বর্ণন করেন ; তোমার
জয় হউক । হে ঈশানি ! হে শিবে ! তুমি
নির্মূল, নিত্য সর্বস্বরূপ ও সকলের পূজনীয় ;
অতএব তোমার জয় হউক । হে দুর্গে ! হে
মহাকালি ! তুমি সর্বজ্ঞা এবং তুমিই জীব-
গণকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—চতুর্বিধ প্রদান
করিয়া থাক ; তুমিই গায়ত্রী, সত্য্য ও বিভা-
বরীকূপে বিরাজ করিতেছ । তুমি কল্যাণময়ী
এবং তুমিই জীবগণের জয় ও পরাজয়রূপা,
হে ক্ষেমঙ্করি ! হে শিবে ! তুমি শিবদূতী,
মহামুণ্ডা, নন্দা, শিবপ্রিয়া, ভ্রামণী ও রেবতী
নামে প্রসিদ্ধা ; তোমার জয় হউক । হে উমে !
হে মঙ্গল্যে ! তোমার জয় হউক, তোমাকে নম-
স্কার করি ॥৫০—৫২। হে মহিষানুরঘাতিনি !
তোমার নাম হরসিদ্ধি, আনন্দা, মহাবর্ণা,
অনঘা, বিশালাক্ষী, অনঙ্গা ও সরস্বতী ;
তোমার জয় হউক । হে ত্রৈলোক্যসুন্দরি !
তুমি অশেষগুণের আবাসভূমি, তোমা হই-
তেই বৃদ্ধানুর নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । হে
পদ্মনুসম্ভবে ! তুমিই শুভ ও নিশুভকে
বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই যোগেশ্বরী ও
সঙ্কল্পরূপা । হে সর্বাণি ! তুমি সর্বাভীষ্ট

ত্রাহি নস্ত্রাহি নো দেবি শরণাগতবৎসলে ॥৫৬
য ইমাং কৌর্ভয়যান্তি জয়মালাঃ ভবানি তে ।
ত্রিবিধৈরপি তুঃখৌঘৈর্মুচ্যন্তে পরমেশ্বর ॥ ৫৭
সৰূপাপবিনিপুঙ্কঃ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যাসম্বিতাঃ ।
ভাস্তি লোকে তথাহিত্যাঃ সৰ্বরোগবিবৰ্জিতাঃ
দেহাবসানে তেহবশ্চ পশুন্ত্যেব হি পার্শ্বতীম
নেল্লিঙ্গাণাং বিকলতা যথাত্তেষাং ভবেচ্চণাম্ ।
দেবীলোকং গমিষ্যন্তি স্বন্দলোকোপরি স্থিতম্
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্তোত্রজপ্যাম সংশয়ঃ ॥ ৬০
সূত উবাচ ।

সৈব স্তোত্র ভগবতী মহেন্দ্রোপাধ পার্শ্বতী ।
আত্মানন্দশর্য্যামান সৰ্বলক্ষণাবিতম্ ॥৬১
নমস্তত্যাখ তামৃচুঃ সুরাস্তে ভবনাশনীয় ।
হত্বা রক্তাসুরং দৈত্যং পাহি নো মহতো ভয়াৎ

দান করিয়া থাক এবং তুমিই কৌশিকী ও
বাকুণী নামে অভিহিতা হও ; তোমার জয়
হউক । হে আদিকে ! তোমার জয় হউক,
জয় হউক । হে দেবি ! হে শরণাগত বৎসলে !
তোমাকে বারংবার নমস্কার, অর্চনাগকে
রক্ষা কর, রক্ষা কর । হে ভবানি ! যাহারা
তোমার এই জয়মালা কৌর্ভন করে, হে পর-
মেশ্বর ! তাহাদিগের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ
দুঃখই বিনষ্ট হইয়া থাকে । তাহারা সৰ্ব-
পাপবিনিপুঙ্ক, সৰ্বৈশ্বৰ্য্য-সম্বিত ও সৰ্বরোগ-
বিবৰ্জিত হইয়া স্বর্ঘ্যসম প্রকাশ পাইতে
থাকে এবং দেহাবসানে নিঃসন্দেহ ভগবতী
পার্শ্বতীকে সন্দর্শন করে ; অন্ত্যস্ত মানব-
দিগের স্তায় কোন কালে তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-
বিকলতা ঘটে না । অধিক কি, এই স্তোত্র
পাঠকলে স্বন্দলোকের উপরিস্থিত পুনরাবৃত্তি-
রহিত দেবীলোকে যে গমন করিবে, তাহাতে
আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । সূত কহি-
লেন,—দেবরাজ ভগবতী পার্শ্বতীকে এই-
রূপ স্তব করিলে তিনি সৰ্বলক্ষণভূষিতা
হইয়া ইন্দ্রসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন । অন-
ন্তর দেবগণ, সেই ভয়নাশিনীকে নমস্কার-
পূর্বক কহিলেন,—দেবি ! রক্তাসুরকে নিধন

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দম্বা তেভ্যোহভয়ং ততঃ
বভূবাস্তুতরূপা সা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা ॥৬০
সিংহারুঢ়া মহাদেবী নানাশস্ত্রাস্বাধারিণী ।
সুবক্রা বিংশতিভূজা সূক্ষ্মা বহুল্লতোপমা ॥৬১
ততোহহিঁসিকা ননাদোষ্টেঃ সট্টহাসঃ মুহূৰ্দ্ধঃ ।
তস্তা নাদেন ঘোরৈণ কুণ্ঠন্নাপুরিতঃ জগৎ ॥৬২
প্রকম্পিতাখিলা চৌকী তদা বারিধিমেখলা ।
শৈলোদ্ভূতস্তনৌ রম্যা প্রমদেব ভয়াতুরা ॥৬৩
তেহপি তজ্ঞাসুরাঃ প্রাপ্তাশ্চতুরঙ্গরলোৎকটাঃ
সম্যগ্ধৃদিতব্রতান্তাঃ কালাস্তক-যমোপমাঃ ॥৬৪
রক্ষোদানবদৈত্যাশ্চ পাতালেষপি যে স্থিতাঃ
তে সৰ্ব এব দৈত্যোন্ত্রে কোটিশস্ত্রমুপাগতাঃ ॥
দেবারয়স্তদা সৰ্বৈ সন্নদ্ধাশ্চোজ্জ্বলধ্বজাঃ ।

করিয়া মহৎ ভয় হইতে আর্চনাগকে পার্জাণ
করুন । তখন সেই ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা
পার্শ্বতী, দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
তঁাহাদিগকে অভয়-প্রদানপূর্বক অদ্ভুত রূপ
ধারণ করিলেন । সকলেই দেখিলেন, সেই
মহাদেবী সিংহোপরি আরুঢ়া হইয়া বিংশতি
হস্তে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়াছেন ;
তঁাহার মুখমণ্ডল কমলীয় কাণ্ডিতে সুশোভিত
এবং দেহপ্রভা ক্ষণপ্রভাবৎ দেদীপ্যমান হই-
তেছে । অনন্তর ভগবতী অহিকা, অট্ট-
হাস্তের সহিত মুহূৰ্দ্ধঃ সিংহনাদ করিতে
লাগিলে সেই ঘোরতর শব্দে সমুদয় বিষ্ণু-
মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল । তৎকালে
শৈলরূপ-সমুন্নত-পয়োধর-শোভিতা বারিধি-
মেখলা অখিলা বসুন্ধরা, ভয়াতুরা প্রমদার
স্তায়, কম্পিতা হইতে লাগিল ॥৫৩-৬৪॥ অনন্তর,
কালাস্তক-যমোপমা অসুরগণ, তদব্রতান্ত,
সম্যক্ পার্জাত হইয়া চতুরঙ্গ বলের সহিত
তথায় উপস্থিত হইল । তৎকালে যে সকল
রাক্ষস ও দৈত্য দানব পাতালমধ্যে অব-
স্থিত ছিল, তাহারাও কোটি কোটি আসিয়া
দৈত্যোন্ত্রে রক্তাসুরের সহিত যোগদান করিল ।
তখন অখিল অসুরশক্রগণ, বিবিধ প্রকার
আয়ুধ ধারণপূর্বক সুসজ্জিত এবং দৈত্যোন্ত্রে

পালিতা দানবেশ্রয় নানাস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥৬২
তমালালিকুলাভাসা জ্যৈষ্ঠধ্বনিনিবন্ধনাঃ ।
যুগান্তমিৎ কুর্ক্সাণা নানালঙ্কারকুচিতাঃ ॥ ৭০
গজঘণ্টারবৈশ্ণোত্র্যৈর্হানানামথ হ্রৈবিতৈঃ ।
সিংহনাট্যৈশ্চ শূরাণাং শস্ত্রাণাং কণিতেন চ ।
রথনেমিনিমাতৈশ্চ কম্পায়ন্তো বনুচ্ছরাম্ ॥ ৭১
ততস্তে দানবাঃ সর্কৈ দেবীং দৃষ্ট্বা প্রহবিতাঃ ।
আফোটয়ন্তঃ পটহান ভেরীজঙ্জিরীমুখান ।
অনেকান বাদয়ন্তোহস্তে শম্ভুডমকুড়িগুমান ॥
মনোজবৈর্হৈর্জ্যোত্যাংগৈশ্চোচলসরিভৈঃ
অষ্টৈর্বিচিত্রৈরারুতা বিরজুর্দৈত্যপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৩
এবংবিধে সমাজে তাং ভবানীং ত্রিদশারয়ঃ ।
সর্ক এব সমাজয়ঃ সর্কাণীং সর্কতোমুখীম্ ॥ ৭৪
বাণৈর্নানাবিধৈর্ধোত্রৈর্ধমদগোপমৈঃ সিতৈঃ ।
কুঠারচক্রপরশমুখাঙ্কুশশালকৈঃ ॥ ৭৫
পাশতোমরশূলৈশ্চ দণ্ডপট্টিশমুদগৈঃ ।

কর্কুক পালিত হইয়া ধ্বজপতাকা সকল
উড্ডীন করিল। তাহার। সকলেই নানাবিধ
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। তাহাদিগের দেহপ্রভা
ভমাল ও অলিকুলের স্থায় রূপবর্ণ। তাহা-
দিগের তৎকালীন ভাব দর্শন করিলে বোধ
হয় যেন যুগপরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হই-
য়াছে। তৎকালে মাতঙ্গপণের গলঘণ্টা-
রবে, অশ্বসমূহের হ্রোদধ্বনিতে, বীরগণের
সিংহনাদে, শস্ত্রানকরের বজ্রনাশকে এবং
রথচক্র নিনাদে বনুচ্ছরা কম্পিত হইতে
ধাকিল। অনন্তর দানবগণ, দেবী পার্শ্বতীকে
নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত-চিত্তে পটহ,
ভেরী, ঝাংঝাং, শম্ভু, ডমক ও ডিগুমাদি
নানাবিধ বাদ্য সকল বাদিত করিতে লাগিল,
কেহ কেহ দ্রুতগামী অশ্বে, কেহ কেহ
পর্কতোপম মাতঙ্গে এবং কেহ কেহ অস্ত্র-
বিধ বিজ্ঞে যানে আরোহণপূর্বক পরম
শোভা ধারণ করিল। অস্ত্ররগণ এইরূপে
দলবদ্ধ হইয়া এককালে যমদগোপম ভীষণ
স্রুতীকৃত নানাবিধ বাণ ছাড়া পার্শ্বতীকে বিদ্ধ
করিতে লাগিল। তাহার। কুঠার, চক্র,

পরিঘপ্রাসস্ত্রাষ্ট্রশতদ্রীকণপোপলৈঃ ॥ ৭৬
আয়োঙডৈর্ভুগুণ্ডাভিশ্চক্রকুন্তগদাধিতৈঃ ।
ছাদয়ন্তো মহাদেবীং সিংহনাদান বিনেদিরে ॥
সাহস্রমানা রোষেণ জজ্ঞাল সমরৈর্হিহিকা ।
অগ্রসং সাথ সর্কাণী শস্ত্রাহাণি সুরঘিষাম্ ॥ ৭৮
শৈলেন্দ্রতনয়া দেবী স্তম্ভমানা সুরঘিষিতৈঃ ।
যুযুধে দানবৈঃ সার্কিং মহাসমরভূদ্বিনে ॥ ৭৯
তে হস্তমানাঃ পার্শ্বতী। তামেবাভিপ্রহুজ্জ্বলৈঃ ।
পরিপূর্ণে যথাকালে শলভা জাতবেদসম্ ॥ ৮০
সৈকা প্রদ্রবতী তেষাং বহ্নীমাততায়িনাম্ ।
দধার বেগং সর্কৈষাং মরুতামিব পক্ষতঃ ॥ ৮১
পার্কীত।শস্ত্রনিভিন্না দৈত্যান্তে ক্ষতজৈক্কাণাঃ ।
আলিঙ্গ্য শেরতে ক্কাণীং রতে কান্তামিব
প্রিয়াম্ ॥ ৮২
মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডাং দদৃশুশচিকিৎসকং তদা ।

মুসল, অঙ্কুশ, লাঙ্গল, পাশ, তোমর, শূল,
দণ্ড, পট্টিশ, মুদগর, পরিঘ, প্রাস, শক্তি, ঝাট্টি,
শতদ্রী, বণপ, উপল, আয়োঙড, ভুগুণ্ডী,
কুন্ত ও গদা প্রভৃতি আয়ুধনিচয়ে ভগবতীকে
আচ্ছাদনপূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল।
তখন সেই সমরক্ষেত্রে পার্শ্বতী আহতা
হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইলেন এবং তৎ-
ক্ষণে অস্ত্রাস্ত্র সকল গ্রাস করিয়া ফেলি-
লেন। দেবী শৈলেন্দ্রানন্দিনী দেবঘিগণ
কর্কুক স্তম্ভমানা হইয়া সেই মহাসমরভূদ্বিনে
দানবগণের সহিত ভূমূল সংগ্রাম করিতে
লাগিলেন। কালপূর্ণ হওয়ায় শলভনিচয়
যেমন অনলাভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ দানব-
বৃন্দও পার্শ্বতী কর্তৃক হস্তমান হইয়াও তাঁহা-
রই সম্মুখে ধাবমান হইতে লাগিল। পক্ষত
যেদ্রুপ প্রচণ্ড প্রভঞ্জনবেগ ধারণ করে, সেই-
রূপ তিনি একাকিনী ধাবমানা হইয়া প্রভূত
আততায়ী দানবগণের বেগ ধারণ করিলেন।
অনন্তর দৈত্যগণ, পার্শ্বতীর শস্ত্রপ্রহারে
ছিন্নভিন্ন হইয়া, রমণান্তে প্রিয়া কান্তার স্তায়,
ধরণীকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিতে
লাগিল। তৎকালে পার্শ্বতীর কোদণ্ড

মৃত্যুজিহ্নোদিতাকার্য্যং প্রাণকৰ্ষণতৎপরায় ।
জয়ন্তে কোটিশো দৈত্য্যঃ পার্শ্বতীঃ

সমরান্বনে ॥ ৮৪

ত্ভায়েণ নিনাদেন পাতয়ন্তী সহস্রশঃ ।
প্রচিচ্ছেদ রণেহরীণাং শিরাঃসি নিশিঠৈঃ
শটৈঃ ॥ ৮৫
দেবীকাৰ্শ্বকনিধুতৈর্দিব্যানানাবিধৈঃ শটৈঃ ।
দহন্তেহমুরসৈস্তানি তৃণানাব দবাগ্নিনা ॥ ৮৬
সিংহবেগানিলোকুতাংশূর্ণগন্তী মগরধান্ ।
ববৰ্হ শরবর্ষণি যুগান্তাশ্বদসন্নভান্ ॥ ৮৭
গজবাজিরথানাঞ্চ দ্রবতাং পততাং তথা ।
দৈত্যোস্ত্রোপাঞ্চ ভায়েণ শসিতীব বশুন্ধরা ॥ ৮৮
সমুখিতঃ রজো ঘোরঃ সংস্পৃষ্টার্কেন্দুমণ্ডলম্ ।
গজাশ্বদৈত্যরক্তোষৈঃ প্রশান্তিমগমৎ ততঃ ॥
প্রাবর্তত নদী তত্র শোণিতোদতরঙ্গিনী ।
হয়মৎস্তা গজগ্রাহা চর্ম্মকূর্মাশ্বিসঙ্কলা ॥ ৯০

মণ্ডলাকার হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে দেখিল,
সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবী দানবগণের জীবন
আকর্ষণার্থই রসনা বিস্তার করিয়াছেন।
সেই সমরান্বনমধ্যে কোটি কোটি দৈত্য
পার্শ্বতীকে আঘাত করিতে থাকিলেও তিনি
হুঙ্কার শব্দেই পাতিত করত নিশিত শর
ঘায়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন
দাবানলে তৃণপুঞ্জের স্থায় পার্শ্বতীর শরাসন-
যুক্ত নানাবিধ দিব্য শরজালে অমুরসৈন্ত
সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি, স্বীয়
বাহন সিংহের গমনবেগজাত প্রচণ্ড বায়ুতরে
মহারথ সকল চূর্ণিত করত প্রলয়কানীন
জলদ-জালের স্থায় গভীর শব্দায়মান শর-
নিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে
ইতস্ততঃ ধাবমান ও পতনশীল বহল মাতঙ্গ,
তুরঙ্গ, রথ ও দৈত্যগণের ভয়ে বশুন্ধরা যেন
শাস্ত্রযুক্ত হইলেন। তখন ধূলিপটল গগনমার্গে
সমুখিত হইয়া, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল স্পর্শকরত দৈত্য
ও গজ-বাজির শোণিতে শাস্তি প্রাপ্ত হইল।
৮১—৮২। অনন্তর শোণিতময়ী তরঙ্গিনী
প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ নদীতে অসং-

মহারথমহাবর্তা পতাকাচ্ছত্রকেনিলা ।
বহন্তী যমলোকাভঃ দৈত্য্যাসুরভট্টক্রমান্ ॥ ৯১
তত্বলঞ্চ বভৌ শীঘ্রং শত্রাস্ত্রকতকঙ্করম্ ।
গলচ্ছবিরকেনোষঃ ঘূর্ণিতার্ণবসরিভম্ ॥ ৯২
বধ্যমানং স্বকং সৈন্তং দৃষ্ট্বা দেব্যাস্ত্র বিক্রমম্ ।
রক্তাসুরোহভ্যবাচেদঃ সৈনিকান্ জাতবিস্ময়ঃ
হস্ততাং হস্ততাং শীঘ্রং ভবানী কালসমিতা ।
পরিবৃত্য রথৈর্নীগৈর্হৃদৈশ্চৈব পদাতিভঃ ॥ ৯৪
দানবেশ্বরবাক্যেণ ততস্তে তস্ত সৈনিকাঃ ।
তাক্ষান্নানং মহান্নানো দেবীমূৰ্খলগ্নিভাঃ ।
ধূম্রাক্ষপ্রমুখা ধীরঃ ষোড়শৈব মহারথাঃ ।
শরশক্তিগদাশূলৈস্তাভয়স্তোহস্বিকং রণে ॥ ৯৬
শসত ইব নাগেন্দ্রাঃ প্রজ্জলন্ত ইবাগ্নয়ঃ ।
জুস্তন্ত ইব শাদ্দীলা গজ্জন্ত ইব তোয়দাঃ ॥ ৯৭

নিচয় মৎস্তের, হস্তী সকল কুন্ডুরাদি বৃহৎ
বৃহৎ জলজন্তুর চর্ম্মকলক-সমূহ ক্রম্বের,
রুহদাকার রথ সমুদয় ভীষণ আবর্তের এবং
পতাকা ও ছত্রনিচয় কেনপুঞ্জের আকার
ধারণ করিল। উক্ত শোণিততরঙ্গিনী যেন
দৈত্য ও অমুররূপ তীরতরুনিকরকে বহন
করত যমলোক পর্য্যন্ত প্রবহমাণা হইল। পরে
কণকালমধ্যে অমুর-সৈন্ত সকল, দেবীর
শত্রাস্ত্রাঘাতে কতকঙ্কর হইয়া রুদ্ধির-কেনপুঞ্জ
বষণ করত ঘূর্ণমান অর্ণববৎ প্রতীক্ষমান হইতে
লাগিল। অনন্তর রক্তাসুর, স্বীয় সৈন্ত-
দিগকে দেবীর শরে হস্তমান ও তাঁহার
বিক্রম দর্শনে বিস্ময়াবিত হইয়া সেনাপতি-
দিগকে কহিল,—কালসম্মা ভবানীকে অশা-
রাহী, গজারোহী ও রথিগণে পরিবে-
ষ্টনপূর্ব্বক দ্রব্য বিনাশ কর, বিনাশ কর।
তখন দৈত্যরাজের আদেশানুসারে ধূম্রাক্ষ
প্রভৃতি মহাবীর মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত
ষোড়শ সেনাপতি, জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক
দেবীকে আক্রমণ করিল এবং শর, শক্তি,
গদা, শূলাদি ঘায়া প্রহার করত, নাগেন্দ্র-
নিচয়ের ন্যায়, ঘন ঘন নিখাস ত্যাগ করিতে
লাগিল; অগ্নিহুলা দেদীপ্যমান হইতে

মুখ্যন্তে দ্বিরীকৃত্য বিবিধায়ুধযোধিনঃ ॥ ১৮
 নৃত্যাতীৰ চ কজ্জালী নুনং ভাতি মহাহবে ।
 পার্শ্বী চণ্ডকোদণ্ডনাদাপুরিতদ্বিযুধা ॥ ২০
 পট্টশাভিত্তান কাংশিনুযলোম্মখিতাঃস্তথা ।
 সারোহান্ পাতয়ামাস গজানস্বাংচ কোটিশঃ ॥
 কালপাশশিরশ্চিহ্না সার্কচস্ত্রেণ ভাসুরম্ ।
 গদয়া প্রমমাধাণ্ড বেদাস্তকমহাহবম্ ॥ ১০১
 ব্রহ্মস্তুস্তাসিনা কায়ান্ত পাতয়ামাস চাধিকা ।
 ধ্বজাং কালদণ্ডেন বজ্রেণ ক্রুরমেব চ ॥ ১০২
 যজ্ঞদংষ্ট্রং যজ্ঞকোপং বিধর্ম্মক চমুপাতম্ ॥
 রোজানন্তাং ত্রিশূলেন জঘান পরমেধরী ॥ ১০৩
 সশল্লুর্ধ্বর্জিতক্কাবহ্যাম্মালিবিভাবস্বন ।
 দুর্কারপৌরুষাংচক্রে চক্রেণোৎকৃত্তমস্তকান্ ॥
 রক্তানুরাহজো চোভৌ মহাবলপরাক্রমো ॥

লাগিল; শাদূলপ্রতিম মুখ ব্যাদান করিতে
 লাগিল ও জলদ-জালের সদৃশ ভীষণ গর্জন
 করিতে লাগিল। সেই সকল বীরগণ বিবধ
 আয়ুধজাল বিস্তারপূর্ব্বক স্থিরভাবে সংগ্রাম
 করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবতী কজ্জালীও সেই
 তুমুল সংগ্রামক্ষেত্রে যেন নৃত্য করিতে
 করিতে প্রচণ্ড কোদণ্ড-নিদানে দ্বিযুগল পরি-
 পূর্ণ করত কতিপয় দৈত্যকে পাট্টশাভিঘাতে,
 কতকগুলিকে মূলভাভিঘাতে এবং কোটি
 কোটি গজারোহী ও অশ্বরোহী অনুরকে
 বাহনের সহিত ভূতলে পাতিত করিলেন।
 অনন্তর তিনি, অর্ধচন্দ্র-বাণ দ্বারা কালপাশ
 নামক অনুরের মস্তক দ্বিগুণ করত গদা-
 ঘাতে বেদাস্তক নামক দৈত্যের প্রকাণ্ড হস্ত-
 দেশ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে সেই
 পরমেধরী অধিকা, অগ্নি দ্বারা ব্রহ্মের
 মস্তক শরীর হইতে নিপাতিত করত ধ্বজা-
 ককে কাল-দণ্ডপ্রহারে এবং ক্রুরানুরকে
 বজ্রপ্রহারে সংহারপূর্ব্বক ত্রিশূলাঘাতে যজ্ঞ-
 দংষ্ট্র, যজ্ঞকোপ ও বিধর্ম্ম প্রভৃতি ভীষণকর্ম্ম
 সেনানৌদগকে অস্তকধেবের আতিথ্য গ্রহণ
 করাইয়া, চক্রপ্রহারে ভীমপরাক্রমশালী
 শল্লুর্ধ্ব, হর্জিতক, বিষমালী ও বিভাবস্তুকে

কুমাণ্ডকভকাঞ্চো তু জয়তুমূলশ্রুতিঃ ॥ ১০৪
 মহাবলৌ মহাকাশৌ ধোরৌ তজ্জ মহানুরৌ ।
 শরৈরশীবিষাকারৈর্জঘনাধ তদা দ্বিজাঃ ॥
 ততঃ শ্রীল্লোভ্যধাবৎ তাং দৃষ্টৌ ভৌ বিনি-
 পাতিভৌ ॥
 তমপ্যপাতয়ন্তমৌ খড়্গেনাভিহতং ক্রবা ॥ ১০৭
 ঘণ্টকশ্চাধ দৈত্যোল্লো গিরীশসদৃশৌ বলৌ ।
 পরিষেণায়সেনাজৌ দেবী ক্রু ক্কাভ্যতাড়য়ৎ
 ততঃ সপরিষচসৌ দেব্যাঃ করতলাহতঃ ।
 স পপাত তদা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাংলঃ ॥ ১০৯
 প্রাপিক্বিকো মহাবাহুশ্চক্রৌকৃতশরাসনঃ ।
 শক্ত্যা দম্বতনুত্রাণো জগামাস্তকমন্দিরম্ ॥ ১১০
 অষ্টাদশৈবং দুর্দ্ধগান্ নিহত্যানুরসৈনিকান্ ।
 সানন্দা বিননাদোল্লোঃ সংবর্ত্তকঘনোপমা ॥ ১১১
 জঘান দানবানীকমেকানেকমশ্রুপগী ॥ ১১২

মস্তকবহীন করিলেন। তদর্শনে কুমাণ্ড ও
 শুভকাঞ্চ নামক মহাবল পরাক্রান্ত ভীমকর্ম্মা
 ভীমকায় রক্তানুরের অল্পজঘ্ম, অসংখ্য
 মূল ও অশ্ব প্রহারে দেবীকে আহত করিলে,
 ভগবতী পার্শ্বীও আশীবিষদৃশ শরনিকরে
 উভয়কে সংহার করিলেন। হে দ্বিজগণ!
 তাহাদের উভয়কে নিহত দেখিয়া শ্রীশ্র নামক
 সেনানৌ অধিকার প্রতি ধাবমান হইবামাত্র
 তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া খজালাঘাতে তাহার প্রাণ-
 বিনাশ করিলেন। তদর্শনে গিরীশতুল্য
 মহাকায় মহাবলশালী ঘণ্টক নামক দৈত্যোল্ল
 ক্রোধভরে লৌহময় পরিষ দ্বারা দেবীকে
 প্রহার করিল। ১০—১০৮। অনন্তর দেবীর
 চপেটাঘাতে আহত হইয়া, বজ্রাহত অচলের
 ভায় ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে প্রাপিক্বি
 নামে মহাবীর দৈত্য, যেমন শরাসন মণ্ডলা-
 কায় করিয়াছে, অমনি পার্শ্বীতীর শক্তিপ্রহারে
 বিদীর্ণদেহ হইয়া যমালয়ে গমন করিল।
 সেই দেবী পার্শ্বী এইরূপে অষ্টাদশ সংখ্যক
 দুর্দ্ধব অনুর-সেনাপতিকে বিনাশ করিয়া
 সানন্দহৃদয়ে, সংবর্ত্তক মেঘবৎ উচ্চরবে গর্জন
 করিতে লাগিলেন। সেই দেবী, একাকিনী

বহাৎসম্পাতনিহাদা বিহাৎসম্পাতচকলা ।
 ত্রয়স্তী চচারাকো সান্নুরেন্সমহাচমুঃ ॥ ১১৩
 ত্রাতুলন্ত ত্রুলো নাদো বাধ্যয় শঙ্করু ।
 ত্রুব যেন ত্রাক্ষাণ্ডমকাণ্ডকুলতাং যথো ॥ ১১৪
 ত্রাটনবং চতুঃসপ্ত ত্রিদশৈশ্বদিশ্বিষায় ।
 ত্রাকোহিণী মহাস্রাণি ত্রয়ত্রিশং সুরেশ্বরী ॥ ১১৫
 ত্রাক্রিশং সহস্রাণি শতান্ত্রো চ সপ্ততিঃ ।
 ত্রাহুগানং সযোধানং রথানং বাতরংকসাম ॥
 ত্রৈথ্যৈববা গজেন্দ্রাণামকোহিণ্যাং মহোজসাম
 ত্রিশং চতুরঙ্গাণাং পঞ্চ চৈব পদাতিনাম ॥ ১১৭
 ত্রিধ্বস্থিতা সৈব বিবিধায়ুধধারিণী ।
 ত্রানান্নুরসৈস্তানি হযহস্তিগতা কচিৎ ॥ ১১৮
 ত্রিচ মহিষারতা বুযভে চ স্থিতা কচিৎ ।
 ত্রালোঃ প্রেতভূতৈশ্চ শ্বেচ্ছাস্ত্রৈর্ভূতভূতৈঃ
 কবচনৃত্যসঙ্কুলে কস্যথসাম্বিকর্দমে,
 রণাজিরে নিশাচরাস্ততে বিরেজুরুজ্জিতাঃ

শৃগালগুহ্রবায়সাঃ পরঃ প্রশান্নবায়ুঃ,
 কচিৎ পরেতশাবকাঃ প্রভাতশোণিতা বহুঃ
 কচিৎ পিনাকপাণয়ঃ পিশাচবক্ষরাকসাঃ,
 প্রতর্গা চান্ধক্য পিতৃন সমর্চয়রাধিতৈঃ ।
 গজান্ নরাস্ত্রংকমান্ প্রতক্ষয়ন্তি নিযুগা-
 স্তদোড়ুণৈস্তথাপরে তরন্তি শোণিতাপগান্
 ইতি প্রগাঢ়মঙ্গরে সুরারিসমুদয়সুলে
 বিরাজিতেহবিধকা ধ্বংশরাসিশূলধারিণী ।
 গজেন্দ্রবৃন্দমন্দিনী তুরঙ্গবৃথপোষনী,
 মহারথোষধাভিনী সুরারিসমুদয়নাশনী ।
 ততশ্চণ্ডিকাচণ্ডকোদণ্ডমুজৈ-
 দিবাহারিণাং কোটয়োহস্তৌ তথাস্তৌ ।
 হতাঃ পট্টিণে রাক্ষসানাঞ্চ লক্ষা-
 স্ত্রয়ত্রিশদাষ্টাদশৈবাত্র কোট্যঃ ॥ ১২০
 ততো দানবেন্দ্রং রণে তর্জয়ন্তী
 বিলাসোন্নমহাবিভ্রস্তশজা ।

যাও যেন অনেক রূপ ধারণ করিয়া
 শনিসদৃশ ঘোর গর্জন করত সমরাস্রগমধ্যে
 যক্ষ অসুর সৈন্তগণকে সংহারপূর্বক
 দাদিমিনীর স্তায় চকলরূপে চতুর্দিকে বিচরণ
 রিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে হস্তমান
 সুর-সৈন্তমধ্যে একশ অতুলনীয় তুলশ শব্দ
 শ্রুত হইল যে, তাহাতে সমুদায় ত্রাক্ষাণ্ডই
 ন আকুল হইয়া উঠিল। ভগবতী সুরে-
 রী, এবংস্রাকারে অষ্টপঞ্চাশৎ-সংখ্যক প্রধান
 ধান অসুর ও ত্রয়ত্রিশং সহস্র অকো-
 হিণী সৈন্ত সংহার করিলেন। একত্রিশং
 স্র অষ্ট শত ও সপ্ততিসংখ্যক আরোহি-
 ণিত ক্ষতগামী রথ, ইয়ৎসংখ্যক গজ,
 গণ অশ্ব ও পঞ্চগণ পদাতিতে উক্ত এক
 কোহিণী সৈন্ত কথিত আছে। দেবী,
 বন রথোপরি, কখন অথোপার, কখন
 জাপরি, কখন মহিষোপরি এবং কখন
 বুযভপৃষ্ঠে আরোহণ করত স্বীয় ইচ্ছানু-
 সারে অদ্ভুতাকার বেতাল ও ভূতপ্রোতা-
 ত পরিবৃত্ত হইয়া বিবিধ আয়ুধনিচয়
 রণপূর্বক অসীম অসুরসেনা সংহার

করিতে লাগিলেন। নৃত্যাকারী কবচনিকরে
 পরিবৃত্ত শোণিত বসাদি-কর্দমময় সেই
 রণভূমিতে নিশাচারণ আনন্দোন্মত্ত হইয়া
 ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।
 কোন স্থানে শৃগাল, গুহ্র ও বায়সগণ
 পরমানন্দে শোণিত পানে আসক্ত রাহ-
 য়াছে; কোথাও প্রেতশিঙগণ রক্তপান
 করত বিপুল হর্ষ প্রকাশ করিতেছে এবং
 কোথাও বা পিনাকপাণি যক্ষ, পিশাচ ও
 রাক্ষসগণ রক্তমাংস দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ
 করত গজ, অশ্ব ও নরকলেবর তক্ষণ কর-
 তেছে; আর কেহ কেহ বা উড়ণ দ্বারা
 শোণিতনদী পার হইতেছে। এতাদৃশ
 অসুরসমূহ-সঙ্কুল ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে দেবী
 অশ্বকা শর, শরাসন, অসি ও শূল ধারণ
 করত মাতঙ্গ তুরঙ্গ ও রথাদি অসুরসেনা-
 নিচয় দলনপূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন।
 অনন্তর ক্রমে চণ্ডিকার প্রচণ্ড কোদণ্ড-নির্ঘাত
 শরনিকর অষ্টকোটি ও অষ্টপঞ্চাশ লাবণ এবং
 পট্টিণাস্রো অষ্টাদশ কোটি ও ত্রয়ত্রিশং বক্ষ-
 রাক্ষস নিহত হইল ॥ ১১৯-১২০ ॥ পরে অশ্র-

ননর্ভাপ্রবেশপ্রভাবা ভবানী
মহেন্দ্রাদিদেবান মুদা হর্ষয়ন্তী ॥১১৫
হরগ্রীবদ্বাখ্যা: পুনর্দৈত্যসজা-
দশৈবাবশিষ্টা মহারোজরূপা: ।
নমস্কৃত্য রক্তাসুরং তেহ ভ্যাধাবন
রণে পার্শ্বতী: তাড়য়ন্তোহস্রপুংগৈ: ॥১২৫
সমুদ্রত্যা নেত্রাণি কিকিঞ্চসম্ভী
দ্বিবৎসৈস্তদ্বিগ্ধান সা সঃস্রয়ন্তী ।
ভ্রূঞ্চং ততোহস্রাণি দিব্যানি দেবী
নমন স্বাধ্যাতুর্ধো: সু খেদনস্তসরা ॥১২৬
ততো গিরীশ্রজারীণাং চক্রে সৈন্তানি ভস্মসাৎ
রক্তাসুরমথামেত্যা শস্ত্রাস্থতপাণিনম্ ॥১২৭
পাণীক্ৰান্তানন্তভুবং সচ্ছোভিতজগদ্রয়ম্ ।
যশসীকৃতকোদণ্ডং গর্জন্ত: কালমেঘবৎ ॥১২৮
শরবর্ষণি মুকন্ত: পার্শ্বতী তমুবাচ হ ।

কুষোপতাপং দেবানাং জীবন কাদ্য গমিষ্যসি ।
হৃষ্টেভ্যুকাধ সা দেবী শুলেনাভিহনন্ধি ।

মেষপ্রভাবা ভবানী, ভুজনিচয়ে নানাবিধ অস্ত্র-
শস্ত্র ধারণ করিয়া সেই সমরাজ্ঞ মध्ये ইন্দ্রাদি
দেবগণের হর্ষোৎপাদনপূর্বক দানবেশ্বরের
প্রতি তর্জন করত নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
তখন হরগ্রীবাদি ভোমমূর্তি অবশিষ্ট দশ
সংখ্যক মহাসুর, রক্তাসুরকে নমস্কারপূর্বক
পার্শ্বতীর সম্মুখীন হইয়া বিবিধ অস্ত্রনিচয়ে
তাঁহাকে আঘাত করিলে সেই অনন্তশক্তি-
রূপিণী পার্শ্বতী, লোচনজয়, কিকিঞ্চ বিস্ফারিত
করত ঈষৎ হাস্ত সহকারে দিব্যাস্ত্রনিচয়ে
নিখিল অস্ত্রসৈন্তদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া
কেলিলেন । অনন্তর যাহার পাদচালনে
বলুদ্বারা যেন অবনত হইতেছিলেন, যে জগ
দ্রকেও দৃক করিয়াছে এবং যে শরাসন
যশসীকৃত করিয়া প্রলয়কালীন জলধরের
জায়গতীর গর্জনপূর্বক শরজাল বর্ষণ করি-
তেছিল, উদৃশ সেই শস্ত্রাধারী রক্তাসুরের
নিকট গমন করিয়া দেবী কহিলেন,—অরে
হুই দানব! তুই সুরগণের মনঃকোভ
উৎপাদন করিয়া জীবন ধারণপূর্বক কোথা

সন্তিরহদয়ে দৈত্যো মূর্তি: চক্রে স্তম্ভারূপাৎ ।
রক্তবিন্দুসমো দৈত্যো দেবীং ব্যামোহয়ন্নবি ।
জগামানেকরূপোহসৌ নিহতোহধিকয়া রণে ।
রক্তাসুরোহপি নিধনং গয়া ত্রিদশকণ্টকঃ ।
পপাত মুনিশাঙ্গীলা: প্রজলজ্জলনোপমঃ ॥ ১৩২
হাহাকারং প্রকুরাণা দৈত্যাস্তেহধ প্রমুদ্রয়ু: ।
কেচিচ্ছষ্টা ভয়জস্তা বিস্রষ্টাশ্বধকীবিভা: ॥১৩৩
কেচৎ সমুদ্রং বিবশুর্যোন কেচিচ্চ দানবা: ।
কেচিল্লুপ্তিতমূর্দানো নগা ভূহা বনেহবসন ।
দয়াধর্ম্যং ক্রাণাশ্চ নিগ্রহব্রতমাশ্রিতা: ।
কেচৎ প্রাণপরা ভীতা: পাবণ্ডব্রতমাশ্রিতা: ॥
হেতুবাদপরা মুঢ়া নিঃশৌচা নিরপেক্ষা: ।
আসুরস্ত জনৈস্ততে কপণা ইব লকিতা: ॥
তে চাদ্যাপীহ দৃষ্টান্তে লোকে কপণকা: কিল ।

যাইবি? এই কথা বলিয়া তাহার হৃদয়ে শূল
বিন্দু করিলেন । অনন্তর সেই শূলাহত
রক্তাসুর, দেবী পার্শ্বতীকে যেন ব্যামোহিত
করত ভীষণ মূর্তি ধারণ করিল । পরে
দেবী অধিকা সেই নানারূপধারী অস্ত্র-
বরকে সময়ে নিহত করিলেন । হে মুনি-
শাঙ্গীলগণ! প্রজলিত অনলোপম সুরকণ্টক
রক্তাসুর এইরূপে গতাসু হইয়া ভূতলে
পতিত হইলে অবশিষ্ট দৈত্য সকল হাহাকার
কারতে করিতে চতুর্দিকে পলায়ন করিবে
লাগিল । কেহ কেহ ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরি
ত্যাগপূর্বক জীবন পাইল । ১২৪—১৩৩ কো
কেহ সমুদ্রমধ্যেও কেহ কেহ পর্বতগুহায় লুকা
য়িত হইল । কেহ কেহ মন্ডক মৃগনপূর্বক মা
হইয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতে থাকিল । কে
কেহ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া অমূলক ব্রত অব-
লম্বনপূর্বক দয়াধর্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিল ।
কেহ কেহ পাবণ্ডব্রত অবলম্বন করিল ।
উহার্য হেতুবাদে নিপুণ, শৌচবহীন, মুঢ়,
কাহারও অপেক্ষা রাখে না এবং উল্লারা যেন
অসুর-জনের কপণ, অর্থাৎ অসুরভাষণগো
ত্যাগকারী স্বরূপ বলিয়া লকিত হয়, এজ্জ
অদ্যাপি কপণক নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ।

অহস্তস্ত তথৈবান্তে শিবশাস্ত্রবহিষ্কৃতঃ ॥ ১৩৫
মন্ত্রোবধপ্রয়োগৈশ্চ জনবঞ্চনকারকাঃ ।
সমুৎপত্তস্তি দৈত্যাস্ত ঘোরৈহস্মিন্ বৈ

কলৌ যুগে ॥ ১৩৬

শিবোক্তং কৰ্ম্মযোগঞ্চ দ্বিযন্তশ্চ কুযুক্তিভিঃ ।
দেব্যাঃ ক্রোধায়িনা দন্ধা বেদমার্গবিনিন্দকাঃ ॥
শাস্ত্রান্তে নরকাগ্নৌ তে নিঃশেষাঃ পাপকৰ্ম্মিণঃ
ন দৃষ্টা নিকৃতিস্তেষাং শাস্ত্রেব পরমৰিভিঃ ॥
ররাজ্ঞাচিন্ত্যমাহাভ্যাতা চিঞ্জপা পরমেশ্বরী ॥ ১৩৯
হস্তায়ৈ জগদৈশ্বর্যং দত্তা নমুচিশত্রবে ।

জগামাদর্শনং দেবী ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ॥ ১৪০
শক্ৰোহপি তাং প্রণম্যাস্ত সৰ্ব্বজ্ঞঃ বিশ্বরূপিণীম্
প্রযযৌ বিবুধৈঃ সার্কঃ স্তাঃ পুরীমমরাবতীম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে রক্তাস্ত্রবধকথনং নামৈ-
কোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

আর কেহ কেহ শিবশাস্ত্র-বহিষ্কৃত অর্হৎ নামে
বিখ্যাত হইয়াছে । ঐ সকল পাষণ্ডেরা
মন্ত্রোবধ প্রয়োগ করিয়া জনগণকে বঞ্চনা
করিয়া থাকে । এই ঘোর কলিযুগে নিহত
দৈত্যগণ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কুযুক্তি
দ্বারা শিবোক্ত কৰ্ম্মযোগের ঘেষ করিবে ।
বেদমার্গ-বিনিন্দক পাপাচারী সমুদয় দানবগণই
দেবীর কোপানলে দগ্ধ হইয়া নরকারিতে
শাসিত হইয়া থাকে । মহর্ষিগণ কোন
শাস্ত্রেই তাহাদিগের নিস্তারোপায় দেখিতে
পান না । ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী-অচিন্ত্য-মহি-
মাভিতা চিঞ্জপা দেবী পরমেশ্বরী, এইরূপে
রিপুনিচয় দলনপূর্বক সুররাজকে স্বর্গরাজ্য
প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । এদিকে
দেবরাজ ইন্দ্রও সৰ্ব্বজ্ঞানময়ী বিশ্বরূপিণী
ভগবতীকে প্রণাম পূর্বক সুরগণের সহিত
স্বীয় অমরাবতীপুরীতে গমন করিলেন ।
১৩৪ — ১৪৩ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথোপবিষ্ট সুররাষ্ট্র পূজ্যমানো বরাসনে ।
অপ্সরোগগণদ্বর্কসিকবিত্তাধরোরগৈঃ ॥ ১
সহস্রাহুচরাণাঞ্চ দেবতানাং মহোজসাম্ ।
নির্জরাণাং ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিভিঃ পরিবারিভঃ ॥
দোহ ভষিতস্তদা সঠৈর্বৃহস্পতিপুরোগমৈঃ ।
ত্রৈলোক্যোহস্মিন পুনঃ শক্রশক্রে রাজ্যম-
কটকম্ ॥ ৩

সমাজগুস্তদা দ্রষ্টুং প্রাপ্তরাজ্যঃ সুরাধিপব ।
মুনমশ্চাঙ্গিরঃ দক্ষবশিষ্ঠকৃত্তগৌতমঃ ॥ ৪
পুলস্ত্যপুলহাগস্ত্যবিশ্বামিত্রাজিশৌনকঃ ।
জমদগ্নিভরদ্বাজভৃগুভাণ্ডারিগালবঃ ॥ ৫
ঋতুঃ শাণ্ডিল্যহর্কাসোগর্গজৈমিনিনারদাঃ ।
দাল্ভ্যোদ্ধালকবাজ্রব্যশরভঙ্গনিশাকরাঃ ॥ ৬
মরীচিচ্যবনোত্তককাত্যায়নপরশরাস্ত্রাঃ ।
সংবর্তশঅলিখিতদেবভাগসুবেণকাঃ ॥ ৭

পঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবরাজ, উৎ-
কৃষ্ট আসনে উপবেশনপূর্বক সন্তুষ্ট সহস্র
অহুচরবর্গাবিহীন মহাতেজাঃ ত্রয়-
স্ত্রিংশৎ কোটি দেবগণে পরিবৃত্ত আছেন এবং
অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ
ভাঁহার গুণগান করিতেছে, এমন সময়ে বৃহ-
স্পতি প্রভৃতি সকলে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে
ভাঁহাকে অভিব্যক্ত করিলেন, আর তিনিও
পুনরায় নিকটকে রাজ্য করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর একদা দেবরাজ পুনর্বার স্বর্গরাজ্য
প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া, ভাঁহার সহিত
সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অঙ্গির, দক্ষ,
বশিষ্ঠ, কৃত্ত, গৌতম, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য,
বিশ্বামিত্র, অত্রি, শৌনক, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ,
ভৃগু, ভাণ্ডার, গালব, ঋতু, শাণ্ডিল্য, হর্কাসা,
গর্গ, জৈমিনি, নারদ, দাল্ভ্য, উদ্ধালক,
বাজ্রব্য, শরভঙ্গ, নিশাকর, মরীচি, চ্যবন,
উত্তক, কাত্যায়ন, পরাশর, সংবর্ত, শত্ৰু,

জিতরৈভ্যযবক্রীতশ্বৈতকেতুপমন্তবঃ ।
 শকটায়নকৌণ্ডিকচক্ৰগুৎসমদাসিতাঃ ॥ ৮
 দেবরাতশ্চ জাবালিহারাৌতশ্চৈব কশ্চপঃ ।
 বৃহদশ্বাশ্চৈতথ্যা জাতুর্গাঃ পরাবশুঃ ॥ ৯
 পৈশীনসিৰ্য্যাক্সপাদো বীতিহোজাশ্বলায়নো ।
 শাতাতপো মধুচ্ছন্দা ঋচীকক্ৰতুদেবলাঃ ।
 বামদেবশ্চ মৈত্রেয়মার্কণ্ডেয়পুরোগমাঃ ॥ ১০
 কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটীলা ভস্মভূষিতাঃ ।
 কজ্জা ইব মহাআনো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ১১
 তানাগতান্ হুসম্পূজ্য কৃতাসনপরগ্রহান ।
 ব্রহ্মকল্মাষীন সৰ্বান পত্রচ্ছেদ্য পুরন্দরঃ ॥ ১২
 কৰ্ম্মমার্য্যতে দেবী বরদাচলকন্তকা ।
 তে ধন্তান্তে কৃতার্থান্তে যৈঃ সম্যক্ পূজিতা
 শিবা ॥ ১৩
 যন্তাঃ প্রসাদাদ্ ভূয়োহপি রাজ্যং প্রাপ্তমিদং
 ময়া ।

তবান্ধাঃ সৰ্ম্মমৈবৈতদ্বকুর্ম্মর্থ সন্তমাঃ ॥ ১৪

লিখিত, দেবভাগ, সুবেণক, জিত, রৈভ্য, যবক্রীত, শ্বৈতকেতু, উপমন্তা, শাকটায়ন, কৌণ্ডিন্য, কচ, গুৎসমদ, অসিত, দেবরাত, জাবালি, হারাত, কশ্চপ, বৃহদশ্ব, অশ্বিক, উত্থা, জাতুর্গা, পরাবশু, পৈশীনসি, ব্যাক্সপাদ, বীতিহোজ, আশ্বলায়ন, শাতাতপ, মধুচ্ছন্দ, ঋচীক, ক্রতু, দেবল, বামদেব, মৈত্রেয় ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেরই মস্তকে জটা, সর্কাস্ত্র ভস্মভূষিত এবং কঙ্কদেশে কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়া। সেই সকল বেদবেদাঙ্গপারগ মহাঋগণকে দর্শন করিলে, রুদ্রমূর্ত্তিসমূহ বলিষ্ঠা বোধ হয়। সুরপতি, সমাগত সেই সকল ব্রহ্মকল্ম ঋষিগণকে যথাবিধি অর্চনাপূরক আসনে উপরেখন। কয়ইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিসন্তমগণ! যাঁহারা প্রসাদে আমি পুনরায় এই স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অচল-নন্দিনী ভগবতী ভবানীকে কি প্রকারে আরাধনা করিতে হয়, তৎসমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। যাঁহারা সেই বরদায়িনীকে সম্যক্-

তে চৈবযুক্তাঃ শক্রেণ মুনয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 প্রত্যাচূষ্যঃ নমস্কৃত্য সৰ্ব্বাণিঃ শিবরূপিনীম্ ॥ ১৫
 তে ধন্তান্তে কৃতার্থাশ্চ সাধবস্তে শচীপতে ।
 তন্ত্যা যজন্তি যে নিত্যং পার্বতীঃ পরমে-
 স্বরীম্ ॥ ১৬
 কূর্ম্মস্তোহপীহ কৰ্ম্মাণি চণ্ডিকার্পিতমানসাঃ ।
 সূর্য্যাস্তব ইব জালৈর্ন বাধ্যস্তেহহ কিম্বিধৈঃ
 স্মায়ুরারোগ্যসৌখ্যানি সৌভাগ্যঞ্চ বরস্ত্রয়ঃ ।
 ভবন্তি তেষাং যে নিত্যং স্তবন্তি পরমেশ্বরীম্ ॥
 সংবৎসরান্তথা মাংস বিকলা দিবসশ্চ তে ।
 নরাণাং বিষয়জ্ঞানাং যেষাং গোহে ন পার্বতী ॥
 যত্র যজ্ঞার্চ্য্যতে দেবী বরদা পরমেশ্বরী ।
 তত্র তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং স্তাদিত্যাহ প্রজাপতিঃ ॥
 নামোচ্চারণমাত্রেন যন্তাঃ কীণাঘসঞ্চয়ঃ ॥
 ভবত্যবাগ্ধকল্যাণঃ কন্তাঃ নারায়ণেচ্ছিবান্ ॥

রূপে পূজা করে, তাহারাই ধন্ত ও তাহারাই কৃতকৃত্য। হে মুনিপুঙ্গবগণ! সেই সকল মুনিগণ, সুরপতি কর্ত্ত্বক ঐন্দ্রশ জিজ্ঞাসিত হইয়া, মনে মনে শিবরূপিনী সৰ্ব্বাণীকে নমস্কারপূরক কহিলেন,—হে শচীপতে! যাঁহারা প্রতিদিন ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরী পার্বতীর অর্চনা করে, যথার্থ তাহারাই ধন্ত, তাহারাই কৃতার্থ এবং তাহারাই প্রকৃত সাধু। ১—১৬। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল ব্যক্তি, ভগবতী চণ্ডিকার প্রতি চিন্তা সমর্পণ করত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সূর্য্যকিরণ যেমন জালবদ্ধ হয় না, তজ্জপ কোন প্রকার পাতকই তাহাদিগকে জড়ীভূত করিতে পারে না। যাঁহারা প্রত্যহ পরমেশ্বরীকে স্তব করে, তাঁহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, সুখ, সৌভাগ্য ও রূপবতী স্ত্রীসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল বিষখাণ্ড মানব-গণের গৃহে পার্বতী পূজিতা না হন, তাঁহাদিগের বৎসর, মাস ও দিবস সমুদয় বিকল। যখন ভগবান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, যে যে কার্য্যে বরদাত্তী দেবী পরমেশ্বরী পূজিতা হন, সেই সেই কার্য্যেই অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা নামোচ্চারণ মাত্রে নিখিল পাপ

পশুভিঃস্থিত তুল্যাস্তে দুর্ভিক্ষে তে শবা ইব ।
 যে মৃত্যু নার্কয়ন্ত্যার্থ্যাং পার্কীতীং পরমেশ্বরীম্
 অচিন্ত্যাং সংস্করপাংতাং শাস্ত্রতীং বিশ্বতোমুখীম্
 যে যজ্ঞতীহ ধৃত্যন্তে শিবাং স্বর্গাপবর্গদাম্ ॥২৩
 তপস্তীর্থপ্রদানৈশ্চ যজ্ঞৈব বহুদক্ষিণৈঃ ।
 ন তাং গতিং লভন্তেহত্র যাং স্তম্বাচলকন্তকাম্
 সর্গান্ কামানবাণ্পোতি যান্ যানিচ্ছতি মানবঃ
 ব্রতোপবাসপূজাভিঃ সমারাম্য মহেশ্বরীম্ ॥২৫
 ব্রতেন যেন দেবেন্দ্র প্রসীদত্যাত্ত পার্কীতী ।
 যচ্চোকানবমীসংজ্ঞঃ শূনু সর্বকলপ্রদম্ ॥ ২৬
 তস্তাং নবম্যাং সর্গাণী মহিষাদৌ মহানুরান্ ।
 জঘান সমরে শক্র তেন সা নবমী প্রিয়া ॥ ২৭
 অশ্বযুক্তশূরপক্ষস্ত নবম্যাং প্রযতাস্তবান্ ।
 স্নানান্ধার্য্য পিতৃন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ যথাক্রমম্

তিরোহিত হইয়া থাকে, কোম কল্যাণবান্
 পুরুষ সেই শিবকে অর্চনা না করিবে? যে
 সকল মূঢ় ব্যক্তি পূজনীয়া পরমেশ্বরী পার্কী-
 তীকে অর্চনা না করে, তাহারা পশুতুল্য
 কিংবা শবপ্রায়। যাহারা সেই স্বর্গাপবর্গ-
 দায়িনী, সর্বতোমুখী, সংস্করপা, স্নাতনী,
 অচিন্তনীয় শিবাকে অর্চনা করিতে পারে,
 তাহারাই শ্লাঘনীয়। ভগবতী পার্কীতীকে
 স্তুতি করিলে যে গতিলাভ হয়, কি তপস্তা,
 কি তীর্থসেবা, কি দান ও কি বহু দক্ষিণায়ুক্ত
 যজ্ঞনিচয়, কিছুতেই তাহা গতি প্রাপ্ত হওয়া
 যায় না। ব্রত, উপবাস ও পূজাদি দ্বারা
 পরমেশ্বরীকে আরাধনা করিলে, তিনি সমুদয়
 কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে দেবেন্দ্র!
 যে ব্রত করিলে, ভগবতী অবিলম্বে প্রসন্ন
 হন, উকানবমী নামক সর্বকলপ্রদ সেই ব্রতের
 বিষয় শ্রবণ কর। হে শক্র! ঐ নবমীতে
 ভগবতী সর্গাণী, সমরে মহিষাদি মহানুর-
 গণকে সংহার করেন বলিয়া উহা তাঁহার
 প্রিয় হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! শ্রদ্ধাবান্
 ব্যক্তি সংযত হইয়া আশ্বিন-মাসের শুক্লা
 নবমীতে স্নানানন্তর যথাক্রমে পিতৃগণ,
 দেবগণ ও মনুষ্যগণকে পূজা করিয়া

যজ্ঞে পশ্চাত্ত্বাহদেবীং মহিষানুরঘাভিনীম্ ।
 পুষ্পৈধু টৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পয়োদধিকলাদিক্ৰিঃ ॥
 ভক্ত্যা সম্পূজয়িত্ত্বৈব স্তব্ধা সম্প্রার্থয়েৎ ততঃ
 মজ্জেনানেন বৃত্তারে শ্রদ্ধাবান্ প্রযতো ব্রতী ॥৩০
 মহিষায় মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি ।
 দ্রব্যমারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে
 ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ মহেশ্বরি ।
 দেবেভ্যো মানুষ্যেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং
 সদা ॥ ৩২
 সর্গমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
 উমে ব্রহ্মাণি কোমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে ॥৩৩
 কুমারীভোজয়িত্বা বা কুর্ঘাদাচ্ছাদনাদিভিঃ ।
 যথাবর্ণং কুমারীশ্চ ভোজয়িত্বা ক্ষমাপয়েৎ ॥ ৩৪
 নব সপ্তাথ একাং বা চিন্তবিত্তানুসারতঃ ॥ ৩৫
 অক্ষয়া প্রীতিমাপ্নোতি দেবী ভগবতী শিবা ।
 অনেন বিধিনা বর্ষং মাসি মাসি সমাচরেৎ ॥৩৬
 ততঃ সংবৎসরস্তান্তে ভোজয়িত্বা কুমারিকাঃ ।

ভক্তিসহকারে পুষ্প, ধূপ এবং দধি-দুগ্ধাদি
 নৈবেদ্য দ্বারা মহিষমর্দিনী ভগবতীকে
 অর্চনাপূর্বক স্তবপাঠান্তে এইরূপ প্রার্থনা
 করিবে,—“হে মহিষায়! হে মহামায়ে! হে
 চামুণ্ডে! হে মুণ্ডমালিনি! আমাকে অতীষ্ট
 বস্ত্র, আরোগ্য ও বিজয় দান কর। হে দেবি!
 তোমাকে নমস্কার। হে মহেশ্বর! ভূত,
 প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, দেবতা, মনুষ্য এবং
 যাবতীয় ভয় হইতে আমাকে সতত রক্ষা
 কর। ১৭—৩২। হে সর্গমঙ্গলমঙ্গল্যে! হে
 শিবে! তুমি বিশ্বরূপা ও সর্বার্থসাধিকা, অতএব
 হে উমে! হে ব্রহ্মাণি! হে কোমারি! আমার
 প্রীতি প্রসন্ন হও।” এবং বিধ প্রার্থনার
 পর কুমারী পূজা করিবে, অথবা শ্রদ্ধাসহকারে
 বিভবানুযায়িক নব, সপ্ত বা একটী সর্বা
 কুমারীকে বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিয়া পূর্বোক্ত
 প্রকার প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে,
 দেবী ভগবতী শিবা পরম প্রীতা হইয়া
 থাকেন। এইরূপ বিধানে এক বৎসর
 প্রতিমাসে দেবীর আরাধনাপূর্বক বৎসরান্তে

বৈজ্ঞান্যভরণে: পূজ্যা: প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥
 সৰুস্বপ্নাং গাং দদ্যাৎসুবিপ্রায় সুশোভনাম
 নরো বা যদি বা নারী ব্রতমেতৎ করোতি চ ।
 উদ্বাবৎ সা সপত্নীনাং তেজসা ভাতি ভূতলে ॥
 ঈমহানবমীতোষা খ্যাতা সুরপতেহুনা ।
 সৰ্বসিদ্ধিকরী পুণ্যা সৰ্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ৪০
 নাধ্যাত্মিকং তন্ত ভয়ং দৈবং স্তান্নাধিতৌতিকম
 রক্ষতোব সদা শত্রু সৰ্বাপৎসু চ চণ্ডিকা ॥ ৪১
 শান্তিপুষ্টিকরী পুণ্যা পুত্রারোগ্যার্থলাভদা ।
 অহুঠৈয়া সদা পুষ্টিশত্বর্গকলাধিভিঃ ॥ ৪২
 যশ্চান্যাপি কুরুতে ব্রতমেতদিথং
 চণ্ডীপ্রিয়ং সুরপতে মুনিসিদ্ধজুষ্টম ।
 কজ্জানাকুলবরাহুলিতং বিমান-
 মাক্রহ যতি স সুরেন শিবস্ত লোকম্ ॥ ৪৩

কুমারীদিগকে ভোজন করাইয়া, বহ্নালঙ্কা-
 রাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে প্রণাম-
 পূর্বক বিসর্জন করিয়া সুব্রাহ্মণকে স্বর্ণ-
 শূকমণ্ডিত সুলক্ষণা গো দান করিবে। এই
 ভূমণ্ডলে যে পুরুষ এই ব্রত করে, সে
 অতিশয় তেজস্বান্ হয় এবং যদি কোন রমণী
 ইহার অহুঠান করে, সে সপত্নীগণের মধ্যে
 স্বীয় তেজঃপ্রভাবে উদ্বাবৎ দেদীপ্যমান
 হইয়া থাকে। হে সুরপতে! এক্ষণে এই
 তিথি মহানবমী নামে বিখ্যাতা হইয়াছে।
 উহা সৰ্বসিদ্ধিকরী, সৰ্বোপদ্রবনাশিনী ও
 পরম পুণ্যজনিকা। হে শত্রু! যে ব্যক্তি
 এই ব্রত করে, তাহার কি আধ্যাত্মিক, কি
 আধিদৈবিক, কি আধিতৌতিক কোন
 প্রকারই ভয় থাকে না। ভগবতী চণ্ডিকা
 তাহাকে সর্বপ্রকার আপৎকালেই রক্ষা
 করিয়া থাকেন। চতুর্ভুজ-কলাভিলাষী পুরুষ-
 গণের এই শান্তিপুষ্টিকর, পুত্র আরোগ্য ও
 অর্থপ্রদ, পুণ্য ব্রতের অহুঠান করা সৰ্বদা
 কর্তব্য। হে সুরপতে! যে মানব ছল
 করিয়াও সিদ্ধ ও মুনিগণ-চরিত এই চণ্ডীপ্রিয়
 ব্রতের আচরণ করে, সে ব্যক্তি কজ্জা-
 নাপাশিগ্ন বিমানে আরোহণপূর্বক পরম

শূলাগ্রভিন্নমহিষাসুরপাদপীঠা-
 মুখাতিথ্যগুরুচিরাঙ্গদবাহুদণ্ডম্ ।
 যেত্ভ্যচর্যসি হি তু নক্তজুহো নবম্যাং
 হৃগীর্তিহৃগগহনং ন বিশন্তি মর্ত্যাঃ ॥ ৪৪
 অন্তদ্যলাহ কপিলো ভগবান্ মহাত্মা
 মেরো চ দৈত্যগুরবে ভৃগুনন্দনায় ।
 তৎ স্বঃ শৃণুয স্মনা মঘবন্ মহান্ত-
 মারাদনং কিয়দপি ত্রিজগজ্জনস্তাঃ ॥ ৪৫
 যা কামধেনুসদৃশী কিল ভক্তিতাজাং
 যা কল্পপাদসমা স্কৃততার্থিনীক ।
 চিন্তামণীত্যবগতা ধনলিপমুভির্বা
 কস্মার তাং ভৃগুসুতাজ যজন্তি গৌরীম্ ।
 যে তাং স্মরন্তি নিগড়েহপি বজ্রপাদা
 ব্যাত্রাহিচোরনৃপবহিভয়েষু হৃগাম্ ।
 তেবাং ন কিঞ্চিদপি শত্রুভয়ং নৃণাং স্তা-
 স্বকান্ত মুক্তিমুপলভ্য সুখং লভন্তে ॥ ৪৬

সুখে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। যিনি
 শূলাগ্র দ্বারা মহিষাসুরের বক্ষঃস্থল বিদারণ-
 পূর্বক তদুপরি চরণপঙ্কজ স্থাপন করিয়াছেন,
 বাহ্য হস্তে নিকাষিত অসি ও অঙ্গল বিরাজ-
 মান; বাহ্যরা রাজিতে হবিষ্যাসী হইয়া নবমী-
 তিথিতে সেই হৃগীকে অর্চনা করে, তাহার
 কখন কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করে, না। হে
 মঘবন্! ভগবান্ মহাত্মা কপিল, মেরুগিরিতে
 দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে ত্রিজগজ্জননী
 পার্বতীর যে অন্তবিধ আরাধনা বলিয়াছেন,
 তাহার কিয়দংশ বলিতেছি, সুস্মৃতি হইয়া
 শ্রবণ কর। হে ভৃগুসুত! যিনি ভক্তগণের
 কামধেনুসদৃশী, স্কৃততার্থীদিগের কল্পপাদপ-
 তুল্যা এবং ধনভিলাষিগণের চিন্তামণিস্বরূপ,
 অতএব কে না সেই গৌরীর উপাসনা
 করিবে? ৩৩-৪৬। রাজভয়, চোরভয়, অগ্নিভয়
 এবং ব্যাত্র সর্পাদি যে কোন প্রকার শত্রুভয়
 উপস্থিত হইলে, বাহ্যরা তাঁহাকে স্মরণ করে,
 তাহাদিগের সমুদয় ভয়ই দূর হইয়া থাকে;
 অধিক কি, যদি কেহ চরণে নিগড়বদ্ধ হইয়াও
 তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারে, তবে সে তাঁ

হে ভার্গবর্ষা গিরিজাপ্রতিপ্রসাদে
দৈবং নিরুদ্ধমপি ন প্রভবত্যন্তম্ ।
আসন্নমেষময়ঃ বনরাজিমূচ্চৈ-
গ্রীষ্মোহপি পল্লবচয়োপচিভাং কয়োতি ॥৪
ধাত্মা স্বহস্তলিখিতানি ললাটপটে
দৈবাক্ষরাণি হুরিতৈকনিবন্ধনানি ।
গৌরীপ্রসাদজনিতেন জনঃ সমস্ত-
স্তাভ্যেকতঃ স পরিমার্জয়তীতি সত্যম্ ॥৪৯
তে সমস্তা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সৌদতি বন্ধুবর্গঃ ।
ধনান্ত এব নিভূতাস্বজভৃত্যদারা
যেষাং সদ্ধাত্ত্যদয়দা গিরিজা প্রসন্ন৷ ৫০
যঃ কারয়েষ্বরপতাকসিতাক্রগৌরং
তদগোপুরঞ্চ সুধয়ায়তনং তবান্তাঃ ।
চন্দ্রাবদাতভবনে বিপুলে চ সৌখ্যং
রাজ্যং শিরঞ্চ ভুবি কামমুপৈতি সত্যম্ ॥৫১
যে কারয়ন্তি ভবনং ভৃগুনন্দনার্থাঃ
শক্ত্যা সুবর্ণরজতায়সতান্ত্রশৈলম্ ।

হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম সুখী হয় । হে
ভার্গব ! পার্শ্বর্তী প্রসন্ন হইলে প্রাতকুল দৈবও
বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় না ; তাহার দৃষ্টান্ত
দেখ, বর্ষাকাল সমাগত হইলে প্রথর গ্রীষ্ম-
তাপেও বনরাজি নব পল্লবে সুশোভিতা
হইয়া থাকে । পার্শ্বর্তীর প্রসন্নতাপ্রভাবে
বিধাতা কর্তৃক ললাটে স্বহস্তলিখিত দুঃখ-
ভোগনুচক দৈবাক্ষরও নিশ্চয় ব্যর্থ হইয়া
যায় । সর্বাভ্যুদয়দায়িনী পার্শ্বর্তী যাহা-
দিগের প্রতি সতত প্রসন্ন৷, এ জগতে
তাঁহারাই সর্বত্র মাত্ত, ধনবান, যশস্বী,
ভাগ্যবান, এবং পত্নী পুত্র ও ভৃত্যগণে
পরিবৃত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, ভগবতী
ভবানীর শুভ মেঘবৎ সুধাবলিত পতাকা-
শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, সে এই
পৃথিবীতে নিঃসন্দেহ শশাঙ্কবৎ শুভ ভবনে
পরম সুখে অবস্থান করত যথেষ্ট রাজ্য
ঐর্ষ্য উপভোগ করিয়া থাকে । হে ভৃগু-
নন্দন ! যাহারা শক্তি অল্পসারে পার্শ্বর্তীর

সামন্তমোলমাণরাসমুজ্জ্বলে তে
সিংহাসনেহজ্জদকিরীটভূতো রমন্তে ॥৫২
যে মেকমূর্ধ্নী অরসজ্জকভাভিষেকাং
পঞ্চামূর্তৈর্গরিমুতাম্ভিষেচয়ন্তি ।
তে দিব্যকল্পমহুভুয় অরেন্দ্ররাজ্যং
রাজ্যাভিষেকমতুলং পুনরাধুবন্তি ॥ ৫৩
যে দেবদাক্ষমলয়োত্তবচন্দনেন
যে কুঙ্কমেন চ শিবাপুলেপয়ন্তি ।
তে দিব্যগন্ধপটবাসসুগন্ধদেহা
নন্দন্তি নন্দনবনেষু সহাপরোত্তিঃ ॥ ৫৪
দিব্যৈশ্চ পদ্মকরবৌরকজাতিপুষ্পৈ-
গৌর্যৈঃ শুভৈরহুদিনং নহু য়েচ্ছয়ন্তি ।
তে ভূতলে নরপতিতুমবাধ্য যোগাদ-
যান্তান্ত সৌখ্যমচিরেণ পরাঞ্চ সিদ্ধিম্ ॥৫৫
আমোদিভির্ষককপুস্পসুগন্ধধূপৈ-
যে লোকনাবাদয়িতামিহ ধূপয়ন্তি ।

ঐত্যর্থ স্বর্ণময়, রজতময়, লৌহময়, তাম্রময়
বা প্রস্তরময় মন্দির নির্মাণ করান, তাঁহার
সামন্তগণের কিরীটমণি প্রভায় সুশোভিত
সিংহাসনে অধিরূঢ় ও অজ্জদ-কিরীটাদি
ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে কাল-
যাপন করিয়া থাকেন । ৪২—৫২ । অরুণ
মেকশিখরে বাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
সেই পার্শ্বর্তীকে যাহারা পঞ্চামূর্ত দ্বারা অভি-
ষেক করে, তাহার দিব্য কল্পকাল অররাজ্য
ভোগ করত পুনরায় পৃথিবীতে বিপুলরাজ্যে
অভিষিক্ত হইয়া থাকে । যাহারা দেবদাক্ষ
ও মলয়-চন্দনরসে কিংবা কুঙ্কম দ্বারা পার্শ্ব-
র্তীকে উপলিপ্ত করিতে পারে, তাহার দিব্য
চন্দন ও পটবাস দ্বারা সুগন্ধময়-কলেবর
হইয়া নন্দনবনে অপ্সরাদিগের সহিত আনন্দ
উপভোগে সমর্থ হয় । যাহারা প্রতিদিন উৎ-
কৃষ্ট পদ্ম, করবোর বা জাতীপুষ্প দ্বারা পার্শ্ব-
র্তীর অর্চনা করে, তাহার ভূমণ্ডলে বহুদিন
রাজত্ব করিয়া যোগবলে পরমসুখ ও সিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকে । যাহারা এই জগতে
সঙ্গদ্বন্দ্বালী মৃকক-পুষ্প-সুবাণ্ডিত ধূপনিচয়ে

কপূরসারসমগন্ধবরাঃ সুরায়া
আলিঙ্গয়ন্তি দয়িতাঃ সুররাজলোকে ॥ ৫৬
দোধ্যতে কনকদণ্ডবিরাজিতৈশ্চ
সচ্চামরৈঃ প্রচলকুণ্ডলসুন্দরীভিঃ ।
দিব্যাস্বরস্রগম্বলপনভূষিতাঙ্গঃ
কুহ্মা মুভানিভবনে বরবস্ত্রপূজাম্ ॥ ৫৭
দেদৌপ্যতে স কনকোজ্জলপদ্মরাগ-
রত্নপ্রভাভরণহেমময়ে বিমানে ।
দিব্যাস্ত্রনাপরিবৃত্তো মনসোহভিরামঃ
প্রজ্জ্বল্য দীপমমলঃ ভবনে ভবান্তাঃ ॥ ৫৮
যো জাগরং গিরিসুতাভবনে দদাতি
চৈত্রোৎসবাদিদিবসেহভাবিতুর্য়ানাদম্ ।
বীণামৃদঙ্গমধুরস্বরভামিণীভিঃ
সঙ্গীয়তে স হি কুশোদরিকম্বরীভিঃ ॥ ৫৯
কুরুন্তি যে সত্ৰপলেনবাসচিহ্নঃ
সম্মার্জ্জনং গিরিসুতায়তনেহম্বরতাঃ ।
মুক্তাকলাপমণিকাক্ষনভিত্তিচিহ্নৈ
বৈদূর্য্যকুটুম্বিতলে ভবনে বসন্তি ॥ ৬০

শতরত্নদ্বিতাকে ধূপিত করিতে পারে, তাহারাই
ইন্দ্রলোকে উৎকৃষ্ট কপূরবৎ সুগন্ধময়-কলে-
বরাধিতা পরম রূপলাবণ্যবতী রমণী-দগকে
আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি
পার্বতীমন্দিরে উৎকৃষ্ট বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে
পূজা করে, সে সুরপুরে দিব্য বস্ত্র, দিব্য
মালা ও দিব্য-গন্ধাঙ্কুলেপনে ভূষিত হয়
এবং কুণ্ডলালঙ্কৃত সুন্দরীগণ কনকদণ্ডবির-
জিত দিব্য ব্যঞ্জননিচয় দ্বারা তাহাকে বৌজ্ঞন
করিতে থাকে। ভবানীগৃহে উজ্জ্বল দীপ
দান করিলে দিব্যরূপ ধারণ করত দিব্যাস্ত্র-
নায় পরিবৃত্ত হইয়া সুবিলস পদ্মরাগ-রত্নরাজি-
বিরাজিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণপূর্ব্বক
দেদৌপ্যমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চৈত্রোৎস-
বাদি দিবসে ভবানীগৃহে তুর্ধ্যাক্ষনিসহকারে
জাগরণ করে, বীণা মৃদঙ্গসং মধুরকণ্ঠি
কুশোদরী কিম্বরীগণ তাহার গুণগান করিয়া
থাকে। যে সকল রমণীগণ অম্বরজুতিতে
সম্মার্জন ও উপলেনন দ্বারা তুর্গামন্দির,

দদ্যাক্ষ যঃ পরমভক্তিযুক্তো ভবান্তা
ঘণ্টাবিতানমথ চামরমাতপত্রম্ ।
কেয়ুরহারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতোহসৌ
রত্নাবিধো ভবতি ভূতলচক্রবর্তী ॥ ৬১
অভ্যর্চয়ন্তি বিধিবধিবিধোপচারৈ-
র্গন্ধধ্বনিকবিবৃদ্ধস্তপাদপদ্মাম্ ।
ভক্ত্যা প্রহৃষ্টমনসঃ প্রণমন্তি দেবীঃ
তে ভূভুবস্বমহিমাগুণকলা ভবন্তি ॥ ৬২
গায়ান্ত যৈ গিরিসুতাঙ্ক বিলোকয়ন্তি
ধ্যায়ন্তি বামলধিয়শ্চ শিবাং স্মরন্তি ।
গৌরীমুখাঃ ভগবতীঃ জগদেকদেবীঃ
তে বৈ প্রয়ান্তি পরমং পদমিন্দুমৌলেঃ ॥ ৬৩
দেবীঃ সমস্তভুবনাদিবিচিত্রদেহাঃ
সুখ্যাগ্নিচন্দ্রেনয়নামিহ কালবক্রাম্ ।
দীর্ঘাষ্টদিশ্চুজ্জচ্চাঃ মুহুভাবহাসাং
যেহভ্যর্চয়ন্তি হৃদি হস্ত ত এব ধন্তাঃ ॥ ৬৪

পরিকার পারচ্ছন্ন করে, তাহারাই মণিমুক্তাদি,
ভূষিত স্বর্ণময় ভিত্তিযুক্ত বৈদূর্য্যমণিময় কুটুম-
তলে বাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরম
ভক্তিসহকারে পার্বতীকে ঘণ্টা, বিতান,
চামর বা ছত্র দান করে, সে কেয়ুর, হার ও
মণিময় কুণ্ডলাদি ভূষণে বিভূষিত ভূতলচক্র-
বর্তী ও রত্নাবিধ হয়। গন্ধধ্ব, সিদ্ধ ও দেব-
গণ ঐহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন,
যাহার প্রফুল্লাস্তঃকরণে ভক্তিসহকারে বিবিধ
উপচার দ্বারা বিধিবৎ ঐহার অর্চনাপূর্ব্বক
নমস্কার করিতে পারে, তাহারাই সেই
কাধ্যের কলে ভুলোক, ভুবলোক ও স্বলোকে
মহিমাবিত হইয়া থাকে। অধিক কি কহিব,
যাহারা জগদেকদেবী ভগবতী পার্বতীর
গুণগান করে কিংবা তাঁহাকে ধ্যান, বিলো-
কন বা স্মরণ করে, সেই সকল বিমলচিত্ত
মানবগণ ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের পরমপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৩—৬৩। নিখিল ভুবন
ঐহার দেহ, চন্দ্র স্বর্ঘ্য আগ্নি ঐহার লোচন,
কাল ঐহার বক্র এবং অষ্টদিক্ ঐহার
বাহুস্বরূপ, সেই সঙ্গমধুরহাসিনী দেবীকে

ইক্ষাকুপুরুপুত্রাঘবধুক্ষুমা-
 মাঙ্কাত্ত্বহৈহয়যাতাজমৌচমুখ্যে ।
 আরোগ্যসন্ততিধরাজয়সৌখ্যলুকেঃ
 সম্পূজিতা ভগবতী মনুজৈর্ভবানী ॥ ৬৫
 যাগেশ্বরীঃ বেদবতীঃ ভবানীঃ
 ব্রাহ্মীঃ কুমারীঃ সূভগাঞ্চ বাণীম্ ।
 নারায়ণীঃ হৈমবতীমনন্তাঃ
 বিশ্বাদিতুতাঃ ভজ ভার্গবার্ধ্যাম্ ॥ ৬৬
 যশাসি বিদ্যাঃ সুখমর্থমায়ু-
 বিভূতাঃ পুষ্টিরনর্থহানিঃ ।
 তন্তুজিতাজাঃ ভবিনাং বিমুক্তয়ে
 ভবন্তি যোগানুগতাঃ সমাধয়ঃ ॥ ৬৭
 নীচোহপি মন্দমতিরল্লকুলোত্তবোহপি
 ভীকঃ শঠোহপি চপলোহপি
 নিকৃদ্যমোহপি ।
 গৌরীপদাজয়জন্যমিহোদ্যতশ্চ
 সন্দৃশ্যতে ননু সুরৈরপি গৌরবেণ ॥ ৬৮
 তাবৎ কৃতাকৃতমপি প্রতিঘাতমেতি
 কস্মার্জিতেন বিধিনাপি কৃতোদ্যমেন ।

যাহারা হৃদয়মধ্যে অর্চনা করিতে পারে,
 তাহারাই ধন্ত । ইক্ষাকু, পুরু, পুত্র, রাম-
 চন্দ্র, ধুক্ষুমার মাঙ্কাত্তা, হৈহয়, যশাসি ও
 আজমৌচ প্রভৃতি নৃপতিগণ আরোগ্য, সন্তান-
 সন্ততি, পুণ্যবীজ্য এবং সর্বপ্রকার সুখাভি-
 লাষী হইয়া সেই ভগবতী ভবানীর পূজা
 করিয়াছিলেন । হে ভার্গব ! জ্ঞানিগণ তাঁহা-
 কেই যাগেশ্বরী, বেদবতী ভবানী, ব্রাহ্মী,
 কুমারী, সূভগা, বাণী, নারায়ণী, হৈমবতী ও
 অনন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ;
 অতএব তুমি সেই বিশ্বের আদিভূতা পার্শ্ব-
 তীর ভজনা কর । পার্শ্বতীভজ্য মানবগণের
 যশ, বিজ্ঞা, সুখ, অর্থ, আয়ুঃ, ঐশ্বর্য, পুষ্টি,
 কল্যাণ এবং মুক্তির কারণ যোগানুগত সমাধি-
 লাভ হইয়া থাকে । নীচ, মূঢ়মতি, নীচ-
 কুলোদ্ভব, ভীক, শঠ, চপল ও নিকৃদম
 ব্যক্তিও গৌরীর চরণারবিন্দ পূজা করিলে
 সুরগণও তাহার গৌরব করিয়া থাকেন ।

আর্য্যাপদাস্তুরজো বিরজঃ প্রণম্য
 যাবন্ন বৎস শিরসা ধ্রিয়তে জনেন ॥ ৬৯
 বিদ্যা তপঃ কুলজনির্কিবিশ্বক শিষ্ণঃ
 শৌর্য্যঃ মতিশ্চ বিনয়স্ত বিদগ্ধতা চ ।
 এতে গুণা গুণবতাং পরমঞ্চ ভজঃ
 গৌরীপ্রসাদরহিতস্ত তৃণীভবন্তি ॥ ৭০
 তাবন্ন সিধ্যতি রসো ন রসায়নানি
 মন্তা মহোদয়কলা বিলসৎপ্রবাদাঃ ।
 ক্রিষ্ণস্তি সাধকজনা ভুবি বত্বিকাশ্চ
 যাবন্ন তুষ্যতি কবে বরদা ভবানী ॥ ৭১
 গোব্রক্ষণার্চনপরাশ্চ রতাঃ স্বধর্ম্মে
 যে মন্যমান্যঃ বিমুখাঃ শুচয়শ্চ শৈবাঃ ।
 সত্যপ্রিয়াঃ সকলভূতাহতে রতাশ্চ
 তেষাঞ্চ তুষ্যতি সদা স্মৃতে মৃড়ানী ॥ ৭২
 ভূতাদিভূতাঃ বিষয়েশ্রিয়াণাং
 পরাং তথাস্তঃকরণাঙ্করূপাম্ ।

হে বৎস ! মানব, যাবৎকাল প্রণামপূর্ব্বক
 ভগবতীর চরণারবিন্দের বিমল রজ মস্তক
 দ্বারা ধারণ না করে, তাবৎকালই সে পাপ-
 পুণ্যের প্রতিঘাত সহ্য করিয়া থাকে । যাহারা
 পার্শ্বতীর প্রসন্নতালাভে বঞ্চিত, সেই সকল
 গুণবান ব্যক্তিদিগের কি বিজ্ঞা, কি তপস্বী,
 কি কৌলীন্ত, কি বিবিধপ্রকার কারুকার্য্য, কি
 শৌর্য্য, কি বুদ্ধিমত্তা, কি বিনয় এবং কি
 চাতুর্য্য, সমুদয় গুণই তৃণতুল্য । হে
 কবে ! যাবৎকাল ভবানী প্রসন্ন না হন,
 তাবৎকালই এই পৃথিবীতে সাধক জন-
 গণ ক্লেশ পাইয়া থাকে এবং তাবৎকালই
 তাহাদিগের কোনরূপ রসায়ন ও পরম উন্নতি-
 প্রদ গ্রাসিক মন্ত সকল সিদ্ধ হয় না । ৬৪—৭১
 হে স্মৃতে ! যাহারা গো-ব্রাহ্মণগণের পূজায়
 আসক্ত, চন্ত, স্বধর্ম্মনিরত, মদ্যমাংসে বিমুগ্ধ,
 বিশুদ্ধচেতা, শিবভক্ত, সত্যবাদী এবং সর্ব-
 ভূতাহতে তৎপর, ভগবতী মৃড়ানী তাহা-
 দিগের প্রতিই সতত তুষ্ট থাকেন । যিনি
 নিখিল-ভূতগণের আদি, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের
 অতীত, অন্তঃকরণ ও আঙ্কুরূপ এবং

সদাঙ্কয়াঃ কায়মনোবচোভিঃ
সকিস্তয়াধ্যাঃ সকার্থদাত্রীম্ ॥ ৭৩
অজামেকাঃ লোহিতশুক্রবর্ণাঃ
বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সুরূপাম্ ।
অজো হোকো জুষ্মাণোহন্নশেতে
জহাত্যোনাঃ তুক্রভোগামজোহন্তঃ ॥ ৭৪
প্রভাবমেতং ত্রিজগজ্জনন্তা-
ন্তবোদিতঃ ভার্গব বেদগুহ্যম্ ।
শ্রোতুং যদিচ্ছা তদুদীরয়স্ব
বিশ্রেয় কিং বা কথনীয়মস্তি ॥ ৭৫
শৃণুস্তি যে বাথ পঠিস্তি মর্ত্যাঃ
স্তবাসিতাধ্যানমিদং ভবাত্মাঃ
ভুতাক্ষয়ান্ কামমুখাংশ্চ তেহত্র
প্রযাস্তি শস্তোঃ পরমং পদঞ্চ ॥ ৭৬
সূত উবাচ

জবং মুনীনাং গদিতং ভবাত্মশ্রুতং শুভম্
জম্বা পুরন্দরঃ শ্রীমান্ ভক্ত্যা পরময়া দ্বিজাঃ

সৰ্বদা অক্ষয়, তুমি সেই সৰ্বার্থদায়িনী ভবা-
নীকে কায়মনোবাক্যে ভজনা কর। যিনি
অধিতায়ী, ঈহাশ্র জন্ম নাই, যিনি এ-
হইয়াও লোহিতশুক্রাদি নানাবর্ণে প্রকাশ
পাইতেছেন, ঈহাশ্র রূপ পরম মনোহর, যিনি
প্রকৃতিরূপে অখিল প্রজা সৃজন করিতেছেন,
আবার তিনিই সকলের আরাধ্যতম জন্ম-
বিরহিত অধিতায়ী পুরুষরূপে ঈহাশ্র সহিত
মিলিত থাকিয়া ভোগান্তে ঈহাকেই পরিত্যাগ
করিয়া থাকেন, হে ভার্গব! সেই ত্রিজগজ্জন-
নীর বেদগুহ্য এবংবিধ প্রভাব আমি তোমার
নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পুনরায় যদি
কোন বিষয় শ্রবণ-বাসনা থাকে, ব্যক্ত কর;
কারণ ব্রাহ্মণগণের নিকট কোন বিষয়ই বা
অবজ্ঞব্য আছে? যে সকল মানব ভগবতী
ভবানীর স্তবযুক্ত এই আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ
করে, তাহারা এই জগতে অক্ষয় অভীষ্ট
বিষয় উপভোগান্তে ভগবান্ শঙ্কর পরম-পদ
প্রাপ্ত হয়। সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ!
সুহরাজ, মুনীগণ-কথিত ভবানীর দৈব

আরাধ্যমাস তদা পার্শ্বতীং পরমেশ্বরীম্ ।
বরাংশ্চ ত্রিবিধানঞ্চ চক্রে রাজ্যমকটকম্ ॥ ৭৮
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শোনকসংবাদে পার্শ্বতীপ্রভাবকথনং
নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

তিথীনাম্ নির্ণয়ং সূত প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা।
বক্রমহসি চাম্মাকং ব্যাসশিষ্য মহামতে ॥ ১
সূত উবাচ ।
শৃগুধবমুষয়ঃ সৰ্ষে তিথীনাম্ নির্ণয়ং পরম্ ।
অনিণীতানু তিথিবু ন কিঞ্চিৎ কর্ম সিধ্যতি ॥ ২
শ্রোতঃ স্মার্ত্তং ব্রতং দানং যচ্চান্ত্রং কর্ম বৈদি-
কম্ ।

নির্ণীতানু তিথিষেব কর্ম কুরীত নাশ্রথা ॥ ৩
প্রায়ঃ প্রান্তযুগোব্যং স্ত্রাং তিথৈর্দৈবকলে-
পুত্তিঃ ।

কল্যাণময় চরিত শ্রবণান্তে পরম ভক্তিসহকারে
পরমেশ্বরী পার্শ্বতীকে আরাধনাপূর্বক বিবিধ-
প্রকার বরলাভ করিয়া নিকটকে রাজ্যভোগ
করিতে লাগিলেন । ৭২—৭৮ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন,—হে মহামতে ব্যাসশিষ্য
সূত! এক্ষণে আমাদিগের নিকট তিথিবিবেক
ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রকাশ করুন।
সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! কোন কোন
তিথিতে কোন কোন কার্য কর্তব্য, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ করুন; তিথি-নির্ণয়
না হইলে কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না।
জ্যোতিষ বা স্মৃতিজ্ঞ যে কোন ব্রত ও দান
এবং বেদোক্ত অশ্রয় যাবতীয় কার্যই তিথি-
নির্ণয় করিয়া কর্তব্য, অন্যথা কোন মতেই

নং হি পিতৃতৃষ্টাখং পিত্র্যকোক্তং মহাবিভিঃ ॥
প্রাপ্যাত্মপৈত্যকঃ সা চেৎ স্তাৎ ত্রিমু-

হুতিকা ।

পূৰ্ণকৃত্যেযু সৰ্কেষু সম্পূৰ্ণাং তাং বিহুস্তিথিম্ ॥৫
নয়ে পূৰ্ণা প্রকৰ্তব্যা বৃদ্ধৌ কার্ধ্যা তথোক্তরা ।
তথিত্তাত্তিক্কাণায়াঃ কয়রুজ্জিক্কাণয় ॥ ৬
ঐষ্টম্যোকাদশী যষ্টী তৃতীয়া চ চতুৰ্দশী ।
কৰ্তব্যঃ পরসংযুক্তা অপরাঃ পূৰ্ণমিশ্ৰিতাঃ ॥ ৭
বৃহত্তরা তথা বস্তা সাবিত্রী বটপৈতৃকী ।
কৃষ্ণাষ্টমী চ ভূতা চ কৰ্তব্যা সমুখী তিথিঃ ॥৮
ভুত্রে হে হে তথা কৃষ্ণে যুগাদী কবয়ো বিহুঃ ।
ভুত্রে পূৰ্ণাহ্নিকে কার্যো কৃষ্ণে চৈবাপরাহ্নিকে
গণবিজ্ঞা তু যা যষ্টী শিববিজ্ঞা তু সপ্তমী ।
শম্যোকাদশীবিজ্ঞা নোপায্যেব কথঞ্চন ॥ ১০

স্বর্গীয় নহে। যাহার দেবতাজীতি প্রার্থনা
করেন, প্রায় তাঁহাদিগের তিথির শেষভাগে
উপবাস করা বিধেয়। আর পিতৃগণের
স্মারার্থ তিথির অগ্রভাগেই উপবাসাদি-
কার্য করিবে, কারণ মহাবিগণ তিথির অগ্র-
ভাগকে পিত্র্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
যদি তিথিতে সূর্য্য অন্তর্মিত হন, উহা যদি ত্রি-
হর্ষব্যাপিনী হয়, তবে সমুদয় ধর্ম্মকাধ্যেই
গুণতগণ উহাকে সম্পূর্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।
কৃষ্ণকে তিথির পূর্কভাগ এবং শুক্রপক্ষে
শ্রবণভাগ গ্রাহ্য, কিন্তু যদি ঐ তিথিখণ্ড ত্রি-
হর্ষব্যাপিনী হয়, তবেই ক্ষয়-রুদ্ধিত্ত কারণ
নিবে। অষ্টমী, একাদশী, যষ্টী, তৃতীয়া
চতুর্দশী, পর-তিথিসংযুক্ত গ্রাহ্য, অপর
তিথি পূর্কমিশ্রিত গ্রাহ্য। তন্মধ্যে বৃহত্তরা
পর্য্যনেকাদশী), বস্তা-তৃতীয়া, সাবিত্রী ও
চতুর্দশী, বটপৈতৃকী যষ্টী ও কৃষ্ণাষ্টমী
দিন পূর্কতিথিসংযুক্ত হইবে, সেই দিবসেই
সম্মান। পণ্ডিতগণ, শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষে দুই
তিথিকে যুগাদি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে
কৃষ্ণপক্ষে উক্ত যুগাদি তিথিষ্ময় পূর্কাহ্নব্যাপিনী
কৃষ্ণপক্ষে অপরাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্য। পঞ্চমী-
কা যষ্টী, যষ্টীবিজ্ঞা সপ্তমী এবং দশমীবিজ্ঞা

জ্যৈষ্ঠ্যং সূর্য্যচন্দ্রোভ্যাং তিথিং কুটতরং ত্রতী
একাদশী তৃতীয়াঞ্চ যষ্টীকোপবসেৎ সদা ॥ ১১
কলমেকাদশী হস্তি বিহিতং দশমীযুতা।
পারবন্ত জ্যৈষ্ঠ্যাদশ্যামুজ্জ্বা দাদশীত্রতম্ ॥ ১২
পারবন্তে ন লভ্যেত দাদশী সকলাপি চেৎ ।
তদানীং দশমীবিজ্ঞা ছাপোস্যেকাদশী তিথিঃ ॥
শুক্রে বা যদি বা কৃষ্ণে ভবেদেকাদশীষ্ময়ম্ ।
উত্তরান্ত যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্কামেব সদা গৃহী ॥ ১৪
দশমী পৌর্ণমাসীক সপ্তমী পিতৃবাসয়ম্ ।
পূর্কবিদমকুর্য্যাণে নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৫
দিশীবালী দ্বিজগ্রহা সাগ্নিকৈঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ।
বহুঃ স্ত্রীভিত্ত্বা শূদ্রৈরপি চাষ্ট্ররনগ্নিকৈঃ ॥ ১৬
পারবন্তে মরণে নৃণাং তিথিত্তাৎ কালিকী স্মৃতা
নিশাভ্রতেষু চ গ্রাহ্যা প্রদোষব্যাপিনী সদা ॥ ১৭
উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনান্তং যতি ভাকরঃ ।

একাদশী কদাপি উপবাসাহ নহে। ১—১০।
ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াদি দ্বারা
এইরূপে তিথিনির্ণয়পূর্কক একাদশী, যষ্টী ও
তৃতীয়াতে উপবাস করিবে। দশমীবিজ্ঞা
একাদশী বিহিত ফল নষ্ট করিয়া থাকে এবং
দাদশী উল্লঙ্ঘনপূর্কক জ্যৈষ্ঠ্যদশীতে পারব-
ন্ত করিলেও উপবাসফল বিনষ্ট হয়। যদি
পারবন্ত-দিনে কলামাত্র দাদশী না পাওয়া
যায়, তাহা হইলে সে স্থলে দশমী-
বিজ্ঞা একাদশীতেই উপবাস হইবে। শুক্র
বা কৃষ্ণপক্ষে যদ্যপি একাদশী উত্তর-দিন-
ব্যাপিনী হয়, তবে যতিগণ পূর্কদিনে ও
গৃহিগণ পরদিনে উপবাস করিবে। অমা-
বস্তা, পূর্ণমা, সপ্তমী ও শ্রাদ্ধতিথি পূর্কবিজ্ঞা
গ্রহণ না করিলে নরকগামী হইতে হয়।
সাগ্নিক দ্বিজগণ, শ্রাদ্ধকার্য্যে চতুর্দশীযুক্তা
অমাবস্তা এবং নিরগ্নিক দ্বিজ ও জীশূজ
প্রতিপদযুক্তা অমাবস্তা গ্রহণ করিবে।
মানবগণের পারবন্ত ও মরণে তৎকাল-
ব্যাপিনী তিথিই বিহিত আছে, আর রাজ-
কর্তব্য ভ্রতে প্রদোষব্যাপিনী তিথিই গ্রহ-
ণীয়া। হে বিপ্রগণ! যে নক্ষত্রে ভাকরঃ

যক বা হুজ্যতে বিপ্রাঃ প্রদোষে হিমরশ্মিনা ॥
 অরীকৃষোড়শ নাড্যন্ত পরতশ্চৈব ষোড়শ ।
 পুণ্যকালোহর্কসংক্রান্তো স্নানদানজপাদিযু ॥১৯
 আসন্নসংক্রমঃ পুণ্যঃ দিনার্দ্ধঃ স্নানদানয়োঃ ।
 স্নাত্তো সংক্রমণে ভানোবিষুবত্যয়নে দিনে ॥২০
 সূর্যোন্মুগ্ৰহণং যাবৎ তাবৎ কুর্ধ্যাজ্জপাদিকম্ ।
 ন যপ্যায় চ ভূজীত স্নাত্বা ভূজীত মুকুয়োঃ ॥২১
 আদিত্যশীতকিরণৌ গন্তাবস্তং গতো যদা ।
 দৃষ্ট্বা তদানন্তদিবসে স্নাত্বা ভূজীত বাগ্‌যতঃ ॥২২
 সূতকে যুতকেবাপি নোপবাসং ত্যজেদ্রতী ।
 যস্মাত্তয়ত্রতোহতীব গহিতো বেদবাদিভিঃ ॥২৩
 তস্মাৎ প্রমাদহুঃখে বা সূতকে বাসনেহপি চ ।
 স্নাত্বা কার্য্যব্রতংবিপ্রা অন্তথা ব্রতলোপভাকৃ
 দেবার্চনাদিকং কৰ্ম্ম কার্য্যঃ দৌক্ষাঘিভিঃ সদা ॥

অন্তমিত হন, কিংবা প্রদোষকালে চন্দ্রের
 সহিত যাহার যোগ হয়, তাহাতেই উপবাস
 বিধেয়। সূর্য্যসংক্রমণকালের পূর্কৌত্তর
 ষোড়শ দণ্ড স্নান দান-জপাদি-কার্য্যে পুণ্য-
 কাল জানিবে। বিষুব ও অয়নদিনে
 স্নাত্তিতে সূর্য্যসংক্রমণ হইলে সংক্রমণের
 নিকটবর্তী দিনার্দ্ধ স্নানদানে পুণ্যকাল।
 যাবৎকাল সূর্য্য ও চন্দ্র রাহগ্রস্ত থাকেন,
 তাবৎকালই জপাদি কর্তব্য এবং তাবৎকাল
 শয়ন বা ভোজন বরিবে না। সূর্য্য বা
 চন্দ্রকে মুক্ত দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন
 করিবে। যদি সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রস্ত হইয়াই
 অন্তমিত হন, তবে বাগ্‌যত থাকিয়া পরদিন
 মুক্তি দেখিয়া স্নানান্তে ভোজন করা কর্তব্য।
 জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও ব্রতী
 উপবাস ত্যাগ করিবে না, কারণ, যাহার
 ব্রতভঙ্গ হয়, বেদবাদিগণ তাহাকে অতিশয়
 নিন্দা করিয়া থাকেন। তে বিপ্রগণ! অত
 এব কোন প্রকার বিপদ বা অশৌচাদিতেও
 অবগাধনপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রতের অনুষ্ঠান
 বরিবে, অন্তথা ব্রতভঙ্গজন্ত পাতকী হইবে।
 দৌক্ষাঘিত ব্যক্তিগণ সূর্য্য দেবার্চনাদি
 কার্য্য করিতে পারিবে, কারণ সংযতাস্না-

নান্তিশাবং যতন্তেষাং সূতকঞ্চ যদান্বনাং ॥২৫
 শিবে দেবার্চনং যন্ত যন্ত বাগ্নিপরিত্রঃ ।
 ব্রহ্মচারিযতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্ ॥২৬
 মহচ্ছন্দ প্রযুক্তা যা যা চ সোপপদা তিথিঃ ।
 সামাবস্তাসমা জ্যেষ্ঠা দানাদ্যয়নকৰ্ম্মসু ॥ ২৭
 মার্গা হ্যপরপক্ষে তু পূর্ব্বমধ্যা তু শক্তিভা ।
 সূর্য্যস্ততুরষ্টকান্তিস্তে সপ্তম্যাদিষদ্বজ্রমাং ॥ ২৮
 মাঘে পঞ্চদশী কৃষ্ণা নভস্তে চ জ্যৈষ্ঠাদশী ।

দিগের জনন বা মরণজন্ত অশৌচ প্রতি-
 বন্ধক হয় না। যে শিব পূজা করিবে কিংবা
 যে সায়িক, অথবা ব্রহ্মচারী বা যতি, তাহার
 শরীরে কোনরূপ অশৌচ থাকে না। যে
 তিথির পূর্ব্বক মহৎশব্দ প্রযুক্ত হয়, কিংবা
 যে তিথি কোন উপপদযুক্ত, তাহা দানা-
 দ্যয়নকার্য্যে অমাবস্তাতুল্য জানিবে। ১১—২৭।
 অগ্রহায়ণ প্রভৃতি মাসচতুষ্টয়ের কৃষ্ণপক্ষে
 সপ্তমী প্রভৃতি তিথিত্রয়ে “পূর্ব্ব, মধ্য এবং
 অহ” নামে খ্যাত তিন “অষ্টকা” যথাক্রমে
 হয়। * (অষ্টকায় শ্রদ্ধা করিতে হয়।)
 মাঘ মাসের অমাবস্তা, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-

* মূলে “পূর্ব্বমধ্যাহ্নশক্তিভা” পাঠ
 হইবে। সপ্তমী প্রভৃতি তিন দিন অষ্টকা
 সায়িকের। নিরায়ির অষ্টকা কেবল অষ্ট-
 মীতে। তাহাতে দৈবপক্ষ এবং পিতৃাদি
 ঘটপূর্ব্বপক্ষ আছে, এই অনুবাদ মূলের
 বিশেষ অনুগত হইলেও প্রচলিত শাখীর
 গৃহাদিঃস্মৃত নহে। চার মাসে অষ্টকা স্মৃত
 শাখীর পক্ষে হইতে পারে। প্রচলিত
 শাখী অনুসারে তিন মাসে “অষ্টকা” হয়।
 এই নিয়ম-সম্মত অনুবাদ—“অগ্রহায়ণ
 প্রভৃতি মাসত্রয়ের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তম্যাদি
 তিথিত্রয়ে “পূর্ব্ব মধ্য অহ” নামে খ্যাত তিন
 অষ্টকা যথাক্রমে হয়। এই তিন অষ্টকায়
 চার পক্ষ—বঙ্গপক্ষ, দৈবপক্ষ, পিতৃাদি ঘট-
 পূর্ব্বপক্ষ, মাতৃাদি পক্ষ।

তৃতীয়া মাধবে শুক্লা নবমী কার্তিকে সিতা ।
 এতা যুগাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সর্বাচ্চাক্ষয়পুণ্যদাঃ ॥
 সিংহরুশিকয়োঃ কৃত্তসংক্রান্তিবৃ ভবন্ত্যত ।
 ক্রমাৎ কৃত্তযুগাদিনাং যুগান্তাশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩০
 শ্রাদ্ধপক্ষে জ্যৈষ্ঠাদিত্যাং মঘাশ্বিন্দুঃ করে রবিঃ
 যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পূণ্যরবাপাতে ॥ ৩১
 ধনুঃস্রীমীনযুগাঙ্কঃ যড়নীতিমুখাঃ স্মৃতাঃ ।
 অশ্বযুক্তকুরুনবমী শ্রাদ্ধনী কার্তিকে সিতা
 তৃতীয়া চৈত্রমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত ৫ ॥ ৩৩
 ফাল্গুনস্ত অমাবাস্তা পৌষশ্রোতাদনী তথা ।
 আষাঢ়স্তাপি দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী ॥ ৩৪
 আষাঢ়াষ্টমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়া ৫ পূর্ণিমা ।
 কার্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা ।
 মঘন্তরাদয়শ্চৈতা দন্তশ্রাদ্ধকায়িকারিকাঃ ॥ ৩৫
 সংক্রান্তযন্তথা পুণ্যা ভাষ্যতো শ্রাদ্ধশৈব হি ॥ ৩৬
 পরীষেভেবু দানানি ধেনুশৈলাদিকানি চ ।

জ্যৈষ্ঠদশী, বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া এবং
 কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী যুগাদ্যা বলিয়া
 কথিত, এই সকল তিথিতে পুণ্যকার্য করিলে
 অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে । হে মহর্ষিগণ !
 সিংহ, বৃশ্চিক ও কৃত্ত সংক্রান্তিতে যথাক্রমে
 সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অন্ত হইয়া
 থাকে । অপর পক্ষের প্রায়োদশীতে যদি
 চন্দ্র মঘানক্ষত্রে ও সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে অব-
 স্থিত হন, তাহা হইলে উহার নাম গজচ্ছায়া,
 বহুপুণ্যকালে শ্রাদ্ধকার্য্যে উহা লক্ষ হইয়া
 থাকে । ধনু, কত্তা, মীন ও মিথুন রাশিতে
 রবিসংক্রমণের নাম যড়নীতি সংক্রান্তি ।
 আশ্বিন-মাসের শুক্লা নবমী, কার্তিক-মাসের
 শুক্লা দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের শুক্লা
 তৃতীয়া, ফাল্গুনমাসের অমাবাস্তা, পৌষ-
 মাসের একাদশী, আষাঢ়-মাসের দশমী,
 মাঘ-মাসের সপ্তমী, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাষ্টমী
 এবং আষাঢ়, কার্তিক, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ-
 মাসের পূর্ণিমা মঘন্তরা । মঘন্তরায় দান
 করিলে অক্ষয় ফল হয় । সূর্য্যের দ্বাদশ
 সংক্রান্তি-দিবস পুণ্যকাল । উক্ত

প্রযুক্তি বিজ্ঞেন্দ্রেভ্যো লভন্তে চাক্ষাৎ গতিম্
 পানীয়মপোষু তিলৈবিশিখং
 দত্তাৎ পিতৃভাঃ প্রযতো মনুষ্যঃ ।
 শ্রাদ্ধঃ কৃত্তং তেন সমাসহস্রং
 রহস্তমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ৩৮
 ইতি ক্রীতকপুরাণোপপুরাণে ক্রীসৌরে
 শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকথনং
 নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

অত উবাচ ।

প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবঃ ।
 সর্বেষামেব বর্ণনাং শুদ্ধিমাংস যথা রবিঃ ॥ ১
 দ্বিবিধঃ পাপমিত্যুক্তং প্রকটঃ গুপ্তমেব চ ।
 প্রকটঃ প্রকটে নৈব রহস্তেন তথৈতরং ॥ ২
 বেদশাস্ত্রার্থবিদ্যাংসো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগাঃ ।
 কামক্ৰোধবিনির্মুক্তাঃ শাস্ত্রান্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ

পূর্ব্বদিনে বিজগৎক ধেনু শৈলাদি দান
 করিলে অক্ষয় গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে
 ব্যক্তি, এই সকল দিনে সংযত হইয়া পিতৃগণ-
 উদ্দেশে সতিল জল দান করে, তাহার সহস্র
 বৎসর শ্রাদ্ধদানের ফল লাভ হয়, পিতৃগণ
 এই রহস্ত বিষয় বলিয়া থাকেন । ২৮—৩৮ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

অত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ !
 এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । প্রকট ও গুপ্ত এই দ্বিবিধ পাপ
 কথিত আছে ।—প্রকট অর্থাৎ প্রকাশ্য কার্য্য
 দ্বারা যে পাপ হয়, তাহার নাম প্রকট ; আর
 গুপ্ত কার্য্য দ্বারা গুপ্ত পাপ হইয়া থাকে ।
 বাহ্যর বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিগ, কাম-ক্রোধ-
 লোভ হিংসাদি-বর্জিত, শাস্ত্রভাব ও জিতেন্দ্র-

সমাঃ শত্রো চ মিত্রে চ হিংসালোভবিবর্জিতাঃ
 একবিংশতিসংখ্যাকাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োহথ বা ॥
 যৎ ত্রয়ুজসংখ্যাকাঃ স ধর্ম্যঃ স্তাদিতি ক্রতিঃ
 ব্রহ্মহা মতপঃ স্তেয়ী গুরুতল্লগ এব চ ।
 মহাপাতকিনশ্চৈতে যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥
 যশ্চ সংবৎসরস্তেভিঃ পতিতৈঃ সহ সংবসেৎ ।
 যানশয্যাসনৈর্নিত্যং জ্ঞানং বৈ পঠিতো ভবেৎ
 ব্রহ্মহা দ্বাদশানানি নিরতাত্মা বনে বসেৎ ।
 তিচ্ছাহারেণ সততং ধৃতা শবশিরোধ্বজম্ ॥ ৮
 এককালং চরেতৈকং দোষং বিখ্যাপয়ন্নৃণাম্ ।
 পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ১৯
 অকামস্ত স্মৃতা ভক্তিঃ কামতো মরণান্তিকী ।
 জলন্তং প্রবিশেদগ্নিঃ তৃণোঃ পতনমেব চ ॥ ১০
 কুর্ধ্যানশনং বাপি ব্রাহ্মণার্ধে ত্যজেদনুং ।
 তর্কর্থে বাত্যাজেৎ প্রাণান ব্রহ্মহত্যাং

ব্যপোহতি ॥ ১১

শ্রিয়, এবংবিধ একবিংশতি অথবা সপ্ত কিংবা
 পঞ্চ বা ত্রিসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বলিবেন,
 তাহাই ধর্ম, বেদে এইরূপ কথিত আছে ।
 ব্রহ্মহত্যাকারী মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীতে উপ-
 গারী, সূবর্ণচোর ও ইহাদিগের সংসর্গী—এই
 পঞ্চজন মহাপাতকী । যে ব্যক্তি পতিত ঐ
 পঞ্চজনের সহিত এক বৎসর কাল জ্ঞান-
 পূর্বক একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন
 ও একখানে আরোহণাদি দ্বারা সতত সহ-
 বাস করে, সেও পতিত হইয়া থাকে ।
 ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশ বৎসর সংযত হইয়া
 বনে বাস করিবে এবং সতত নর-কপাল
 ধারণ করিয়া মানবগণের নিকট নিজ দোষ
 উল্লেখ করত একবার মাত্র তিচ্ছা গ্রহণপূর্বক
 জীবন ধারণ করিবে । এইরূপ দ্বাদশ
 বৎসর অতীত হইলে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপ
 বিনষ্ট হইবে । এই প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানপূর্বক
 ব্রহ্মহত্যাকারীর । যে জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যা
 করে, তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত । সে প্রজলিত
 অনলে প্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন,
 অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগ, অথবা ব্রাহ্মণ কিংবা

গম্বা বারণসীং বাপি কালাৎ তত্র ত্যজেদনুং
 সর্গপাপবিনিপুঙ্ক্তো যাত্তি শৈবঃ পরং পদম্ ॥
 সুরাপন্ত সুরাঃ তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেৎ ততঃ ।
 শুদ্ধো ভবতি নির্দম্বস্তদ্বর্ণাং বা পয়ঃ পিবেৎ ॥ ১৩
 গোমূত্রং বা স্তুতং বাপি তৎপাপানুচ্যুতে দ্বিজঃ
 ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চাপি চরেৎ তৎপাপশাস্তয়ে ॥ ১৪
 অভিগম্য তু রাজানং সূবর্ণস্তেয়বান দ্বিজাঃ ।
 স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ক্রদ্যাৎ স্বং মাং হস্তমিহাহসি ॥ ১৫
 গৃহীত্বা মুঘলং রাজা সুরুদন্ত্যৎ তু তং স্বয়ম্ ।
 বধে তু মুচ্যতে তেন কৃষ্টেষ্ণুবি বিবিধৈর্দ্বিজাঃ ॥
 অবগৃহেৎ স্ত্রিয়ঃ তপ্তামায়সীং গুরুতল্লগাঃ ॥ ১৬
 যন্ত যন্ত চ সম্পর্ক্যং তৎসংযোগী ভবেদ্বিজাঃ
 তন্ত তন্ত ব্রতং কুর্গ্যাৎ তন্তংপাপাপমুদয়ে ॥ ১৮

গুরুক নিমিত্ত জীবন বিসর্জন করিলে, তাহার
 সেই পাপ তিরোহিত হয় । ১—১১। কিংবা
 সে যদি বারণসীতে গমনপূর্বক কালে তথায়
 প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সমুদয়
 পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম শিবপদ প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ সন্তপ্ত অগ্নি-
 বর্ণ সুরা কিংবা পয়ঃ, অথবা তাদৃশ গোমূত্র
 বা স্তুত পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে
 পারিলে, সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ
 করিতে পারে । অথবা ব্রহ্মহত্যাব্রত করি-
 লেও সেই পাপ বিনষ্ট হয় । হে দ্বিজগণ !
 যে ব্যক্তি সূবর্ণ হরণ করে, সে রাজার নিকট
 গমনপূর্বক নিজ কর্ম্ম খ্যাপন করত বলিবে,
 “আপনি আমাকে বধ করুন ।” পরে রাজা
 তাহাকে মুঘলাঘাত করিবেন । সে তাহা-
 তেই জীবনত্যাগ করিলে, কিংবা বিবিধ
 ক্রেশসাধ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারি-
 লেও সেই পাপের হস্ত হইতে পরিজ্ঞাপ
 পায় । যে ব্যক্তি গুরুপত্নী গমন করে, সে
 দৌহময়ী তপ্ত স্ত্রী আগ্নেসনপূর্বক জীবন
 বিসর্জন করিতে পারিলে, তাহার সেই
 পাপ নষ্ট হইয়া থাকে । হে দ্বিজগণ ! মানব
 যে প্রকার পাতকীর সংসর্গে পাতকী হয়,
 সেইরূপ পাতকীর যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত

প্লাত্বাৰ্থমেধাবভূষে সৰ্কে পাতকিনো বিজাঃ ।
 শুধ্যেরন্তৎকণাদেব রবিরিত্যব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥
 মাতৃবসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃবসাম্ ।
 ভাগীনেয়ীং সমাক্রুত্ব কুৰ্ঘ্যাৎ কঙ্কুতিকঙ্কুকৌ ।
 চান্দ্রায়ণং বা কুরীত তস্ত পাপাপহৃতয়ে ॥ ২০ ॥
 ভ্রাতৃভাৰ্য্যাং ভাগিনেয়ীং তস্ত পাপাপহৃতয়ে ।
 চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা কথিতানি বৈ ॥ ২১ ॥
 মাতুলস্ত সূতাং গতা সখিভাৰ্য্যাং তথৈব চ ।
 অহোৱাত্তোষিতো হুত্বা তপ্তকঙ্কুঃ সমাচরেৎ ॥
 উদক্যাগমনে চৈব ত্রিৱাত্ত্রৈণ বিশুধ্যতি ॥ ২৩ ॥
 ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গতা কঙ্কুমেকং সমাচরেৎ ।
 কন্তাগমনে চৈব চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥ ২৪ ॥
 রেতঃ সিকা জলে যন্ত কঙ্কুঃ সান্তপনঃ চরেৎ
 বেষ্ঠায় গমনে বিপ্রং প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ।
 নাত্মাসাং নিষ্কৃতির্দ্ৰষ্টা শাস্ত্রেণ পৰমর্ষিভিঃ ॥
 সংবৎসরস্ত চান্দ্র্যাসাদ্গুরুতরব্রতং স্মৃতম্ ।

যদি তত্র প্রজ্যোৎপত্তিনিষ্কৃতিৰ্ভবিষীয়তে ॥ ২৭ ॥
 শূদ্রা ভবতি চেচ্চৈত্ৰা ব্রাহ্মণস্ত যদা তথা ।
 ন তস্তা গমনে পাপং প্রজ্যোৎপত্তৌ তথৈব চ
 রণ্ডায়া গমনে চৈব চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্ ।
 সংবৎসরেণ ভবতি গুরুতরসমো হি সঃ ॥ ২৯ ॥
 নট্যৈশৈলুৰিকৌঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্ ।
 গতা চান্দ্রায়ণং কুৰ্ঘ্যাৎ তথা চৰ্ম্মজীবিনীম্ ॥
 দৌকিতঃ কজিয়ং হুত্বা চরেদ্ভ্রম্মহণো ব্রতম্ ।
 অদৌকিতস্ত হননে যড়দং কঙ্কুমাচরেৎ ॥ ৩১ ॥
 বৈশ্তম্ভ কামতো হুত্বা ত্র্যম্বকঙ্কুঃ সমাচরেৎ ॥
 নিহত্যা ব্রাহ্মণীং বিপ্রম্বষ্টবর্ষং ব্রতং চরেৎ ॥
 বর্ষমষ্টকন্ত রাজস্তাং বৈষ্ঠাং সংবৎসরত্রয়ম্ ॥
 বৎসরেণ বিশুদ্ধঃ স্তাচ্ছূদ্রস্রীবধ এব চ ।
 বেষ্ঠাং হুত্বা প্রমাদেন কিঞ্চিদানমিহোচিতিম্ ॥
 মৰ্কটং নকুলং কাকং বরাহং মুষকং তথা ।
 মার্জারং বাথ মণ্ডুকং খানং বৈ কুটং ধরম্ ॥

আছে, তাহার অহুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ
 হইবে। স্বয়ং ভগবান্ ভাস্কর বলিয়াছেন,
 —অৰ্থমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিলে, সৰ্ব্বপ্রকার
 পাপীই তৎকণাৎ শুদ্ধ হইয়া থাকে। মাতৃবসা,
 পিতৃবসা ও মাতুলানী গমন করিলে কঙ্কু ও
 অতিকঙ্কু ব্রত করিবে। অথবা তৎপাপ-
 শাস্তির নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ কর্তব্য। ভ্রাতৃভাৰ্য্যা
 ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে তৎপাপধ্বংসের
 জন্ত পঞ্চ বা চতুঃসংখ্যক চান্দ্রায়ণ বিহিত
 আছে। মাতুলকন্তা কিংবা বন্ধুভাৰ্য্যায়
 উপগত হইলে, অহোৱাত্র উপবাস করিয়া,
 তপ্তকঙ্কু ব্রত করিবে। রজস্বলা-গমনে
 ত্রিৱাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ অপর
 ব্রাহ্মণপত্নী গমন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত
 করিবে। কন্তাগমনে চান্দ্রায়ণ কর্তব্য।
 যে ব্যক্তি জলে রেতঃপাত করে, সে
 সান্তপন ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ, বেষ্ঠাতে
 উপগত হইলে প্রাজাপত্যব্রত কর্তব্য।
 ধর্ম্মশাস্ত্রে মহর্বিগণ, ঐ সকল পাপদিগের
 অস্ত প্রকার আর নিস্তারের উপায়
 দেখেন নাই। যে ব্যক্তি এক বৎসর বেষ্ঠা

গমন করে, তাহার গুরুপত্নী-গমনের প্রায়-
 শ্চিত্ত করা কর্তব্য। কিন্তু যদি সেই বেষ্ঠাগর্ভে
 সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহার
 আর নিষ্কৃতি নাই। ১৩—২৭। শূদ্রা যদি ব্রাহ্ম-
 ণের বিবাহিতা হয়, তাহা হইলে তাহাতে
 গমন বা সন্তানোৎপাদন করিলে কোন দোষ
 নাই। রণ্ডাতে উপগত হইলে, সান্তপনব্রত
 কর্তব্য এবং এক বৎসর গমনে গুরুজন-গম-
 নের পাতকী হয়। নটী, শৈলুৰিকী, রজকী,
 বেণুজীবিনী ও চৰ্ম্মজীবিনী গমন করিলে
 চান্দ্রায়ণ করিবে। দৌকিত-কজিয়-বধে ব্রহ্ম-
 হত্যার প্রায়শ্চিত্ত এবং অদৌকিত-কজিয়-
 বধে যড়বর্ষ-সাধ্য ব্রত করা কর্তব্য। জ্ঞান-
 পূৰ্ব্বক বৈশ্তম্ভহত্যা করিয়া ত্রিবর্ষসাধ্য ব্রত
 করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণীহত্যা করে, তবে
 অষ্টবর্ষসাধ্য, কজিয়া বধ করিলে ষড়্বর্ষসাধ্য,
 বৈষ্ঠা বধ করিলে ত্রিবর্ষসাধ্য এবং শূদ্রা বধ
 করিলে একবর্ষ-সাধ্য ব্রত করিবে। অজ্ঞা-
 নতঃ বেষ্ঠাবধে কিঞ্চিদান প্রায়শ্চিত্ত। মৰ্কট,
 নকুল, কাক, বরাহ, মুষিক, মার্জার, ভেক,

পানকরুঃ চরেকরা কুরুমৰ্ববধে স্মৃতম্ ।
 তপকরুঃ হস্তিবধে পারাকং গোবধে স্মৃতম্ ॥
 কামতো গোবধে নৈব শুদ্ধিদ্ভূতা মনৌষিতিঃ ॥
 তক্ষ্যতোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্ত চ ।
 পুষ্পমূলকলানাক পঞ্চগব্যঃ বিশোধনম্ ॥ ৩৮
 তৃণকাঠক্রমাণাক শুক্লারস্ত শুভস্ত চ ।
 চৈলচৰ্ম্মামিষাণাক ত্রিরাত্র স্তাদভোজনম্ ॥
 হংসঃ কারণ্ডবৈব চক্রবাকক টিট্টিভম্ ।
 শুকক সারসকৈব উলুকক কপোতকম্ ॥ ৪০
 চাষক শিশুমারক বলাকাক বকঃ তথা ।
 জম্বা চৈতান্ দ্বিজঃ কুৰ্যাদাদশাহমভোজনম্ ॥
 নালিকঃ তণ্ডুলীয়ক জম্বা কুরুঃ সমাচরেৎ ॥
 কামতোহুহরঃ তম্বা তপকরুঃ সমাচরেৎ ।
 অলাবুঃ কিণ্ডুকঃ জম্বা প্রাজাপত্যঃ সমাচরেৎ
 বানি কীরণ্যপেয়ানি তেষাং পানাদ্ভতস্তদম্
 গোমূত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ৪৪
 অম্ময়মতপানেন কুৰ্য্যাক্ষাস্রায়ণব্রতম্ ।

কুকুর, কুকুট ও গর্দভ বধে প্রাজাপত্য-
 পান এবং অৰ্ববধে সম্পূর্ণ প্রাজাপত্য, হস্তি-
 বধে তপকরু ও গোবধে পরাক-ব্রত নির্দিষ্ট
 আছে ; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক গোহত্যা করিলে,
 মনৌষিগণ তাহার শুদ্ধির উপায় দেখিতে
 পান না। তক্ষ্য, ভোজ্য, যান, আসন,
 শয্যা এবং কল, মূল ও পুষ্প অপহরণ
 করিলে, পঞ্চগব্য-পান প্রায়শ্চিত্ত। তৃণ,
 কাঠ, বৃক্ষ, চিপ্টিটক, শুভ, তৈল, চৰ্ম্ম ও
 আমিষ অপহরণ করিলে, ত্রিরাত্র উপবাস
 করিবে। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, টিট্টিভ,
 শুক, সারস, উলুক, কপোত, চাষ, শিশুমার,
 বলাকা ও বক ভক্ষণ করিলে, দ্বিজগণের
 দ্বাদশাহ উপবাস বিধেয়। নালিকা ও তণ্ডু-
 লীয় ভক্ষণে কুরুব্রত প্রায়শ্চিত্ত। ইচ্ছা-
 পূর্বক হুহর ভক্ষণ করিলে, তপকরু ব্রত
 করিবে। অলাবু ও কিণ্ডুক-ভোজনে
 প্রাজাপত্য কর্তব্য। অপেয় কীর পান
 করিলে একমাস গোমূত্র-যাবক পান করিয়া
 শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র বর্ষ মদ্য-

প্রাজাপত্যঃ চরেৎ সম্যগ্ৰোতোবিগ্নব্রতকর্ণে ॥
 বিভূবরাহরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ
 এতেষাং ভক্ষণে চৈব দ্বিজস্রাস্রায়ণঃ চরেৎ ॥
 ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টঃ ভূক্ষা কুরুঃ সমাচরেৎ
 কল্মিষে তপকরুঃ স্তাদ্বৈশ্বে চৈবাতিকুরুকম্ ॥
 শূদ্রোচ্ছিষ্টঃ দ্বিজো ভূক্ষা চরেচ্চাস্রায়ণব্রতম্
 সুরাভাগোদকং পীত্বা চরেচ্চাস্রায়ণব্রতম্ ॥ ৪৮
 মহাপাতকিনঃ স্পৃষ্টা বেদবিক্রিয়ণঃ তথা ।
 রজস্বলাক চাণ্ডালীমস্ত্রায়া যদি ভোজয়েৎ ।
 ত্রিরাত্রোপোষতো ভূষা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি
 তৈলাভ্যাকো দ্বিজো যন্ত কুৰ্য্যাম্মূত্রপুরীষকৈ ।
 অহোরাত্রৈশ্চ শুদ্ধিঃ স্তাৎ শৃঙ্খকশ্মিণি মৈথুনে ॥
 ধরযানং সমাকুহ্য তথা চৈবোষ্ট্রযানকম্ ।
 নগ্নো যন্ত বিশেদাপস্রিরাত্রৈশ্চ বিশুধ্যতি ॥ ৫১
 পাপানামাধিকং পাপং দেবতানাক নিন্দনম্ ।

পান করিলে, চাস্রায়ণ ব্রত করিবে। যৈতঃ
 বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিলে প্রাজাপত্যব্রত
 প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজগণ বিভূবরাহ, গর্দভ,
 উষ্ট্র, শূগাল, বানর ও কাক ভক্ষণ করিয়া
 চাস্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের
 উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে কুরুব্রত ;
 কল্মিষের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তপকরু ; বৈশ্বের
 উচ্ছিষ্ট ভোজনে অতিকুরু এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট
 ভোজনে চাস্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে।
 সুরাভাগে জল পান করিলেও ব্রাহ্মণের
 চাস্রায়ণ কর্তব্য। ২৮-৪৮। অস্ত্রান্তঃ মহা-
 পাতকী, বেদবিক্রমী, রজস্বলা ও চাণ্ডালী
 স্পর্শ করিয়া যদি ভোজন করে, তবে ব্রাহ্মণ
 ত্রিরাত্র অনাহারপূর্বক পঞ্চগব্য-পানে শুদ্ধ
 হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সর্কাজে তৈল
 মর্দনপূর্বক বিষ্ঠা মূত্র উৎসর্গ কিংবা শৃঙ্খ-
 বপন বা মৈথুন করে, সে একাহ উপবাস
 দ্বারা শুদ্ধ হয়। গর্দভ বা উষ্ট্রযানে আরো-
 হণ, অথবা উল্লঙ্ঘন হইয়া জলপ্রবেশ করিলে
 ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যত
 কিছু পাপের বিষয় উল্লেখ করা হইল, দেব-
 নিকা এই সমস্ত পাতক হইতেও গুরুতর।

মোহাহৈ কুরুতে যন্ত কৃচ্ছ্রঃ চান্দ্রায়ণঃ চরেৎ ॥
সকৃদ্যঃ কুরুতে নিন্দাং শিবস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ।
তস্ত শুদ্ধির্ন দৃষ্টান্তি পুরাণে মুনিভিঃ কৃতা ॥
কুর্ধ্যাদ্যদি গুরুঃ শুদ্ধিঃ কারণ্যাং পরমেষ্ঠিনঃ
চান্দ্রায়ণত্রয়ঃ জ্ঞানাত্মা শুদ্ধিরিযাতে ॥ ৫৪
শৃণোতি গুরুনিন্দাং যন্তস্ত চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥ ৫৬
একাসনঞ্চোপবিশেদগুরুণা সহ মূঢ়বীঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্তান্তি পাপং গুরুতরং হি তৎ
প্রায়শ্চিত্তমপীচ্ছন্তি কেচিদজ্ঞানভঃ কৃতে ।
কুর্ধ্যাৎ সন্তাপনঞ্চৈব চান্দ্রায়ণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫৮
যোহয়ং শুদ্ধিবিধিঃ প্রোক্তো গুরোরঙ্গী-

কৃতেষ্যম্ ॥ ৫৯

বা প্ৰসস্তান্তপ্রদানেন ব্রহ্মহত্যাসমং ভবেৎ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্তান্তি দত্তৈর্গ্ৰামশতৈরপি ॥
শিবজ্ঞব্যাণহরণঃ গুরোরপ্যপুণ্যাত্মকম্ ॥ ৬১
কুৎসনঞ্চ তথা শস্তোৰ্গুরোরপি তথৈব চ ।
তথা চ শিবভক্তানাং জ্ঞানস্ত চ বিদ্যম্ ॥ ৬২

যে ব্যক্তি মোহ বশতও দেবনিন্দা করে, তাহার চান্দ্রায়ণ করা কর্তব্য । যে মূঢ় একবার মাত্র ভগবান্ শঙ্করের নিন্দা করে, মুনিগণ কোন পুরাণ-শাস্ত্রেই তাহার নিস্তারোপায় দেখিতে পান না । গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া তাহার শুদ্ধির উপায় করেন, তবে চান্দ্রায়ণত্রয় ব্যবস্থা করিবেন ; নতুবা তাহার আর শুদ্ধি দেখি না । যে ব্যক্তি গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, তাহারও চান্দ্রায়ণত্রয় কর্তব্য । যে মূঢ়মতি গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই ; তাহার পাতক অতি গুরুতর । অজ্ঞান-পূর্বক উক্ত পাতক করিলে কেহ কেহ চান্দ্রায়ণ-চতুষ্টয় বা সান্তপনব্রত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন । এই যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, উহা গুরুর ইচ্ছানুসারে আনিবে । বাগ্মন্ত বস্ত্রদান না করিলে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক হয় ; শত শত গ্রাম দান করিলেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না । শিবজ্ঞ বা অন্নব্রাহ্মণও গুরুজ্ঞ বা অপহরণ, কিংবা শিব,

গিরিজায়ান্ত বিকোশে স্বন্দন্তেভমুখস্ত চ ।
যোগিনাঞ্চ তথা নিন্দা নিন্দিনোহপি তথা বিজ
পাপান্তেতানি সর্বাপি ব্রহ্মহত্যাসমানি বৈ ॥
তস্মান্ন নিন্দেদেহাত্মক কর্ণণা মনসা গিরা ।
যদৌচ্ছেচ্ছান্তং স্থানমিতি দেবোহব্রবীজ্জবিঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তস্ত সৰ্বস্ত পশ্চাত্তাপো হি কারণম্ ।
ন তেন রহিতং পাপং গচ্ছতীতি হি নিশ্চিতম্
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে পশ্চাৎ তদ্বিন্ পাণে প্রবর্ততে
কৃতকৃতমেব স্ত্রাং তৎ পাপং পূর্ববৎ স্মৃতম্
স্থলানি যানি পাপানি স্তৃঙ্গাপি বিবিধান্তপি ।
তানি নাশয়তি কিপ্রঃ মুহূৰ্ত্তঃ শিবচিন্তনম্ ॥ ৬৮
সর্বপাপাপনোদার্থঃ প্রায়শ্চিত্তং বল্যাম্যহম্ ॥ ৬৯
সমহিতো জলে ময়ঃ শিবঃ ধ্যায়ন্ প্রসন্নধীঃ ।
অষ্টকুণ্ডো হর ইতি জপন্ পাণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
কার্তিক্যাং শুক্লপক্ষস্ত যা সা পুণ্যা চতুর্দশী ।

গুরু, শিবভক্ত, পার্শ্বতী, বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ ও যোগিগণের যে নিন্দা, উহা ব্রহ্মহত্যাতুল্য গুরুতর পাপ । এজন্য ভগবান্ সূর্য্যদেব বলিয়াছেন, যদি নিত্যধাম প্রার্থনীয় হয়, তবে কি মন, কি শরীর এবং কি বাক্য, কিছুতেই যেন ইহাদিগের নিন্দাপ্রকাশ না করা হয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥ যত কিছু প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইল, অমুতাপই ঐ সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনাশের কারণ । অমুতাপ ভিন্ন নিশ্চয়ই কোন প্রায়শ্চিত্তেই পাপ বিদূরিত হয় না । যদি কেহ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় সেই কার্য্যে আসক্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা না-করা উভয়ই সমান, সেই পাপ পূর্ববৎ অবস্থিত থাকে । মুহূর্ত্তকাল ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরকে চিন্তা করিলে স্থূল ও সূক্ষ্ম যাবতীয় পাতকই বিনষ্ট হইয়া থাকে । এক্ষণে নির্ধিল পাপনাশের জন্য এক অনায়াদ-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি ;—একাগ্রচিত্তে জলে ময় হইয়া প্রসন্নহৃদয়ে শঙ্করকে ধ্যান করত অষ্টবার “হর” এই নাম জপ করিতে পারিলে অধিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হওয়া যায় । যে ব্যক্তি কার্তিক মাসের পুণ্য শুক্লা চতুর্দশীতে

তন্তাং সম্পূজ্য দেবেশং দেবদেবমুমাগতিম্ ।
 জপ্ত্বাধর্ষশিরো যন্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥৭১॥
 তন্তামেব নবম্যাক ভগবন্তমুমাগতিম্ ।
 উদিত্ত দদ্যাদ্ যৎ কিকিৎ সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে
 গোপবাস্তামমাবস্তাঃ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
 পঞ্চামৃতৈঃ সুসংস্রাপ্য লিঙ্গমুত্তমং হরম্ ।
 পুত্ররিষা বিধানেন সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৩
 মল্লবারমুতা পুণ্যা গুরুপক্ষে ত্রয়োদশী ।
 তন্তামুপোষ্য বিধিনা সম্পূজ্য গিরিজাপতিম্ ।
 ব্রহ্মহত্যাগতিঃ পাটপর্য়ন্তো ভবতি মানবঃ ।
 তৃতীয়া বা সমাখ্যাতা বৈশাখেহক্ষয়ং জ্ঞাতা
 তন্তাং শিবায় যৎ কিকিদ্ভক্তায়া শিবযোগিনে
 সর্ষপাণবিনির্গুক্তঃ পরাং গতিমবাশুঘাৎ ॥ ৭৫
 ব্রহ্মহত্যাগতিঃ পাটপর্য়ন্তো লোকবিনন্দিতঃ ।
 শতরং শরণং গহা সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৭৬

ইতি ত্রিঋকপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌয়ে সূত-
 শোনকসংবাদে প্রায়শ্চিত্তবিধিকথনং নাম
 দ্বিপকাশোধ্যায়ঃ ॥ ৫২

ত্রিপকাশোধ্যায়ঃ ।

ঋষি উচুঃ ।

ঋতমস্মাতিরখিলং জ্ঞানং মাহেশ্বরং মহৎ ।
 বর্ণাশ্রমবিধিষ্টেব প্রায়শ্চিত্তমশেষতঃ ।
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো বিবাহং গিরিজাপতেঃ
 সূত উবাচ ।
 যত্নবাচ পুরা দেবঃ পৃষ্ঠো মার্ত্তণ্ডস্থনা ।
 স্তব্ধা চ স্তোত্রবর্ধোণ তচ্ছূদ্রাঃ দ্বিজোত্তমাঃ ॥২
 মহুরুবাচ ।
 ভগবন্ যদ্বধা পৃষ্ঠং তৎ তথৈব ব্রহ্মদেবিতম্ ।
 ঋতং তদপি তাত হৃদি তচ্চ স্থিরীকৃতম্ ।
 জানাসি যৎ ভগবতো মাহাশ্রয়ং পার্শ্বতীপতেঃ
 ভবতো নাপরঃ কচ্চিৎস্তোত্রাত্যত্রবীক্ষুতিঃ ।
 ত্রয়োদশাপরা মূর্ত্তির্যতোহসি পরমেশ্বরঃ ।

শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মহত্যাগি নিখিল পাপ
 হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় । ৬৫—৭৬ ।

দ্বিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ।

দেবাবিদেব উমাগতি মহেশ্বরকে অর্চনাপূর্ব্বক
 অধর্ষবেদেয় সারস্বরূপ “হর” এই নাম জপ
 করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাভাজিত পাপ বিনষ্ট
 হইয়া থাকে । ঐ কার্ত্তিকমাসীয় শুক্লনবমী
 তিথিতে ভগবান্ উমাগতির উদ্দেশে যৎ
 কিকিৎ দান করিলে মানব সকল পাপ হইতে
 মুক্ত হয় । পূর্ণিমা অমাবস্তা এবং চন্দ্রসূর্য্য-
 গ্রহণ-কালে পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান
 করাইয়া যথাবিধি পূজা করিলেও সমুদয় পাপ
 তিগোহিত হইয়া থাকে । মানব, শনিবারমুক্ত
 গুরুপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে উপবাসপূর্ব্বক ভগ-
 বান্ ভবানীপতিকে যথাবিধি অর্চনা করিলে
 ব্রহ্মহত্যাগি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে ।
 বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়াতে শিব বা শিব-
 যোগী উদ্দেশে যৎকিকিৎ দান করিলে নিখিল
 পাপপুত্র হইতে মুক্ত হইয়া মানব পরমগতি
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিক কি কহিব, সর্ষ-
 প-জন-নিদিত মরণাপত্তকীও ভগবান্ শতরের

ত্রিপকাশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত ! আমরা অখিল
 শিবজ্ঞান এবং বর্ণাশ্রমবিধি ও অশেষবিধ
 প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবান্
 পার্শ্বতীপতির বিবাহের বিষয় শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি । সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম-
 গণ ! পূর্ব্বে ভগবান্ সূর্য্যদেব, মহুরুর্ভক স্তব-
 রাজ দ্বারা স্ততিবাদান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া
 যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । মহু বলিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ !
 যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি সেই
 সেই বিষয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন । হে তাত !
 আমি তৎসমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে
 ধারণা করিয়া রাখিয়াছি । বেদে এইরূপ
 উক্তি আছে, আপনিই ভগবান্ পার্শ্বতী-
 পতির মাহাশ্রয় সমাক্ষি বিদিত আছেন, আপনা-
 তির অপর কেহই পরিজ্ঞাত নহেন । কারণ,

অতঃপরেব জানাসি মহিমানং মহেশিতুঃ ॥ ৫
 ত্র্যমেব রুদ্রঃ বরদঃ শিবঃ পরমকারণম্ ।
 তপনং শরণং যামি সহস্রাক্ষঃ হিরণ্যম্ ॥ ৬
 সূৰ্য্যঃ প্রভাকরঃ ভানুঃ জ্যোতিষ্মন্তঃ জ্যোতিরব্যয়ম্
 অধিকাপতিমীশানং জ্যোতিষ্মন্তং দিবাকরম্ ॥
 হিরণ্যবাহুং জটিলমোদ্ধারাত্ম্যং প্রচেতসম্ ।
 ত্রিহি মে দেবদেবেশ বিবাহঃ পরমেষ্টিনঃ ॥ ৮
 কালী হৈমবতী গৌরী পুনর্জাতা কথং বিভো ॥
 ভানুকবচ ॥
 পুষ্টং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণু মনুজেশ্বর ।
 সৰ্ব্বপাপক্ষয়করং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০
 নীলদ্রৌবো মহাদেবঃ শরণ্যো গোপতিবিরাহি
 প্রপত্তে ত্বাং মহেশানমুগ্ৰং শরৎ কপদিনম্ ॥ ১১
 ত্বাং নমামি পরং হংসং পশুভর্তারমীশ্বরম্ ।
 সৰ্ব্বেষাং স্ররণাদেব দেহিনাং মোক্ষসাধনম্ ॥ ১২

আপনি শঙ্করের ষ্টিয়মূর্তিধরূপ পরমেশ্বর ।
 সূতরাং আপনিই মহেশ্বরের প্রকৃত মহিমা
 জানেন । আপনি রুদ্র, বরদ, পরমকারণ ও
 শিবময় । আপনি তপন, সহস্রাক্ষ, হিরণ্যম্,
 সূৰ্য্য, প্রভাকর ও ভানু নামে প্রসিদ্ধ । বৃধগণ
 আপনাকেই অবিলম্বে জ্যোতিষ্মন্ত পদার্থের
 মধ্যে অব্যয় জ্যোতিষ্মন্ত, দিবাকর ও
 অধিকাপতি ঈশানস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া
 থাকেন । আপনি হিরণ্যবাহু, জটিল, ওদ্ধা-
 রাত্ম্য ও প্রচেতা বলিয়া বিখ্যাত । হে
 দেবেশ ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।
 আপনি আমার শঙ্করের বিবাহের বিষয় বলুন ।
 হে প্রভো ! হিমালয়সুতা কালী কি প্রকারে
 পুনরায় গৌরী হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় ব্যক্ত
 করুন । ভানু বলিলেন,—হে মনুজেশ্বর !
 তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । উহা সৰ্ব্বপাপক্ষয়কর ও সনাতন
 পরম ব্রহ্মস্বরূপ । ভগবান্ নীলকণ্ঠ মহেশ্বর
 সকলের শরণ্য ; তিনি গোপতি ও বিরাহী ।
 আমি সেই উগ্র ও কপদী নামে বিখ্যাত
 পরমব্রহ্মস্বরূপ পশুপতি পরমেশ্বর ঈশানকে
 প্রণামপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ।

য এতৈর্নামিতিঃ স্তোতি প্রাতঃ সম্প্রজাত্যবান্
 তন্ত পাপং কথং বাতি লক্ষ্মীকৈব প্রবর্ততে ।
 সৰ্ব্বরোগবিনিপুঞ্জে জীবেষষষশতং নয়ঃ ॥ ১৩
 সূত উবাচ ।
 এবং মনোর্বচঃ ক্রতুঃ যদ্বাচ দিবাকরঃ ।
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুঃ মুনিপুংসবাঃ ॥ ১৪
 যা সা দক্ষসুতা দেবী সতী ত্রৈলোক্যপূজিতা
 ত্যক্তা দাক্ষঃ শরীরঞ্চ বভূবচলকন্তকা ॥ ১৫
 নারী কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী ।
 জগচ্চৈতন্তরূপা চ জগচ্চৈতন্তবোধিনী ॥ ৬
 অধিষ্ঠিতস্তয়া কাল্যা হিমবান্ পরমতোত্তমঃ ।
 পুণ্যস্থানমভূষিতা মোক্ষদঃ সৰ্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৭
 সিদ্ধানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ গন্ধৰ্ব্বাণাং দিবৌকসাম্ ।
 আবাসঃ কিরীটানাঞ্চ স্ররণ্যং পুণ্যনো নৃণাম্ ॥
 শিবং ভর্তারমিচ্ছন্তী তস্মিন্ গিরিবরোত্তমৈঃ ।
 তপন্তপ্তং গতা কালী শিবা পিত্রোরমুজয়া ॥ ১৯

তিনি স্ররণমাঝে সমুদয় দেহিগণের মূর্তি-
 বিধান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি, সংযত
 হইয়া প্রাতঃকালে এই সকল নাম ঘায়া
 তাঁহাকে স্তব করে, তাহার সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত
 হয় এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি হইয়া থাকে । সে সমুদয়
 যোগ হইতে মুক্ত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে ।
 ১—১৩ । সূত কহিলেন,—হে মুনিপুংসবগণ !
 দিবাকর মনুর বাক্য শ্রবণান্তে যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন
 ত্রৈলোক্যপূজিতা দক্ষসুতা দেবী সতী, দক্ষো-
 রসজ্জাত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কালী নামে
 হিমালয়ের কন্তা হন । হেঁ বিপ্রগণ ! বাহা
 হইতে নিখিল জগৎ চৈতন্ত প্রাপ্ত হয়,
 সেই জগচ্চৈতন্তরূপিনী বিশ্বরূপা মহেশ্বরী,
 দেহিগণের মোক্ষপ্রদ, সিদ্ধ যুনি গন্ধৰ্ব্ব
 দেবতা ও কিরীটগণের আবাসস্থল, স্ররণ-
 মাঝে মানবগণের পুণ্যপ্রদ, পুণ্যস্থান, গিরি-
 বর হিমালয়ে কিয়ৎকাল অধিষ্ঠানপূর্বক
 ভগবান্ শঙ্করকে স্বামিরূপে লাভ করিবার
 বাসনায় একদা পিতামাতার অনুমতি লইয়া
 তপস্তার্থ ঐ পর্বতের কোন বিজন প্রদেশে

অখান্নিরন্তরে দৈত্যস্বাক্ষরকো লোককণ্টকঃ ।

জাতো দৈত্যকুলেবীরো মৃত্যুরূপো দিবোকসাম্
ব্রহ্মাণঃ তপসারাদ্য বরং তস্মাদবাপ হ ।

দেবাঃ পলায়িতান্তেন তারকেণ বলীয়াস্ ॥ ২১

দেবানাং যোষিতে। যাক্ত বলাদপহতাক্ত তাঃ ।

হুংখারিনা স্তুসন্তপ্তাঃ শক্রাদ্যাঃ প্রথিতোজসঃ
গতাঃ সশক্রাঃ শরণং ব্রহ্মাণং ত্রিদশেশ্বরম্ ।

আগতাশ্চ সুরান দৃষ্ট্বা ততঃ প্রোবাচ পদ্মজঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

কস্মাৎ ব্রহ্মতাঃ সুরা সূরমাংগতা বৈ মমাস্তিকে ।

কৃত তৎ সকলং দেবা উপায়ং বাচি। বঃ ক্ষুটম্
দেবা উচুঃ ।

তারকাভয়সজ্জতাঃ শরণং দেবমাংগতাঃ ।

যথা মৃত্যোৰ্ভয়ং দেব তস্মান্নস্মাতুমর্হসি ॥ ২২

অপি কণং সুরশ্রেষ্ঠ ন লভামো বয়ং সূখম্ ।

গমন করিলেন। এদিকে ঐ সময়ে দেব-
গণের মৃত্যুরূপ লোককণ্টক মহাবীর
তারকাসুর দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক কিয়-
দিন পরে তপস্তা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা
করিয়া তাঁহা হইতে অতীষ্ট-বর প্রাপ্ত হয়।
অনন্তর সেই মহাবলশালী তারকাসুরের
ভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ পলায়ন করিলে
সে বলপূর্বক দেবান্নাসকল হরণ করিল।
অনন্তর প্রসিদ্ধ পৌরুষশালী ইন্দ্রাদি সুর-
বৃন্দ, হুংখানলে দগ্ধ হইয়া ত্রিদশনাথ ব্রহ্মার
শরণাগত হইলেন। তৎপরে ভগবান্ পদ্ম-
যোনি, সুরগণকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,
—হে সুরগণ! তোমরা কিজন্ত ভীত হইয়া
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? সমুদয় প্রকাশ
করিয়া বল, আমি তোমাদিগকে নিস্তারের
উপায় বলিতেছি। তখন দেবগণ কহিলেন,—
হে দেব! আমরা তারকাসুর হইতে ভীত
হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। সকলে
মৃত্যুকে বেরূপ ভয় করে, আমরা তাহা
হইতেও তজ্জন ভীত হইয়াছি, অতএব
আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ!
আমরা কণকালও সূখী নহি। ভগবান্

ত্রিঃশত্বর্ষসহস্রাণি হরিতারকয়োন্তনা ।

অহনিশমবিপ্রান্তং যুদ্ধমাদৌৎ সূদাক্ষণম্ ॥ ২৭

তথাপি ন জিতন্তেন দেবদেবেন চক্রিণা ॥ ২৮

অবধোহ্যয়মিতি জ্ঞাত্বা যযৌ ত্যক্তা মহোদধিম্

ভ্রান্তচিত্তস্তদা শাস্ত্রা গতভূর্ণং মহাবলঃ ॥ ২৯

বয়মপ্যেবমেবং হি ভীতাঃ শরণং প্রভো ।

আগতাস্মাহি নস্তস্মাৎ সূখদো ভব পদ্মজ ॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুধ্বং মেহমরাঃ সর্বৈ যুস্মাকং সূখদং মহৎ ।

যোহসৌ দৃষ্টস্তারকাখ্যস্তাপ পরমং তপঃ ॥ ৩১

তস্ত দৈত্যস্ত তপসা দহমানং চরাচরম্ ।

দৃষ্ট্বা তদ্বরদানার্থং গতোহহং তারকাস্তিকম্ ॥ ৩২

উক্তং ময়া বরং বৎস বরয়েতি মহাসুরঃ ।

অত্রবীদৈত্যরাজো মামভিবন্দ্য কৃতাজ্জনিঃ ॥ ৩৩

তারক উবাচ ।

অবধোহহং সুরৈঃ সর্বৈবিকৃতাঃ পদ্মসন্তব ।

হরি ও তারকাসুরের ত্রিঃশতসহস্র বর্ষ
দিবারাত্রি অবিপ্রান্তভাবে তুমুল সংগ্রাম
হইয়াছিল, তথাপি মহাবল দেবদেব চক্রপাণি
তাহাকে জয় করিতে না পারিয়া অবধ্য
বিবেচনায় ভ্রান্তচিত্তে তাহাকে পরিত্যাগ-
পূর্বক স্বরায় মহোদধিতে গমন করিয়াছেন!
হে প্রভো! আমরাও এই সকল কারণে
ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি।
হে পদ্মজ! আমাদিগকে তারকাসুর হইতে
পরিজ্ঞাপ করিয়া সূখী করুন। ১৪—৩০। ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে অমরগণ! তোমরা সকলে
আমার বাক্য শ্রবণ কর, উহা তোমাদিগের
পরম সূখপ্রদ হইবে। তোমরা যে মদেত্ত
তারকাসুরের কথা বলিলে, সে পূর্বে
কঠোর তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলে
তাহার তপস্তায় চরাচর সকলকেই ক্রিষ্ট
দেখিয়া তাহাকে বরদানার্থ আমি তাহার নিকট
গমনপূর্বক বলিলাম,—বৎস! বর প্রার্থনা
কর। তখন দৈত্যরাজ তারক আমাকে
বন্দনাপূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিল,—হে দেব!
ব্রহ্মন! আমি বাহাতে বিকৃত প্রভৃতি সকল

ভবাম্যহংযথা দেব তথা অং দেহি মে বরম্ ॥৩৪
এবমস্তিত্যহং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সুরোত্তমাঃ ।
অন্তচ্চোক্তং হিতার্থং বঃ কস্মাদধ্যোহসি

তদ্বদ ॥ ৩৫

তারক উবাচ ।

যোহয়ং দেবাধিদেবেশঃ কপদী নীললোহিতঃ
তস্ত রেতঃ সুরা পীত্বা সগৰ্ভা বিষ্ণুনা সহ ।
ভবিষ্যন্তি ততো জাতান্মৃত্যুরিষ্টো ন বাপরঃ ॥
তথাষ্টিততশ্চোক্তা গতোহহং যেকমুর্দ্ধনি ॥৩৬
গচ্ছধ্বং শরণং তস্মাচ্ছরণং সৰ্ষদেহিনাম্ ।
বিবেশ্বরমুমাকান্তং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৮
মুক্তা হরাস্তকং দেবং ত্রলোকো সচরাচরে
ন তং পশুমি ভো দেবাস্তারকং যো ববিষ্যতি ॥
ব্রহ্মণো বচনং ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ ।
কথং ভবিষ্যতীত্যেবমালোক্যামনসা দ্বিজাঃ ॥
গুরুণা দৈবভৈঃ সার্কং পুনরেব ন দেবরাট্ ।
হরস্তেব সূতোংপত্ন্যাপায়শ্চিন্ত্যতাং সুরাঃ ॥

ইত্যুক্তা প্রযযুর্দেবাঃ শক্রাদ্যা ব্রহ্মণা সহ ।
মেরোকৃতরতঃ শৃঙ্গং যত্র তিষ্ঠতি মাধবঃ ॥ ৪২
গুপ্ততিষ্ঠত্যমেয়াস্তা তারকান্তরপীড়িতঃ ।
সব্রহ্মকান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টঃ প্রোবাচ মাধবঃ ॥
মাধব উবাচ ।

উপায়শ্চিন্তিতঃ কোহত্র বধার্থং তারকস্ত হি ।
অস্তি চেচ্চ্যতাং দেবাঃ শর্ম্ম নো জায়তে যথা
সূত উবাচ ।
এবং বিবেশোবৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসন্তমাঃ ।
যথোক্তং ব্রহ্মণা তেভ্যস্তথোক্তং বিধবে সুরৈঃ
কিমিদানীন্ত কৰ্ত্তব্যমিতি সাংকস্তু দেবরাট্ ।
সোহস্মরয়মনসা কামমজ্জৈয়মসুরৈঃ সুরৈঃ ॥ ৪৬
শক্রস্ত চিন্তিতং ব্রাহ্মা কামো রতিপতিঃ স্বয়ম্
শচীপতিং সমাগম্য প্রাহ পুষ্পধনুর্দ্ধরঃ ॥৪৭
কাম উবাচ ।

কিং কার্য্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ কৰ্ত্তব্যং কিং মম প্রভো
তীরেণ তপসা কো হি স্থানমীহেত তাবকম্ ॥

দেবতারাই অবধ্য হই, সেইরূপ বর আমাকে
দিন। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! “তথাস্ত” বলিয়া
সেই বর তাহাকে দিয়া তোমাদের হিতার্থ
জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি কাহার বধ্য হইবে,
তাহা বল। তারক বলিল,—এই যে দেবাধি-
দেবেশ নীললোহিত কপদী, বিষ্ণুসহ দেব-
গণ ইহার গুরুপান করিয়া গর্ভযুক্ত হইবে,
সেই গর্ভোৎপন্ন যে পুরুষ—তাঁহার হস্তেই
আমার মৃত্যু ইষ্ট, অন্তবিধ মৃত্যু আমার
অভিপ্রেত নহে। আমিও “তথাস্ত” বলিয়া
সুরেশ্বরশিরে আগমন করিলাম। অতএব
তোমরা সৰ্বলোকশরণ্য লোকশঙ্কর বিবে-
শ্বর উমাকান্ত শঙ্করের শরণাগত হও।
হরস্বরূপ দেব ব্যতীত সচরাচর ত্রৈলোক্যে
এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যিনি তারক-
বধ করিতে সমর্থ। হে দ্বিজগণ! শচীপতি
সহস্রাক্ষ, ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া “সে ঘটনা
কিভাবে হইবে” ইহা মনে মনে পর্যালোচনা
করত “বুহুস্পতি এবং দেবগণ সমভিব্যাহারে
শিবের পূজোৎপত্তিবিষয়ে উপায়চিন্তা কর্ত্তব্য”

এই বলিয়া ইন্দ্র এবং তদনুগত দেবগণ
ব্রহ্মার সহিত সুরেশ্বরের উত্তর-শৃঙ্গে গমন
করিলেন। তথায় অমেয়াস্তা মাধব তারক-
ভয়ে গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। মাধব
ব্রহ্মার সহিত দেবগণকে অবলোকন করিয়া
হৃষ্টভাবে বলিলেন,—তারকবধ-বসয়ে কোন
উপায় চিন্তা করিগাছ কি? হে দেবগণ! যদি
কোন উপায় থাকে ত বল, আমাদের তাহাতে
শক্তি হইবে। ৩১—৪৪। সূত বলিলেন,—
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ, বিষ্ণুর এই কথা
শ্রবণ করিলেন! অনন্তর ব্রহ্ম-কথিত বৃত্তান্ত
দেবগণ বিষ্ণুকে বলিলেন। “এক্ষণে কি
কৰ্ত্তব্য” দেবরাজ ইহা চিন্তা করিয়া সুরা-
সুরের অজ্জৈয় কামদেবকে মনে মনে স্মরণ
করিলেন। রতিপতি পুষ্পধনুর্দ্ধর কামদেব
ইন্দের চিন্তা অবগত হইলে পর তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে প্রভো! ত্রিদশ-
নাথ! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে?
কোন ব্যক্তি তীরতপস্শায় ভবদীয় স্থান
অধিকার করিতে উদ্যত? কিংবা কোন

কিং বা কাচিং তবাদেশঃ কৰ্ত্ত্বং মেচ্ছতি চাঙ্গন
তাং কামিনীং করোম্যদ্য তব ধ্যানপরায়ণাম্
ন কশ্চিদস্তি মে শূরো ন মানী ন চ পণ্ডিতঃ ।
ব্যাপ্যামি জগৎ কুংস্রং ব্রহ্মাণ্যং স্তম্ভগৌচরম্
অথ কিং বহনোক্তেন দুর্কাসা বা মহামুনিঃ ।
সোহপি বিদ্ধঃ পতত্যান্ত মদ্বাণৈর্মরুতাং পতে ॥
ইন্দ্র উবাচ ।

জানাম্যহং রতেনাথ সামর্থ্যং পুষ্পধরিনঃ ।
নুনং হি সৰ্ব্বকার্য্যাপি কৃত্তং সিধ্যতি নাত্মবা ॥৫১
গচ্ছ পার্শ্বং মহেশস্ত সুরাণাং হিতকাম্যমা ।
চিন্ত্য হরস্ত সংকোভ্য পার্শ্বত্যাঃ সঙ্গমং কুরু
এতদেব হি মে কার্য্যমেষ এব মনোরথঃ ।
এতস্মাৎ কারণং ত্বং হি স্মৃতঃ পুষ্পধরুর্দর ॥৫৪
এবং শক্রবচঃ ক্ষত্বা বলবান্ মকরধ্বজঃ ।
মধোঃ সখা রতীযুক্তঃ পঞ্চবাণো মনোভবঃ ॥৫৫
যজ্ঞান্তে ভগবান্ শত্ৰুর্ধানদৃষ্ট্যা সমাহিতঃ ।
নিকম্পঃ স্বাস্থ্যান্ধানং চিন্তয়ানো মহেশ্বরঃ ॥৫৬

রমণী আপনার আদেশ-পালনে অসম্মতা ?
আজ সেই কামিনীকে, ভবদীয় ধ্যান-পরায়ণা
করিব। আমার নিকট বীর, মানী এবং
পণ্ডিত কেহ নাই। আত্রক্ষ-স্তম্ভপর্য্যন্ত
সমগ্র জগৎ আমার আয়ত্ত। হে দেবরাজ !
অধিক কি বলিব, মহামুনি দুর্কাসাও আমার
বাণবিদ্ধ হইয়া গীত্ৰই পতিত হইতে পারেন।
ইন্দ্র বলিলেন,—হে রতিনাথ ! হে পুষ্প-
ধরন ! তোমার সামর্থ্য আমার অবিদিত
নহে ; তোমা হইতেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়,
অস্ত্র প্রকারে হয় না। তুমি দেবগণের
হিতকামিনায় শিবপার্শ্বে গমন কর। মহা-
দেবের মনঃকোভ উৎপাদন করিয়া পার্শ্বতী-
সহ ভীহার সম্মেলন সম্পাদন কর। হে
পুষ্পধরন ! ইহাই আমার কার্য্য, ইহাই
আমার আকাঙ্ক্ষা, এই জন্তই তোমাকে
আমি স্মরণ করিয়াছি। ৪৪—৫৪। বলবান্
মনোভব মকরধ্বজ ইন্দ্রের এই কথা
শুনিয়া মধু-রতি-সমভিবাধারে পঞ্চশর
গ্রহণপূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন—যথায়

প্রাপ্য শস্তোন্নায়তনমপশ্চমকরধ্বজঃ ।
শৈলাদিং দ্বারদেশে তু মেরুশৃঙ্গমিবোদিতম্ ॥
সর্কীভরণসংযুক্তঃ সহস্রাদিত্যবর্চসম্ ।
শূলহস্তঃ ত্রিনেত্রঃ চন্দ্রাবয়বভূষণম্ ॥ ৫৮
বজ্রপাণিঃ চতুর্কীহঃ দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ।
তঃদৃষ্ট্বা মদনো বিপ্রাশ্চিন্তাক্রান্তস্তদাভবৎ ॥৫৯
কথং প্রবিষ্ট বক্ষ্যামি শত্ৰুং ত্রিদশবন্দিতম্ ।
কথং কার্য্যং করিষ্যামি সুরাণাং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
চিন্তয়িত্বা তু বহুধা বঞ্চনার্থায় নন্দিনঃ ।
বায়ুরূপং ততঃ কৃত্বা স্নগন্ধং মুহূর্নীতলম্ ।
প্রবিবেশ তদা কামো দক্ষিণং দিশমাব্রয়ন ॥
তেন যাম্যং দিশি গতো বায়ুর্বাতি সুখাবহঃ ।
অতাপি কারণং সোহয়ং স্নগন্ধো মুহূর্নীতলঃ ॥
অপশুৎ তত্র মদনঃ সূর্য্যাকোটিমিবোদিতম্ ।
সহস্রনয়নং দেবং সহস্রতল্লমীশ্বরম্ ॥৬৩
নীলকণ্ঠং সুধাভাসং শুভ্রবঙেন্দুধারিণম্ ।

ভগবান্ মহেশ্বর শত্ৰু একাগ্রচিত্ত হইয়া
অচলভাবে ধ্যানযোগে আত্মায় স্বাস্থচিত্তা
করত অবস্থিত। মকরধ্বজ শিবাশ্রমে উপ-
স্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্বারদেশে
মেরুশৃঙ্গবৎ উন্নত চতুর্ভুজ দ্বিতীয় শঙ্করের
স্তায় নন্দী দণ্ডায়মান ;—অঙ্গে সর্কীলঙ্কার,
সহস্র সূর্য্যের স্তায় তেজ, হস্তে বজ্র ও শূল,
ত্রিলোচন এবং শশিকলা শিরোভূষণ। হে
বিপ্রগণ ! তাঁহাকে দেখিয়া কামদেব চিন্তা-
কুল হইলেন,—কিরূপে প্রবেশ করিয়া
ত্রিদশ-পুঞ্জিত শিবকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিব, কেমন করিয়াই বা দেবপ্রীতি-
বর্দ্ধক কার্য্য করিব ? মদন অনেক চিন্তায়
পর স্নগন্ধ মুহূর্নীতল বায়ুরূপ ধারণ-
পূর্ব্বক নন্দীকে বাক্ত করিয়া দক্ষিণদিক্
আশ্রয় করত শিবাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।
সেইজন্তই অতাপি দক্ষিণদিকের বায়ু
স্নগন্ধ, মুহূর্নীতল এবং সুখাবহ হইয়া
বহিতে থাকে। মদন তথায় দেখিলেন,
কোটি সূর্য্যের স্তায় উদিত সহস্রচক্ৰ, সহস্র-

জগদ্বৎপতিসংহারস্থিত্যুগ্রহকাহ্নীম্ ।
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশঃ বিধুমমিব পাবকম্ ।
 রুণমালাচিতং দেবং স্বর্ঘ্যমালাবিভূষিতম্ ॥২৫
 অনৌপম্যমসাদৃশ্যম প্রমেয়মনাকুলম্ ।
 জগচ্চক্ষুর্জগদ্বাহং জগচ্ছীর্ঘ্যঃ জগন্ময়ম্ ॥৬৬
 জগৎপাদং জগচ্ছোভং স্তম্ভস্থলং পরাৎপরম্
 রুদ্রং সর্বং পশুপতমুগ্রং ভীমং ভবং বিজাঃ ॥
 মহাদেবঃ মহেশানমষ্টমূর্ত্তিঃ জগৎপতিম্
 ব্যক্তাব্যক্তং ত্রিলোকেশং পূজিতঞ্চ সুরাসুরৈঃ
 অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবং প্রকৃষ্টো মকরধ্বজঃ ।
 নিকৃষ্য চাপমাকৃষ্য স্থিতঃ পশুন্ ভবোত্তমম্ ॥২৬
 এবং স্থিতস্ত কামস্ত সহস্রাণ্যুতানি যট্ ।
 গতানি তস্ত বর্ষণি মুনীন্দ্রাশ্চিন্তজয়নঃ ॥৭০
 ততঃ স ভগবান্ দেবো নেত্রে উন্মীল্য শক্তঃ
 অপশাদ্ গিরিজাং দেবীমগ্রে বিশেষ্বরঃ শিবঃ
 গিরীন্দ্রপুত্রীং তপসঃ প্রসক্তাং
 লজ্জাষিতাং পুষ্পশরাস্তকারী ।

দৃষ্ট্বা কিমজ্ঞেতি বিকল্পবুদ্ধ্যা
 কামোহয়মজ্ঞেতি বিচিন্ত্য শৰ্ব্বঃ ॥৭২
 জ্ঞাত্বা বিলোকাৎ প্রবিকৃষ্টচাপং
 নেত্রায়িনাসৌ মদনোহপি দম্বঃ ॥ ৭৩ ॥
 ইতি জীমদনদাহো নাম ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

দম্বো রতিপতে শঙ্করবাচলকঙ্ককাম্ ।
 কিমহং তব দেবোশ করোমি মনসি স্থিতম্ ॥১
 বরং ক্রহি মহাদেবি দাস্তাম্যদ্য সুরেশ্বরি ।
 মমি প্রসঙ্গে দেবেশি কিং ত্বর্লভমিহাস্তি তে ॥২
 জীপার্বত্যা বাচ ।
 হতে তু কামে বদ নীলকণ্ঠ
 বরেণ কিং দেব করোমি তেহদ্য
 বিনৈব কামেন ন চাস্তি ভাবঃ
 ত্রীপুংসমোর্ভাস্করকোটিকজঃ ॥ ৩

দেহ, জগচ্চক্ষু, জগদ্বাহ, জগৎশীর্ঘ্য, জগৎপাদ,
 জগৎকর্ণ, জগন্ময়, জগতের উপপাদক পালক
 সংহারক ও অরুগ্রাহক, শুদ্ধফটিক ও সুধার
 জায় বিশুদ্ধকান্তিসম্পন্ন, শুভ, শশিকলাধারী,
 রুদ্রাক্ষ ও স্বর্ঘ্যমালায় বিভূষিত, বিধুম অনল
 বৎ দেদীপ্যমান, স্তম্ভস্থল, পরাৎপর ব্যক্ত-
 ব্যক্ত, সুরাসুরপূজিত, উপমার্ভূত,
 সাদৃশ্যহীন, অপ্রমেয়, অনাকুল, জগৎপতি,
 অষ্টমূর্ত্তি—ভব সর্ব রুদ্র উগ্র ভীম পশুপতি
 মহাদেব মহেশান ঈশ্বর দেবদেব নীলকণ্ঠ
 অবস্থিত । মকরধ্বজ, মহাদেবদর্শনে হৃষ্ট
 হইয়া ধ্বজ আকর্ষণপূর্বক শিবের ধ্যানাবসান
 প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন । হে মুনীন্দ্রগণ !
 কামদেবের এইরূপ ভাবে থাকিতে থাকিতে
 যট্‌সহস্র অযুত বর্ষ অভৌত হইল । অনন্তর
 ভগবান্ বিশেষ্বর শঙ্কর শিব, নয়নযুগল উন্মী-
 লনপূর্বক অগ্রে পার্শ্বভীকে দেখিতে পাই-
 লেন । তপঃপ্রসক্তা লজ্জাষিতা গিরিরাজ-
 পুত্রীকে দর্শন করিয়া সুরেশ্বর “এখানে একি !

এইরূপ বিকল্পবুদ্ধি হইবামাত্র বুঝিলেন,—
 “এ যে কাম”! শৰ্ব্ব যখন বুঝিলেন,
 কামদেব শরাসন আকর্ষণ করিয়া অবস্থিত,
 তখনই তাঁহাকে নয়নানলে তন্ময়াৎ করি-
 লেন । ৫৫—৭৩ ।

ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপকাশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—কন্দর্পদাহানস্তর শঙ্কু
 পারতীকে কহিলেন,—হে দেবেশি ! তোমার
 কি অভিলাষ পূরণ করিব ? হুমি বর প্রার্থনা
 কর, আমি তাহা প্রদান করিব । হে সুরে-
 শ্বর ! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি,
 তোমার ত্বর্লভ কি আছে ? পার্শ্বভী কহি-
 লেন,—হে নীলকণ্ঠ ! কন্দর্প ত আপনা-
 কর্ত্তক নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আর আপ-
 নার নিকট বর লইয়া কি করিব ? কাম

ভাবন্তু হানে: সুখপন্নিকথ:
কথং ভবেদব্রহ্মি সুরেশবন্দ্য।
উবাচ ভূয়ো মদনাস্তকারী
দেহে ন চাহং মদনং সুনেষে।
নেত্রস্ত চৈব জলনাত্মকস্ত
স্বরূপমেতদ্বদ কিং কৰোমি ॥ ৪
দেবুবাচ।

বালৈতি মন্তা ভব ভূতনাথ
ব্যামোহসে কিং ভূমিনন্দ্যবধী।
স্বতন্ত্রবৃত্তির্যদি বা তবৈষা
তদা দর্হের্মামপি চাগ্রসংস্থাম্ ॥ ৫
যদি বিধেংরো দেবো ব্রহ্মাদীনাং হংঃ শিবঃ।
প্রতারণে প্রবৃত্তশ্চেৎ কো নিবারয়িতুঃ ক্ষমঃ ॥
নাহং প্রত্যাখ্যা ভগবৎস্বামহং শরণং গতা।
গতির্নান্ধাতি মে দেব তস্মান্নাং জাতুমহসি ॥
স্বমেব চক্ষুর্জগতস্বমেব বচসাং পাতঃ।
স্বমেব ধাতা জগতো বিধাতা বিশ্বতোবৃঃ ॥ ৮

ব্যতিরেকে, একত্র কোটি ভাস্করের উদয়ের
ভায়, স্ত্রীপুরুষের ভাব একান্ত অনন্তব; হে
সুরেশবন্দ্য। ভাবোদয় না হইবেই বা
কিছুপে সুখলাভ হইবে, বলুন। বন্দর্প-
নিধনকারী শিব পুনর্বার কহিলেন,—হে
সুনয়নে, আমি মদনকে ভয় করি নাই,
জলন-স্বভাব আমার চক্ষুরই ঐ ধর্ম, আমি
কি করিব বল। দেবী কহিলেন,—হে ভূত-
নাথ! আমি বালিকা; হে আনন্দবধী!
আপনার এই প্রাণ ব্যামোহ উপস্থিত
হইল কেন? যদি আপনার ইং স্বতন্ত্রবৃত্তি
হয়, তবে আমি আপনার দগ্ধে আছি,
আমাকেও দধি করতে পারেন। ব্রহ্মাদিরও
সংহারকারী বিধেংর শিব যদি প্রতারণার্থ
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে কে নিবারণ
করিতে পারে? ভগবন! আমাকে প্রতা-
রণা করা আপনার উচিত হয় না, আমি
আপনার শরণাগত, আমার আর উপায়ান্তর
নাই, আমাকে আপনার পরিত্রাণ করিতে
হইবে। আপনিই জগতের চক্ষু ও বাহুপতি,

নমাম্যহং দেববরং পুরাণ
মুপেন্দ্রবেধোহমররাজভূষ্টম।
শশাঙ্কসূর্য্যায়িময়ং ত্রিনেত্রং
ধ্যানাদিগম্যং জগতঃ প্রকাশম্ ॥ ৯
ত্বাং বাগ্নয়াধারমনন্তবীর্ধ্যং
জ্ঞানার্ণবকৈব গুণার্ণবক।
পরোপরং ধামনিধিঃ সূক্ষ্ম-
মনাদিমধ্যান্তবিহীনরূপম্ ॥ ১০
হিরণ্যগর্ভং জগতঃ প্রসূতিং
নমামি দেবং হিরণ্যকচ্চিহ্নম।
পিনাকপাশাঙ্কশূলহস্তং
কপদিনং মেঘদহস্তঘোষম্ ॥ ১১
তমালকর্পং ক্ষটিকাবদাতং
নমামি শম্বুং ভুবনৈকসিংহম।
দশাঙ্কবক্রং সুরসিন্ধুশীর্ষং
শশাঙ্কচিহ্নং নরসিংহদাক্ষণম্ ॥ ১২
ত্বাং নমামি শরভরূপধরোরগেন্দ্র-
রাজহারং চলৎলয়ভূষণং হরম।

আপনিই জগতের ধাতা, বিশ্বতোমুখ
বিধাতা। উপেন্দ্র, বিধাতা ও অমররাজ
ঐহার সেবা করিতেছেন, যিনি জগৎপ্রকাশক
চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিরূপে বিরাজমান, ধানগম্য
দেববর পুরাণপুরুষ সেই ত্রিনেত্রকে আমি
প্রণাম করি। ১—৯ আপনিবাহুয়ের আধার,
অনন্তবীর্ধ্য, জ্ঞান ও গুণের সাগর,
পরোপর, তেজোনিধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আপ-
নার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, আপনি
হিরণ্যগর্ভ, জগৎপ্রসবিতা, শশাঙ্কচিহ্ন, আপ-
নাকে প্রণাম করি। ঐহার হস্তে পিনাক,
পাশ, অঙ্কুশ ও শূল রহিয়াছে, সহস্র মেঘ-
গজেন্দ্রসদৃশ ঐহার গভীর নিনাদ, ক্ষটিকের
ভায় নিশ্চল, জগতে অদ্বিতীয়, সিংহস্বরূপ,
তমালকর্প, জটাজুটধারী শম্বুকে আমি প্রণাম
করি। ঐহার মস্তকে সুরসিন্ধু, কণীক্স
ঐহার হার, বিবুধগণ ঐহার অজি-সেবা-
পরায়ণ, ঐহার ভূষণবলয় কম্পিত হইতেছে,
নরসিংহ-রূপধারী বিশ্বরূপ দমনের জন্ত যিনি

বরবিবুধমুচুর্চির্ভাজিৎ
নমামি হি হরিচর্মবসনঃ আম্ ॥ ১৩
যদক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ঃ
যজ্জ্যোতিরেকং প্রবদন্তি সন্তঃ ।
দূরঙ্গমং দেবমনন্তমুর্জিৎ
নমামি স্তূষ্মং পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৪
নমামি ক্রজং প্রমথানিধিং
ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতিদ্বয়ম্ ।
তেজোনিধিঃ বালশশঙ্কমৌলিঃ
কালেঙ্কনং বহ্নিরবীন্দ্রনত্রম্ ॥ ১৫
সূত উবাচ ।
প্রসম্নোহধারবীন্দ্রবীঃ কালীঃ ত্রিপুরহা হরঃ ।
বরয়স্য বরং দেবি দদামি তব সূত্রতে ॥ ১৬
দেব্যা বাচ ।
জীবন্তয়ঃ মহাদেব কামো লোকপ্রতাপনঃ ।
বিনা কামেন ভগবান্ নাহং যাচে কথঞ্চন ॥ ১৭
ঈশ্বর উবাচ ।
তবত্বনকো মদনস্তপ্রিয়ার্থং সুলোচনে ।

দক্ষণ শরভ মুর্জি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্রতি-
বাস পঞ্চ-বদন সেই হরের পাদপদ্মে আমি
প্রণাম করি । সাধুগণ ষাঁহাকে নির্গুণ, অপ্র-
মেয়, অনন্তর একজ্যোতি বলিয়া থাকেন,
অবানন্তনসগোচর অনন্তমুর্জি স্তূষ্ম পরম
পবিত্র সেই দেবকে প্রণাম করি । বহ্নি,
চন্দ্র ও সূর্য্য ষাঁহার নেত্র ও বাল-
শশিলেখা ষাঁহার মৌলিতে শোভমান,
যিনি কালকে ইঙ্কন করিয়া রাখিয়া-
ছেন, সেই তেজোনিধি, প্রকৃতিদ্বয়ে অবস্থিত,
ধর্ম্মাসনাসীন এবং প্রমথনাথ ক্রজের পাদপদ্মে
প্রণাম করি । সূত বলিলেন,—অনন্তর
ত্রিপুরহস্তা হর প্রসন্ন হইয়া দেবী কালীকে
বলিলেন,—হে সূত্রতে দেবি! তুমি বর
প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি । দেবী
বলিলেন,—হে ভগবন্ মহাদেব! লোক-
প্রতাপকারী কাম জীবিত হউক, কাম ব্যতীত
আমি আর কিছুই চাহি না । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে সুলোচনে! তোমার প্রীতির

তেন রূপেণ লোকস্ত কোভণায় ভবত্বদম্ ॥ ১৮
ততোঽখিতো বায়ুরিবাপ্রমেয়-
স্তনঙ্গরূপো মকরধ্বজশ্চ ।
হরস্ত বাক্যাত্মময়ৈরিতশ্চ
সচাপবাণঃ সরতিবভূব ॥ ১৯
ইতি প্রীত্যা মহেশানো বরং দত্তা হরঃ স্বয়ম্ ।
স্বরস্ত পঞ্চবাণস্ত তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ২০
যঃ পরৈর্দৈমমধ্যায়ং ভক্ত্যা দেবস্ত সন্নিধৌ ।
সর্ব্বপাপবিনিশ্চিন্ত্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২১
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে মহাদেববরপ্রদানং নাম
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

শঙ্করাচ্চ বরং লব্ধা দেবী ত্রৈলোক্যপুঞ্জিতা ।
উমা ভগবতী কালী সম্প্রাপ্তা পিতৃমন্দয়ম্ ।
অপশৃঙ্গি ররাজস্তাঃ চন্দ্রকান্তিনিভাননাম্ ।

নিমন্ত্র কাম অনঙ্গ হইয়া থাকুক এবং সেই-
রূপে জগৎকে দ্রুত করিতে সমর্থ হউক ।
অনন্তর বায়ুর ভ্রায় অপ্রমেয় অনঙ্গাকার
মকরধ্বজ উখিত হইলেন; উমার প্রার্থনা
মত শিববাক্যে চাপবাণধারী ও রত্নসহচর
হইলেন । মহেশ্বর প্রীতিপূর্ব্বক পঞ্চবাণ
স্বরকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।
যিনি দেবসন্নিধানে ভক্তিপূর্ব্বক এই অধ্যায়
পাঠ করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিবেন । ১০—২১ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ

সূত কহিলেন,—ত্রিজগৎপুঞ্জনোয়া ভগ-
বতী উমা, শঙ্করের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া
পিতৃ-মন্দিরে গমন করিলেন । চন্দ্রাননা,

দীপয়ন্তীঃ জগৎ সর্বঃ বিহ্যৎপুঞ্জসমপ্রভাম্ ॥২

অক্কে কালীঃ সমাধায় শিরস্ত্রাভ্রায় চ দ্বিজাঃ ।

উবাচ পরম্য ঐত্যা বিবেশীং পর্ত্তেধরঃ ॥ ৩

হিমালয় উবাচ ।

তপসা তোষিতঃ শম্ভুরমেয়াস্মা সনাতনঃ ।

কৌদৃশচ বরো লক্ষ্মণা দেবান্মহেশ্বরং ॥ ৫

দেব্যাবাচ ।

তপসারাদ্য বিবেশঃ গোপতিং শূলপাণিনম্ ।

তমেবেশং পতিং লক্ষা কৃতার্থাম্মতি মে বরঃ ॥

ভেদোহস্তি তত্ত্বতো রাজন্ ন মে দেবান্মহে-

শ্বরং ॥

শিঙ্কমেবাবয়োরৈক্যং বেদান্তার্থবিচারণং ॥

যদেতদৈধরং তেজস্তন্মাং বিদ্ধি নগেশ্বর ।

সর্বকৃতান্তকং শাস্তং বিধং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭

অহং সর্বাস্তস্য শক্তির্জায়া মায়ী মহেশ্বরঃ ।

অহমেকা পরা শক্তিরেক এব মহেশ্বরঃ ।

নাবয়োর্বিক্ততে রাজন্ ভেদো বৈ পরমার্থতঃ ॥

বিহ্যৎপুঞ্জ-সমপ্রভা, শরীরকাস্তিতে সকল জগতের উদ্দীপনকারিণী ঐ বিবেশ্বরী কালীকে গিরিরাজ উৎসঙ্গে আরোপণপূর্বক মন্তক আভ্রাণ করিয়া অতি ঐত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমেয়াস্মা শম্ভুকে তপস্তা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ ত? তুমি দেব মহেশ্বরের নিকট কি প্রকার বর লাভ করিলে? দেবী কহিলেন,—আমি বিবেশ্বর শূলপাণিকে তপস্তা দ্বারা আরাধনা করিয়া সেই ঈশ্বরকেই পতিরূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, এই আমার প্রার্থিত বর। হে রাজন্! আমাতে এবং দেব মহেশ্বরে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, বেদান্তের অর্থবিচারণে আমাদের ঐক্য সিদ্ধই হয়, হে নগেশ্বর! ঈশ্বরায় তেজ আমাকেই জানিবে—সর্বকৃতান্তক বিধ শাস্তভাবে যাচাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমিই সর্বাস্তধামিনী মায়ী শক্তি, মহেশ্বর মায়াবান; আমিই একা পরা শক্তি, মহেশ্বরও এক। রাজন্! আমাদের উভয়ের পর-মার্থতঃ ভেদ নাই। হে গিরিবরশ্রেষ্ঠ!

একাহং বিবেশানন্তা বিবেশুপা সনাতনী ।

পিনাকপাণেদ্যিতা নিত্য্য গিরিবরোত্তম ॥ ১

জাতুং ন শক্তা ব্রহ্মাদ্যা মৎস্বরূপং হি তত্ত্বতঃ ॥

ইচ্ছাশক্তিরহং রাজন্ জ্ঞানশক্তিরহং পুনঃ ।

ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিঃ শক্তিমান্ ভগনেন্দ্রহা,

কূটস্থমলং হৃদয়ং সত্যং নির্গুণমব্যয়ম্ ॥

আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম তাত জানীহি মৎপদম্ ॥২

তৎ পদং তে প্রপশ্যন্তি যেহাং ভক্তির্ময়ি স্থিরা

নাস্তথা কৰ্ম্মকাণ্ডেচ তপোভিচ্চাপি দুষ্করৈঃ ॥

শিবস্ত পরমা শক্তিনিত্যানন্দময়ী হৃদম্ ।

ব্রহ্মাণো বচনাদ্রাজম্ভবং দক্ষকন্তকা ॥ ১৪

শূলিনো দেবদেবস্ত নিন্দকং পরমেষ্ঠিনঃ ।

বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষঃ জাতাম্মি তব কন্তকা ॥

স্বৈচ্ছ্যৈবাবতারো মে নৈব চান্তবশাং পিতঃ ।

তন্মায়াঃ পরমাং শক্তিমিতি জ্ঞাত্য সুখী তব ॥

নাশয়ামি তবাজ্ঞানং ভববন্ধনকারণম্ ।

দিব্যং দদামি তে জ্ঞানং দুঃখজয়বিনাশকং ॥১৭

আমি একাই বিবেশ্যাপিনী অনন্তা বিবেশুপা

সনাতনী নিত্য্য পিনাকপাণির দয়িতা;

ব্রহ্মাদিও আমার যথার্থ স্বরূপ অবগত নহেন।

আমি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং

প্রাণশক্তি, ভগনেন্দ্রহস্তা শক্তিমান্। হে তাত!

কূটস্থ, অচল, হৃদয়, নির্গুণ, অব্যয়, সত্য,

অক্ষর, আনন্দ, ব্রহ্ম আমার পদ জানিবেন।

১—১। আমার উপরে যাহাদের অচলা

ভক্তি আছে, তাহারা এই সেই পদ জানিতে

পারে; অপর নানাবিধ কৰ্ম্মকাণ্ড বা দুষ্কর

তপশ্চরণে জানিতে পারা যায় না। আমি

নিত্যানন্দময়ী শিবের পরমশক্তি, হে রাজন্!

ব্রহ্মার আদেশে আমি দক্ষকন্তা হইয়াছিলাম।

পিতা দক্ষ দেবদেব পরমেষ্ঠী শূলীর নিন্দা

করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া

এক্ষণে তোমার কন্তা হইয়াছি। হে পিতঃ!

এবারে আমি ষেচ্ছাময় অবতীর্ণ হইয়াছি,

অপর কোন কারণে নহে; অতএব আপনি

আমাকে পরমা শক্তি অবগত হইয়া সুখী

হউন। আপনার ভববন্ধনহেতু অজান

এবং দেব্যাঃ প্রসাদেন হিমবান্ পরীতেশ্বরঃ ।
লক্ । মাহেশ্বরঃ জ্ঞানং জীবমুক্তস্তদাভবৎ ॥ ১৮
অপশ্চাদখিলং বিশ্বমুদামহেশ্বরায়কম্ ।
নিত্যানন্দং নিখিভাগমাখ্যানঞ্চ তদাত্মকম্ ॥ ১৯
মানমেয়াদিরহিতঃ ভেদাভেদবিবৰ্জিতম্ ।
বাহ্যভ্যন্তরনির্গুক্তং শুদ্ধং নির্গুণমব্যয়ম্ ॥ ২০
ন সমীপং ন দূরস্থং ন স্থূলং নাপি বা কৃশম্ ।
ন দৌৰ্ঘ্যং নাপি বা হৃৎ ন পীতং নাপি

লোহিতম্ ॥ ২১

ন নীলং ন চ কৃষ্ণঞ্চ ন শুক্লং নাপি কৰ্করম্ ।
পাণিপাদবিনির্গুক্তং ন শ্রোত্রং ন চ চাক্ষুষম্ ॥ ২২
অনাসিকমজিহ্বঞ্চ মনোবুদ্ধিবিবৰ্জিতম্ ।
বন্ধমোক্ষবিনির্গুক্তং বোধাবোধবিবৰ্জিতম্ ॥ ২৩
নাধারস্থং ন নাভিস্থং ন হৃদিস্থং ন কণ্ঠগম্ ।
নাপি নাসাগ্রগং বিপ্রা ন ক্রমধ্যগতং হি তৎ ॥
ন নাভীত্ৰয়মধ্যস্থং দ্বাদশাঙ্গতং ন চ ।
নোগীতস্তনিতং তৎ তু বিদ্যাৎপূজ্যনিতং ন চ ॥ ২৪
সৰ্বকোপাধিবিনির্গুক্তং চৈতন্ত্যং সৰ্বগং শিবম্ ।

আমি নাশ করিব এবং দুঃখত্রিতয়-বিনাশ-
কারী দিব্যজ্ঞান প্রদান করিব । এইরূপ
দেবীর অগ্রগ্রেহে পরীতেশ্বর হিমালয়, মাহে-
শ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া তৎকালে জীবমুক্ত
হইলেন এবং নিখিল জগৎ উদা-মহেশ্বরময়,
নিত্যানন্দ ও নিখিভাগ অবলোকন
করিতে লাগিলেন । আত্মাকেও মান-
মেয়াদি-রহিত, ভেদাভেদ-বিবৰ্জিত, বাহ্য
ও অভ্যন্তর-নির্গুক্ত, শুদ্ধ, নির্গুণ, অব্যয়,
অ রিহিত, অদূরস্থ, অস্থূল, অকৃশ, অদৌৰ্ঘ্য
ও হৃৎ নয়, পীত ও লোহিত নয়, নীল কৃষ্ণ
শুক্ল বা কৰ্কর নয়, হস্তপদ-রহিত, শ্রোত্র
বা চাক্ষুষ নয়, নাসিকা-জিহ্বা-রহিত, মনো-
বুদ্ধি-বিবৰ্জিত, বন্ধন-মুক্তিরহিত, আধারস্থ
নয়, নাভিস্থ নয়, হৃদিস্থ বা কণ্ঠস্থ নয়, নাসাগ্র-
গামী নয় অথচ ক্রমধ্যগত নয়, নাভীত্ৰয়মধ্যস্থ
নয়, দ্বাদশাঙ্গত নয়, উর্গাতস্তদশ বা বিদ্যাৎ-
পূজ্যসমিত্ত নয়, সকল প্রকার উপাধি-বিব-
ৰ্জিত, সৰ্বগ চৈতন্ত্য শিবময় দেখিতে লাগি-

তদেবেদমিদং বিশ্বং তস্মাদন্তর বিদ্যাতে ॥ ২৬
আস্থায় পরমাং ভক্তিং শিবয়োঃ পাদপঙ্কজে ।
পিত্রোহিরণ্যগর্ভস্ত শার্ঙ্গিণ্যচাপি সূত্রত ॥ ২৭
ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমোরে সূত-
শৌনকসংবাদে মাহেশ্বরজ্ঞানকথনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

আহ্বানয়ৎ ততো বিশ্বকর্ষ্মাণং পরীতেশ্বরঃ ।
বিবাহমগুপং কর্তুং নানাস্বার্থ্যবিতৃষিতম্ ॥ ১
তেনাহুতন্ততঃ শীত্ৰং বিশ্বকর্ষ্মা মহামতিঃ ।
প্রযযৌ হিমবৎপাশং কুশলো বিশ্বকর্ষ্মণি ॥ ২
দৃঢ়াথ বিশ্বকর্ষ্মাণং হৃষ্টঃ পরীতরাট্ স্বয়ম্ ।

লেন ; এই বিশ্বও সেই শিবময়, তদ্ব্যতীত
আর কিছুই নাই । অনন্তর সূত্রত হিমালয়
পিতা-মাতা শিব-শিবা ব্রহ্মা এবং বিশ্বর চরণ-
পঙ্কজে ভক্তিস্থাপন করিলেন * । ১৩—২৭ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—অনন্তর পরীতেশ্বর
নানাবিধ বিশ্বয়কর উপকরণ-বিতৃষিত বিবাহ-
মগুপ নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য বিশ্বকর্ষ্মাকে
আহ্বান করাইলেন । তাঁহার আহ্বান শুনিয়া
মহামতি, জগতের সকল কর্মে কুশল, বিশ্বকর্ষ্মা
হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন । অনন্তর
পরীতরাজ, বিশ্বকর্ষ্মাকে দেখিয়া আনন্দিত
হইয়া স্বয়ং স্বাগত আসন পাদ্যাদি দ্বারা
সাদরে তাঁহার পূজা করিলেন । যথাবিধি

* মূলে এই শ্লোকটি সূত্রত ও পরিশুদ্ধ
নহে । এই শ্লোক পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথম
নিবেশিত হইলে সুসঙ্গত হয় ।

স্বাগতাসনপাট্যাত্তোঃ সাদরস্তমপূজয়ং ॥ ৩
 বিধিবৎ পূজয়িষ্য। তু বিশ্বকর্মাণমব্রবাৎ ॥ ৪
 পরবর্তরাডুবাচ।
 বিশ্বকর্মন্ মহাপ্রাজ্ঞ সর্গশাস্ত্রবিশারদ।
 যৎকারণাদিহাহুতো ময়া ত্বং তদব্রবৌম্যহম্ ॥ ৫
 বিশ্বেশ্বরো মহাদেবো ভগবান নীললোহিতঃ।
 আগমিষ্যতি বিশেষীঃ পরিণেতুঃ শিবঃ স্বয়ং ॥
 মণ্ডপস্তত্র কর্তব্যো যজ্ঞার্থং হি হিরণ্যঃ।
 যোজনাযুক্তবিস্তারমনেকাশ্চর্যাসংগৃহম্ ॥ ৭
 দৃষ্টমাত্রেণ সর্গস্তা স্ত্রীতিভবতি বৈ যথা।
 তথা ত্বং মণ্ডপং শীঘ্রং কুরু বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্ ॥ ৮
 এবমুক্তস্তদা তেন গিরিণা বিশ্বকর্ম্মকং
 বৈবাহং মণ্ডপং শীঘ্রমস্বজদ্রবগ্রহম্ ॥ ৯
 স্তম্ভৈহেমমৈধিচিৎকৈবর্ত্যনিভৈঃ সূর্য্যসন্নিভৈঃ।
 ইন্দ্রনীলময়ৈদৈব্যবৈদূর্য্যবিজ্রমৈরপি ॥ ১০
 মোক্তিকৈবজ্রনীলৈশ্চ চন্দ্রকাস্তময়ৈরপি।
 ফটিকৈবজ্রমৈশ্চাপি মুক্তাদামবিলম্বিতৈঃ ॥ ১১
 চামরলিঙ্গুতৈরুচ্চৈদর্পণবিবিধৈরপি।

বিশ্বকর্মা অর্চনা করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—হে সর্গশাস্ত্রবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বকর্মন্! যৎকারণে আপনাকে এই স্থানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা বালভেদে। বিশেষর নীললোহিত ভগবান মহাদেব শিব বিশেষী (আমার কস্তাকে) পরিণয় করবার জন্ত আগমন করবেন। তথায় (ববাহস্থলে) অযুতযোজন বিস্তার নানা আশ্চর্য্যাবৃত, হিরণ্য একটা মণ্ডপ যজ্ঞার্থ (বিবাহার্থ) প্রস্তুত করিতে হইবে। দেখিবা মাত্র যাহাতে সকলের স্ত্রীতি হয়, সেইরূপ মহেশ্বরপ্রিয় একটা মণ্ডপ আপন নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিউন। গিরিবর এইরূপ বলিলে বিশ্বকর্মা বহুরত্ন দ্বারা বিবাহমণ্ডপ শীঘ্র নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার স্তম্ভগুলি সুবর্ণ, বিচিত্র সূর্য্যসদৃশ মণি, ইন্দ্রনীলমণি, দিব্য বৈদূর্য্যমণি, বিজ্রম, মুক্তা, বজ্রনীল, চন্দ্রকাস্তমণি এবং ফটিকমণি দ্বারা নিৰ্ম্মাণ করিলেন; মুক্তাদাম-গুলান, চামরশোভিত

সূর্য্যবিদ্যপ্রভীকাশৈশ্চন্দ্রবিদ্যসমপ্রভৈঃ ॥ ১২
 ধ্বজমালাকুলং দিব্যং পতাকানেকশোভিতম্
 রত্নভৈঃ সিংহশাদ্দীলৈর্গজবর্গৈর্নিরন্তরম্ ॥ ১৩
 রচিতং মণ্ডপং দিব্যং প্রিয়ং ত্রিপুরবিধিষ্য।
 রুদ্রাণীক তথা রূপৈর্গন্ধকাংসরসাং তথা ॥ ১৪
 দেবৈশ্চৈব মনোহাৰ্য্যৈর্ষষ্ঠ্যৈশ্চৈশ্চ তথা পটৈঃ।
 মালাভিঃ স্তবকৈর্বৈপ্রা রত্নভৈঃ কুমুদৈর্ভূষণম্
 কচ্ছিচ্চাম্বিকরেণাথ হৃদ্যাং ভূমিং বিনিৰ্ম্মমে।
 কচিং পদ্মদলাকারামিষ্টায়ুধসমপ্রভাম্ ॥ ১৬
 কচিন্নীলোৎপলাভাঙ্গাং নীলজ্যোত্সমপ্রভাম্।
 মননৈব যথা ব্রহ্মা বিশ্বমৈতাক্ষি নিৰ্ম্মমে ॥ ১৭
 কচিষ্মকুসুমকাসাং দীপ্তাং বিজ্রমসম্ভিতাম্ ॥ ১৮
 অনেকাকারবিস্তারৈশ্চৈব স্তম্ভৈঃ ধাত্ত্বৈঃ বিনিৰ্ম্মমে ॥
 কচিং কলশবিস্তারৈঃ কচিং স্তম্ভকভূষিতৈঃ।
 হরিচন্দনগন্ধাদ্যৈঃ কর্পূরোদ্যোগগন্ধিভিঃ ॥ ২০
 জাতীপাটলপদ্মানাং চম্পকানাং সুগন্ধিভিঃ।
 আসনৈববিবিধৈঃ পুঠৈশ্চন্দ্রজ্যোত্সসন্নিভৈঃ ॥

কতক সূর্য্যবিদ্যসন্নিভ, কতক চন্দ্রবিদ্যতুলা, উচ্চ দর্পণমালা মধ্যে মধ্যে সাজাইয়া দিলেন। এই মণ্ডপে ধ্বজমালাসম্বিত দিব্য অনেক পতাকা বিশোভিত হইল। রত্ন দ্বারা সিংহশাদ্দীল ও গজাদির আকৃতি নিৰ্ম্মিত হইল। ত্রিপুরদেবীর প্রিয় এই মণ্ডপে কজগণ, অঙ্গরোগণ, গন্ধকগণ, মনোহর দেবগণ ও নানাপ্রকার মহুবাগণের চিত্রও প্রদত্ত হইল। ১—১৫। মণ্ডপের কোন কোন ভূমি-ভাগ চাম্বিকর-নিৰ্ম্মিত; কোন স্থল ইন্দ্রায়ুধ-তুল্যকাস্তি, পদ্মদলবর্ণ; কোন স্থল নীলোৎপল কাস্তি নীলজ্যোত্সসন্নিভ; কোন স্থল বন্ধুকুসুমসদৃশবর্ণ; কোন স্থল বিজ্রমসন্নিভ; অনেক বর্ণে এই গৃহের ভূমিভাগ চিত্রিত হইল। দেখিলে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধাতা, মানসকল্পনায় এই গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন! যথাস্থানে কলস, স্তম্ভকভূষা, হরিচন্দন, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি কর্পূর সমেত বিস্তৃত হইল। জাতি, পাটল, পদ্ম, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইতে

উদয়াক্ষসমাকারৈর্মেকশৃঙ্গোপমৈভূশম্ ।
 তমালচম্পকভৈশ্চ ইন্দ্রনীলময়ৈস্তথা ॥ ২২
 সিন্ধুচয়সঙ্ঘাভৈর্জপাকুসুমসম্ভভৈঃ ।
 সঙ্ঘারাগনিভৈশ্চাত্তৈর্দাড়িমুকুসুমপ্রভৈঃ ॥ ২৩
 হেমকুস্তনিভৈশ্চাত্তৈর্গুণ্ডাকলনিভৈরপি ।
 তারকাপুঞ্জসঙ্ঘাভৈঃ পদ্মনীলেন্দ্রনীলজৈঃ ॥ ২৪
 তৈত্রৈব মণ্ডপে দিব্যে তোয়স্থানান্তকল্পয়ৎ ।
 দীর্ঘিকান্তোরপূর্ণাশ্চ কীরপূর্ণান্তথৈব চ ॥ ২৫
 দর্ঘিত্তাননেকাশ্চ সুধাসম্পূরিতানি বৈ ।
 গুতাপূর্ণা মহানন্দো রত্নসোপানমণ্ডিতাঃ ॥ ২৬
 বৃক্ষাশ্চ কামিকানাদিব্যানদৌর্ঘিকাগাং তথোভয়োঃ
 অযজৎ ক্রৌড়মার্থ্যয় সপা পুষ্পকলাবিতান ॥ ২৭
 ভৈষ্কর্নানাবিধৈর্দিব্যৈঃ ফলিতান মুনিপুঞ্জবান্ ।
 কদলীখণ্ডমধ্যে তু তমালগহনেষপি ।
 ক্রৌড়াবাপ্যঃ সুশোভাত্যন্তথৈবাক্ষোকসঙ্কুলাঃ ॥
 দৌর্ঘিকাগাং ততো রম্যে তরুণাঃ শিথ্বশাখিবৃ ।
 দোলাশ্চাবদ্ধয়ামুসুভূতাদামভিকুঞ্জলৈঃ ॥ ২৮
 রমণীয়ানি দিব্যানি মনুষ্টিকরাণি চ ।

লাগিল এবং কতক চম্পাকার, মেঘাকার, উদ্য-
 দাদিত্যসঙ্ঘাণ, মেকশৃঙ্গতুল্য, তমাল-চম্পক-
 সম্ভিত, ইন্দ্রনীলময়, সিন্ধুরনিচয়সদৃশ, জবা-
 কুসুমতুল্য, কতক সঙ্ঘারাগসদৃশ, দাড়িমী
 কুসুমতুল্য, স্বর্ণকুস্তসদৃশ, অপরগুলি মুক্তা-
 কল-সমান, লক্ষতপুঞ্জতুল্য, পদ্মনীল, ইন্দ্র-
 নীলবর্ণ নানাবিধ পবিত্র আসন সজ্জিত
 হইল। সেই মণ্ডপের স্থানে স্থানে জল-
 পূর্ণ দৌর্ঘিকা, কীরপূর্ণ দৌর্ঘিকা, দর্ঘিত্ত, সুধা-
 হ্রদ, স্তূতহ্রদ ও রত্নসোপানমণ্ডিত মহানদী
 এবং দৌর্ঘিকার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ দিব্য
 উক্ষ্যসময়িত কামিকবৃক্ষ পুষ্প ও ফলের
 সহিত ক্রৌড়ার নিমিত্ত নির্মিত হইল। হে
 মুনিপুঞ্জবগণ! কদলীগহনমধ্যে তমালবনে
 ক্রৌড়াবাপী নির্মিত হইল; অতিশয়
 শোভা-সমবিত্ত অশোক বৃক্ষও কল্পিত
 হইল। দৌর্ঘিকার রমণীয় উত্থিত মনোহর
 মল্লীকহে উজ্জল মুক্তাদাম দ্বারা দোলা
 নির্মিত হইল; স্থানে স্থানে দিব্য

উদ্যানবনখণ্ডানি স্থানে স্থানেষকল্পয়ৎ ॥ ৩০
 জৈলোক্যভিলকে ভস্মিন্ হেমপীঠস্তমধাগাম্
 সিংহৈশ্চ বিধুতাং শ্বৈতেঃ সহস্রদলমণ্ডিতাম্ ॥ ৩১
 পারিজাতক্রমাণাঞ্চ মঞ্জরীভিরলঙ্কিতাম্ ।
 ইন্দ্রনীলময়ীং বেদিং চাক্রসোপানভূষিতাম্ ॥ ৩২
 শতযোজনবিস্তীর্ণাং স্তম্ভৈশ্চ কলশাবিতাম্ ।
 নানানেকাপ্পরোভিশ্চ রত্নজাং দিব্যরূপিণীম্ ॥
 পীনোকজ্জঘনাস্তাশ্চ পীনোন্নতপয়োধরাঃ ।
 চামরাগ্রকরাশ্চ হারাবলিবিভূষিতাঃ ॥ ৩৩
 বীণাবেণুকরাশ্চাত্তাঃ কাঞ্চীশৃণুবিরাজিতাঃ ।
 চকলায়তনেন্দ্রাশ্চ তিলকালকমণ্ডিতাঃ ॥ ৩৪
 মধ্যাক্ষাশ্চ বিদ্বোষ্ঠীঃ কমলোৎপলমালিকাঃ ।
 অনেকাকারবিস্তারসনির্ম্মমে তাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 এবং হি দিব্যৈঃ সুরসুন্দরীভি-
 র্নানাপ্রয়োগৈর্বিবিধৈশ্চ চিত্রৈঃ ।
 মনোভিরাট্যৈর্ময়নাভিরাট্যৈ-
 র্যুক্তান্তবেদিং সুরিতশ্চকার ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমৌরে স্ত-
 শোনকসংবাদে সার্ববিবাহমণ্ডপবর্ণনং
 নাম যটপ্কাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮॥

মনুষ্টিকর রমণীয় উদ্যান কল্পিত হইল।
 ত্রিভুবনের তিলককল্প সেই মণ্ডপে হেমময়
 পীঠের মধ্যে শ্বৈতবর্ণ-সিংহাকৃতি-সমবিত্ত;
 সহস্রদলমণ্ডিত পারিজাত বৃক্ষের মঞ্জরী দ্বারা
 অলঙ্কৃত, চাক্র সোপানমণ্ডলী দ্বারা সুশো-
 ভিত স্তম্ভ ও কলসসমেত নানা অপ্পরোণগ-
 বেষ্টিত, শতযোজনবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে
 নানাবিধ রত্নখচিত ইন্দ্রনীলময়ী বেদিকা
 নির্মাণ করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ অনেক
 নূতন নূতন আকারে পীনোক, বিশালজঘনা,
 পীনোন্নতপয়োধরা, চামরধারিণী, হারযষ্টি-
 শোভিতা, করে বীণা ও বেণুধারিণী, কাঞ্চী-
 দামশোভিতা, চপলদৌর্ঘনয়না, তিলক ও
 অলক দ্বারা মণ্ডিতা, কমলমালাধারিণী, কাঞ্চ-
 মধ্যা ও বিদ্বোষ্ঠী রমণী গঠিত হইল।
 বিবিকল্পী সত্তর এই প্রকার মনোহর, নয়ন-
 সুখকর দিব্য সুরসুন্দরী, বিবিধ চিত্র ও

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মণ্ডপং নির্মিতং ঋত্বা শব্দরো বিশ্বকর্ষণা ।

শৈলাদিমত্ৰবীদ্ দেবো বিবেশো বিশ্বপুজিতঃ

ক্ৰীতগবাহুবাচ ।

হিতার্থং সৰ্বদেবানামস্বাকঞ্চ বিশেষতঃ ।

বিবাহযজ্ঞ আৰ্ক্কো নগরাজেন ধীমতা ॥ ২

দানার্থমজিকল্পায়াঃ প্রস্থিতো হিমবান্ স্বয়ম্ ।

অহং তত্র গমিষ্যামি সুরৈরব্রহ্মাদিভিঃ সহ ॥ ৩

ঋমিহাবাহয় সুরান্ কালাগ্ন্যাদীন্ দ্বিজাংস্তথা ।

দ্বীপাংশ্চ সাগরাংশ্চৈব পর্বতাংশ্চ নদীংস্তথা ॥ ৪

মণ্ডপং সুল্লয়ং যজ্ঞ নির্মিতং বিশ্বকর্ষণা ।

তত্র ভিত্তত্বা দেবী মম ধ্যানপরায়ণা ।

বিদ্যাম্নতেব ভাসন্তী চন্দ্রকোটিনিভাননা ॥ ৫

এবমুক্তো মহেশেন নন্দী স্বর্ঘ্যযুক্তপ্রভঃ ।

নানাবিধ উপকরণ দ্বারা বেদিমধ্যে সজ্জিত
করিলেন । ১৬—৩৬ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—বিশ্বকর্ষণার মণ্ডপ-
নিৰ্ম্মাণের বিষয় শুনিয়া বিশ্বপূজ্য বিবেশ্বর
শব্দর শিলাদ-ভনয় নন্দীকে কহিলেন,—
“ধীমান্ নগরাজ, সকল দেবগণের ও
বিশেষতঃ আমাদের হিতার্থে বিবাহযজ্ঞ
আরম্ভ করিয়াছেন । হিমালয় স্বয়ং কল্পা-
দানার্থ তথায় উপস্থিত হইতেছেন, আমিও
ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তথায় যাইব ।
তুমি দেবগণ, কালাগ্নি প্রভৃতি দেবতা, দ্বিজ-
গণ, দ্বীপগণ, সাগর-সমূহ, পর্বত ও নদী-
গণকে আহ্বান করিয়া এইস্থলে লইয়া
আইস । যে স্থলে বিশ্বকর্ষণা সুল্লয় মণ্ডপ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, তথায় মন্ধ্যানপরায়ণা,
বিদ্যাৎলভার দ্বায় শোভমানা, কোটিচন্দ্র-
তুল্য-বদনা উমা দেবী সন্নিহিত আছেন ।”

নত্বা বিবেশ্বরং দেবং ধ্যানাক্রুতস্তদাতবৎ ॥ ৬
ধ্যাতঃ কণাৎ সমায়াতঃ কালাগ্নিবিষদাহকঃ ।
কুদ্রেঃ পরিত্রতো দেবঃ কোটিকোটীগণেশ্বরঃ
ততোহত্ববীৎ স কালাগ্নিঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ নন্দিকেশ্বরঃ
কিমর্থমহমাহুতো দেবদেবেন শব্দুনা ।
উপস্থিতো বা প্রলয়ঃ সংহরিষ্যামি তৎকণাৎ ॥
এবমুক্তস্তদা ভেন শৈলাদিস্তমধাত্ববীৎ ।
প্রলয়ার্থং ন চাহুতস্তঃ বিবেশেন শব্দুনা ॥ ৯
গ্রহীয্যতি গিরেঃ পুত্রীং পত্নীং ন মহেশ্বরঃ ।
তদর্থঃ ঋমিহাহুতো ব্রহ্মাভাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ১০
নন্দিনো বচনং ঋত্বা কালাগ্নিরিদমত্ববীৎ ।
তুইকামা বয়ং সৰ্ব্বে ব্রহ্মাভাঃ শূলপাণিনম্ ॥ ১১
শীত্রঃ দর্শয় শৈলাদে নির্বৃত্তাঃ স্মো যথা বয়ম্ ।
বিজ্ঞাপয় মহাদেবং ব্রহ্মাভাশ্চাগতা ইতি ॥
সৰ্ব্বে ব্রহ্মাননিরতাঃ সৰ্ব্বে ব্রহ্মদর্শনোৎসুকাঃ

মহেশ এই কথা বলিলে অযুতস্বর্ঘ্যের সমান
কান্ধিধারী নন্দী বিবেশ্বর দেবকে প্রণাম
করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন; কণকাল ধ্যান
করিবামাত্র বিশ্বদাহক কালাগ্নি কুদ্রগণ কোটি
কোটি গণেশ্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপ-
স্থিত হইলেন । অনন্তর সেই কালাগ্নি, সৰ্ব্বজ্ঞ
নন্দিকেশ্বরকে কহিলেন,—দেবদেব শব্দু
আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন?
প্রলয়কাল কি উপস্থিত হইয়াছে? তাহা
হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত সংহার কাঁিয়া
ফেলি । ১—৮ । কালাগ্নি এইরূপ বলিলে পর
শৈলাদি ভাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—বিবে-
শ্বর শব্দু তোমাকে প্রলয়ের নিমিত্ত আহ্বান
করেন নাই; গিরিপুত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ
করবেন বলিয়া তোমাকে এবং ব্রহ্মাদি সকল
দেবগণকে এইস্থলে আহ্বান করিয়াছেন ।
নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কালাগ্নি কহিলেন,
—ব্রহ্মাদি দেবগণ আমরা সকলে শূল-
পাণিকে দেখিতে ইচ্ছা করি, হে শৈলাদে!
শীত্র দেখাও, আমরা দেখিবার সুখী হই ।
মহাদেবকে জানাও; ব্রহ্মাদি আসিয়াছেন;
সকলেই আপনার চিন্তা করত আপনাকে

কালারি প্রমুখাণাং বচঃ ক্রদ্ধা গণাগ্রণীঃ ।

প্রাহ বিবেশ্বরং দেবং নিক্কগন্তীরয়া গিরি ॥ ১৩

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

ব্রহ্মাচ্চাচগতাঃ সর্গে শূলপাণে তবাক্ষয়ী ।

জষ্টমিচ্ছন্তি তে সর্গে নমস্কর্তুং তথা মুদা ॥ ১৪

দিশাদেশং পুরারে মাং কিং বক্যামি সুরাসুরান

বারিতা দ্বারমুলেষু জষ্টকামাশ্চ সংস্থিতাঃ ॥ ১৫

যৎ তে নিকপমঃ রূপং তেজোময়মনিন্দিতম্ ।

যদধোভাগমাত্রিত্য ক্রুদ্রঃ কালারিসংক্রুতঃ ॥ ১৬

পশুন্ত চৈতে তুতেশং শূলকৈব সদোজ্জলম্ ॥

ততো বিবেশ কালারিবিমুর্জ্বলা শতক্রুতুঃ ।

অন্তে চ দেবগচ্ছরী ঋষয়ো মনবস্তথা ॥ ১৮

সর্গে কোলাহলঃ ক্রুদ্ধা দেবাসুরমহোরগাঃ ।

বিবিমুর্জ্বরসংস্থানং নভাচ্চা ইব সাগরম্ ॥ ১৯

প্রবিশু ভবনে রম্যে নানাবাতু বচচ্চিত্তে ।

দেখিবার জন্ত সমুৎসুক আছেন । নন্দিকেশ্বর

কালারি-প্রমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া

বিবেশ্বর দেবকে গিয়া নিক্ক গন্তীরস্বরে

বলিলেন,—হে শূলপাণে! আপনার আদেশ-

মত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে আসিয়াছেন;

ভাঁহার। সকলে আপনাকে দেখিবার

নিমিত্ত ও আনন্দে প্রণাম করিবার নিমিত্ত

অভিলাষ করিতেছেন। হে পুরারে!

আমাকে আদেশ করুন, ভাঁহাদিগকে গিয়া

কি বলিব? ভাঁহার। কেহই প্রবেশের

অহুমতি প্রাপ্ত হন নাই, দ্বারদেশে আপনার

দর্শন-কামনায় অবস্থান করিতেছেন। আপ-

নার তেজোময়, অনিন্দিত ও নিকপম যে

রূপের অধোভাগ আশ্রয় করিয়া ক্রুদ্র কালারি

নাগে আত্মবৃত্ত বহমাছেন, তান অণু-বাক্য

দেবগণ ভূতপতি আপনাকে ও সদা উজ্জল

শূলকে অবলোকন করুন। অনন্তর (মহা-

দেবের অহুমতি পাইয়া) কালারি, বিমু,

ব্রহ্মা, শতক্রুতু এবং অন্তান্ত দেবগণ, গচ্ছর-গণ,

ঋষিগণ, মনুগণ, অসুরগণ এবং উরগ-

গণ সকলে কোলাহল করিয়া, নদী প্রভৃতি

যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ হরের

গণকোটিসমাকীর্ণে ক্রুদ্ধকোটি মূলেবিতে ॥ ২০

অগ্রজয়ন্তকঃ পুরুঃ ক্রুদ্ধৈর্দেবৈবৃত্তস্তলা ।

ভবারিমন্তকারিং তমপশুদন্তকানলঃ ॥ ২১

মুক্তাচলপ্রতীকাশং শশাক্ষচয়সরিভম্ ।

নীলকণ্ঠঃ জিনেজ্ঞঞ্চ শূলিনং সর্গতোমুখম্ ॥ ২২

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং জগদানন্দকারিণম্ ।

কপালমালিনং দেবং কপর্দকৃতভূষণম্ ॥ ২৩

দশবাহুং দশাঙ্কাস্তমনন্তং তেজসাং নিধিম্ ।

জগদুৎপত্তিসংহারস্থিত্যমুগ্রহকারিণম্ ॥ ২৪

অপ্রময়মনাকারমপ্রপঞ্চমনাকুলম্ ।

সিংহাসনম্বমলং চরাচরবিভূতিদম্ ॥ ২৫

কীরোদমিব নিষ্কলং জৈলোক্যপ্রভবং শিবম্

সর্গতঃ পাণিপাদান্তং সর্গতোহকিশিরোমুখম্

সর্গতঃ ক্রান্তিমল্লোকে সর্গমাবৃত্য সংস্থিতম্ ।

সুরাসুরৈর্বন্দ্যমানং ধ্যায়মানং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৭

ইদং রূপং সমালোক্য দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

অগ্রে স্থিতঃ স কালারির্বেরো মেরুরিবাপরঃ ॥

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৯—১৯ ।

নানাবিধ বাতু দ্বারা বিচিত্র, কোটি কোটি গণ

দ্বারা সমাকীর্ণ, কোটিক্রুদ্ধসেবিত ভবনে ক্রুদ্র

ও দেবগণের সহিত বিপ্রগুরু অন্তকানল

প্রথমেই দেখিলেন, মুক্তাচলসদৃশ, শশাক্ষ-

চয়সরিভ, নীলকণ্ঠ, জিনেজ্ঞ, শূলধারী,

সর্গতোমুখ, কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিশালী,

জগতের আনন্দপ্রদাতা, কপাল-মালা-

ধারী, কপর্দকৃতভূষণ, দশবাহু, পঞ্চবদন,

অনন্ত, তেজোনিধি, জগতের উৎপত্তি-

সংহার-স্থিত-অমুগ্রহ-বিধাতা, অপ্রমেয়,

অনাকার, প্রপঞ্চরহিত, অনাকুল, চরাচরের

ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা, জৈলোক্যপ্রভব, সর্গব্যাপী,

সর্গজ, * সুরাসুরবন্দিত, মুমুক্ষুদ্বয়ের

শিব, কীরোদসাগরের ভায়, নিশ্চলভাবে

সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। সুমেক

পর্কতে অপর মেরুর ভায় সেই কালারি

অগ্রবর্তী হইয়া সেই দেবদেব শূলীর এইরূপ

* “সর্গতঃ পাণিপাদং” ইত্যাদি শ্লোকের

তাবাধ “সর্গব্যাপী ও সর্গজ”।

অথোবাচ ন শৈলাদিঃ প্রণিপত্য সনাতনম্ ॥২১॥
 নরকণামধোভাগে পুরত্রয়ঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 যোজনায়ুতবিশ্তীর্ণঃ কামদঃ শুভলক্ষণম্ ॥ ২০ ॥
 যষ্টৈবোদ্ধঃ নিরালম্বঃ শতযোজনমানতঃ ।
 জালামালাকুলং দিব্যং সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ২১ ॥
 প্রাকারষ্টালকৈরুক্তং গোপূরৈস্তোরণাধিতম্ ।
 রক্তনীলসমানাভৈর্ভৌমঘোষৈর্হরাসদৈঃ ॥ ২২ ॥
 বৃত্তো রুদ্রসহস্রৈশ্চ সিংহরূপৈর্নৃপৈর্বলৈঃ ।
 নিয়ম্য চ স্বকং তেজঃ প্রীত্যর্থং তেহধুনাগতঃ
 ধাতুচামীকর্য্যভাসশ্চন্দনাশুঙ্কগঙ্ঘয়ুঃ ।
 নীলকণ্ঠজিনেত্রশ্চ বৃষকেতুর্নৃপাবলঃ ॥ ২৩ ॥
 দ্বীপিচর্য্যপরিধানঃ পঞ্চবক্ত্রেন্দুভূষণঃ ।
 অনন্তমেখলাধারী কুণ্ডলৌকুততক্ষকঃ ॥ ২৪ ॥
 দশবার্হরহাতেজাঃ পীনবক্ষা মহাভুজঃ ।
 প্রলম্বোদনিধেধোযো রক্তনীলমহাতমুঃ ॥ ২৫ ॥
 আগতঃ সৌম্যরূপেণ তব দেব সমীপতঃ ।

রূপ সন্দর্শন করিলেন । অনন্তর শৈলাদি, সনাতনকে প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন,—
 নরকের অধোগাগে অযুতযোজন বিস্তীর্ণ
 কামপ্রদ শুভলক্ষণ পুরত্রয় প্রতিষ্ঠিত আছে;
 —যাহার উর্দ্ধদেশ নিরালম্ব শতযোজন
 পরিমিত জালামুহে সমাকুল, সর্বলোক-
 ভয়ঙ্কর, প্রাকার ষ্টালক গোপুর তোরণ-
 সম্বিত; রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, ভীষণনিদাকারী,
 দুর্দ্ধ, সিংহের স্তায় মহাবল সহস্র সহস্র রুদ্র
 সমভিবাধারে স্বকীয় তেজ সংযমন করিয়া
 কালাগ্নি আপনার প্রীতির নিমিত্ত একপে
 আগমন করিয়াছেন; হে দেবদেব জগৎ-
 পতে! মূঢ়ভাবে অবলোকন করুন । উনি
 চন্দন-অশুঙ্কর গন্ধে শোভিত, চামীকর
 সূক্ষ্ম উইর কান্তি, উনি নীলকণ্ঠ, জিনেত্র,
 বৃষকেতু, মহাবল, দ্বীপিচর্য্যপরিধানকারী,
 পঞ্চবদন, ইন্দ্রশেখর, দশবাহু, মহাতেজস্বী,
 পীনবক্ষা, মহাবাহু । উনি অনন্তকে মেখলা-
 রূপে ধারণ করিয়াছেন, তক্ষকে কুণ্ডল
 করিয়াছেন, প্রলম্বজলধির স্তায় ইহার গভীর
 নিনাদ, রক্ত ও নীলবর্ণ ইহার আকৃতি ।
 ইনি সৌম্যরূপ ধারণ করত আপনার নিকট

পশ্চতঃ মূঢ়ভাবেন দেবদেব জগৎপতে ॥ ৩১ ॥
 এতে চৈব মহাবীৰ্য্যঃ কালাগ্নেচ্চ সমীপতঃ ।
 তিষ্ঠতি জলনাভাসা রুদ্রাশ্চ শতকেটয়ঃ ॥ ৩২ ॥
 ত্রিগ্নিগোদ্রাশ্চ দেব কালাগ্নাদেশকারিণঃ ।
 তিষ্ঠতি স্বপূরে রম্যে ক্রৌড়মানা মনোরমে ॥ ৩৩ ॥
 তবাহুজাগতা হেতে শশাঙ্কমৌলিনোহমলাঃ ।
 শুদ্ধফটিকসম্ভাশাঃ পদ্মরাগসমপ্রভাঃ ॥ ৩৪ ॥
 তড়িদ্ভ্রমরসম্ভাশাঃ বজ্রশূলধরুর্দরাঃ ।
 নীলকণ্ঠাঙ্গিনেত্রাশ্চ সুবহুঃখবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
 সর্বাভরণসম্পন্নান্ অনন্তবলবিক্রমাঃ ।
 জরামরণনির্মুক্তাঃ শাদূলচন্দ্রবাসসঃ ॥ ৩৬ ॥
 ইমানপি মহাদেব পশুন্ প্রীতিকরো ভব ।
 হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গানশোককমলার্চিতান ॥ ৩৭ ॥
 দৈত্যাদিষু তয়ৈশ্চৈব প্রহ্লাদাচ্চ মহাবলাঃ ।
 সমাগতা মহাদেব নাগাঃ শ্বেষাদয়ঃ শিব ॥ ৩৮ ॥
 সর্বাঃ পাতালবাসিন্তো রূপযোবনগর্জিতাঃ ।
 আগতা দেবদেবেশ দ্বীপৈশ্চ সহ সাগরঃ ॥ ৩৯ ॥
 গন্ধর্বাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ সিদ্ধবিজ্ঞাধরাঃ শিব ।

সমাগত হইয়াছেন । কালাগ্নির সমীপে মহা-
 বীৰ্য্যশালী অগ্নির স্তায় দেদীপ্যমান এই শত
 কোটি রুদ্র অবস্থান করিতেছেন । ২০—৩৮।
 হে মহাদেব ! আপনার আদেশেই ইহার
 কালাগ্নির আদেশ প্রতিপালন করত রমণীয়
 নিজপূরে ক্রৌড়পরাধণ হইয়া অবস্থান করিয়া
 থাকেন । আপনার আদেশে ইহার আসিয়া-
 ছেন । হে মহাদেব ! শশাঙ্কমৌলি, নিম্বল-
 শুদ্ধ ফটিক-সমানকান্তি, পদ্মরাগসমানকান্তি,
 তড়িৎ ও ভ্রমরের সমানবর্ণ, বজ্র শূলধরুর্দরী,
 নীলকণ্ঠ, জিনেত্র, সুবহুঃখবিবর্তিত, সকল
 আভরণ-সম্বিত, অপরিমিত-বলবিক্রমশালী,
 জরামরণ-রহিত, শাদূলচন্দ্র-পরিহিত, হরি-
 চন্দন-লিপ্ত-গাত্র এবং অশোক ও পদ্ম দ্বারা
 অর্চিত এই রুদ্রগণকে অবলোকন করত
 প্রীতিলাভ করুন । প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাবলশালী
 দৈত্যাদিষু পতিগণ আগমন করিয়াছেন । হে
 মহাদেব ! শ্বেষ প্রভৃতি নাগগণ, রূপযোবন-
 গর্জিতা সমস্ত পাতালবাসিনীগণ, সাগর,

ঐশ্বৰ্য্যাদ্ভাঙ্গাপ্রসঙ্গো নন্তঃ পাপহর্যঃ শুভাঃ ॥
 এতে চ মুনয়ো দেব ভূধাদ্যাঃ প্রথিতোজসঃ
 সস্ত্রাণ্ডানি পুরাণীহ শক্রাদীনাম্ মহান্ধানাম্ ॥
 এতে লোকাঃ সমায়াতাঃ সত্যান্তাঃ সপ্ত শত্ৰু
 মুৰ্দ্ধন্তব দেবেশ ভবাদ্যাশ্চ সমাগতাঃ ॥ ১৮
 আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চৈব মরুদগণাঃ
 সনকাজ্ঞা মহান্ধানঃ সত্যলোকনিবাসিনঃ ॥ ৪১
 পদ্মরাগনিভো দেবো বন্ধুকুসুমহাতিঃ ।
 জটোভিষ্ম শিরোনদ্ধো রক্তমালাবিভূষিতঃ ॥ ৫০
 কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্ দণ্ডহস্তঃ সুলোচনঃ ।
 কৃষ্ণাজনোত্তরীয়েণ রক্তমালাধরেণ চ ॥ ৫১
 সুবর্ণমেখলাধারী রৌদ্ধকুণ্ডলমণ্ডলী ।
 হংসধ্বজশ্চতুর্ভাষঃ সুরাসুরনামস্কৃতঃ ।
 পাবিত্র্যা সাহিত্যো দেবঃ পদ্মযোনিরহাগতঃ ॥ ৫২
 অতসীপুশ্চসঙ্কাস্তমালদলবর্চসঃ ।
 নীতাহরধরঃ শ্রামঃ পীতগন্ধাহুলেপনঃ ॥ ৫৩
 অশ্চক্রগদাধারী শার্ঙ্গী গরুড়বাহনঃ ।

ীপ, গন্ধর্ব্ব, কিম্বর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিজা-
 র, উর্কনী, প্রভৃতি অপ্সরাগণ, পাপহারিণী
 দ্বন্দ্বময়ী শ্রোতশ্বিনীগণ, প্রথিততেজা
 ষাদি মুনিগণ ও মহাত্মা শক্র প্রভৃতি
 রপুরে উপস্থিত । হে শক্র ! এই
 ত্যলোক পধ্যস্ত সপ্ত লোক এবং আপ-
 ার তবাদি মৃতিগণ, আদিত্য, বসু, রুদ্র,
 ষ্যগণ এবং সত্যলোকনিবাসী মহাত্মা সন-
 দি ঋষিগণ আসিয়াছেন । ঐ দেখুন, পদ্ম-
 গ তুলা, বন্ধুকুসুমের স্তায় দীপ্যমান,
 ইমালবিভূষিত, কমণ্ডলুধারী, দণ্ডহস্ত,
 লোচন, সুবর্ণমেখলাপরিধানকারী, সুবর্ণ-
 ওলমণ্ডিত, হংসবাহন, চতুর্ভাষ, সুরাসুর-
 ণর সতত নমস্কৃত, কৃষ্ণাজনের উত্ত-
 ষ পরিহিত, রক্তমালা ও রক্তাহরধারী,
 ব পদ্মযোনি সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে
 গিত হইয়াছেন । ৩৯—৫২ । অতসী-
 ন ও তমালদলের স্তায় ষাঁহার কান্তি,
 ষ চক্র ও গদা ষাঁহার হস্তে বিজ্ঞমান,
 ষ্করমালা দ্বারা বিন্দু দীপ্যমান, অনন্ত-

কিরীটী কুণ্ডলী দ্বারী কোম্ভাভরণাধিতঃ ॥ ৫৪
 কেয়ুরবলয়পীড়ঃ শীনবজ্রা গদাধিতঃ ।
 চামীকরসুমালাভিদীপ্যমানো বিরাজতে ॥ ৫৫
 সূর্য্যাসুতপ্রতীকাশো নীলোৎপলদলেক্ষণঃ ।
 কীরোদার্যবশায়ী চ নীলজ্যোমুতনিম্বনঃ ॥ ৫৬
 রম্যমদিতসর্ব্বাক্ষঃ শ্রেয়পধ্যঙ্কলালসঃ ।
 গুরুণাক্ষ গুরুদেব ঈশ্বরগামপীশ্বরঃ ॥ ৫৭
 বরদো ভব বাৎসল্যো দৈত্যকোটিক্ষয়করঃ ।
 আগতেহং মহাদেব বিষ্ণুঃ প্রিয়তরস্তব ॥ ৫৮
 তপ্তচামীকরপ্রথ্যো বজ্রহস্তো মহাবলঃ ।
 পট্টাশুকপরাধানো হেমমালাবিভূষিতঃ ॥ ৫৯
 প্রথ্যাতবৌধ্যো বলবৃদ্ধহস্তা
 বালার্কভাসো হরিচন্দনচাক্ষঃ ।
 পুন্নাগনাগৈর্বকুলৈশ্চ জুষ্টো
 মুক্তাফলালঙ্কৃতকণ্ঠদেশঃ ॥ ৬০
 অয়ং সমাগতঃ শক্রো বহির্বৈবশ্বতস্তথা ।
 নিষ্ঠাতিবরুণো বায়ুঃ কুবেরশ্চ সমাগতঃ ॥ ৬১
 ঈশানশ্চ মহাভাগান্তঃশংকোটীগণৈর্বৃতঃ ।

পধ্যঙ্কশায়ী, রমা ষাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সংবাহন
 করিয়া থাকেন, কীরোদসাগরশায়ী, পীত-
 গন্ধে অহুলিগু, কেয়ুর ও বলয় দ্বারা
 বিভূষিত, কোম্ভাভরণ-সমধিত, শার্ঙ্গ
 কিরীট কুণ্ডল ও দ্বার দ্বারা বিশোভিত,
 অসুত সূর্য্যের স্তায় (প্রভাশালী) দৃশ্যমান,
 নীলোৎপলদলনেত্র, গুরু গুরু, ঈশ্বরেরও
 ঈশ্বর, কোটিদৈত্যক্ষয়কারী, ভক্তগণের নিকট
 বৎসল, বরপ্রদাতা, আপনার সেই প্রিয়তর
 বিষ্ণুও আগমন করিয়াছেন । হে মহাদেব !
 তপ্তচামীকরসদৃশ, বজ্রহস্ত, মহাবলশালী,
 পট্টবস্ত্রধারী, হেমমালা দ্বারা বিভূষিত,
 প্রথ্যাতবৌধ্য বলাসুর ও বৃজাসুরের নিধন-
 কারী, বালার্কসদৃশ দীপ্যমান, হরিচন্দনচর্চিত,
 চারিদিকে পুন্নাগ নাগ ও বকুল পুন্নাগ দ্বারা
 বেষ্টিত এবং কণ্ঠদেশে মুক্তাফল দ্বারা অলঙ্কৃত
 এই শক্র আসিয়াছেন । বহু, বৈবশ্বত,
 নিষ্ঠাতি, বরুণ, বায়ু ও কুবের আসিয়াছেন ।
 হে ত্রিজগদ্ব্যপ্যে! হিংসংকোটীগণ দ্বারা

আগতব্রজগদ্যোনে পিনাকী চ গণেশ্বরঃ ॥৬২
 দশকোটীগণৈর্গুক্তঃ কালকণ্ঠস্তথৈব চ ।
 সপ্তকোটীগণৈর্গুক্তো ঘটাকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৩
 দশকোটীগণৈর্গুক্তো বশুঘোষো মহাবলঃ ।
 চতুর্কোটীগণৈর্দণ্ডী শিখণ্ডী দশকোটিভিঃ ॥৬৪
 বহুভির্নয়রবদনঃ সিংহাস্তো দশকোটিভিঃ ।
 সপ্তকোটীগণৈর্গুক্তঃ কিরীটী চ সমাগতঃ ॥ ৬৫
 কালান্তকস্ত দশভির্নকুলী দশকোটিভিঃ ।
 বহুভিষ্মুণ্ডমালী চ ত্রিশূলী পঞ্চকোটিভিঃ ॥
 অষ্টাভিবিশ্বমালী চ ত্রিমুর্তির্বকোটিভিঃ ॥৬৭
 এতে গণেশ্বরঃ সর্বে তথা চাস্তে গণেশ্বরঃ ।
 স্বেষাং সংখ্যা ন জনান্ত ব্রহ্মাণা দেবতাগণাঃ ॥
 আগতানাং মহাদেব শৃণু কোলাহলং বিভো ॥
 অমরেশঃ প্রভাসন্ত পুঙ্করো নৈমিষস্তথা ।
 আষাঢ়ী দণ্ডী মুণ্ডী চ ভারভূতিস্তথা কুলী ॥৭০
 তীর্থাধিপত্যয়ে দেবা আগতা দিব্যমুর্তিঃ ।
 এতে গুহ্যষ্টিকা দেব কামরূপা মহাবলাঃ ॥ ৭১

পরিবেষ্টিত মহাভাগ ঈশান এবং গণেশ্বর
 পিনাকী আগত হইয়াছেন। দশকোটি গণ-
 যুক্ত কালকণ্ঠ, সপ্তকোটি গণযুক্ত মহাবল ঘট-
 কর্ণ, দশকোটীগণে পরিবৃত্ত মহাবল বশুঘোষ,
 চতুর্কোটি-গণ-সমবিত্ত দণ্ডী, দশকোটি গণ
 সমভিব্যাহারে শিখণ্ডী, ছয়কোটীগণের সহিত
 মনুরবদন, দশকোটীগণের সহিত সিংহাস্ত এবং
 কিরীটী সপ্তকোটি-গণ-সমবিত্ত হইয়া আসি-
 য়াছেন। কালান্তক দশকোটি, নকুলী দশ-
 কোটি, মুণ্ডমালী ষট্‌কোটি, ত্রিশূলী পঞ্চকোটি,
 বিশ্বমালী অষ্টকোটি এবং ত্রিমুর্তি নবকোটি-
 গণ-সমবিত্ত হইয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত
 গণেশ্বর আসিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মাদিও
 ঈশাদেব সংখ্যা করিতে পারেন না, এমন
 অনেক গণেশ্বর আসিয়াছেন। হে বিভো
 মহাদেব! সমাগত ঈশাদেব কোলা-
 হল অবণ করুন। অমরেশ, প্রভাস, পুঙ্কর,
 নৈমিষ, আষাঢ়ী, দণ্ডী, মুণ্ডী, ভারভূতি
 এবং কুলী এই তীর্থাধিগতগণ দিব্যমুর্তি
 হইয়া সমাগত হইয়াছেন। হে দেব!

তবাজয়াগতা দেব ব্রহ্মাণ্ডস্তরবাসিনঃ ।
 কোটিকেটিগণৈর্গুক্তা দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৭২
 বিশ্বেশ্বরজটোদ্ধুতা সিন্ধুশ্চেব সরস্বতী ।
 যমুনা গণ্ডকী নাগা বিপাশা নন্দাদা শিবা ॥ ৭৩
 কৃষ্ণা ঘণ্টা চ নির্ঝঙ্ক্যা দেবিকা চ দৃষতী ।
 শতদ্রুশ্চ পয়োকী চ চন্দ্রভাগা চ গোমতী ॥ ৭৪
 চর্ম্মতী চ কাবেরী সরযুশ্চ পরাবতী ।
 ধৃতপাপা চ সারথ্যা মণিমালা সুগন্ধিকা ॥ ৭৫
 জম্বস্তাপী বলী শূরা কৌশিকী কুমুদা করা ।
 মন্দাকিনী চন্দ্রলেখা চম্পকামোদবাহিনী ॥ ৭৬
 ঐরাবতী কামবেগা প্রেঙ্খলা কামচারিণী ।
 পূর্ণভদ্রা মহামোদা গম্ভীরাবর্তিনী স্মৃতা ॥ ৭৭
 মেঘমালা মেঘবর্ণা সদানীরা চ নন্দিনী ।
 বেদাবতী বীণা সীতা চিত্রোৎপলা তথা ॥
 বেজবতী চ বৃহদ্রী পিপ্পলা জঙ্ঘনী তথা ।
 স্বরজা কুমুদা শিক্ষা কৌশিকী নিষধা সিতা ॥
 বৈতরণী সিনীবালী বেগবতী পুনঃপুনঃ ।
 গৌরী কৃষ্ণা তথা তুর্গা তুঙ্গভদ্রোৎপলাবতী ।

আপনার আজায় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবাসী মহাবলী
 কামরূপ আটজন গুহক, কোটিকোটি গণ
 সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। হে দেবদেব
 মহেশ্বর! বিশ্বেশ্বরের জটী হইতে উৎপন্ন,
 সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গণ্ডকী, নাগা, বিপাশা,
 নন্দাদা, শিবা, কৃষ্ণা, ঘণ্টা, নির্ঝঙ্ক্যা, দেবিকা,
 দৃষতী, শতদ্রু, পয়োকী, চন্দ্রভাগা,
 গোমতী, চর্ম্মতী, কাবেরী, সরযু, পরাবতী,
 ধৃতপাপা সারথ্যা, মণিমালা সুগন্ধিকা,
 জম্ব, তাপী, বলী, শূরা, কৌশিকী, কুমুদা-
 করা, মন্দাকিনী, চন্দ্রলেখা, চম্পকামোদ-
 বাহিনী, ঐরাবতী, কামবেগা, প্রেঙ্খলা,
 কামচারিণী, পূর্ণভদ্রা, মহামোদা, গম্ভীরাবর্তিনী
 মেঘমালা, মেঘবর্ণা, সদানীরা, নন্দিনী, বেদা,
 বেদবতী, বীণা, সীতা, চিত্রোৎপলা,
 বেজবতী, বৃহদ্রী, পিপ্পলা, জঙ্ঘনী,
 স্বরজা, কুমুদা, শিক্ষা, কৌশিকী, নিষধা,
 সিতা, বৈতরণী, সিনীবালী, বেগবতী, গৌরী,
 কৃষ্ণা, তুর্গা, তুঙ্গভদ্রা, উৎপলাবতী, স্বর্ণা,

ধ্বজ ভীমরথী শুদ্ধা কৃতমালা তরঙ্গিণী ॥ ৮০

এতা দেব মহানদ্যাঃ পাবনাঃ কন্যাপহাঃ ।

মুক্তিমত্যন্তবেশান উৎসবে স্থিহ আগতাঃ ॥ ৮১

সৰ্বা এতা মহাদেব পশু কারুণ্যবারিধে ।

ভবন্তি কৃতিনঃ সৰ্বৌ স্ত্রি দৃষ্টে মহেশ্বর ॥ ৮২

এবমুক্তা তদা নন্দী দেবদেবন্ত চাগ্রতঃ ।

পপাত দণ্ডবদ্ধমৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৮৩

নন্দিনঃ তং মহাত্মানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ঃ প্রভূঃ ।

শ্রীতো ভূবাহ কালারির্মন্দরে চারুকন্দরে ॥ ৮৪

ইদং যঃ পঠতে নিত্যং শৃণুয়াৎপি ভক্তিতঃ ।

শ্রীতাঃ স্মাদেবতাঃ সৰ্বাস্তস্তাতীষ্টকলপ্রদাঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূ-

শৌনকসংবাদে কালাগ্ন্যাগামনকথনং নাম

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

ভীমরথী, শুদ্ধা, কৃতমালা এবং তরঙ্গিণী,

হে ঙ্গেশান! পাবনী কন্যাহারিণী এই সমস্ত

মহানদীগণ মুক্তি ধারণ করিয়া আপনাদের এই

উৎসবে আসিয়াছেন। হে কারুণ্যবারিধে

দেব! ইহাদিগকে দর্শন প্রদান করুন। হে

মহেশ্বর! আপনাকে দর্শন করিলে সকলেই

কৃতার্থ হয়। নন্দী তৎকালে দেবদেবের

অগ্রে এই বলিয়া পরম ভক্তিসহকারে

কৃষ্ণিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; কালেরও

অন্তক প্রভু বিস্ময় মহাত্মা নন্দীকে চারু

শুভা-সমাবৃত মন্দর-পর্কতে সেইরূপ অব-

লোকন করিয়া অতি শ্রীত হইলেন। যিনি

ভক্তিপূর্বক ইহা নিত্য পাঠ করেন বা শ্রবণ

করেন, সকল দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট

হইয়া সকল অভীষ্ট প্রদান করেন ॥ ৫৩-৮৫ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথাসৌ হিমবান বিপ্রা দেবীমাশ্রমুতামুযাম্ ।

প্রদানার্থঃ মহেশায় সম্প্রাপ্তৌ মন্দরং কণাৎ ॥

আহ দৃষ্ট্বা গিরং নন্দী দেবদেবং পিনাকিনম্ ।

বজ্রকামঃ সমায়াতো ভগবান্ পর্কতেশ্বরঃ ॥ ১২

ঐহা তু বচনং শ্রুত্বং ব্যক্তং নন্দিমুখাৎ তদা ।

মেঘগন্তীরয়া বাচা মহাদেবোহব্রবীদনম্ ॥ ৩

বদন্তঃ গিরশ্চেষ্টৌ হৃদয়ে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

কামস্তত্ৰাচিরাদেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

এবমুক্তস্তদা বিপ্রা দেবদেবেন শভুনা ।

উবাচ গিরিশার্দ্দলৌ ভূত্যাগ্রেহবনতাজ্জলিঃ ॥ ৫

হিমবানুবাচ ।

যাসৌ পূর্বকং তে পত্নী সাবভীর্ণা গৃহে মম ।

তামেব তব দানার্থমাগতোহস্মি মহেশ্বর ॥

অমী ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্থংসমৌপমিহাগতাঃ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! অনন্তর

হিমালয় নিজ তনয়া উমা দেবীকে মহেশ্বরকে

প্রদান করিবার মানসে তৎকণাৎ শব্দের

গৃহে উপস্থিত হইলেন। নন্দী, গিরিবরকে

অবলোকন করিয়া দেবদেব পিনাকীকে

বলিলেন,—ভগবান্! পর্কতেশ্বর কিছু বলি-

বার মানসে আসিয়াছেন। তখন মহাদেব,

নন্দীর মুখে নিম্নলি ও পরিচ্ছূট বাক্য শ্রবণ

করিয়া, জলদ-গন্তীরঘরে কহিলেন,—গিরি-

বর মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলুন,

তাঁহার অভীষ্ট অর্চনাই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ

নাই। হে দ্বিজগণ! তখন দেবদেব শভু

কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া পর্কত-

শ্রেষ্ঠ হিমালয় অবনতাজ্জলি ও অগ্রসর হইয়া

বলিলেন,—হে মহেশ্বর! যিনি পূর্বে আপ-

নার পত্নী ছিলেন, তিনি আমার গৃহে অব-

তীর্ণ হইয়াছেন। আপনাকেই তাঁহাকে

প্রদান করিব বলিয়া আসিয়াছি। এই

ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার সন্নিহিতে উপস্থিত

কিং গোত্রমিতি পৃচ্ছামি হ্যেবামগ্রে বিভো বদ
 ঋত্বা তু ভ্যারতাং তস্তা বিশেষো বিশ্ববন্দিতঃ
 কিং গোত্রমিতি সঞ্চিন্ত্য নোত্তরং প্রদসজ্জ হ ॥৮॥
 দৃষ্ট্বা নিরুত্তরং শব্দুঃ জহমুদেবদানবঃ ।
 এষ এব জগদ্যোনিগোত্রমস্তা কথং ভবেৎ ॥৯॥
 ইত্যুচুর্ব্বিষাঃ সর্ষে হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥ ১০ ॥
 দেবানাঞ্চ বচঃ ঋত্বা গিরিরাজোহরবৌদিদম্ ।
 বিশেষরং পরং ধাম পরমাখ্যানমব্যয়ম্ ॥ ১১ ॥
 শাশ্বতং গিরিশং স্থাপুং বিশ্বাকারং সনাতনম্ ।
 দত্তা দত্তা পুনর্দত্তা উমা সত্যেন তে প্রভো ॥১২॥
 ততো মহান রবো বিপ্রা জয়শব্দাদিসঙ্গলৈঃ ।
 হৃন্দুভীনাঞ্চ বাদ্যানাং ভবৎ সাগরোপমঃ ॥ ১৩ ॥
 গৃধীহেতি শিবঃ প্রাহ পার্শ্বতী পর্যন্তেশ্বরম্ ।
 তজ্জন্তে ভগবান্ শম্ভুরঙ্গুলীয়ে প্রবেশয়েৎ ॥ ১৪ ॥
 ইমঞ্চ কলশং হৈমমাদায় ত্বং নগোত্তম

হইয়াছেন; হে বিভো! ইহাদের অগ্রে
 আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলুন, আপ-
 নার কি গোত্র? বিশ্ববন্দিত বিশেষ তাঁহার
 ভায়তী শ্রবণ করিয়া, “আমার কি গোত্র”
 এই ভাবিতে ভাবিতে কিছুই উত্তর দিতে
 পারিলেন না। দেব ও দানবগণ শব্দকে
 নিরুত্তর দেখিয়া হাস্য করিলেন। পরে সকল
 দেবগণ হিমালয়কে কহিলেন,—“ইনিই জগ-
 তের উৎপত্তি-কারণ, ইহার আবার গোত্র
 কিরূপে সম্ভবে?” দেবগণের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া গিরিরাজ বলিলেন,—“হে প্রভো!
 আপনি বিশ্বাকার, সনাতন, স্থাপু, শাশ্বত,
 অব্যয়, পরমজ্যোতিঃ, পরমাত্মরূপ, বিশে-
 ষ্বর, গিরিশ; আপনাকে তিন-সত্য করিয়া
 বলিতেছি, উমা প্রদান করিলাম। হে
 হিজগণ! অনন্তর জয়শব্দ প্রভৃতি মঙ্গল-
 ধ্বনির সহিত হৃন্দুভি-বাদ্যের, জলনিধির
 স্রাব, গভীর নিনাদ উত্থিত হইল। শম্ভু,
 পর্যন্তেশ্বরকে কহিলেন,—আমি পার্শ্বতীকে
 গ্রহণ করিলাম। পরে শম্ভু দেবীর হস্তে
 একটা অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া নগোত্তমকে
 বহির্গত,—আপনি এই হৈম কলস লইয়া

যাহি গত্তা অনৈনৈব তামুমাং স্বাপয় ত্বরা ॥ ১৫ ॥
 অন্তেবাং পরিশারথমেব এব বিধিঃ সদা ।
 জগত্রয়েহপি নুনং স্তাদ্ভ্রুত্ব তুর্ণং নগাধিপ ॥১৬॥
 ততস্তষ্টৌ মহাশৈলোহভোজয়ৎ সুসমাহিতঃ ।
 এবং যজ্ঞরতো বিপ্রান্তর্পণায় চরাচরান্ ।
 অভবদেবমুদ্ভিষ্টা শঙ্করং স গিরিস্তদা ॥ ১৭ ॥
 তথাশ্মিন্নস্তরে দেকৌ ধর্ম্মকেতুর্নৃশেখরঃ ।
 উথিতো মুনিশাদীলাঃ সমালোক্য চ শ্মদ্বিগম্ ॥
 অভবজ্জয়শব্দানাং তুমুলো হি মহাংস্তদা ।
 পুষ্পরুষ্টিনিপাতশ্চ সত্যলোকাদ্বিজোত্তমঃ ॥১৯॥
 নানাবনাধিপাশ্চৈব ক্রতবশ্চ মুদাদিতাঃ ।
 কুশুম্দিব্যগন্ধাঢ্যৈর্ব্বয়ুর্মেঘবৃন্দবৎ ॥ ২০ ॥
 বাণাবেণুমুদঙ্গানাং হৃন্দুভীনাং ততো রবঃ ।
 হরিবিরিঞ্চিশক্রাণাং পুরয়ন্তি সুরাস্তদা ॥ ২১ ॥
 বিপ্রাঃ স্ত্রৈলোক্যনাগেন বেদঘোষং প্রচক্রিরে ॥
 গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ক্রতকন্তাস্তথৈব চ ।

গিয়া সত্ত্বর ইহা দ্বারাই সেই উমাকে স্নান
 করাইয়া দিউন ১১—২৫। এই ত্রিলোকে এই
 প্রকার বিধি অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই বিবাহে
 অস্ত্র কোন কার্য্য করিতে হয় না। অতএব
 আপনি সত্ত্বর গমন করুন।” অনন্তর বিবাহ-
 যজ্ঞ-নিরত শৈলেশ্বর সম্ভুট হইয়া সমাহিত-
 চিত্তে তৃপ্তিসহকারে উপস্থিত চরাচর
 সকলকেই ভোজন করাইলেন। তখন
 গিরিবর, দেব শঙ্করের প্রতীক্ষায় অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। হে মুনীগণ! ঐ সময়ে
 ধর্ম্মকেতু দেব মহেশ্বর, শাক্যীকে অবলোকন
 করিয়া উথিত হইলেন। তখন মহান “জয়
 জয়” শব্দ হইতে লাগিল। হে বিজগণ!
 সত্যলোক হইতে পুষ্পরুষ্টি হইতে লাগিল।
 নানাবধ বনাধিপ ও তরুগণ স্তানন্দাপ্লুত
 হইয়া মেঘবৃন্দের স্রাব দিব্যগন্ধপূর্ণ কুশুম
 বর্ষণ করিতে লাগিল। বাণা, বেণু, মুদঙ্গ,
 ও হৃন্দুভির তুমুল-নিনাদ হইতে লাগিল।
 হরি, বিরিঞ্চি ও শক্র প্রভৃতি দেবগণ
 জয়ধ্বনি বজিতে লাগিলেন। বিপ্রগণ
 ত্রৈলোক্যব্যাপী উচ্চ-নিম্নে বেদপাঠ আরম্ভ

বিদ্যাধর্যোহথ নাগিন্তো দেবানাঞ্চ তথাঙ্গনাঃ ।
সিদ্ধকন্তা মনোহাৰ্যো যক্ষকন্তান্তধৈব চ ।
মাতরঃ সপ্ত ষাষ্ট্বেব ষাশ্চ নক্ষত্রমাতরঃ ॥ ২৪
গিরীশাঞ্চ তথা নাৰ্য্যঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ ।
মঙ্গলং গায়মানাশ্চ অৰ্ঘ্যমষ্টাঙ্গসংযুতম্ ।
সুপ্রহৃষ্টা দহুঃ সৰ্বা দেবদেবশ্চ পাদয়োঃ ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা হিমবৎসম্প্রাণোদিতাঃ ।
মৈনাকস্তত্র সম্প্রাপ্তো হেমকুন্তকরঃ সুধীঃ ॥ ২৬
সালঙ্কায়নপৌত্রশ্চ গম্বা তস্তাগ্রতঃ স্থিতাঃ ।
তেনাপি দেবদেবশ্চ জ্ঞাপিতো গিরিরগ্নতঃ ॥ ২৭
অধাসৌ ভগবান্ দেবো মঙ্গলেশো জলাশয়ঃ
স্নাপয়ন্তেধসা যুক্তঃ সমুদ্রে শূলপাণিনম্ ॥ ২৮
স্নাপ্যমানে তদা দেবে নতো বৈ সাগরা দ্বিজাঃ
বভূবুঃ সলিলৈলুক্রাঃ কুশাঙ্গাঃ শ্বেদসংযুতাঃ ॥ ২৯
অথ তে ত্রিংশাঃ সৰ্বে সনারায়ণকা দ্বিজাঃ ।
পরং বিশ্বয়মাপন্ন্য ভবঃ পশুন্তি চান্দুতম্ ॥ ৩০
ততো নিলীয়মানাস্ত শরীরে শঙ্করশ্চ তু ।

করিলেন । গায়ত্রী, সাবিত্রী, রুদ্রকন্তাগণ,
বিদ্যাধরীগণ, নাগিনীগণ, অপরাপর দেবা-
ঙ্গনাগণ, সিদ্ধকন্তা, সুন্দরী যক্ষকন্তা,
সপ্তমাতৃগণ, নক্ষত্রমাতৃগণ, গিরিপত্নীগণ,
সমুদ্রসকল এবং সরোবরসমূহ সকলে আন-
ন্দিত হইয়া মঙ্গল-গান করত দেবদেবের
পাদপদ্মে অষ্টাঙ্গ-সমবিত অর্ঘ্য প্রদান করি-
লেন । হে দ্বিজগণ ! ঐ সময়ে হিমালয়
কর্জুক প্রেরিত হইয়া সুধী মৈনাক হেমকুন্ত
লইয়া তথায় গমন করিলেন এবং সালঙ্কায়ন-
পৌত্রের সম্মুখে অবস্থান করিলেন । তিনিও
দেবদেবকে জানাইলেন । ভগবান্ মঙ্গলেশ
জলাশয়, বিধাতার আদেশে সমুদ্রগণ দ্বারা
শূলপাণিকে স্নান করাইলেন । দেবদেবের
স্নান সমাপন হইয়া গেলে নদীগণ ও সাগর-
গণ আবার সলিলযুক্ত শ্বেদাঙ্গগাত্র ও
কুশাঙ্গ হইলেন । অনন্তর হে দ্বিজগণ !
নারায়ণ ও সকল দেবগণ অতি বিশ্বয়াপন্ন
হইয়া অদ্ভুতাক্রান্ত শঙ্করকে দেখিতে লাগি-
লেন । অনন্তর শঙ্করের শরীরে সকল

নদ্যঃ সৰ্বাঃ সমুদ্রাশ্চ প্রপশুন্তি সুবিস্মিতাঃ ।
যোগমায়াহতঃ বৌধ্য তৎ ত্রোয়ং জগতি স্থিতম্
অভবন্ পশুতৰ্জারং ব্রহ্মাদ্যাং দেবভাগণাঃ ॥ ৩১
ততস্তৈস্তত্ততো দেবঃ প্রহৃষ্ট ভগবান্ ভবঃ ।
বিস্মজ্য চ তদা ভোয়মভবৎ পূৰ্বরূপবৎ ॥ ৩২
এবং সাম্যে স্থিতে তস্মিন্ দেবদেবে পিনাকিনি
স্নাপিতোহসৌ বিরিক্যাদ্যৈস্ত্রিমূর্তিভগবান্

ভবঃ ॥ ৩৪

মৈনাকোহপ্যঞ্জলিঃ কৃত্বা দেবদেবশ্চ চাগ্রতঃ ।
সংস্থিতোহৰ্ষসংযুক্তো নির্ধনঃ লব্ধ । যথাধনঃ ॥ ৩৫
বিসর্জিতস্তত্তন্তেন দেবদেবেন শম্ভুন ।
ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ যযৌ তুণং নাগজজঃ
তদংকং পরিধাপ্য দেবীঃ তামরসেবকাণাম্ ।
স্নাপয়ন্তেন কুন্তেন হর্যাজ্জপতিভেন চ ॥ ৩৭
নীরপাতং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতমেতৎ কপদিনী ।
পার্বত্যৈরবিধিন্ ন কুলজানাং সন্মানঘঃ ॥ ৩৮

নদী ও সমুদ্রগণ প্রলীন হইয়া গেলে ব্রহ্মাদি
দেবগণ সেই সমস্ত জগতের জল যোগ-
মায়া দ্বারা বিনষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া অত্যন্ত
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া পশুপাতর স্তব করিতে
আরম্ভ করিলেন । ১৬—৩২ । অনন্তর তাঁহা-
দের স্তবে ভগবান্ ভব, হাস্ত করিয়া
সেই জল পরিত্যাগ করিয়া পূর্বরূপ ধারণ
করিলেন । দেবদেব পিনাকী এইরূপ
সমভাবে অবস্থান করিলে বিরিক প্রভৃতি
দেবগণ ঐ ত্রিমূর্তি ভগবান্ ভবের স্নান
করাইলেন । নির্ধন যেরূপ নির্ধি পাইয়া
আনন্দ লাভ করে, মৈনাকও তদ্রূপ অতি
আনন্দিত হইয়া বক্রাঞ্জলিপুটে দেবদেবের
অগ্রে অবস্থান করিলেন ; অনন্তর দেবদেব
শম্ভু নগাজ্জকে বিদায় দিলেন । মৈনাক
ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই পিতৃভবনে
উপস্থিত হইলেন । পদ্মপত্রনয়না পার্বত্যীকে
সেই বস্ত্র পরিধান ও হর্যাজ্জ নিপতিত সেই
সলিল দ্বারা স্নান করান হইল । হে দ্বিজ-
বরগণ ! কপদী স্বয়ংই ঐ জলপাত করিয়া
ছিলেন । কুলজ ব্যক্তিগণের এই নির্ধন

ততো ভগবতী দেবী হৃষ্টপুষ্ঠা তপোময়ী ।
 পিতৃরভ্যাংগা ভূত্বা বিবেশ পরমাসনে ॥ ৩৯
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে ত্রীণোরে স্ত-
 শৌনকসংবাদে সাধবিবাহবর্ণনং নামাষ্ট্র-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্ত উবাচ ।

অখ্যাতং শিবং দৃষ্ট্বা হিমবান্ পরতেথরঃ ।
 মেকশ্চৈব যথাসংখ্যে রবিচন্দ্রদ্বিকটরৈঃ ॥ ১
 তথা দেবৈঃ সবেধাংস্তেবৃতং ছত্রেণ সংযুতম্ ॥
 জয়েতুং নগেন্দ্রম্ হ্যাস্তমালাধরস্তদা
 উখিতঃ সহস্রা বিপ্রাঃ পুষ্পহস্তো মহেশ্বরঃ ॥ ৩
 যুগ্ম পরময়া যুক্তো ভক্ত্যা চানন্তর্য্য দ্বিজাঃ ।
 বৈষ্ণবানাবিধৈশ্চক্রে মার্গভূষাং তদা গিরিঃ ॥ ৪
 পতাকাভিজ্ঞাতোভঃ শ্রদ্ধামৈদিব্যগন্ধিভিঃ ।
 ক্ষতৈশ্চ বিবধাকটরৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্নরৈর্মৈঃ ॥ ৫

পার্বত্যেয় বিধি । অনন্তর তপোময়ী ভগবতী
 হৃষ্টপুষ্ঠা হইয়া পিতার নিকটস্থ পরমাসনে
 উপবেশন করিলেন । ৩৯—৩৯ ।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

স্ত কহিলেন,—অনন্তর পরতেথর
 হিমালয় ও মেক, যথোক্ত বিধাৎ প্রভৃতি
 হেবগণ ও রবি চন্দ্র আদিত্যগণের সাহিত
 ভগবান্ শিবকে ছত্র-সম্বিত হইয়া আসিতে
 দেখিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন ।
 হিমালয় হস্তে মালা ও বস্ত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ
 উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহেশ্বরও পুষ্পহস্তে
 উঠিয়া দাঁড়াইলেন । হে হিজগণ তখন
 পরমেশ্বর অতি আনন্দ ও ভক্তিবৃত্ত হইয়া
 নানাবিধ বস্ত্র, পতাকা, জয়স্তী, দিব্যগন্ধি
 মালা, বিবিধ পঞ্চবর্ণের মনোহর ধ্বজ, চামর,

চামরৈশ্চন্দ্ররম্যৈশ্চ লব্ধকৈশ্চ সমস্তভঃ ।
 মুক্তানাং প্রকটৈশ্চৈব পুষ্পাণ্যস্ত তথৈব চ ॥ ৬
 এবমাদৌরনৈকৈশ্চ শোভাং কৃত্বা নগোত্তমঃ
 স্থিতস্ত বীজমাণোহসৌ বিশ্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ॥ ৭
 সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা মদনানলদীপিতাঃ ।
 শতকোটোহম্পরাগান্ত নিৰ্ঘণুঃ সম্মুখাশ্চ তম্
 হেমপাত্রকরাসক্তাঃ পদ্মোদীবরহস্তকাঃ ॥ ৯
 মণিপাত্রাণি পূর্ণানি দূৰ্ব্বাসন্ধার্থকাজ্জুতৈঃ ।
 দধিরোচনমাদায় ত্রাহিভিশ্চম্পকৈর্ঘবৈঃ ॥ ১০
 হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গা হরিচন্দনহস্তকাঃ ।
 বিজ্ঞমাজুরহস্তাশ্চ তথৈবাংপলশেখরাঃ ॥ ১১
 চূতমঞ্জরিহস্তাশ্চ পারিজাতকরাঃ পরাঃ ।
 স্বাদিনকেন সম্পূর্ণভূজারকরপল্লবাঃ ॥ ১২
 হাবভাববিলাসিন্তো মদনাতুরবিহ্বলাঃ ।
 মদনারিং প্রণেয়ুস্তা গায়মানাশিলোচনম্ ॥ ১৩
 অথাসৌ ভগবাকুলো চান্তর্ধামী মহেশ্বরঃ ।
 ত্রৈলোক্যতিলকে তস্মিন্ কর্ণাদাবিবভূব হ ॥ ১৪

চন্দ্রাতপ, মুক্তা ও পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা পথের
 শোভা করিয়া দিলেন । গিরিরাজ বিশ্বব্যাপী
 ঈশ্বরকে অবলোকন করত অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । পূর্ণচন্দ্রসদৃশ-মুখমণ্ডলযুক্ত মদন-
 নল-দীপিত শতকোটি অম্পরাগণ সুবর্ণ-
 পাত্র, পদ্ম, ইন্দীবর, দূৰ্ব্বা ও সিদ্ধার্থকপূর্ণ
 মণিময় পাত্র, দধি, রোচনা ত্রাহি, চম্পক
 এবং মঠ হস্তে লইয়া হরিচন্দ্রনে স্বীয়
 গাত্র লেপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে আগত
 হইল ; তাহাদের কাহারও হস্তে হরিচন্দ্রন,
 কাহারও হস্তে বিজ্ঞমাজুর, কেহ বা উৎপল-
 শেখর হস্তে, কেহ বা চূতমঞ্জরী লইয়া, কেহ
 পারিজাত হস্তে, কেহ বা স্বাদিনলিপূর্ণ
 ভূজার লইয়া মদনবেদনাতুর হইয়া হাব, ভাব
 ও বিলাস প্রকাশ করিতে করিতে সকলে
 মদনারিকে প্রণাম করিয়া গানকায়তে
 লাগিল । ১—১৩ । অনন্তর অন্তর্ধামী ভগ-
 বান্ শূলধর, ত্রৈলোক্যের তিলকভূত সেই
 স্থানে কর্ণকাল স্বীয় মুর্তিতে আবর্তিত হই-

ভক্তো ধর্মনবহুবিধৈঃ পূজয়ামাস পর্যন্তঃ ।
 ত্বয়া চ পূজয়িত্বা চ ননাম চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
 গীতৈশ্চ বিবিধৈর্বাট্যৈঃ প্রাববেশ হরস্তদা ।
 ভবোহভবৎ তদা বালো দ্ব্যষ্টবর্ষাকৃতঃ স্বয়ম্ ।
 হেমাঙ্গো ভগবাক্তুঃ কিরীটী কুণ্ডলী হরঃ ॥ ১৬
 সুরাসুরাশ্চ বিপ্রেন্দ্রা দৃষ্ট্বা রূপং পিনাকিনঃ ।
 অবলোক্য মুখাতোন্তং জহনুস্তে মুদাষিতাঃ ॥
 আসনে হেমজে বিপ্রা নানারত্নৈশ্চ ভূষিতে ।
 বিবেশ ভগবাক্তুলী মহাদেবো জগৎপতিঃ ॥
 হরস্ত দক্ষিণ বেদো বামভাগে জনর্দনঃ ।
 শৈলাদিরগ্রতঃ শস্তোঃ কালরুদ্রশ্চ সুরাশাঃ ॥
 রুদ্রের্গণেশ্বরৈর্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মুনিভিস্তথা ।
 উপবিষ্টৈশ্চ সর্ষৈশ্চ গন্ধর্বাদায়াঃ সমন্ততঃ ।
 জগুগীতঞ্চ হিন্দোলং তুহকর্ণারদাদয়ঃ ॥ ২০
 মত্তমাতঙ্গগামিন্তো গেয়ং তাললয়বিতম্ ।
 রক্তাঙ্গাপ্রসঙ্গঃ সর্ষাঃ কিমর্থো ননৃতুর্জিহ্বাঃ ॥

লেন। তদনন্তর পর্যন্তরাজ বহুবিধ ধন
 দ্বারা পূজা করত স্তব ও বারংবার প্রণাম
 করিলেন। তখন হর দ্বিবিধ গীত ও বহু
 জনের বাক্যালাপের সাহিত্য প্রবেশ করি-
 লেন। তখন তাঁহার আকৃতি অষ্টমবর্ষীয়
 বালকের স্তায় হইল। কল্যাণনিদান ভগ-
 বান হর, হেমাঙ্গ কিরীটধারী কুণ্ডলমাণ্ডিত
 হইলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তৎকালে
 সুর ও অসুরগণ পিনাকীর রূপ সন্দর্শন
 করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূরক আনন্দ
 সহকারে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ভগবান
 জগৎপতি শূলধারী মহাদেব, নানা রত্ন দ্বারা
 বিভূষিত হেমময় আসনে উপবেশন করি-
 লেন। তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামভাগে
 জনর্দন এবং সম্মুখে কালরুদ্র, রুদ্রগণ,
 গণেশ্বরগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মুনিগণের
 সহিত শৈলাদি উপবেশন করিলেন। তাঁহার
 সকলে উপবেশন করিলে চতুর্দিকে গন্ধর্বাদি,
 তুহক এবং নারদাদি ঋষিগণ গীতাদি করিতে
 লাগিলেন। মত্তমাতঙ্গগামিনী রক্তাঙ্গ প্রভৃতি
 জ্ঞপ্তরোগণ ও কিম্বদীর্ঘগণ সকলে তাললয়-

বীণাবল্লকিবেণুনাং মৃদঙ্গানাং বিশেষতঃ ।
 ধ্বনিভির্মনসমুজ্জিহ্বৈজ্ঞে স্মনস্যাং তদা ॥ ২২
 অথ বিশ্বেশ্বরঃ শব্দভূষণং নভসি স্থিতম্ ।
 প্রায়স্কাপিরাজ্যে তদা হ্লাদজনকং মুদা ॥ ২৩
 অনেনালঙ্কতা দেবি মম যোগ্যা ভবিষ্যসি ॥
 পিতুর্দক্ষ্য যঃ কোপঃ পূর্বজস্য বরাননে ।
 প্রহাস্তসি তমেবাশু ভাবকৈব তু তামসম্ ॥ ২৫
 ততঃ সা পার্শ্বতী দেবী গৃহীত্বাশাশমণ্ডলাৎ ।
 পিতুঃ সমীপমগমদ্বস্তাভরণমুত্তমম্ ॥ ২৬
 মহতা ত্যংসবেনাশু ভূষয়িত্বা শিবাং নগাং ।
 বস্ত্রৈরাভরণৈর্দেবীং দিব্যৈর্বাঈব সিংহবাহিনীম্ ॥
 মেনোৎসঙ্গগতাঃ ভূষন্তললেখব তোয়দে ।
 দধতী নির্ভীতা দেবী বভৌ তামরসেক্ষণা ॥ ২৮
 অথ দেবৈঃ পরিবৃত্তো বিষ্ণুর্দৈত্যপুত্রাভক্তকঃ ।
 বলাম মুনিশাঙ্গীলাঃ ক্রৌড়াস্থানানি কৃৎস্নশঃ ॥

সমধিত গীত ও নৃত্যাদি করিতে আরম্ভ
 করিল। তৎকালে বীণা, বেণু, বল্লকী ও
 মৃদঙ্গের আধিকতর শব্দ ধ্বনিতে তথাকার
 সকলের মনোমুগ্ধ হইল। ১৪—২২।
 অনন্তর বিশ্বেশ্বর শব্দ, গিরিজার উদ্দেশে
 আনন্দে আকাশপথে অলঙ্কার প্রদান
 করিলেন, হৃদয়শব্দে সকলে আত আন-
 ন্দিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অলঙ্কার-
 প্রদানকালে এই বলিলেন,—হে দেবি!
 তুমি এই ভূষণে বিভূষিত হইলে আমার
 যোগ্য হইবে এবং হে রবাননে!
 তুমি পূর্ব জন্মে দক্ষের উপর যে ক্রোধ
 করিয়াছিলে, সত্ত্বর সেই ক্রোধ ও তামসভাব
 দূরীভূত হইবে। অনন্তর পার্শ্বতী শূচমার্গ
 হইতে নিপতিত ঐ ভূষণ গ্রহণ করিয়া পিতার
 সমীপে গমন করিলেন। নগরাজ মহান্
 উৎসবের সাহিত্য সত্ত্বর শিবাকে দিব্যবস্ত্র ও
 আভরণে বিভূষিত করিলেন। মেনকা ঐ
 সিংহবাহিনী দেবীকে উৎসঙ্গে লইয়া অতি
 আনন্দিত হইলেন। পদ্মপলাশগোচনা ঐ
 পার্শ্বতী, জলদেব মধ্যস্থিত চন্দ্রলেখার স্তায়
 শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশাঙ্গীলাগণ!
 অনন্তর জগুরাভক্ত, বিষ্ণু-প্রভৃতি দেবগণ

ভগবন দেবদেবেশ বিশেষাঙ্কসুদন ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শৈলাদিরদমব্রবীৎ ॥ ৩০

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

বেদীয়মিস্ত্রনৌলাভা ভাতি বিশ্বস্তয়া শিব ।

সেয়ং জলময়ী নাথ নির্মিতা বিশ্বকর্মাণা ॥ ৩১

যা চেয়ং পরমা রম্যা তোয়ানাং ভ্রান্তিকারিণী ।

সেয়ং ভাতি মহাদেব রত্নানামৌদনী প্রভা ॥ ৩২

ইদঞ্চ দ্বারসংস্থানং দৃশ্যতে লব্ধকৈর্ব্রতম্ ।

কুড্যান্ত রত্নবিশ্বাসে লক্ষ্যতে দ্বাররূপতা ॥ ৩৩

ইদং চিত্তরথাকারং দৃশ্যতে বনমুত্তমম্ ।

প্রতিবিম্বং মহাদেব রত্নভূমের্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইদঞ্চ মন্দিরাকারং সোপানচয়মণ্ডিতম্ ।

প্রতিবিম্বমিদঞ্চৈব দৃশ্যতে নবমণ্ডিতম্ ॥ ৩৫

যা চেয়ং সাগরাকারা দৃশ্যতে তোয়রূপিণী ।

এষাপি পরমেশান রত্নভূমির্জলোক্ষিতা ॥ ৩৬

যদিদং গগনাভাসং মূর্ছিতৈব্যৈরবোজ্জিতম্ ।

পরিবৃত হইয়া, সকল ক্রৌড়াঙ্গল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নন্দিকেশ্বর পরম ভক্তি সহকারে প্রণামপূরক বলিতে লাগিলেন,—
হে ভগবন, দেবদেবেশ, বিশ্বপতি, অম্বক-নিম্বদন, শিব! এই যে বেদিভূমি ইন্দ্রনৌলমণির দ্বার শোভিত হইতেছে, ইহা জলময়ী, বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন; এই যে বেদিটী, জলময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাই ইন্দ্রনৌলময়ী; রত্নের এইরূপই প্রভা। ঐ যে লব্ধক-পরিবৃত ভিত্তি-প্রদেশ দ্বারের দ্বার দেখিতেছেন, উহা দ্বার নয়; ভিত্তির উপরে এইরূপই রত্ন বিশ্বাস করিয়াছে যে, ঠিক দ্বার বলিয়া ভ্রম হয়। হে মহাদেব! এই যে চিত্তরথাকার উত্তম বন দেখা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই কোন রত্নভূমির প্রতিবিম্ব বলিয়া বোধ হয়। এই যে সোপানচয়-মণ্ডিত সুশোভিত মন্দিরাকার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে এবং জলময়ী সাগরাকৃতি ভূমি দেখিতেছেন, ইহাও জলসিক্ত রত্নভূমি। হে দেব! এই প্রদেশে এই যে নানাবিধ মূর্ছিতব্যে যেন

ক্রৌড়ামণ্ডপমেতন্মিদং দেবেশে দেব ভিত্তি ॥

অম্বর্যটৈর্মহারতৈর্বাহুদেশে বিনির্মিতম্ ।

অনেকবাদ্যসংযুক্তং রমণীয়ং যথো হরঃ ॥ ৩৮

এবং ক্রৌড়িত দেবেশে সুরাসুরমহারগাঃ ।

বিজ্ঞাধরাস্তথা যক্ষগন্ধর্ব্বাপন্নসাদয়ঃ ॥ ৩৯

দৌর্ধিকাশ্চ তড়াগেযু নদীষু চ হ্রদেষু চ ।

ক্রৌড়াবাপিবু তে রম্যৈর্ষজ্জৈর্নানাবিধৈর্ভূতম্ ।

বভূবুর্দেবতাঃ সর্গাঃ ক্রৌড়ারতিযু লালসাঃ ॥ ৪০

অথ সংক্রৌড়া বিশ্বাত্মা নিবৃত্তস্তৎ প্রদেশতঃ ।

বেজাঃ সম্যাপমগমৎ স্তূয়মাণো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৪১

প্রাপ্যাকরোহ প্রসভং সুরেশ-

স্তদিস্ত্রনৌলামলবেদিকাস্তম্ ।

সহস্রপট্টৈর্বকুলৈশ্চ নাগৈঃ

কৌণং হি যৎ কাঞ্চনপারিজাতৈঃ ॥ ৪২

ততঃ প্রবিষ্টৌ হর্যণাক্ষচিহ্নঃ

সরশ্চাক্ষালাকুলবেদিকাস্তম্ ।

বিবেশ স্বর্ঘ্যায়ুতসু প্রভাসো

বৃত্তোবিরক্ত্যা দি সুরৈঃ সমস্তাৎ ॥ ৪৩

উজ্জিত গগনাকার স্থান দেখিতেছেন, ইহা ক্রৌড়ামণ্ডপ। অনন্তর হর, অম্বরসদৃশ স্বচ্ছ, মহারত্ন দ্বারা বাহুদেশে সুসজ্জিত, অনেক বাজ্যসংযুক্ত রমণীয় সেই ক্রৌড়ামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। দেবেশ এই প্রকার ক্রৌড়াব্যাসক্ত হইলে পর সুর, অসুর ও মহাসর্পগণ, বিদ্যাধরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অম্বরোগণ সকলেই দৌর্ধিকা, তড়াগ, নদী, হ্রদ এবং ক্রৌড়াবাপীতে নানাবিধ রমণীয় যজ্ঞ দ্বারা ক্রৌড়াসক্ত হইলেন। ২৩—৪০। অনন্তর বিশ্বাত্মা, যথেষ্ট ক্রৌড়া করিয়া তৎস্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া মুনীগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া বেদীর নিকটে গমন করিলেন। সুরেশ, তথায় গমন করিয়া পদ্ম, বকুল, নাগ কাঞ্চন এবং পারিজাত দ্বারা সম্যকৌণ ইন্দ্রনৌলমণিময় সেই বেদিকার উপরে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে বোধ হইয়াছিল যেন বিরিক্ষি প্রভৃতি দেবগণ-পারিবৃত্ত অগুত সূর্য এককালে শোভিত

অথোপবিষ্টঃ সংবীক্ষ্য বিশেষণং পর্ত্তেশ্বরঃ ।

তস্য সংস্থাপ্য পুরতো দেবেশীমব্রবীদিদম্ ॥

হিমবাহুবাচ ।

ব্রহ্মৈবৈকঃ পরঃ ধাম অর্দ্ধনারীশ্বরস্ততঃ ।

দেবতানাং হিতার্থায় জাতো হর্দতনুঃ পৃথক্ ॥

দক্ষস্ত হুহিতা দেবী জগদ্ধাত্রী তাম্য সতী ।

বিনন্দ্য চ ততো দক্ষং ত্যক্তা দেহং নিজং পুনঃ

তবৈব পত্নী দেবেশ জাতা মম সূতা সতী ॥

ততঃ শ্রদ্ধা গিরিলেস্ত্য বচস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।

প্রসন্নো বরদঃ শস্তুরব্রবীৎ পর্ত্তেশ্বরম্ ॥ ৪৭

ঈশ্বর উবাচ ।

জানাম্যহং যেন মমৈব মায়া

শক্তির্বৈরেষা নগর্যাজসিংহ ।

সম্ভ্যাজ্য দেহং তব ধান্নি জাতা

যোগাৎ স্বয়ং চাক্রশাস্ত্রবদ্রুণা ॥ ৪৮

আচার্য্যঃ গিরিশ্চেষ্টে দস্তাং গৃহ্যামি পার্শ্বতীম্ ।

অদস্তাং যদি গৃহ্যামি তথা লোকেহপি বর্ত্ততে ॥

হইতেছেন। অনন্তর পর্ত্তেশ্বর, বিশেষকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দেবেশীকে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমিই এক পর-জ্যোতিঃ পরমাশ্রিতা; অনন্তর অর্দ্ধনারীশ্বর, পরে দেবগণের হিতার্থে পৃথক্ অর্দ্ধতনু হইয়াছ। এই উমা দক্ষের হুহিতা সতী দেবী জগদ্ধাত্রী ছিলেন, অনন্তর হে দেব! দক্ষের নিন্দা করিয়া নিজদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কস্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমারই পত্নী হইয়াছেন। অনন্তর ত্রিভুবনেশ্বর শঙ্কু, গিরীলয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে নগর্যাজশ্চেষ্ট! ইনি যে আমারই পরমাশ্রিতা মায়া এবং এই চাক্রচন্দ্রবদনা যোগবলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই আমি জানি; কিন্তু হে গিরিশ্চেষ্ট! লোকাচারের রক্ষা নিবন্ধন তোমার দান প্রতীক্ষা করিতেছি। যদি তোমার অদস্তা এই পার্শ্বতীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই প্রকার অদস্ত-

অথ দিব্যোদকৈঃ পূর্ণমাদায় কলশং গিরিঃ ।

পরিপূর্ণস্ত নিত্যস্ত নিত্যান্নগ্রহকারিণঃ ॥ ৫০

প্রক্ষাল্য পাদৌ শিরসা প্রণম্য

ভৃঙ্গারমাদায় স শৈলরাজঃ ।

মুখোচ চোয়ং ভবপাণিপদে

দন্তেতি দন্তেতি তদা প্রজল্লব্ধ ॥ ৫১

ততো মঙ্গলনির্ঘোষঃ সমভূৎ ত্রিদিবৌকসাম্ ।

বীণাবেনুমুদঙ্গানাং কাহলানাঞ্চ নিশ্বনঃ ॥ ৫২

সা হারকণ্ঠী কটিস্থত্রদামা

শূক্ললতা চাক্রবিলোলনত্রা ।

মেঘাঘর্ষিবোপারি চল্ললেখা

তথ্য বভৌ পরিতরাজপুত্রী ॥ ৫৩

অথ বেঢ়াং গতৌ ব্রহ্মা বিশ্বমায়াং স্মরায়ণিম্

দদর্শোদকপাত্রেণ বিভাবশুপুরস্থিতঃ ॥ ৫৪

মাহেশ্বরীঃ কামময়ীঃ দৃষ্ট্বা তাস্ত পিতামহঃ ।

অক্ষরং সহসা শুক্রে ভগ্নকুস্তাদিবোদকম্ ॥ ৫৫

পাদেন তন্নমদ্যন্ত শুক্রে তৎসদ্যসম্ভবঃ ।

পদ্মজোহপি মহাতেজাঃ দেবদেবস্ত পশুতঃ ।

পহরণ একটা লোকাচার হইয়া পড়িলে। অনন্তর গিরি দিব্য উদকপূর্ণ কলস লইয়া নিত্যান্নগ্রহকারী পূর্ণব্রহ্ম ঐ নিত্য-পুরুষের পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া প্রণামপূর্ব্বক পুনর্বার ভৃঙ্গার লইয়া তাহার পাণিপদে “পার্শ্বতীকে অর্পণ করিলাম, অর্পণ করিলাম” বলিতে বলিতে জল প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণের মঙ্গলধ্বনি এবং বীণা, বেনু মুদঙ্গ ও কাহল প্রভৃতির নিনাদ হইতে লাগিল। কণ্ঠে হার-বিশোভিত, কটি স্থত্র আবদ্ধ, মনোহর জলতাসম্পন্ন, চাক্র-চক্লনয়না পরিতরাজপুত্রী, সুমুগ্ধপর্যন্তিত চল্ললেখার স্তায় শোভিতা হইলেন। ৪১-৫৩। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা অয়িকে লইয়া জলপাত্র হস্তে দেবীর উপরে গমন করিলেন। বিশ্ব-মায়া, কন্দর্পের অন্ত্রভূতা, কামময়ী সেই মাহেশ্বরীকে দর্শন করিয়া, ভগ্ন কুস্ত হইতে উদকের স্তায়, তাঁহার সহসা শুক্লক্ষরণ হইল। সম্মুখস্থিত দেবদেব নিবেদন করি-

মৈবঃ মর্দেতি তং দৃষ্ট্বা ত্রিপুরারিঃ পিতামহম্ ।
 কৃষ্ণে তীতি হোবাচ ভগবান্ নীললোহিতঃ ॥
 অমোঘঃ তং তদা বিপ্রাঃশুকমগ্নৌ প্রজাপতিঃ
 জুহোতি বচনাচ্ছোবাংমেনাদায় পার্ধিনা ॥ ৫৮
 হবনাচ্ছ ততঃ প্রাপ্তাঃ সবিভাক্তং বিয়কাতম্ ।
 তেজোময়াশ্চ তে সপে তপোনিষ্ঠাঃ সনন্ততঃ ॥
 অষ্টাশীতিসহস্রাণ মুনঃসুহৃদ্রেতসঃ ।
 মানে অক্লৃষ্টমাত্রাশ্চ জাতাঃ হব সুবর্চসঃ ॥ ৬০
 বহুবৃক্ষে মহাশ্রানঃ পতঙ্গসহচারিণঃ ।
 নিঃশূন্য রশ্মিপাঃ সপে সপে জননম্রিতাঃ ॥
 ততো দেবাঃ সগন্ধাঃ সিকাশ্চ মুনয়স্তথা ।
 পিশাচা দানবা দৈত্যাঃ কিমরাশ্চ মহোরগাঃ ॥
 বিজাধরাশ্চাপ্সরসস্তথা চাক্ষে সুরাসুরাঃ ।
 প্রহৃষ্টাঃ সর্গা এবৈতে পায়িত্যাঃ হরসঙ্গমাং ॥ ৬৩
 মুমোচ বৃষ্টিং ক্রতুরাহি সূতুঃ
 পুষ্পৈরনেকৈর্ভরমকুলৈশ্চ ।
 বান্দ্যবিচিহ্নৈর্বরশঙ্খান্দৈঃ
 সুগীতগানৈর্বরমঙ্গলৈশ্চ ॥ ৬৪

লেও অমিততেজঃসম্পন্ন পদ্মযোনি পাদ
 দ্বারা সেই শুক প্রোক্ষন করিলেন। হে
 বিপ্রগণ! অনন্তর প্রজাপতি, নীললোহিত
 শঙ্কর আদেশক্রমে সেই অমোঘ শুক বায়ু-
 পাণ দ্বারা লইয়া অগ্নিতে হবন করিলেন।
 অনন্তর সেই আহুতিতে তেজোময়, তপো-
 নিষ্ঠ, অক্লৃষ্টমাত্র পরিমাণ, অষ্টাশীতি সহস্র
 উর্দ্ধরেতা মুনী ঊৎপন্ন হইয়া স্বধ্যমণ্ডলের
 চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলেন; ক্রমশঃ
 ভীহার্য্য সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী, মহাশ্রা,
 পতঙ্গের সহচর, নিঃশূন্য, রশ্মিপ হইয়া বহুর
 সমান প্রভাসসম্পন্ন হইয়া র লেন। অনন্তর
 দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মুনীগণ, পিশাচ দানব ও
 দৈত্যগণ, কিম্বরগণ, নাগগণ, বিদ্যাবর ও
 অপ্সরোগণ এবং অপরাপর সুর ও অসুর-
 গণ সকলেই হর-পার্বত্য-সমাগমে সাতিশর
 সঙ্ঘোষ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রতুরাজ
 হইয়া অলিকুলপরিপূর্ণ নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি
 করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে বিচিত্র

বীণারবেহু নৃত্তিবেগুনাদৈঃ
 সমন্ততঃ কর্ণশৃণুং প্রজ্ঞে ।
 আনৃত্যতীতিঃ সুরসুন্দরীভি-
 র্জেগীযতীভির্বরকিমরাভি ॥ ৬৫
 দৈত্যাজ্ঞানাতীশ্চ বসীশতীভিঃ
 কামায়তেতীব তদ্বৎসবধ ।
 কাঞ্চীরবেণাধ নিতিনিনীনাং
 মনোভিরামেণ চ নৃপুরাণাম্ ॥ ৬৬
 তাসাং স্মিতেনাথ মুনীন্দ্রবধ্যা
 বহুব কামানলদীপচর্যা ।
 গোমাবদানে মধুপর্কযুক্তং
 দেবায় তদৈশ্চ মধুভাজনক ॥ ৬৭
 ততো নিবেগ প্রমথ্যধিপায়
 চক্রাৎ তুষ্টি পরমাং গিরিধিঃ ॥ ৬৮
 অথ দেবেষু বিশেষো বরনোহভূদ্বিজোক্তমাঃ ।
 পরাশ্চ বিবিধান দর্য্য ব্রহ্মাদিত্যো মহেশ্বরঃ ॥
 ব্যাসজ্ঞয়ৎ ততঃ সন্নান স্বাবরান্ জঙ্গমাংস্তথা ।
 বিসর্জিতাঃ প্রণমোশংখ্রীতিং তে পরমাংগতাঃ
 এবঃসংক্ষেপতো বিপ্রা বিবাহো গিরিজাপতোঃ

বাগ, শঙ্খধ্বনি, সঙ্গীত, মঙ্গল্য-রব এবং
 বীণা বেণু ও তুন্ডভি-মিনাদে সকলের কর্ণ-
 শ্রুত হইতে লাগিল। সুরসুন্দরীগণের
 নৃত্যে, উত্তমা কিম্বরীগণের সুগীতে, দৈত্যা-
 জ্ঞনাদিগের ধবনম্রভাবে সেই উৎসব, মুক্তি-
 মান কামের স্রাব, লক্ষিত হইল। হে মুনীন্দ্র-
 গণ! নিতিনিনীদিগের কাঞ্চীরব, মনোহর
 নৃপুরাণ ও মধুর-স্মিত দ্বারা কামানল-দীপ
 সুসজ্জত হইল। অনন্তর বিরাড়, গোমা-
 বদানে মধুপর্কযুক্ত মধুপাত্র দেব প্রমথ্যধিপত্রিকে
 নিবেদন করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে
 লাগিলেন। হে ব্রহ্মজ্ঞাতমগণ! অনন্তর বিশ্ব-
 পতি মহেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণকে বিবিধ বর
 প্রদান করিয়া উপস্থিত স্বাবর-জঙ্গম সকল-
 কেই বিদায় দিলেন। তাহার্য্য সকলে বিদায়
 প্রাপ্ত হইয়া মহেশকে প্রণাম করিয়া পরম
 খ্রীত লাভ করিয়া প্রস্থান করিল। হে বিপ্র-
 গণ! গিরিজাপতির এই বিবাহবৃন্দান্ত রবি

কথিতো রবিণা পূৰ্ণঃ যথাবৎ সমুদীরিতঃ ॥ ৭১
শূণোতি শুক্লয়া যন্ত পঠেহা প্রযতান্ববান্ ।
সৰ্বান কামানবাপোতি বৰ্ষাদক্ষাণ্ডন সংশয়ঃ ॥
সৰ্বপাপবিনিৰ্মূলক্সেজস্বী প্রিয়দর্শনঃ ।
জীবেষ্বর্ষশতং সাগ্ৰং ব্রজেদব্রজপদং ততঃ ॥ ৭২
ইতি ত্রীক্ষপুয়াণোপপুরাণে ত্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে সাধবিবাহবর্ণনং নামৈ-
কানষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

ষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বিবাহাদ্রিশুভাঃ শমুৎসাহো কৈলাসপৰ্বতম্ ।
কৌড়াং বৈ বৰ্ষদাহসৌমকরোৎ তত্র শকরঃ ॥ ১
গণৈর্নানাবিধৈশ্চৈব সিংহাস্ত্রৈঃ শরভাননৈঃ ।
কৈশ্চিদ্ভ্যাক্রমুথৈর্ভৌমৈঃ কৈশ্চিদগৃধ্রমুথৈরাপি ॥ ২
কৈশ্চিদগজমুথৈরৈঃ কৈশ্চিদ্যুগমুথৈরাপি

কৈশ্চিদ্রুমুথৈর্দৌৰ্ভৈঃ কৈশ্চিদ্রুমুথৈরাপি ॥ ৩
কৈশ্চিচ্চিদ্রুমুথৈরৈঃ কৈশ্চিদ্রুমুথৈরাপি ।
মুখকাস্ত্রৈস্তথা চাষ্ট্রৈর্নানাক্ষারবদনৈরাপি ॥ ৪
সর্পাস্ত্রৈর্নানাক্ষারৈঃ জম্বুকাস্ত্রৈস্তথাপটৈঃ ।
শিশুমারমুথৈস্ত্রৈঃ কবকৈস্ত্রৈস্তথাপটৈঃ ॥ ৫
ময়রবদনৈরৈশ্চৈবকবকৈস্ত্রৈস্তথাপটৈঃ ।
শাখামৃগমুথৈস্ত্রৈঃ খরাস্ত্রৈঃ তথাপটৈঃ ॥ ৬
অষ্টরসস্ত্রৈঃ প্রমথৈর্জরামরণবর্জিতৈঃ ।
মিতাভূষ্টানিরাহুতৈঃ কালসংহরণকর্মৈঃ ॥ ৭
সংস্রোতিসংখ্যাকৈঃ সচ্ছন্দগতিচারিভিঃ ।
কৌড়াং বিধায় ভগবান্ কৈলাসে পরতোস্তম্বে
তদা মহতা শমুৎসাহগৃহ চ মন্দরম্ ।
কৈলাসং সম্পরিতাজ্য মন্দরে চাককন্দরে ॥ ৯
তত্রাপ রম্যগন্ধা গতে বর্ষসংস্রকে ।
দেবহান্যং হিতার্থে প্রযত্যা সহ শূলভূৎ ।
প্রকৌড়ীহ বিধাতা কামাসক্ত সর্ষধা ॥ ১০
প্রার্থিতোহহঃ সুরৈঃ পূৰ্ণঃ তারকাত্ত বৎস্পয়।

পূৰ্বে যেরূপ সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন,
অবিকল তাহাই উক্ত হইল। যে ব্যক্তি
সংযত্না হইয়া শুদ্ধা-সহকারে ইহা শ্রবণ
বা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সংবৎসর
মধ্যে সৰ্বপাপ হইতে নান্দুক হইয়া
সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং
তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হইয়া শত বৎসরেরও
অধিক কাল জীবিত থাকিয়া অনন্তর ব্রজপদ
প্রাপ্ত হয়। ৫৪—৭৩।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন—শমু এইরূপে অদ্বি-
তন্যাকে বিবাহ করিয় কৈলাস-পৰ্বতে গমন
করিলেন এবং ওধ্যায়-সংস্র বৎসর কাল
ব্যাপিয়া কৌড়া করিতে লাগিলেন। নান-
বিধ গণ ভাঁহার কৌড়াসংস্রঃ; তন্মধ্যে কেহ
সিংহাস্ত্র, কেহ শরভানন, কেহ ব্যাক্রমুখ,
কেহ গৃধ্রমুখ, কেহ গজমুখ, কেহ মৃগমুখ,

কেহ উষ্ট্রমুখ; কেহ হয়মুখ, কাহারও বিচিত্র
মুখ, কেহ বৃকমুখ, মুখকের স্তায় কাহারও
মুখ, কাহারও মুখ মার্জারের স্তায়, কাহারও
সর্পের স্তায়, কাহারও নকুলের স্তায়, অপ-
রের জম্বুকের স্তায়, কাহারও মুখ শিশুমা-
রের স্তায়, কেহ ভল্লুক-মুখ, কেহ ময়ূরবদন,
কাহারও বকের স্তায় বদন, কাহারও বান-
রের স্তায় বদন, কাহারও গর্দভের সদৃশ
মুখ। এইরূপ অন্তান্ত অসংখ্য জরামরণ-
বিবর্জিত, সর্ষদাষ্ট পরিভূত, আকর্ষণাত্মক,
কালহরণকর্ম, সচ্ছন্দগতি প্রমথগণের সহিত
ভগবান্, পরতোস্তম্বে বৈলাসধামে কৌড়া
কারিয়া অনেক তদন্তার পর মন্দরাতলের
প্রত্যন্তগ্রহ পকাশ করিলেন। তিন কৈলাস
পরিভ্রমণ করিয়া মনোহর কন্দর-সমবিত্ত
মন্দর পৰ্বতে গমন করিয়া কৌড়া করত
সংস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ১—৯।
দেবগণের হিতার্থে বিধাতা শূলধর, কামাসক্ত
হইয়া প্রকৌড়র সহিত কৌড়া করিতে লাগি-
লেন। “দেবগণ পূর্বে তারকাসুর বধের

মদ্রেতসঃ সমুৎপন্নস্তারকং স হনিযাতি ॥ ১১
 ইতি মত্বা মহাদেবে রমমাণে সহোময়া ।
 উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সস্ত্রবুভাঃ সুদারুণাঃ
 কধিরাহীনী বর্ষান্ত নদন্তো মেঘসঙ্কুণাঃ ।
 বায়বশ্চ মহাবেগাঃ পর্ষিতাশ্চান্দ্রস্ত তে ॥ ১৩
 বিমানানি সুরাণাঞ্চ নিপেতুর্বসুধাতলে ।
 উদ্ধাভির্গগনং ব্যাপ্তং পতন্তীভির্জ্যোত্সয়াঃ ॥
 কেতবশ্চোদিতাঃ সর্বৈ জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ ।
 দিগ্গদাহাশ্চ মহাঘোরা দাবারিগ্রিব সংক্ষেপে ॥ ১৫
 মৃত্যুকালে যথা জন্তুর্নৈব সৌখ্যমবাগুযাং ।
 জগন্ময়মিদং কুৎসং ন লভেত তথা সুখম্ ॥ ১৬
 ন বেদাঃ পঠিতাস্তস্মিন ন বিপ্রা জজপূর্জপম্ ॥
 পার্শ্বভ্যাং কম্পমানায়াং কম্পমানে চ শক্রে ।
 ত্রৈলোক্যমভবননুং কম্পমানং ভয়াতুরম্ ॥ ১৮
 কাগ্নিঃ কম্পিতো দেবো বিরিক্তির্নুনিভিঃ সহ ।
 চক্রায়ধোহপি চাতার্মিমল্লাদ্যো পরিবারিতাঃ ॥

নিমিত্ত আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিল; মদৌয়
 বীৰ্য্যোৎপন্ন পুত্র তারকাসুর বধ করিবে”
 এই ভাবিয়া মহাদেব উমার সহিত ক্রৌড়ারত
 হইলেন। এদিকে সুদারুণ ভয়ঙ্কর উৎপাত
 হইতে লাগিল। মহাবেগশালী প্রচণ্ড বায়
 ও মেঘ সকল গভীর গর্জনে করত রক্ত ও
 অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। পথত সকল
 উল্টাইয়া ফেলিল; দেবগণের বিমান সকল
 ভূতলে পতিত হইল। হে দ্বিজোত্তমগণ!
 উদ্ধাপাতে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; জলন্ত
 অগ্নির স্তায় কেতু সকল উদ্ভূত হইল।
 প্রলয়কালে মহাবাহুর স্তায় অতি ভীষণ
 দিগ্গদাহ উপস্থিত হইতে লাগিল; মৃত্যুকালে
 যখন লোক কিছুমাত্র সুখ পায় না, কেবল
 অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত
 ত্রিজগৎ সুখরহিত, কেবল দুঃখময় হইয়া
 উঠিল। তৎকালে বেদপাঠ রহিত হইল;
 ব্রাহ্মণেরা অপহীন হইলেন। পাকতী ও
 শকর উভয়ে কম্পমান হইলে ত্রৈলোক্যও
 ভয়াতুর ও কম্পমান হইল; কাগ্নিও
 কম্পিত হইল। দেব বিরিক্ত চক্রায়ধ, মুনী-

যে কেচিদেবগন্ধর্বাঃ সিন্ধা গগনচারিণাঃ ।
 বিদ্যাধরাশ্চ যক্ষাশ্চ সস্ত্রাপ্তাশ্চ বসুন্ধরায় ॥ ২০
 এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তঃ শক্রং দেববিস্তমমঃ ।
 যথাবস্তুধর্পকাদ্যোঃ শক্রস্তমভ্যপূজ, ৭ ॥ ২১
 অত্রবৌদেবরাজস্তমুপাবষ্টঃ মহামুনিম্ ।
 ত্রিকালদর্শিনং শান্তমাত্মনিষ্ঠং তপোনিধিম্ ॥ ২২
 শক্র উবাচ ।

উৎপাতাশ্চ মহাঘোরাঃ সস্ত্রবুভাঃ সুদারুণাঃ
 কারণং বদ মে সর্বং শান্তিষ্ঠৈব যথা ভবেৎ ॥
 নারদ উবাচ ।
 উময়া সহ বিশেষঃ পরং জ্যোতির্মতেষরঃ ।
 অহনিশমবিশ্রান্তং যুক্ত এব প্রবর্ততে ॥ ২৩
 তস্মাদ্ধেতোঃ প্রবর্তন্ত উৎপাতা রুদ্রহন কিল ।
 বিদ্বা তন্ত প্রকর্তব্যং যদিচ্ছসি পরং সুখম্ ॥ ২৫
 উমাগর্ভসমুৎপন্নঃ সর্বস্বাদধিকো হি সঃ ।
 কথং ধারয়িতুং শক্ভা ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদ্রাসুরাঃ ॥
 জগন্ময়মিদং কুৎসং ধরণী ধারয়িষ্যতি ।
 নাপত্যধারণে শক্ভা সঞ্জাতং শিবয়োঃ খলু ॥ ২৭

গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ-সমভিব্যাহারে
 পৃথিবীতে আসিলেন এবং অপরপর
 দেব, গন্ধর্ব্ব, সিন্ধু, গগনচারী বিদ্যাধর
 ও যক্ষ সকলেই বসুন্ধরায় সমুপস্থিত; এই
 সময়ে দেববিস্তম নারদ ইন্দ্রের নিকটে
 উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র যথাবিধি মধু-
 পকাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া
 তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—
 মহর্ষে! অতি ভীষণ সুদারুণ উৎপাত হইতে
 আরম্ভ হইয়াছে; ইহার কারণ বা এবং কি
 উপায়েই বা ইহার শান্তি হইবে, তাহা
 বলুন। ১০—২০ নারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মা-
 সুরঘাতিন! পরমজ্যোতি বিশ্বপতি মহেশ্বর
 অহনিশ অবিশ্রান্ত উমার সহিত সংযুক্ত
 আছেন, সেই কারণে এই সকল উৎপাত
 হইতেছে; যদি ভাল চাহেন, তাহা হইলে
 তাহার বিশ্ব করিতে হইবে। উমাগর্ভোৎপন্ন
 অপত্য সর্বাভিশায়ী তেজস্বী, ব্রহ্মাদি
 সুরাসুর কিরূপে ধারণ করিবে? এই সমগ্র

নারদস্ত বচঃ শ্রদ্ধা শক্বে। বিস্ময়মাগতঃ ।

তদা চিত্তার্ণবে ময়ো দেবৈঃ সহ পুরন্দরঃ ॥ ২৮

পক্ষে গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেবেষ্ব জনাৰ্দ্দনঃ ।

উবচ স্তম্ভা বাচা দেবানাং হিতকামায়া ॥ ২৯

শ্রীবিষ্ণুর্বাচ ।

শূণ্ধং দেবতাঃ সৰ্গাঃ কামাসক্তো ন শক্যঃ ।

যুস্মাকং হিতকামায় ভোগযুক্তোহভবচ্ছিবঃ ॥ ৩০

স্বতন্ত্রশক্তিবিশ্বাত্মা জিতকামঃ সত্যবতঃ ।

সম্পূৰ্ণকামঃ স বিভূঃ কথং কামেন বাধ্যতে ॥ ৩১

তদ্রেতসাম্ সমুৎপন্নস্তারকং স বিবিস্যতি ।

এতস্মাৎ কারণাদ্বেবো দেব্যা যুক্তো-

হতবৎ সুরাঃ ॥ ৩২

কিন্তু তৎকেবলোৎপন্নং সেনৈরপি সুরাসুরৈঃ

ভোজো ধারণিতুং তন্ত ন শক্যমিতি নিশ্চিতম্

ইদং যৎ কার্য্যমুৎপন্নং ব্যাধিরূপং দিবৌকসাম্

উপেক্ষিতং ন সন্দেহো হস্তান্ননং জগজ্জন্ম

যদি তৎ কেবলো জাতো ভবিষ্যতি সুরাস্তদা

অসহ্যো দুর্ধরো ঘোর ইতি তথ্যং ন সংশয়ঃ ॥

স এব বিষ্ণুৰ্জলবানিলশৈব প্রজাপতিঃ ।

স চান্দিত্যঃ কুবেরশ্চ ঐশানো বরুণস্তথা ॥ ৩৬

স যমঃ সচ সোমশ্চ স বায়ুঃ স্বৰ্গবাসিনঃ ।

স এব সন্নঃ ভবিতা ভব ভ্রুশ্চৈতৃপেক্ষিতঃ ॥ ৩৭

দগ্ধতেহহরাপ্যুপায়শ্চ কার্য্যাস্তাস্মৈ সুরৈস্তম্যৈঃ ।

যস্মাদগ্নিমুখা দ্বয়ং তস্মৈ দগ্নিহি নাশ্চবা ॥ ৩৮

যহগ্রং গহনং ঘোরমপ্রমুখ্যমগোচরম্ ।

হৃদি যদ্বততাং কার্য্যমগ্নিহি সাধয়িস্যতি ॥ ৩৯

এবমুক্তাথ বিপাদিঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।

অববীৎ কৃষ্ণবর্ষানং দেবানাং সদাস হিতম্ ॥

শ্রীবিষ্ণুর্বাচ ।

শূণ্ধ মন্বন্তরং বহু দেবানাং যহপস্থিতম্

স্মা তৎ সাধনোয়ং হি হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্

যোহনৌ দেবঃ পরং জ্যোতির্নীলগ্রীবো

বিলোহিতঃ ।

জগৎ, ধরণী—কেহই শিব ও শিবের অপত্য

ধারণে সমর্থ নহে। ইন্দ্র নারদের বাক্য

শ্রবণ করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া, সকল দেব-

গণের সহিত তৎকালে চিন্তাসাগরে মগ্ন

হইলেন। পক্ষে যেরূপ গোগণ অবসন্ন হয়,

সেইরূপ দেবগণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

জনাৰ্দ্দন বিষ্ণু দেবগণের গিৎকেছু হইয়া সুস্পষ্ট

বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে দেবগণ!

তোমরা সকলে শ্রবণ কর; শক্য কামাসক্ত

হন নাই। শিব তোমাদের হিতার্থেই

ভোগযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন-শক্তি

বিশ্বাত্মা সম্পূৰ্ণকাম সেই বিভূ স্বভাবতই

কামজয়ী; তিনি কিরূপে কন্দৰ্প দ্বারা বাধিত

হইবেন? তাঁহার রেতঃসমুৎপন্ন সন্তান তারকের

বধ করিবে। এই কারণে দেব, দেবীর

সহিত সঙ্গত আছেন। হে সুরগণ! কিন্তু

তাঁহার কেবল উৎপন্ন ভোজ, ইন্দ্র কি সুর

অসুর কেহই ধারণ করিতে সমর্থ নয়, ইহা

নিশ্চয়! দেবতাদিগের ব্যাধিরূপ ঐ যে

কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, উহা অপেক্ষা করিলে

জগজ্জন্ম নষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে

সুরগণ! যদি কেবল সেই ভোজ বহির্গত হয়,

তাহা হইলে তাহা ঘোর অসহ্য, দুর্ধর হইবে

তাহার সন্দেহ নাই। সে একাই বিষ্ণু,

বলবান ইন্দ্র, প্রজাপতি, আদিভ্য, কুবের,

ঐশান, বরুণ, যম, সোম ও বায়ু হইয়া

দাঁড়াইবে। যদি তোমরা উপেক্ষা কর, তাহা

হইলে সেই ভোজ একাই সকল স্বৰ্গবাস হইয়া

দাঁড়াইবে। ২৪—৩৭। হে সুরোত্তমগণ!

এক্ষণে এই কার্য্যের এই উপায় দেখা যাই-

তেছে, যেহেতু (তোমরা অগ্নিমুখ) তোমাদের

মুখেই অগ্নি রহিয়াছেন, ঐ অগ্নিই উগ্র,

গহন, ঘোর, অপ্রমুখ্য এবং অগোচর,

তোমাদের হৃদয়গত কার্য্য-সাধনে সমর্থ

হইবেন। অনন্তর এই বলিয়া বিশ্বের

আদি শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীবিষ্ণু দেবগণের

সভায় কৃষ্ণবর্ষাকে বলিলেন,—হে বহু!

মদীয় বাক্য শ্রবণ কর, দেবগণের যে কার্য্য

উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমার সাধন

করিতে হইবে; উহা সকল দেবগণের

হিতার্থ। ঐ যে পরমজ্যোতি নীলগ্রীব

রমতে চোময়া সাক্ষি চরাচরপতিঃ শিবঃ ।
 তসং তস্মাৎ সমুৎপন্নং কারণাক্ষি দিবৌকসাম্ ।
 তস্মাক্তিতায় গচ্ছ স্বং মহাদেবস্ত সারিধৌ ॥৫৩
 মুখং স্বমেব সর্কেষাং কার্য্যাণাক্ষিব সাধকঃ ॥৫৪
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্ব পাবকঃ কেশবাৎ তদা ।
 উবাচেনং মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীবৎসাক্তিবক্ষসম্ ॥৫৫
 অগ্নিকুবাচ ।

যতুক্তং ভবতা দেব কিস্কয়ুক্তং সনাতন ।
 মহেশস্ত রহঃস্বস্ত প্রবেষ্টুং নৈব সাম্প্রতম্ ॥৫৬
 ধ্যানযুক্তো জনঃ কশিচিৎকৃতভোজনতৎপরঃ ।
 রহসিস্থোহধ দানস্বস্তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥৫৭
 জাপোপহারযুক্তো বা হোমগুক্তোহথবা ভবেৎ
 অর্চনাভিরতঃ বশিষ্ঠং তদযুক্তং প্রবেশনম্ ॥
 প্রাকৃতস্তাপি দেবেশ রহঃস্বস্ত রমাপতে ।
 তস্মিন কালে সুরেশান গহিতস্ত প্রবেশনম্ ॥
 কিং পুনর্ভগবান ভীমস্তিগ্নারশ্মহেশ্বরঃ ।
 দেবানাঞ্চ হিতার্থীয় প্রকৃত্য সহ সঙ্গতঃ ॥৫৮

রক্তবর্ণ চরাচরপতি শিব উমার সহিত সঙ্গত
 রহিয়াছেন, সেই কারণে দেবগণের ভয়
 উপস্থিত হইয়াছে, সেজন্য তুমি দেবগণের
 হিতার্থে মহাদেবের সঙ্গিধানে গমন কর;
 তুমিই সকলের মুখ ও কার্য্য-সাধক ।
 পাবক কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 শ্রীবৎসলাক্ষিত-বক্ষঃস্থল হরিকে বহিতে
 লাগিলেন,—হে সনাতন! আপনি যাহা
 বলিলেন, তাহা যুক্ত বোধ হয় না;
 বিজ্ঞানহিত মহেশের সম্মুখে গমন করা
 উচিত নহে । ধ্যানতৎপর, মন্ত্রপাণ্যাপ্ত,
 ভোজননিরত নিজ্জনস্ব বা দানহিত ব্যক্তির
 নিকটে গমন ব্যতীত নাই । যাহারা জপ-
 প্রযুক্ত বা উপহারযুক্ত, হোমনিরত বা পূজা-
 ব্যাপ্ত, তাহাদের নিকটে গমন নিষেধ । হে
 দেবেশ রমাপতে! সাধারণ লোকই নিজ্জন-
 হিত হইলে তৎকালে তাহার নিকট যখন
 গমন নিষিদ্ধ, তখন দেবগণের হিতার্থে
 প্রকৃতির সহিত সঙ্গত তিগ্নারশ্ম ভীম মহে-
 শ্বরের নিকট কিরূপে যাওয়া যাইবে? ফলতঃ

নাহং তত্র শিবে নুনং বিভেতি মধুস্থদন ।
 আগতঃ মাং সমালোক্য ক্ষণাচ্ছুভূহনিযতি ॥৫৯
 জুগুপ্সতমিদং কার্য্যমিতি কষ্টং ভয়াবহম্ ।
 বিবস্ত্রা জননৌ দেবৌ কথং ভ্রুক্যামি কেশব ॥
 কিং বক্ষ্যাত প্রবিষ্টস্ত বক্ষ্যামি কিমহং বিভো ।
 জগ্নয়িষ্যতি মাং দেবো ধিহ্মার্থোহয়মিতি ক্রবম্
 যদ্বাব্যং তত্ত্ববেদগ্গ ন করোমি চ নিন্দিতম্ ॥৬০
 অগ্নিনা চৈবমুক্তস্ত বিষুর্দানবস্থদনঃ ।
 ভয়দং মোহদং শ্রুত্বা বাক্যং হৃদয়কম্পনম্ ॥৬১
 উবাচ ভগবান বিষুঃ পুনর্বক্ষিমিতি স্তবন ।
 ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় শক্রাদীনাক্ষ সন্নিধৌ ॥৬২
 বিষুকুবাচ ।

যতুক্তং ভবতা বহুং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ।
 আত্মহেতোবিরুদ্ধং স্ত্রাৎ পরার্থং নৈব হব্যতি
 প্রদীষ্টো দেবদেবেন সংহারার্থঃ কপদিনা ।
 প্রবিশ তমণো রূপমাদায় ন হি হব্যতি ॥ ৮

তাঁহার নিকট যাইতে আমার অত্যন্ত ভয়
 হইতেছে । হে মধুস্থদন! শঙ্কু আমাকে
 আসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ বধ করিবেন ।
 হে কেশব! বিবস্ত্রা জননৌ দেবীকেই বা
 কিরূপে দর্শন করিব? এই কার্য্য অতি
 কষ্টকর, ভয়াবহ ও অতি গর্হিত । হে বিভো ।
 আমি প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে কি বলিব,
 তাঁহারা ই বা কি বলবেন? দেব, “ধকু এই
 মুগ্ধকে” ইহা আমাকে নিশ্চয়ই বলিবেন ।
 যাহা হইবার, তাহা হউক; আমি এ গর্হিত
 কৰ্ম্ম করিতে পারিব না । ৩৮—৫৪ । অগ্নির এই
 প্রকার ভয়প্রদ মোহজনক হৃদয়কম্পনকারী
 বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবনিস্থদন বিষু পুনর্বার
 বহুর প্রশংসা করত দেবগণের অগ্রে
 ত্রৈলোক্যরক্ষার নিমিত্ত শাস্তবাক্যে বলিতে
 লাগিলেন,—হে বহু! তুমি যাহা বলিলে,
 তাহা সত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই;
 কিন্তু ঐ প্রকার কথ্য আত্মহিতার্থে করিলে
 দোষ হয়, পরোপকারার্থে করিলে কোন দোষ
 নাই । দেবদেব কপদী তোমাকে সংহারার্থ
 আদেশ করিয়াছেন । তুমি অগুরুপে তথায়

প্রজ্ঞতাঃ সন্তঃ নাস্তি তেজোমূর্তেস্তবানঘ ।
 সর্বদা সর্বগন্তঃ হি ন কচিৎ প্রতিহন্তসে ॥ ৫৯
 হৃতগ্রামঃ সমস্তঃ বৈ হমেবকো ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।
 উদরস্থঃ পচন্তস্ব প্রাণিনাং মেঘবাহন ॥ ৬০
 ত্বয়েকেন জগৎ কৃৎস্নং গোপাতে যদি পাবক
 কিং ন প্রাপ্তঃ স্মরা ক্রহি দোষঃ কঃ স্নাক্তাশন
 জুগুপ্সাম্ভিন্ ন কর্তব্যঃ স্মরা বৈ হব্যবাহন ।
 উৎপন্নস্তাস্ত্র কাষ্ঠ্যস্ত কাল এব তবানঘ ॥ ৬২
 ত্রিদশাঃ শরণঃ প্রাপ্তা হতভুক্ ত্বাং বিভাবসো
 অহো ধন্ততরস্তাসি শ্লাঘ্যো যদি করিষ্যসি ॥ ৬৩
 কুরু কার্যং সুরাগং হং ময়ানং করুণাং কুরু
 সর্বকালে যথা মর্ত্য্য বৌদ্ধমাণাস্ত্র ভাস্করম্ ।
 তথা তবাননং বহু পশুন্ত সুরসত্তমাঃ ।
 চাকুল্পপ্রতীকাংশ কুণ্ডলাভ্যামলঙ্কৃতম্ ॥ ৬৬
 অনেন কিং ন পর্যাপ্তং বদ নুনং বিভাবসো ।
 এবং সছোধ্যমানোহগ্নিবিষ্ণুনা বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৭
 হৃদয়ে চিস্তিতং তেন যাস্তামি হরসন্নিধৌ ॥ ৬৮

প্রবেশ কর, কোন দোষ-হইবে না। হে
 অনঘ! তুমি তেজোমূর্তি, তোমার পশুত
 অপ্রভুত কিছুই নাই; তুমি সর্বদা সমস্ত
 যাইতে পার, তুমি কোন স্থলে প্রতিহতগতি
 হও না; তুমি সমস্ত প্রাণিসমূহকে ব্যাপিয়া
 রহিয়াছ। হে মেঘবাহন! তুমি প্রাণিগণের
 উদরস্থ হইয়া অন্নপাক কর। তুমি একাই
 কৃৎস্ন জগৎ রক্ষা করিতেছ। হে হতাশন।
 তোমার অপ্রাপ্য কি, দোষই বা কি আছে?
 হে হব্যবাহন! তুমি ওকাষো স্তৃণা বিবেচনা
 করিও না। এই কার্যাদিন্ধর এই-ই সময়।
 হে বিভাবসো! সকল দেবগণ তোমার শরণা-
 গত হইয়াছে। এই কার্য করিলে তুমি শ্লাঘা
 ও ধন্ত হইবে। তুমি দয়া করিয়া বিপন্ন
 দেবগণের এই কার্য উদ্ধার করিয়া দাও।
 মর্ত্যগণ যেমন সর্বসময়ে ভাস্করের দর্শন
 প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ সুরশ্রেষ্ঠগণ চাকুল্পসদৃশ
 কুণ্ডলালঙ্কৃত তোমার মুখের প্রতি চাহিয়া
 আছেন, হে বিভাবসো! বল, ইহা কি কম
 কথা? হে বিজশ্রেষ্ঠগণ! বিষ্ণু সছোধন

ততো মনোগতঃ স্মরাঃ অগ্নেদৈবাস্তদানঘাঃ ।
 সেন্সাঃ সবর্ণগাদিত্যাঃ সঘর্কোরগরাক্ষসাঃ ।
 তুষ্টিবৃন্তে শুভৈবাত্যৈঃ পাবকঃ বিজসন্তমাঃ ॥ ৬৯
 ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরে সূত-
 শৌনকসংবাদে সাদ্বকীড়াবিবর্ণনং নাম
 ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ

একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেবা উচুঃ ।

জলভীরো জলোৎপন্ন জলাজল জলেচর ।
 জলজামলপত্রাক্ষ যজ্ঞদেব হতাশন ॥ ১
 কুরুকেতো কুরুবহ্নিন্ স্বর্গমার্গপ্রদর্শক ।
 যজ্ঞাহিত্তাহার যজ্ঞাহার হরাকৃতে ॥ ২
 পূর্ণগর্ভ গবাং গর্ভ জয় দেব মহাশন ।
 তমোহর মহাহারঃ স্বাগভর্ত্তনমোহন্ত তে ॥ ৩
 হব্যবাহন সপ্তার্চে চিত্তভানো মহাহ্যতে ।

পৃথক অগ্নিকে এই কথা বলিলে, অগ্নি মনে
 মনে চিন্তা করিলেন,—‘হরের নিকটে যাইতে
 হইল।’ অনন্তর ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্য ও
 দেবগণ, যক্ষ উরগ ও রাক্ষসগণ অগ্নির
 মনোগত ভাব জানিয়া শুভবাক্যে পাবকের
 স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫—৬৯।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্ঠিতম অধ্যায়ঃ ।

দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—‘হে জল-
 ভীরো! হে জলোৎপন্ন, হে জলাজল, জল-
 চর, হে জলজামলপত্রাক্ষ, যজ্ঞদেব, হতাশন!
 হে কুরুবহ্নি, কুরুবহ্নিন্! হে স্বর্গপথের
 প্রদর্শনকারিন! হে হরাকৃতি, যজ্ঞের আহিত-
 আহারকারিন! হে পূর্ণগর্ভ, গোগর্ভ, দেব,
 মহাশন, আপনার জয় হে তমোহর!
 হে মহাহার! হে স্বাগভামিন! আপনাকে
 নমস্কার। হে হব্যবাহন! হে সপ্তার্চিঃ,

অনলাগ্নে যজ্ঞমুখ জয় পাবক সর্গগ ॥ ৪
 বিভাবসো মহাভাগ বেদভার্যার্থভাষণ ।
 কৃশানো ক্রতুসস্তারপ্রিয় বিশ্বপ্রভাবণ ॥ ৫
 সাগরাসু স্নাতং দেব ত্বমমুগমসংশ্রিতঃ ।
 পিবংশৈচবোদ্রিগ্নঃ চৈব ন তুষ্টিমধিগচ্ছসি ॥ ৬
 ত্বং বাকোহুত্বাকোয়ু নিষংস্থপনিষংস্থ চ ।
 ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিঃ ত্বাং স্তবন্তি ত্বংগরায়ণাঃ ॥ ৭
 তুভ্যং কৃতা নমো বিপ্রাঃ সর্কর্ম্মবিহিতাং গতিম্
 ব্রহ্মৈশ্বর্য্যকৃদাণাং লোকান্ সম্প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৮
 ত্বমন্তঃ সর্গভূতানাং ভুক্তং ভোক্তা জগৎপতে
 পচসে পচতাং শ্রেষ্ঠ জীৱ লোকান সঙ্কর্য্যসি
 সাক্ষী লোকত্রয়স্তাস্ত ত্বয়া তুল্যো ন বিদ্যতে
 শরণং তব দেবানাং বিশ্বত্রয়মহেশ্বর ॥ ১০
 ইত্যেবং স্তুষ্মানোহসাবুখায় জলনস্তদা ।
 দেবান প্রদক্ষিণীকৃত্য যযৌ শভুগৃহং দ্বিজাঃ ।

চিত্তভানো, মহাত্মাতে, অনল! হে যজ্ঞমুখ
 অগ্নে! হে সর্গগ পাবক! হে বেদার্থবাদিন,
 মহাভাগ, বিভাবসো, হে যজ্ঞসমুৎপ্রিয়,
 জগৎদীপক, কৃশানো, আপনি জয়যুক্ত
 হউন। হে দেব! আপনিই অমুগম বাড়া-
 নলরূপে সাগরাসুরূপ স্নতপান এবং উদ্রিগণ
 করত পরিতৃপ্ত হন না। আপনি ব্রহ্মযোনি,
 ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রতি সাতিশয় ভক্তি-
 মান হইয়া বাকা, অম্লবাকা, নিষদ্
 ও উপনিষদ্ দ্বারা আপনার স্তব করিয়া
 থাকেন। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে প্রণাম
 করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মবিহিত গতি—ব্রহ্মলোক,
 ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক এবং রুদ্রলোক-
 প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে জগৎপতে;
 পাতকশ্রেষ্ঠ! আপনি সকল প্রাণীর অভ্য-
 স্তরগত ভুক্তদ্রব্য ভোজন করত পরি-
 পাক করিয়া দেন, ত্রিলোকের সংক্ষয়কর্ত্তাও
 আপনি। আপনার সদৃশ লোকত্রয়ের সাক্ষী
 অপর কেহ নাই। হে বিশ্বত্রয় মহেশ্বর!
 আপনি দেবগণের রক্ষা করুন। হে দ্বিজ-
 গুণ! দেবগণের এই প্রকার স্তবে ঐ
 অগ্নি উত্থান করিয়া দেবগণকে প্রদক্ষিণ-

তত্রাপস্ত্রং প্রতীহারং মহাদেবসমং বলে ।
 পূজিতং সেন্দ্রকৈর্দেবৈর্বাহাদেবদিশ্চক্ষুভিঃ ॥ ১২
 কপীন্দ্রবদনং দেবং কুলিশোদ্যতপাণিনম্ ।
 শূলহস্তং মহাবীৰ্য্যং সূর্য্যায়ুতমিবাভিতম্ ॥ ১৩
 নন্দিনস্ত তদা দৃষ্ট্বা পাবকঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
 বেগস্তস্তাতুলস্তীক্ষ্ণং সহসৈব ব্যহন্তত ॥ ১৪
 তত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস পশ্চামীতি কথং হরম্ ।
 নন্দিনা দ্বারসংস্থেন পুমান্ ন প্রবিশেদগৃহম্ ॥
 পশ্চামানস্ত শৈলাদেঃ প্রবিশে যদাহং গৃহম্ ॥
 কুলসিদ্ধিঃ ন গচ্ছেত নন্দিনা কুপিতেন চ ॥ ১৬
 এবং চিন্ত্যর্ণবে মগ্নো যাবৎ তিষ্ঠত্যসৌ কবিঃ ।
 দ্বিজান্ নানাবিধাংস্তাবদ্রুমমালাংস্ত দৃষ্টবান্ ॥
 তান দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস হংসস্ত হরসন্নিধৌ ।
 রূপং কৃতা প্রবেক্ষ্যামি ইত্যুপায়মচিন্তয়ৎ ॥ ১৮
 আদায় হংসরূপস্ত প্রবিষ্টে পাবকস্তদা ।
 প্রবিশু শঙ্কারহিতঃ স্তম্ভরূপো ব্যবহিতঃ ॥ ১৯

পূর্ব্বক শভুগৃহে গমন করিলেন। ১০-১১। তথায়
 উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে অবলোকন করি-
 লেন যে, মহাদেব দর্শনেচ্ছু ইন্দ্রাদি দেবগণ-
 কর্ত্তক পূজিত, কুলিশোদ্যতপাণি, শূলহস্ত,
 মহাবীৰ্য্যশালী অযুত সূর্য্যের স্তায় উদিত,
 বলে মহাদেবের সমান নন্দী প্রতীহার
 করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! নন্দীকে
 দর্শন করিয়া পাবকের অভুল তীক্ষ্ণবেগ
 সহসা প্রতিকূল হইয়া গেল। তথায়
 দাঁড়াইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
 আমি কিরূপে হরের দর্শন লাভ করি?
 নন্দী দ্বারে থাকিলে কোন পুরুষই গৃহে
 প্রবেশ করিতে পারে না। আমি প্রবেশ
 করিতেছি দেখিলে নন্দী কুপিত হইবেন,
 তাহা হইলে কিছুই ফললাভ হইবে না।
 এইরূপ চিন্ত্যর্ণবে নিমগ্ন হইয়া অগ্নি
 তথায় অবস্থান করত দেখিলেন, নানাবিধ
 পক্ষী তথায় চরিতেছে। তদদর্শনে ভাবি-
 লেন, আমি হংসরূপে হরের সন্নিধানে গমন
 করি। তখন পাবক হংসরূপ ধারণ করিয়া
 নিঃশব্দচিত্তে স্তম্ভ আকারে গৃহাভ্যন্তরে

পার্কীত্যা বাহনং সিংহমথাপশ্চাৎবিভাবনুঃ ।
 গোক্ষীরধবশাভাসং মহালাঙ্গলশোভিতম্ ॥
 জাজ্জল্যমাননয়নং চন্দ্রকোটীসমপ্রভম্ ।
 প্রসারিতসটাটোপং হৃদ্ধারকৃতভূষণম্ ।
 দানবানাং ক্ষয়করং দেবানামভয়প্রদম্ ॥ ২১
 হৃদ্ধারোণ ততস্তস্তা জ্বলনো বধিরীকৃতঃ ।
 অহো দুঃখমিদং প্রাপ্তমিতি সঙ্কিত্য চেতসা ॥ ২২
 যদি জীবন্ গমিষ্যামি সিংহাদস্মাদহং তদা ।
 তেন পর্যাণ্তকামোহহমিতি সঙ্কিত্য নির্গতঃ ॥
 যত্র দেবা উপেন্দ্রাদায়াঃ সংস্থিতা যেরুমুর্ধনি ।
 দেবাঃ সর্বে সূসংক্ৰষ্টা উচুস্ত জাহবেদসম্ ॥ ২২
 দেবা উচুঃ
 অস্বংকার্যং ত্বয়া বহে গম্মা তত্র যথা কৃতম্ ।
 তৎ সর্বং ক্রহি নঃ কিং প্রং শাস্ত্রাস্মাকং যথা
 ভবেৎ ॥ ২৫
 অগ্নিকুবাচ ।
 গতৌহহং তস্তা ভবনং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

যয়া নন্দীষরো দৃষ্টৌ দ্বারদেশ উপস্থিতঃ ॥ ২৬
 হংসরূপং ততঃ কৃত্বা প্রবিশান্তঃপুরং সুরাঃ ।
 তত্র স্বস্ববপুর্ভূত্বা যাবৎ কণবহং স্থিতঃ ॥ ২৭
 তাবৎ পঞ্চাননো দৃষ্টৌ গিরিজায়ান্ত বাহনম্ ।
 অতিরৌদ্রো মহাকায়ঃ প্রলয়ান্তকসম্মিতঃ ॥ ২৮
 ভীতোহহং নির্গতস্তস্মাদদৃষ্টৌব পিনাকিনম্ ।
 গুপ্তং কাৰ্য্যমকুর্ভূত্বৈব সম্প্রাপ্ত ইহ ভো সুরাঃ ॥
 পুনর্বিচিন্ত্যতাং কাৰ্য্যং সর্বেষাং বো যথা সূখম্
 এবং বহুৈবচঃ ঋত্বা দেবা বিষ্ণুপুংরাগমাঃ ।
 যযুর্নুনিগণৈঃ সাক্ষং মন্দরং চাক্রকন্দরম্ ॥ ৩১
 তমাসাদা গিরিশ্ৰেষ্ঠং প্রিয়ং দেবস্ত শূলিনঃ ।
 কৃতাজ্জলিপুটাঃ সর্বে হস্তবন বুধভধ্বজম্ ॥ ৩২
 দেবা উচুঃ ।
 ওঁ নমঃ পরমেশায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে ।
 বিরূপায় সুরূপায় পঞ্চান্তায় ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৩৩
 বরদায় বরাহায় কুর্শ্বায় চ মৃগায় চ ।

প্রবেশ করত অবস্থান করিলেন। অনন্তর
 বিভাবনু দেখিলেন, তথায় গো-দুগ্ধের স্নায়
 বৃহৎ লাঙ্গুব দ্বারা শোভিত,
 জাজ্জল্যমান নয়ন, কোটি চন্দ্রের স্নায় প্রভা-
 শালী, দানবগণের ক্ষয়কারী ও দেবগণের
 অভয়প্রদাতা দেবীর বাহন সিংহ সটাসমূহ
 প্রসারণ করিয়া হৃদ্ধার ছাড়িতেছে। তদীয়
 হৃদ্ধারধ্বনি বহুিকে বধির করিয়া তুলিল।
 তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—অঃ! মহা-
 সঙ্কট উপস্থিত। যদি এই সিংহের নিকট
 আমার জীবন থাকে, তাহা হইলেই য়ে ষ্টে।
 এই ভাবিয়া তথা হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া
 সূমেরুপর্বতের শিখরে যথায় উপেন্দ্র প্রভৃতি
 সকলে অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন
 করিলেন। সকল দেবগণ অগ্নিকে উপস্থিত
 দেখিয়া আনন্দিত চিত্রে বলিয়া উঠিলেন,—
 হে ষ্বে! তুমি তথায় গিয়া আমাদের
 কাৰ্য্য যাঁহা সম্পন্ন করিয়াছ, তৎসমুদয় বল—
 যাঁহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে। অগ্নি
 বলিলেন,—আমি দেবদেব শূলীর ভবনে,

গিয়াছিলাম। দ্বারদেশে দেখিলাম, নন্দীষর
 উপস্থিত আছেন। হে সুরগণ! অনন্তর
 আমি হংসরূপ ধারণ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীরে
 অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কণকাল অবস্থান
 করত দেখিলাম, অতি যোদ্ধা, দীর্ঘাকার,
 প্রলয়ান্তক সদৃশ গিরিজাবাহন পঞ্চানন
 রহিয়াছেন। আমি তদদর্শনে ভীত হইয়া
 পিনাকীর দর্শন না করিয়াই তথ্যা হইতে
 সহসা পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। হে সুর-
 গণ! আপনাদের কোন কাৰ্য্যই করিয়া
 আসিতে পারি নাই। সকলের যাঁহাতে
 মঙ্গল হয়, তাহার উপায় পুনরায় চিন্তা
 করুন। ১২—“০। বহির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া
 সকল দেবগণ বিষ্ণুকে অগ্রে লইয়া মূনিগণের
 সহিত চাক্র-কন্দরযুক্ত, দেবদেব শূলীর প্রিয়,
 পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর-পর্বতে গমনপূর্বক কৃত-
 জলিপুটে সকলে বুধভধ্বজের স্তব করিতে
 লাগিলেন,—ত্রিনেত্র, ত্রিশূলধারী, বিরূপ,
 সুরূপ, পঞ্চবদন ও ত্রিমূর্ত্তি পরমেশকে আমরা
 নমস্কার করি। বরদাতা, বরাহ, কুর্শ্ব ও মৃগ,

নৌললকশিখণ্ডায় মণ্ডলনৈশায় তে নমঃ ॥ ২৪
 বিষমানায় বিষায় বিষেশায়াস্বরূপেণ ।
 কালদ্বায় মধ্যায় অৰ্দ্ধকালায় বৈ নমঃ ॥ ৩৫
 নমো মজ্জায় জপ্যায় কোটিজাপ্যায় তে নমঃ ।
 ধ্যানায় ধোয়রূপায় ধোয়ধ্যানাত্মনে নমঃ ॥ ৩৬
 ঈশোহনৌশস্ত্রমেবেশ অন্তানন্ত্রমেব চ ।
 অব্যয়স্ত্রঃ ব্যয়শ্চৈব জন্মাজন্ম ত্রমেব চ ॥ ৩৭
 নিত্যানিত্যাত্মমেবেশ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্ত্রমেব চ ।
 গুরুস্তমগুরুদেব বীজঃ বাবীজমেব চ ॥ ৩৮
 কালস্তমসি লোকানামকালঃ পরিগীষসে ।
 বলস্তমবলশ্চৈব প্রাণশ্চাপ্রাণ এব চ ॥ ৩৯
 সাক্ষী ত্বং কৰ্ম্মণাং দেব তথাসাক্ষী মহেশ্বর ।
 শাস্তাশাস্তা বিরূপাক্ষ এবশ্চাক্ষব এব চ ॥ ৪০
 সংসারী ত্বং হি জন্তুনাংসংসারী ত্রমেব চ ।
 গোপ্তা ত্বং সৰ্গভূতানাং নাস্তি গোপ্তা তবেশ্বরঃ
 জীবস্ত্রঃ জীবলোকস্ত্র জীবস্ত্রেন্ত্রো ন বিদ্যতে

ন্যুনাতিরিক্তভাবেন ত্রমায়শ্চ শরীরিণাম্ ॥ ৪২
 দেহিনাং শব্দরস্ত্রঃ হি ন চান্ত্রস্তব শব্দরঃ ।
 অক্লান্ত্রঃ মহাদেব ক্লান্ত্রঃ ষৌরকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৪৩
 দেবানাঞ্চ মহাদেবো মহান্ত্রস্তো ন বিদ্যতে ।
 কামস্ত্রঃ ভবিনাং সৰ্ব্বকামদস্ত্রঃ জগৎপতে ॥ ৪৪
 অজ্ঞেয়ো জয়িনাং শ্রেষ্ঠো জয়রূপস্ত্রমেব হি ।
 পুরাণপুরুষস্ত্রঃ হি পুরাণোহন্ত্রো ন বিদ্যতে ॥
 ব্যালযজ্ঞোপবীতায় সরোজাক্ষায় তে নমঃ ।
 নমোহস্ত্র নৌলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় মৌঢ়মে ॥ ৪৬
 নমঃ কপালহস্তায় পাশহস্তায় দণ্ডিনে ।
 নমো দেবাধিদেবায় নমো নারায়ণায় চ ॥ ৪৭
 উৰ্দ্ধমার্গপ্রণেত্রে চ নমস্তে হৃদ্ধিরেতসে ।
 ক্রোধিনে বীতরাগায় গজচৰ্ম্মাবগুষ্ঠিনে ॥ ৪৮
 নমো ব্রহ্মশিরোদ্বায় নমস্তে কল্পরেতসে ।
 নমশ্চণ্ডায় ধীরায় কমণ্ডলুনিযজ্ঞিনে ॥ ৪৯
 নমঃ প্রচণ্ডবেগায় ক্রোধচণ্ডায় তে নমঃ ।

নৌল অলক ও শিখণ্ডে মণ্ডিত, মণ্ডলেশ আপ
 নাকে প্রণাম । আপনি বিষপ্রমাণ, বিষরূপী,
 বিষেশ্বর, আত্মরূপী, কালহস্তা, যজ্ঞ ও অন্ধ-
 কান্নয়ের নিধনকারী ; আপনাকে প্রণাম ।
 আপনি জপ্য-মজ্জরূপ, কোটিবার আপনার
 জয় হউক । আপনি ধ্যান ও ধোয় উভয়া-
 ত্মক ; আপনাকে প্রণাম করি । হে ঈশ !
 আপনি ঈশ্বর ও অনীশ্বর, অন্ত ও অনন্ত,
 অব্যয় ও ব্যয় এবং জন্ম ও অজন্মও আপনি ।
 আপনি নিত্য ও অনিত্য, ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম,
 অ'পনি গুরু এবং অগুরু । হে দেব !
 আপনি বীজ ও অবীজ ; আপনিই লোক-
 দিগের কাল ও অকালরূপে কীৰ্ত্তিত
 হইয়া থাকেন, আপনিই বল ও অবল, প্রাণ
 ও অপ্ৰাণ । হে মহেশ্বর ! আপনিই
 কৰ্ম্মের সাক্ষী ও অসাক্ষী । হে বিরূপাক্ষ !
 আপনি শাসন-কর্ত্তা ও অশাস্তা, ক্ষব ও
 অক্ষবও আপনি । আপনিই জন্তুদিগের
 সংসার-বিশিষ্ট, অসংসারীও আপনি ।
 আপনি সকল প্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, আপনার
 রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই । আপনি জীবলোকের

জীব, আপনি ব্যতীত অপর জীব নাই ।
 আপনি ন্যূন ও অতিরিক্ত ভাবে শরীরী-
 দিগের আয়ুঃ । আপনি দেহীদিগের কল্যাণ
 করিয়া থাকেন, আপনার কল্যাণকর্ত্তা কেহ
 নাই । হে মহাদেব ! আপনি অক্লান্ত্র
 ও ঘোরকৰ্ম্মীদের পক্ষে ক্লান্ত্র । আপনি
 দেবতাদিগের মহাদেব, আপনার অপেক্ষা
 মহান কেহ নাই । আপনি প্রাণীদিগের কাম
 ও অকামপ্রদ । হে জগৎপতে ! আপনি
 অজ্ঞেয় ও জ্ঞেতাদিগের শ্রেষ্ঠ জয়রূপী ।
 আপনি পুরাণ-পুরুষ, আপনি ভিন্ন অপর
 পুরাণ-পুরুষ নাই । ৩১—৪৫। আপনি সৰ্পরূপ-
 যজ্ঞোপবীতধারী ও সরোজ-চিহ্নধারী ;
 আপনাকে প্রণাম । মৌঢ়বান, নৌলগ্রীব,
 শিতিকণ্ঠকে প্রণাম । আপনি কপালহস্ত,
 পাশহস্ত, দণ্ডধারী, দেবাধিদেব নারায়ণ ;
 আপনাকে প্রণাম । উৰ্দ্ধপথের প্রণয়নকর্ত্তা,
 উৰ্দ্ধরেতা, গজচৰ্ম্ম দ্বারা অবগুষ্ঠিত, বীতরাণ,
 ক্রোধশীল আপনাকে প্রণাম । ব্রহ্মশিরোয়
 কল্পরেতা শিবকে প্রণাম । চণ্ড, ধীর-কমণ্ড-
 লুধারী, প্রচণ্ডবেগ ও ক্রোধচণ্ড আপনাকে

বরেণ্যায় শরণ্যায় ব্রহ্মণ্যায়াদ্বিকাপতে ॥ ৫০
সর্কারগ্রহকর্তা স্বং ধনদায় নমো নমঃ ।
নমঃ সংসারপোতায় অগ্নিমাদিপ্রদায়িনে ॥ ৫১
জ্যেষ্ঠসামাদিসংস্থায় রথন্তরায় তে নমঃ ।
ত্রিগাথায় ত্রিমাত্রায় ত্রিমূর্ত্তে ত্রিগুণায়ান্নে ॥ ৫২
ত্রিবেদিনে ত্রিসঙ্কায় ত্রিসূতায় ত্রিবর্ষ্যণে ।
ত্রিদেহায় ত্রিকালায় ত্রিশক্তিব্যাপিনে নমঃ ॥ ৫৩
শক্তিভয়বিহীনায় শক্তিভয়বৃত্তায় চ
শক্তিভয়ান্বরূপায় শক্তিভয়ধরায় চ ॥ ৫৪
যোগীশায় বিষয়ায় বিজয়ায় নমো নমঃ ।
নমস্তে হরিকেশায় লোকপালায় দণ্ডিনে ॥ ৫৫
হলীষায় প্রমেয়ায় কুলীষায় তু চক্রিনে ।
নমো বিন্দুবিসর্গায় নাদান্যানাদধারিণে ॥ ৫৬
নাভীস্থায় চ নাভ্যায় নাভীবাহায় বৈ নমঃ ॥ ৫৭
নমো গায়ত্রীনাথায় গায়ত্রীহৃদধায় তে ।
নমো গায়ত্রীগোপত্রে চ গায়ত্র্যায় নমো নমঃ
য ইদং পঠতে স্তোত্রং গীর্ধাণৈঃ সমুদীরিতম্ ।

যাবজ্জীবনকৃতৈঃ পাপৈর্মুক্তা য়াতি পরাং গতিম্
এবং স্তবঃ সূত্রৈঃ শম্ভুঃ প্রসন্নো বরদোহভবৎ
বরং কুলীধ্বং হে দেবা ইত্যুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ৬০
অথ তং বরদং জাত্বা শম্ভুমগ্নিযুগাঃ সূত্রাঃ ।
উচুঃ প্রাজ্ঞনঃ সর্বে ভয়ং ত্যক্তা দ্বিজোত্তমাঃ
দেবা উচুঃ ।

যদি তু স্তোহসি বিশেষ দেহীমং বরমুত্তমম্
গিরিজাকৃষ্ণদত্ততঃ পুত্রো মাভূৎ তবানঘ ॥ ৬২
এবমস্তিত্যসৌ শম্ভুকৃৎ প্রাহ পুনর্বচঃ ॥ ৬৩
নাহং রেতো বুধা স্বন্দে ত্রৈলোক্যক্লয়কারণম্ ।
বুধা স্তক্রে মদীয়ে তু ত্রৈলোক্যং ভস্মসাত্তবেৎ
হিতায় ভস্মালোকানাং মম রেতেঃ দিবোকসঃ ।
শাস্ত্যর্থকৈব বুধ্যতিঃ শীঘ্রমেব প্রযুক্ত্যতাম্ ॥
এবং শস্তোর্বচঃ অহা দেবাস্তে ভয়বিহ্বলাঃ ।
সলোকেশাঃ সগোবিন্দা ন কিঞ্চিদক্ৰবন্ দ্বিজাঃ
অথ দেবেষু সৌদংশু বিষ্ণুগৌরিবর্দ্ধকদমে ।
প্রসার্য স্বাক্ষরং শম্ভুরেতো মুঞ্চতি চাত্রবীৎ

নমস্কার করি। হে অধিকাপতে! আপনি
বরেণ্য রক্ষাকর্তা সকলের প্রতি অমুগ্রহকর্তা
ধনদ ব্রহ্মণ্যাদেব; আপনাকে নমস্কার করি।
আপনি অগ্নিমাদিগুণপ্রদাতা, জ্যেষ্ঠসামাদি-
সংস্থিত রথন্তর এবং সংসারের পোতস্বরূপ;
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ত্রিগাথা-
ময়, ত্রিমাত্র, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিগুণায়ান্ন, ত্রিবেদী ও
ত্রিসঙ্কায় স্বরূপ; ত্রিসূত, ত্রিবর্ষ্য, দেহত্রিতয়-
বিশিষ্ট, ত্রিকালস্বরূপ এবং ত্রিশক্তিব্যাপী;
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি শক্তিভয়-
বিহীন এবং শক্তিভয়যুক্ত, শক্তিভয়স্বরূপ
ও শক্তিভয়ধারী, যোগীশ্বর, বিষয়, বিজয়-
স্বরূপ; আপনাকে সতত প্রণাম করি।
আপনি হরিকেশ, লোকপাল, দণ্ডী, হলীষ,
প্রভেয়, কুলীষ, চক্রী; বিন্দু-বিসর্গস্বরূপ,
নাদ ও অনাদধারী, নাভীস্থ, নাভীবাহ
ও নাভ্য; আপনাকে নমস্কার করি।
আপনি গায়ত্রীনাথ, গায়ত্রীহৃদয়, গায়ত্রী-
গোপ্তা এবং গায়ত্রীস্বরূপ; আপনাকে মুহূর্ত্ত
প্রণাম করি। গীর্ধাণকর্তৃক উদীরিত এই

স্তব যিনি পাঠ করেন, তিনি যাবজ্জীবনকৃত
পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত
হন! শম্ভু সুরগণকর্তৃক এই প্রকার স্তব হইয়া
প্রসন্ন এবং বরদানোদ্যত হইলেন। মহেশ্বর
বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা বর প্রার্থনা
কর। ৪৬—৬০। অনন্তর তাঁহাকে বরদা-
নোদ্যত দেখিয়া বহিঃপ্রস্থত দেবগণ প্রাজ্ঞলি
হইয়া নির্ভয়চিত্তে বলিলেন,—হে বিশেষ্বর!
আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
এই উত্তম বর প্রদান করুন যে, গিরিজাগর্ভ-
জাত সন্তান না হউক। শম্ভু ‘তথা’ বলিয়া
পুনরায় কহিলেন,—আমি বুধা ত্রৈলোক্যের
ক্লয়কারণ রেতঃক্ষরণ করিব না; মদীয় রেতঃ
বুধা ক্ষরিত হইলে ত্রৈলোক্য ভস্মসাত হইল।
হে দ্বিজগণ! শম্ভুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
লোকেশ গোবিন্দ প্রভূতি সকল দেবগণ
ভয়বিহ্বল হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন
না। কর্দমপাতত গাভীর স্তায় দেবগণ
অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, বিষ্ণু স্বকীয় অঞ্জলি
প্রসারণপূর্বক শম্ভুকে কহিলেন,—আপনি

দেবদেবায়ুতঃ দিব্যং হস্তাভ্যাং মম শঙ্কর ।
 শীঘ্রমেব প্রযচ্ছ্য পিবন্তু সুরপুঙ্গবাঃ ॥ ৬৮
 ততো লিঙ্গাদ্বিনিজ্ঞাতং চন্দ্রবিদ্যাং সুনির্মলম্
 জাতীনীলোৎপলমোদংপাগৌ বহুর্দদৌ শিবঃ
 করাভ্যাং পতিতং রেতস্তদাভ্যং পাবকন্তু বৈ ।
 পাপৌ বহিস্কৃতঃ শুক্রং জলস্বং ভাস্করপ্রভম্ ।
 সুধেতি মনসা মদ্রা হৃষ্টান্না মুদয়ায়িতঃ ॥ ৭০
 অথ পীতে তদা শুক্রে বহির্না মুনিপুঙ্গবাঃ ।
 রেতঃপাতেন সন্তর্প্য স দেবাসুরপুঞ্জিতঃ ।
 বিন্দুজ্য তাং ভগবান্স্তৌত্রবাস্তরধীয়ত ॥ ৭১
 তদা হবির্ভূজং দেবং সেন্সা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
 যথাগতা যযুস্তত্র পূজয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥ ৭২
 রেতসা দহমানোহগ্নিঃ পাতালাৎ সূতলং গতঃ
 ততো বিবেশ গিরিশো যদ্রাস্তে পার্শ্বতী শিবা
 উবাচ পার্শ্বতীঃ শভুঃ প্রহসন কমলেক্ষণাম্ ॥ ৭৪

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি মহাভাগে যদবুস্তং তদব্রবীম্যহম্ ॥ ৭৫

রেতঃ পরিত্যাগ করুন, হে দেবদেব শঙ্কর !
 মদীয় হস্তে দিব্য অমৃতস্বরূপ ঐ রেতঃ
 প্রদান করুন ; সুরপুঙ্গবগণ পান করুন ।
 অনন্তর শিব চন্দ্রাবস্থের স্নায় লিঙ্গ হইতে
 নিজস্ব সুনির্মল জাতীকৃত্যম ও নীলোৎপ-
 লের স্নায় সুবাসিত শুক্র বহির পানিগুটে
 প্রদান করিলেন । অনন্তর বহুও হস্ত-
 নিপতিত জলন্ত ভাস্করের স্নায় ঐ শুক্র
 সূধা মনে করিয়া অতি আনন্দসহকারে
 পান করিলেন । দেবাসুরগণকর্তৃক পূজিত
 ভগবান্ শিব রেতঃপাতে পারতৃপ্ত হইয়া
 দেবগণকে বিদায় দিয়া, সেই স্থানেই
 অস্তহিত হইলেন । তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র
 প্রভৃতি দেবগণ তথায় অগ্নিদেবকে পূজা
 করিয়া যেরূপ আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 সকলে প্রস্থান করিলেন । রেতঃ দ্বারা দহ-
 প্রায় হইয়া, অগ্নি পাতাল হইতে সূতলে
 গমন করিলেন । অনন্তর গিরিশ শভু, পার্শ্বতী
 সরিধানে গমনপূর্বক হস্ত কয়ত কমলেক্ষণা
 পার্শ্বতীকে কহিলেন,—হে দেবি মহাভাগে !

স্বতন্ত্রকামানি শিবে যথাং বরবর্ণিনি ।

দেবা মচ্ছরণং প্রাপ্তা ন চাহং শরণং ত্যজে ॥
 গোপ্যা ময়া সদা কান্তে মহাদেবে। যতঃ স্মৃতঃ
 ভবিষ্যতি মহাভাগে পুত্রস্তব যদাননঃ ॥ ৭৭
 কিংকরসস্ত সুশ্রোণি দেবৈর্বেষ্টস্তবাং শতঃ ।

বহির্ভুক্তিগতঃ রেতো গতঃ দেবান্ বিভাগশঃ
 যচ্ছেষ্মদরে বহিস্কৃতংগঙ্গায়াং প্রদাক্ষতি ॥ ৭৯
 ততঃ সাপি বিদহস্তী মম তেজঃ প্রতাপবৎ
 কৃত্তিকাঃ যট্ট সমাখ্যাতা গঙ্গায়াং স্নাতুমাগতাঃ
 তানু গঙ্গাবিনিক্ষিপ্তং মম রেতস্তদদ্ভুতম্
 ততস্তাঃ কৃত্তিকাঃ স্তব্ধা দেবি মাং শরণং গতাঃ
 অনুগ্রহান্নয়া তামিদিদমুক্তং তদা শিবে ॥ ৮১
 মমাদেশাদগতাঃ সর্বাঃ শরণধানবনং শুভম্
 যোচয়িষ্যন্তি তা গর্তং দেবাচ্চ কমলেক্ষণে ।
 বচনান্মম সুশ্রোণি গর্তশল্যং বরাননে ॥ ৮২

যাহা যাহা হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ কর ;
 —হে বরবর্ণিন শিবে ! তুমি আমার স্নায়
 স্বতন্ত্রকামা ! দেবগণ আমার শরণাগত
 হইয়াছিল, আমি শরণাগত পরিত্যাগ করি
 না । ৬০—৭৬ । হে কান্তে ! আমার সর্বা
 আশ্রিত পালন করিতে হয়, যেহেতু আমি
 মহাদেব । হে মহাভাগে ! তোমার
 যদানন এক পুত্র হইবে, কিন্তু হে সূজ-
 ঘনে ! তাহাতে মদীয় অংশে মদীয় ঔরস
 পুত্র দেবগণের খাভিপ্রেত সহে তজ্জন্ত
 আমি শুদ্ধ রেতঃ বহির মুখে নিক্ষেপ করি-
 য়াছি । ঐ রেতঃ বহির উদরে গমন করিয়া
 অংশে অংশে দেবগণের উদরগত হইয়াছে ।
 অবশিষ্ট যাহা বহির উদরে আছে, তাহা
 গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে ! আমার রেতঃ-
 প্রভাবে গঙ্গাও দম্ভপ্রায় হইবে । যট্টকৃত্তিকা
 তথায় স্নান করিতে যাইলে, গঙ্গা তাহাদের
 উপরে সেই রেতঃ নিক্ষেপ করিবে । পরে
 তাহার। সকলে আমার শরণাগত
 হইলে, অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আমি
 যাহা বলিব, তদনুসারে কৃত্তিকাগণ শুভ
 শ্রবণে গিয়া গর্ত মোচন করিবেন ; দেব-

ততস্তে ভবিতা পুত্র একীভূত্বা স্বতেজসঃ ।

বালসুখ্যায়ুতপ্রথ্যো বালেন্দুক্লতাক্তিতঃ ॥৮৩

আগ্নেয়ো বহিজো দেবো গাঙ্গেয়ঃ কৃত্তিকাসুতঃ

স্কন্দো গুহস্তুধা পুত্রো নামভিস্তে ভবিষ্যতি ॥

এবং শস্তোর্বচঃ অস্বা প্রাহ দেবী গিরীন্দ্রজা ।

মম কৃষ্ণসমুৎপন্নঃ যতো নেচ্ছন্তি পুত্রকম্ ।

অতঃ পুত্রবিহীনাস্তে ভবিষ্যন্তি সুরাদয়ঃ ॥ ৮৫

যো হি নন্দী মহাবীৰ্য্যঃ সুরাসুরমহোরগৈঃ ।

সৰ্ব ভূতানাং যোগী যোগবলাধিতঃ ॥৮৬

প্রবিশ্বাস্তঃপুরে বহির্হৃষ্টা মাং বস্তবজ্জিতাম্ ।

যস্মাদুপেক্ষিতস্তস্মাদ্ভয়মুৎপন্নঃ প্রযাতু নঃ ॥ ৮৭

শাপং অস্বাথ শৈলাদিবজ্জেনৈব হতো গিরিঃ ।

স্তপতদ্ যোগিনামগ্ৰেয়া জ্ঞানমুত্তিরয়ো দ্বিজাঃ ॥

পুনশ্চ শস্তোর্বচনাং শৈলাদিমল্লগৃহ্য চ ।

সমালিন্ধ্য মহাদেবং স্থিতা দেবীতি নঃ ক্ষতম্

ইতি ত্রিৰূপপুরাণোপপুরাণে ত্রীসোরে স্ত-
শৌনকসংবাদে পাবকস্তত্যাদিকথনঃ

নামৈকষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বহৌ সন্তর্পিতে স্ত ত্রেতসা ত্রিবিবৌকসঃ ।

সগর্ভাঃ খলু সঙ্ঘাতা দেবদেবেন শত্ৰুনা ॥ ১

সৌখ্যং কথমবাপুস্ত উদরস্থেন ত্রেতসা ।

কিমকুর্ক্বেশ্বদা সর্বে নারায়ণপুরোগমাঃ ॥ ২

গর্ভনিষ্করণঃ তেষামুৎপন্নেন চ কিং কৃতম্ ।

এতৎ সধঃ সমাসেন ক্রাহ নঃ স্ত পৃচ্ছতাম্

স্তত উবাচ ।

বহৌ সন্তর্পিতাস্তেন ত্রেতসা ত্রিবিবৌকসঃ ।

ত্রেতসা চোদরস্থেন সন্তপ্তাস্তে সুরাদয়ঃ ॥ ৪

দশপঞ্চসহস্রাণামভীতেষু দ্বিজোত্তমাঃ

বর্ধাণাঞ্চ তথাষ্টৌ চ গৃঢ়গর্ভা দিবৌকসঃ ॥ ৫

নন্দীর শাপবিমোচন করিয়া মহাদেবকে

আলিঙ্গনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগি-

লেন ১৭-৮২ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

গণও তথায় গর্ভ মোচন করিবেন । পরে

সেই সব ভেজ একত্র হইয়া, অযুত বাল-

সুখ্যেয় স্তায় প্রভাশালী, নবশশিরেখা-

সদৃশ-ক্ললতাযুক্ত একটি পুত্র হইবে । ঐ

পুত্রের নাম আগ্নেয়, বহিজ, গাঙ্গেয়,

কৃত্তিকাসুত, স্কন্দ ও গুহ হইবে । শত্ৰুর

বাক্য শ্রবণ করিয়া, গিরীন্দ্রজা দেবী কহি-

লেন,—দেবগণ যেহেতু মন্দীর গর্ভোৎপন্ন

পুত্র ইচ্ছা করেন না, এই কারণে তাহারা

পুত্রবিহীন হইবে । সুর, অসুর ও উরগ-

গণের দুর্জয়ে যোগী যোগবলাধিত মহাবীৰ্য্য

নন্দী যে বহির অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক

বিবস্থা আমার দর্শন উপেক্ষা করিয়াছিল,

সেই কারণে নন্দী মল্লযাত্ৰ প্রাপ্ত হইবে ।

হে দ্বিজগণ ! যোগীদিগের অগ্রগণ্য জ্ঞান-

মুত্তির নয় নন্দী শাপ শ্রবণ করিয়া, বজ্রাহত

লৈলের স্তায়, নিপতিত হইলেন । পুনর্বার

দেবী মহাদেবের কথায় অল্পগ্রহ করিয়া

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্ত ! বহি

শত্ৰুশত্রে সন্তপ্ত হইলে, দেবদেব শত্ৰুর

শত্রে দেবগণ সগর্ভ হইয়া, উদরস্থ ত্রেতা-

বিদ্যমানে ক্রূপে সুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন

এবং তৎকালে নারায়ণ প্রভূত দেবগণ কি

করিয়াছিলেন, ক্রূপে তাঁহাদের গর্ভ নিষ্কা-

রণ হইল এবং সেই গর্ভজ সন্তান উৎপন্ন

হইয়াই বা কি করিয়াছিল ? হে স্ত !

আমরা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি

সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন ।

স্ত কহিলেন,—সেই বীৰ্য্যে বহি সন্তর্পিত

হইলেন, কিন্তু দেবগণ উদরস্থ সেই

বীৰ্য্যে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন । হে দ্বিজো-

ত্তমগণ ! অষ্টাদিক পঞ্চদশ সহস্র বৎ-

সর কাল দেবগণ গর্ভ গোপন করিয়া

যাপন করিলেন । পরে তাহারা

দুঃখিতাঃ পার্শ্বতীকান্তঃ শঙ্করঃ শরণং যযুঃ ।
 উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্ষে স্বর্ধ্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৬
 দেবা উচুঃ ।
 ভগবন যদিদং দুঃখং গর্ভজং দেহশোষণম্ ।
 যথা নশ্রুতি দেবেশ তত্‌পায় কুরু প্রভো ॥ ৭ ।
 বহির্না পীতমাক্রোণে রেতসা তব শঙ্কর ।
 বয়ং সগর্ভাঃ সঞ্চারিতা গর্ভকালে চ তোরদাঃ ॥ ৮
 উপহাস্তমিদং দেব পুংসাং যদগর্ভসম্ভবঃ ॥ ৯
 সর্ষে বৈ ভৃশমুদ্বিগ্নাস্তব তেজোবশাদ্বিভো ।
 মহ্যমানা মহাদেব নরকে পাপিনো যথা ॥ ১০
 শরণং ভব দেবানাং করালম্বং দদস্ব নঃ ।
 দুঃখোদধৌ প্রহস্তারে প্রণতার্তিবিনাশন ॥ ১১
 এবং ঋত্বা তু বচনং দেবানাং পার্শ্বতীপতিঃ ।
 ঈষদ্বিহস্ত ভগবান্নবাচেন্দং সুরেশ্বরঃ ॥ ১২
 ঈষর উবাচ ।
 ভবন্তিরীদৃশং কাথমিষ্টং বৈ সুরপুঙ্গবাঃ ।
 নেষ্টং দেব্যাদরম্বং হি তস্মাদগর্ভদশাং গতাম্ ।

সকলে, কোটিস্বর্ঘ্যের স্ত্রায় দেদীপ্যমান পার্শ্বতীকান্ত শঙ্করের শরণাগত হইলেন এবং বন্ধাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন,— হে ভগবন প্রভো! আমরাদিগের অত্যন্ত গর্ভজনিত দেহ-শোষণ ক্রেশ হইয়াছে; হে দেবেশ! যাহাতে তাহা নষ্ট হয়, তাহার উপায় করুন। বহিঃ বোধ্য পান করিবামাত্রই হে শঙ্কর! আমরা সকলে সগর্ভ হইয়াছি। হে দেব! পুরুষের গর্ভোৎপত্তি, ইহা অতি উপহাসের কথা। হে বিভো! ভবদীয় তেজে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। হে মহাদেব! নরকস্থ পাপীদিগের স্ত্রায় অত্যন্ত দাহ অনুভব করিতেছি। আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন। হে প্রণত-দুঃখ-বিমোচনকারি! এই সুদুস্তর দুঃখসমূহে আমরাদিগকে হস্তা-লখন প্রদান করুন। ভগবান্ দেবদেব পার্শ্বতীপতি ঈষর দেবগণের এইরূপ বচন শুনিয়া ঈষং হস্তপূরক বললেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের ইহাই অভি-

ইদানীং যৎ প্রকর্তব্যং শূন্যং তৎ সুরোত্তম বহিঃ যুগং পুরস্কৃত্য মেধুং ব্রজত মন্দরাৎ ॥
 শরধানবনে যুগং ব্রুদোৎসঙ্গে প্রস্থত ।
 নিঃসরিষ্যত্যসন্দেহং ততঃ সৌখ্যমাবাপাথ ॥
 ততঃ শস্তোর্বচঃ ঋত্বা নারায়ণপুরোগমাঃ ।
 অচিম'দ্ব্য চ যযুর্মেধুং গিরিবরোত্তমম্ ॥ ১৬
 তত্র চোত্তরাঙ্গভাগে শরধানবনে শুভে ।
 উপবিষ্ট মহাআনো মধ্যে সন্তাপ্য বেধসম্ ॥
 নারায়ণং পুরস্কৃত্য প্রসূতাঃ সন্নিবেতাঃ ।
 গর্ভশল্যাবিনির্মুক্তা জাতান্তে সুখিনো বিজাঃ
 শার্কং তেজসা তেন রঞ্জিতো মেকপর্ষতঃ ।
 ততঃ কাঞ্চনতাং প্রাপ্তাঃ সশৈলবনচাননঃ ॥
 শার্কং তেজো ধৃতং যস্মাদেবৈর্বহিঃপুরোগমৈঃ
 তস্মাজ্জরাদিভির্মুক্তা অমরাণচ সুরোত্তমাঃ ॥
 সিদ্ধান্ত মুনয়শ্চৈব যে কেচিৎ তত্র সংস্থিতাঃ ।
 তৃণশূলগতাস্তেব জলস্থল্লরুহাশ্চ য়ে ।
 সর্ষে কাঞ্চনসন্নাশাঃ সজাতান্তংপ্রভাবতঃ ॥

লাষিত কার্য, দেবার উদরস্থ সন্তান তোমাদের আবশ্যক নাই; এই কারণে এই গর্ভদশা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে সুরোত্তমগণ! এক্ষণে যাহা কর্তব্য শ্রবণ কর। তোমরা বহিঃকে অগ্রে লইয়া, এই মন্দরাচল হইতে মেধু পন্থতে গমন কর; তথায় শরধানবনে গমনপূরক ব্রুদবধৌ প্রসব কর; নিশ্চয়ই গর্ভ নিঃসৃত হইবে, পরে ক্রেশ দূর হইবে। ১—১৫। অনন্তর শঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ নারায়ণকে অগ্রে অথ্রে করিয়া অগির অবেশন করিয়া, তাঁহাকে লইয়া গিরশ্রেষ্ঠ সুমেকপর্ষতে গমন করিলেন। মহাআ দেবগণ তাহার উত্তর-দিগ্ভাগে শরধানবনে উপবেশন করিয়া, বিধাতাকে মধ্যে উপবেশন করাইয়া, নারায়ণকে অগ্রে রাখিয়া, সকলে প্রসব করিলেন। হে বিজগণ! তাঁহারা গর্ভশল্য হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইলেন। শৈব তেজে সেই মেকপর্ষত শৈলবনাদিসহিত রঞ্জিত হইয়া কাঞ্চনময় হইয়া গেল। বহিঃ

পার্শ্ব মেঘোবিনিভিগ্না শস্তোস্তোজাঃ বিনির্গতম্
গঙ্গায়াং নিহিতং যচ্চ তদেতৎ স্বযত্বেজাঃ ॥ ২২ ॥
অথ দেবো মহাদেবস্তেজোরশিকমাপতিঃ ।
গোপয়ামাস হং তেজঃ পিঙ্গলং প্রেক্ষ্য শঙ্করঃ
গোপয়ামানে তু তস্মৈ মেঘো সূর্য্যায়ুত প্রভঃ
বর্ষণাক্ সহস্রেশ কঠিনং স্বন্দনং গতঃ ॥ ২৪ ॥
স্বন্দ ইত্যুচ্যতে হেন তস্য প্রভাত সুবচাঃ ।
হরাজ্জাতো যতন্তেন কুমার ইতি কথ্যতে ॥ ২৫ ॥
স্বন্দঃ কুমারঃ যদুব্রজস্তথা দ্বাদশলোচনঃ ।
ভূজৈর্দ্বাদশভির্শৈব শোভমানোহভবৎ তদা ।
ঈশাদেশাং পুনঃ স্নাত্ত্ব কৃত্তিকাঃ পরমোজ্জনাঃ
তাভিঃ ক্ষীরং যশো দত্তং কাঙ্ক্ষিকৈর ইতি স্মৃতং
গর্ভপঙ্কবলিপ্তাদো গঙ্গায়াং স্নাপিতঃ প্রভুঃ ।
তপ্তচামৌকরাভাঙ্গঃ শরধানবনে তদা ॥ ২৮ ॥

প্রভূতি দেবগণ শঙ্করতেজ ধারণ করিয়া
ছিলেন বলিয়া, জরাদিবিস্কৃত ও অমর
হইলেন । তখন সিদ্ধগণ, মুনিগণ, জলজ ও
স্থলজ ভূগ, লতা ও গুল্ম সকল যাত্রা কিছু
ছিল, তৎসমুদয় যোজ্য প্রভাবে কাকনন্দশ
হইয়া গেল, সেই সমুদয় শম্বুতেজ সূমেক
পক্ষতের পার্শ্বভেদ করিয়া গঙ্গায় নিপাত্ত
হইয়া একত্র হইয়া গেল । অনন্তর তেজো-
রাশি মহাদেব উমাপতি সেই তেজ দর্শন
করিয়া, পিঙ্গলকে দেখাইয়া, সূমেক-পক্ষতে
গোপন করিয়া রাখিলেন । সূমেক-পক্ষতে
গোপিত সেই তেজ সহস্র বৎসরের পর
অযুত সূর্যের স্তায় দেদীপ্যমান ও কঠিন
হইয়া স্বন্দিত হইল, তে সুবচগণ ! তদ
বধি তাঁহাকে সেই কারণে স্বন্দ বলা হয় ।
হর হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কুমার নামে
অভিহিত হন । তখনই সেই স্বন্দ কুমার
ষড়বদন, দ্বাদশ-লোচন, দ্বাদশ-বাহুবিশিষ্ট
হইয়া শোভিত হইতে লাগিলেন । ঈশ্বরের
আদেশে পরম সুন্দরী ঘটকান্তিকা স্নান করি-
বার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া, তাঁহাকে দ্বন্দ্ব
প্রদান করিয়া কাঙ্ক্ষিকের নাম হয় । তখন উত্তম
বর্ণের স্তায় কাঙ্ক্ষিমান গর্ভপঙ্ক স্বারা লিপ্তগাভ্র

নাম্নাঃ সহস্রেশ তদা কুমারো বেষণা ভূতঃ ॥ ২৯ ॥
মুমোচ নাদমুখায় সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ।
পাতালং ভেদয়িত্ব তু তচ্ছৃঙ্গং শতধা কৃতম্ ॥
সিংহাদয়োহপি তদ্রহস্যেন নাদেন স্মৃতিতাং
তদ্রহস্যং ক্রৌড়মানস্ত দৃষ্ট্বা দেবং শিবাক্ষজম্ ।
পিঙ্গলো দেবদেবেশং জ্ঞাপয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩২ ॥
পশু স্তং দেবদেবেশ ক্রৌড়মানং কুমারকম্ ।
সূর্য্যায়ুত প্রতীকাশমানস্মুং স্বভাননম্ ॥ ৩৩ ॥
জ্ঞাপিতঃ পিঙ্গলেনেশো বাক্যং দেবৈষ্য মুদাবহম্
বরো বরেণ্যো বরদো বিশ্বাকার উবাচ হ ॥ ৩৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ ।
গজাব এহি দেবোশ মেঘো যত্র সূতস্তব ।
পশ্চাবস্তং বরারোহে কুমারস্ত স্বভাননম্ ॥ ৩৫ ॥
পুরা যথেষ্টং কনকাবভাসং
পশ্চাদ্রিজে মানসরাজহংসম্ ।
প্রধাবমানং শতসূর্য্যাকল্পং
স্বভাননং কার্ষিকপাণিমগ্রে ॥ ৩৬ ॥

কুমারকে এই শরধানবনে গঙ্গায় স্নান করান
হইল, বিধাতা এই কুমারের সহস্র নামে স্তব
করিলেন । অনন্তর এই কুমার উঠিয়া সর্ব-
প্রাণিভয়াবহ গভীর নিনাদ করিতে লাগি-
লেন, সেই নিনাদে সূমেকর শৃঙ্গ ও
পাতাল শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, তদ্রহস্য
সিংহ প্রভৃতি পশুগণ সেই নিনাদে প্রলীড়িত
হইল । অনন্তর পিঙ্গল, শিবতনয়কে তথায়
ক্রৌড়া করিতে দেখিয়া দেবদেব শঙ্করকে
গিয়া জানাইল,—হে দেবদেবেশ ! অযুত-
সূর্য্যাতুলা ভবদায় স্বভানন পুত্র কেমন ক্রৌড়া
কাটতেছে, অবলোকন করুন । ১৬—৩৩ ।
পিঙ্গল কটুক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া
বরেণ্য বরপ্রদ বিশ্বাকৃত ঈশ্বর দেবীকে
আনন্দপ্রদ বাক্যে বলিলেন,—হে দেবোশ !
সূমেক পক্ষতে যে স্থানে তোমার পুত্র আছে,
আইস তথায় যাই, হে বরারোহে ! স্বভানন
কুমারকে দর্শন করি । হে অদ্বিতিনয়ে !
তোমার পূর্বাভিলষিত শতসূর্য্যসম্বিত,
আমাদিগের মানসহংসপুরুষ এই স্বভানন

সমাগতো স জলনোহথ দৃষ্টা
ত্রিলোকনাথো জগতঃ প্রদীপো ।
উবাচ বহির্বরদঃ কুমারঃ
হরাদ্বিকে ধৌ পিতরোঃ তবৈতো ।
হামাগতো দ্রষ্টুমন্তবীৰ্য্যঃ
অজ্ঞাশ্চয়েতি প্রমথাদিনাথো ॥ ৩৭
গতোহথ বহুবচনং নিশম্য
ততঃ স্মৃত্তাদ্গিরিজান্নগোহভূৎ ।
তং সা পিবন্তঃ মুহুরন্তসংস্থ-
মতৃপ্যমাণং কলহংসনাদিনী ॥ ৩৮
উমাক্ষসংহো মদনারিহুঃ
করেন তস্তাস্তিলকালকৌ তু ।
মমর্দ শস্তোশ্চ ভুজঙ্গহারঃ

জগ্রাহ চল্লং স কপর্দসংস্থম্ ॥ ৩৯

পঞ্চমাং স্থাপিতঃ সোহথযষ্ঠাং যষ্ঠীপ্রয়ো শুভঃ
চতুস্পাদবতীং তাক্রা ত্রৈলোক্যং হৃদয়দ্যতঃ ॥
অবোধয়ৎ তদা বালো জন্তুং স্বাবরং স্তমান ।

পুত্র কার্যুক-হস্তে কেমন দোড়াদোড়ি করি-
তেছে, দর্শন কর। অনন্তর জগতের
প্রদীপস্বরূপ ত্রিলোকনাথ হরপার্বতী তথায়
উপস্থিত হইলে, বাহু তাঁহাদিগকে দর্শন
করিয়া বরদ কুমারকে কহিলেন,—প্রমথ-
নাথ! এই হর ও অদ্বিকা আপনার পিতা
ও মাতা, অনন্তবীৰ্য্য আপনার দর্শনাভিলাষে
আসিয়াছেন; ইহাদিগের নিকট গমনপূর্বক
আশ্রয় লউন। অনন্তর বহির বাক্য শ্রবণ
করিয়া কুমার তাঁহাদের নিকটে গিয়া পার্শ্ব-
ভৌর অঙ্কে উঠিলেন, কলহংসনাদিনী
গৌরীর কোড়ে অবস্থানপূর্বক অপরিতৃপ্ত-
ভাবে তদীয় স্তম্ভপান করিতে লাগিলেন।
মদনারিপুত্র উমার কোড়ে অবস্থিত হইয়া
তাঁহার তিলক অলক স্পর্শ করিতে লাগিলেন
এবং শত্রুর ভুজঙ্গহার ও কপর্দাস্ত চল্ল কর
ছায়া মর্দিত করিতে লাগিলেন! অনন্তর
যষ্ঠীপ্রিয় শুভ, পঞ্চমাতে উপবেশিত হইলেন;
যষ্ঠীদিনে চতুস্পাদগতি (হামাগড়ি) পরিত্যাগ
করিয়া ত্রৈলোক্যহননোন্মত্ত হইলেন। তখন

কচিচ্ছৃঙ্গং গিরেঃ শৌৰ্য্যান্নয়ত্যাশ্চ সমানতাম্
কচিং সিংহান্ সমাকৃষ্য পাতয়ামাস ভূতলে ।
আকুছাভাহনৎ পৃষ্ঠে তানেব ভ্রাময়ন্ পুনঃ ।
কচিন্নাগো গৃহীত্বা তু কৰাভ্যাং সম্মুখাবুভো ।
আক্ষোটয়ৎ তদা স্তোভাতা কুস্তাভ্যাং স চ লীলয়া
সমুৎপত্য সমাদায় খেচরাণামুমানুতঃ ।
চিক্ষেপ সহসা বালো বিমানান্তবনীতলে ॥ ৪৪
পুনরুৎপত্য বেগেন প্রেক্ষ্যমাণঃ ধমগুলে ।
মার্গং কুরোধ সূৰ্য্যোন্মোগ্রহণাক্ষ তর্ধেব সঃ ॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণ ইতশ্চেতশ্চ সৌহৃদ্বিপৎ
পর্যতাংশ বিশেষণ নদ্যাশ্চোন্মার্গতোহনয়ৎ ॥
ত্রাসিতস্ত জগৎ সর্বং দামোদরপদত্রেয়ে ॥ ৪৭
ততস্তে তৃশমুদ্রিয়াঃ শক্রঃ শক্রপ্রতাপনম্ ।
উচুর্হাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভূতা বাক্যমিদং তদা ॥ ৪৮
অয়মকাণ্ডত প্রথ্যা বালো নো হস্তি বৃদ্ধন ।

সেই বালক স্বাবর-জঙ্গম সকল জন্তুকে
বোধিত করিলেন। অসীম শৌর্য্যহেতু কোন
স্থলে পর্যন্ত শৃঙ্গ সমাধি করিয়া কেলিলেন;
কোন স্থলে সিংহ আকর্ষণ করিয়া ভূতলে
পাতিত করিলেন, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ
করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে পৃষ্ঠে আঘাত
বরিতে লাগিলেন; কখনও অবলীলাক্রমে
সম্মুখাগত হস্তধর্মের শুণ্ডদ্বয় ধরিয়া পরস্প-
রের কুস্তে আঘাত করিতেন। ৩৪—৪৩।
উমানন্দ কখনও আকাশে উঠিয়া খেচরিদিগের
বিমান অবনীতলে কেলিয়া দিতেন, আবার
দেখিতে দেখিতে বেগে আকাশে উঠিয়া
সূর্য্য, চল্ল ও গ্রহগণের পথ রোধ করিয়া
দিতেন; সূর্য্যের শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া
ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেন; পর্যন্ত ও
নদী সকল উন্মার্গে লইয়া যাইতেন। এই-
রূপে তিনি বিষ্ণুর ত্রিপাদনিক্ষেপস্থান
ত্রিজগৎকে ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তখন সমুদয় প্রাণী ঐ ভীষণ
ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শক্রপ্রতাপন-
কারী শত্রুর নিকট গিয়া বলিল,—হে বৃদ্ধর!
অযুত অর্কের স্নায় তেজস্বী এই বালক

তবেষ রাজ্যহর্ষা বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪২॥ পতিতং প্রশলায়ন্তঃ কামাসক্তং নিরামুখম্ ॥ ৫৭
 পরাক্রমাদ্বলাচ্ছক তথোৎসাহাচ্ছ তেজসঃ ।
 নুনং শতগুণেনায়মধিকশ্চেহ দৃষ্টতে ॥ ৫০
 যদি স্নদয়সে নাথ তৎ ত্বং সুখমবাপ্যসি ।
 করিষ্যসি বচোহস্মাকং তব রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥
 উপেক্ষা নৈব কর্তব্য শিশুং মহা পুরন্দর ।
 এতদ্বিচার্য যত্নেন ততো বালং নিবুদয় ।
 এবমুক্তস্ততন্তৈঃ ভূতব্রাতৈঃ পুরন্দরঃ ।
 উবাচ বচনং শ্রুত্ব তেবাং ধর্মপরায়ণম্ ॥ ৫৩
 ইন্দ্র উবাচ ।

কথমুক্তমিদং ভূতা বালস্ত হননং প্রতি ।
 ধর্মস্বঃ পাপসজ্বাতং কীর্তিস্বং বৈ চরাচরে ॥৫৪
 শ্রয়তামভিধান্তামি ধর্মশাস্ত্রস্তা নিশ্চিতম্ ।
 ঋষিভিঞ্চ পুরাণাতং পুরাণেষু চরাচরাঃ ॥ ৫৫
 আতুরং ভীকৃমুদ্বিগ্নমক্লেশং শরণাগতম্ ।
 দ্বিয়মপথ্যবা বালমঙ্গং পঙ্গুং তপস্বিনম্ ॥ ৫৬
 বিলপন্তং তথোদ্ভটং বিশ্বন্তং ব্রাহ্মণং তথা ।

নগং দীনং তথা বৃদ্ধং নথরোমসমধিতম্ ।
 মুক্তকেশং তথা মন্তং সুপুংগু ভুবনৌকসঃ ॥ ৫৮
 স্নদয়িযাস্তু যে নুনং মুঢ়ান্তে নরকার্ণবাৎ ।
 অমুখানা ভবিষ্যন্তি গর্ভস্থঃ কুঙ্করো যথা ॥ ৫৯
 তস্মাদবজ্রধ্বং শরণং যত্র শত্রুসুতো গুহঃ ।
 নাহং বালবধং কর্তুংসহে সচরাচরাঃ ॥ ৬০
 এবমুক্তে তু শক্রেণ ভূতান্তে ভূশতঃখিতাঃ ।
 ক্রোবসন্দীপনং বাক্যং পুনরুচ্চরচরাঃ ॥ ৬১
 ভূতা উচুঃ ।

গর্ভে দিতের্থবা শত্রু সংরস্তাং স্নদিতস্তয়া ।
 তদা নীতিগতা কুত্র দারুণে গর্ভপাতনে ॥ ৬২
 অশক্যমিতি মত্বেব নীতিমানসি মানদ ।
 অশক্যকর্ম্মণি বিভো নীতিমান পুরুষো ভবেৎ
 কশ্চ নাম নরঃ শুরো যো বালাং যোধয়েদ্রণে ।
 অপি শত্রুশতৈস্তস্তা বজ্রকোটিনপাতনৈঃ ।
 অপ্যেকমপি রোমাগ্রং পাতিতুং নৈব শক্যতে

আমাদিগকে বধ করিতে বসিয়াছে ।
 নিশ্চয়ই আপনার রাজ্যও হরণ করিবে ।
 হে শত্রু! পরাক্রম, বল, উৎসাহ ও
 তেজে এই বালক আপনারদের অপেক্ষা
 শতগুণ অধিক । হে নাথ! যদি ইহাকে
 বিনষ্ট করিতে পারেন, তবে মঙ্গল ।
 আমাদের কথামত কার্য্য করুন, আপনার
 রক্ষা হইবে । হে পুরন্দর! উৎসাহে শিশু
 ভাবিয়া উপেক্ষা করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক সকল
 বিচার করিয়া এই বালকের বিনাশ করুন ।
 সমুদয় প্রাণী কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া
 পুরন্দর তাহাদের নিকট ধর্ম্মসংমিশ্র এই
 সুস্পষ্ট বাক্য বলিলেন,—হে প্রাণীগণ!
 তোমরা বালকহত্যা করিতে কিরূপে বলিলে?
 এই চরাচরে এই গতি-কার্য্যে ধর্ম্ম ও
 কীর্তি সমুদয় নষ্ট হয়, পাপরাশি বর্দ্ধিত হয় ।
 জবণ কর, ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম বলিতেছি ।
 হে চরাচরগণ! ঋষিরা পূর্বে পুরাণে
 লিখিয়াছেন যে, আতুর, ভীকৃ, উদ্বিগ্ন,
 শরণাগত, ক্রোড়স্থ, ব্রী কিংবা বালক, বৃদ্ধ,

পঙ্গু, তপস্বী, বিলাপকারী, উন্মত্ত, বিশ্বস্ত,
 ব্রাহ্মণ, পতিত, পলায়মান, কামাসক্ত, অস্ত্র-
 হীন, নগ্ন, দীন, নথরোম-সমধিত, মুণ্ডিতকেশ,
 বৃদ্ধ, মন্ত কিংবা সুপু ব্যক্তিকে যে মুঢ়
 হত্যা করে, সে গর্ভস্থিত কুঙ্করের জাঘ,
 নরকার্ণবে পতিত হইয়া আর উঠিতে পারে
 না । অতএব তোমরা শত্রুসুতো গুহের নিকট
 গিয়া তাঁহার শরণাগত হও; হে চরাচরগণ!
 আমি বালক বধ করিতে সাহস করি না ।
 ৪৪—৬০। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, সেই চরাচর-
 গণ অতি হৃৎখিত হইয়া ক্রোধোদ্দীপক বাক্যে
 পুনরবার বলিতে লাগিল,—হে শত্রু! পূর্বে
 আপনি ক্রোধে যখন দ্বিতীয় গর্ভ নষ্ট করিয়া-
 ছিলেন, তখন দারুণ গর্ভ-নিপাতনবিষয়ক
 নীতি কোথায় ছিল? হে মানপ্রদ! এক্ষণে
 অশক্য কর্ম্ম বলিয়া নীতিমান হইতেছেন!
 হে বিভো! অশক্য-কর্ম্মে সকল পুরুষই নীতি
 অবলম্বন করিয়া থাকেন । সেই বালকের
 সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করে, একপ শুর কে
 আছে? শত শত ইন্দ্র আদিয়া কোটি বজ্র-

এবমুক্তস্তৈত্ত্ব ভূত্বাতিঃ পুরন্দরঃ ।

আজ্ঞাধারাভিষিক্তোহগ্নির্ঘৈষব প্রজলন্তথা ॥ ৬৫

উবাচেন্দং বসন্তান স ক্রোধবহি প্রদীপিতঃ ।

বজ্রমুদ্যমা হন্তেন বৃহৎ কুলশযুরঃ ॥ ৬৬

ইন্দ্র উবাচ ।

পুরা ময়া যথা গর্ভে ঘাতিতশ্চ চরাচরাঃ ।

দিতৈঃ কাযং সমাবিশ্ত তবেদানীং নিহন্ততে ॥ ৬৭

অথ গতা হনিষ্যামি পতঙ্গমিব বাহুনা ।

বজ্রং হন্তে সমাদায় আহবে প্রসংহতে কঃ ॥ ৬৮

এবমুক্তা ততঃ শক্রঃ ক্রোধানলসমী রতঃ ।

আজ্ঞাপয়ৎ তদা বিপ্রাঃ সাধ্যান দেবান

দিবাকরান ॥ ৬৯

শরধানং গর্ময্যামি বধার্থং বালকস্তা হি ॥ ৭০

হংসকৃন্দেন্দুবগাভং চতুর্দন্তং মহাগজম্ ।

আনয়ধ্বং মমাগ্রে তু কন্নীন্স মম বলভম্ ॥ ৭১

জলধেরিব গন্তারং দৌর্গহস্তং ঘনস্থনম্ ।

দৈত্যদানবরক্তেন ক্রিন্নদংষ্ট্রং ভয়াবহম্ ॥ ৭২

নিপাত করিয়াও তাহার একটি রোমাগ্রেও

উৎপাটিত করিতে পারেন না । সেই প্রাণি-

সমূহ এইরূপ বলিলে পুরন্দর, দ্বতধারা দ্বারা

অভিযুক্ত হইলে অগ্নি যেরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া

উঠে, তদ্রূপ ক্রোধবাহু দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া

হস্তে বজ্র লইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—

হে চরাচরগণ ! আমি পূর্বে যেরূপ দিতির

দেহে প্রবেশ করিয়া গর্ভপাত কারয়াছি,

একগেও সেইরূপ শিশুহত্যা কার্যে প্ররুত

হইলাম । আমি গিয়া, বাহু ধারণ পতঙ্গকে

দগ্ধ করে, তদ্রূপ বধ করিতেছি । আমি

বজ্র লইয়া যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলে কে

আমার শৌর্য্যবাহী সহিতে পারে ? হে

বিপ্রগণ ! অনন্তর ক্রোধানল-প্রদীপ্ত শক্র

এইরূপ বলিয়া তখন সাধ্যগণ, দেবগণ ও

আদিত্যগণকে আদেশ করিলেন,—আমি

বালক-বধার্থ শরধানে গমন করিব । হংস

কৃন্দ ও চন্দ্রের স্তায় ধবলবর্ণ, জলধির স্তায়

গভীর-নিদাকারী, দৈত্য ও দানবদিগের

রক্তে ক্রিন্নদন্ত, ভীষণ, চতুর্দন্ত মদীয়প্রিয়

তদাদেশাৎ সূরৈরুত্পঃ সর্কায়ুধসমবিতঃ ।

নিবেদিতঃ স শক্রায় তমাকুহ পুরন্দরঃ ॥ ৭৩

বিবেদৈবেশ্চ সাধৈশ্চ বসুভিশ্চ মরুতগণৈঃ ।

আদিত্যরশ্মিনীভাঞ্চ যযৌ স্বন্দবধায় সং ॥ ৭৪

বিহ্মগুণমাস্ত্রায় স্ত্রয়মানশ্চরাচরৈঃ ।

নৃত্যমানাপ্সরোভিশ্চ বাদ্যমাত্মৈশ্চ কিন্নরৈঃ ।

গীযমানশ্চ গন্ধর্ষৈঃ সুগীতৈর্গীতশালিভিঃ ॥ ৭৫

নদাভিশ্চ মৎসিংহৈর্গজ্জন্তিষ্ণ গজোত্তমৈঃ ।

হরিভক্তৈর্যমাত্মৈশ্চ বায়ুবেগৈর্গর্গরথৈঃ ॥ ৭৬

পতাকাভর্জয়ন্তীভিঞ্চ জৈচ্ছত্ৰৈশ্চ চামরৈঃ

এবমাদৈর্যনৈকৈশ্চ নন্দীশ্বর ইবাপরঃ ॥ ৭৭

দোধ্যমানশ্চমরৈশ্চ দিব্যৈ-

জৈর্গীযমানঃ সুরাকরমরীভিঃ ।

পেপীযমানঃ সুরশুন্দর্যভিঃ

কামাতুরাভিনয়নৈরঙ্গশম্ ॥ ৭৮

মহাগজ ঐরাবতকে আমার সম্মুখে আনয়ন

কর ! তাহার আদেশমাত্র দেবগণ সকল

অস্ত-শস্ত্র সহ সেই কন্নীন্স লইয়া সত্ত্ব

শক্রের নিকট আনয়ন করলেন । পুরন্দর

সেই হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিশ্বগণ, দেব-

গণ, সাধ্যগণ, অষ্টবসু, মরুতগণ, আদিত্যগণ

এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সাহিত স্বন্দবধের

নিমিত্ত বাহগত হইলেন । তিনি সুসজ্জিত

হইয়া আকাশমণ্ডলে উঠিলে চরাচরগণ তাহার

স্তব করিতে লাগিল, চতুর্দিকে অপরোয়গণ

নৃত্য করিতে লাগিল, কিন্নরগণ বাজ্য করিতে

লাগিল, সুগায়ক গন্ধর্বগণ মনোহর গান

করিতে প্ররুত হইল । মহাসিংহ সকলের

নিম্নাদে, উত্তম উত্তম গজগণের গর্জনে ও

অশ্বের হ্রোষ্যবে চতুর্দিক্ পূরিত হইল ;

মহারথ সকল মহাবেগে ধাবিত হইল ;

পতাকা, বৈজয়ন্তী ও ধ্বজ সমুদয় উত্তোলিত

হইল ; ছত্র ও চামরসমূহে এবং নানাবিধ

দ্রব্যে গগনগুলা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ।

ইন্দ্র, অপর নন্দীশ্বরের স্তায়, চলিতে লাগি-

লেন । তাহার চতুঃপাশে দিব্য চামর ব্যজন

হইতে লাগিল ; সুরকিন্নরীগণ গীত করিতে

সম্পূজ্যমানো মুনিসিদ্ধসজ্জৈ-
মুদাষিতো বজ্রধরঃ কিরীটী ।
কুমারমুদিশ্চ গতোহথ বেগা-
কবির্হীরৈব মনুজান্ যথৈব ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণোপপুরাণে শ্রীমদৌরে হৃত-
শৌনকসংবাদে পরমেশ্বরসুবেদসংবাদাদি-
কথনং নাম দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিমোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

এবং গম্বা সহস্রাঙ্কো যত্রাস্তে পার্ষতীসুতঃ ।
বালঃ স্বেয়ায়িতপ্রথ্যঃ তমপশুচ্ছটীপতিঃ ।
প্রলয়াগিচ্যোকারং দৃষ্ট্বা নারদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
ইদং কিং ভাতি দেবেষু মেরোঃ শতগুণোজ্জ্বল-
তেজসা ব্যাপ্তভুবনঃ সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ॥ ২ ॥

লাগিল । কানাতুর সুরসুন্দরীগণ সতৃষ্ণ
নয়ন দ্বারা অজস্র তাঁহাকে পান করিতে
লাগিল । পথিমধ্যে মুনীগণ ও সিদ্ধগণ
তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । কিরাট-
ধারী হরি বজ্রহস্তে আনন্দতাঁচিতে কুমারকে
লক্ষ্য করিয়া, হারয় স্নায়, গমন করিতে
লাগিলেন । ৩১—৭৯ ।

দ্বিষষ্টিম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিম অধ্যায়

হৃত কহিলেন,—সহস্রলোচনে শচীপতি
এইরূপে পার্ষতী-পুত্রের সম্মিধানে গমন
করিয়া অযুত স্বেদ্যের স্নায় দেদীপ্যমান ঐ
বালককে দর্শন করিলেন । ইন্দ্র প্রলয়কালে
একত্রিত অগ্নিসমূহের স্নায় ঐ বালকের
আকৃতি অবলোকন করিয়া নারদকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবর্ষে ! সূর্য্য
অপেক্ষা শতগুণ উচ্চ, তেজ দ্বারা ভুবনত্রয়
ব্যাপিয়া অবস্থিত, সকল প্রাণীর ভয়ঙ্কর, এ

এবং শক্রবচঃ স্রষ্টা ভগবান্ পদ্মভূসুতঃ ।
ঐরাবতগজাকৃচ্চ শচীপতিমথাত্রবীৎ ॥ ৩ ॥
নারদ উবাচ ।

যোহসৌ দেব স্তয়া স্তস্তো গর্ভশ্চৈব সহায়রৈঃ
তশ্চৈবৈষ প্রভাবোহয়ং নুনং দেবশতক্রতো ॥
তাস্করণাং ন পুঞ্জোহয়ং নৈব পর্বতসঙ্করঃ ।
বালেনোৎপাদ্যমানেন সহ দেবৈশ্চ রঞ্জিতঃ ॥ ৫ ॥
অধো যোজনসংখ্যাভিঃ সহস্রাণ্যেব ষোড়শ ।
চতুরশীতিক্রমেণো দ্বাত্রিংশদ্বিস্তরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
যাক্ষিণিঃ সকলোহয়ন্ত মেকঃ কাঞ্চনতাং গতঃ ।
ততেজঃ স্কন্দতাং যাতং সহস্রাদৈর্গতিস্তথা ॥
চতুর্থ্যাং সাকৃতিদেব পঞ্চম্যামঙ্গবাস্ততঃ ।
যষ্ঠ্যাং পশ্চ্যাং যথা বৈষ ত্রৈলোক্যং বিজয়িষ্যতি
স্তয়া সহায়ং সপ্তম্যাম্ পালয়িষ্যতি বা পুনঃ ॥ ৮ ॥
হস্ত নুনং ন শক্নোহসি জেতুং বর্ষশতৈরপি ।
কুমারং বরদং দেবং পার্ষত্যানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ৯ ॥
নানাপ্রহরণোপেতং নানাতরুণভূষিতম্ ।

কে শোভাপাইতেছেন ? অনন্তর ভগবান্
পদ্মযোনিভনয় শক্রের কথা শ্রবণ করিয়া
ঐরাবতাকৃচ্চ শচীপতিকে কহিলেন ;—হে
দেব শতক্রতো ! আপনি অমরবৃন্দে
সহিত এই স্থানে যে গর্ভ বিমোচন করিয়া-
ছিলেন, তাহারই এই প্রভাব, ইহা স্বেদ্য-
পুঞ্জও নয় এবং পর্বতসমূহও নহে । এই
তেজের প্রভাবে নিম্নে ষোড়শ সহস্র যোজন
পারিমিত, উর্দ্ধে চতুরশীতি সহস্র যোজন
প্রমাণ ও দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত এই
সমুদয় সূর্য্যমেকপর্বত কাঞ্চনময় হইয়া গিয়াছে ।
সেই তেজ সহস্রাদ অত্যন্ত হইলে স্কন্দতাব
প্রাপ্ত হয়, চতুর্থাতে ইহার আকার হয়,
পঞ্চমীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়, যষ্ঠীতে পাদদ্বয়
দ্বারা ত্রৈলোক্যবিজয়ে উচ্চত এবং সপ্তমীতে
আপনার সহিত ইনি পালন-কাণ্ডে ব্যাপ্ত
হইবেন । ১—৮ । আপনি শতবর্ষেও ইহাকে
পরাজয় করিতে পারেন না । ঐ উমাপুত্র
কুমার পার্ষতীর আনন্দবর্দ্ধক, নানাবিধ
অস্ত্র-সমধিত ও নানা আভরণে বিভূষিত

মাত্তিগণবৃন্দৈশ্চ সেবামানমুমানুতম্ ॥ ১০
 এবং সঞ্জয়মানোহসৌ জস্তাশ্রিতালকং প্রতি ।
 বজ্রং মুমোচ ব্রাহ্মারিঃ স্কুলস্রোদগারি ভীষণম্
 তৃণবনস্তমানোহসৌ বজ্রং তং পার্শ্বভীতুতঃ ।
 শরৈর্গৈকেন বিব্যাধ পপাত চ স মূর্চ্ছিতঃ ॥ ১১
 পুনরগ্ন্যং সমাদায় শরং জলনদ্রিভম্ ।
 ছত্রং ধ্বজং পতাকাশ্চ হরশ্চিচ্ছেদ যগ্মগঃ ॥ ১২
 বিভেদাত্মেন ভীক্ষুেন হস্তং বৈ বজ্রিণো গুহঃ ।
 শরোণাদিত্যুল্যেন কুরুকঃ শম্বুধ্বাহবৈ ॥ ১৪
 পুনর্বাণং সমাদায় তং জঘান শতক্রতুম্ ॥ ১৫
 অপরণে তু ভীক্ষুেন মুকুটন্ত তথা হরেঃ ।
 শরোণ বহিতুল্যেন চিচ্ছেদ চ স লীলয়া ॥ ১৬
 যমক পঞ্চভির্বাণৈর্নিখাতিং দশভিঃ ॥ ১৭
 দশপঞ্চশরৈরাশু বরুণকং বিভেদ সঃ ॥ ১৭
 বিংশত্যা বায়ুদেবক রবিঞ্চ দশপঞ্চতিঃ ।
 ত্রিংশতিঃ সোমরাজানং তাড়য়িত্বা রণে পুনঃ ॥

হইয়াছেন ; মাতৃগণ, প্রমথগণ ইহার সেবা
 করিতেছেন। জস্তাশ্রয়নিবনকারী, বৃদ্ধশত্রু
 এইরূপ কথা কহিতে কহিতে বালকের উপরে
 অগ্নিস্কুলঙ্গ-উল্কারপকারী ভীষণ বজ্র পরি-
 ত্যাগ করিলেন। পার্শ্বভীতনয় সেই
 বজ্রকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এক বাণ দ্বারা
 ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্র মুচ্ছিত হইয়া
 পড়িলেন। পুনর্বার যড়ান অপর শর
 লইয়া ইন্দ্রের ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র ছেদন
 করিলেন। গুহ অপর স্বধাতুল্য ভীক্ষু শর
 দ্বারা বজ্রীর হস্ত ভিন্ন করিলেন। বৃদ্ধস্তলে
 শম্বু যেমন কুরুকে আঘাত করিয়াছিলেন,
 সেইরূপ অপর শর লইয়া শতক্রতুকে আঘাত
 করিলেন এবং বহু শত অপর একটি ভীক্ষু
 শর লইয়া অবলীলাক্রমে হরির মুকুট ছেদ
 করিলেন। পঞ্চবাণ দ্বারা যমকে আহত
 করিলেন, দশটি শর দ্বারা নিখাতিকে, পঞ্চ-
 দশটি বাণ দ্বারা বরুণকে ভেদ করিলেন।
 বিংশতি শর দ্বারা বায়ুকে ও পঞ্চদশ বাণ
 দ্বারা রবিকে আহত করিলেন ; ত্রিংশৎ শর
 দ্বারা সোমকে তাড়িত করিয়া পুনর্বার প্রাণ-

শত্রুং পঞ্চশরৈরাশু শরৈশ্চ প্রাণহারিভিঃ ।
 অস্তানপি সুরান্ স্বন্দ্রস্তিভির্দ্বিপঞ্চতিঃ শরৈঃ ॥
 শুরো নাদং প্রমুঞ্চন বৈ শত্রুং দুদ্রাব শম্বুজঃ ॥
 বস্তুভিঃ তথা দিত্যৈর্ভীক্ষুস্তি মহাবলৈঃ ।
 বৃত্তঃ শম্বুকরৈর্বাণঃ সিংহৈঃ শরভরাড়িবৈ ॥ ২১
 ততস্তানাগতান দৃষ্ট্বা দেবাক্করবল্লভঃ ।
 কেশরীব মুগান ক্ষুদ্রান দুদ্রাব চ দিবৌকসঃ ॥ ২২
 পুনঃ স্বন্দং সহস্রাক্ষা বজ্রেণ তমতাড়য়ৎ ॥ ২৩
 তাড়িতে তু ততস্তস্মাদ্গুপমাস্চাক্রমুর্ভয়ঃ ।
 ত্রয়ো দেবাশ্চ বেদাশ্চ লোকাশ্চাগ্নিদিবাকরাঃ ॥
 ততশ্চন্দং সহস্রাক্ষা বৃহদগুরুবৃহস্পতিঃ ।
 দেবমদ্রী মহাপ্রাজো বৃহস্পতিরথাত্রবীৎ ॥ ২৫
 অলং বুদ্ধেন দেবেশ মহাদেবস্ত সুরান ।
 দ্বিতং তবোপদেক্ষ্যেহহং সহস্রাক্ষ শৃণুয তৎ ॥
 যদাপসি শ্রুৎ ভোক্তুং কুরুষ বচনং মম ॥ ২৭
 অনেন সহ সম্প্রীতিং কুহা রাজ্যমকণ্টকম্ ।

সংহারকারী পঞ্চশত শর দ্বারা শত্রুকে
 আহত করিলেন। শুর শম্বুতনয় স্বন্দ গভীর
 নিনাদ করিতে করিতে দুই পাঁচটি শর দ্বারা
 অস্তান্ত দেবগণকে তাড়িত করিলেন।
 সিংহগণপরিবৃত্ত করিশাবকের স্তায় মহাবল-
 শালী শত্রুহস্ত বসুগণ, আদিত্যগণ ও
 মরুগণকণ্টক বেষ্টিত হইয়া শম্বুরপ্রিয় স্বন্দ,
 কেশরী যেকণ ক্ষুদ্র মুগগণকে তাড়না করে,
 তদ্রূপ দেবগণকে প্রতাড়িত করিলেন।
 পুনর্বার সহস্রাক্ষ বজ্র দ্বারা স্বন্দকে তাড়না
 করিলেন। সেই তাড়নার পরক্ষণেই তিন
 জন দেবতা, বেদ সকল, অগ্নি ও দিবাকরগণ
 মনোহর মূর্তিতে আনন্দ আবির্ভূত হই-
 লেন। অনন্তর মহাপ্রজাদম্পর দেবগুরু
 দেবমদ্রী বৃহস্পতি সহস্রলোচনকে কহিলেন-
 হে দেবেশ ! মহাদেব-পুত্রের সহিত আপনার
 যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। হে সহস্রাক্ষ ! আপ-
 নাকে আমি হিত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ
 করুন। যদি শ্রুতভোগ করিতে ইচ্ছা করেন,
 তাহা হইলে মদীয় বচন অল্পসারে কাণ্য
 করুন। ৯—২৭। ইহার সহিত অচলা স্ত্রীতি

ভূক্ষুঃ স্বঃ নিশ্চয়ং কুড়া দানবাংশ নিষূদয় ॥ ২৮

যন্ত বজ্রাভিঘাতেন নার্তিঃ স্বরাপি জায়তে ।

হস্তব্যঃ স কথং শত্রু শতসংখ্যার্থবাদৃশৈঃ ॥ ২৯

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তন্ত বচঃ শক্রস্তদা সুরগুরোধিজাঃ ।

ভমেব শরণং প্রায়াৎ কুমারং পার্বতীসুতম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

প্রসাদ মে ত্বং শরণাগতস্ত

পাদৌ তবাতঃ শিরসা বহামি

সুরাধিপত্যং ভব শরীক্ষনো

গৃহাণ রাজ্যং মম শত্ৰুকুল ॥ ৩১

এষোৎপলিঃ পঙ্কজচারুনেত্র

কৃতোত্তমাদ্বে জহি মন্যাত্মম্ ।

সতাং হি কোপঃ প্রণভেয়ু নিতাঃ

বিনাশমেত্যাধ্যমণঃ সুসিদ্ধম্ ॥ ৩২

অথেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ভগবান্ যথুখস্তদা ॥

অত্রবীৎ করুণাবিষ্টঃ শত্রুং প্রতি মুনীশ্বরঃ ॥ ৩৩

করোমি কিমহং রাজ্যং ভোগৈশ্চ প্রাকৃতৈরলম্

করিয়া অকণ্টকভাবে চিরকাল রা রাজ্যে

করুন এবং দানবগণ নিধন করুন । বজ্রা-

ঘাতে যাহার একটুও পীড়া হয় না, হে

শত্রু ! ভবাদৃশ শতসংখ্যক লোকও তাহাকে

কিরূপে বধ করিবে ? সূত কহিলেন,—

হে দ্বিজগণ ! তখন শত্রু সুরগুরুর কথা

শ্রবণ করিয়া সেই কুমার পার্বতীপুত্রের শরণ

লইলেন । ইন্দ্র কহিলেন,—হে শত্ৰুসদৃশ

শরীরতনয় ! আমি আপনার শরণাগত ;

আপনার পাদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিতেছি,

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনিই

সুরাধিপ, আমার রাজ্যগ্রহণ করুন । হে

পঙ্কজবৎ চাকরনয়ন ! আমি মস্তকে এই

অঞ্জলি করিয়াছি, আপনি উগ্রকোপ পরি-

ত্যাগ করুন । সাধুদিগের কোপ প্রণত

ব্যক্তির উপরে কখনই থাকে না, ইহা চির

প্রসিদ্ধ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর ইন্দ্রের

বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ যড়ানন তখন

দয়াযুক্ত হইয়া শত্রুকে কহিলেন,—আমি

অপর্যাপ্তং ন মে কিঞ্চিদস্তি পিত্রোঃ প্রসাদতঃ

নিষ্কণ্টকং ত্বমেবেহ রাজ্যং কুরু শচীপতে ।

মম সখান সকলাহুক্রন জহি পুরন্দর ॥ ৩৫

এবং স্বন্দবচঃ শ্রুত্বা পুনরাহ শচীপতিঃ ।

ভগবন্ নাপরঃ কশ্চিদেবাংশং বিদিতো বলী ।

তস্মাৎ কুরু ত্বমেবেহ রাজ্যমৌষধনন্দন ॥ ৩৬

ক বালঃ ক চ সংগ্রামঃ ক নীতিঃ ক পরাক্রমঃ ।

ক জ্ঞানমতুলং দেব ক মতিঃ ক চ সৌম্যতা ।

ক মায়া ক চ দাক্ষিণ্যং ক ক্ষান্তিঃ ক প্রসাদতা

অনং ত্বমেব রাজ্যান্ত গুণৈরেভিক্রীড়িতঃ ॥ ৩৮

স্বরূপৈঃ স্বগুণৈস্ত্বং হি বন্দিভিষ্চারুণৈশ্চতুধা ।

বিদ্যাধরৈশ্চ যশৈশ্চ বিবিধৈর্গুণকোটিভিঃ ।

সুয়মানোহমরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্বাঙ্গপ্রসাং গণৈঃ ॥

অহং সেনাপতির্দেব ভবামি ভবনন্দন ॥ ৪০

তিষ্ঠত্বোপরি কৃৎসন্ত ত্রৈলোক্যং ভূক্ষু যথুগ্ধ ।

রাজ্য কি করিব ? প্রাকৃত-ভোগে আমার

আবশ্যক নাই ; মাতাপিতার প্রসাদে আমার

কিছুই অপর্যাপ্ত নাই । হে শচীপতে !

তুমিই এইস্থলে নিষ্কণ্টকভাবে রাজ্য কর ।

হে পুরন্দর ! আমার সহিত সখ্য করিয়া

সকল শত্রু জয় কর । এইরূপ স্বন্দবাক্য

শ্রবণ করিয়া শচীপতি পুনরায় কহিলেন,—

ভগবন্ ! দেবগণের মধ্যে অপর কেহ

বিখ্যাত বলবান্ নাই ; অতএব হে দেবর-

নন্দন ! আপনি এইস্থলে রাজ্য করুন ।

কোথায় শৈশব ও কোথায় সংগ্রাম ! এইরূপ

নীতি, পরাক্রম, অতুল জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও

সৌম্যতাই বা কোথায় আছে ? এইরূপ

মায়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও প্রসাদও কুড়াপি

দৃষ্টি হয় না । ২৮—৩৭ । এই সমুদয় গুণে

আপনিই এই রাজ্যের উপযুক্ত ভোক্তা ।

বলী, চারণ, বিদ্যাধর, যক্ষ, অমর, সিদ্ধ,

গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ যে গুণকোটি দ্বারা

আপনার স্তব করিয়া থাকে, তাহা আপ-

নার স্বরূপ স্বগুণমাত্র ; উৎকৃষ্ট অত্যাশ্রিত

লেশও নাই । হে দেব ভবনন্দন ! আমি

আপনার সেনাপতি হই, আপনি সকলের

সরঙ্গঃ সর্ষভূতস্থঃ যথা দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
 এবং শক্রবচঃ শ্রদ্ধা পুনঃ প্রাহাষিকাসুতঃ ॥ ৪২
 স্কন্দ উবাচ ।
 অভয়ঃ শক্র মা ভৈষীঃ কুরু রাজ্যমকণ্টকম্ ।
 ইন্দ্রস্থঃ দেবরাজস্থঃ স্তমেব জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩
 দর্পগর্জিবলোদৌর্ণা দানবা যে চ তাংস্তদা ।
 যৈঃ পরাজীয়সেহত্যর্থং স্তদয়েহং ত্বয়া স্মৃতঃ
 বহ্নীলাপৈরলং শক্র গণিতেন পুনঃপুনঃ ।
 নিশ্চয়েন সখাহং তে ভবাম্যসুরসুদন ॥ ৪৫
 অধোবাচ মহাদেবপুত্রঃ সংবীক্ষ্য নিঃস্পৃহম্ ।
 নেষ্টঃ ত্বয়াপি হীন্দ্রস্থঃ ভব সেনাপতির্গুহ ॥ ৪৬
 এবমস্থিতি তং প্রাহ কার্তিকেয়ঃ শট্টাপতিম্ ॥ ৪৭
 ততঃ সর্ষেঃ সুরৈবিপ্রা আদেশাৎ পরমেষ্ঠিনঃ
 অতিষিক্তোহথ বিধিনা সৈনাপত্যে তদা গুহঃ
 যাবদন্তঃ কুমারায় সৈনাপত্যং হরাজ্ঞয়া ।

উপরি বিরাজমান হইয়া জৈলোক্য ভোগ
 করুন ! হে ষড়ানন ! যেমন দেব মহেশ্বর,
 তরুণ আপনিও সর্ষগামী ও সর্ষভূতস্বরূপ !
 ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকা-
 পুত্র পুনর্বার কহিলেন,—হে শক্র ! তোমার
 অভয়, কোন ভয় নাই ; নিষ্কণ্টকভাবে
 স্বাজ্য কর । তুমি ইন্দ্র দেবরাজ, তুমিই
 জগতের প্রভু । বলদর্পে গর্জিত দুজ্জয়
 দানবগণ যখন তোমাকে অত্যন্ত পরাভব
 করিবে, তখন আমায় স্মরণ করিও ;
 তাহাদিগের বধ সাধন করিব । হে শক্র !
 বহু কথায় প্রয়োজন নাই, বারংবার আর
 কি বলিব, হে অনুরসুদন ! আমি নিশ্চয়ই
 তোমায় সখা হইলাম । অনন্তর ইন্দ্র, মহা-
 দেবপুত্রকে রাজ্যনিঃস্পৃহ দেখিয়া বলি-
 লেন,—তোমার যদি ইন্দ্র অতিমত
 না হয়, তবে হে গুহ ! আমার সেনা-
 পতি হও । কার্তিকেয়ও শট্টাপতির নিকট
 “তথাহ” বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । হে
 বিপ্রগণ ! অনন্তর সমুদয় দেবগণ পিতা-
 মহের আদেশ অনুসারে গুহকে যথা-
 বিধানে সেনাপতিত্বে অভিষেক করিলেন ।

হস্তমভ্যাগতস্তুর্গঃ কুমারং তারকস্তদা ॥ ৪৪
 আগতং তং তদা বীক্ষ্য লীলয়া পার্বতীসুতঃ
 দদাহাশু মহাদৈত্যঃ তুলঃ বহুরিবাচবে ॥ ৫০
 দগ্ধা তু তারকং ঘোরং পতঙ্গমিব পাবকঃ ।
 ততঃ প্রীতমনাঃ স্কন্দো মাতুরঙ্কমুপাविशत् ॥ ৫১
 মহাদেবোহপি ভগবান্ বেধাদৌন বিষ্ণুনা সহ ।
 বিসৃজ্য গুণপৈঃ সার্কঃ কণাদন্তহিতোহভবৎ ॥
 ইতি ত্রীত্রফপুরাণোপপুরাণে ত্রীসৌরে সূত-
 শৌনকসংবাদে নারদেন্দ্র-সংবাদাদিকথনঃ
 নাম ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা সূত বিবাহঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
 উৎপত্তিঃ কার্তিকেয়শ্চ তন্তু চৈব পরাক্রমঃ ॥ ১
 সৈনাপত্যং যথা দত্তং শ্রুতং সর্ষমশেষতঃ ।

হরের আজ্ঞানুক্রমে যখন কার্তিকেয়কে
 দেব সেনাপতিত্ব প্রদত্ত হইল, তখনই সহসা
 তারকাসুর কুমারকে হনন করিবার নিমিত্ত
 উপস্থিত হইল । পার্বতীপুত্র সেই ঘৃহা-
 দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া, বহি যেমন তুল-
 রাশিকে ভস্ম করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে
 তাহাকে বিনষ্ট করিলেন । পাবক যেমন
 শলভ দাহ করে, সেইরূপ সেই তারকাসুরকে
 দগ্ধ করিয়া স্কন্দ প্রীতমনে মাতার উৎসঙ্গে
 উপবেশন করিলেন । ভগবান্ মহাদেবও
 বিষ্ণুর সহিত বিধাতা প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া
 প্রমথগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত
 হইলেন । ৫৮—৫৭ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! শিববিবাহ,
 কার্তিকেয়োৎপত্তি, কৃত্তিকেশ্বরপরাক্রম এবং
 যেরূপে কার্তিকেয়ের সেনাপতিত্ব লাভ হয়,

ভক্তিয়োগমখেনানীং বদ সূত মহামতে ।

তৃপ্তিনাধ্যাপাভূদযথাক্ষুধা চৈব পুনঃপুনঃ ॥২

জানাসি ত্বং ভগবতো মাহাত্ম্যং ত্রিপুরাৰ্ষিষঃ ।

উপাসিতো যতঃ সম্যগ্ভগবান্ বাদয়ায়নিঃ ॥৩

তৎপ্রসাদং ত্বয়া লব্ধং জ্ঞানং তৎ পারমেস্বরম্

দুৰ্লভং সঙ্গশাস্ত্রেষু মুনীনাক্ মহাত্মনাম্ ॥ ৪

সূত উবাচ ।

যত্ৰুৎ ব্রহ্মণা পূৰ্ণং নারদায় মহাত্মনে ।

শ্রীতেন মনসা তেন তচ্ছৃৎস্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫

সত্যলোকে সুখাসীনঃ ব্রহ্মণঃ তেজসাং নিধিম্

ঋষিভিম্ নিভিঃ সিদ্ধৈর্বেদৈঃ সাক্ষৈরুপাসিতম্

সঙ্গীযমানঃ গন্ধৰ্বৈঃ স্তুষ্যমানঃ মরুদগণৈঃ ।

দৃষ্ট্বা প্রণম্য বিধিবন্নারদস্তমথারবীৎ ॥ ৭

নারদ উবাচ

দেবদেব জগন্নাথ চতুৰ্থং সুরোত্তম ।

ভক্তিয়োগস্ত মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত শলিনঃ ॥৮

তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি । হে মহা-

মতি সূত ! এক্ষণে ভক্তিয়োগ কীর্তন করুন ।

পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও অতাপি শ্যামরা

তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই এবং আপনিও

শিবমাহাত্ম্য বিশেষরূপে জানেন । বেননা,

ভগবান্ বেদব্যাসকে আপনি সম্পূর্ণরূপে

উপাসনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে সৰ্বশাস্ত্রে

দুস্ত্রীপা, মহাত্মা মুনীগণের দুৰ্লভ শৈবজ্ঞান

আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন । সূত বলিলেন,—

হে দ্বিজোত্তমগণ ! পূৰ্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা

নারদকে শ্রীতমনে যে উপদেশ দিয়াছিলেন,

তাহা শ্রবণ করুন । সত্যলোকে তেজো-

নিধি ব্রহ্মা সুখে বসিয়া আছেন, ঋষি-

গণ, মুনীগণ, সিদ্ধগণ এবং সাক্ষ বেদ-

চতুষ্টিয় তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, গন্ধ-

ৰ্বৈরা তাঁহার বিষয়ে সঙ্গীত করিতেছে,

দেবগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন—অব-

লোকন করিয়া নারদ যথাবিধি প্রণামপূৰ্ব্বক

তাঁহাকে বলিলেন,—দেব-দেব সুরজ্যেষ্ঠ !

জগন্নাথ চতুরানন ! দেবদেব শূলপাণির

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রণম্য শঙ্করঃ শাস্ত্রমপ্রমেয়মনাময়ম্ ।

পরঃ জ্যোতিরনাদ্যন্তঃ নির্গুণঃ তমসঃ পরম্ ॥

ভক্তিয়োগং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ সূত্রত ।

ভক্তিয়োগস্ত মাহাত্ম্যং যথা শব্দোৰ্ভিন্না জ্ঞাতম্

ভক্তিৰ্ভগবতঃ শব্দোৰ্হর্লতা থলু দেহিনাম্ ।

কথঞ্চিদযদি সা লব্ধা তেষাং নৈবাস্তি হর্লতম্ ॥

ভক্ত্যেব প্রাপ্যতে রাজ্যমিন্দ্রিয়ং মৎপদঞ্চ যৎ

বিষ্ণুহম'প মুক্তিকঞ্চ নুনং প্রাপ্যোতি নারদ ॥

শুভানামশুভানাক্ কৰ্ম্মণাং রাশিসংক্ৰমম্ ।

করোতি ভাস্মসাত্ত্বিক্ৰিভবন্ত্যগ্নিৰ্ব্যধেন্ধনম্ ॥ ১৩

শ্রেচ্ছোকপি বা যদি ভবেত্তবভক্তিসম'বৃতঃ ।

ন তৎসমচ্চতুর্ষেদৌ নগ্নিষ্টৌমাণিযজ্ঞজ্ঞৎ ॥ ১৪

অপি পাপানি ঘোরানি সদা কুৰ্ম'ন নরো যদি ।

লিপ্যতে নৈব পাপৈশ্চ ভক্তো ভবতি চেচ্ছিবে

শিবভক্তা মহাত্মানো মুচ্যন্তে তে ন সংশয়ঃ ।

অপি হৃদ্রতকৰ্ম্মাণঃ প্রসাদাক্কুলিনো মুনৈঃ ॥ ১৬

ভক্তিয়োগ মাহাত্ম্য বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন—

হে সূত্রত নারদ ! অপ্রমেয় অনাময়

অনাদ অনন্ত তমোভীত নির্গুণ পরম-

জ্যোতিঃস্বরূপ শাস্ত্র শঙ্করকে প্রণাম করিয়া

তাঁহার ভক্তিয়োগ বলি, শ্রবণ কর । এই

ভক্তিয়োগের বিষয় শিবের নিকট যেরূপ

শুনিয়াছি, সেইরূপই বলিব । ভগবান্

শিবের প্রতি ভক্তি প্রাণিগণের দুৰ্লভ ;

কোন প্রকারে কিন্তু যদি সেই ভক্তি লাভ

হয় ত তাঁহার দুৰ্লভ আর কিছু থাকে না ।

হে নারদ ! ব্রাহ্ম, ইন্দ্র, আমার পদ,

বিষ্ণুপদ এবং মুক্তি সকলই ত ভক্তিবলেই

পাওয়া যায় । অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশ দহ

করেন, তদ্রূপ শিবভক্তি শুভ-অশুভ

কৰ্ম্মসমূহকে ভাস্মীভূত করিয়া থাকে । শ্রেচ্ছও

যদি শিবভক্ত হয়, তাহা হইলে, চতুর্ষেদৌ

অগ্নিহোতাদিকৰ্ত্তা ব্রাহ্মণও তাহার সমান

হইতে পারেন না । মানুষ যদি ঘোরতর বহু

পাপ করে, তবু সে পাপে লিপ্ত হয় না—যদি

সে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া থাকে । ১—১৫ ।

সকল পূজয়তে যন্ত ভগবন্তুমুপাসিতম্ ।
 অপাৰ্থমেবাদধিকং ফলং ভবতি নারদ ॥ ১৭
 জীবিতং চকলং জ্যাস্থা পদ্মপত্র ইবোদকম্ ।
 মৃততর্হরস্তান করকাস্ততঃ কুর্থাচ্ছিবো মতিম্ ।
 শিবো মতিং প্রকুরাঁণঃ সংসারাদতিভীষণাৎ ।
 বুঢ়াতে মুনিশাঙ্গীল মতিঃ সর্বেহতিদূর্লভা ॥ ১৯
 ভবব্যালমুখস্থানং ভীষণাং দেহিনাং মুনে ।
 তস্মাচ্ছিমোচকস্তেবাং মহাদেব ইতি ঋতিঃ ॥ ১৯
 ভক্তিঃ শিবো যদি ভবেন্ন কস্মাৎ কস্তাচ্ছিবম্ ।
 ভবাব্ধং তরত্যেব প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২১
 স্বর্গার্থিনাং মুমুক্শাং ব্রহ্মহমপি কাক্ষিকাম্ ।
 ভক্তিরেব বিরূপাক্ষো নান্তঃ পদ্ম ইতি ঋতিঃ
 আদিমধ্যান্তরহিতে পিনাকিনি জগৎপতো ।
 সন্না মনোমিতিঃ কাব্য্য ভক্তিরেব হি নারদ ॥ ২৩
 সর্বমন্তং পরিত্যজ্য ভক্তো ভব হরে মুনে ।
 মুক্তো ভবিষ্যসি কিপ্রং তন্ত শস্তোরহুগ্রহাৎ

হে মুনে! দ্রুততর্কতা হইলেও শিবভক্ত
 মহাত্মাগণ শিবপ্রসাদে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ
 করেন। হে নারদ! যে ব্যক্তি একবারমাত্র
 ভগবান্ উপাসিতকে পূজা করে, তাহারও
 অর্ধমন্ত যন্ত্রের অধিক ফল লাভ হয়। পদ্ম-
 পত্র জলের স্তায় জীবনকে চকল এবং
 মৃত্যুর পর দ্রুত নরক মনে করিয়া শিবের
 প্রতি মতি করবে। হে মুনিবর! শিবের
 প্রতি মতি হইলে অতি ভীষণ সংসার হইতে
 মুক্তিলাভ করা যায়। হে মুনে! সংসার-
 সর্পের মুখকূহরে অবস্থিত ভীষণ প্রাণিগণের
 সংসারসর্প হইতে মোচন করিবার কর্তা মহা-
 দেব, ইহা ঋতিসম্মত। শিবভক্তি হইলে
 কাহারও কোথাও ভয় থাকে না; শিবপ্রসাদে
 সে সংসার-সাগর হইতে পার হইতে পারেই।
 স্বর্গাভিলাষী, মুমুক্শ বা ব্রহ্মপদাভিলাষী ব্যক্তি-
 গণের শিবভক্তিই পথ, অন্ত আর পথ নাই,
 ইহা বেদবাক্য। হে নারদ! মনোবগণ, আদি
 মধ্য এবং অন্তবর্জিত জগৎপতি পিনাকীর
 প্রতি সতত ভক্তি করিবেন। হে মুনে।
 আর সমস্ত পরিত্যগ করিয়া শিবভক্ত হও,

যন্ত প্রসাদলেশেন ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবানহম্ ।
 বিষ্ণুহমপি বিষ্ণু স শিবঃ কৈবল্যে সেবাতে ॥ ২০
 শিবো দানং শিবো হোমঃ শিবো জ্ঞানং শিবো
 জপঃ ।
 অক্ষয়ানি ফলান্তেষামিত্যাং ভগবাহ্বিঃ ॥ ২৬
 কুরুক্ষেত্রে নিবসতাং যৎ ফলং নৈমিষে তথা ।
 প্রয়াগে চ প্রভাসে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ২৭
 রুদ্রকোট্যাং গয়ায়াঞ্চ শালগ্রামমেষম্বরেণ ।
 পুন্ড্রের ভারভূতেশে গোবর্ধনং মণ্ডলেখরে ।
 তং ফলং দিবসেনৈব ভক্ত্যা ভগার্চনান্তবেৎ ॥
 নাস্তি লিঙ্গার্চনাং পুণ্যমধিকং ভুবনজয়ে ।
 লিঙ্গৈর্চর্চিতৈঃ খলং বিশ্বমর্চিতং স্ত্রায় সংশয়ঃ
 মায়া মোহিতাত্মানো ন জানন্তি মহেশ্বরম্ ।
 অহুগ্রহান্তগবতো জানন্ত্যেব হি নারদ ॥ ৩০
 যঃ পূজিতং শিবং দৃষ্ট্বা প্রণমেত্তক্তিভাবতঃ ।
 পুণ্ডরীকস্ত যন্তস্ত ফলং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩১

শিবাহুগ্রহে নীত্র মুক্ত হইবে। ষাঁহার লেশ-
 মাত্র প্রসাদে আমি ব্রহ্মপদ পাইয়াছি, বিষ্ণু
 বিষ্ণুপদ পাইয়াছেন, সেই শিব কাহার না
 সেবা? শিবোদ্দেশে দান ও হোম, শিবজ্ঞাপন
 এবং শিবজপ অক্ষয় ফলজনক, ইহা ভগবান
 শিবের উক্তি। কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য,
 প্রয়াগ, প্রভাস, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, রুদ্রকোটী,
 গয়া, শালগ্রাম, অমরকণ্টক, পুন্ড্র, ভার-
 ভূতেশ, গোবর্ধন এবং মণ্ডলেখরে বাস
 করিলে যে ফল হয়, একদিন ভক্তিপূর্বক
 শিবপূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। শিবলিঙ্গ পূজা হইতে অধিক
 পুণ্য জিভুবনে আর কিছুতে নাই, শিবলিঙ্গ
 পূজা করিলে নিশ্চয়ই নিখিল জগৎ পূজা
 করা হয়। মায়ামোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ
 মহেশ্বরকে জানিতে পারে না; হে নারদ!
 শিবের অহুগ্রহেই তাঁহাকে জানিতে পারা
 যায়। যে ব্যক্তি পূজিত শিব দর্শন
 করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করে,
 নিশ্চয়ই তাহার পুণ্ডরীক-যন্তফল লাভ
 হয়। ১৬—৩১। ষাঁহার শাস্তিভ,

যে পুনঃ শাস্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
মর্ত্যাস্ত বদনং তেহপি নৈব পশুন্তি নারদ ॥ ৩২
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যাস্তায়তনানি চ ।
শিবলিঙ্গে বসন্তোব তানি সর্বাণি নারদ ॥ ৩৩
তস্মাদ্ভিক্ষং সদা পূজাং ভক্তিভাবেন নিত্যশঃ
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বস্বাদধিকশ্চ সঃ ॥ ৩৪
যন্ত লিপ্সার্কনং ত্যক্তা দেবানস্তাংশ্চ পূজয়েৎ ।
রত্নং বিহার্য মুঢ়াস্তা যথা কাচমপেক্ষতে ॥ ৩৫
চতুর্দশাখাষ্টম্যাং পৌর্ণমাস্তাং তথৈব চ ।
অমাবস্ত্যাং ত্রয়োদশ্যাং পূজয়েদনুশেখরম্ ॥ ৩৬
স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
শিবলোকমবাপ্রাপ্তি দোহান্তে হর্লভঃ যুনে ॥ ৩৭
শিবার্চনরতো নিত্যঃ মহাপাতকসত্ত্ববৈঃ ।
দোষৈঃ কুটৈর্ন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৩৮
দর্শনাস্ছিবভক্তানাং সত্ত্বংসভাষণাদপি ।
অতিরিক্ত যজ্ঞস্ত ফলং ভবতি নারদ ॥ ৩৯
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাস্ত্যাজজাতিজঃ
শিবভক্তঃ সদা পূজাঃ সর্বাবস্থাং গতৌহপি বা

জিতেন্দ্রিয়, শিবভক্ত, তাহাদিগকে আর
মাহুষের মুখ দেখিতে হয় না। হে নারদ!
পৃথিবীতে যত তীর্থ এবং পবিত্র স্থান
আছে, তৎসমস্তই শিবলিঙ্গে অবস্থিত।
অতএব ভক্তিভাবে, নিত্য নিত্য শিবলিঙ্গ-
পূজা করিলে সর্বতীর্থ-স্নানফল এবং সর্বা-
পেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তি হয়। রত্ন পরিভ্যাগ
করিয়া কাচ অবেষণের স্তায় শিবলিঙ্গপূজা
পরিভ্যাগ করিয়া দেবভাস্করের পূজন যে
করে, সে মুঢ়। চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণমা,
অমাবস্তা এবং ত্রয়োদশীতে শিবপূজা করিলে
সর্বতীর্থ-স্নানফল, সর্বযজ্ঞাহুতী-ফলপ্রাপ্তি
ও দেহান্তে হর্লভ শিবলোকপ্রাপ্তি তাহার
ঘটে। পদ্মপত্র যেমন জনলিপ্ত হয় না,
সেইরূপ শিবপূজানিরত ব্যক্তি মহাপাতক-
সত্ত্ব দোষে লিপ্ত হন না। হে নারদ!
শিবভক্তের দর্শন এবং একবার মাত্র
সভাষণও অতিরিক্ত-যজ্ঞের ফল লাভ
হয়। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অস্ত্যজ

নাস্তাচারং পরীক্ষিত ন কুলং ন ব্রতং তথা ।
ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিততালেন পূজ্য এব হি নারদ ॥ ৪১
কর্মণা মনসা বাচা যন্ত ভক্তান্ বিনিব্ধতি ।
নিরয়ারিক্তভির্শাস্তি তন্ত মুঢ়াস্তনো যুনে ॥ ৪২
শিবভক্তান্ বর্জয়িত্বা সর্বেষাং শাসকো যমঃ ।
যঃ পুনঃ শিবভক্তানাং শিব এব ন চাপরঃ ॥ ৪৩
ন শিবপ্রিয়ণো মোক্ষী ন দত্তো ন চ কুণ্ডলে ।
নৈব কাষায়বাসাসি ভক্তিরেবার্য কারণম্ ॥ ৪৪
যদি ভক্তাঃ পশুপতো পাপকর্ম্মমু য়ে রতাঃ ।
যমস্ত বদনং তেহপি নৈব পশুন্তি নারদঃ ॥ ৪৫
যে পুনঃ শাস্তমনসঃ শিবভক্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
মর্ত্যার্থস্য সমাসাদ্য বিজেয়াস্তে গণেশ্বরঃ ॥ ৪৬
মৃতস্ত জীবতো বাপি শিবভক্তস্ত নারদ,
যমভয়ং ন তস্তান্তি রাজৈশ্চ তু ক। কথা ।
আশ্চর্য্য কথয়িষ্যামি শৃণু নারদ যৎ পুরা ॥ ৪৭
উজ্জয়িত্বা নৃপো হাসৌর্য্য সত্যধরো যুনে ।

জাতি, যেই হটুক, শিবভক্ত হয় ত সকল
অবস্থাতেই সে ব্যক্তি পূজ্য হয়। হে নারদ!
তাহার আচার, কুল, ব্রত কিছুই পরীক্ষণীয়
নহে; ললাট ত্রিপুণ্ড্র-অঙ্কিত হইলেই পূজ্য
করিবে। যে ব্যক্তি বাক্য, মন ও কর্ম্ম
দ্বারা শিবভক্তগণকে নিন্দা করে, সেই
মুঢ় ব্যক্তির নরক হইতে নিষ্কৃতি নাই। যব,
শিবভক্ত ব্যতীত আর সকলের শাসন-
কর্ত্তা; শিবভক্তগণের শাসনকর্ত্তা, শিবই;
আর কেহ নহেন। শিবভক্ত ব্যক্তির মোক্ষী,
দণ্ড, কুণ্ডল, কষায়বস্ত্র কিছুই প্রয়োজনীয়
নহে; ভক্তিই মাত্র ইহাতে কারণ। হে
নারদ! পাপকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরও যদি
শিবভক্ত হয় ত তাহাদিগকেও যমের মুখ
দেখিতে হয় না। যাহারা শাস্তিভিত্তি জিতেন-
্দ্রিয় শিবভক্ত, তাহাদিগকে মহাম্যাক্ষী গণা-
ধাক বলিয়া জানিবে। ৩০—৪৫। হে নারদ!
শিবভক্ত, মৃত্যুর পর বা জীবিতাবস্থাতে যম
হইতেও ভীত নহেন, রাজভয় ত সাধারণ।
হে নারদ যুনে! একটী আশ্চর্য্য উপাখ্যান
বলিতেছি শ্রবণ কর;—উজ্জয়িনীতে

ধর্মীরা সত্যসকল: প্রজাপালনতৎপর: ।
 ক্রুকা সমস্তাধবনিঃ কালেনাথ দিবঃ গতঃ ॥ ৪৭
 বনুশ্চত ইতি ধাতঃ পুস্তস্তম্ মহাস্বঃ ।
 মহাকালার্চনরতস্তরিত্তৎপরায়ণঃ ॥ ৪৮
 ন ধর্মেন প্রজাঃ শান্ত রাজধর্মবহিষ্কৃতঃ ।
 অসাধুন্ সম্প্রিত্যজ্য সাধুন্ বৈ হস্তাসৌ নৃপঃ
 প্রজানাং কৃষ্ণং নান্তি সর্বত্র পরিপস্থিনঃ ।
 যজ্ঞাং যজনাং দৃষ্টী স্নেহা বিধবঃসয়ন্ত তন্ ।
 গতে বর্ষসহস্রে তু রাজ্যে তস্মিন বনুশ্চতে ।
 বৃত্তাকালোহথ সম্প্রাপ্তো দেহিনধর্মতিভীষণঃ ।
 পাণিষ্ঠ ইতি তং মহা সম্প্রাপ্তা যমকিকরাঃ ।
 শিবশক্ত ইতি প্রাপ্তাস্নিনেত্রাঃ শূলধারিণঃ ॥ ৫২
 শিবদূতে: সমানীতঃ বিমানঃ সার্বকামিকম্ ॥

সত্যধর্ম নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি ধর্মীরা, সত্যসকল এবং প্রজাপালনরত ছিলেন। তিনি সমস্ত পৃথিবী পালন করিয়া কালক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন। সেই মহাত্মার পুত্রের নাম বনুশ্চত। রাজা বনুশ্চত * মহাকালপূজারত, মহাকালনিষ্ঠ এবং মহাকাল পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মত: প্রজা পালন করিতেন না, রাজধর্মবহিষ্কৃতই ছিলেন। সেই রাজা অসাধুদিগকে ভ্যাগ করিয়া সাধুগণকে হিংসা করিতেন। প্রজা-দিগের মঙ্গল ছিল না, সকল বিষয়েই তাহার শত্রুসঙ্কুল ছিল। যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞ ধর্ষন করিয়া স্নেহের তাহা বিধস্ত করিত। রাজ্যের এই অবস্থায় সহস্র বৎসর গত হইলে, শরীরিগণের রাজা বনুশ্চতের উপস্থিত অতি-ভীষণ যুত্বাকাল হইল। পাণিষ্ঠ-বিবেচনায় যমকিকরেরা এবং শিবশক্ত-বিবেচনায় শূলপাণি ত্রিনেত্র শিবদূতেরা তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবদূতগণ সার্বকামপ্রদ বিমান আনয়ন

যমদূতান্তিকুরাঃ পাশদণ্ডাসিপাণয়ঃ ।
 আধর্কুযুদ্যতাঃ সর্কে নৃপঃ তং যমকিকরাঃ ॥ ৪৯
 গণেশরাস্ততঃ ক্রুকা দৃষ্টা তান যমকিকরান্ ।
 ত্রিশূলৈর্মুদ্যগৈশ্চৈকগদাভর্মুসলৈস্তথা ॥ ৫০
 তাড়য়তা ভৃগু: দূতান্ যমশাসনশালকান্ ।
 নীতঃ শিবপুত্রং দিব্যং পুনরাবৃত্তির্ভূতম্ ॥ ৫১
 অথ তে কিকরাঃ সর্কে যম-গণৈর্মুদ্রবন্ ॥ ৫২

কিকরা উচু: ।

শূণ্ ধর্ম যথা বৃত্তমৌষয়ন্ত গণেশরৈঃ ।
 সাক্ষানস্মাস্তাভ্যাতা নীতঃ পাপো বনুশ্চতঃ ॥
 ন যজ্ঞৈর্ধজতে দেবান্ ন বিপ্রান্ নাতিধীনাং ।
 ন ধর্মেন প্রজাঃ পাতি কথং শিবপুত্রং গতঃ ॥
 তব ধর্ম বিজানসি ধর্মদণ্ডধরো ভবান্ ।
 তস্মাদ্ ব্রবীহি ভগবন্ত্বাস্ত্রাকারিণো বয়ম্ ॥
 এবং তেবাং বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাটু স্তূধ্যনন্দনঃ ।
 বচঃ প্রোবাচ গম্ভীরঃ কিকরান্ প্রতি নারদ ॥

করিয়াছিলেন। পাশ-দণ্ড-খড়গধারী অতি-ক্রুর যমদূতগণ সকলে সেই রাজাকে গ্রহণ করিবার জন্য উচ্চত হইল। তখন গণাধিপতিগণ, যমদূতগণদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল, মুদাগ, চক্র, গদা এবং মুসল দ্বারা সেই যমাজ্যকারী দূতদিগকে অতীব পীড়িত করিলেন এবং সেই রাজাকে পুনরা-গমনবর্জিত দিব্য শিবপুরে লইয়া গেলেন। ৪৬—৫৬। অনন্তর কিকরেরা সকলে যথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—হে ধর্ম! যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, শিবগণাধ্যক্ষেরা আমাদিগকে প্রহার করিয়া পাণিষ্ঠ বনুশ্চত রাজাকে লইয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি যজ্ঞ করে নাই, ব্রাহ্মণ বা অতিধিগণের পূজা করে নাই, ধর্মত: প্রজাপালনও করে নাই, তবে সে শিবপুরে গমন করিল কিরূপে? হে ধর্ম! আপনি ধর্মদণ্ডধারী, এ বিষয়ের তব আপনি অবগত আছেন। অতএব তাহা বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞাকারী। হে নারদ! স্তূধ্যনন্দন ধর্মরাজ, কিকর-গণের এই কথা শুনিয়া গম্ভীরবরে

* ৬কাশীর বিবেচকের দ্বারা উক্তরূপে
 অধীশ্বর মহাকাল নামে প্রাত শিবসিদ্ধ।

যম উবাচ ।

দেবানুহমমুখ্যাণাং সর্কেষাং প্রাণিনামপি ।
শাস্তাহং নাত্র সন্দেহঃ শিবভক্তনুতে কিল ॥৬
মগাশ্চাং শিবভক্তানাং কো বা বিন্দতি তত্ত্বতঃ
তেষাং নিয়ন্তা ভগবান্ মহাদেবো ন চাপরঃ ॥
শিবভক্তা মহাত্মানঃ সদা সর্কার্চনে রতাঃ ।
অপ্যাশ্রমাচারহীনাঃ স্ত্যজ্ঞাঃ তান্ প্রযত্নতঃ ॥
বর্ণাশ্রমাণামাচার্য্য অপি তেন বিবর্জিতাঃ ।
শঙ্করে যদি ভক্তঃ স্তাদ্ শাস্তঃ পূজ্য এব হি ॥
ভবন্তিঃ পরিহর্ষব্যঃ শিবভক্তাঃ প্রযত্নতঃ ।
পাপকর্ম্মখপি রতাস্তেষামেনো ন বিদ্যতে ॥৬৬
বিভেমি শিবভক্তভ্যঃ সিংহাদিব যথা মৃগাঃ ।
বেতস্তাহরণে পূর্ম্মমং দেবেন ঘাতিতঃ ॥৬৭
ততঃ প্রভৃত্যহং শাস্তা তত্তক্তানাং ন কিঙ্করাঃ
যোহসৌ বশুজ্ঞতো রাজা ন প্রজাঃ পালয়ন
যদি ।

তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি দেবতা,
অনুহ, মানব এবং সকল প্রাণিরই শাসন-
কর্ত্তা, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমি শিব-
ভক্তের শাসনকর্ত্তা নহি। শিবভক্তগণের
মাহাত্ম্য তবন্তঃ জানিতে কে পারে? ভগ-
বান্ মহাদেবই তাঁহাদের নিয়ন্তা, অপর
কেহ নহেন। সদা শিবপূজারত শিবভক্ত
মহাত্মারা আশ্রমাচারহীন হইলেও তোমরা
তাঁহাদিগকে যত্নপূরক পরিত্যাগ করিবে।
শিবভক্ত যদি বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগও
করেন, তবু তিনি শাসনযোগ্য নহেন;
প্রভূত পূজনীয়। শিবভক্তগণ পাপকর্ম্ম-
রত হইলেও তাঁহাদিগকে তোমরা পরিত্যাগ
করিবে; কেননা তাঁহাদের পাপ নাই।
সিংহের নিকট মৃগেরা যেমন ভীত হয়,
আমি শিবভক্তগণের নিকট সেইরূপ ভীত
হই। পূর্বে (শিবভক্ত) বেত নাবক
মুনিকে গ্রহণ করিতে গিয়া শিবকর্ত্তৃক নিহত
হইয়াছিল। হে কিঙ্করগণ! তদবধি
আমি আর শিবভক্তগণের শাসন করিতে
অগ্রসর হই না। সেই রাজা বশুজ্ঞত যদিও

তথাপি শঙ্করে ভক্তো মনোবাক্যায়কর্ম্মভিঃ ।
প্রসাদাৎ তন্ত্ৰ দেবন্ত পাপং স্পৃশতি তং কথং
সক্লং পশ্চতি যো দেবঃ মহাকালঃ ত্রিলোচনঃ
সক্সপাপবিনিপুজো যাতি শৈবঃ পরং পদম্ ॥
যঃ সদাচ্চরতে দেবঃ মহাকালঃ তমীশ্বরম্ ।
গণেশ্বরঃ স মন্তব্যো ভবান্ত্যরিত কিঙ্করাঃ ॥৭২
এবং যমন্ত বচনং জ্ঞাত্বা তে যমাবধরঃ ।
তুষ্ণীমাসক্ত তে সর্কে বহুবুবিগতজরাঃ ॥৭৩
তস্মাৎ পূজ্যো মহাদেবন্তক্তকৃৎ বিশেষতঃ ।
ভক্তানাং পূজনাচ্ছতুঃ প্রীতো ভবতি নারদ ॥
শিবন্ত নিত্যতৃপ্তস্ত কিং নাম ক্রিয়তে জনৈঃ
যৎ কৃতং শিবভক্তানাং তেন প্রীতো ভবোচ্ছিতঃ
দেবান্ সর্কান্ পরিত্যজ্য ভজ নারদ শঙ্করম্ ॥

ইতি ব্রীহদ্রপুরাণোপপুরাণে জীসৌরে
হৃতশৌনকসংবাদে ব্রহ্ম-নারদ-
সংবাদাদিকথনং নাম চতুঃ-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

প্রজাপালন করেন নাই, তথাপি বাক্য
মন, দেহ এবং কর্ম্ম দ্বারা শিবকে ভজনা
করিয়াছেন। সেই দেবের প্রসাদে তাঁহার
পাপস্পর্শ হয় নাই। যে ব্যক্তি একবারমাত্র
দেবদেব ত্রিলোচন মহাকালকে দর্শন করে,
সে সর্কপাপমুক্ত হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত
হয়। হে কিঙ্করগণ! যে ব্যক্তি সতত সেই
মহাকালের পূজক, তাঁহাকে তোমরা গণাধ্যক্ষ
বলিয়া মানিবে। যমকিঙ্করগণ, যমের এই
প্রকার কথা শুনিয়া তুষ্ণীভাবে থাকিল এবং
নিকৃৎ হইল। হে নারদ! অতএব শিব,
বিশেষতঃ শিবভক্ত পূজনীয়; ভক্তপূজনে
শিব প্রীত হইয়া থাকেন। লোকে, নিত্য-
তৃপ্ত শিবের আর কি করিতে পারে, শিব-
ভক্তগণের তৃপ্তি করিতে পারিলেই তাঁহার
প্রীতিসম্পাদন করা হয়। হে নারদ!
সর্কদেব পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করকে ভজনা
কর । ৫৭—৭৬।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ।

পঞ্চাকরেণ মন্ত্রেণ পত্রং পুষ্পমথাপি বা ।

যঃ প্রযচ্ছতি শরীর্য তদনন্তকলং সৰুৎ ॥ ১

সপ্তকোটিমহামন্ত্রাঃ শিববক্ত্রাভিনির্গতাঃ

পঞ্চাকরস্ত মন্ত্রস্ত কল্যাঃ নারীহি নোভীষী ॥ ২

দীক্ষিতোহনীকতো বাপি বিধানাদম্ভথাপি বা

পঞ্চাকরঃ জপেদ্যম্ শিবস্তামুচ্যেতাং ভবেৎ ॥ ৩

অপি কৃষা জগৎপাতাং পাপানি শুবহুতপি ।

পঞ্চাকরজপাৎ সন্তোয়া মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪

ন হি পঞ্চাকরজপাৎ শ্রেয়োহস্তি ভুবনজয়ে ।

এবং জ্ঞাত্বা জপেদ্বিধানং বিদ্যাং পঞ্চাকরীঃ

শুভাম্ ॥ ৫

পঞ্চাকরেণ মন্ত্রেণ বিশ্বপত্রেঃ শিবার্চনম্ ।

করোতি শ্রদ্ধয়া যম্ স গচ্ছেদৈশ্বর্যং পদম্ ॥ ৬

দর্শনাধিব্রুব্যস্ত স্পর্শনাধল্লনাধপি ।

পঞ্চবষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—যে ব্যক্তি শিবোদ্দেশে পঞ্চাকর মন্ত্রে একবারও পত্র অথবা পুষ্প প্রদান করে, তাহার অনন্ত কল। সপ্তকোটী-সংখ্যক মহামন্ত্র শিববদন হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কিন্তু সে সব মন্ত্র পঞ্চাকর মন্ত্রের যোড়শ ভাগের একভাগ সাদৃশ্যও প্রাপ্ত হয় না। দীক্ষিত হউক, অদীক্ষিত হউক, বিধিপূরক হউক, বা অবিধিপূরক হউক, যে ব্যক্তি পঞ্চাকর মন্ত্র জপ করে, সে শিবানুচর হয়। জগৎপাতাং বহু পাপ করিয়াও যদি পঞ্চাকর মন্ত্র জপ করে ত সন্তোয়াপমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই। জিতুবনে পঞ্চাকর-মন্ত্রজপাপেক্ষা জ্যেষ্ঠর আর কিছুই নাই, ইহা জানিয়া বিচক্ষণ সাধক, শুভ পঞ্চাকরী বিদ্যা জপ করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চাকর মন্ত্রে শ্রদ্ধা-সহকারে বিশ্বপত্র দ্বারা শিবপূজা করে, তাহার শিবপদপ্রাপ্তি হয়। যে ঋষিভেট! বিশ্বব্রহ্মের দর্শন, স্পর্শন এবং বন্দনে

অহোরাত্রকৃতং পাপং নশ্ততে ঋষিসত্তম ॥ ৭

অন্তকালে নরো বম্ভ বিশ্বমূলস্ত মৃত্তিকাম্ ।

আলিম্পেৎ সৰ্বগাত্ৰাণি মৃতো যাতি পরাং

গতিম্ ।

বিশ্বব্রহ্ম সমাশ্রিত্য দ্বাদশাহমভোজনম্ ।

যঃ কুৰ্যাদ্ভ্রূণহা পাপান্মুক্তো ভবতি নারদ ॥ ৯

বিশ্বব্রহ্ম সমাশ্রিত্য ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ ।

হরনাম জপল্লং কং ক্রণহত্যাং ব্যাপোহতি ॥ ১০

মাতৃহা পিতৃহা বাপি যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ ।

মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং পূজয়েদিন্দ্রশেখরম্ ॥ ১১

ভক্ত্যা বিশ্বদগৈর্মৌনী হরনাম জপন নিশি ।

সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি শৈবং পরং পদম্ ॥ ১২

শুচৈঃ পূর্য্যাবিভৈঃ পটৈরপি বিশ্বস্ত নারদ ।

পূজয়েদিগারজানাথং মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৩

অর্ঘ্যং পুষ্পফলোপেতং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ

গুণানামযুতং সাগ্রং শিবলোকে বসেদ্রয়ঃ ॥ ১৪

আপঃ ক্ষীরঃ কুশাগ্রাণি সন্ততং দধি তণ্ডুলাঃ ।

অহোরাত্রকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব অন্তকালে সৰ্বাঙ্গে বিশ্বব্রহ্মমূলের মৃত্তিকা লেপন করে, তাহার মৃত্যুর পর পরম গতি লাভ হয়। হে নারদ! যে ভ্রূণঘাতী, বিশ্বব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া দ্বাদশরাত্র উপবাস করিবে, সে, সেই পাপ হইতে মুক্তি পাইবে। বিশ্বব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া শুচি অবস্থায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া লক্ষ শিবনাম জপ করিলে জগৎপাতাপ বিনষ্ট হয়। মাতৃঘাতী, পিতৃ-ঘাতী অথবা সৰ্বপাপযুক্ত ব্যক্তিও মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দশী তিথিতে রাজিকালে শিব-নাম জপ করত মোনভাবে বিশ্বপত্র দ্বারা ভক্তিপূরক শিবপূজা করিলে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ১—১২। হে নারদ! শুক বা পূর্য্যাবিত বিশ্বপত্র দ্বারাও শিবপূজা করিলে সৰ্বপাপমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পুষ্পফলযুক্ত অর্ঘ্য শিবোদ্দেশে নিবেদন করিবে, সেই মানব কিঞ্চিদধিক অযুতগুণ শিবলোকে বাস করিবে। জল, দুগ্ধ, স্নাত, দধি, কুশাগ্র, তণ্ডুল, তিল এবং বেত-

তিলৈশ্চ সৰ্বপৈঃ সার্কস্বৰ্যোহষ্টাজ ইতি স্মৃতঃ ॥
 পলকোটিং সুবর্ণস্ত যো দদ্যাদ্বেদপারগে ।
 শিবায় ভক্তিমাত্রঞ্চ প্রধানমধিকং কলম্ ॥ ১৬
 তন্ম্যাদপট্কেঃকলৈঃপুষ্পৈস্তোয়ৈরপি যজ্ঞেচ্ছিবম্
 তদনন্তকলং প্রোক্তং ভক্তিরেবাত্র কারণম্ ॥
 লিঙ্গস্ত লেপনং কুর্ঘ্যাদিব্যোগৈর্দৈর্ঘ্যেনোরমৈঃ ।
 বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৮
 সুগন্ধালেপনাং পুণ্যং দ্বিগুণং চন্দনস্ত তু ।
 চন্দনাঙ্কুরোক্তৈঃ পুণ্যমষ্টগুণাধিকম্ ॥ ১৯
 কৃষ্ণাঙ্কুরাবিশেষেণ দ্বিগুণং কলমিষ্যতে ।
 তন্ম্যচ্ছিতগুণং পুণ্যং কুঙ্কুমস্ত বিধীয়তে ॥ ২০
 চন্দনাঙ্কুরকর্ণুরৈর্নান্নিরোচনকুঙ্কুমৈঃ ।
 লিঙ্গমেতেঃ সমালিপি গাণপত্যমবাধুয়াৎ ॥ ২১
 সংবীজ্য তালবৃন্তেন লিঙ্গং গন্ধৈঃ সুলেপিতম্
 দশবর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২২
 ময়ূরব্যাজনং দস্তাচ্ছিবায়াতীব শোভনম্ ।

সর্বপ এই অষ্টাজসম্পন্ন অর্ঘ্য। বেদপারগ
 ব্রাহ্মণকে এককোটিপল সুবর্ণ দান করা
 অপেক্ষা প্রধান ও অধিক ফল—শিবের প্রতি
 মাত্র ভক্তি করিলেই হয়। অতএব পত্র,
 পুষ্প ফল এবং জল দ্বারাও শিবপূজা কর্তব্য,
 তাহাতে অনন্তফল হইয়া থাকে; এই অনন্ত-
 ফলের প্রতি একমাত্র ভক্তিই কারণ। দিব্য
 মনোরম গন্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গ লেপন করিলে
 শতকোটি বৎসর শিবলোকে সাদরে বাস
 করিতে পারে। চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গ-
 লেপনের ফল—সুগন্ধ দ্বারা লেপন অপেক্ষা
 দ্বিগুণ। চন্দন-লেপনের অষ্টগুণ অধিক
 পুণ্য অঙ্কুর-লেপনে কৃষ্ণাঙ্কুর লেপন
 ফল—তদপেক্ষা দ্বিগুণ। কুঙ্কুম-লেপনের
 ফল, তদপেক্ষা শতগুণ। চন্দন, অঙ্কুর,
 কর্ণুর, যুগনাভি, গোয়োচনা এবং কুঙ্কুম দ্বারা
 শিবলিঙ্গ লেপন করিলে গাণপত্য প্রাপ্তি হয়।
 গন্ধলেপিত শিবলিঙ্গে তালবৃন্ত দ্বারা
 ব্যাজন করিলে দশসহস্র বৎসর শিব-
 লোকে সাদরে বাস করিতে পায়। অতি
 শোভন ময়ূরপুচ্ছ-ব্যাজন শিবলোকে দান

বর্ষকোটিশতং দিব্যং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২৩
 চামরং যঃ শিবে দদ্যাদ্গণিরত্ববিভূষিতম্ ।
 হেমরূপাদিদগুণং বা তস্ত পুণ্যকলং শৃণু ॥ ২৪
 চামরাসক্তহস্তাভিদিব্যাস্ত্রীপরিবারিতঃ ।
 বিমানমাক্রহ্যাগ্নৈর্ধাতি মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ২৫
 অরণ্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ পট্টৈর্বা গিরিসম্ভবৈঃ ।
 অপযুষ্মিতনিষ্কিঙ্কৈররক্তৈজন্তুংজীতৈঃ ॥ ২৬
 আত্মারামোত্তেবৈবপি পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবম্
 পুষ্পজ্ঞাতবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমধোত্তরম্ ॥ ২৭
 তপঃশীলগুণাধ্যায়-বেদবেদাঙ্গগামিনে ।
 দশ দস্তা সুবর্ণস্ত ফলং হি তদবাস্তুয়াৎ ॥ ২৮
 অর্কপুষ্পৈঃ কৃতা পূজা যদি দেবায় শম্ভবে ।
 অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং প্রশস্ততে ॥ ২৯
 করবীরসহস্রেভ্যো বিশ্বপত্রং বিশিষ্যতে ।
 বিশ্বপত্রসহস্রেভ্যঃ শমীপত্রং বিশিষ্যতে ॥ ৩০
 অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
 শমীপুষ্পসহস্রেভ্যঃ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩১
 কুশপুষ্পসহস্রেভ্যঃ পদ্মপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥

করিলে দিব্য শতকোটি বৎসর শিব-
 লোকে সাদরবসতি প্রাপ্ত হয়। যে
 ব্যক্তি মণিরত্নভূষিত, স্বর্ণময় বা যৌগ্যময়
 দণ্ডযুক্ত চামর শিবকে অর্পণ করে, তাহার
 পুণ্যকল অগণন;—সে ব্যক্তি চামরধারিণী
 দিব্যাস্ত্রীগণে পরিবৃত্ত ও বিমানাক্রুত হইয়া
 শিবপদে গমন করে। বস্ত্র, পার্শ্বতা, অথবা
 স্বীয় উত্তান-সমুত্ত অপযুষ্মিত, অঙ্কিত,
 রক্তিম-বর্জিত, কীটাদিহীন, পুষ্প দ্বারা শিব-
 পূজা করিলে পুষ্পের জাতিভেদে উত্তর উত্তর
 পুণ্যাধিক্য হয়। ১৩—২৭ অর্কপুষ্প দ্বারা শিব
 পূজা করিলে তপঃশীল গুণসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ-
 পার-গামী ব্রাহ্মণকে দশ সুবর্ণদানের ফল
 হয়। সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা করবীর-পুষ্প
 প্রশস্ত; সহস্র করবীর-পুষ্প অপেক্ষা বিশ্বপত্র
 প্রশস্ত, সহস্র বিশ্বপত্র অপেক্ষা শমীপত্র
 প্রশস্ত; সহস্র অর্কপুষ্প হইতে শমীপুষ্প
 প্রশস্ত; সহস্র শমীপুষ্প হইতে কুশপুষ্প
 প্রশস্ত; সহস্র কুশপুষ্প হইতে পদ্মপুষ্প

পদ্মপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩৩
 বকপুষ্পসহস্রেভ্য একং ধৃত্তরকং তথা ।
 ধৃত্তরকসহস্রেভ্যো বৃহৎপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ৩৪
 বৃহৎপুষ্পসহস্রেভ্যো দ্রোণপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
 দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যো অপামার্গং বিশিষ্যতে ॥
 অপামার্গসহস্রেভ্যো ক্রীমন্মালোৎপলং বরম্ ॥
 নীলোৎপলসংশ্লেষণে যো মালাং সম্প্রযচ্ছতি ।
 শিবার্য বিধবন্তস্ত্য তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৮
 কল্পকোটীসহস্রাণি কল্পকোটিশতান চ ।
 বসেন্দিবপুরে ক্রীমাক্ষিবতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৮
 করবীরসমা জ্যেষ্ঠা জাতী বিজয়পাটলা ।
 যেতমন্দারকুম্ভমং সিতপদ্মকং তৎসমম্ ॥
 নাগচম্পকপুন্নাগা ধৃত্তরকসমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
 বজ্রকং কেতকীপুষ্পং কুল্লমুখীমদন্তিকাঃ ।
 শিরায়ীষকাজ্জুনং পুষ্পং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৪০
 কনকানি কদম্বানি রাত্রৌ দেয়ানি শক্যৈঃ ।

প্রশস্ত; সহস্র পদ্মপুষ্প অপেক্ষা বকপুষ্প
 প্রশস্ত; সহস্র বকপুষ্প হইতে এক ধৃত্তর,
 সহস্র ধৃত্তর-পুষ্প হইতে বৃহৎপুষ্প, সহস্র
 বৃহৎপুষ্প হইতে দ্রোণপুষ্প, সহস্র দ্রোণপুষ্প
 হইতে অপামার্গপুষ্প, এবং সহস্র অপামার্গ
 পুষ্প হইতে উত্তম নীলপদ্ম শ্রেষ্ঠ। যে
 ব্যক্তি সহস্র নীলপদ্ম-প্রাথিত মালা শিবকে
 ভক্তিহকারে যথাবিধি প্রদান করেন,
 তাঁহার পুণ্যফল অরণ্য কর;—সেই মালা-
 দাতা ব্যক্তি বহুসহস্রকোটী এবং বর্ষ
 শত কোটি বৎসর শিবতুল্যবিক্রম হইয়া
 শিবপুরে বাস করেন; জাতী, বিজয়া,
 পাটলা, যেত মন্দার-পুষ্প এবং যেতপদ্ম,
 করবীর পুষ্পের তুল্য। নাগকেশর, চম্পক
 এবং পুন্নাগ পুষ্প ধৃত্তরপুষ্পের সমান। বজ্রক
 কেতকী, কুল্ল, মুখী, মদন্তিকা, শিরায়ী এবং
 অজ্জুনপুষ্প শিবপূজায় যত্নহকারে বর্জনীয়।
 কনকবর্ণ * কদম্বপুষ্প শিবকে রজনীতে

* “স্বর্ঘ্যোদয় হইবার পূর্বে উন্মোচিত
 ধৃত্তর-পুষ্প এবং কদম্ব পুষ্প শিবকে অর্পণ

দিবা শ্রেয়াণি পুষ্পাণি দিবা রাত্রৌ চ মল্লিকা ॥
 প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশম্ ॥ ৪২
 কেশকীটাপিধানি নীর্ণপর্ঘ্যুযিতানি চ ।
 স্বয়ংপতিতপুষ্পাণি ত্যজ্জহপহতানি চ ॥ ৪৩
 মুকুলৈর্ন চ্চয়েদৌশং যন্ত কস্তাপি নারদ ।
 কলিকৈর্নার্চয়েদেবং চম্পকৈর্জগজ্জৈবিনা ॥ ৪৪
 ন পর্ঘ্যুযিতদোষোহস্তি জলজোৎপলচম্পকৈঃ
 পুষ্পাণামপ্যালাভে তু পত্ন্যাণ্যপি নিবেদয়েৎ ॥
 কলানামপ্যালাভে তু তৃণশুল্কোযোষধৈরপি ।
 ঔষধানামভাবে তু তস্ত্য ভবাত পুঞ্জিতঃ ॥ ৪৬
 বিদগ্ধপত্রৈরথৈশ্চ সত্বং পুঞ্জয়তে শিবম্ ।
 সর্বপাপবিনিষ্টকো রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭
 ধৃত্তরকৈশ্চ যো লিঙ্গং সত্বং পুঞ্জয়তে নরঃ ।
 গোলকস্ত কলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে

দেয়। অবশিষ্ট পুষ্প দিবসে দেয়। মল্লিকা
 দিবারাত্রি উভয় সময়েই দেয়। জাতীপুষ্প
 এক প্রহর পর্ঘ্যুযিত হয় না; করবীর পুষ্প
 দিবারাত্রি থাকে। কেশকীটযুক্ত, নীর্ণ, পর্ঘ্যু-
 যিত, স্বয়ংপতিত এবং মলাদিদূষিত পুষ্প পরি-
 ত্যাজ্য। ২৮—৪৩। হে নারদ! কোন পুষ্পেরই
 মুকুল দ্বারা শিবপূজা করিবে না। চম্পক
 এবং জলজ ব্যতীত কোন পুষ্পের কলিকা
 দ্বারাও পূজা কর্তব্য নহে। জলজ উৎপল
 এবং চম্পকে পর্ঘ্যুযিত দোষ নাই। পুষ্পা-
 ভাবে পত্র নিবেদনীয় *। কলের অভাবে
 তৃণশুল্ক এবং ওষধি দ্বারাও শিবপূজা কর্তব্য।
 ওষধির অভাবে কেবল ভক্তি দ্বারাই শিব-
 পূজা হইতে পারে। বহু অথও বিদগ্ধপত্র
 দ্বারা একবার শিবপূজা করিলে সর্বপাপ-
 মুক্ত হইয়া শিবলোকে সসন্মানে বসতি প্রাপ্ত
 হয়। যে মানব একবার বহু ধৃত্তরপুষ্প
 দ্বারা শিবপূজা করে, সে, লক্ষ গোদানের

করিবে” এই ব্যাখ্যা কিয়দংশে আচারসম্মত।
 অথবা উক্ত পুষ্প রাজিতে দিবে।

* “পজাভাবে কল” এইরূপ কিছু
 মূল্যের অংশ থাকিলে সঙ্গত হইত।

বৃহতীকৃষ্ণমৈৰ্ত্ত্যয়া যো লিঙ্গং সৰুদৰ্শয়েৎ ।
গব্যামবৃত্তদানন্ত কলং প্রাপ্য শিবং ত্রয়েৎ ॥৪৯
মল্লিকোৎপলপুষ্পাণি নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ ।
অশোকশ্বেতমন্দার-কর্ণিকারবকাণি চ ॥ ৫০
করবীরাৰ্কমন্দার-শমীতগরকেশরম্ ।
কুশাপামার্গকুমুদ-কদম্বকুরবৈরপি ॥ ৫১
পুষ্পৈরেতেতৰ্থখালাভং যো নয়ঃ পূজয়েচ্ছিবম্
স যং কলমবাপ্নোতি তদেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥৫২
সূৰ্য্যাকাটিপ্রভৌকাটেশ্বরিমাতনৈঃ সার্ককামিকৈঃ ।
পুষ্পমালাপরিক্ৰিষ্টেগৌতবাদিত্রিনশ্বনৈঃ ॥ ৫৩
তদ্বীমধুরনানৈশ্চ স্বচ্ছন্দগমনৈস্তথা ।
ক্লজকল্মাশমাকীর্ণৈঃ সমস্তাহুপশোভিতৈঃ ।
দৌধ্যমানশ্চমরৈঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪
অনেকাকারবিস্তাশৈঃ কুমুদৈশ্চ শিবং গুহম্ ।
যঃ কুৰ্য্যাৎ পৰ্ব্বতালেশু বিচিত্রকুমোচ্ছলম্ ॥
স পুষ্পকবিমানেন সহস্রপরিবারিতঃ ।
দিব্যাস্ত্রীসুখসৌভাগ্যকৌড়ারতিসমধিতঃ ॥ ৫৬

কল প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত ও শিবলোকবাসী
হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে বহু বৃহৎ
বা বৃহতী পুষ্প দ্বারা একবার শিবপূজা করে,
অথুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া শিবপ্রাপ্তি
তাহার ঘটিয়া থাকে। মল্লিকা, উৎপল,
নাগকেশর, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, শ্বেত,
মন্দার, কর্ণিকার, বক, করবীর, মন্দার, শমী,
তগর, বকুল, কুশ, অপামার্গ, কুমুদ, কদম্ব
এবং কুরুবক—প্রাপ্তি অল্পসারে এই সকল
পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে যে কল হয়,
একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর;—কোটিসূর্য্য-
সম্মিত, সৰ্ককামপ্রদ, পুষ্পমালাজড়িত, গীত-
বাদিত্রমধুর তদ্বীনাধ-সম্ভারিত, স্বচ্ছন্দগামী
ক্লজকল্মাশগণ পরিবৃত্ত, উত্তম শোভাসম্পন্ন
বিমান আবেশপূৰ্ব্বক চামরপবনে আন্দো-
লিত হইয়া শিবলোকে সাদরে বাস করিতে
পায়। যে ব্যক্তি পৰ্ব্বকালে শিবগৃহকে
অনেক প্রকার বিস্তৃত কুমুদ দ্বারা ও বিচিত্র
কুমুদ দ্বারা উজ্জ্বল করে, সে ব্যক্তি
পুষ্পক বিমান-সহস্র-পরিবৃত্ত ও দিব্যাস্ত্রীসুখ-

অক্ষয়ান্নভতে লোকানতিরম্বৃত্তশাসনঃ ।
শিবাদিসৰ্বলোকেশু যত্রেষ্টং ভজ্য য়াতি সঃ ॥
পূজাদিভক্তিবিস্তারসৈরর্চনাদিশু সৰ্কতঃ ।
ফলমেকং সমং জ্ঞেয়ং কলং বিস্তাহুসায়তঃ ॥৫৮
স্বয়মুৎপাদ্য পুষ্পাণি যঃ স্বয়ং পূজয়েচ্ছিবম্ ।
তানি সাক্ষাৎ প্রগুহ্রাতি দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥
কৃষ্ণাঙ্কুরোঃ সৰ্পপূরধূপং দদ্যাদ্ধিবায় বৈ ।
নৈরন্তর্যোগে মাসার্কং তন্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬০
কল্পকোটিসংখ্যাণি কল্পকোটিগত নি চ ।
ভুক্তা শিবপুরে ভোগাংস্তদন্তে পৃথিবীপতিঃ ।
গুণ্ডলং স্ততসংযুক্তং সাক্ষাদগুহ্রাতি শতরঃ ।
মাসার্কং ধূপদানেন শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬২
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী যঃ সাক্ষাৎ গুণ্ডলংদহেৎ
স য়াতি পরমং স্থানং যত্র দেবঃ পিনাকধৃক্ ॥৬৩
শ্রীকলকাজ্যসম্বিতঃ দশাপ্রোক্ষিত পরাং গতিম্

সৌভাগ্যলীলারতি-পরিবেষিত হইয়া অপ্রতি-
হত-নিদেপে অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হয়।
শিবলোকাদি সৰ্বলোকেই সে ইচ্ছামত
গমন করিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে পুষ্পাদির
অর্চনা করিয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক শিবপূজায় তাহা
যোজনা করিলে উক্ত ঐষ্ট কল যথাযথ হইয়া
থাকে এবং ধনাঙ্কুরে কল-তারতম্য হয়।
যে ব্যক্তি স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ রোপণ কবিত্তা সেই
পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করে, তাহার প্রদত্ত সেই
সমস্ত পুষ্প দেবদেব মহেশ্বর সাক্ষাৎ গ্রহণ
করিয়া থাকেন। ৪৪—৫৯। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ
অঙ্কুর এবং কপূরের ধূপ নিরন্তর এক পক্ষ-
কাল শিবোদ্দেশে দান করে, তাহার পুণ্যফল
শ্রবণ কর;—সে ব্যক্তি সত্বকোটি কল্প এবং
শতকোটি কল্প কাল শিবলোকে বহু ভোগ
করিয়া পরিশেষে রাজ্য হইয়া থাকে। স্তবযুক্ত
গুণ্ডল-ধূপ, শিব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন।
এক পক্ষকাল ধূপ দান করিলে, শিবলোকে
সম্মানিত অধিবাসী হইতে পারা যায়। যে
ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে স্তবযুক্ত গুণ্ড-
ল দহ্য করিবে, তাহার পরমস্থান শিবলোক
প্রাপ্ত হয়। স্তবযুক্ত বিষকল প্রদান করিলে

এতিঃ সুগন্ধিতো ধূপঃ ষট্‌সহস্রগুণোত্তরঃ ॥৬৪
 স্বর্কসম্পূটে কৃষা মধু চার্বাক্ত মন্ততঃ ।
 নিবেদয়তি শরীর্য সৌহৃদ্যমেধফলঃ লভেৎ ॥
 শালিতণ্ডুলপ্রস্থেন কুর্ঘ্যানদগ্নঃ সুসংস্কৃতম্ ।
 শিবায় ভক্তকং দধা চতুর্দশাঃ বিশেষতঃ ॥৬৭
 যাবন্ততণ্ডুলান্তয়িন নৈবেদ্যে পায়সংখ্যয়া ।
 তাবৎসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৬৮
 গুড়-খণ্ড-স্বতানাক ভক্ষ্যাণাক নিবেদনাৎ ।
 স্মৃতেন পাতিতানাক দধা শতগুণং ভবেৎ ॥৬৯
 স্মৃতদীপ প্রদানেন শিবায় শতযোজনম্
 বিমানং লভতে দিব্যাং সূর্য্যকোটিমমপ্রভম্ ॥
 যঃ কুর্ঘ্যাৎ কাঠিকেমাসি শোভনাংদীপমালিকাম্
 স্মৃতেন চ চতুর্দশ্যমবাস্তাং বিশেষতঃ ॥ ৭১
 সূর্য্যায়ুতপ্রভীকাশন্তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ ।
 তেজোরশিবিমানম্ সূর্য্যাবদ্যোততে সদা ॥
 শিরসা ধারয়েদীপং সর্করাক্রাণ্যং বিশেষতঃ ।

পরমগতি লাভ হয়। এই সকল বস্তু দ্বারা
 ধূপের সৌগন্ধ-সম্পাদন করিলে ছয় হাজার
 গুণ অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি অর্কপুপ
 সম্পূর্তিত করিয়া অর্ঘ্যদানের মন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্ব্বক শিবকে মধু প্রদান করিবে, তাহার
 অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রস্থ-পরিমিত
 শালিতণ্ডুল দ্বারা সুসংস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করিবে
 সেই অন্নকে শিবকে দান করিলে, বিশেষতঃ
 তাহা চতুর্দশী তিথিতে দান করিলে, চক্রস্থিত
 তণ্ডুলের যত সংখ্যা, তত সহস্র বৎসর শিব-
 লোকে বাস করে। গুড়-খণ্ড-স্বত-প্রস্তুত
 ভক্ষ্য নিবেদন করিলে শিবলোক প্রাপ্তি
 হয়। স্বতপক এই সকল দ্রব্য নিবেদনে
 পূরীপেকা শতগুণ ফল হয়। শিবোদ্দেশে
 স্বত-প্রদীপ প্রদান করিলে, শতযোজন-
 বিস্তীর্ণ কোটিসূর্য্যসমপ্রভ দিব্যবিমান প্রাপ্তি
 হয়। যে ব্যক্তি কাঠিক মাসে উত্তম স্বত-
 দীপমালা প্রদান করিবে এবং চতুর্দশী ও
 অমাবস্তায় বিশেষরূপে উক্ত দীপমালা প্রদান
 করিবে, সে ব্যক্তি অমৃত সূর্য্যসিঁড়, তেজো-
 রাশিধরুণ এবং বিমানরূঢ় হইয়া সূর্য্যের

ললাটে বাধ হস্তাভ্যাং শিরসা বাধ নারদ ॥৭০
 সূর্য্যায়ুতপ্রভীকানৈশ্বিমাটনৈঃ সার্ককামিটৈঃ ।
 কল্পায়ুতশতং দিব্যাং শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৪
 শিরস্ত পুরতো দধা দর্পণক সুনির্ম্মলম্ ।
 চন্দ্রাণ্ডনির্ম্মলঃ স্রীমান্ সুভগঃ কামরূপধৃক্ ।
 কল্পায়ুতসহস্রক শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৭৫
 কৃষা প্রাণকিং ওক্ত্যা শিবস্তায়তনং নরঃ ।
 অশ্বমেধসহস্রস্ত কলমাপ্রোতি নারদ ॥ ৭৬
 কুপারাম প্রপাট্যৈত শিবায়তনকর্ষণ ।
 উপযুক্তানি চূতানি খননোৎপাতনাদিষু ॥ ৭৭
 কামতোহকামতো বাপ স্থাবরাণি চরাণি চ ।
 শিবং যান্ত ন সন্দেহঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥৭৮
 ক্রোশমাত্রঃ শিবকেত্রঃ সমস্তাং পরমেষ্ঠিনঃ ।
 দেহিনাং তত্র পঞ্চমঃ শিবসায়ুজ্য কারণম্ ॥ ৭৯
 মনুষ্যহাপিতে লিঙ্গে ক্লেত্রমানমিদং স্মৃতম্ ।

ভ্রায় স্বতেজে দিব্যগুল উদ্ভাসিত করত
 শোভা পাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সমস্ত
 রাত্রি মন্তকে, ললাটে, হস্তযুগলে অথবা
 বক্ষঃস্থলে দীপ ধারণ করিয়া থাকে, হে
 নারদ! অমৃত সূর্য্যাতুল্য সর্ককামপ্রদ
 বহুবিমান-যোগে শতায়ুত কল্প দিব্য
 শিবলোকে সাদরে তাহার সতিত বসতি
 হইয়া থাকে। শিবের সম্মুখে নির্ম্মল দর্পণ
 দান করিলে কোমুদীনির্ম্মল, কামরূপধারী,
 স্রীমান্ এবং সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া অমৃত
 সহস্রকল্প শিবলোকে সসন্মানে বাস করা
 যায়। হে নারদ! ভক্তিপূর্ব্বক শিবালয়
 প্রদর্শন করিলে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
 লাভ করা যায়। ৫৮—৭০। জ্ঞানপূর্ব্বক কৃষা
 অজ্ঞানপূর্ব্বকই বা হউক, শিবায়তনে কুপ,
 উপবন বা প্রপা (জলসত্র) প্রতুতি উপযুক্ত
 পদার্থ সকল খনন বা উৎপাদন করিতে
 পারিলে, সে স্থাবর জন্ম যে এগুি হউক
 না কেন, শিবপ্রসাদে তাহার নিশ্চয়ই শিব-
 প্রাপ্তি হইবে। শিবলিঙ্গের চতুর্দিকে এক-
 ক্রোশ শিবকেত্র; তথায় মৃত্যু হইলে প্রাণি-
 গণের শিবসায়ুজ্য প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য-

দ্বায়ত্বং যোজনং স্তাদার্ধে চৈব তদর্ককম্ ॥ ৮০

পাপচায়োরহপি যন্তত্র পঞ্চং যতি নারদ ।

সৌহপি যাতি শিবস্থানং যদেবৈরপি দুর্লভম্

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তত্র স্তানাদিকং চরেৎ ॥

তস্মাদাবসথঃ কুর্ধ্যাৎ শিবক্ষেত্রসমীপতঃ ॥ ৮২

শিবলিঙ্গসমীপস্থঃ যৎ তোয়ং পুরতঃ স্থিতম্ ।

শিবগংজেতি সংজ্ঞেয়ং তত্র স্তানাদিনা ব্রজেৎ ॥

যঃ কুর্ধ্যাৎ দৌর্ধিকাং বাপি কুপং বাপি শিবাত্মমে

ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥ ৮৪

ইতি ত্রিংশদপুরাণোপপুরাণে ত্রিঙ্গোরে

পঞ্চাঙ্করমন্ত্রপ্রভাবাদিকথনং নাম

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

স্থাপিত শিবলিঙ্গের পক্ষে ক্ষেত্রের এইরূপ

পরিমাণ জানিবে। স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পক্ষে

ক্ষেত্রের পরিমাণ এক যোজন ; ঋষি-স্থাপিত

লিঙ্গের ক্ষেত্র-পরিমাণ দুই কোশ। হে

নারদ! কোন পাপচারী ব্যক্তিরও যদি

তথায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহারও দেবদুর্লভ

শিবপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব

শিবক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যত্ন করিয়া স্তানাদি

করিবে এবং শিবক্ষেত্রের নিকটেই বাসগৃহ

করিলে। শিবলিঙ্গের সমীপস্থিত সমুখ-

বর্তী যে জলাশয়, তাহার নাম শিবগঙ্গা।

তথায় স্তানাদি করিয়া (শিবদর্শনে) গমন

করিবে। যে ব্যক্তি শিবক্ষেত্রে দৌর্ধিকা

অথবা কুপ নির্মাণ করিয়া দেয়, একবিংশতি

পুরুষ সমভিযাহারে শিবলোকে সসম্মানে

তাহার বাস হইয়া থাকে। ৭৭—৮৪ ।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুষ্পং বা যদি বা পত্রং সক্রল্লিঙ্গে সমর্পিতম্ ।

তদনন্তকলং প্রোক্তং হেতুর্ভবতি মুক্তয়ে ॥ ১

তুণ্ডে শিবে পদার্থঃ কো দুর্লভো হি নৃণাং শ্রভো

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শিবপ্রীত্যর্থমাচরেৎ ॥ ২

যাবদাতুং শিবঃ শক্তস্তাবচ্ছিত্তয়িতুং প্রভুঃ ।

তৎ সর্বং ন নরঃ সোধ্যঃ শিবপ্রীত্যর্থমাচরেৎ

ঋক্সিসদ্বী ন দূরেষু শিবপ্রীত্যর্থকর্ণণাম্ ।

নরগাং নরনাথে কিং ক্রীতে তু দুর্লভং ভবেৎ

বিশেষরং সদা প্রেয়সা যে ভজন্তি নরোত্তমাঃ

ইহ সৌধ্যং চিরং ভুকা হস্তে মোক্ষমবাপ্নুযুঃ ॥

ত্রিশত্বনাথং ভুবি মানবা যে

ভজন্তি ভক্ত্যা নরলোকবন্দ্যাস্তাঃ ।

ভবন্তি তে হাটকপূর্ণগোহা

দেহাবগানে শিবলোকভাত্রঃ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুষ্প অথবা পত্র এক-

বার মাত্রও শিবলিঙ্গে অর্পণ করিলে অনন্ত

কল হয়, ইহা কথিত আছে এবং তাহাই

মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। হে প্রভাব-

সম্পন্ন নারদ! শিব পরিভূষ্ট হইলে পুরু-

ষের কোন পদার্থ দুর্লভ হয়? অতএব

সর্বপ্রযত্নে শিবপ্রীতিসম্পাদক কাৰ্য্য করিবে।

শিব যত সুখ-সম্পত্তি প্রদান করিতে সমর্থ,

মানব তাহা চিন্তা করিয়াও উঠিতে পারে

না। অতএব শিবপ্রীতিজনক কাৰ্য্য

কর্তব্য। যাহারা শিবপ্রীতির জন্ত কৰ্ম্ম

করিয়া থাকে, তাহাদিগের সহজি ও সিদ্ধি

উভয়ই সমীপে অবস্থিত। নরনাথ ক্রীত

হইলে নরগণের কি দুর্লভ থাকিতে পারে?

যে সব নরশ্রেষ্ঠ প্রেমসহকারে বিশেষরূপে

সতত ভজনা করেন, তাহারা বহুকাল ইহ-

লোকে সুখভোগ করিয়া আস্তে যুক্তিপদ

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল নরলোক-

বন্দনায় মানব কৃত্তলে ভক্তিভাবে ত্রিশত-

ব্রহ্ম বা সুরাপো বা ক্ষেত্রী বা গুরুতরগঃ ।
 যোহন্তকালে শিবঃ স্রষ্টাচ্ছিবসামুজ্যমাণুয়াং
 নির্মীলাং ধারয়েন্তজ্য। শিরসা পার্শ্বতীপকৈঃ ।
 রাজস্বয়ং যজ্ঞস্ত ফলমাপ্নোত্যন্তমম ॥৮
 শিরসা শিবনির্মীলাং ভক্ত্যা যো ধারয়িষ্যতি ।
 অশুচির্ভিন্নমধ্যাদঃ সর্বাংস্কাং গতোহপি বা ॥৯
 সৈরী চৈবাং প্রযুক্তান্না নিয়মৈশ্চ বহিষ্কৃতঃ ।
 তস্ত পাপানি নশ্বন্তি নাত্র কার্য। বিচারণা ॥১০
 লোভায় ধারয়েচ্ছোনির্মীলাং ন চ ভক্ষয়েৎ
 ন স্পৃশেদপি পানেন লজ্জয়েদপি নারদ ॥ ১১
 নির্মীলালজ্জনাচ্ছোনির্মীলাং সোহভিজায়তে
 পুণ্ড্রকং মহাতীর্থং গঙ্গা চ যমুনা তথা ।
 নর্মদা সরযুঃ শিপ্রা তথা গোদাবরী নদী ।
 সদা সন্নিহিতাশ্চৈবঃ শস্তোঃ আনোদকে মুনে ॥
 শস্তোঃ আনোদকঃ সেব্যঃ সর্বতীর্থময়ঃ হি তৎ
 ধারণাং পাপসম্ভাটৈস্তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥১৪

নাথকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগের ভবন
 সুবর্ণপূর্ণ এবং দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্তি
 হইয়া থাকে। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, সুবর্ণ-
 ক্ষেত্রী অথবা গুরুদারগামী, যে কেহ হট্টক
 না, অস্তকালে শিবস্মরণ করিলে তাহার
 শিবসামুজ্য লাভ হইবেই। শিবনির্মীলায়
 ভক্তিসহকারে মস্তকে ধারণ করিলে রাজস্বয়-
 যজ্ঞের উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিতে পারা
 যায়। অশুচি, নিয়মলঙ্ঘনকারী, স্বচ্ছন্দা-
 চারী, অবশচেতাঃ, নিয়মবহিষ্কৃত অথবা যে
 কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভক্তিপূরক মস্তকে
 শিবনির্মীলায় ধারণ করিবে, তাহার সমুদয়
 পাপ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।
 হে নারদ! লোভবশতঃ শিবনির্মীলায়
 ভক্ষণ বা ধারণ করিবে না। শিবনির্মীলায়
 পায় স্পর্শ করাইবে না এবং লজ্জন করিবে
 না, শিবনির্মীলায় লজ্জন করিলে চণ্ডালযোনি
 প্রাপ্ত হয়। হে মুনে! মহাতীর্থ পুণ্ড্রক,
 গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, সরযু, শিপ্রা এবং গোদা-
 বরী শিবের সান্নিধ্যের সত্ত্ব সন্নিহিত।
 শিবের সান্নিধ্যের সেবনীয়, কেননা, তাহা

লিঙ্গে স্বায়ত্ত্ববে বাণে রত্নজে রসনির্মিত্তে ।
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডোহধিকৃতো ভবেৎ
 পানোদকঞ্চ নির্মীলাং ভক্তৈর্ধার্য্যঃ প্রযত্নতঃ ।
 ন তান্ স্পৃশন্তি পাপানি মনোবাক্কারজ্ঞাপ্তি ॥
 নারদ উবাচ ।

কিং লিঙ্গং প্রোচ্যতে তাত কেন বা তদধিষ্ঠিতম্
 ভগবন্ ক্রহি মে সর্বমাক্ষর্য্যং হেতুহৃতমম ॥১৭
 ব্রহ্মোবাচ ।

অব্যক্তং লিঙ্গমিত্যুক্তমানন্দং তমসঃ পরম্ ।
 মহাদেবস্ত যত্নেন লিঙ্গী স্থাং তেন শক্তরঃ ॥১৮
 একাংশবে পুরা ঘোরে নষ্টে স্বাবরজ্জমে ।
 মম বিকোঃ প্রবোধার্থমাবির্ভূতং শিবাস্তকম্ ॥
 তদাপ্রভৃত্যং বিমূর্ত্তক্য পরময়া মুদা ।
 লিঙ্গমুত্তিষ্ঠরং শাস্তং পূজয়াবো বুধধ্বজম্ ॥২০

সর্বতীর্থময়। শিব-সান্নিধ্য জল ধারণ করিলে
 পাপসমূহ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়।
 স্বঃস্ত্রঃ-লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নময়-পারদময় এবং
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নির্মীলায় চণ্ডেশ্বরের
 অধিকার নাই *। শিবপানোদক এবং
 শিবনির্মীলায় ভক্তগণ যত্নসহকারে ধারণ
 করিলে মানস, বাচিক এবং দৈহিক পাপ
 তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥১১—১৬।
 নারদ বলিলেন,—পিতঃ! লিঙ্গ বাহার নাম?
 লিঙ্গের অধিষ্ঠাতাই বা কে? হে ভগবন্!
 এই সকল আশ্চর্য্য এবং উত্তম বিষয়
 আমাকে বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তমোত্তীত
 অব্যক্ত আনন্দই লিঙ্গ নামে কথিত। লিঙ্গ
 মহাদেবেরই যত্নোদ্ভূত, এইজন্ত শক্তরকে
 লিঙ্গী বলা গিয়া থাকে। পূর্বকালে স্রোত
 একাংশ সময়ে স্বাবর-জ্জম বিনষ্ট হইলে
 আমার এবং বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য শিবস্বরূপ
 লিঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছিল। তদবধি
 আমি এবং বিষ্ণু পরম ভক্তিসহকারে লিঙ্গ-
 মূর্ত্তধারী শাস্ত বুধধ্বজকে পূজা করিয়া থাকি।

* এই সকল শিবলিঙ্গ পূজাতে প্রচণ্ড
 ব্যক্তির অধিকার নাই, একরূপ অজ্ঞান হইবে।

নারদ উবাচ ।

লিঙ্গং কথমত্বে পূৰ্ণমানন্দমজরং এবম্ ।

প্রবোধার্থঞ্চ যুবয়োর্বক্রমহঁসি পদ্মজ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

আসৌদেগার্ণবে ঘোরে নির্ঝিভাগে তমোময়ে ।

শেতে চ ভগবান্ বিষ্ণুস্তপ্তজ্বাসুন্দপ্রভঃ ॥ ২২

তৎসমীপমহং গত্বা সংরস্তাদিদমুকুবান্ ।

কথং কিমর্থং বা শেষে শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ তুম্মতে ॥ ২৩

কুরু যুক্তং ময়া সার্কমহমেব জগৎপতঃ ।

অথ বা ভজ মাং দেবং ত্রৈলোক্যস্তাভয়প্রদম্

এবং মধুচনং ব্রহ্মা প্রহসন্ মধুহৃদনঃ ।

মামব্রবীণমেঘাস্তা কথং গর্ভায়সে মুখা ॥ ২৪

কর্ত্ত্বাহং সৰ্বলোকানাং পালকোহহং ন সংশয়ঃ

সংহর্ত্ত্বাহং পুনশ্চাস্তে নাভোহাস্তি সদৃশো ময়া ॥

এবং বিবাদে সঞ্জাতে মম দেবেন শাস্তিণা ।

প্রাহুর্ভূতং তদা লিঙ্গমাবয়োর্দর্পহারি তৎ ॥ ২৭

নারদ বলিলেন,—পূর্বে আনন্দস্বরূপ অজর

এবং নিত্য শিবলিঙ্গ আপনাদিগের উভয়ের

প্রবোধের জন্য কেন আবির্ভূত হন, হে

কমলযোনে! তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—ঘোর একাবিকালে জগৎ

পরিচ্ছেদশূন্য এবং তমোময় হইলে তপ্ত-

কাঞ্চনপ্রভ ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান ছিলেন;

আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্রোধসহকারে

এই কথা বলিলাম, অরে তুম্মতি! কে তুই,

কিজন্যই বা শয়ন করিয়া আছিস্? শীঘ্র

গাত্ত্রোখান কর, আমার সহিত যুক্ত করিতে

হইবে। আমি জগতের অধিপতি; অথবা

ত্রৈলোক্যের অভয়প্রদ পরমদেব বিবেচনা

করিয়া আমাকে ভজনা কর। অমেঘাস্তা

মধুহৃদন আমার এই কথা শুনিয়া হাস্তসহ-

কারে বলিলেন,—বৃথা গর্ভ করিতেছিস্

কেন? আমি সৰ্বলোকের কর্ত্তা, আমি

পালক এবং অস্তে আমিই সংহার করিয়া

ধাকি, ইহাতে সংশয় নাই। আমার সদৃশ

কেহ নাই। দেবদেব বিষ্ণুর সহিত আমার

এই প্রকার বিবাদ হইলে আমাদের উভয়ের

কালান্ত্রিগ্রহুতপ্রখ্যং জালামালাসমাকুলম্ ।

আদিমধ্যান্তরহিতং ক্ষয়বুদ্ধিববর্জিতম্ ॥ ২৮

তন্মিঞ্জিৎ মহাদেবঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সমাতনঃ ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাংকঃ সহস্রপাং ॥ ২৯

অর্দ্ধনারীশ্বরোহন্তস্তেজোরায়শ্চরাসদঃ ।

জ্যেষ্ঠহং যুবয়োস্তাবদাস্তাং কিঞ্চিদ্রবীম্যহম্

মূলং মমাস্ত লিঙ্গস্ত যদি পশ্যাত মাধবঃ ।

নুনং ভাবযাত জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্

মূর্দ্ধানমস্ত লিঙ্গস্ত যদি পশ্যাত পদ্মজঃ ।

ভবিষ্যতি ততো জ্যেষ্ঠ ইতি দেবেন ভাবিতম্

এবং শস্তোনিগদিতমুররীকৃত্য নারদ ।

গতোহাস্মি মন্তকং ত্রিষ্টুং তস্ত লিঙ্গস্ত পুত্রক ।

আবয়োর্বর্ধসাহস্রং গচ্ছতোর্বোহিতাস্থনোঃ ।

গতং দেবঞ্চযে নুনং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তধোঃ ॥ ৩৪

হরিমূলমদৃষ্টৌব তং দেশং পুনরাগতঃ ।

দর্পহারী লিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইলেন। সেই

লিঙ্গ কালানলতুল্য জালামালাপরিবৃত, আদি

মধ্য অন্ত এবং ক্ষয়বুদ্ধিশূন্য। সেই লিঙ্গ-

মধ্যে স্বপ্রকাশ সনাতন সহস্রশীর্ষা সহস্র-

লোচন সহস্রচরণ অর্দ্ধনারীশ্বর ছরাসদ

তেজোরায়িশ্বরূপ অনন্ত সনাতন মহাদেব

স্বয়ং অধিষ্ঠিত। তিনি বলিলেন,—তোমা-

দিগের উভয়ের মধ্যে প্রাধান্ত-বিবাদ এক্ষণে

ধাকুক। আমি কিছু বলিতেছি, মাধব যদি

আমার এই লিঙ্গের মূল দর্শন করিতে

পারেন, তবে তিনিই জ্যেষ্ঠ হইবেন। ব্রহ্মা

যদি আমার এই লিঙ্গের অগ্রভাগ দেখিতে

পান, তবে তিনিই জ্যেষ্ঠ হইবেন। ১৭—৩২।

হে পুত্র নারদ! শিবের এই বাক্য স্বীকার

করিয়া আমি লিঙ্গের অগ্রভাগ দর্শন করিবার

জন্ত গমন করিলাম। (বিষ্ণুও মূল দর্শন

করিবার জন্ত গমন করিলেন * হে দেবর্ষে।

আমরা মোহিতচিত্তে সহস্র বৎসর গমন করি-

লাম, তখন চিত্তে বিস্ময়াবেশ হইল। আমা-

(*) এই অংশের অর্থশ্লোক মূলে পণ্ডিত
হইয়াছে, বিবেচনা হয়।

যথা হরিস্তম্ভে বাহ্মাগতো বৈ মুনো ভদা ॥ ৩৫
তমেব শরণঃ গতা সংস্কৃত্য বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
ঐতিহ্যে কৃষ্ণা মহাদেবো বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৩৬
ঈশ্বর উবাচ ।

মৎপ্রসাদেন সৰ্ব্বমাদ্যধিকো ভব মাধব ।
মহাত্মানাং স্মমেবাগ্ন্যঃ পূজ্যো মাত্তম্ভমেব হি
লিঙ্গে মাং পূজয় হরে লিঙ্গমুত্তমিতো হৃদম্ ।
অত উক্তং ন সন্দেহঃ সৰ্গে চান্তে দিবোকসঃ
লিঙ্গাধারনতঃ কি প্রমজ্ঞানং নাশায়ামহম্ ।
লিঙ্গার্চনরতানাঞ্চ নাস্তি সংসারজং ভয়ম্ ॥ ৩৭
এবং হরৈর্বরং দশা মাযুবাচ মহেশ্বরঃ ।
বিরুদ্ধে ভব দাস্তামি গৃহাণ বরমুত্তমম্ ॥ ৪০
চরাচরস্ত জগতো মাত্তো ভব পিতামহ ।
গৃহাণ চতুরো বেদাশ্চতুর্ভিবদনৈবধি ॥ ৪১
ইত্যাবাভ্যাং বরং দশা দেবদেবপিনাকধৃক্ ।
বিবেশ্বরঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ক্রপাদস্তহিতোহভবৎ ॥

দিগের উভয়ের মধ্যে বিষ্ণু মূল দর্শন করিতে
না পারিয়াই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ।
হে মুনো! বিষ্ণুর স্তায় আমিও বিকলমনো-
রূপ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম । তখন আমরা
উভয়ে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ প্রকার
স্তব করিলে মহাদেব প্রীত হইয়া এই কথা
বলিলেন,—হে মাধব! আমার প্রসাদে
তুমি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ হও, তুমি আমার ভক্তগণের
শ্রেষ্ঠ এবং তুমিই পূজ্য ও মাত্ত । হে হরে!
লিঙ্গে আমাকে তুমি পূজা কর । আমিই
লিঙ্গমুত্তমিতো । অতঃপর অস্ত্র দেবতারাগু
নিষ্ঠয় লিঙ্গপূজা করিবে । লিঙ্গপূজা করিলে
আমি শীঘ্র অজ্ঞান বিনাশ করি । লিঙ্গ-
পূজারন্ত ব্যক্তিগণের সংসার ভয় নাই ।
মহেশ্বর বিষ্ণুকে এই বর প্রদান করিয়া
আমাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! তোমাকে
উত্তম বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর । হে
পিতামহ! তুমি চরাচর জগতের মাত্ত
হও । হে বিধে! তুমি চতুর্ভুজে চতুর্বেদ
গ্রহণ কর । দেবদেব পিনাকধারী স্বপ্রকাশ
বিবেশ্বর আমাদিগের উভয়কে এইরূপ

অতঃ প্রভৃতি বিদ্যাধ্যাদেবা দৈত্যাস্ত দানবাঃ।
গন্ধৰ্বা মুনয়ঃ সিদ্ধা যক্ষা নাগাস্ত কিররাঃ ॥ ৪০
সম্পূজ্য পরমং লিঙ্গং পরাং সিদ্ধিং গতা মুনো
নাস্তি লিঙ্গার্চনাদস্তচ্ছ্রয়োহশ্মিন্ ভুবনজয়ে ॥ ৪১
জ্ঞানো স্মমেবং দেবধিঃ লিঙ্গার্চনরতো ভব ।
কেত্রেষু চৈব তীর্থেষু বনেষু পবনেষু চ ॥ ৪৫
যানি লিঙ্গানি দিব্যানি স্থাপিতানি সুরাসুতৈঃ।
দ্রষ্টব্যানি বৃষ্টেস্তানি শ্রদ্ধয়ৈব হি নারদ ॥ ৪৬
মুক্তিতাজো ভবন্ত্যেবং তেহপি শঙ্করভূগ্ৰহাৎ
নারদ উবাচ ।

কানি স্থানানি দিব্যানি যেসু সন্নিহিতাঃ শিবঃ ।
আচক্ষু তানি মে ব্রহ্মন্ মাহাত্ম্যাকাপি কৃৎসনঃ
ব্রহ্মোবাচ ।

মাহাত্ম্যং দিব্যালিঙ্গানাং তীর্থানামপি নারদ ।
অত্র তে কথয়িষ্যামি ঐশ্বর্যতামঘশাসনম্ ॥ ৪৭
যা সা শৈবী পরা মুক্তিঃ শিবভক্ত্যা হৃদ্যাপতিঃ
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাদহকান্তাস্ত দেবতাঃ ॥ ৫০

বরপ্রদান করিয়া । কণমধ্যে অন্তর্হিত
হইলেন । হে মুনো! তদবধি বিষ্ণু প্রভৃতি
দেবগণ, দৈত্য, দানব, গন্ধৰ্ব, মুন, সিদ্ধ,
যক্ষ, নাগ এবং কিররগণ পরম লিঙ্গ পূজা
করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিতেছেন । ত্রিভু-
বনে লিঙ্গপূজন অপেক্ষা শ্রেয়স্কর কৰ্ম্ম আর
কিছু নাই । হে দেবধি! তুমি ইহা অব-
গত হইয়া লিঙ্গপূজাপরায়ণ হও । হে
নারদ! কেত্র, তীর্থ, বন এবং উপবনে যে
সব দিব্য লিঙ্গ সুরাসুরগণের স্থাপিত আছে,
জানিগণ হৃদ্যপূরক তাহা দর্শন করিবে ।
ইহা করিলে শিবের অমুগ্রহে তাহার মুক্তি-
ভাগী হইয়া থাকে । ৩৩—৪৭ । নারদ বলি-
লেন,—হে ব্রহ্মন! শিব বধায় সন্নিহিত, কোন
কোন দিব্যস্থান এরূপ আছে? তৎসমস্ত এবং
তাহার সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য আমাকে বলুন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে নারদ! আমি দিব্যালিঙ্গ
এবং তীর্থ সকলের মাহাত্ম্য তোমাকে বলি-
তেছি, সেই পাপনাশক কথা শ্রবণ কর ।
সমস্ত শিবের পরমামুর্তি; স্বয়ং নারায়ণ,

বসন্তি সাগরে নুনং তীর্থরাজেতি স স্মৃতঃ ।
 জম্বুদ্বীপং মহাপুণ্যং তত্রাপি লবণোদধিঃ ॥ ৫১
 অহোরাত্রকৃতং পাপং দর্শনাদেব নশ্ততি ।
 স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রকং পাপং নাশয়ত্যেব সাগরঃ ॥
 সপ্তরাত্রকৃতং পাপং প্রোক্ষণাদেব নশ্ততি ।
 পানেন পক্ষজনিতং স্নানং পক্ষদ্বয়শ্চ ৫ ॥ ৫৩
 ঋতুদ্বয়ে তথাষ্টম্যাং পক্ষস্নানঞ্চ বারিকম্ ।
 ভানাবহুদিতৈ নিত্যং যঃ স্নাতি লবণোদধৌ
 কপিলায়াঃ ফলং তস্ত দত্তায়াঃ শ্রোত্রিয়ে ক্রবম্
 উপোষ্য রজনীমেকাং রবিসংক্রমণঃ প্রতি ।
 স্নাত্বা শতসুবর্ণস্ত দত্তস্ত ফলমাপুণ্যং ॥ ৫৫
 বাভীপাতে দিনচ্ছিন্নে অয়নে বিবুবেব্ ৫ ।
 যুগাদৌ ৫ নরঃ স্নাত্বা বিবিবল্লবণোদধৌ ॥ ৫৬
 গোসহস্রস্ত দত্তস্ত দুর্লভেনৈব ফলং হি যৎ ।

শব্দঃ আমি এবং অস্ত্র দেবতাগণ শিবভক্তি
 বশত সেই সাগরে বাস করিয়া থাকি ।
 এইজন্ত সমুদ্রের নাম তীর্থরাজ । জম্বুদ্বীপ
 মহাপবিত্র স্থান ; তন্মধ্যে লবণ-সাগর অতি
 পবিত্র । লবণ-সাগর দর্শনমাত্রেই আহো-
 রাত্রকৃত পাপ বিনষ্ট হয় । স্পর্শ করিলে
 ত্রিরাত্রকৃত পাপের বিনাশ হইয়া থাকে ।
 জলপ্রোক্ষে সপ্তরাত্রকৃত পাপ বিনষ্ট হয় ।
 সেই জল পান করিলে একপক্ষাকৃত
 পাপের বিনাশ হইয়া থাকে ; স্নান করিলে
 মাস-সংকীর্ণ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । অষ্ট-
 মীতে স্নান করিলে ঋতুদ্বয়সংকীর্ণ পাপ বিনষ্ট
 হয় এবং সংক্রান্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পক্ষে স্নান
 করিলে বার্ষিক পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
 যে ব্যক্তি প্রত্যহ স্ত্রীধোদয় হইবার পূর্বে
 লবণসমুদ্রে স্নান করে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে
 কপিলা গো দান করিলে যে ফল হয়, তাহার
 নিম্নরূপ সেই ফল হইয়া থাকে । এত রাত্রি
 উপবাস করিয়া সংক্রান্তিতে সাগরে স্নান
 করিলে শত সুবর্ণদানের ফললাভ হয় ।
 বাভীপাত, জাহস্পর্শ, স্নান-সংক্রান্তি, বিবু-
 ব-সংক্রান্তি এবং যুগাদ্যাদি বিধিপূর্বক লবণ-
 সমুদ্রে স্নান করিলে দুর্লভকৃত ফল

তৎ ফলং লভতে মর্ত্যো ভূমিদানস্ত চ ক্রবম্
 দানানি যানি লোকেষু বিখ্যাতানি মনোযিতিঃ
 তেষাং ফলমবাপোতি গ্রহণে চন্দ্রস্বধায়েঃ ॥ ৫৮
 বড়বানলমুক্তোহসৌ পুতো ভবতি নারদ ।
 অতোহস্মাক্তি পরং নাস্তি সুতীর্থমবনৌতলে ॥
 গঙ্গা গোদাবরী রেবা চন্দ্রভাগা চ বেদিকা ।
 এতাসাং সঙ্গমো যত্র স্নানং কুর্য্যামহোদধৌ ॥
 যানি পাপানি ঘোরানি ক্রণহত্যাাদিকানি ৫ ।
 নাশং যা স্ত কণাদেব সঙ্গমস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৬১
 অশ্বমেধসহস্রস্ত ফলঞ্চ ভবতি ক্রবম্ ॥ ৬২
 সমুদ্রতীরে পরমং তেজোলিঙ্গং তুর্যাসদম্ ।
 যত্র সিদ্ধাঃ পুরা বৎস মুনয়ঃ সপ্তকোটয়ঃ ॥ ৬৩
 সপ্তকোটীশ্বরঃ নাম ততঃ প্রভৃতি নারদ ।
 তস্ত লিঙ্গস্ত মাহ স্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥
 স্মরণাদস্ত লিঙ্গস্ত গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৬৫
 সমুদ্রে বিধিবৎ স্নাত্বা সপ্তকোটীশ্বরং শিবম্ ।

গোদানের ফল হইয়া থাকে । তাদৃশ
 স্নানকারী মানবের ভূমিদানফল হইয়া
 থাকে । চন্দ্রস্বধা-গ্রহণে স্নান করিলে
 লোকবিখ্যাত সমগ্র দানেরই ফললাভ
 হইয়া থাকে । হে নারদ ! বাডবানলমুক্ত
 বলিয়া এই তীর্থ এত পুত । এই লবণ-
 সাগর অপেক্ষা সুতীর্থ পৃথিবীতলে আর
 নাই । যে স্থলে গঙ্গা, গোদাবরী,
 নর্মদা, চন্দ্রভাগা এবং বেদিকা নদীর সঙ্গম
 হইয়াছে, সমুদ্রের সেই ভাগে স্নান করিবে ।
 ক্রণহত্যাাদি যে সকল ঘোরতর পাপ থাকে,
 এই সকল নদীসঙ্গমে স্নানপ্রভাবে তৎসমস্ত
 ক্রমমাত্রে বিনষ্ট হয় এবং সহস্র অশ্বমেধ
 যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে । ৪৮—৬২ ।
 সমুদ্রতীরে পরম তুর্যাসদ তেজোলিঙ্গ অবস্থিত
 আছেন, তথায় পূর্বকালে সপ্তকোটী মুনীগণ
 সিদ্ধ হইয়াছিলেন । হে বৎস নারদ ! তদবধি
 সেই লিঙ্গ সপ্তকোটীশ্বর নামে খ্যাত । সেই
 লিঙ্গের যাহা স্ম্যং বলিতে আমি অসমর্থ ।
 সেই লিঙ্গের স্মরণ মাত্রে সহস্র গোদানের

যে ঐক্যস্তি মহাত্মানো মুক্তিভাজো ভবন্তি তে
রাজস্বয়ং যজ্ঞস্ত সহস্রগুণিতং ফলম্ ।
তথা গোমেধযজ্ঞস্ত দর্শনাৎ তৎফলস্তিহ ॥ ৬৭
সপ্তকোটীধরো দেবো দৃষ্টচেতুর্বি মানবৈঃ ।
ধন্তান্তে যে চ লোকেহস্মিন্তেষাং মুক্তিঃ

করে স্থিতা ॥ ৬৮

তত্র স্নানং জপো হোমো দানঞ্চ পিতৃতর্পণম্ ।
সর্বং তদক্ষয়ং প্রোক্তং সপ্তকোটীধরে শিবে ॥
সপ্তকোটীধরং প্রাপ্য কথং শোচন্তি জন্তবঃ ।
সর্কাসুগ্রাহকো কল্পস্তস্মিন্মিহৈ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭০
ন তচ্ছৈলময়ং লিঙ্গং ন তট্টমং ন রাজতম্ ।
ন তদ্রত্নময়ং লিঙ্গং জ্ঞাতব্যমিতি নারদ ॥ ৭১
কিং তজ্জ্যোতির্শ্রয়ং লিঙ্গং শৈবং পদমনাময়ম্
সপ্তকোটীধরং লিঙ্গং প্রাহর্বেদবিদো বুধাঃ ॥ ৭২
অহং নারায়ণো দেবঃ শক্তশ্চৈশ্রো দিবাকরঃ ॥
মরুতো মূলয়ঃ সিন্ধাঃ খেচরা ভূচরাস্চ যে ॥ ৭৩

কল লাভ হইয়া থাকে । যথাবিধি সাগর-
স্নান করিয়া সপ্তকোটীধর শিব দর্শন করিলে
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । সহস্র রাজস্ব-
যজ্ঞের ফল এবং গোমেধ-যজ্ঞের ফল সপ্ত-
কোটীধর শিবদর্শনে হইয়া থাকে । যে
মানবেরা সপ্তকোটীধর শিবলিঙ্গ দর্শন করেন,
ইহলোকে ভীহার্য্য ধন্ত ও মুক্তি ভীহাদের
করতলস্থ । সপ্তকোটীধর শিবলিঙ্গ সন্নিধানে
স্নান, দান, যজ্ঞ, হোম এবং পিতৃতর্পণ অক্ষয়
ফলজনক হইয়া থাকে, ইহা কথিত আছে ।
সপ্তকোটীধর শিবলিঙ্গের সমাপবর্তী হইলে
প্রাণিগণের আর হুঃখ করিতে হয় না ।
কেমনা, সর্কাসুগ্রাহকরা কল্প সেই লিঙ্গে
অবস্থিত । সেই লিঙ্গ পাষণ্ডময়, সুবর্ণময়
কিংবা রত্নময় নহে ; কিন্তু হে নারদ ! সেই
লিঙ্গ সাধাৎ শিবস্বরূপ জ্যোতির্শ্রয় সনাতন-
রূপী, ইহা বেদবেত্তা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ।
আমি, নারায়ণ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু,
মুনিগণ এবং খেচর, ভূচর, সিদ্ধগণ,

অর্চয়িত্বা পরং লিঙ্গং সপ্তকোটীধরং শিবম্ ।
প্রাপ্তবন্তঃ পরাং সিদ্ধিং তস্মিন্মিহৈ চ নারদ ॥
ইতি স্ত্রীস্বরূপরাণোপপুরাণে স্ত্রীসৌরে সূত-
শৌনকসংবাদে শিবার্চনমাহাত্ম্যাদিকথনং
নাম ষষ্ঠ্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

উজ্জয়িত্বা মহাকালঃ যে বৈ পশুতি মানবাঃ ।
অবাধুযুঃ পরং লোকং যত্র গন্তা ন শোচতি ॥ ১
মহাকালস্ত লিঙ্গস্ত দিব্যালিঙ্গং তদুচ্যতে ।
স্পর্শনাৎ তস্ত লিঙ্গস্ত সশরীরঃ শিবং যযুঃ ॥ ২
তত্রজ্ঞাত্বা চ ময়া তত্র পাষণ্ডঃ কুক্কটাকৃতিঃ ।
নিক্ষিপ্তশ্চ মহাকালে ততোহুৎ কুক্কটেশ্বরঃ ॥
তত্রৈব নগরে রম্যে শুলেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ।
তস্ত দর্শনমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥ ৪

এই সপ্তকোটীধর শিবলিঙ্গ অর্চনা করিয়া
সেই লিঙ্গ-সমীপেই পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়াছি । ৬৩—৭৪ ।

ষষ্ঠ্যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিগেন,—যে মানবগণ উজ্জ-
য়িনীতে মহাকাল দর্শন করিবে, তাহদিগের
হুঃখবর্জিত পরমস্থান প্রাপ্তি হয় । মহাকাল-
লিঙ্গ দিব্যালিঙ্গ নামে অভিহিত ; সেই
লিঙ্গস্পর্শে সশরীরে শিবপ্রাপ্তি হয় । আমি
তাহা অবগত হইয়া মহাকাল সন্নিধানে
কুক্কটাকার এক পাষণ্ডও নিক্ষেপ করি ।
মহাকালপ্রভাবে তিনি কুক্কটেশ্বর নামে ব্যাভ
শিবলিঙ্গ হইয়াছেন । সেই রমণীয় নগরে
শুলেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছেন,
ভীহার্য্য দর্শনমাত্রেণ অমেষেধযজ্ঞের ফললাভ

শূলেশ্বরস্ত পূর্বে তু ওঙ্কারং ত্রিঙ্গমুত্তমম্ ।
তত্র কুণ্ডং মহাদিব্যং পুরিতং পূণ্যবারিণা ॥ ৫
জ্ঞানং সমাচরংস্তত্র প্রায়তাত্মা সমাহিতঃ ।
দ্বিতীয়েহিহ তৃতীয়েহু দশমে বাপি নারদ ॥ ৬
পক্ষে মাসেহথ যথ্যাণে স্বপ্নে পশুতি শঙ্করম্ ।
দিব্যং জ্ঞানমবাপ্নোতি দেবানামপি তুর্লভম্ ॥ ৭
যঃ পশ্চেন্নিস্রমোঙ্কারং স্নাত্বা কুণ্ডে সমাহিতঃ ।
দীক্ষাসহস্রশ্রবণং প্রাপ্য যাতি পরং গতিম্ ॥
তত্রৈবগন্ত্যমুনিনা তপসারাদিতঃ শিবঃ ।
প্রাহুর্ভূতশ্চ ভগবানগন্ত্যেখরনামতঃ ।
প্রসিক্তো দর্শনাৎ তস্ত ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥
তত্রৈব শক্তিভেদাখ্যাং তীর্থং মুনিনিষেবিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা ভদ্রবটং যন্ত পশুতি মানবঃ ।
সরূপাপবিনির্মুক্তঃ স্বন্দলোকে মহীয়তে ॥ ১০
তীর্থানি কোটিশঃ সন্ত উজ্জয়িত্বাং সমস্ততঃ ।
তেষাং মাহাত্ম্যমখিলং স্থান্দে স্বন্দেন ভাবিতম্

হয়। শূলেশ্বরের পূর্বভাগে উত্তম ওঙ্কারে-
খর ত্রিঙ্গ। পূণ্যবারি-পরিপূর্ণ মহা দিব্য-
কুণ্ড তথায় বর্তমান। পবিত্র একাগ্রচিত্তে
তথায় জ্ঞান করিলে দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন,
দশম দিন, পঞ্চদশ দিন, এক মাস অথবা
ছয় মাসের মধ্যে স্বপ্নে শিবদর্শন হয় এবং
হে নারদ! পরে দেবহর্ষভ দিব্যজ্ঞান লাভ
হইয়া থাকে। সমাহিতভাবে সেই কুণ্ডে
জ্ঞান করিয়া ওঙ্কারত্রিঙ্গ দর্শন করিলে সহস্র-
যজ্ঞদীক্ষা-ফল লাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত
হয়। সেই স্থানেই অগস্ত্যামুনি তপস্শা-
যোগে শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন।
তাহাতে ভগবান্ শিব প্রাহুর্ভূত হন।
তিনিই অগস্ত্যেখর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার
দর্শনে ব্রহ্মহত্যা দূর হয়। সেই স্থানেই
শক্তিভেদ নামক মুনি-সেবিত তীর্থ; তথায়
জ্ঞান করিয়া যে মানব ভদ্রবট দর্শন করে,
সরূপাপমুক্ত হইয়া কার্তিকেয়লোক-প্রাপ্তি
লাভ করে। উজ্জয়িনীর চতুর্দিকে কোটি
কোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সম্পূর্ণ
মাহাত্ম্য স্বন্দপুরাণে কার্তিকেয় কীর্ত্তন

কুরুক্ষেত্রে তু দেবর্ষে স্বাগুর্নাম মহেশ্বরঃ ।
তপস্তপ্ত্বা ময়া তত্র প্রাপ্তং ব্রহ্মহমুত্তমম্ ॥ ১২
বালখিল্যাদয়স্তত্র সিদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ পরাং পুরা ॥
তত্রাসীৎ পুলহঃ পূর্ষঃ মশকঃ স্বাগুর্মন্দিরে ।
মুতস্ত বিবিধান্ ভোগান্ ভুজ্জা দিব্যমনোরথান্
তদন্তে মৎসুতো জাতঃ স্বাগুর্মুট প্রভাবতঃ ॥ ১৪
সর্বদেবময়ো যত্র স্বাগুর্নাম মহেশ্বরঃ ।
ইষ্টঃ সুরুভ মনুজঃ শৈবং পদমবাপুগাৎ ॥ ১৫
তীর্থরাজ ইতি খ্যাতঃ প্রয়াগো মুনিসন্তথাঃ ।
গঙ্গাযমুনয়োস্তত্র সঙ্গমো লোকবিজ্ঞতঃ ॥ ১৬
তত্র স্নাত্বা দিবং গন্ত্য ভোগান্ ভুজ্জা যথেষ্টয়া
আন্তে মহেশ্বরো যত্র সর্কারগ্রাহকঃ পরঃ ॥ ১৭
দর্শনাদক্ষ্যার্নোঁকান প্রাপ্নোতি মনুজোত্তমঃ ॥
অন্ততীর্থং পরং গুহ্যং গয়াতীর্থমিতি স্মৃতম্ ।
যত্র শম্ভোভগবতশ্চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ১৯

করিয়াছেন। হে দেবর্ষে! কুরুক্ষেত্রে স্বাগু-
নামে মহেশ্বর আছেন; আমি তথায় তপস্শা
করিয়া উত্তম ব্রহ্মহ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাল-
খিল্যাদি ঋষিগণ পূর্বকালে সেই স্থানে পরম
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুলহ-ঋষি
পূর্বজন্মে সেই স্বাগুর্মন্দিরে মশক ছিলেন,
তথায় পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়া, বিবিধ প্রকার দিব্য
অভিলাষানুযায়ী ভোগ করিয়া পরিশেষে
স্বাগুর অচিন্তনীয় প্রভাবে আমার পুত্ররূপে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্বদেবময় স্বাগু-
নামক সেই মহেশ্বরকে একবার পূজা করিলে
শিবপদ লাভ হয়। ১২—১৫। হে মুনিসন্তম!
প্রয়াগ তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত তীর্থ; তথায়
লোকবিখ্যাত গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম আছে।
তথায় জ্ঞান করিলে স্বর্গলাভ এবং অভি-
লষিত ভোগপ্রাপ্তি হয়। সর্কারগ্রাহকারী
শিব তথায় বর্তমান আছেন। যে মানব-
শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার অক্ষয়-
লোক প্রাপ্তি হয়। পরম গোপনীয় অন্ত
তীর্থ আছে, তাহার নাম গয়াতীর্থ। তথায়
ভগবান্ শিবের চরণদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

পিতৃগামক্যা তুষ্টিতত্ত্ব পিতৃপ্রদানতঃ । ২০
 মহানন্ডাৎ নয়ঃ স্নাত্বা কুজপাদঃ স্পৃশেদ্বাদি ।
 শিবলোকমবাপোতি পিতৃভিঃ সহ মোদতে ।
 মহাকালঃ মহাতীর্থং কালকালস্ত বহুতম্ ।
 তজ্জাপি দেবদেবেন বিস্তৃতচরণে ভূবি ৷২২
 তত্র স্নাত্বা তু মেধাবী চরণঃ পার্শ্বতীপতেঃ ।
 যঃ পশ্চতি নরো ভক্ত্যা শৈবং পদমবাগুঘাৎ ॥
 ইতি সৌরসুদান্বপুৰাণে সৌরোত্তরে সূত-
 শৌনকসংবাদে মহাকালাদিমাহাত্ম্যকথনং
 নাম সপ্তযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রায়ঃ প্রান্তমুপোষ্যঃ স্ত্রাৎ তীর্থে
 দেবকলেপ্তুভিঃ ।
 মূলং হি পিতৃতুষ্টিার্থং পিত্র্যকোক্তং মহাবিভিঃ ॥

সেখানে পিতৃদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয়
 তুষ্টি হইয়া থাকে । মানব মহানদীতে স্নান
 করিয়া কুজপাদ স্পর্শ করিলে শিবলোক
 প্রাপ্ত এবং পিতৃগণের সহিত আনন্দিত হয় ।
 শিবপ্রিয় মহাতীর্থ মহাকালেও দেবাদিদেব
 ভূতলে চরণবিস্তার করিয়াছেন । যে
 মেধাবী মানব স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে
 শিবের চরণ দর্শন করিবে, তাহার শিবপদ-
 প্রাপ্তি হইবে । ১৬-২৩ ।

সপ্তযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম বলিলেন,—দেবকর্ষের কলপ্রার্থী
 ব্যক্তিগণ প্রায়ই তিথির শেষখণ্ডে উপবাস
 করিবে, অর্থাৎ এক তিথি দুই দিন থাকিলে
 তাহার শেষভাগ লইয়া প্রায়ই দেবকার্য্য
 করিতে হয় এবং পিতৃগণের সন্তোষের জন্ত
 তিথির পূর্বভাগ গ্রাহ্য, অর্থাৎ এক-তিথি

যাঃপ্রাপ্যাত্মমূপৈত্যর্কঃ সা চেৎস্ত্রাংজিমুহূর্তিক
 ধর্ম্মকৃত্যেযু সর্বেষু সম্পূর্ণাং তাং বিহুস্তিথিষু ।
 অষ্টম্যেকাদশী যষ্টী তৃতীয়া চ চতুর্দশী ।
 কর্তব্য। পরসংযুক্তা অপরা পূর্বমিচ্ছিতা ॥ ৩
 বৃহত্তরা তথা রজ্জা সাবিজ্ঞী বটপৈতৃকী ।
 কৃষ্ণাষ্টমী সন্ততা চ কর্তব্য। সমুখী তিথিঃ ॥ ৪
 লিঙ্গে স্বায়ত্ত্ববে বাণে রত্নে চ রসনির্ম্মিতে ।
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিতে লিঙ্গে ন চণ্ডস্বাধিকারতঃ ॥ ৫
 বাণলিঙ্গঃ স্বয়ংভূমিস্ত্র্যকান্তিস্তথৈব চ ।
 চান্দ্রায়ণসমং পুণ্যং শস্তোন্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥ ৬
 বুধং চণ্ডং বুধকৈব সৌমস্বজঃ পুনর্বুধম্ ।
 চণ্ডঞ্চ সৌমস্বজঞ্চ পুনশ্চণ্ডং পুনর্বুধম্ ॥ ৭
 আরঞ্চ আরনালঞ্চ কাংস্তপাত্রং মসুরিকা ।
 চণকাস্তিলতৈলঞ্চ মজ্জবীর্ষ্যহর্যণ যট্ ॥ ৮

দুই দিন থাকিলে পিতৃকার্য্যে পূর্বভাগ
 প্রায়ই গ্রাহ্য ; এই জন্ত মহাবিগণ ইহার
 নাম বলিয়াছেন পিত্র্য । যে তিথিতে
 সূর্য্যাস্ত হয়, সেই তিথি দিবসে তিন মুহূর্ত-
 মাত্র থাকিলেও সকল ধর্ম্মকার্য্যে (শ্রাদ্ধবিশেষ
 এবং উপবাসবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কার্য্যে)
 সম্পূর্ণ তিথি বলিয়াই জ্ঞেয় । অষ্টমী, একা-
 দশী, যষ্টী, তৃতীয়া এবং চতুর্দশী (বিশেষ
 বিশেষ স্থল ব্যতীত) পর তিথিযোগে গ্রাহ্য,
 অর্থাৎ দুই দিন এই সকল তিথি থাকিলে
 পরদিনে কর্ত্ত্ব করিতে হয় । অপর সকল
 তিথি পূর্বতিথিযোগে গ্রাহ্য । বৃহত্তরা,
 রজ্জা, সাবিজ্ঞী, বটপৈতৃকী, কৃষ্ণাষ্টমী এবং
 চতুর্দশীর সমুখভাগ ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য ।
 স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, রত্নলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ এবং
 সিদ্ধপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নিম্নাঙ্গে চণ্ডেশ্বরের
 অধিকার নাই । বাণলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এবং
 চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত শিবলিঙ্গের নৈবেদ্য-
 ভক্ষণে চান্দ্রায়ণ তুল্য পুণ্য হয় । বুধ,
 চণ্ড, বুধ, সৌমস্বজ, বুধ, চণ্ড, সৌমস্বজ,
 চণ্ড এবং বুধ এই নামে এইরূপ ক্রমে পূজা
 করিবে । ১-৮ । আর, আরণাল, কাংস্ত-
 পাত্র, মসুরী, চণক এবং তিলতৈল এই

বামপার্শ্বে বিনিষ্কিপ্য গৃহীত্বা বামপাণিনা ।
 ধূত্বা চ দক্ষিণে পাণৌ তৈলে দদ্যজ্জলাঞ্জলিম্
 গুরুশব্দং কৃৎসনং কৃৎসনং নিরোধকঃ ।
 অঙ্ককারিনিরোধত্বাদ্ গুরুশব্দো নিগদ্যতে ॥১০
 গুরুত্যাগী লভেদ্ব্যুত্থানং মজ্জত্যাগী দগ্নিজ্ঞাতাম্ ।
 গুরুমজ্জপরিত্যাগাৎ সিদ্ধোহপি নরকং ব্রজেৎ
 একমর্দনং প্রদাতব্যং মধ্যাহ্নে তাস্করং প্রতি ।
 উভয়োঃ সন্ধ্যায়োরাপস্রিঃ ক্রিপেদমুরক্ষ্যতঃ ॥
 ভ্রাতৃত্বং ন কুর্য্যত ন কর্তব্যং পিতামৃতম্ ।
 অনগ্রিকং ন কর্তব্যং ন কুর্য্যাদগভিগীপতিম্ ॥
 নিরায়কঃ স্মৃতস্তাবদব্যবহার্য্যং ন বিন্দতি ।
 সাগ্নিকো ভাৰ্য্যাযুক্ত ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥
 প্রণামমেকহস্তেন একং বাপি প্রদক্ষিণম্ ।
 কালসেবা তথাকালে অঙ্গপূৰ্ণ্যং বিনশ্চতি ॥১৫
 সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনে শুরৌ ।
 প্রত্যেকঞ্চ নমস্কারং হস্তি পূণ্যং পুরাকৃতম্ ॥

ছয়টি দ্রব্য মজ্জবীৰ্য্যের নাশক। বাম-
 পার্শ্বে নিক্ষেপ, বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ এবং
 দক্ষিণহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া তৈলে জল-
 প্রক্ষেপ করিবে। “গুরু” শব্দে অঙ্ককার এবং
 “কৃৎসন” শব্দে বিনাশকর্তা; অঙ্ককার-বিনাশক
 বলিয়া গুরু গুরুপদবাচ্য। গুরুত্যাগে
 মৃত্যু এবং মজ্জত্যাগে দারিদ্র্য হয়। গুরু এবং
 মজ্জ পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধও নরকগামী
 হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে সূর্য্যোদ্যেবে এক-
 বার জলদান করিবে, উভয় সন্ধ্যায় অশুভ
 কয়ের জন্য তিনবার জলদান করিবে। জ্যেষ্ঠ
 বা কনিষ্ঠ কোন ভ্রাতাই দীক্ষণীয় নহেন।
 পিতা পুত্রকে দীক্ষা দিবে না, নিরায়ক ব্যক্তি
 সাগ্নিককে দীক্ষা দিবে না এবং গভিগী পতি-
 সহবাস করিবে না। যে পর্য্যন্ত বিবাহ না
 হয়, সেই পর্য্যন্তই নিরায়। ভাৰ্য্যাযোগ
 হইলে তাহাকে সাগ্নিক বলা যায়। একহস্তে
 প্রণাম, একবার প্রদক্ষিণ এবং অল্পপুস্ত্র
 কালে কালাঙ্কুরপ সেবার এক বৎসরের
 পুণ্যকল বিনষ্ট হয়। সভা, যজ্ঞশালা, দেব-
 মন্দির এবং গুরু, সমীপে প্রত্যেককে

গোক্ষীরং গোয়তঈকৈব মুদগধাত্তং তিলা যবাঃ
 এতে চৈবাকারগণা অন্তে কারগণাঃ স্মৃতাঃ ॥
 মক্ষিকা মশকা বেষ্টা যাত্ৰকাষ্টব মুমকাঃ ।
 গণকা গ্রামগীষ্টব সপৈশ্বেতে পরভক্ষকাঃ ॥১৮
 ইতি ক্রীতক্ষপুৰাণোপপূৰ্য্যণে ক্রীসৌরে স্মৃত-
 শৌনকসংবাদে তিথিনির্ণয়াদিকখনং নামা-
 ষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায় ।

নারদ উবাচ ।

হেতুন কেন ভগবান্ কালকালো মহেশ্বরঃ ।
 শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ ক্রাহি মে কমলোত্তব ॥১
 ব্রহ্মোবাচ ।
 আদীমুনিবরঃ পূৰ্ব্বং নান্য শ্বেত ইতি স্মৃতঃ ।
 তীর্থোদকানি সেবেত যমাংশ নিয়মাংস্তথা ॥২
 মাহেশ্বরপ্রাণীঃ শাস্তো মহাদেবার্চনে রতঃ ।

নমস্কার করিলে প্রাকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।
 গোহৃদ, গব্যায়ত, মুদগা, ধাত্ত, তিলা, এবং
 যব, ইহাই অক্ষার নামে অভিহিত, আর
 সমস্তই ক্ষার। মক্ষিকা, মশক, বেষ্টা,
 যাক, মুম্বিক, গণক এবং নাপিত ইহার
 পরভোগী। ১—১৮ ॥ *

ষষ্ঠযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৮ ॥

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্! কমল-
 যোনে! ভগবান্ মহেশ্বর কি কারণে যমের
 কালস্বরূপ হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে
 অভিলাষী হইয়াছি, বলিতে আত্মা হয়।
 ব্রহ্মা বলিলেন,—পূৰ্ব্বকালে শ্বেত নামে এক
 প্রধান মুনি ছিলেন; তিনি তীর্থজল-স্নায়ী,
 যম-নিয়ম-সেবী, শমগুণাবলম্বী, শিবপূজারত

* এই অধ্যায়টি সুপরিভুক্ত এবং সুস-
 দৃষ্ট নহে।

তং নেতুমাগতঃ কালো দগুহস্তো ভয়ঙ্করঃ ॥৩
দৃষ্ট্বা কালং স বিপ্রস্ত্রো ভয়বাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ
স্পৃষ্ট্বা করাভ্যাং তল্লিঙ্গং ধ্যায়মানো মহেশ্বরম্
প্রহসনব্রবীৎ কালঃ শ্বেতঃ মুনিবরং মূনে ।
প্রাণে ময়ি কথং ব্রহ্মন স্বাশ্চিৎস্তি জহবঃ ॥৫
চরন্তি মন্ত্রাণ্যং সর্কে ব্রহ্মাচর্য্যং তপাংসি চ ।
তীর্থং দানং প্রশংসন্তি নিরতাঃ স্বেষ্য কৰ্ম্মভু ॥
যজন্তি মন্ত্রাদেবান্ যজ্ঞাংস্চ বিবিধাংস্তথা ।
তস্মাদ্ভক্তিৰ্ভ নেষ্যামি মম পাশবশং গতঃ ॥ ৭
দাতারো নৈব পশুন্তি তবাক্ষ মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৮
এবং নিশ্চয়া বচনং স বৈ কালস্ত নারদ ।
অথাব্রবীদ্ যমঃ ভীতঃ পাশহস্তঃ করালিনম্
কথমীশার্চনরতং ত্বং মাং নেতুমিহার্হসি ।
শিবার্চনরতানাঞ্চ তন্তঃ কস্মাস্তয়ং বদ ॥ ১০
এবমুক্তো যমঃ কোপাত্তুষ্কাত্য মুনিপুঙ্গবম্ ।
পাশৈর্দৃঢ়তরৈঃ শীঘ্রং ধ্যায়মানং মহেশ্বরম্ ॥১১

এবং শৈবাগ্রগণ্য ছিলেন। ভয়ঙ্কররূপী যম তাঁহাকে লইবার জন্ত দগুহস্তে উপস্থিত হইলেন। সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ যমদর্শনে ভীতি-বাকুলচিত্তে করমুগলে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করত শিবধ্যান করিতে লাগিলেন। হে মূনে! তখন যম অটহাস্য করত মুনিবর শ্বেতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি উপস্থিত হইলে, প্রাণীরা কি আর সুস্থ থাকিতে পারে? আমার ভয়েই লোকে ব্রহ্মাচর্য্য, তপস্যা করিয়া থাকে এবং স্ব স্ব কৰ্ম্মপরায়ণ হইয়া তীর্থ ও দানের প্রশংসা করিয়া থাকে। আমার ভয়েই লোকে বিবিধ যজ্ঞ ও দেবপূজা করিয়া থাকে। একপে উঠ, মদীয় পাশের বশবর্তী হও, লইয়া যাই; অথ তোমার দাতৃবৃন্দ তোমাকে আর দেখিতে পাইবে না। হে নারদ! শ্বেত, যমের এইপ্রকার কথা শুনিয়া সন্তরে সেই পাশহস্ত করালরূপী যমকে বলিলেন,—আমি শিবপূজারত, আমাকে লওয়া ত আপনায় আদ্রস্ত নয়; শিবপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের আপনা হইতে কেন ভয় থাকিবে, বলুন। শ্বেতমুনি এই কথা

অথ দেবো মহাদেবঃ প্রাজুর্ভূতবিলোকভূৎ ।
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং প্রহস্তোহভূৎ তদা মুনিঃ
শঙ্করোহথাব্রবীৎ কালং মম ভক্তং বিমোচয় ।
স্বতন্ত্র এব মন্ত্রভঃ স কথং নীয়াত ত্বয়া ॥ ১৩
যজ্ঞভঃ দেবদেবেন তদতিক্রমা সূর্য্যজঃ ।
পুনর্ব্বন্ধ নৃপতিং স্বপুরীং গমনোদ্যতঃ ॥ ১৪
অথ দেবো মহাদেবো বিবেশ্বর উমাপতিঃ ।
অকরোক্তস্মসাৎ কালং শ্বেতঃ পাশৈর্বিমোচিতঃ
দন্তং ভগবতা তস্মৈ গাণপত্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥১৫
দেব্যাহু মহাদেবঃ ক্ৰণাদহুহিতোহভবৎ ।
অনেন হেতুনা শঙ্কুঃ কালকাল ইতি স্মৃতঃ ॥১৬
অহঞ্চ বিষ্ণুনা সর্কঃ স্বভা দেবং মহেশ্বরম্ ।
প্রসাগাথ পুনর্জাতঃ কালঃ শস্তোরভুগ্রহাৎ ॥১৭
অন্ততীর্থং পুণ্যতমং জ্ঞানেশ্বরমিতি স্মৃতম্ ।
যেবাতীরে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮.

বলিলে, শিবধ্যানরত সেই মুনিবরকে যম দৃঢ়তর পাশে শীঘ্র বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিলোকবর্ত্তা দেবদেব মহাদেব প্রাজুর্ভূত হইলেন। শ্বেতমুনি দেবদেব ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়া হুট্ট হইলেন। শঙ্কর যমকে বলিলেন,—আমার ভক্তকে ছাড়িয়া দাও। আমার ভক্ত স্বাধীন; তাহাকে তুমি লইয়া যাইতেছ কেন? দেব-দেব যাহা বলিলেন, রবিস্তত তাহা লব্ধ-পূর্ব্বক স্বীয় নগরে গমনোদ্যত হইয়া শ্বেত-মুনিকে পুনর্ব্বার বন্ধন করিলেন। ১—১৪। অনন্তর দেবদেব মহাদেব উমাপতি বিবেশ্বর যমকে ভস্মসাৎ করিলেন, শ্বেতমুনিকেও পাশ বন্ধন-বিমুক্ত করিলেন। ভগবান্ শিব তাঁহাকে নিত্য-গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাদেব ক্ৰণমধ্যে দেবীর সহিত অহুহিত হইলেন। এই হেতু শঙ্কু কাল-কাল নামে অভিহিত। পরে বিষ্ণু সমভি-ব্যাহারে আমি মহাদেবকে স্তব দ্বারা প্রসন্ন করিলে, তাঁহার অহুগ্রহে কাল পুনর্জীবিত হয়। হে মুনিবর! নর্ম্মলাতীরে আর এক পণ্ডিতমহা মহাপাতকনাশন তীর্থ আছে,—

কোটিশঃ সন্তি তীর্থানি তস্মিন্ জালাশ্বরেণশিবে
তত্র স্নাত্বা দেবত্বং দৃষ্ট্বা জালাশ্বরং শিবম্ ॥
কুলৈকবিশ্বমুদ্র্যত শিবলোকে মর্হীয়তে ॥ ২০
অন্তঃ ক্রীপর্কতঃ শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধানামালয়ঃ শুভম্ ।
তত্র সিদ্ধাশ্চ মুনয়ো দৃষ্টান্তে সর্বতো গিরৌ ॥
সদা সন্নিহিতঃ শত্ৰুর্লিপ্তে ক্রীমল্লিকার্জুনে ।
দৃষ্টে তস্মিন্ পরে লিপ্তে জীবমুক্তো নরো

ভবেৎ ॥২২

মহুয়াঃ পশবঃ কোটিমুগাশমশকাদয়ঃ ।
ক্রীপর্কতে যুতাঃ সর্বে যান্তি শস্তোঃ পরং পদম্
কেদারে পরমং তীর্থং প্রিয়ং দেবস্তা শুলিনঃ ।
তত্র স্নাত্বাদকং পীত্বা সম্পূজ্য চ পিনাকিনম্ ।
গাণপত্যমবাপ্নোতি দেবানামপি তুর্লভম্ ॥ ২৪
বৃষধ্বজে পরং তীর্থং দেবিকায়ান্তটে মুনৈঃ ।
যত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যাং বাপোতি ॥
গোদাবরী নদৌ যত্র নির্গতা পাপহারিণী ।
তত্র দেবাবিদেবেশস্বিয়স্বক ইতি স্মৃতং ॥ ২৬

তাঁহা জালাশ্বর নামে খ্যাত । সেই জালা-
শ্বর শিব সমীপে কোটি কোটি তীর্থ আছে ।
হে দেবর্ষে ! নর্যদাস্তান করিয়া জালাশ্বর-
শিব দর্শন করিলে একবিশতি পুরুষ
উদ্ধার করিয়া শিবলোকের সম্মানিত অধি-
বাসী হয় । সিদ্ধালয় ক্রীপর্কত নামে আর
এক শুভতীর্থ আছে । সেই পর্কতের
সকল দেশেই সিদ্ধমুনিগণকে দেখা যায় ।
ক্রীমল্লিকার্জুন লিপ্তে শিব সতত সন্নিহিত ।
সেই পরমলিপ্ত দর্শন করিলে, মানব জীব-
মুক্ত হয় । মহুয়া, পশু, মুগ, অর এবং
মশকাদি কোটি কোটি প্রাণগণ ক্রীপর্কতে
পঙ্কজ পাইলে শিবের পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।
কেদারে রুদ্রদেবের পরমপ্রিয় তীর্থ আছে ।
তথায় স্নান, জলপান এবং শিবপূজা করিলে
দেবগণেরও তুর্লভ গাণপত্যপদ প্রাপ্ত হয় ।
হে মুনৈ ! দেবিকা-নদীতীরে বৃষধ্বজ তীর্থে
পরমলিপ্ত বর্তমান । তথায় স্নান ও শিব-
দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর হয় । পাপ-
হারিণী গোদাবরী নদী যেখানে নির্গত হই-

তত্র স্নানং জপো দানং ব্রহ্মযজ্ঞমথঃ কৃতং ।
সর্বং ভদ্রকথং প্রোক্তং নুনং ব্রহ্মগিরৌ মুনৈঃ ॥
তত্র স্নাত্বা শিবং দৃষ্ট্বা দেবদেবঃ ত্রিয়স্বকম্ ।
স্বন্দনন্দময়ো ভূত্বা ক্রীড়তে শিবসারথৌ ॥২৮
রেবায়া নাতিদূরে তু গোকর্ণ ইতি বিখ্যতঃ ।
অমুগ্রহার্থং লোকানাং তত্র সন্নিহিতঃ শিবঃ ॥
নিয়তোহনিয়তো বাপি যো বা কো বাপিমানবঃ
যন্ত পশুতি গোকর্ণং রুদ্রস্তানুচরো ভবেৎ ॥৩০
দেবস্ত বায়ুদিগুভাগে দেবেশী ভদ্রকালিকা ।
যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যং দর্শনাৎ প্রাণিণাং মুনৈঃ
মহাবলশ্চ ভগবান্ যত্রান্তে গিরিজাপতিঃ ।
তস্তা দর্শনমাত্রেণ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥৩২
অন্তদক্ষিণগোকর্ণং সিদ্ধুতীর্থে মহেশ্বরঃ ।
তস্তা দর্শনমাত্রেণ রাজস্বকলং লভেৎ ॥ ৩৩
অন্তদাকবনং পুণ্যং শঙ্করস্তাতিবলভম্ ।
গিরিজাপতিনা যত্র যোহিতা মূনিপত্নয়ঃ ॥ ৩৪

যাছেন, তথায় দেবাধিদেব ঈশ্বর ত্র্যম্বক
নামে খ্যাত হইয়াছেন । হে মুনৈ ! সেই
ব্রহ্মগিরিতে স্নান, দান, জপ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং
অন্ত যে কোন যজ্ঞ করিলে, তাঁহাই অক্ষয়-
কলজনক হইবে । তথায় স্নান করিয়া দেব-
দেব ত্র্যম্বক নামক শিব দর্শন করিলে, কার্ত্তি-
কেয় ও নন্দীর সমান হইয়া, শিবসমীপে
ক্রীড়া করিতে পায় । ১৫—২৮ । নর্যদায়
অনতিদূরে গোকর্ণ নামে বিখ্যাত তীর্থ ;
তথায় শিব, লোকের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া
সর্বদা সন্নিহিত আছেন । যে মানব, সংযত
অসংযত ইত্যাদি যে কোন ভাবে গোকর্ণ-
শিব দর্শন করিলে, সেই শিবানুচর হইবে ।
হে মুনৈ ! গোকর্ণলিপ্তের বায়ুযোগে দেবেশী
ভদ্রকালী আছেন, তাঁহাকে নিত্য দর্শন
করিলে, প্রাণিগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ।
তথায় মহাবল-নামক ভগবান্ শিবের দর্শন
মাত্রে সহস্র গোদানকলপ্রাপ্তি হয় । সিদ্ধু-
তীর্থে দক্ষিণ-গোকর্ণ নামে আর এক তীর্থ
আছে, তথায় মহেশ্বর দর্শন করিলে রাজ-
স্বয় যজ্ঞের কলপ্রাপ্তি হয় । দাকবন নামে

নারদ উবাচ ।

কথং ভগবতা তাত মোহিতা মুনিপত্নয়ঃ ।

আচক্ৰ তৎ সমাসেন কোতুকাঃ হৃদি বৰ্জতে ॥৩৫

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি ভবন্ত চরিতং শুভম্ ।

ঋষণাদেব মনুজঃ শিবস্ত দয়িতো ভবেৎ ॥৩৬

ভৃগুরত্নির্বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

জমদগ্নিরত্নরজাজ্ঞো গোতমো ভাষ্করিপ্তথা ॥৩৭

বামদেবোহঙ্গিরাঃ শম্বো লিখিতশ্চ বৃহজ্জুবাঃ ।

বিশ্বামিত্রোহথ জাবালিরস্তে চ মুনয়স্তথা ॥ ৩৮

যজ্ঞৈর্ধজজি দেবেশং তপস্ত চ তপস্তথা ।

অজ্ঞাতৈব পরং ভাবং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥৩৯

তেষাং মুকৌখিতো ধুমন্তপসা ক্রেপিতাস্তনাম্ ।

তেন ধূমেন মহতা ব্যাণ্ডো ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপঃ ॥৪০

শক্তোকংসঙ্গগা দেবী ধুমব্যাণ্ডং জগল্লয়ম্ ।

দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বিশ্বেশং কোতুকাদীশ্বরেশ্বরী ॥৪১

দেব্যাবাচ ।

আশ্চর্যমিয মে ভাতি ধুমব্যাণ্ডমিদং জগৎ ।

আর এক তীর্থ আছে, তাহা শিবের অতি প্রিয়; সেই তীর্থে শিব মুনিপত্নীগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন— পিতঃ! ভগবান্ শিব মুনিপত্নীগণকে কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা বলুন, আমার মনে পরম কুতূহল হইতেছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ! শিবের শুভচরিত্র বলিতেছি, ঋষণ কর; ইহা ঋষণ করিলে মানব শিবপ্রিয় হইয়া থাকে। ভৃগু, অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, ভাষ্করি, বামদেব, অঙ্গিরা, শম্ব, লিখিত, বৃহজ্জুবা, বিশ্বামিত্র, জাবালি এবং অজ্ঞান মুনিগণ দেবদেব শূলপাণির পরম-ভাব অবগত না হইয়াই যজ্ঞ দ্বারা শিবপূজন এবং তপস্তা করিতেছিলেন; তপঃক্রিষ্ট সেই মুনিগণের মস্তক হইতে ধূম উৎখিত হইল, সেই মহাধূমে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ পরিব্যাপ্ত হইল। শিবভগতা দেবী ঈশ্বরেশ্বরী ত্রৈলোক্য ধুমব্যাণ্ড অবলোকন করিয়া কৌতূহলক্রমে

ধুমন্ত কারণং ক্রহি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৪২

ঈশ্বর উবাচ ।

যত্র দারুবনং পুণ্যং মম চাতীৰ বনভম্ ।

তত্র তিষ্ঠন্তি মুনয়স্তপোনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥১০

অবিদিতৈব মাং দেবি শরীরক্লেণকারিণি ।

তেষাং যুঞ্জি স্থিতো ধূমো ব্যাপ্তোহি সচরাচরম্

কৰ্ম্মাণি যানি লোকেষু পুঙ্কলানি বহুনি চ ।

সৰ্বাণি নিফলাস্তেব মামজ্ঞাতৈব পার্শ্বতি ॥৪৫

এবং দেবস্ত বচনং ব্রহ্মামৰ্ষমথাত্রবীৎ ॥ ৪৬

দেব্যাবাচ ।

দেবদেব মহাদেব মুনীনং ভাবিতাস্তনাম্ ।

অজ্ঞানস্ত যথা ব্যাপ্তিস্তামহং দ্রষ্টুমুৎসহে ॥৪৭

এবং দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ নীললোহিতঃ

বিটবেষমধাশ্বায় যযৌ দারুবনং প্রতি ॥ ৪৮

জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার যেন আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, এই ত্রৈলোক্য যে ধুমব্যাণ্ড । হে দেবদেব মহেশ্বর! ধূমের কারণ কি বল। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমার অতিপ্রিয় দারুবন-তীর্থে তপোনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন। আমাকে অবগত না হইয়া তাঁহার শরীর ক্লেণ দিতেছেন। তাঁহাদের মস্তকস্থিত ধূমই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াছে। পার্শ্বতি! লোকে যে সকল পর্যাণ্ড-ফলকারণ নানা প্রকার কৰ্ম্ম আছে, আমাকে না জানিলে, তৎসমস্তই নিফল। ২৯—৪৫। শিবের এই কথা শুনিয়া দেবী রুদ্রকে বলিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব! ভাবিতাস্তা মুনিগণ কিরূপ অজ্ঞানব্যাণ্ড, তাহা আমার দেখিতে উৎসাহ হইতেছে। দেবীর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ নীললোহিত বিটবেষ ধারণপূর্ব্বক দারুবনে গমন করিলেন; বিষ্ণুও ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের সহিত মিলিত হইলেন। বিষ্ণু-সমভিব্যাহারী শিব দেবদারুবনবাসীদিগকে মাধায় মোহিত করত সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নীগণ শিবদর্শনে মদনানলদীপিত হইয়া লজ্জা

ত্রীরূপধারী বিষ্ণু শঙ্করেণ সমাগতঃ ॥ ৪৯
বিষ্ণুনা সহ বিশেষো দেবদাকবনৌকসঃ ।
মোহয়ন্ মায়া শব্দবিচচার বনে তদা ॥ ৫০
মুনিঃশিষ্যঃ শিবঃ দৃষ্ট্বা মদনানলদীপিতাঃ ।
ত্যক্তলজ্জা বিবস্ত্রাশ্চ যযুস্তা অহু শঙ্করম্ ॥ ৫১
ত্রীরূপধারিণঃ বিষ্ণুঃ সর্বে মুনিকুমারকাঃ ।
অবগচ্ছন্ত দেবর্ষে কামবাণ প্রসীড়িতাঃ ॥ ৫২
তদদ্ভুতং তদা জ্ঞাত্বা কুপিতা মুনয়স্তদা ।
লিঙ্গহীনং হরং কৃত্বা গোপবেশধরং হরিম্ ॥ ৫৩
তদাপ্রভৃতি বিপ্রৈশ্চ শিবা মেখলসংজ্ঞিতা ।
উভয়েশ্চৈব সংযোগঃ সর্বপাপহরঃ শিবঃ ॥ ৫৪
ইতি শ্রুত্বা তু দেবধির্বিক্ষণে বচনং তদা ।
জগাম কল্লং তীর্থানি শিবভক্তিপুরস্কৃতঃ ॥ ৫৫
এতৎ সৌরঃ পুরাণং তে যথাবৎ সমুদারিতম্
যচ্ছত্বা মল্লজঃ সমাগৃগোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৫৬
কিং তীর্থৈশ্চ প্রয়াগাটোঃ কিং যজ্ঞৈর্ভূয়দক্ষিণে

এবং বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শিবের অহু-
গামিনী হইল। হে দেবর্ষে! মনিকুমার-
গণ কামবাণ-স্পীড়িত হইয়া ত্রীরূপধারী
বিষ্ণুর অহুগামী হইল। সেই অদ্ভুত
ব্যাপার দর্শনে মুনীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকে
লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণুকে গোপবেশধারী করি-
লেন অর্থাৎ সেই মুনীগণ অভিষাপ প্রদান
করিলে, অভিষাপের সম্মান রক্ষার্থ, ভক্ত-
বৎসল শিব লিঙ্গহীন এবং বিষ্ণু গোপবেশ-
ধারী হন ও লিঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত
হয়। হে বিপ্রবর! তদবধি গোত্রী
মেখলানারী হইলেন। মেখলা (গৌরী-
পট্ট) ও লিঙ্গের যে সংযোগ, তাহাই শিব-
স্বরূপ; সেই মেখলাসংযুক্ত লিঙ্গ সর্বপাপ-
বিনাশক। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার এই কথা
শ্রবণে শিবভক্তি পুরস্কৃত হইয়া তীর্থ করিতে
গমন করিলেন ৪৯—৫৫। স্মৃত বলিলেন,—
হে শৌনক! এই সৌরপুরাণ আপনার
নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম; মানব, ইহা
শ্রবণ করিলে, সহস্র গোদানের কল প্রাপ্ত
হয়। যদি শ্রদ্ধাসহকারে এই উত্তম পুরাণ

যদি শ্রুতং শ্রদ্ধাধীনঃ পুরাণ মদমুস্তমম্ ॥ ৫৭
যত্র দেবাধিদেবস্ত্র মাহাশাস্ত্রাঃ কথ্যতে বিভোঃ ।
গিরীশস্ত তু যোগীশ্রাঃ কিং তেন সদৃশঃ

ভবেৎ ॥ ৫৮

শ্রদ্ধাধীনঃ শিবে ভক্তো নিয়তঃ শৃণুয়াদিদম্ ।
ব্রাহ্মণাঙ্ঘ্রিবভক্তাশ্চ পুরস্কৃত্য সমাহতঃ ॥ ৫৯
সমাপ্য সকলং বেদং পূজয়েচ্ছাচকং নরঃ ।
কনকেন সুশুদ্ধেন তথা চন্দনখণ্ডকৈঃ ॥ ৬০
বিশেষরো মহাদেবঃ প্রীয়তামিতি ভাবতঃ ।
দত্তাৎ স্বর্ণং যথাশক্তি বাচকায় সচন্দনম্ ॥ ৬১
যজ্ঞেকশীরমাত্রাপি দত্তা ভূমিঃ শিবার্থিনা ।
সা তারয়তি দাতৃনি পূর্বজান সকলানপি ॥ ৬২
শ্রুত্বা গ্রন্থমিমাং সমাগৃদতাদানানি শক্তিতঃ ॥
তান্তক্ষয়কলান্তাভ্যুদয়ো বেদবাদিনঃ ॥ ৬৩
ইতি ত্রীরূপপুরাণোপপুরাণে শ্রীসৌরো স্মৃত-
শৌনকসংবাদে শিবতীর্থকথনং মুনি-
পত্নীমোহনং নামৈকেনাসম্পত্তি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত হয়, তাহা হইলে, প্রয়াগাদি তীর্থ এবং
প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞে প্রয়োজন কি?
হে যোগিশ্রেষ্ঠগণ! যথায় দেবাধিদেব প্রভু
গিরীশের মাহাশাস্ত্র বর্ণিত আছে, সেই
পুরাণের সদৃশ আর কি থাকিতে পারে?
নিয়মী শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে পুরস্কৃত করিয়া
একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে এই পুরাণ শ্রবণ
করিবে। সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে,
‘বিশেষর মহাদেব প্রীত হউন’ এই অভি-
প্রায়ে সুশুদ্ধ সুবর্ণ, চন্দন ও ছায়া বাচকের
পূজা করিবে; সুবর্ণ ও চন্দন বাচককে যথা-
শক্তি দিবে। শিবপ্রীতিকামী ব্যক্তি যদি
একলাঙ্গল পরিমিত ভূমি প্রদান করে, তবে
দাতার সকল পূর্বপুরুষ উদ্ধারপ্রাপ্ত হন।
এই গ্রন্থশ্রবণের পর যথাশক্তি দান করিবে।
বেদবাদী মুনীগণ সেই দানকে অক্ষয় কল-
জনক বলিয়াছেন। ৫৬—৬৩।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

